Contents

তাফসীরে ইবনে কাছীর

তৃতীয় খণ্ড

(পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পারা)

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইবনে কাছীর (তৃতীয় খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত
ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত
ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ৯৭
ইফা প্রকাশনা : ১৬৮৮/৩
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0023-x

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৯১

চতুর্থ সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আওয়াল ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৬০০.০০ (ছয় শত) টাকা

TAFSIRE IBNE KASIR (Commentary on the Holy Quran) (1st Volume): Written by Imam Abul Fidaa Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 March 2014
E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 600.00 ; US Dollar : 18.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্‌প্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশ প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের

আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইব্ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আখতার ফারূক। গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের তিনটি সংস্করণ ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর চতুর্থ সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে রয়্যাল সাইজে প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থের নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

গ্রন্থকার পরিচিতি

ইমাম হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন উমর ইব্ন কাছীর আল-কারশী আল-বাসরী (র) ৭০০ হিজরী মুতাবিক ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার বসরা শহরে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শায়খ আবূ হাফস শিহাবুদ্দীন উমর (র) সেখানকার খতীবে আযম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহাব (র) সমসাময়িককালে একজন খ্যাতনামা আলিম, হাদীসবেত্তা ও তাফসীরকার ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র যয়নুদ্দীন ও বদরুদ্দীন সেই যুগের প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ছিলেন। মোটকথা, তাঁহার গোটা পরিবারই ছিল সেকালের জ্ঞান-জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ।

মাত্র তিন বৎসর বয়সে ৭০৩ হিজরীতে তিনি পিতৃহারা হন। তখন তাঁহার অগ্রজ শায়খ আবদুল ওহাব তাঁহার অভিভাবকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। ৭০৬ হিজরীতে তাঁহার অগ্রজের সহিত বিদ্যার্জনের জন্য তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্র বাগদাদে উপনীত হন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহাবের কাছেই সম্পন্ন হয়। অতঃপর তিনি শায়খ বুরহানুদ্দীন ইব্ন আবদুর রহমান ফাযারী ও শায়খ কামালুদ্দীন ইব্ন কাযী শাহবার কাছে ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইত্যবসরে তিনি শায়খ আবূ ইসহাক সিরাজীর 'আত-তাম্বীহ ফী ফুরূইশ-শাফিঈয়া' ও আল্লামা ইব্ন হাজিব মালিকীর 'মুখতাসার' নামক গ্রন্থদ্বয় আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করেন। ইহা হইতেই তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

খ্যাতনামা হাদীস শাস্ত্রবিদ 'মুসনিদুদ দুনিয়া রিহলাতুল আফাক' ইব্ন শাহনা হাজ্জারের কাছে তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদীসশাস্ত্রে তাঁহার অন্যান্য ওস্তাদ হইতেছেন ঃ বাহাউদ্দীন ইব্ন কাসিম ইব্ন মুজাফফার ইব্ন আসাকির, শায়খুয যাহির আফীফুদ্দীন ইসহাক ইব্ন ইয়াহিয়া আল-আমিদী, ঈসা ইবনুল মুতইম, মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ, বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সুয়ায়দী, ইবনুর রাযী, হাফিয জামালুদ্দীন ইউসুফ আল-মিযযী শাফিঈ, শায়খুল ইসলাম তকীউদ্দীন আহমদ ইব্ন তায়মিয়া আল-হাররানী, আল্লামা হাফিয কামালুদ্দীন যাহবী ও আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুস্ সিরাজী। তন্মধ্যে তিনি সর্বাধিক শিক্ষালাভ করেন 'তাহযীবুল কামাল' প্রণেতা সিরিয়ার মুহাদ্দিস আল্লামা হাফিয জামালুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমান মিযযী আশ-শাফিঈ (র) হইতে। পরবর্তীকালে তাঁহারই কন্যার সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর বেশ কিছুকাল তিনি শ্বশুরের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার রচিত 'তাহযীবুল কামাল' ও অন্যান্য হাদীস সংকলন অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ফলে হাদীসশাস্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জিত হয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর সান্নিধ্যেও তিনি বেশ কিছুকাল অধ্যয়নরত ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি বিভিন্ন জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাহা ছাড়া মিসরের ইমাম আবুল ফাতাহ দাবুসী, ইমাম আলী ওয়ানী ও ইমাম ইউসুফ খুতনী তাঁহাকে মুহাদ্দিস হিসাবে স্বীকৃতি দান পূর্বক হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনার অনুমতি প্রদান করেন।

মোটকথা, মুসলিম জাহানের তৎকালীন সেরা মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকীহবৃন্দের নিকট হতে বিপুল অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তিনি নিজকে সমগ্র মুসলিম জাহানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমামের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ছাড়াও তিনি আরবী ভাষা-সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাসে অশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এক কথায় উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে সমানে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব খুবই বিরল। হাদীসশাস্ত্রে তো তিনি 'হাফিযুল হাদীস'-এর মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছিলেন। তেমনি আরবী ভাষায় তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান কবি।

ইমাম ইব্ন কাছীর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের কয়েকজনের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আল্লামা হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ

"হাফিয জালালুদ্দীন মিযযীর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়া তিনি হাদীসশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।"

প্রখ্যাত ইতিহাসকার আল্লামা আবুল মাহাসীন জামালুদ্দীন ইউসুফ বলেন ঃ

"হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।"

হাফিয আবুল মাহাসিন হুসায়নী দামেশকী বলেন ঃ

"ফিকহশাস্ত্র, তাফসীর, সাহিত্য ও ব্যাকরণে তিনি বিপুল পারদর্শিতা লাভ করেন ও হাদীস শাস্ত্রের 'রিজাল' ও 'ইলাল' প্রসঙ্গে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সুতীক্ষ্ম ও সুগভীর।"

হাফিয যয়নুদ্দীন ইরাকী বলেন ঃ

হাদীসের 'মতন' ও ইতিহাসশাস্ত্রে সবচাইতে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হইলেন ইমাম ইব্ন কাছীর।"

শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রাযযাক হামযা বলেন ঃ

"ইমাম ইব্ন কাছীর সমগ্র জীবনব্যাপী জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই জ্ঞানার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি প্রচুর পরিশ্রম ব্যয় করেন।"

হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী বলেন ঃ

"ইমাম ইব্ন কাছীর একাধারে খ্যাতনামা মুফতী, মুহাদ্দিস, ফিকহশাস্ত্রবিদ, তাফসীর ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। হাদীসের মতন সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল অপরিমেয়।"

হাফিয হুসায়নী বলেন ঃ

"তিনি হাদীসের অনন্য হাফিয, প্রখ্যাত ইমাম, অসাধারণ বাগ্মী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।"

আল্লামা শায়খ ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন ঃ

"ইমাম ইব্ন কাছীর হাদীসের শ্রেষ্ঠতম হাফিয ছিলেন।"

হাফিয ইব্ন হুজায়ী বলেন ঃ

"আমাদের জ্ঞাত মুহাদ্দিসকুলের মধ্যে তিনি হাদীসের মতন স্মৃতিস্থকরণে, রিজাল শাস্ত্রজ্ঞানে ও হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ছিলেন।"

"আল্লামা হাফিয ইব্ন কাছীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের ভরসাস্থল, ইতিহাসকারদের অবলম্বন ও তাফসীরকারদের গৌরবোন্নত পতাকা।"

হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী বলেন ঃ

"হাদীসের মতন ও রিজালশাস্ত্রের পঠন ও অধ্যয়নে তিনি অহর্নিশ মশগুল থাকিতেন। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসিকতাপ্রিয় ব্যক্তি। জীবদ্দশায়ই তাঁহার গ্রন্থরাজি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।"

মোটকথা, ইমাম ইব্ন কাছীর গ্রন্থ রচনা, অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের মহান দায়িত্বে তাঁহার সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেন। তাঁহার মহামান্য ওস্তাদ আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর ইন্তিকালের পর তিনি দামেশকের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনদ্বয়ে একই সঙ্গে হাদীস অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও ইবাদতগুযার ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া তিনি সালাত, তিলাওয়াত ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকিতেন। তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ল, সদালাপী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি। আলাপ-আলোচনায় তিনি মূল্যবান রসালো উপমা ব্যবহার করিতেন। হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী তাঁহাকে 'উত্তম রসিক' বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

আল্লামা ইমাম ইব্ন তায়মিয়ার শাগরিদ হওয়ায় এবং দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যের কারণে ইমাম ইব্ন কাছীর মাসআলা-মাসাইলের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারই অনুসারী ছিলেন। এমনকি তালাকের মাসআলায়ও তিনি তাঁহার অনুসারী হন। ফলে তাঁহাকেও ভীষণ বিপদ ও কঠিন নির্যাতনের শিকার হইতে হয়।

অপরিসীম অধ্যয়নের কারণে শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। অতঃপর ৭৭৪ হিজরী মুতাবিক ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে শাবান, বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য দুই পুত্র যথাক্রমে যয়নুদ্দীন আবদুর রহমান আল-কারশী ও বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মাদ আল-কারশী জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম জাহানে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। আল্লামা ইমাম ইব্ন কাছীর রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজির কতিপয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১. আত-তাকমিলাতু ফী মা'রিফাতিস-সিকাতি ওয়ায-যুআফা ওয়াল-মাজাহিল ঃ ইহা রিজালশাস্ত্রের (বর্ণনাকারী-বিশ্লেষণ) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আবদুর রহমান মিযযীর 'তাহযীবুল কামাল' ও শামসুদ্দীন যাহাবীর 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

২. আল হাদ্‌য়্যু ওয়াস-সুনানু ফী আহাদীসিল মাসানীদে ওয়াস-সুনান ঃ গ্রন্থখানি 'জামিউল মাসনীদ' নামে খ্যাত। এই গ্রন্থে মুসনাদে আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে আবূ ইয়ালা, মুসনাদে ইব্ন আবি শায়বা ও সিহাহ সিত্তার রিওয়ায়াতসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

৩. মানাকিবুশ শাফিঈ ঃ এই গ্রন্থে ইমাম শাফিঈ (র)-এর জীবনালেখ্য ও কর্মধারা বর্ণিত হইয়াছে।

৪. তাখরীজু আহাদীসি আদিল্লাতিত-তাম্বীহ;

৫. তাখরীজু আহাদীসে মুখতাসার ইবনিল হাজিব;

৬. **শারহু সহীহিল বুখারী** ঃ বুখারী শরীফের এই ভাষ্য তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া যান। ইহাতে শুধু প্রথমাংশের ভাষ্য বিদ্যমান।

৭. **আল-আহকামুল-কাবীর** ঃ অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলির বিশদ আলোচনা সম্বলিত এই গ্রন্থটিও 'কিতাবুল হজ্জ' পর্যন্ত লেখার পর অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।

৮. **ইখতিসারু উলূমিল হাদীস** ঃ ইহা আল্লামা ইবনুস-সালাহ রচিত 'উলূমুল হাদীস' নামক উসূলে হাদীস গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। ইহার সহিত গ্রন্থকার অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজন করার ফলে দেশ-বিদেশে ইহার অশেষ জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২।

৯. **মুসনাদুশ শায়খায়ন** ঃ ইহাতে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংকলিত হইয়াছে।

১০. **আস-সীরাতুন নাবূবিয়াহ** ঃ ইহা রাসূল (সা)-এর একটি বৃহদায়তন জীবনালেখ্য।

১১. **আল-ফাসলু ফী ইখতিসারি সীরাতির-রাসূল** ঃ ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য।

১২. কিতাবুল মুকাদ্দিমাত।

১৩. **মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লি ইমাম বায়হাকী** ঃ ইহা ইমাম বায়হাকীর 'কিতাবুল মাদখাল'-এর সংক্ষিপ্তসার।

১৪. **রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ** ঃ খ্রিস্টানদের আয়াস দুর্গ অবরোধের সময়ে জিহাদ সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি তিনি লিপিবদ্ধ করেন।

১৫. **রিসালা ফী ফাযাইলিল কুরআন** ঃ ইহা তাফসীর ইব্ন কাছীরের পরিশিষ্ট হিসাবে লিখিত হইয়াছে।

১৬. **মুসনাদে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল** ঃ ইহাতে বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের বিখ্যাত মুসনাদ সংকলনের হাদীসসমূহ বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পরন্তু ইমাম তাবারানীর 'মুজাম' ও আবূ ইয়ালার 'মুসনাদ'-এর হাদীসগুলিও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।

১৭. **আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া** ঃ এই ইতিহাস গ্রন্থটি ইমাম ইব্ন কাছীরের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক অমর সৃষ্টি। ইহাতে সৃষ্টির শুরু হইতে ঘটিত ও ঘটিতব্য সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে অতীতের নবী-রাসূল ও উম্মতসমূহের বর্ণনা এবং পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবশেষে খুলাফায়ে রাশেদীন হইতে তাঁহার সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে কিয়ামতের আলামতসমূহ ও পরকালের ঘটনাবলী দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষত ইহার সীরাতুন্নবী অধ্যায়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে।

১৮. **তাফসীরুল কুরআনিল কারীম** ঃ ইহাই 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' নামে খ্যাত।

সবিনয় নিবেদন

অশেষ প্রশংসা সেই রাহমানুর রাহীমের, যিনি কলমের সাহায্যে আমাদিগকে শিখাইলেন আর অজানাকে জানাইয়া আঁধারপুরী হইতে আলোর জগতে পৌঁছাইয়া দিলেন। অজস্র দরূদ ও সালাম সেই মহান রাসূল (সা) ও তাঁহার আল-আসহাবের উপর, যাঁহার হিদায়াত ও শাফা'আত আমাদের ইহ ও পরকালের নাজাতের একমাত্র পূর্বশর্ত। ওগো পরওয়ারদিগার! আমার কাজকে সহজ কর আর তাহা সুসম্পন্ন করার তাওফীক দান কর।

সবেমাত্র তাফসীরে ইবনে কাছীরের বংগানুবাদের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এখনও পাড়ি বহু দূর। আল্লাহই তাওফীক দিবার মালিক। তৃতীয় খণ্ডে আমি পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পারার তাফসীর সন্নিবেশিত করিয়াছি। পারাভিত্তিক গ্রন্থনা দ্বারা খণ্ডগুলির কলেবরে সমতা সৃষ্টি সহজতর হয় ও এতদ্দেশের পঠন-পাঠন ও বিভাজনে এই পন্থাই সাধারণত অনুসৃত হয় বলিয়া আমি উহা করিয়াছি। আশা করি পাঠকবর্গও ইহা পসন্দ করিবেন।

তৃতীয় খণ্ডের এই প্রথম সংস্করণটি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নিখুঁত করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদের ভূত এড়ানো গেল না বলিয়া আমি দুঃখিত। আশা করি, ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় সংস্করণে এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধিত হইবে। এতবড় গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের এই তাড়াহুড়াজনিত ত্রুটিবিচ্যুতিটুকু সহৃদয় পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন বলিয়া আমার দৃঢ় আস্থা রহিয়াছে।

এই বিরাট অনুবাদকার্যে আমি যাঁহাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা পাইয়াছি তাহা কৃতজ্ঞতায় সহিত স্মরণ করিতেছি। তেমনি ইহার প্রকাশনাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সহযোগিতার জন্য অনুবাদ বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম ও সহকারী পরিচালক জনাব আবদুস সামাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। আল্লাহ পাক তাহাদের সকলের ইহ ও পরকালীন জাযা দান করুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

পরিশেষে আমি এতটুকুই বলিতে চাই, এই গ্রন্থের যাহা কিছু কৃতিত্ব, তাহার সবটুকু প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রাপ্য আর যাহা কিছু অকৃতিত্ব তাহার সবটুকু নিন্দার একমাত্র প্রাপক আমিই। এই অধম বান্দার পারলৌকিক মুক্তির জন্য আল্লাহ গাফুরুর রহীম এই নগণ্য কাজটিকে বাহানা হিসাবে কবূল করুন, ইহাই আমার একমাত্র মুনাজাত। আমীন-ইয়া রাব্বাল আলামীন!

২৭ নভেম্বর, ১৯৯১

আহকার
আখতার ফারূক

সূচিপত্র

যাঁর দু'আ ও অনুমোদন এই গ্রন্থের প্রাণপ্রবাহ,
সেই মরহুম শায়খ হযরত হাফেজ্জী হুযূরের
মাগফিরাত কামনায় নিবেদিত।

তাফসীরে ইবনে কাছীর

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

পঞ্চম পারা

সূরা নিসা

২৪-১৭৬ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

(٢٤) وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

২৪. "আর নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ; তোমাদের জন্য ইহা আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল; অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে। তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা সম্ভোগ করিয়াছ, তাহাদের নির্ধারিত মাহর প্রদান করিবে। মাহর নির্ধারণের পর কোন ব্যাপারে তোমরা পরস্পর সম্মত হইলে তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

'আর নারীদের মধ্যে সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়া যায়, তাহাদের ব্যতীত।'

অর্থাৎ তোমাদের জন্য সকল বিবাহিতা নারীকে হারাম করা হইয়াছে। একমাত্র সেই দাসী ব্যতীত যে সকল কুমারী দাসীদের তোমরা অধিকারী হইয়াছ। তাহাদের সঙ্গে সংগম করা বৈধ।

শানে নুযূল ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ইমাম আহমদ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ বনূ আওতাস গোত্রের এক স্ত্রীলোক দাসী হইয়া আমার অধিকারে আসে। তাহার স্বামী

ছিল। তাহার স্বামী থাকায় তাহার সহিত সহবাস করিতে আমি ইতস্তত করিতেছিলাম। আমি গিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে ঘটনাটি বলিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

অর্থাৎ 'তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী হইয়াছে, তাহাদের ব্যতীত নারীদের মধ্যে সকল বিবাহিতা নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।'

অতঃপর এই আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী আমি তাহার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে প্রবৃত্ত হই।

আবদুর রাযযাক.....আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে আবূ আলকামা ও তাঁহার নিকট হইতে আবূ খলীল বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য সূত্রে আবূ খলীল...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীরা আওতাসের দিন বহু দাসীর অধিকারী হন। এই সকল নারীর স্বামীরা ছিল মুশরিক। সাহাবারা এই সকল দাসীর স্বামী রহিয়াছে বলিয়া তাহাদের সঙ্গে যৌনচর্চা ও সংগম করা হইতে বিরত থাকেন। অতঃপর ইহার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

নাসাঈ, আবূ দাউদ এবং মুসলিম...... সাঈদ ইব্‌ন আবূ উরওয়া হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মুসলিম ও শু'বা কিছুটা বেশি বলিয়াছেন। কাতাদার সনদে হাম্মাম ইব্‌ন ইয়াহিয়ার সূত্রে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি উত্তম বটে, তবে কাতাদা হইতে হাম্মামের রিওয়ায়াত ব্যতীত আবূ আলকামার অন্য কোন রিওয়ায়াতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। সাঈদ ও শু'বাও এই ধরনের মন্তব্য করিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

তাবারানী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইহা খায়বার যুদ্ধে বন্দীণি সধবা মহিলাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

পূর্ববর্তী মনীষীদের একটি দল এই আয়াতের মর্মে বলেন যে, দাসীদিগকে বিক্রি করিয়া দেওয়াই হইল স্বামীর পক্ষ হইতে তাহাদিগকে তালাক দেওয়া।

ইব্‌ন জারীর (র)...... মুগীরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুগীরা (রা) বলেন ঃ ইবরাহীমকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সধবা দাসীদের বিক্রি করা সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত ? উত্তরে তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন যে, উহাদের বিক্রি করিয়া দেওয়াই উহাদের তালাক। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

সুফিয়ান (র)...... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ উহাদিগকে বিক্রি করিয়া দেওয়াই উহাদের জন্য তালাক সমতুল্য। তবে ইহার সনদে ছেদ রহিয়াছে।

সুফিয়ান সাওরী (র).....ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ যখন কোন সধবা দাসীকে বিক্রি করা হয়, তখন তাহার যৌনাঙ্গ ব্যবহারের বেলায় তাহার স্বামী অপেক্ষা তাহার মনিব অধিক অধিকারী হয়।

সাঈদ (র)...... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন ঃ উবাই ইব্ন কা'ব (রা), জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তাহাদিগকে বিক্রি করিয়া দেওয়াই তাহাদের জন্য তালাকতুল্য।

ইব্ন জারীর (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পাঁচভাবে সধবা দাসীদের তালাক হইয়া থাকে ঃ ১. তাহাদিগকে বিক্রি করিয়া দেওয়া; ২. আযাদ করিয়া দেওয়া; ৩. দান করিয়া দেওয়া; ৪. অব্যাহতি দান করা এবং ৫. তাহাদের স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হওয়া।

আবদুর রাযযাক (র)...... ইব্ন মুসাইয়্যাব হইতে বর্ণনা করেন যে, وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ। এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) বলেন ঃ এই আয়াত দ্বারা সধবা স্বাধীন নারীদিগকে বিবাহ করা হারাম করা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, সধবা দাসীরা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা উহাদিগকে বিক্রি করিয়া দিলেই উহাদের তালাক হইয়া যায়।

মুআম্মার (র) বলেন ঃ হাসান বসরীও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়া (র)...... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

এই আয়াতাংশের ভাবার্থে হাসান বসরী (র) বলেন, যদি সধবা দাসীদিগকে বিক্রি করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই তাহাদের প্রতি তালাক বর্তায়।

আওফ (র)...... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ সধবা দাসীদিগকে বিক্রয় করিলেই তাহাদের প্রতি তালাক বর্তায় এবং সধবা দাসীর স্বামীকে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেও তাহার দ্বারা তালাক হইয়া যায়। যাহা হউক, এ ব্যাপারে মোটামুটিভাবে কয়েকজন বিশিষ্ট পূর্বসুরী মনীষীর অভিমত তুলিয়া ধরা হইল।

অবশ্য বর্তমান ও পূর্বেকার জমহূর আলিম ইহার বিরোধী। তাঁহারা বলেন, দাসীকে বিক্রি করিয়া দিলেই সধবা দাসী তালাকপ্রাপ্তা হয় না। কেননা ক্রেতা হইল বিক্রেতার প্রতিনিধি। সে তাহার অধিকার ক্রেতার হাতে হস্তান্তর করিয়া দেয় মাত্র। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে একের মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অন্যের মালিকানা স্বত্বাধিকার রহিত হয়। তাহাদের দলীল হইল বারীরা (রা)-এর হাদীস। উহা সহীহদ্বয়সহ বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। হাদীসটি হইল এই ঃ হযরত আয়েশা (রা) হযরত বারীরা (রা)-কে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দেন। তখন কিন্তু এই আযাদ করা দ্বারা তাহার স্বামী মুগীস (রা)-এর সহিত তাহার বিবাহ বাতিল হইয়াছিল না; বরং রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বিবাহ প্রতিষ্ঠিত রাখা বা ভাংগার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। ফলে হযরত বারীরা (রা) বিবাহ ভাঙ্গা বা বাতিল করাই পসন্দ করিয়াছিলেন। ঘটনাটি খুব প্রসিদ্ধ। যদি বিক্রয় বা আযাদ করিয়া দেওয়ার দ্বারা তালাক পতিত হইত, তবে হযরত বারীরা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক বিবাহ প্রতিষ্ঠিত রাখা না রাখার

স্বাধীনতা দেওয়া হইত না। ইহা দ্বারা এই কথা বুঝা যায় যে, বিক্রয়ের মাধ্যমে দাসীদের বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায় না। তাই বলা যায়, এই আয়াতে কেবল সেই সকল নারীর কথা বলা হইয়াছে যাহাদিগকে যুদ্ধের মাঠ হইতে বন্দী করিয়া আনা হইয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ —আয়াতাংশের অর্থ হইল, পূণ্যবতী রমণীগণ। অর্থাৎ পূণ্যবর্তী মহিলাগণ তোমাদের জন্যে হারাম, যে পর্যন্ত বিবাহ, সাক্ষী, মাহর ও অভিভাবকদের সম্মতির মাধ্যমে তাহাদের একজন, দুইজন, তিনজন বা চারজনের আবরুর অধিকারী না হইবে।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবুল আলীয়া ও তাউস হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা উভয়ে বলিয়াছেন, وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ —এই আয়াতাংশের ভাবার্থে হযরত উমর (রা) এবং হযরত উবায়দা (রা) বলেন ঃ আযাদ নারী চারটির বেশি বিবাহ করা হারাম। তবে দাসীদের বেলায় কোন সংখ্যা নির্ধারিত নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ —'ইহা তোমাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশ।'

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ লিখিয়া দিয়াছেন যে, তোমাদের উপর চারটি করিয়া বিবাহ করা জায়েয। সুতরাং তোমরা এই সীমা অতিক্রম করিও না। আর ইহাই তোমাদের জন্য ফরয।

উবায়দা, আতা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ —অর্থাৎ চারটি পর্যন্ত বিবাহ করা তোমাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশ।

ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন ঃ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ—অর্থাৎ ইহা তোমাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশ যে, যেই সকল নারীকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, তাহারা হারাম।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ

'উহাদিগকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সকল নারী হালাল করা হইয়াছে।' অর্থাৎ যে সকল নারীকে বিবাহ করা হারাম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, উহাদের ব্যতীত সকল নারীকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হালাল হইল। আতা (র) সহ অনেকেই এই অর্থ করিয়াছেন।

উবায়দা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ—এর ভাবার্থ হইল চারটির বেশি বিবাহ করা হারাম। এই অর্থটি মূল আয়াতের সহিত ততটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। মূলত আতা (র) বর্ণিত ভাবার্থই সঠিক।

কাতাদা (র) বলেন ঃ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ —অর্থাৎ যে সকল দাসীর তোমরা অধিকারী হইবে।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতাংশটি তাহাদের দলীল, যাহারা বলেন যে, একত্রে দুই বোনকে বিবাহ করা জায়েয এবং তাহাদেরও দলীল, যাহারা বলেন, ইহা একটি আয়াত দ্বারা হালাল হওয়া বুঝায়. অন্য আয়াত দ্বারা আবার হারাম হওয়া বুঝায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ.

'তোমরা তাহাদিগকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করিবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্যে, ব্যভিচারের জন্যে নহে।' অর্থাৎ তোমরা তাহাদিগকে অর্থের বিনিময়ে বধু হিসাবে চারটি পর্যন্ত লাভ করিতে পার। তবে দাসী গ্রহণের বেলায় নির্ধারিত কোন সংখ্যা নাই। অবশ্য তাহাও শরীআতের বিধানসম্মত হইতে হইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, 'বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারের জন্যে নয়।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً.

'তাহাদের মধ্যে যাহাকে তোমরা ভোগ করিবে, তাহাকে তাহার নির্ধারিত হক দান করিবে।' অর্থাৎ যাহাদিগকে ভোগ করিবে, তাহাদিগকে ভোগের বিনিময়ে মাহর দান করিবে। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যস্থানে বলিয়াছেন ঃ

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ.

অর্থাৎ 'কিরূপে তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে ? অথচ তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সান্নিধ্য গ্রহণ করিয়াছ।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً.

অর্থাৎ 'তোমরা খুশিমনে স্ত্রীদিগকে তাহাদের মাহর প্রদান কর।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا.

অর্থাৎ 'তোমরা স্ত্রীদিগকে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছ, তাহা হইতে কিছু ফিরাইয়া নেওয়া তোমাদের জন্যে বৈধ নয়।'

এই আয়াতের সাধারণ অর্থ দ্বারা মুত'আ বিবাহের সমর্থনে দলীল গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তবে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইসলামের প্রথম যুগে ইহা জায়েয ছিল ও পরে ইহা রহিত করা হয়।

ইমাম শাফিঈ (র) সহ আলিমদের একটি দল বলেন ঃ মুত'আ একবার বৈধ করা হয়, কিন্তু তাহাও রহিত করা হয়। মোট কথা দুইবার বৈধ করা হইয়াছে এবং দুইবার রহিত করা হইয়াছে।

অপর একদল বলেন ঃ ইহা কয়েকবার বৈধ করা হয় এবং কয়েকবার রহিত করা হয়।

আলিমদের অন্য একটি দল বলেন ঃ ইহা একবার বৈধ করা হইয়াছিল এবং পরে ইহার বৈধতা রহিত করা হয়। অতঃপর ইহাকে বৈধ করা হয় নাই।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সহ সাহাবাদের একটি দল হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রয়োজন ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে উহা জায়েয রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র) হইতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উবাই ইব্ন কা'ব (রা), সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) এবং সুদ্দী প্রমুখের কিরাআতে রহিয়াছে ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

অর্থাৎ এই কিরাআতে إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى। বাক্যটি বেশি রহিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইহা মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু জমহূর এই মতের বিরোধী। তবে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হাদীসটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম। সেই হাদীসে আমীরুল মুমিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার যুদ্ধের সময় মুত'আ বিবাহ করিতে এবং পালিত গাধার গোশত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

রবী...... সাবুরা ইব্ন মা'বাদ জুহানী (রা) হইতে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাবুরা ইব্ন মা'বাদ জুহানী (রা) বলিয়াছেন ঃ তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সকল জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ হে লোক সকল! আমি তোমাদিগকে নারীদের সঙ্গে মুত'আ করার অনুমতি দিয়াছিলাম। এখন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত উহা হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তোমাদের যাহাদের নিকট এই ধরনের স্ত্রী রহিয়াছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। তবে এই ব্যাপারে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ, উহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিবে না।

মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা বিদায় হজ্জের দিন বলিয়াছিলেন। ফিকহ এবং আহকামের কিতাবসমূহে এই বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

'তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি মাহর নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও।'

এই আয়াত দ্বারা যাহারা মুত'আ বিবাহ উদ্দেশ্য নেন তাহারা অর্থ করেন যে, যখন নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবে, তখন পুনরায় বিনিময় বৃদ্ধি করিয়া মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া লওয়ায় কোন পাপ নাই।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ইচ্ছা করিলে পূর্ব নির্ধারিত মাহরের পর মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে সে বলিবে—আমি এত সময়ের জন্যে পুনরায় মুত'আ করিতেছি। আর গর্ভাশয়ের পবিত্রতার পূর্বে যদি বিনিময়ের সেই বেশি অংশটা নির্ধারিত করে নেয়, তবে সে মেয়াদও বৃদ্ধি করিয়া নিতে পারিবে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে সুদ্দী (র) আরও বলেন ঃ যদি মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে বিনিময় বৃদ্ধি না করে, তবে মেয়াদ বৃদ্ধি করার সুযোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে সে পৃথক হইয়া যাইবে এবং এক ঋতুকাল অপেক্ষা করিয়া স্বীয় গর্ভাশয়কে পবিত্র করিয়া নিবে। পবিত্রতার পর আবার চুক্তির সুযোগ সৃষ্টি হইবে। উল্লেখ্য যে, ইহারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হয় না।

পক্ষান্তরে যাহারা বলেন, ইহা দ্বারা মাহর নির্ধারণের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা ইহার সপক্ষে এই দলীল পেশ করেন ঃ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً—অর্থাৎ 'তোমরা স্ত্রীদিগকে

তাহাদের মাহর দিয়া দাও খুশি মনে।' তবে মাহর নির্ধারিত হইবার পর যদি স্ত্রী তাহার সমস্ত প্রাপ্য মাফ করিয়া দেয়, সেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর কাহারও কোন পাপ নাই।'

ইব্ন জারীর (র)...... সুলায়মান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান (র) বলেন ঃ হাযরামী (র) বলিয়াছেন, লোকজন নিজেরাই মাহর নির্ধারিত করিয়া থাকে। অবশ্য মানুষের দরিদ্র হইয়া যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। ইহা বলিয়া তিনি বলেন, এই অবস্থায় যদি স্ত্রী তাহার প্রাপ্য মাফ করিয়া দেয়, তবে ইহাতে কোন পাপ নাই। ইব্ন জারীর (র)-ও এই মত পসন্দ করিয়াছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহার ভাবার্থ হইল, তাহাদিগকে পুরাপুরি মাহর দিয়া দেওয়া। অতঃপর তাহাদিগকে তাহার সঙ্গে বসবাস করার অথবা পৃথক থাকার স্বাধীনতা প্রদান করা।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিজ্ঞ ও গূঢ় রহস্যবিদ।'

মোট কথা, ইহার বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কীয় নির্দেশাবলীর মধ্যে যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও নিপুণ কলা-কৌশল রহিয়াছে, উহার রহস্য সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।

(২৫) وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۟

২৫. "তোমাদের মধ্যে কাহারও আযাদ ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকিলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার নারী বিবাহ করিবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান। সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের মালিকের অনুমোদনক্রমে বিবাহ করিবে এবং যাহারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নহে ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নহে, তাহাদিগকে ন্যায়সংগতভাবে তাহাদের মাহর প্রদান করিবে। বিবাহিতা হওয়ার পর যদি তাহারা ব্যভিচার করে, তবে তাহাদের শাস্তি আযাদ নারীর অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচারকে ভয় করে, ইহা তাহাদের জন্য; তবে ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্যে মঙ্গল। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় শক্তি ও পূর্ণ সামর্থ্য রাখে না। اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ। 'স্বাধীন মুসলমান নারী বিবাহ করার।' অর্থাৎ স্বাধীন ও সতী নারী বিবাহ করার।

ইব্‌ন ওয়াহাব (র)...... রবীআ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ এই আয়াতাংশের মর্মার্থে রবীআ (র) বলেন ঃ طَوْلاً-এর অর্থ হইল বাসনা। অর্থাৎ দাসীর প্রতি যখন বাসনা জাগ্রত হইবে, তখন তাহাকে বিবাহ করিবে।

তবে ইব্‌ন জারীর এবং ইব্‌ন আবূ হাতিম এই মত উদ্ধৃত করিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا مَلَكَتْ اِيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

'সে ব্যক্তি তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করিবে।'

অর্থাৎ যাহার অবস্থা উপরোক্তরূপ হইবে, সে তাহার অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করিবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সকলের অবগতির জন্যে বলেন ঃ

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

'আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং তোমরা পরস্পর এক।'

অর্থাৎ সকল কার্যের যথার্থ রহস্য ও গোপনীয় ব্যাপার তাঁহার নিকট প্রকাশমান। অথচ মানুষের জ্ঞানে রহিয়াছে কেবল কোন জিনিসের বাহ্যিক দিক।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ অর্থাৎ 'দাসীদিগকে তাহাদের মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর।'

ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, মনিব হইল দাসীদের অভিভাবক। তাহাদের অনুমতি ব্যতীত দাসীদের বিবাহ সাধিত হয় না। অনুরূপভাবে দাসদেরও মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হয় না। যথা হাদীসে বর্ণিত আছে, যে দাস তাহার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে, সে ব্যভিচারী। আর যদি কোন মহিলা কোন দাসীর অধিকারী হয়, তবে দাসীকে সেই মহিলার অনুমতিক্রমে এমন কোন ব্যক্তি বিবাহ দিবে যে সেই মহিলাকেও বিবাহ দিবার অধিকার রাখে। কেননা হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'নারী যেন নারীকে বিবাহ না দেয় এবং নারী যেন নিজে বিবাহ না বসে। সেই নারী ব্যভিচারিণী যে নিজে নিজে বিবাহ বসে।'

অতঃপর বলা হইতেছে যে, وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -'নিয়মানুযায়ী তাহাদিগকে মাহর প্রদান কর।' অর্থাৎ খুশিমনে তাহাদিগকে মোহরানা দিয়া দাও। তাহারা দাসী বলিয়া তাহাদিগকে হেলা বা অবজ্ঞা করিও না।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مُحْصَنَاتٍ অর্থাৎ 'যখন তাহারা ব্যভিচার হইতে পবিত্র থাকিবে।' এই অর্থ করার কারণ হইল যে, পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ غَيْرَ

مُسَافِحَاتٍ 'উপপতি গ্রহণকারিণী হইবে না।' অর্থাৎ কেহ ব্যভিচার করার ইচ্ছা করিলে তাহাকে সে তাহার সঙ্গে ব্যভিচার করা হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ অর্থাৎ 'গোপন অভিসারিণী যেন না হয়।'

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اَلْمُسَافِحَاتُ -মানে হইল সেই সকল ব্যভিচারিণী মহিলা, যাহাদিগকে ব্যভিচারের প্রতি আহবান করিলে তাহারা এই নোংরা ও অভিশপ্ত কর্ম হইতে আহবানকারীকে নিরাশ করে না; বরং উদ্বুদ্ধ করে। ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন ঃ مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ-এর মর্মার্থ হইল, গুপ্ত প্রেমিকা ও গোপন অভিসারিণী। অর্থাৎ গোপনে ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে এমন মহিলা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা), মুজাহিদ, শা'বী, যাহ্হাক, আতা খুরাসানী, ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, সুদ্দী (র) প্রমুখও এই অর্থ করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ উহার অর্থ হইল গোপন সঙ্গী।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ আলোচ্য বাক্যাংশের ভাবার্থ হইল, গোপনে নির্দিষ্ট কাহারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখা। মোটকথা আল্লাহ তা'আলা এই সকল দাসী এবং স্বাধীন নারীকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ।

অর্থাৎ 'অতঃপর যখন তাহারা বিবাহ বন্ধনে আসিয়া যায়, তখন যদি কোন অশ্লীল কাজ করে, তবে তাহাদিগকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।'

اُحْصِنَّ -এর পঠন নিয়া মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন আলিফের উপর পেশ এবং সোয়াদ-এ যের দিয়া পড়িতে হইবে। তখন ইহার কর্তা উহ্য থাকিবে।

কেহ বলেন أ এবং صا উভয়ের উপর যবর হইবে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই অর্থ এক হইবে।

তেমনি ইহার অর্থের ব্যাপারেও দুইটি মত রহিয়াছে। একটি অর্থ হইল ইসলাম।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা), ইব্ন উমর (রা), আনাস (রা), আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ, যির ইব্ন হুবায়শ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আতা, ইব্রাহীম নাখঈ, শা'বী ও সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতে এইরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। যুহরী (র) কর্তৃক একটি ছেদযুক্ত সনদে হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে এইরূপ অর্থ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইমাম শাফিঈর অভিমতও ইহা এবং অধিকাংশ আলিমও এই মত পোষণ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ فَاِذَا اُحْصِنَّ-অর্থ হইল 'ইসলাম গ্রহণ করা এবং তাহার সতী-সাধ্বী হওয়া।' ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

আলী (রা) বলেন ঃ উহার তাৎপর্য হইল, ব্যতিক্রমকারিণীকে শাস্তি দেওয়া বা তাহাদিগকে চাবুক মারা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ হাদীসটি বর্জণীয়। আমাদের কথা হইল, হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। কেননা ইহার সনদের মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় 'রাবী' রহিয়াছে। তাই ইহা দলীল হিসাবে পেশ করার অযোগ্য।

কাসিম ও সালিম বলেন ঃ احصان। মানে সতী-সাধ্বী হওয়া, মুসলমান হওয়া এবং পবিত্র ও বিনয়ী হওয়া। কেহ বলিয়াছেন, ইহা বলার মূখ্য তাৎপর্য হইল, বিবাহ করা। ইহা হইল ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, তাউস, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাসান ও কাতাদা (র) প্রমুখের উক্তি।

আবূ আলী তাবারী (রা) স্বীয় কিতাব ইযাহ-এ ইমাম শাফিঈ (র) হইতেও এই অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে আবুল হাকাম ইব্ন আবদুল হাকীম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ হইতে লাইস ইব্ন আবূ সুলাইম (র) বর্ণনা করেন ঃ احصان। الامة। অর্থ হইল আযাদ ব্যক্তির সঙ্গে দাসীর এবং احصان। العبد। অর্থ হইল আযাদ মহিলার সঙ্গে দাসের বিবাহ হওয়া।

ইব্ন জারীর (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে স্বীয় তাফ্সীরে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম ও নাখঈ এবং শা'বী হইতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন, উপরোক্ত পঠনরীতিদ্বয়ের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন, এক অর্থ নয়। অর্থাৎ أ-এর উপর পেশ দিয়া পড়িলে অর্থ হইবে বিবাহ করা। আর أ-এর উপর যবর দিয়া পড়িলে অর্থ হইবে ইসলাম গ্রহণ করা। আবূ জাফর ইব্ন জারীর (র) স্বীয় তাফসীরে এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

তবে এখানে বিবাহ অর্থই অধিক সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ.

অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদিগকে বিবাহ করিবে।'

দেখা যাইতেছে যে, এই আয়াতে মু'মিন দাসীদিগকে বিবাহ করার কথা বলা হইয়াছে। অতএব বলা যায় যে, فَاِذَآ اُحْصِنَّ-এর মানে হইল বিবাহ করা। ইব্ন আব্বাস (রা)-ও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

কিন্তু জমহূরের মতে উপরোক্ত উভয় অর্থের মধ্যে জটিলতা বিদ্যমান। তাহারা বলেন, কোন দাসী ব্যভিচার করিলে তাহার জন্য পঞ্চাশ চাবুক বিধান রহিয়াছে। হউক সে মুসলিম অথবা কাফির এবং বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা। অথচ আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অবিবাহিতা দাসীর কোন শাস্তি নাই।

উল্লেখ্য যে, এই অভিযোগের একাধিক উত্তর রহিয়াছে। উত্তরদাতারা বলেন যে, প্রকাশ্য অর্থ ভাবার্থের উপর অগ্রগণ্য হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, অবিবাহিতা দাসীর শাস্তির ব্যাপারে

একাধিক হাদীস আসিয়াছে। তাই আমরা ইহার ভিত্তিতে আয়াতের ভাবার্থের উপর প্রকাশ্য অর্থকে প্রাধান্য দান করিয়াছি।

মুসলিম (র)...... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী (রা) তাঁহার ভাষণে বলেন ঃ হে জনমণ্ডলী! নিজেদের দাসীদের উপর শাস্তি প্রতিষ্ঠা কর, তাহারা বিবাহিতা হউক কিংবা অবিবাহিতা। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাসী ব্যভিচার করিলে তিনি তাহাকে শাস্তি প্রদান করার জন্য আমাকে নির্দেশ দান করিয়াছিলেন। সেই সময় দাসীটি নিফাসের অবস্থায় ছিল। আমি ভয় করিতেছিলাম, ইহার উপর এই অবস্থায় হদ প্রতিষ্ঠা করিলে মরিয়া যায় কি না। তাই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া তাহার অবস্থা জানাইলে তিনি বলেন, ভালই করিয়াছ। সে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত হদ মওকূফ রাখ।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ (র) তাঁহার পিতা হইতে এইটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিয়াছিলেন ঃ যখন নিফাস হইতে পবিত্রতা লাভ করিবে, তখন তাহাকে পঞ্চাশটি চাবুক মারিবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ তোমাদের দাসী যদি ব্যভিচার করে এবং উহা যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে নির্ধারিত সংখ্যক চাবুক মার। অতঃপর তাহাকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা করিও না। দ্বিতীয়বার যদি ব্যভিচার করে, তবে তখনও তাহাকে নির্ধারিত সংখ্যক চাবুক মার। কিন্তু তাহাকে শাসন গর্জন করিও না। অতঃপর যদি সে তৃতীয়বার ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে একগুচ্ছ চুলের বেণীর বিনিময়ে হইলেও বিক্রি করিয়া দাও।

মুসলিমের রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, 'তৃতীয়বার যদি সে ব্যভিচার করে, তবে চতুর্থবার যেন অবশ্যই তাহাকে বিক্রি করিয়া দেওয়া হয়।'

মালিক (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রাবীআ মাখযূমী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবীআ মাখযূমী (র) বলেন ঃ কয়েকজন কুরায়শ যুবককে উমর (রা) রাষ্ট্রীয় কয়েকজন দাসীর সহিত ব্যভিচারের শাস্তি প্রদান করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেন। আমরা তাহাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশটি করিয়া চাবুক মারি।

যাহারা বলেন অবিবাহিতা দাসী ব্যভিচার করিলে তাহার কোন শাস্তি নাই; তাহাদের পক্ষের উত্তর হইল যে, অবিবাহিতা দাসীদিগকে শাস্তি দেওয়া হয় কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এই ধরনের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। তাউস, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ উবাইদ, কাসিম ইব্‌ন সালাম, দাউদ ইব্‌ন আলী যাহিরী (র) প্রমুখও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারাও আয়াতের ভাবার্থের আলোকে ইহা বলিয়াছেন। মূলত আয়াতের ভাবার্থের ইঙ্গিতও এইদিকে। অধিকাংশ আলিমই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকাশ্য অর্থের উপর ভাবার্থকে প্রাধান্য দান করা হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ-এর বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসিত হন যে, যখন অবিবাহিতা দাসী ব্যভিচার করে, তখন তাহার হুকুম কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যদি ব্যভিচার করে তবে তাহাকে একগুচ্ছ চুলের বিনিময়ে হইলেও বিক্রি করিয়া ফেল।

ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন ঃ তিনি তৃতীয়বার না চতুর্থবারের পর বিক্রি দেওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, আমার ঠিক মনে নাই। সহীহদ্বয়ে হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইব্‌ন শিহাব (র) আরও বলেন ঃ মুসলিমের নিকট الضغير। এর অর্থ হইল الحبل। অর্থাৎ রশি।

মোটকথা তাঁহারা বলেন যে, এই হাদীসে অবিবাহিতা দাসীদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয় নাই। তবে আয়াতে বিবাহিতা দাসীদের শাস্তি নির্ধারিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহাদের শাস্তি হইল আযাদ বিবাহিতা নারীর অর্ধেক ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই পন্থায় কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

উহা হইতে স্পষ্টতর হাদীস হইল হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র)...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কোন দাসীর উপর হদ্ নাই যে পর্যন্ত না সে বিবাহিতা হয়। যখন সে স্বামী গ্রহণ করিয়া বিবাহিতা হইবে, তখন তাহার উপর স্বাধীন বিবাহিতা নারীর অর্ধেক শাস্তি প্রয়োগ করা হইবে।'

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমরান আবিদী ও ইব্‌ন খুযায়মা (র)......সুফিয়ান (র) হইতে মারফূ সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন খুযায়মা (রা) বলেন ঃ এই হাদীসটিকে মারফূ বলা ভুল। মূলত হাদীসটি মাওকূফ। কেননা ইহা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর ব্যক্তিগত অভিমত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমরানের হাদীসে বায়হাকীও ইব্‌ন খুযায়মার অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য হইল যে, হযরত আলী (রা) এবং হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস দুইটি একই ঘটনার মীমাংসায় ভিন্ন ভিন্ন দুইটি হাদীসমাত্র। দ্বিতীয়ত, আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসটির বহু উত্তরও রহিয়াছে যথা ঃ

এক. হাদীসদ্বয়ে বিবাহিতা দাসীদেরকে তুলনা করার দ্বারা উভয় হাদীসের মধ্যে আরো ঘনিষ্টতার সৃষ্টি হইয়াছে।

দুই. কোন কোন রিওয়ায়াতে فليقم عليها الحد এই বাক্যটি নাই। তাই বলা যায়, এই বাক্যটি প্রক্ষিপ্ত।

তিন. এই হাদীসটি দুইজন সাহাবী হইতে বর্ণিত। পক্ষান্তরে উহা মাত্র আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। অতএব একের মুকাবিলায় দুই-ই প্রাধান্য পায়। উপরন্তু আব্বাদ ইব্‌ন তামীমের চাচা হইতে আব্বাদ ইব্‌ন তামীমের সনদে মুসলিমের শর্তে নাসাঈও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন তামীমের চাচা ছিলেন বদরের শহীদ এক ভাগ্যবান সাহাবী। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যদি দাসী ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে চাবুক মার; আবার যদি ব্যভিচার করে, তখনও চাবুক মার. আবার যদি ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে চুলের একগুচ্ছ বেণীর বিনিময়ে হইলেও বিক্রি করিয়া ফেল।

চার. কোন কোন রিওয়ায়াতে حد (হদ্)-কে جلد (জিলদ)-এর উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহাতে অর্থের মধ্যে বিভিন্নতা আসে না। তবে হয়ত তাহারা জিলদকে হদ ধারণা

করিয়া ইহা করিয়াছেন। অথবা তাহারা আদব শিক্ষাদানের অর্থে হদ ব্যবহার করিয়া পরে জিলদকে শাস্তির অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যথা, রুগ্ন ব্যভিচারীকে একশত প্রশাখাযুক্ত একটি খজুরের ছড়ি দিয়া আঘাত করার ক্ষেত্রেও হদ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর স্বামীর জন্যে হালালকৃতা দাসী-স্ত্রীর সঙ্গে কাম চরিতার্থ করার জন্য দাসীকে শাসনমূলক শাস্তির প্রহারকেও হদ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। শাসন করা ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানের জন্য যে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহাকেও আদব বলা হয় বলিয়া ইমাম আহমাদ (র) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

তবে প্রকৃত হদ হইল ব্যভিচারিণী অবিবাহিতা নারীকে একশত চাবুক মারা এবং ব্যভিচারিণী বিবাহিতা নারী ও সমকামীদিগকে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করা। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন মাজাহ (র)...... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যভিচারিণী দাসীকে প্রহার করিবে না, যদি না সে বিবাহিতা হয়। ইহার সনদ বিশুদ্ধ।

তবে ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। একটি হইল তাহাকে মোটেই শাস্তি প্রদান বা প্রহার করা হইবে না। মনে হয় তিনি আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের দৃষ্টিতে ইহা বলিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার নিকট আলোচ্য হাদীসটি তখনও পৌঁছে নাই। এই অভিমতটি খুবই দুর্বল ।

দ্বিতীয়ত, এই অর্থও হইতে পারে যে, তাহার প্রতি হদ প্রয়োগ করিবে না। এই অর্থ অন্য কোন শাস্তি প্রদানকে নিষিদ্ধ করে না। এই অর্থ নেওয়া হইলে ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখের মতের অনুরূপ হইবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

তৃতীয় উত্তর হইল এই যে, আয়াতের কারীমায় প্রমাণ রহিয়াছে যে, বিবাহিতা দাসীর উপর স্বাধীন নারীর তুলনায় অর্ধেক শাস্তি বা হদ্ প্রদান করা হইবে।

কুরআন ও হাদীসে ইহাও রহিয়াছে যে, বিবাহের পূর্বে আযাদ সকলকেই সমানভাবে একশত করিয়া চাবুক মারিতে হইবে। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

অর্থাৎ 'ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মার।'

উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর হাদীসে আসিয়াছে যে, 'তোমরা আমার কথা শুন এবং ভালো করিয়া বুঝ। আল্লাহ তাহাদের জন্য সমাধান প্রদান করিয়াছেন। যদি উভয়ে অবিবাহিত হয়, তবে প্রত্যেককে একশত করিয়া চাবুক এবং এক বৎসর নির্বাসন। আর যদি উভয়ে বিবাহিত হয়, তবে উভয়কে একশত চাবুক মার ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা কর। সহীহ মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

দাঊদ যাহিরীর মশহূর উক্তিও ইহা। তবে এই ধরনের অভিমতসমূহ অত্যন্ত দুর্বল। কেননা আল্লাহ তা'আলা বিবাহিতা দাসীদেরকে স্বাধীন নারীর তুলনায় অর্ধেক চাবুক মারার কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ পঞ্চাশ চাবুক। আর যদি দাসী বিবাহিতা না হয় তবে কি তাহাকে ইহা হইতে বেশি চাবুক মারা যায় ? অথচ শরীআতের বিধান রহিয়াছে যে, বিবাহের পূর্বের শাস্তি বিবাহের পরের শাস্তি অপেক্ষা কম হইবে।

তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাহাবীগণ অবিবাহিতা ব্যভিচারিণী দাসীর শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন, তাহাদিগকে চাবুক মার। কিন্তু তিনি এই কথা বলেন নাই যে, একশত চাবুক মার। যদি দাঊদ জাহিরীর উক্তিমত বিধান হইত, তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর উহা বলিয়া যাওয়া ওয়াজিব ছিল। কেননা তাহাদের প্রশ্ন ছিল এই যে, দাসী বিবাহিতা হইলেও তো তাহাকে একশত চাবুক মারার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। মোট কথা এইরূপ বলা না হইলে বিবাহিতা ও অবিবাহিতার শাস্তির মধ্যে পার্থক্য করার কোন দলীল থাকিত না। সৌভাগ্য যে, এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল। তাই ইতিপূর্বে তাহারা এক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বিতীয় অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া নেন।

সহীহদ্বয়ে আসিয়াছে যে, সাহাবাগণ দরূদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাদিগকে দরূদ সম্পর্কে জানাইয়া দেন। অতঃপর তিনি বলেন, ইসলাম তো উহাই, যাহা তোমাদের জানা রহিয়াছে।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-এই আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন যে, দরূদ তো আমাদের জানা আছে, তবে উহা কখন কোন্ অবস্থায় পড়িতে হইবে, আমাদিগকে তাহা বলিয়া দিন। সুতরাং এই প্রশ্নটিও ঠিক তদ্রূপ।

চতুর্থ উত্তর ঃ ইহাও আবূ সাওরের আয়াতের ভাবার্থের উত্তর, যাহা দাঊদের উত্তর অপেক্ষাও দুর্বল। তিনি বলেন, যখন দাসী বিবাহিতা হইবে, তখন তাহার হদ হইবে স্বাধীন বিবাহিতা নারীর অর্ধেক । অথচ এটা তো স্পষ্ট কথা যে, বিবাহিতা নারীর হদ হইল পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা এবং একশত দোররা মারা। আর পাথর নিক্ষেপে হত্যা করাকে তো অর্ধেক করা যায় না। মোট কথা তিনি এই আয়াতের অর্থই ভুল বুঝিয়াছেন। জমহূরের মত তাহার এই মতের বিপরীত।

এই অবস্থার বিধান হইল দাসীকে পঞ্চাশ দোররা মারিতে হইবে এবং হত্যা করিতে হইবে। আর অবিবাহিতা দাসী ব্যভিচার করিলে তাহাকে স্বাধীন ব্যভিচারিণী নারীর অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ দোররা মারিতে হইবে।

আবূ আবদুল্লাহ শাফিঈ (র) বলেন, সমগ্র মুসলমান এই কথায় একমত যে, ব্যভিচারী দাস ও ব্যভিচারিণী দাসীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা নয়। কেননা আয়াতে প্রমাণ রহিয়াছে যে, দাস-দাসীদের শাস্তি স্বাধীন নারী পুরুষের অর্ধেক । আর الْمُحْصَنَاتِ-এর الف ও لام হইল عهد -এর আলিফ-লাম। অর্থাৎ সেই সকল স্বাধীন নারী, যাহাদের কথা আয়াতের প্রারম্ভে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাই وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ইহার উদ্দেশ্য হইল স্বাধীন নারীদেরকে বুঝান। যাহারা স্বাধীন হওয়ার কারণে তাহাদিগকে বিবাহ করার বেলায় কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

অর্থাৎ 'তবে তাহাদিগকে স্বাধীন নারীর অর্ধেক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।'

ইহা দ্বারা এমন শাস্তির কথা বুঝান হইয়াছে যাহা অর্ধেক করা যায়। উহা হইল চাবুক মারা, প্রস্তর নিক্ষেপ নয়। কেননা প্রস্তর নিক্ষেপ অর্ধ ভাগে ভাগ করা যায় না। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইমাম আহমদ (র) এমন একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন যাহা আবূ সাওরের মাযহাবের সম্পূর্ণ উল্টা। রিওয়ায়াতটি হইল এই ঃ হাসান ইব্ন সাঈদ তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, সাফিয়া নাম্নী এক দাসী হিমসের এক দাসের সঙ্গে ব্যভিচার করে। এই অবৈধ মিলনের মাধ্যমে তাহাদের একটি সন্তান হয়। ব্যভিচারী দাস এই সন্তানের অধিকার দাবি করিয়া বসে। ফলে উভয়ে হযরত উসমান (রা)-এর নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করে। হযরত উসমান (রা) এই মুকাদ্দমা ফয়সালার ভার হযরত আলী (রা)-এর নিকট অর্পণ করেন। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমি এই ব্যাপারে সেই মীমাংসা করিব; রাসূলুল্লাহ (সা) এই ব্যাপারে যেরূপ মীমাংসা দান করিয়া গিয়াছেন। অতএব শিশুর মালিক হইবে দাসীর মনিব, ব্যভিচারীকে হত্যা করা হইবে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে এবং উভয়ের জন্য রহিয়াছে পঞ্চাশটি করিয়া চাবুকের আঘাত।

কেহ বলিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য হইল শাস্তির উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তর পর্যন্ত বুঝান। অর্থাৎ দাসীদের শাস্তি হইল আযাদদের অর্ধেক; যদি সে সধবা হয়। আর বিবাহের আগে-পরে কোন অবস্থায়ই তাহাদেরকে প্রস্তরাঘাত করা হইবে না। ইসফাহ-এর গ্রন্থকারও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম শাফিঈ এবং ইব্ন আবদুল হিকাম (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। বায়হাকী (র) স্বীয় কিতাবুস সুনান ওয়াল আসার-এও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, আলোচ্য বিষয়টি কুরআনের অর্থ হইতে দূরে অবস্থিত। কেননা আয়াত দ্বারা কেবল এক অবস্থায় অর্ধেক শাস্তির কথা বুঝায়। দ্বিতীয় কোন অবস্থার কথাও বলা হয় নাই। অতএব কিভাবে ধরা যায় যে, সকল অবস্থায় এবং সকল শাস্তিই তাহাদের অর্ধেক ?

ইহাও বলা হইয়াছে যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হইল বিবাহিতা অবস্থায় ইমাম তাহার উপর হদ্ কায়েম করিবেন। এই অবস্থায় মনিবের হদ্ কায়েম করা জায়েয নয়। ইহাও ইমাম আহমদের উক্তির একটি। আর বিবাহের পূর্বে সে হদ্ কায়েম করিতে পারিবে। তবে উভয় অবস্থায় আযাদ অপেক্ষা অর্ধেক শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। এই ব্যাখ্যাও আয়াতের মূল অর্থ হইতে দূরের। কেননা আয়াত দ্বারা এই কথা বুঝায় না।

উল্লেখ্য, যদি এই আয়াতটি নাযিল না হইত তবে আমরা দাস-দাসীদের অর্ধেক শাস্তির কথা জানিতে পারিতাম না। ফলে তাহাদিগকেও সাধারণভাবে একশত চাবুক অথবা প্রস্তরাঘাত করা হইত। কেননা অন্য আয়াত দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ হে জনমণ্ডলী! 'তোমরা তোমাদের অধীনস্থদের উপর হদ জারী কর। হউক তাহারা বিবাহিত ও বিবাহিতা এবং অবিবাহিত ও অবিবাহিতা।

ইহাছাড়া অন্য কোন হাদীসে বিবাহিতা-অবিবাহিতাদের মধ্যে কোন তারতম্য পাওয়া যায় না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর যে হাদীসটি জমহূর দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইল এই যে, যদি কোন দাসী ব্যভিচার করে এবং উহা যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে তাহাদের উপর হদ্ কায়েম কর। কিন্তু তাহাদিগকে শাসন-গর্জন করিও না।

মোদ্দা কথা, দাসীদের ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে।

এক ঃ বিবাহিতা হউক বা অবিবাহিতা, উভয় অবস্থায় পঞ্চাশটি চাবুক মারিতে হইবে। তবে নির্বাসন দেওয়া হইবে কি হইবে না, এই ব্যাপারেও তিনটি উক্তি রহিয়াছে।

দুই ঃ কেহ বলিয়াছেন, নির্বাসন দেওয়া হইবে।

তিন ঃ সাধারণভাবে ইহাদেরকে নির্বাসন দেওয়া হইবে না।

চার ঃ তাহাদিগকে আযাদদের অর্ধেককাল নির্বাসন দেওয়া হইবে। এই অভিমতটি ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের খেলাফ।

ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর মতে নির্বাসন হইল ভীতি ও শাসনমূলক একটি ব্যবস্থা। প্রত্যেকের ব্যাপারে ইহা প্রযোজ্য নয় এবং ইহা হদের অন্তর্ভুক্তও নয়। মোট কথা ইহা শাসনকর্তা বা ইমামের ফয়সালার উপর নির্ভরশীল। সে ইচ্ছা করিলে নির্বাসন দিতে পারে এবং নাও দিতে পারে। পুরুষ-নারী উভয়ে এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম মালিক (র)-এর নিকট নির্বাসন শুধু পুরুষের জন্য, নারীদের জন্য নয়। কেননা নির্বাসন দেওয়া হয় নিরাপত্তার জন্যে। আর নারী-পুরুষ উভয়কে নির্বাসন দিলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

নির্বাসন সম্পর্কীয় হাদীস কেবল হযরত উবাদা (রা) এবং আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) অবিবাহিত ব্যভিচারীর বেলায় এক বছর নির্বাসন এবং হদ্ মারার নির্দেশ দিয়াছিলেন। বুখারী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার উদ্দেশ্য হইল যে, পুরুষদেরকে নির্বাসন দিলে তাহার নিরাপত্তা থাকে, কিন্তু নারীদেরকে নির্বাসন দিলে তখন তাহার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্বিতীয়ত, দাসী যদি ব্যভিচার করে তবে তাহাকে বিবাহের পর পঞ্চাশ চাবুক মারিবে এবং আদব শিক্ষাদানের লক্ষ্যে তাহাকে কিছু মারপিটও করিতে পারিবে। তবে ইহার নির্ধারিত কোন বিধান নাই।

ইতিপূর্বে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে ইব্‌ন জারীরের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিবাহের পূর্বে মারিতে পারিবে না। যদি এই কথার দ্বারা এই উদ্দেশ্য নেওয়া হয় যে, মোটেই মারিতে পারিবে না, তবে ইহা হইবে একটি জটিল ব্যাখ্যা।

তৃতীয়ত, বিবাহের পূর্বে দিবে একশত ঘা চাবুক এবং বিবাহের পরে পঞ্চাশ ঘা চাবুক দিবে। দাঊদ যাহিরীর উক্তিও ছিল এইরূপ। উহা সর্বাপেক্ষা দুর্বল বলিয়া গণ্য। আর আবূ দাঊদের উক্তি হইল, বিবাহের পূর্বে পঞ্চাশ ঘা চাবুক এবং বিবাহের পরে প্রস্তরাঘাত। ইহাও অত্যন্ত দুর্বল। আল্লাহই ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ

'এই ব্যবস্থা তাহাদের জন্য, যাহারা তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে।'

উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে দাসীদেরকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হইল। অর্থাৎ যাহাদের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে এবং কেবল স্ত্রী মিলনে সন্তুষ্ট থাকা কষ্টকর হইয়া পড়ে, তাহাদের জন্য উহা। তবে এই অবস্থায়ও নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করিয়া দাসী বিবাহ না করা উত্তম। কেননা তাহার ঔরসের সন্তানের মালিক হইবে দাসীর মনিব। হ্যাঁ, যদি দাসীর স্বামী গরীব হয়, তবে ইমাম শাফিঈ (র)-এর প্রথম উক্তি অনুযায়ী মনিব তাহাদের সন্তানের অধিকারী হইবে না।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

'আর যদি সবর কর, তবে তাহা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ ক্ষমাশীর ও দয়ালু।'

জমহূর উলামা এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করিয়াছেন যে, দাসীদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ। তবে শর্ত হইল, যখন তাহার আযাদ নারী বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকিবে এবং কামভাব দমন করার শক্তি হারাইয়া ফেলিবে। শুধু তাই নয়, যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার তীব্র আশংকা দেখা দিবে।

কেননা ইহার দ্বারা অসুবিধা হইল, এই সন্তানগুলি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় এবং আযাদ নারীদের মান-ইযযতের ওপর ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে আঘাত করা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের অভিমত হইল যে, এই দুই শর্ত ছাড়াও যে কোন ব্যক্তি দাসী অথবা কিতাবী নারীকে নির্দ্বিধায় বিবাহ করিতে পারিবে। অর্থাৎ যদি তাহার স্বাধীন নারী বিবাহ করার সামর্থ্যও থাকে এবং যদি তাহার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকাও না থাকে। ইঁহাদের দলীল হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ 'তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের পবিত্র ও আল্লাহভীরু নারীদেরকে তোমরা বিবাহ কর।'

তাহারা বলেন যে, এই আয়াতটি সাধারণভাবে দাসী ও স্বাধীন সকল প্রকার মাহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। তবে ইহার বাহ্যিক অর্থ সেই মতেরই সমর্থন করে যাহা জমহূর বলিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

(২৬) يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

(২৭) وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ○

(২৮) يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ○

২৬. "আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করিতে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদিগকে অবহিত করিতে এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

২৭. "আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে চাহেন, আর যাহারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহারা চাহে যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।"

২৮. "আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করিতে চাহেন এবং মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।"

তাফসীর ঃ মু'মিনদিগের লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ হালাল হারাম সম্পর্কে তোমাদিগকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চান। সে সম্পর্কে এই সূরাসহ অন্যান্য সূরায় এরূপ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে যে, وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 'তিনি তোমাদিগকে পূর্ববর্তীদের পথ প্রদর্শন করাইতে চাহেন।' অর্থাৎ তাহাদের প্রশংসনীয় পথ এবং শরীআতের বিধান–যে সকল কাজ তাঁহার নিকট প্রিয় এবং যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট।

وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে চান।' অর্থাৎ পাপ ও কবীরা গুনাহগুলি তিনি ক্ষমা কিরয়া দিতে চান।

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 'আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও রহস্যবিদ।' অর্থাৎ স্বীয় কার্য-বিধান, কুদরত এবং স্বীয় বাণীর রহস্যাবলী তিনিই সম্যকভাবে জানেন।

আল্লাহ্ ত'আলা বলেন ঃ

وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا.

'আর যাহারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তাহারা চায় যে, তোমরা পথ হইতে অনেক দূরে বিচ্যুত হইয়া পড়।'

অর্থাৎ শয়তানের অনুসারী খ্রিস্টান, ইয়াহূদী ও ব্যভিচারীরা তোমাদের পদস্খলন ঘটাইয়া তোমাদিগকে সত্য ও সঠিক পথ হইতে অপসারণ পূর্বক অসত্য ও অন্যায় পথে পরিচালিত করিতে চায়।

يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ -'আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা হালকা করিতে চান।' অর্থাৎ শরী'আতের লংঘন, আদেশ-নিষেধ অমান্য ইত্যাদি পাপের বোঝা হালকা করিতে চাহেন। আর এই কারণেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য দাসীদেরকে বিবাহ করা বৈধ করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) প্রমুখ ইহা বলিয়াছেন।

وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا 'মানুষ দুর্বল সৃজিত হইয়াছে।' মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল বলিয়া আল্লাহ্ তাঁহার বিধানের মধ্যে কোন কাঠিন্য আরোপ করেন নাই। তাহারা প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা ও কাম-চরিতার্থের বেলায়ও দুর্বল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... তাউস হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا -এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ আল্লাহ মানুষকে স্ত্রীলোকদের বেলায় দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

ওয়াকী (র) বলেন ঃ মহিলাদের নিকট গেলে জ্ঞান-বৃদ্ধি লোপ পাইয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মি'রাজের রাত্রে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন, তখন সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে তাঁহার সঙ্গে হযরত মূসা (আ)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার উপর কি কাজ ফরয করা হইয়াছে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। মূসা (আ) বলিলেন, আপনি আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া ইহা হইতে হ্রাস করার আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মতের ইহা পালনের শক্তি নাই। আমি ইহাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরীক্ষা করিয়াছি; তাহারা ইহার কমেও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ আপনার উম্মত তো চোখ, কান ও অন্তরের দিক দিয়া তাহাদের অপেক্ষা বহু দুর্বল। অতঃপর তিনি ফিরিয়া গিয়া দশ ওয়াক্ত হ্রাস করাইয়া আনেন। আবার মূসা (আ)-এর নিকট আসিলে তিনি আরও হ্রাস করাইবার জন্য পাঠান। যতক্ষণে হ্রাস হইয়া পাঁচ ওয়াক্তে না পৌঁছে, ততক্ষণ মূসা (আ) তাঁহাকে আরও হ্রাস করাইবার পরামর্শ দিতে থাকেন। (আল হাদীস)

(২৯) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ○

(৩০) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ○

(৩১) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ○

২৯. "হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হইয়া ব্যবসা করা বৈধ। এবং নিজদিগকে হত্যা করিও না; আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"

৩০. "এবং যে কেহ সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্যায়ভাবে উহা করিবে, তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিব। ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ।"

৩১. "তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যাহা গুরুতর, তাহা হইতে বিরত থাকিলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলি মোচন করিব এবং তোমাদিগকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করিব।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ঈমানদার বান্দাদিগকে পরস্পরে পরস্পরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহা অসৎ পন্থা গ্রহণের মাধ্যমেই হউক যথা সুদ ও জুয়া ইত্যাদি। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইহা বৈধ বলিয়া মনে হয়, আসলে উহা যে অবৈধ সে সম্পর্কে আল্লাহই সর্বপেক্ষা সুন্দর জ্ঞান রাখেন।

ইব্ন জারীর (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, একটি লোক কাপড় ক্রয় করার সময় বলে যে, কাপড়টা যদি আমার

পসন্দ হয় তবে রাখিয়া দিব আর যদি পসন্দ না হয় তবে একটি দিরহাম সহ কাপড়টি ফিরাইয়া দিব। ইহা শুনার পর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তো বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

অর্থাৎ 'তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেনঃ এই আয়াতটি মুহকাম বা বিধান সম্বলিত । ইহা কার্যকারিতা কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (রা)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ-এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর মুসলমানগণ পরস্পরে বলাবলি করেন যে, আল্লাহ তা'আলা অবৈধভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ফলে মুসলমানগণ একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করা পরিত্যাগ করেন। অতঃপর আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ কাতাদা (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

'কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তাহা বৈধ।' تِجَارَةٌ-কে দুই পেশ দিয়াও পড়া হয়। তখন استثناء منقطع-এর অর্থ হইবে। অর্থাৎ যেন বলা হইতেছে যে, অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করিও না; কিন্তু শরীআতসম্মত পন্থায় ব্যবসার মাধ্যমে লাভ করা বৈধ, যাহা ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিক্রমে হইয়া থাকে। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ

অর্থাৎ 'কোন জীবকে আল্লাহর অনুমোদিত পন্থায় ব্যতীত হত্যা করিও না। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে হইলে পারিবে।'

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

لاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلاَّ الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى.

অর্থাৎ 'সেখানে তাহারা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে না একমাত্র প্রথম মৃত্যু ব্যতীত।'

আলোচ্য আয়তের দলীলে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ সম্মতি ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হয় না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সন্তুষ্ট চিত্তে আদান-প্রদান করিতে হইবে। কেবল হাত বদলকে সম্মতি বলিয়া ধরা যায় না।

জমহূরসহ ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ মৌখিক কথাবার্তা যেমন সম্মতির প্রমাণ, আদান-প্রদানও তেমনি সম্মতির প্রমাণ।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ কম মূল্যের সাধারণ জিনিসে লেনদেনই যথেষ্ট।

উল্লেখ্য যে, মাযহাবের প্রবর্তক মহামণীষীগণ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রত্যেকটি বিষয়ের ফয়সালা করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়কে তাঁহারা সত্যের মানদণ্ডে যাচাই করিয়া আমলের জন্য উম্মতের সকাশে পেশ করেন।

اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ —এই আয়াতাংশের ভাবার্থে মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ক্রয়-বিক্রয় হউক বা দান-প্রতিদান হউক, লেনদেনের প্রত্যেক ব্যাপারে এই বিধান অবশ্যই লক্ষণীয় থাকিবে।

ইব্ন জারীর (র)...... মাইমূন ইব্ন মিহরান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাইমূন ইব্ন মিহরান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ক্রয়-বিক্রয় হইল সন্তুষ্টির ব্যাপার এবং বিক্রয়ের পরে ক্রেতার জন্য রহিয়াছে ইখতিয়ার। হাদীসটি মুরসাল।

তবে ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিসের শেষ পর্যন্ত খরিদ করা না করার ইখতিয়ার থাকে। যথা সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে উভয় হইতে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকে।

বুখারীতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ততক্ষণ পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকিবে যতক্ষণ না ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরে পৃথক হইয়া যাইবে।

হাদীসের আলোকে ইমাম আহমদ (র), ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁহাদের সহচরবৃন্দ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহূর উলামা এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইহার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সমাপ্তির পর হইতে তিন দিন পর্যন্ত এবং গ্রামে প্রচলিত এক বছরের মেয়াদও শামিল রহিয়াছে।

ইমাম মালিক (র)-এর মশহূর মাযহাবও ইহা যে, আদান-প্রদানের মাধ্যমেই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইয়া যায়। ইমাম শাফিঈ (র)-এরও এই ধরনের একটি উক্তি রহিয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ সাধারণ জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে আদান-প্রদানই যথেষ্ট।

সাহাবাদের একটি দলও এই ইখতিয়ার প্রদান করিয়াছেন। মুত্তাফিক আলাইহ রিওয়ায়াতেও ইহার সমর্থন রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

'আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করিও না।'

অর্থাৎ হারাম পথে আল্লাহর অবাধ্য হইয়া এবং অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল ভক্ষণ করিয়া তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করিও না।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا .

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।'

অর্থাৎ আল্লাহর প্রত্যেকটি আদেশ-নিষেধ দয়ায় পরিপূর্ণ।

ইমাম আহমদ (র)...... আমর ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে যাতুস সালাসিলের যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখনকার কঠিন শীতের এক রাত্রে আমার স্বপ্নদোষ হয়। এত ভয়াবহ শীত নামিয়াছিল যে, আমি গোসল করিয়া পবিত্রতা লাভ করিতে জীবনের আশংকা করিতেছিলাম। ফলে তায়াম্মুম করিয়া আমাদের সঙ্গীদেরকে ফজরের নামায পড়াইয়া দিই। যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

নিকট ইহা বলিলে তিনি বলেন, হে আমর! তবে কি তুমি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সাথীদেরকে নামায পড়াইয়াছ ? আমি বলিলাম, হে আল্লাহ রাসূল! আমি এত কঠিন শীতের রাতে অপবিত্র হইয়াছিলাম যে, আমার গোসল করিতে জীবনের উপর ভয় হইতেছিল। ইহা বলিয়া আমি এই আয়াতটি পাঠ করিলাম ঃ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا অর্থাৎ 'তোমরা নিজেরা নিজদিগকে হত্যা করিও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।' তাই আমি তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) হাসিলেন, অন্য কোন কথা বলিলেন না।

আবূ দাউদ (র)...... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন এক সময় আমর ইব্ন আস (রা) অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রতিবেদন শুনাইতেছিলেন। এক সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে ডাকিয়া এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! তীব্র শীতের কারণে আমি গোসল করিতে ভয় করিতেছিলাম। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ —ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) অন্য কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করিবে, সে কিয়ামত পর্যন্ত জাহান্নামের জ্বলন্ত আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা উপর্যুপরি আঘাত করিয়া আত্মহত্যা করার চেষ্টা করিবে এবং চিরদিনের জন্যে জাহান্নামে প্রবিষ্ট থাকিবে। তেমনি যে ব্যক্তি বিষপানের মাধ্যমে আত্মহত্যা করিবে, সে দোযখের মধ্যে সদা-সর্বদা বিষপান করিতে থাকিবে। কারণ তাহার স্থান হইবে চিরদিনের জন্য জ্বলন্ত অগ্নির জাহান্নাম।' সহীহদ্বয়ে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

সাবিত ইব্ন যাহ্হাক হইতে আবূ কিলাবা বর্ণনা করেন যে, সাবিত ইব্ন যাহ্হাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'যে নিজেকে যে বস্তু দ্বারা হত্যা করিবে, কিয়ামতের দিন তাহাকে সেই জিনিস দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে।' আবূ কিলাবা হইতে হাদীসের বহু কিতাবে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করা হইয়াছে।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত যে, জুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'তোমাদের পূর্ববর্তী একটি লোক নিজের হাত নিজেই ছুরি দিয়া কাটিয়া আহত করে। অতঃপর রক্ত বন্ধ না হওয়ায় সে সেভাবেই মারা যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দা নিজেকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিয়াছে। তাই আমি তাহার উপর জান্নাত হারাম করিয়া দিয়াছি।'

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا

'আর যে কেহ সীমালংঘন করিয়া কিংবা যুলমের বশবর্তী হইয়া এইরূপ করিবে।'

অর্থাৎ যে আল্লাহর নিষেধ অমান্য করিয়া সীমালংঘন করিবে, জানিয়াও যে ব্যক্তি বাহাদুরী দেখাইয়া পাপকাজে প্রবৃত্ত হইবে, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا.

'তাহাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে।'

অতএব এই কঠিন ভীতিপ্রদ সংবাদ শুনিয়া সকল জ্ঞানী ব্যক্তিরই ভীত হওয়া উচিত এবং অন্তরের পর্দা খুলিয়া এই ভীতিপ্রদ ঘোষণা শ্রবণ করত আল্লাহর অবাধ্যতা হইতে বিরত থাকা উচিত।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ.

'যেইগুলি সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হইয়াছে, যদি তোমরা সেইসব বড় গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার, তবে আমি তোমাদের অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করিয়া দিব।'

অর্থাৎ যদি তোমরা আমার বড় বড় নিষিদ্ধ পাপ হইতে বাঁচিয়া থাক, আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলি ক্ষমা করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيْمًا

'এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদেরকে প্রবেশ করাইব।'

হাফিয আবূ বকর বাযযার (র)...... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আমাদের নিকট যাহা পৌঁছিয়াছে তাহার মত উত্তম আর কিছুই দেখি নাই। আমরা তাহার জন্যে আমাদের পরিবার ও সম্পদ হইতে পৃথক হইব না। তিনি আমাদের বড় বড় পাপগুলি ব্যতীত ছোট ছোট সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ.

অর্থাৎ 'যেইগুলি সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হইয়াছে, যদি তোমরা সেই সকল বড় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার, তবে আমি তোমাদের ছোট পাপগুলি ক্ষমা করিয়া দিব।'

এই আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীস আসিয়াছে। আমরা সম্ভবমত উহা হইতে কিছু পাঠক সমীপে পেশ করিব।

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমান ফারসী (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি জান জুমু'আর দিন কি বস্তু?' আমি বলিলাম, ঐ দিনকে জুমু'আ বলে, যেদিন আমাদের আদি পিতাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "কিন্তু আমি তাহাও জানি তুমি যাহা জান না। কোন অপবিত্র ব্যক্তি যদি সুন্দরভাবে পবিত্র হইয়া জুমু'আর দিনে জুমু'আর নামাযের জন্য আগমন করে এবং ইমাম নামায শেষ না করা পর্যন্ত যদি নীরবতা অবলম্বন করে, তবে সেই জুমু'আ হইতে পরবর্তী জুমু'আর মধ্যে যত পাপ সে করিবে, সকল পাপ আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন, যদি সে হত্যা করা হইতে বিরত থাকে।"

হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে অন্য সূত্রে বুখারীও ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র)...... হযরত আবূ সাঈদ ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ সাঈদ এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদা নবী (সা) ভাষণ দানকালে বলেন ঃ "যে সত্তার হাতে আমার আত্মা, তাঁহার শপথ।" ইহা তিনবার বলিয়া মাথা নীচু করিয়া ফেলেন। আমরাও সকলে মাথা নীচু করিয়া অঝোরে কাঁদিতে থাকি। কেননা আমরা অজ্ঞাত ছিলাম যে, কোন্ বিষয়ের জন্য তিনি এত কঠিন শপথ করিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঁচু করেন। তাঁহার আনন্দময় চেহারা দেখিয়া আমরা এত খুশি হই যে, আমরা যদি সেই মুহূর্তে লাল রঙের উটও পাইতাম তবুও তত খুশি হইতাম না। ইহার পর তিনি বলেন ঃ "যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবে, রমযানের রোযা রাখিবে, যাকাত দিবে, সাতটি বড় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহার জন্যে বেহেশতের সমস্ত দরজা খুলিয়া রাখা হইবে। আর তাহাকে বলা হইবে—নিরাপদে প্রবেশ করুন।"

লাইস ইব্ন সা'দের সূত্রে নাসাঈ এবং হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন আবূ হিলাল হইতে পর্যায়ক্রমে আমর ইব্ন হারিস ও আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাবের সূত্রে হাকিম (র) ও ইব্ন হিব্বান স্ব স্ব সহীহ সংকলনে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতঃপর হাকিম (র) বলেন ঃ হাদীসটি সহীহদ্বয়ের শর্তেও সহীহ, তবে তাঁহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

সপ্ত পাপের ব্যাখ্যা

বুখারী ও মুসলিমে...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "তোমরা ধ্বংসকারী সপ্ত পাপ হইতে বাঁচিয়া থাক।" জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহর রাসূল! উহা কি কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা; আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া কাহাকেও হত্যা করা, যাদু করা, সুদ খাওয়া এবং ইয়াতীম-অনাথের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করা; যুদ্ধের ময়দান হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া আসা এবং সতী-সাধ্বী মু'মিনা মহিলার উপর মিথ্যা অপবাদ অরোপ করা।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বড় সাতটি পাপের প্রথমটি হইল আল্লাহর সহিত শরীক করা। ইহার পর হইল, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা; সুদ খাওয়া, ইয়াতীমরা বড় হওয়ার পূর্বে তাহাদের সম্পদ ভক্ষণ করা; যুদ্ধের ময়দান হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া আসা; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা এবং হিজরত করিয়া যাওয়ার পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা।"

উল্লেখ্য যে, এই সাতটির মধ্যেই কবীরা গুনাহ সীমাবদ্ধ নয়। কেহ কেহ সেরূপ ধারণা করেন! আসলে তাহাদের এই ধারণা তখন সত্য ও বাস্তব হইত যদি ইহার বিপরীতে কোন প্রমাণ না থাকিত। অতএব কবীরা গুনাহ যে এই সাতটি ব্যতীত রহিয়াছে; উহার দলীল পেশ করা হইতেছে। এই সম্পর্কে বহু হাদীস রহিয়াছে।

হাকিম (র)...... উমায়র ইব্ন কাতাদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমায়র ইব্ন কাতাদা (রা) বলেন ঃ বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ জানিয়া রাখ, নামাযীরা হইল আল্লাহর বন্ধু। তাহারা আল্লাহর ফরযকৃত পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায় করে; ফরয

জানিয়া রমযানের রোযা রাখে; খুশিমনে যাকাত আদায় করে এবং সেই সকল পাপ হইতে বিরত থাকে যাহা করিতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন।" ইহার পর জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! কবীরা গুনাহগুলি কি কি ? তিনি বলিলেন, "উহা নয়টি ঃ আল্লাহর সহিত শিরক করা; অন্যায়ভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা; ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা; সুদ খাওয়া; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; মুসলিম পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং তোমাদের জীবন-মরণের কিবলা বায়তুল্লাহর মর্যাদা ক্ষুন্ন করা। যে ব্যক্তি আমরণ এই সকল পাপ হইতে বিরত থাকিবে এবং নামায কায়েম করিবে ও যাকাত আদায় করিবে, সে নবীর সঙ্গে বেহেশতে স্বর্ণ নির্মিত অট্টালিকায় অবস্থান করিবে।"

আরও দীর্ঘ আকারে হাকিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং মা'আয ইব্ন হানীর সনদে নাসাঈ এবং আবূ দাউদ সংক্ষিপ্ত আকারে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিমও সংক্ষিপ্তভাবে ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অতঃপর হাকিম (র) বলেন, এই হাদীসের প্রত্যেক বর্ণনাকারীই সহীহদ্বয়ের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ; একমাত্র আবদুল হামীদ ইব্ন সিনান ব্যতীত।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি যে, এই লোকটি হিজাবী এবং এই হাদীস ব্যতীত অন্য কোথাও তাহার প্রকাশ নাই। তবে ইব্ন হিব্বান (র) বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি হিসাবে তিনি বিশ্বস্ত। বুখারী (র) বলেন, এই হাদীসটির মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)...... উমায়র ইব্ন কাতাদা হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সনদের মধ্যে আবদুল হামিদ ইব্ন সিনানকে অনুপস্থিত দেখা যাইতেছে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বারে উঠিয়া বলেন ঃ "আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্র শপথ!" ইহা বলিয়া তিনি মিম্বার হইতে অবতরণ করেন। অতঃপর বলেন ঃ "তোমাদের জন্য খোশ খবর, তোমাদের জন্য খোশ খবর। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে এবং সাতটি বড় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাকে বেহেশতের দরজাসমূহ ডাকিয়া বলিবে, আস, প্রবেশ কর।"

ইহার অন্যতম বর্ণনাকারী আবদুল আযীয (র) বলেন, আমার জানামতে শেষ শব্দটি ছিল بِسَلاَمٍ অর্থাৎ, 'আস, নিরাপত্তার সহিত প্রবেশ কর।'

মুত্তালিব (র) বলেন ঃ আমি শুনিয়াছি, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহকে বড় পাপগুলির বিবরণ দিতে শুনিয়াছেন কি ? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, [রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন] "পিতামাতার নাফরমানী করা; আল্লাহ্র সহিত শরীক করা; অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া; ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং সুদ খাওয়া।"

ইব্ন জারীর (র)...... তাইলাসা ইব্ন মিয়াস হইতে স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, তাইলাসা ইব্ন মিয়াস (র) বলেন ঃ আমি কতগুলি পাপ করিয়া থাকি, পাপগুলি করিয়া আমি ভাবি যে, এইগুলি হয়ত কবীরা গুনাহ। তাই আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে গিয়া তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি কতগুলি পাপ করিয়াছি। আমার মনে হয় সেইগুলি কবীরা গুনাহ হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কি পাপ করিয়াছ ? আমি বলিলাম,

ইহা ইহা। তিনি বলিলেন, না, এইগুলি কবীরা গুনাহ্ নয়। আমি বলিলাম, আমি আরো এই এই পাপ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, না, এইগুলিও কবীরা গুনাহ্ নয়। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমি তোমাকে কবীরা গুনাহগুলি গুনিয়া গুনিয়া বলিয়া দিতেছি, "আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা; অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা; যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; সুদ খাওয়া; অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা; মসজিদে হারামের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়াইয়া দেওয়া এবং পিতামাতার সঙ্গে নাফরমানী করা।"

যিয়াদ (র) বলেন ঃ তাইলাসা (র) বলিয়াছেন, হযরত ইব্ন উমর (রা) এই কথাগুলি বলিয়া আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখেন যে, এখনো আমার চেহারা হইতে ভয়ের ভাব দূর হয় নাই। তাই তিনি আমাকে এই ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিন্ত করার লক্ষ্যে বলেন যে, তুমি কি দোযখে প্রবেশ করাকে ভয়াবহ মনে কর ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। আবার বলিলেন, তুমি কি জান্নাতে প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষা রাখ ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি ইহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন ? আমি বলিলাম, শুধু মা জীবিত আছেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তুমি তাহার সঙ্গে মধুর ব্যবহার কর এবং তাহাকে নিয়মিত খাদ্য দান কর। আর কবীরা গুনাহগুলি হইতে বাঁচিয়া থাক। আল্লাহ্র শপথ, তাহা হইল অবশ্যই তুমি বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

ইব্ন জারীর (র)...... তাইলাসা ইব্ন আলী আন্-নাহদী হইতে বর্ণনা করেন যে, তাইলাসা ইব্ন আলী আন্-নাহদী (র) বলেন ঃ আমি আরাফার দিন আরাফার ময়দানের পীলু বৃক্ষের নীচে হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করি! তখন তিনি মাথা ও মুখমণ্ডলে পানি ঢালিতেছিলেন। সেই অবস্থায় আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমাকে কবীরা গুনাহগুলি সম্পর্কে বলুন ত। তিনি বলিলেন, উহা নয়টি। আমি বলিলাম, সেই নয়টি কি কি? তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্র সহিত শরীক করা এবং সতী-সাধ্বী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা।" তখন আমি বলিলাম, তবে কি ইহা হত্যা করার মত মহা পাপ ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। অন্যান্যগুলি হইল, কোন মানুষকে হত্যা করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শত্রুদের ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা; যাদু করা; সুদ খাওয়া; ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা; মুসলিম পিতামাতার সহিত নাফরমানী করা এবং তোমাদের জীবন-মরণের কিবলা বায়তুল্লাহ শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা।"

উপরিউক্ত সনদে মাওকূফ হিসাবেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জা'আদ (র)...... তাইলাসা ইব্ন আলী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাইলাসা ইব্ন আলী (র) বলেন ঃ আমি আরাফার ময়দানে ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করি। তখন তিনি পীলু বৃক্ষের নীচে বসিয়া মাথায় পানি ঢালিতেছিলেন। তখন আমি তাঁহাকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ "উহা সাতটি।" আমি বলিলাম উহা কি কি? তিনি বলিলেন ঃ "আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা এবং সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ প্রদান করা।" আমি বলিলাম, ইহা কি হত্যা করার চেয়েও মহাপাপ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। অন্যগুলি হইল, কোন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা; যাদু করা; সুদ খাওয়া; ইয়াতীমের

মাল ভক্ষণ করা; পিতামাতার সহিত নাফরমানী করা এবং তোমাদের জীবন-মরণের কিবলা বায়তুল্লাহ শরীফে বিদ্রোহ ছড়াইয়া দেওয়া।"

আইয়ূব ইব্‌ন উতবা ইয়ামানী হইতে হাসান ইব্‌ন মূসা আল্-আশ্‌রাফ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার মধ্যে দুর্বলতা রহিয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ আইয়ূব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আইয়ূব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্‌র যে বান্দা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাহাকেও শরীক করে না, নামায প্রতিষ্ঠা করে; যাকাত প্রদান করে; রমযানের রোযা রাখে এবং কবীরা গুনাহ হইতে বিরত থাকে, তাহার জন্য বেহেশত অবধারিত। অথবা তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করান হইবে।"

ইহা শুনিয়া জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, কবীরা গুনাহগুলি কি কি? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা; কোন মুসলমানকে অবৈধভাবে হত্যা করা এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। আহমদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং নাসাঈ একাধিক সনদে বাকিআ (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)...... হাফিয আমর ইব্‌ন হাযম (র) হইতে স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন হাযম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়ামানবাসীদের নিকট ফরয, সুন্নাত ও দিয়াত সম্বলিত একটি চিঠি লিখিয়া আমর ইব্‌ন হাযমের দ্বারা পাঠাইয়াছেন। উক্ত পত্রে লিখা ছিল, "কিয়ামতের দিন যে সকল পাপকে বড় হিসাবে চিহ্নিত করা হইবে সেইগুলি হইল, আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা; অন্যায়ভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া আসা; পিতামাতার নাফরমানী করা; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; যাদু শিক্ষা করা; সুদ খাওয়া এবং ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা।"

উল্লেখ্য যে, অন্য রিওয়ায়াতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও কবীরা গুনাহ হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ কবীরা গুনাহ সম্পর্কে হয় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল অথবা স্বেচ্ছায় তিনি বলিলেন যে, "কবীরা গুনাহ হইল, আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা; অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং পিতামাতার নাফরমানী করা।" ইহার পর তিনি বলেন, আমি তোমাদিগকে অন্যান্য কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলিব কি? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ, বলুন। অতঃপর তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা; মিথ্যা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।"

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)...... আবূ বাকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত নবী (সা) বলেছেন ঃ "আমি কি তোমাদিগকে বড় বড় পাপগুলি সম্পর্কে বলিব? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করা এবং পিতামাতার নাফরমানী করা। এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি হেলান দেওয়া হইতে সোজা হইয়া বসিয়া আবার বলিলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা।" হুযুর (সা) ইহার পর আরও বলিতে থাকিলে সাহাবীগণ হুযূরের নীরবতা কামনা করিতে থাকেন।

সহীহদ্বয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! বড় বড় পাপগুলি কি কি? অন্য রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কবীরা গুনাহ কি কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র সঙ্গে কাহাকেও শরীক করা; অথচ তিনিই সৃষ্টিকর্তা। আমি বলিলাম, আর কি? তিনি বলিলেন, খাদ্য ও আহারের ভয়ে সন্তান হত্যা করা। আমি বলিলাম, আর কি? তিনি বলিলেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। অতঃপর তিনি এই আয়াতের وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا হইতে اِلاَّ مَنْ تَابَ পর্যন্ত পাঠ করেন।

আর একটি হাদীসে মদ্যপান করাকে কবীরা গুনাহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা আমর ইব্ন আস (রা) হারাম শরীফের হাতিমের মধ্যে বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তুমি কি ভাবিতে পার যে, আমার মত একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করিতে পারে? ইহা বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি যেন কি ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? লোকটি বলিল, মদ সম্পর্কে। অতঃপর তিনি বলিলেন "উহা হইল বড় পাপগুলির মধ্যে জঘন্যতম বড় পাপ। কেননা উহা হইল দুশ্চরিত্রতার মূল এবং উহা মানুষকে নামায হইতে বিরত রাখে। আর মদ্যপ অবস্থায় মানুষ মা, খালা ও ফুফুর সঙ্গেও ব্যভিচার করিয়া বসে।" তবে এই সূত্রে হাদীসটি গরীব।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃত্যুর পর একদা হযরত আবূ বাক্র (রা) ও হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-সহ আরো বহু সাহাবা একত্র হইয়া বসিয়াছিলেন। সেই সভায় কবীরা গুনাহ প্রসঙ্গে আলোচনা হইতেছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় মাপের কোনটি তাহা কেহ নির্ধারণ করিতে সক্ষম ছিলেন না। ফলে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা)-এর নিকট পাঠান হইল। তিনি আমাকে বলিলেন যে, মদপান করা হইল সর্বাপেক্ষা বড় পাপ। আমি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে ইহা বলিলে তাঁহারা আমার কথার উপর নিশ্চিত হইতে পারিলেন না। পরে সকলে উঠিয়া আমর ইব্ন আস (রা)-এর বাড়ি যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, বনী ইসরাঈলের এক বাদশাহ এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া বলেন, হয় তুমি মদপান করিবে, নতুবা কাহাকেও হত্যা করিবে কিংবা ব্যভিচার করিবে অথবা শূকরের মাংস খাইবে, অন্যথায় তোমাকে হত্যা করা হইবে। এই অবস্থায় সে মদপান করাটাকে বাছিয়া নেয়। সে উহা পান করার পর একে একে উপরিউক্ত সব অপরাধগুলি করিতে থাকে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ "যে ব্যক্তি মদপান করে, আল্লাহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাহার নামায কবূল করেন না। মদপান অবস্থায় যদি কেহ মারা যায়, আর তাহার মূত্রথলিতে সামান্য পরিমাণ মদও থাকে, তবে তাহার জন্য বেহেশত হারাম করা হয়। আর মদপান করার পর চল্লিশ দিনের মধ্যে মারা গেলে সে জাহিলী যুগের মৃতদের মত মৃত্যুবরণ করে।"

এই সূত্রে হাদীসটি ভীষণ গরীব। ইহার রাবী দাউদ ইব্ন সালিহ্। তিনি হলেন তাম্মার আল-মাদানী ও আনসারীগণের আযাদকৃত দাস। এই রাবী সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র) বলেন, তাহার মধ্যে আমি কোন দোষ-ত্রুটি দেখি না। ইব্ন হিব্বান (র) বলেন, তিনি বিশ্বস্ত ও গ্রহণীর ব্যক্তিত্ব। তাঁহার মধ্যে কেহই বর্জনযোগ্য কোন ত্রুটি পান নাই।

নিম্নোক্ত হাদীসে মিথ্যা শপথের কথা উল্লেখিত হইয়াছে ঃ

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, বড় বড় পাপগুলির মধ্যে অন্যতম হইল আল্লাহ্র সহিত শরীক করা ও পিতামাতার নাফরমানী করা। শু'বা (র) বলেন, ইহার মধ্যে তিনি হত্যা করা অথবা মিথ্যা শপথ করার কথাও বলিয়াছেন।

শু'বার সনদে বুখারী, তিরমিযী এবং নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বুখারী ও শায়বান উহা ফিরাস (র)-এর সূত্রে আরো দীর্ঘ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মিথ্যা শপথ সম্পর্কে অন্য একটি হাদীস ঃ

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স জুহানী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বড় বড় পাপগুলির মধ্যে সর্ব বৃহৎ পাপসমূহ হইল, আল্লাহ্র সহিত শরীক করা; পিতামাতার নাফরমানী করা এবং মিথ্যা শপথ করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে শপথের মধ্যে সামান্য মিথ্যাও মিশ্রিত করে, তাহার হৃদয়ে একটা কালো দাগ পড়িয়া যায়। আর সেই দাগটি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে।"

ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে ও আবদ ইব্ন হুমাইদ (র) স্বীয় তাফসীরে......লাইস ইব্ন সা'দ হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবদ ইব্ন হুমাইদ (র)-এর উর্ধ্বতন সূত্রে তিরমিযীও ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব পর্যায়ের এবং আবূ উমামা আনসারী হইল সা'লাবার পুত্র। তবে তাঁহার নাম অজ্ঞাত। বহু সাহাবী হইতে তিনি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

নিম্নোক্ত হাদীসে পিতামাতাকে অভিশাপ দেওয়া সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বড় পাপগুলির মধ্যে একটি হইল পিতামাতাকে গালমন্দ করা।' লোকজন জিজ্ঞাসা করিল, সন্তান পিতামাতাকে কিভাবে গালি দিতে পারে ? তিনি বলিলেন, "অন্যের পিতাকে গালি দিলে সে তাহার পিতাকে পাল্টা গালি দিবে। তেমনি অন্যের মাতাকে গালি দিলে সে তাহার মাতাকে পাল্টা গালি দিবে।"

ইমাম বুখারী (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বড় বড় পাপগুলির মধ্যে অন্যতম বড় পাপ হইল সন্তানের পক্ষ হইতে পিতামাতার প্রতি গালি দেওয়া। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করিল, সন্তান কিভাবে পিতামাতাকে গালি দেয় ? তিনি বলিলেন ঃ "কেহ কাহারও পিতাকে গালি দিলে সেও তাহার পিতাকে গালি দেয়। তেমনি কেহ কাহারও মাতাকে গালি দিলে সেও তাহার মাতাকে গালি দেয়।"

তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি সহীহ।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকী এবং কোন মুসলমানকে হত্যা করা কুফরী।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বড় বড় পাপগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় পাপ হইল, কোন মুসলমানের সম্মানের হানি করা এবং একটি গালির বিনিময়ে দুইটি গালি দেওয়া।"

ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র)...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "অন্যতম বড় পাপ হইল অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের ইযযতের উপর আঘাত করা এবং একটি গালির বিনিময়ে দুইটি গালি দেওয়া।"

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি ওযর ব্যতীত দুই ওয়াক্ত নামায একত্রিত করে, সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ্‌র দরজাসমূহের একটির মধ্যে প্রবেশ করে।"

আবূ ঈসা তিরমিযী (র)...... মু'তামার ইব্‌ন সুলায়মান হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... আবূ কাতাদা গাদাবী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ কাতাদা গাদাবী (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট উমর (রা)-এর পত্র পড়া হয়। তাহাতে লিখা ছিল, বিনা ওযরে দুই ওয়াক্ত নামায একত্রিত করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া আসা। ইহার সনদ বিশুদ্ধ। মোটকথা যোহর-আসর অথবা মাগরিব-ইশাকে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী আদায় না করিয়া পূর্বে বা পরে আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অভিসম্পাত বাণী শুনানো হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা করিলে সে কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। তাই যাহারা মোটেই নামায পড়ে না, তাহাদের কথা তো কল্পনাই করা যায় না।

মুসলিম স্বীয় সহীহ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা এবং মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী হইল নামায।

সুনানে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমাদের মুসলমানদের এবং কাফিরদের মধ্যে নামায হইল পার্থক্য নির্ণয়কারী। যে উহা তরক করিবে, সে কাফির বলিয়া গণ্য হইবে।"

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আসরের নামায তরক করে, সে যেন তাহার সকল আমল জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেয়।"

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি আসরের নামায তরক করিল, সে যেন পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সর্বস্ব ধ্বংস করিয়া ফেলিল।"

আল্লাহ্‌র করুণা হইতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহ্‌র মকর থেকে নির্ভয় থাকা সম্পর্কীয় হাদীস ঃ

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময় এক

ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কবীরা গুনাহ্ কি কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন, "আল্লাহ্র সহিত শরীক করা, আল্লাহ্র করুণা হইতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহ্র মকর হইতে নির্ভয় থাকা।" এইগুলি হইল কবীরা গুনাহর মধ্যে বড় কবীরা গুনাহ।

বায্যার (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কবীরা গুনাহ কি কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "আল্লাহ্র সহিত শরীক করা, আল্লাহ্র করুণা হইতে নিরাশ হওয়া এবং তাকদীরের ব্যাপারে উদাসীন থাকা।"

ইহার সনদে সন্দেহ রহিয়াছে। পরন্তু এই হাদীসটি মাওকূফ। তবে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে এইরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)...... আবূ তুফায়ল হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ তুফায়ল (র) বলেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন ঃ "কবীরা গুনাহগুলির মধ্যে কয়েকটি কবীরা গুনাহ হইল, আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা; তাকদীরের ব্যাপারে উদাসীন থাকা এবং আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হওয়া।"

আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে আ'মাশের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তেমনি ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বিভিন্ন সূত্রে আবূ তুফায়ল সূত্রেও ইহা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। মোট কথা সন্দেহাতীতভাবে হাদীসটি সহীহ বলিয়া সাব্যস্ত।

আল্লাহ্র ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করা সম্পর্কীয় হাদীস ঃ

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ "কবীরা গুনাহগুলির মধ্যে অন্যতম কবীরা গুনাহ হইল আল্লাহ্র সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করা।" হাদীসটি নিতান্ত গরীব।

হিজরত করিয়া পুনরায় কাফিরের দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করা সম্পর্কীয় হাদীস ঃ

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......সাহল ইব্ন আবূ খায়সামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাহল ইব্ন আবূ খায়সামা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, একদা তিনি বলেন ঃ "সাতটি বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না কেন ? উহা হইল, আল্লাহ্র সহিত শরীক করা; কাহাকেও হত্যা করা, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া আসা, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; কাফিরের দেশ হইতে হিজরত করিয়া পুনর্বার কাফিরের দেশে প্রত্যাবর্তন করা।"

ইহার সনদে সন্দেহ রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই রিওয়ায়াতটিকে মারফূ বলা সাংঘাতিক ভুল।

তবে সঠিক হইল ইব্ন জারীরের রিওয়ায়াতটি। উহা এই ঃ ইব্ন জারীর (র)...... সাহল ইব্ন আবূ খায়সামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ খায়সামা (রা) বলেন ঃ আমি কূফার মসজিদে ছিলাম। তখন হযরত আলী (রা) মসজিদের মিম্বরে উঠিয়া বলিতেছিলেন ঃ "হে লোক সকল! কবীরা গুনাহ সাতটি। ইহা শুনিয়া জনতা চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনি উহা তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। অতঃপর বলেন, তোমরা সেই সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না কেন ? জনতা সমস্বরে বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেইগুলি কি কি ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র সহিত

শরীক করা; আল্লাহ যাহাকে হত্যা করা হারাম করিয়াছেন তাহাকে হত্যা করা; সতী-সাধ্বী নারীর উপর অপবাদ আরোপ করা; ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা; সুদ খাওয়া; যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং হিজরতের পর পুনরায় কাফিরদের দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করা।

হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহল তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আব্বা! হিজরত করার পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা কোন্ দৃষ্টিতে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হইল ? তিনি বলিলেন, বৎস! একটি লোক হিজরত করিয়া মুসলিম দেশে আসার পর সে গনীমতের অংশ পায় ও তাহার উপর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব হইয়া যায়। ইহার পর যদি সে সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের কাফির-বেদুঈনদের সঙ্গে গিয়া মিলিত হয়, তবে ইহা হইতে জঘন্যতম অপরাধ আর কি হইতে পারে ?

ইমাম আহমদ (র)...... সালমা ইব্ন কায়স আশজাঈ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের দিন বলিয়াছেন, "চারটি বিষয় হইতে তোমরা সাবধান থাক! অর্থাৎ আল্লাহ্র সহিত শরীক করিও না, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না এবং চৌর্যবৃত্তি অনুসরণ করিও না।"

বর্ণনাকারী বলেন, এই কথাগুলি আমি যত পরিষ্কারভাবে শুনিয়াছি, তেমন আর কেহ শুনে নাই।

মানসূরের সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া (র), নাসাঈ (র) এবং আহমদ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে....... এই হাদীসটি পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, ওসীয়ত করার দ্বারা কাহারো ক্ষতি সাধন করাও কবীরা গুনাহ।"

ইব্ন জারীর (র)...... হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ কতিপয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা) সকাশে কবীরা গুনাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, কবীরা গুনাহ হইল, আল্লাহ্র সহিত শরীক করা; ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; পিতামাতার নাফারমানী করা; মিথ্যা কথা বলা; পর দোষ চর্চা করা; যাদু করা এবং সুদ খাওয়া। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

فَأَيْنَ تَجْعَلُوْنَ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً.

অর্থাৎ 'সেই পাপ তাহারা কোথায় রাখিয়াছে যাহারা আল্লাহ্র নামে কসমকে অল্পমূল্যে বিক্রি করে ?'

ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে বটে, তবুও হাসান পর্যায়ের।

আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ববর্তী মনীষীগণের অভিমত ঃ

প্রথমে এই বিষয়ের উপর হযরত উমর (রা) এবং হযরত আলী (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে। অপর হাদীস ঃ

ইব্ন জারীর (র)......হযরত হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন ঃ মিসরে বসিয়া কতগুলি লোক আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে এমন কতগুলি বিষয় দেখিতেছি যাহার উপর আমল করার জন্য আল্লাহ আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু উপর আমাদের আমল নাই। তাই এই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আমরা আমীরুল মু'মিনীনের নিকট যাইতে চাই।

সে মতে তিনি তাহাদিগকে উমর (রা)-এর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসেন। প্রথমে তিনি একা উমর (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে উমর (রা) তাহাকে দেখিয়া বলেন, কখন আসিয়াছ ? তিনি কখন আসিয়াছেন তাহা বলিলে উমর (রা) তাহাকে বলেন, সেখান হইতে অনুমতিক্রমে আসিয়াছ তো ? তিনি তাহারও উত্তর দেন। অতঃপর তিনি মূল প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার সহিত মিসরের কতগুলি লোক সাক্ষাত করিয়া বলে যে, আমরা কুরআনে এমন কতগুলি বিষয় দেখিতেছি যাহার উপর আমল করার জন্য আদেশ করা হইয়াছে, অথচ উহার উপর আমাদের আমল নাই। তাহারা আমার সঙ্গে আসিয়াছে আপনার সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে। তিনি বলিলেন, আচ্ছা তাহাদিগকে সমবেত কর। তাহারা সমবেত হইলে উমর (রা) তাহাদের একজনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমাকে আল্লাহ ও ইসলামের সত্যতার শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি কি সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করিয়াছ ? লোকটি বলিল, হঁ্যা, সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করিয়াছি। উমর (রা) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার প্রত্যেকটা বিষয় হৃদয়ে গাঁথিয়া নিয়াছ কি ? লোকটি বলিল, না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর বলেন, লোকটি যদি ইহার উত্তরে হঁ্যা বলিত, তবুও উমর (রা) তাহাকে যে কোন একভাবে নিরুত্তর করিয়া ফেলিতেন। ইহার পর উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উহা স্বীয় চাল-চলনের দ্বারা যথাযথভাবে পালন করিতেছ? এইভাবে তিনি আগত সকলকে এই প্রশ্নগুলি করার পরে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তোমরা সকলে অপারগতা প্রকাশ করিয়াছ। অথচ তোমরা সকলে চাহিতেছ যে, উমর যেন সকলকে আল্লাহ্‌র কিতাবের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি আদেশ অনুযায়ী আমল করার জন্য বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ.

অর্থাৎ 'যেইগুলি সম্পর্কে তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে, যদি তোমরা সেই সব বড় গুনাহগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করিয়া দিব।'

পরিশেষে উমর (রা) বলিলেন, মদীনাবাসী তোমাদের আগমনের কারণ সম্পর্কে জানে কি ? অথবা তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা কি জন্য আসিয়াছ তাহা কেহ জানিয়াছে কি ? তাহারা বলিল, না। তিনি বলিলেন, যদি তাহারা জানিতে পারিত, তবে আমাকে তাহাদিগকেও এই সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইত।

ইহার সনদ বিশুদ্ধ এবং বিষয়বস্তুও উত্তম। অবশ্য উমর (রা) হইতে হাসানের বর্ণনা করার মধ্যে সনদের ছেদ পরিলক্ষিত হয়। তথাপি বিষয়টা অতি উত্তম ও ব্যাপক আলোচিত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আলী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ কবীরা গুনাহ হইল, আল্লাহ্র সহিত শরীক করা; অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা; ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা; সতী-সাধ্বী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, হিজরত করিয়া পুনরায় স্বদেশে ও স্বদেশবাসীর নিকট প্রত্যাবর্তন করা; যাদু করা; পিতামাতার নাফরমানী করা; সুদ খাওয়া; দলত্যাগ করা এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করিয়া ক্রয়-বিক্রয় হইতে না দেওয়া।

ইতিপূর্বেও হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহগুলি হইল, আল্লাহ্র সহিত শরীক করা; আল্লাহ্র বদান্যতা হইতে উদাসীন থাকা; আল্লাহ্র করুণা হইতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহ্র মকর হইতে নির্ভয় থাকা।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ সূরা নিসার প্রথম ত্রিশটি আয়াতে কবীরা গুনাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ সূরা নিসার প্রথম আয়াত হইতে ত্রিশ আয়াত পর্যন্ত কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলা হইয়াছে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ.

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... বুরায়দা হইতে বর্ণনা করেন যে, বুরায়দা (র) বলেন ঃ সবচেয়ে বড় গুনাহ হইল, আল্লাহ্র সহিত শরীক করা; পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি আটকাইয়া রাখা এবং ষাঁড় দিয়া বিনিময় ছাড়া প্রজনন করাইতে না দেওয়া।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ "অতিরিক্ত পানি আটকাইয়া রাখিও না এবং তোমাদের অতিরিক্ত ঘাস হইতে অন্যের পশুকে খাইতে বাধা দিও না।"

সহীহদ্বয়ে আরো বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত নবী (সা) বলেন ঃ তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। উপরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে হৃদয় বিদারক শাস্তি। তাহাদের অন্যতম হইল যাহারা নিজেদের অতিরিক্ত পানি হইতে পথিককে পান করিতে দেয় না।"

উক্ত হাদীসের কিতাবদ্বয়ে হাদীসটি পুরাপুরি বর্ণনা করা হইয়াছে।

মারফূ সূত্রে আমর ইব্ন শুআয়বের দাদা হইতে ইব্ন শুআয়বের সূত্রে ইমাম আহমদ (র) তাঁহার মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন শুআয়বের দাদা বলেন ঃ "যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পানি হইতে পান করিতে না দেয় এবং অতিরিক্ত ঘাস হইতে অন্যদের পশুকে খাইতে না দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তাঁহার রহমত হইতে বঞ্চিত রাখিবেন।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... মাসরূক হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (র) বলেন ঃ আয়েশা (রা) বলিয়াছেন, কুরআনে নারীদের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার স্থানে কবীরা গুনাহর কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

আলোচ্য রিওয়ায়াতের বর্ণনাকারী ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রা)-এর উদ্দিষ্ট আয়াতটি হইল ঃ

عَلٰى اَنْ لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَ يَسْرِقْنَ.

ইব্ন জারীর (র)...... মু'আবিয়া ইব্ন কুররা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মু'আবিয়া ইব্ন কুররা (র) বলেন ঃ একদা আমি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট আসিয়া দেখি যে, তিনি এই আয়াতটি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁহার পক্ষ হইতে আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহার মধ্যে ইহা হইতে উত্তম আর কিছু দেখি না। তিনি এই আয়াতটি সম্পর্কে অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলেন, আমরা যদি ইহার উপর যথাযথ আমল করি, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইব। আয়াতটি হইল ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ الاية

অর্থাৎ 'যেইগুলি সম্পর্কে তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে, যদি তোমরা সেই সব বড় গুনাহগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করিয়া দিব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদিগকে প্রবেশ করাইব।'

আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত

ইব্ন জারীর (র)...... তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট কবীরা গুনাহ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লোকজন বলিলেন যে, উহা তো সাতটি। ইব্ন আব্বাস (রা) ইহা শুনিয়া বলেন, না, সাতের চেয়ে অনেক বেশি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কবীরা গুনাহ সাতটি কি কি ? তিনি বলিলেন, ইহার সংখ্যা সাত হইতে সত্তরের কাছাকাছি।

ইব্ন জারীর (র)...... তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া বলেন, আল্লাহ যে সাতটি কবীরা গুনাহর কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা জানেন কি ? জানিয়া থাকিলে আমাকে বলিয়া দিন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, উহার সংখ্যা কমসে কম সাত হইতে সত্তরটি।

আবদুর রায্যাক (র)...... তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস বলেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কবীরা গুনাহ কি সাতটি ? তিনি বলিলেন, উহা সত্তরটির কাছাকাছি। আবূ আলীয়া রিয়াহী (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)...... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, কবীরা গুনাহ কি সাতটি? তিনি বলিলেন, উহা সাত হইতে প্রায় সাতশতের কাছাকাছি। তবে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কবীরা গুনাহ কবীরা থাকে না। পক্ষান্তরে উপর্যুপরি সগীরা গুনাহ করিতে থাকিলে সগীরাও সগীরা থাকে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে,

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ....

এই আয়াতাংশের মর্মার্থে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যে কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ দোযখের আযাব এবং বিভিন্ন শাস্তি ও অভিশাপের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাই হইল কবীরা গুনাহ। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যে সব কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সমস্ত কাজই হইল কবীরা গুনাহ। সাঈদ ইব্ন যুবায়র এবং হাসান বসরীও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)...... মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন ঃ আমি জানিতে পারিয়াছি যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন উহা করাই হইল কবীরা গুনাহ। তবে কেহ বলিয়াছেন, এই বর্ণনাটিতে সন্দেহ রহিয়াছে।

আহমদ ইব্ন হাযিম (র)...... আবূল ওয়ালীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূল ওয়ালীদ (র) বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, যাহা করিলে আল্লাহ্র অবাধ্যতা প্রকাশ পায়, উহাই কবীরা গুনাহ।

তাবিঈগণের অভিমত

ইব্ন জারীর (র)...... মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ আমি উবায়দা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কবীরা গুনাহ কি কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহর সংগে শরীক করা, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা; ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, কাহারো প্রতি অপবাদ আরোপ করা এবং হিজরতের পরে স্বদেশে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা।

ইব্ন আউন (র) বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যাদু করাও কি কবীরা গুনাহ ? তিনি বলেন, ইহা অপবাদ আরোপ করার চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ।

ইব্ন জারীর (র)...... উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) বলেন ঃ কবীরা গুনাহ সাতটি বটে, তবে কুরআনে যাহা কবীরা বলিয়া উল্লেখিত, কেবল উহাই। যেমন ঃ

আল্লাহ্ শিরক সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ.

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শরীক করিল, সে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল। অতএব হয়ত পাখি তাহাকে ছোঁ মারিয়া নিয়া যাইবে অথবা হাওয়া তাহাকে কোথাও নিক্ষেপ করিবে।"

ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا.

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই যাহারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, নিঃসন্দেহে তাহারা আগুন ভক্ষণ করে।'

সুদ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَيَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.

অর্থাৎ 'যাহারা সুদ খায়, তাহারা এমনভাবে দণ্ডায়মান হইবে যেন তাহাদের উপর জিন্নের আছর পড়িয়াছে।'

সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ

"আর যাহারা অসতর্ক মু'মিন সতী নারীদের অপবাদ রটায়........।"

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا.

'হে ঈমানদারগণ যখন তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করিবে, দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইবে......'

হিজরত করার পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى

'নিশ্চয়ই যাহারা সত্য প্রাপ্ত হইয়াও পিছনে ফিরিয়া গেল ....।'

মু'মিনকে হত্যা করা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا.

'আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে হত্যা করিল, তাহার শাস্তি হইল জাহান্নাম-সেখানের সে স্থায়ী বাসিন্দা।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... উবায়দ ইব্ন উমায়র হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)...... ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আতা (র) বলেন ঃ কবীরা গুনাহ হইল সাতটি ঃ হত্যা করা, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, সতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, পিতামাতার নাফরমানী করা এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালায়ন করা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... মুগীরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুগীরা (রা) বলেন ঃ আবূ বাক্র (রা) এবং উমর (রা)-কে গালি দেওয়া এবং তাঁহাদের সমালোচনা করাও কবীরা গুনাহ।

আলিমদের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের অভিমত হইল যে, সাহাবাদিগকে গাল-মন্দ করা এবং তাঁহাদের সমালোচনা করা কুফরী। হযরত মালিক ইব্ন আনাস (রা) হইতে ইহা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন ঃ আমি ইহা কল্পনাও করিতে পারি না যে, যাহার অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ভালবাসা রহিয়াছে, সে হযরত আবূ বাক্র (রা) এবং হযরত উমর (রা)-এর সমালোচনা করিতে পারে। তিরমিযী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আইয়াশ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আইয়াশ (র) বলেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ

এই আয়াতটি উল্লেখ করিয়া কবীরা গুনাহ সম্পর্কে যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র সহিত শরীক করা, রাসূল ও আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করা; যাদু করা, সন্তান হত্যা করা এবং আল্লাহ্র জন্য সন্তান ও সঙ্গী সাব্যস্ত করা। আর এই ধরনের কথা বলা এবং কাজ করা যাহা দ্বারা কোন পুণ্য সংগৃহীত হয় না। হ্যাঁ, তবে যে সকল পাপকাজ করার পরেও ধর্ম অবশিষ্ট থাকে, আমলের পথ বন্ধ হয় না, সেইগুলি আল্লাহ তা'আলা পুণ্যের বিনিময়ে মাফ করিয়া থাকেন।

ইব্ন জারীর (র)...... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে,

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ

এই আয়াতটি উল্লেখ করিয়া কাতাদা (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কবীরা গুনাহকারীদিগকেও ক্ষমা করার অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া সহজ পথ অবলম্বন কর এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর।"

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমার কবীরা গুনাহকারী উম্মাতরাও আমার সুপারিশ পাইবে।" তবে ইহা বর্ণিত হইয়াছে এমন সব সূত্রে, যাহার প্রত্যেকটি সূত্রেই দুর্বলতা রহিয়াছে। একমাত্র আবদুর রায্যাকের রিওয়ায়াতটি ত্রুটিমুক্ত।

আবদুর রায্যাক (র)...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমার উম্মাতের মধ্যকার কবীরা গুনাহকারী উম্মাতদের জন্যও আমার সুপারিশ থাকিবে।" সহীহদ্বয়ের শর্ত মুতাবিক ইহার সনদ সহীহ। আবদুর রায্যাক হইতে আব্বাস আম্বারীর সূত্রে আবূ ঈসা তিরমিযী (র) ইহা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, হাদীসটি উত্তম ও বিশুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, মর্মগতভাবেও ইহার জোরালো সমর্থন রহিয়াছে। উহা হইল শাফাআত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস। যাহাতে তিনি বলিয়াছেন ঃ "তোমরা কি মনে করিয়াছে যে, আমি কেবল মু'মিন ও মুত্তাকীদের জন্যই সুপারিশ করিব? না, বরং গুনাহগার-পাপীদের জন্যও আমি সুপারিশ করিব।"

আলিমগণ কবীরা গুনাহর মাপকাঠির ব্যাপারে মতভেদ করিয়াছেন। যেমন ঃ

কেহ বলিয়াছেন, শরী'আতে যে অপরাধের জন্য শাস্তি রহিয়াছে, উহা হইল কবীরা গুনাহ।

কেহ বলিয়াছেন, যে সকল অপরাধের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অভিসম্পাত ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে, উহা হইল কবীরা গুনাহ। এভাবে অনেকে অনেক কিছু বলিয়াছেন।

আবুল কাসিম আবদুল করীম ইব্ন মুহাম্মদ রাফিঈ স্বীয় কিতাব 'আশ্-শারহুল কাবীর'-এর শাহাদাত অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, কবীরা গুনাহ এবং সগীরা গুনাহসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ব্যাপারে সাহাবা এবং তাঁহাদের পরবর্তী মনিষীদের মধ্যেও মতভেদ রহিয়াছে। যেমন ঃ

একদল সাহাবা বলিয়াছেন ঃ কবীরা গুনাহ হইল সেইগুলি, যাহার ব্যাপারে শরী'আতের শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।

একদল বলিয়াছেন ঃ যে পাপের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কঠিন ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে, উহা হইল কবীরা গুনাহ।

ইমামুল হারামাইন (র) বলিয়াছেন ঃ যে কাজ দীনদারী হ্রাস করিয়া পাপের স্পৃহা যোগায়, উহা হইল কবীরা গুনাহ।

কাযী আবূ সাঈদ হারবী (র) বলেন ঃ কুরআন দ্বারা যাহার অবৈধতা প্রমাণিত হয় এবং যে সকল অপরাধে শাস্তি নির্ধারিত হইয়াছে, যথা হত্যা ইত্যাদি করা। অনুরূপভাবে যে কোন ফরয তরক করা, মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং মিথ্যা শপথ করাও কবীরা গুনাহ।

কাযী রুইয়ানী (র) ব্যাখ্যা সহকারে বলেন ঃ কবীরা গুনাহ হইলে সাতটি। যথা, হত্যাকার্য সংঘটিত করা, ব্যভিচার করা, সমকামে লিপ্ত হওয়া, মদ্যপান করা, চুরি করা, জবর দখল করা এবং মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। আর মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

সাহিবুল ইদ্দাহ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন ঃ কবীরা গুনাহ হইল, সুদ খাওয়া, ওযর ব্যতীত রমযান মাসে দিনের বেলায় পানাহার করা, মিথ্যা শপথ করা, অকারণে আত্মীয়তা ছিন্ন করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, মাপের মধ্যে হেরফের করা, ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে নামায আদায় করা, ওযর ব্যতীত নামায বিলম্বে আদায় করা, অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে মারধর করা, ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করা, সাহাবীদের সমালোচনা করা, ওযর ব্যতীত সাক্ষ্য গোপন করা, ঘুষ গ্রহণ করা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করা, পদের লোভে বাদশাহর নিকট কাহারো নিন্দা করা, যাকাত দিতে অস্বীকার করা, শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখার চেষ্টা না করা, কুরআন হিফয করিয়া তাহা ভুলিয়া যাওয়া, কোন পশুকে আগুনে পোড়াইয়া মারা, ওযর ব্যতীত স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে মিলনে বাধা দান করা, আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হওয়া, আল্লাহ্র মকর বা ফন্দী হইতে নিশ্চিন্ত থাকা, আলিম অর্থাৎ কুরআনের বাহক ও প্রচারকদের ক্ষতি সাধন করা, যিহার করা এবং ওযর ব্যতীত মৃত জন্তু ও শূকরের মাংস ভক্ষণ করা। তবে অত্যন্ত প্রয়োজনবশে মৃত জন্তু বা শূকরের মাংস খাওয়া অন্য কথা।

রাফিঈ (র) বলেন ঃ ইহার দুই-একটা ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ কবীরা গুনাহর উপরে বহু মনীষী বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আমার উস্তাদ হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ যাহবী একখানা পুস্তকে কবীরা গুনাহ সত্তরটি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ কবীরা গুনাহ হইল সেইগুলি, যেগুলির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) দোযখের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলিয়াছেন।

পরিশেষে কথা হইল, আমরা যদি এই ধরনের পাপসমূহ গণনা করিয়া দেখি, তাহা সংখ্যায় বহু হইবে। পরন্তু যাহারা বলিয়াছেন যে, আল্লাহ যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহাই কবীরা গুনাহ, তাহাদের মতে ইহার সংখ্যা হইবে অগণিত। আল্লাহই ভাল জানেন।

(٣٢) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

৩২. "আর আল্লাহ তোমাদের উপর অপরকে যে মর্যাদা দিয়াছেন, উহার আকাঙ্ক্ষী হইও না। পুরুষদের জন্য তাহাই রহিয়াছে যাহা তাহারা উপার্জন করিল এবং নারীদের জন্যও তাহাই রহিয়াছে যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদা চাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুই জানেন।"

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)..... মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ একবার হযরত উম্মে সালমা (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পুরুষরা জিহাদে অংশগ্রহণ করে, অথচ আমরা নারীরা এই পূণ্য হইতে বঞ্চিত থাকি। অনুরূপভাবে আমরা মীরাসও পুরুষদের তুলনায় অর্ধেক পাইয়া থাকি। অতঃপর তাঁহার উক্ত জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

অর্থাৎ 'তোমরা এমন সব বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করিও না, যে সব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের একের উপরে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।'

তিরমিযী (র)...... উম্মে সালমা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন, হাদীসটি দুর্বল। কেহ মুজাহিদ (র) হইতে এবং কেহ ইব্‌ন নাজীহ হইতেও ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর ও হাকিম (র)...... মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ একবার উম্মে সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা যুদ্ধ করি না, তাই শাহাদতের মর্যাদাও পাই না। অন্যদিকে আমাদিগকে মীরাসও দেওয়া হয় অর্ধেক, এই বৈষম্য কেন ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। পরবর্তীতে ইহার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটিও নাযিল করা হয় ঃ

اِنِّىْ لاَ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى.

আবদুর রায্‌যাক (র)...... মক্কার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, মক্কার সেই ব্যক্তি বলিয়াছেন ঃ কতিপয় মহিলার আর্জির প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছেন, আহা, আমরা যদি পুরুষ হইতাম! তাহা হইলে আমরা তাহাদের মত জিহাদ করিতে পারিতাম এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিয়া পূণ্য লাভ করিতে পারিতাম।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জনৈক মহিলা বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহিলারা পুরুষের অর্ধেক মীরাস পায়, সাক্ষীর বেলায় দুইজন মহিলা একজন পুরুষের মর্যাদা পায়, আমরা আমলের বেলায়ও এইভাবে পুরুষের অর্ধেক সাওয়াব পাইয়া থাকি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

সুদ্দী (র) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ পুরুষরা বলিতেছিল যে, আমরা যখন মহিলাদের তুলনায় দ্বিগুণ স্বত্বাধিকারী হই, তখন পুণ্যও আমরা তাহাদের তুলনায় দ্বিগুণ পাইব! পক্ষান্তরে মহিলারা বলিতেছিল যে, আমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয় নাই। যদি আমাদের উপর ফরয করা হইত, আমরা জিহাদ করিতাম। অতএব আমরা উহার পুণ্য হইতে বঞ্চিত হইব কেন ? ফলে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে উভয় পক্ষকে তাহাদের দাবি হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলেন। শুধু তাহা নহে; তিনি আরো বলেন যে, তোমরা আমার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। সুদ্দী (র) আরো বলেন, কাতাদা (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যাহারা বলে যে, আহা, অমুক ব্যক্তির ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যদি আমার হইত, তাহাদিগকেও এই ধরনের অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা করা হইতে এই আয়াত দ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে। আরো বলা হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট উহা প্রার্থনা কর।

হাসান (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) ও যাহ্‌হাক (র)-ও ইহা বলিয়াছেন। আয়াতের প্রকাশ্য ভাষ্য অনুযায়ী এই অর্থই বুঝা যায়। দ্বিতীয়ত, নিম্নবর্ণিত সহীহ হাদীসটির অর্থও ইহার বিপরীত বলিয়া বুঝায় না। উহাতে আসিয়াছে যে, "দুই ব্যক্তিই কেবল হিংসার পাত্র হওয়ার যোগ্য। এক, সেই ধনী ব্যক্তি যে স্বীয় মাল প্রতিযোগিতার সহিত আল্লাহর পথে বিলাইয়া দেয়। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, যদি আমারও এইরূপ সম্পদ হইত তবে আমিও উহার মত আল্লাহ্‌র পথে খরচ করিতে থাকিতাম। অতএব উহারা উভয়ে পুণ্যের বেলায় সমান অধিকারী হইবে।" আলোচ্য আয়াতের অর্থও ইহার বিপরীত নয়। তবে পার্থক্য হইলো এতটুকু যে, এই আয়াত দ্বারা প্রাকৃতিক বিষয়ে অমূলক আকাঙ্ক্ষা করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে হাদীসে বলা হইয়াছে অতিপ্রাকৃতিক বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

"তোমরা এমন সব বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করিও না, যে সব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।"

অর্থাৎ দীনী বিষয়ে তোমরা এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা করিও না। হযরত উম্মে সালমা (রা) এবং হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস দ্বারা এই অর্থ বুঝা যায়।

এইভাবে আ'তা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) বলে ঃ এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে যাহারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমুকের সম্পদ-সন্তান যদি আমার হইত, এবং সেই মহিলাদের ব্যাপারে, যাহারা বলে, আমরা যদি পুরুষ হইতাম, তাহা হইলে আমরা জিহাদ করিয়া তাহাদের সমান পুণ্য লাভ করিতাম। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর তাল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ.

'পুরুষ যাহা অর্জন করে, সেটা তাহার অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে, সেটা তাহার অংশ।'

অর্থাৎ প্রত্যেককেই তাহার কার্যের প্রতিদান দেওয়া হইবে। যদি সে ভালো কাজ করে, তবে তাহাকে ভালো প্রতিদান দেওয়া হইবে আর যদি মন্দকাজ করে তবে মন্দ প্রতিদান দেওয়া হইবে। ইব্‌ন জারীর (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা মীরাসকে বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেকে তাহার নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী অংশীদার হইবে। তিরমিযী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ.

'আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।'

অর্থাৎ তোমাদের একের উপরে অপরকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে, সেই ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা করা হইতে বিরত থাক। কেননা উহা এমন এক বিষয় যাহা চাহিলেই পাওয়া যায় না। তাই উহার আক্ষেপ না করিয়া আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা আমি দাতা ও দয়াময়।

তিরমিযী ও ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনা করাকে পসন্দ করেন। আর সর্বোত্তম ইবাদত হইল, প্রশস্ততার অপেক্ষায় থাকা।"

আবূ নু'আইম (র)...... নবী (সা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ নু'আইমের রিওয়ায়াতটিই বেশি শুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। ইসরাঈল হইতে ওয়াকীর সনদে ইব্‌ন মারদুবিয়া উপরোক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাকে ভালবাসেন। তাই আল্লাহর নিকট তাঁহার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর প্রশস্ততা পাইতে ভালবাসে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

—'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।'

অর্থাৎ যে পার্থিব সম্পদ পাওয়ার যোগ্য তাহাকে পার্থিব সম্পদ দান করেন; যে দারিদ্র্যের যোগ্য, তাহাকে দান করেন দারিদ্র্য; আর যে ব্যক্তি আখিরাতের পরম সুখ ভোগের যোগ্য, তাহাকে সেই পথে চলার রাস্তা সহজ করিয়া দেন; আর যে জাহান্নামের উপযুক্ত, তাহাকে

জাহান্নামের পথে চলার সুযোগ করিয়া দেন। মোট কথা, যে যাহার যোগ্য, তিনি তাহাকে সেই পথে চলার জন্য সহজ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেন। তাই বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

অর্থাৎ 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।'

(৩৩) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۟

৩৩. "এবং প্রত্যেকের জন্য উত্তরাধিকারী বানাইয়াছি যাহা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও তোমাদের অংগীকারদাতাগণ পরিত্যাগ করিয়া যায়। তাই তাহাদের অংশ তাহাদিগকে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সকল ব্যাপারেই সাক্ষী রহিয়াছেন।"

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র), সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র), আবূ সালিহ (র), যায়দ ইব্ন আসলাম (র), সুদ্দী (র), যাহ্হাক (র) ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) প্রমুখ বলেন ঃ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ আয়াতাংশে مَوَالِيَ অর্থ হইল উত্তরাধিকারী।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য একটি রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, مَوَالِيَ অর্থ হইল আসাবা।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ আরবরা পিতৃব্য পুত্রদিগকে مَوَالِيَ বলে। যথা ফযল ইব্ন আব্বাস তাঁহার কবিতার একটি পংক্তিতে বলিয়াছেন ঃ

مهلا بنى عمنا مهلا موالينا – لا يظهرن بيننا ما كان مدفونا

সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ হইল যে, তোমাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজন যাহা রাখিয়া গিয়াছে, তোমরা তাহার উত্তরাধিকারী হইবে এবং তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি আসাবা বানাইয়া দিয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ ত'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

—'আর যাহাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ হইয়াছ, তাহাদের প্রাপ্য দিয়া দাও।'

অর্থাৎ যাহাদের সংগে কঠিন শপথের মাধ্যমে অংগীকারাবদ্ধ হইয়াছ, তাহাদিগকে তাহাদের মীরাসী অংশ দিয়া দাও। কারণ তোমরা আল্লাহকে সাক্ষী করিয়া পরস্পর অংগীকারাবদ্ধ হও অথবা চুক্তিবদ্ধ হও।

ইসলামের প্রথম যুগে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। পরবর্তীতে এই নির্দেশ রহিত করিয়া আদেশ করা হয় যে, তোমরা অংগীকার প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইও না।

ইমাম বুখারী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ এর مَوَالِيَ শব্দের অর্থ হইল উত্তরাধিকারী। আর ইহার পরের বাক্য- وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ-এর ভাবার্থ হইল মুহাজিরগণ। মদীনায় আগমন করিয়া বসতি স্থাপন করার পর তাঁহারা তথাকার প্রথানুযায়ী আনসারদের উত্তরাধিকারী হইতেন। ফলে

আনসারদের আত্মীয়রা তাহাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে কোন অংশ পাইত না। সুতরাং আয়াতের প্রথমাংশ দ্বারা এই প্রথার রহিত সাধন করিয়া পরবর্তী বাক্যে বলা হয় যে,

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

'তোমরা তাহাদের সংগে সুসম্পর্ক রাখ, তাহাদের সাহায্য-সহযোগিতা কর ও তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হও।' কিন্তু তাহারা তোমাদের উত্তরাধিকারী হইবে না। তবে তোমরা তাহাদের জন্য ওসীয়াত করিতে পার।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে,

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ

—এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুহাজিররা মদীনায় হিজরত করার ফলে তাহারা আনসারদের উত্তরাধিকারী হয়। অথচ তাহারা সহোদর বা রক্ত সম্পর্কীয় ভাই ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মুখবোলা ভাই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেই তাহারা মদীনার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ওয়ারিস হইয়াছিল। কিন্তু وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর এই সামাজিক নিয়ম রহিত হইয়া যায়। তবে ইহার পরের আয়াতাংশেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, 'যাহাদের সংগে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ হইয়াছ, তাহাদের প্রাপ্য অংশ দিয়া দাও।'

ইব্ন জারীর (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ—এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে একজন অন্যজনের সংগে অঙ্গীকার করিয়া বলিত যে, তুমি আমার উত্তরাধিকারী হইবে। অথবা বলিত, আমি তোমার উত্তরাধিকারী হইলাম। এইভাবে তাহারা অঙ্গীকার করিত এবং অঙ্গীকার অনুযায়ী অংশ প্রদান করিত। এই প্রচলিত প্রথার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, "জাহিলী যুগের প্রত্যেকটি শপথ অথবা অঙ্গীকার, যাহা ইসলামী যুগ পাইয়াছে, তাহার ব্যাপারে ইসলাম হস্তক্ষেপ করিবে না; বরং ইসলাম উহাকে আরো শক্তিশালী ও দৃঢ়তা দান করিয়াছে। তবে এই ব্যাপারে ইসলাম নূতন আর কোন শপথ বা অঙ্গীকার অনুমোদন করিবে না।" অর্থাৎ প্রথাকে—وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ এই আয়াত দ্বারা রহিত করা হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুজাহিদ, আতা, হাসান, ইব্ন মুসাইয়াব, আবূ সালিহ, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, শা'বী, ইকরিমা, সুদ্দী, যাহ্হাক, কাতাদা ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা ইসলাম-পূর্ব যুগের উক্ত অংগীকারকারীদেরকেই বুঝান হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...... সাঈদ ইব্ন ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন ইবরাহীম (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "ইসলামে কোন অংগীকার নাই। আর জাহিলিয়াতের যুগে যে সকল অংগীকার করা হইয়াছিল, উহার ব্যাপারে ইসলাম হস্তক্ষেপ করে না; বরং ইসলাম উহাকে আরো শক্তিশালী করিয়াছে।"

ইমাম মুসলিম (র) ও নাসাঈ (র)...... জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ (উপরোক্ত বর্ণনা)।

আবূ কুরাইব (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইসলামে কোন অংগীকার নাই। তবে অজ্ঞতার যুগের প্রত্যেক শপথকে ইসলাম আরো দৃঢ় করিয়াছে। আমাকে যদি লাল রংয়ের উট দিয়া 'দারুন-নাদওয়ার' শপথ ভাংগিয়া দিতে বলে, তবুও আমার দ্বারা উহা সম্ভব হইবে না। ইহা হইল ইব্‌ন জারীরের ভাষা ও বর্ণনা।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমি বাল্যকালে মুতাইয়াবীনের অংগীকার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তখন আমি আমার মাতুলদের সংগে ছিলাম। এখন যদি আমাকে লাল রংগের উটও দেওয়া হয়, তবুও আমি উহা ভাংগিয়া দিতে সম্মত নহি।

যুহরী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইসলাম কখনও পূর্বযুগের অংগীকারের উপর হস্তক্ষেপ করে না; বরং উহাকে আরো শক্তি দান করে।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলিয়াছেন ঃ "ইসলামে কোন অংগীকার নাই।"

তবে কথা হইল, হযরত নবী (সা) কুরায়শ ও আনসারদের মধ্যে যে সম্পর্কে স্থাপন করিয়াছেন, উহা ছিল শুধু প্রেম ও প্রীতিমূলক।

ইমাম আহমদ (র)...... যুহরী হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... কায়স ইব্‌ন আসিম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কায়স ইব্‌ন আসিম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অংগীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ "জাহিলী যুগে যে সকল অংগীকার সম্পাদিত হইয়াছিল, উহা তোমরা দৃঢ়তার সহিত ধারণ করিয়া রাখিবে। তবে ইসলামে কোন শপথ নাই।" হুশায়মের সূত্রেও আহমদ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালমা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ইসলামে কোন অংগীকার নাই। তবে জাহিলিয়াতের যুগে যে সকল অংগীকার সম্পাদিত হইয়াছিল, উহার উপর ইসলাম হস্তক্ষেপ করিবে না; বরং ইসলাম উহাকে আরো দৃঢ়তা দান করিয়াছে।"

কুরাইব (র)...... শু'আয়বের পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, শু'আয়বের পিতা বলিয়াছেন ঃ মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন ঃ "হে লোক সকল! ইসলাম জাহিলী যুগের অংগীকারকে বাতিল করে নাই; বরং আরো দৃঢ় করিয়াছে; তবে ইসলামে কোন অংগীকার নাই।"

ইমাম আহমদ (র)...... জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ইসলামে কোন অংগীকার নাই; আর

জাহিলিয়াতের সময়ে যে সকল অংগীকার সম্পাদিত হইয়াছে, ইসলাম ইহার ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই; বরং ইসলাম উহাকে আরো দৃঢ় করিয়াছে।"

ইমাম আহমাদ (র)...... কায়স ইব্ন আসিম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কায়স ইব্ন আসিম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অংগীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ "জাহিলী যুগে যে অংগীকার সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা তোমরা আঁকড়াইয়া থাক, কিন্তু ইসলামে কোন অংগীকার নাই।"

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)...... দাউদ ইব্ন হাসীন হইতে বর্ণনা করেন যে, দাউদ ইব্ন হাসীন (র) বলেন ঃ আমি উম্মে সা'দ বিনতে রবী'আর নিকট তাঁহার পৌত্র মূসা ইব্ন সা'দের সঙ্গে একত্রে কুরআন পাঠ করিতাম। হযরত উম্মে সা'দ বিনতে রবীআ ইয়াতীম অবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঘরে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। এক সময়ে আমি এই আয়াতটি পাঠ করি ঃ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ তখন তিনি আমাকে বাধা দিয়া বলেন, عاقدت নয়, عقدت পড়।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ আবূ বকর (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে আবূ বকর (রা) তাহাকে বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী করিব না। অতঃপর যখন তিনি চাপের মুখে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করিয়া আবূ বকরকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন আবদুর রহমানকে প্রাপ্য অংশ দিয়া দেন। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়াতটি গরীব। প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতটিই শুদ্ধ ও সঠিক।

ইসলামের প্রথম যুগে অঙ্গীকার দ্বারাও উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইত। পরবর্তীতে উহা রহিত হইয়া যায়। তবে অঙ্গীকারকারীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার নির্দেশ বর্তমানেও কার্যকর রহিয়াছে। আর এই নির্দেশের পূর্বে অর্থাৎ যাহা দ্বারা রহিত করা হইয়াছে, উহা নাযিল হওয়ার পূর্বে যত অঙ্গীকার সম্পাদিত হইয়াছে, উহা পালন করার নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে। কেননা ইতিপূর্বে জুবায়র ইব্ন মুতইম (রা) সহ অনেক সাহাবীর সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসলাম নূতনভাবে কোন অঙ্গীকারকে অনুমোদন করে না। তবে জাহিলী যুগে যে সকল অঙ্গীকার সম্পাদিত হইয়াছে, ইসলাম উহা বাতিল করে নাই; বরং আরও দৃঢ় করিয়াছে। এমনকি পূর্বের অঙ্গীকার পূরণের জন্যে তাকিদ দিয়াছে।

অতএব যাঁহারা বলেন, বর্তমানেও সেইরূপ অঙ্গীকার করিলে উহা পূর্ণ করিতে হইবে, এই আয়াত ও হাদীসগুলি তাহাদের উক্তিকে জোরালোভাবে খণ্ডন করিয়াছে। ইহা হইল ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের অভিমত। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলেরও একটি রিওয়ায়াতে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে সঠিক হইল জমহূর, মালিক এবং শাফিঈর মাযহাব। আহমদ ইব্ন হাম্বলের প্রসিদ্ধ অভিমতও তাহাই।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ.

'পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ যাহা ত্যাগ করিয়া যায়, সেই সবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি।'

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হইবে তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনরা, অন্য কোন ব্যক্তি নয়।

সহীহদ্বয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "উত্তরাধিকারীদেরকে তাহাদের অংশ দিয়া দাও। যাহা বাকী থাকিবে তাহা দাও আসাবাদেরকে।"

অর্থাৎ ফারাইযের আয়াতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ওয়ারিসদেরকে তাহার অংশ প্রদান কর। আর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহা আসাবাদেরকে প্রদান কর।

ইহার পরের আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ— 'যাহাদের সঙ্গে তোমরা সম্পদের অংশ প্রদানের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছ।'

অর্থাৎ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বে এই সম্পর্কীয় যত অঙ্গীকারে তোমরা আবদ্ধ হইয়াছে, সেই অঙ্গীকারমত তোমরা তাহাদেরকে অংশ প্রদান কর। তবে এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর যাহাদের সঙ্গে এমন অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহারা উহা পাইবে না। মোটকথা পূর্বে যত অঙ্গীকার ও কসম করা হইয়াছে, উহা কার্যকরী হইবে। আর ইহার পর যত অঙ্গীকার করা হইয়াছে, উহা কার্যকরী হইবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -এর অর্থ হইল তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, সাহায্য করা এবং তাহাদের জন্য ওসীয়াত করা—তবে তাহারা মীরাস পাইবে না। আবূ উসামা হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ কুরাইব ও ইব্ন জারীর এবং আবূ মালিক ও মুজাহিদ হইতে ভিন্ন সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ—এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পূর্বেকার লোকেরা পরস্পরে অঙ্গীকার করিত যে, তাহাদের মধ্যে প্রথমে যে মারা যাইবে, দ্বিতীয়জন তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তির মালিক হইবে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَفْعَلُوا اِلٰى اَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوْفًا.

অর্থাৎ এই আয়াত দ্বারা বলা হইয়াছে যে, তাহাদের জন্য নিজ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়াত করা জায়েয রহিয়াছে। মোটকথা, এই মতই হইল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত মত।

পূর্ববর্তী আরও বহু মনীষী বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি দ্বারা পূর্ব আয়াতটিকে রহিত করা হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন ঃ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ—এর অর্থ হইল, তাহাদের প্রাপ্য মীরাস তাহাদিগকে প্রদান করা। কেননা আবূ বকর (রা) একটি লোকের সঙ্গে অনুরূপ অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন এবং তাহাকে তিনি অংশ দিয়াছিলেন। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে যুহরী (র) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি তাহাদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে যাহারা নিজেদের পুত্র ব্যতীত অন্যদেরকে পুত্র বানাইয়া তাহাদিগকে ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিত। তাই এই আয়াত নাযিল করিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে, তাহাদের জন্য ওসীয়াত করা হইলে তাহারা ওসীয়াত অনুযায়ী অংশ পাইবে, কিন্তু ওয়ারিস হিসাবে তাহারা অংশ পাইবে না। মোট কথা আল্লাহ তা'আলা মুখে ডাকা পুত্রদেরকে মীরাসী স্বত্ব দিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহারা অংশীদার হইলে একমাত্র ওসীয়াতের অংশীদার হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন স্বত্ব তাহারা প্রাপ্য নয়। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) উক্ত মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ—এর অর্থ হইল, অঙ্গীকারাবদ্ধ স্বজনদের সাহায্য করা, সুখে-দুঃখে খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তাহাদের জন্য ওসীয়াত করিয়া যাওয়া। ইহার অর্থ এই নয় যে, তাহাদেরকে ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা।

আয়াতের এই অর্থ করিলে আয়াতটিকে মানসূখ বলারও প্রয়োজন হয় না এবং ইহাও বলিতে হয় না যে, এই নির্দেশ পূর্বে ছিল, এখন নাই; বরং এই কথা বলা যায় যে, আয়াতের নির্দেশ হইল, তোমাদের মধ্যে একে অপরের সাহায্য-সহানুভূতির যে অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহা পূরণ কর। সুতরাং আয়াতটি রহিত নয়, ইহার বিধান কার্যকর রহিয়াছে।

তবে এই ব্যাখ্যার মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে। কেননা তৎকালে কোন কোন অঙ্গীকার সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে হইত বটে, কিন্তু কোন কোনটি হইত মীরাস বা ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে। ইহা বহু মনীষী হইতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, প্রথমে মুহাজিররা আনসারদের উত্তরাধিকারী হইতেন, কিন্তু আনসারদের আত্মীয়রা তাহাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতেন না। পরবর্তীতে ইহা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। অতএব ইব্ন জারীর (র) কিভাবে বলেন যে, ইহা রহিত নয়; বরং মুহকাম ? আল্লাহই ভালো জানেন।

(٣٤) اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۝

৩৪. "পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাহাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং পুরুষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা হয় এবং যাহা লোক চক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ সুরক্ষিত রাখিয়াছেন, উহারা তাহার হিফাযত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাহাদের শয্যা বর্জন কর, অবশেষে তাহাদিগকে প্রহার কর। যদি তাহারা তোমাদের অনুগতা হয়, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করিও না। আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, পুরুষগণ নারীদের নেতা, অধিকর্তা। তাই স্ত্রীগণ অবাধ্যতা দেখাইলে স্বামীগণ তাহাদিগকে আদব ও সদাচরণ শিক্ষা দিবে। স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের এই কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষের এক শ্রেণীকে আরেক শ্রেণীর উপর জ্ঞান-বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠতর করিয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই নবুওয়াতের ন্যায় মহান মর্যাদার পদ ও কার্য শুধু পুরুষের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে। নারী এই পদ ও কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে না। অনুরূপভাবে উচ্চতম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং পদেও নারী অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই সম্পর্কে হুযূর (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ

لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة-

'যে জাতি নারীর উপর রাষ্ট্রীয় কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করে, সে জাতি কখনো সফলকাম ও কৃতকার্য হইতে পারে না।'

ইমাম বুখারী উপরিউক্ত হাদীস আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকরা (র)...... প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে বিচারকের পদ এবং অনুরূপ দায়িত্বও নারীর প্রতি অর্পিত হইতে পারে না। নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের আরেক কারণ এই যে, পুরুষ নারীকে বিবাহকালীন 'মাহর' প্রদান করে, তাহার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করে এবং আল্লাহ ও রাসূল (সা) নারীর ব্যাপারে তাহার প্রতি অন্যান্য যে কর্তব্য ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সে বহন ও পালন করিয়া থাকে। পুরুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব তাহার নিজস্ব গুণ ও যোগ্যতার কারণে। সুতরাং নারীর উপর তাহার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব সংগত ও যৌক্তিকতাপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ অর্থাৎ 'নারীদের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ এই আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, পুরুষগণ নারীদের নেতা হইবে; যে সকল বিষয়ে তাহাদের প্রতি অনুগত হইয়া চলিতে নারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ে নারীগণ তাহাদের প্রতি অনুগত হইয়া চলিবে। পুরুষের প্রতি নারীর আনুগত্য এই যে, নারী তাহার স্বামীর পরিবারের সদস্যদের প্রতি সদাচারিণী হইবে এবং তাহার বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। মুকাতিল, আস্-সুদ্দী এবং যাহ্হাকও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া অভিযোগ করিল যে, তাহার স্বামী তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছে। হুযূর (সা) ফরমাইলেন ঃ القصاص। অর্থাৎ সে অনুরূপ প্রতিশোধ পাইবে। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ الاية। ফলে মহিলাটি অনুরূপ প্রতিশোধ ব্যতিরেকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবার হইতে প্রত্যাবর্তন করিল।

ইব্ন জুরাইজ ও ইব্ন আবূ হাতিম একাধিক সনদে উপরিউক্ত হাদীস হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা, ইব্ন জুরাইজ এবং সুদ্দীও উক্ত হাদীসের সনদসমূহে হাসান

বসরীর কোন উর্ধ্বতন রাবীর নাম উল্লেখ করেন নাই। ইব্‌ন জারীর (র) উহার সকল সনদ তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) হযরত হাসান বসরীর সনদ ভিন্ন অন্য এক সনদে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হযরত আলী (রা) হইতে আহমদ ইব্‌ন আলী নাসাঈ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক আনসার সাহাবী একটি স্ত্রীলোক লইয়া হুযূর (সা)-এর দরবারে আগমন করত বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই স্ত্রীলোকটির স্বামী অমুকের পুত্র অমুক। সে ইহাকে মারিয়া ইহার মুখমণ্ডলে দাগ বসাইয়া দিয়াছে। হুযূর (স) ফরমাইলেন ঃ এইরূপ করিবার অধিকার তাহার নাই।' ইহাতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ।

অর্থাৎ আদব শিখাইবার ব্যাপারে পুরুষ নারীর নেতা। হুযূর (সা) ফরমাইলেন ঃ আমি চাহিয়াছিলাম এক জিনিস, আর আল্লাহ তা'আলা চাহিয়াছেন অন্য জিনিস। কাতাদা, ইব্‌ন জারীর ও সুদ্দী উপরিউক্ত হাদীস 'মুরসাল' বা বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) তাঁহাদের সকলের সনদ উল্লেখ করিয়াছেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শা'বী বলিয়াছেন ঃ স্বামী স্ত্রীকে যে 'মাহর' প্রদান করে, এখানে উহার প্রতি ঈঙ্গিত করা হইয়াছে। নারীর উপর পুরুষের যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হইয়াছে, উহার একটি নিদর্শন এই যে, স্বামী তাহার স্ত্রীকে ব্যভিচারে অভিযুক্ত করিলে স্ত্রী যদি উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করে, তবে প্রমাণের অভাবে স্বামী শুধু 'লি'আন'[১] করিলেই সে অভিযোগ আনিবার শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ আনিলে এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হইলে, স্ত্রীর জন্য 'দোররা'-এর শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে।

নেক্‌কার নারীর পরিচয় দিতে গিয়া আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ নেক্‌কার নারীগণ হইতেছে—

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) প্রমুখ তাফসীরকারকগণ বলেন ঃ قَانِتَاتٌ অর্থাৎ স্বীয় স্বামীদের প্রতি অনুগত।

সুদ্দী প্রমুখ তাফসীরকারকগণ বলেন ঃ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ অর্থাৎ যাহারা স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর মাল হিফাযত করে।

بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ। অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষণের নির্দেশ দানের ফলে যে সকল বিষয় সংরক্ষণীয় হইয়াছে, তৎসমুদয়।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযূর (সা) বলিয়াছেন ঃ "উত্তম স্ত্রী হইতেছে সেই স্ত্রী যাহার দর্শন তোমাকে আনন্দ দেয় ও যাহাকে তুমি কোন আদেশ দিলে সে উহা পালন করে এবং সে তোমার অনুপস্থিতিতে স্বীয় সতীত্ব ও তোমার মালপত্র হিফাযত করে।" অতঃপর হুযূর (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

---

১. শরীআত নির্ধারিত বিশেষ পদ্ধতিতে নিজের জন্যে মিথ্যার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহর লা'নত কামনা করাকে 'লি'আন' বলা হয়।

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ اِلٰى اخرها

উক্ত হাদীস ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র)...... আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন স্ত্রীলোক যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসে রোযা রাখে, স্বীয় সতীত্ব অক্ষুণ্ন রাখে এবং স্বামীর কথা মানিয়া চলে, তবে তাহাকে বলা হইবে, 'বেহেশতের যে দরওয়াজা দিয়াই তুমি চাও, সেই দরওয়াজা দিয়া তুমি উহাতে প্রবেশ কর।'

উক্ত হাদীস ইমাম আহমদ (র)...... আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

যে সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অবাধ্যতার লক্ষণ দেখা দেয়, তাহাদের সম্বন্ধে করণীয় প্রথম পর্যায়ের বিধান হিসাবে ইরশাদ হইতেছে ঃ وَالَّتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ

'যে সকল স্ত্রীর নিকট হইতে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাহাদিগকে উপদেশের সাহায্যে পথে আনিতে চেষ্টা কর।'

النُّشُوْزُ—অবাধ্য হওয়া; المرأة الناشز —স্বামীর অবাধ্য, তাহার আদেশ অমান্য-কারিণী, তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারিণী এবং তাহার প্রতি বিরূপ ভাব পোষণকারিণী স্ত্রী।

স্ত্রীর মধ্যে অবাধ্যতার লক্ষণ দেখা দিলে স্বামীর কর্তব্য হইতেছে, তাহাকে উপদেশ দেওয়া ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে তাহাকে সতর্ক ও সাবধান করা। আল্লাহ তা'আলা স্বামীর হক আদায় করা স্ত্রীর জন্যে ওয়াজিব করিয়াছেন, স্বামীর প্রতি আনুগত্য তাহার জন্যে জরুরী করিয়াছেন এবং স্বামীর অবাধ্যতা তাহার জন্যে হারাম বরিয়াছেন। কারণ নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত রহিয়াছে। নবী করীম (সা) বরিয়াছেন ঃ যদি আমি কাহারও প্রতি অপরকে সিজদা করিতে আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রীর নিকট প্রাপ্য স্বামীর বিরাট 'হক'-এর কারণে স্বামীকে সিজদা করিবার জন্যে স্ত্রীর প্রতি আদেশ দিতাম।

ইমাম বুখারী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "স্বামী যদি স্ত্রীকে স্বীয় শয্যায় আহ্বান করে এবং স্ত্রী তাহার আহ্বানে সাড়া দিতে অসম্মতি জানায়, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ সেই স্ত্রীলোকের প্রতি লা'নত এবং বদ-দু'আ করিতে থাকে।"

ইমাম মুসলিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ স্বামীর শয্যা ত্যাগ করিয়া স্ত্রী যদি রাত্রি যাপন করে, তবে ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত সেই স্ত্রীলোকের প্রতি বদ-দু'আ করিতে থাকে।

এই কারণে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَالَّتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ

'যে সকল নারী হইতে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাহাদিগকে উপদেশ দাও।'

দ্বিতীয় পর্যায়ের বিধান হিসাবে ইরশাদ হইতেছে ঃ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ

"আর তাহাদিগকে শয্যায় পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখ।"

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ الهجرة শব্দের তাৎপর্য এই যে, স্বামী তাহার সহিত যৌনকর্ম করিবে না, তাহার সহিত একত্রে শয্যা গ্রহণ করিবে না এবং তাহার দিকে পিঠ দিয়া শয়ন করিবে। অন্যান্য একাধিক তাফসীরকারও

এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুদ্দী, যাহ্হাক, ইকরিমা এবং এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী ইব্ন আব্বাস (রা) উহার সহিত যোগ করিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, স্ত্রীর সহিত স্বামী কথা বলাও বন্ধ করিয়া দিবে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ স্বামী তাহাকে উপদেশ দিবে। উপদেশ গ্রহণ করিলে ভাল; নতুবা শয্যায় তাহাকে ত্যাগ করিবে এবং তাহার সহিত কথা বলিবে না। তবে তাহাকে তালাক দিবে না। উক্ত ব্যবস্থাগুলি নারীর জন্যে কম শাস্তি নহে।

মুজাহিদ, শা'বী, ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব, মিকসাম এবং কাতাদা বলিয়াছেন ঃ الهجرة। শব্দের তাৎপর্য এই যে, স্বামী তাহার সহিত একই শয্যায় শয়ন করিবে না।

ইমাম আবূ দাউদ (র)...... আবূ মুররা আর-রাক্কাশীর পিতৃব্য হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوْزَهُنَّ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ.

অর্থ হইল, 'তাহাদের তরফ হইতে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা করিলে তাহাদিগকে শয্যায় ত্যাগ করিবে।'

হাম্মাদ উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, উহাতে তাহার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার কথা বলা হইয়াছে।

'আস্-সুনান' ও 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে মু'আবিয়া ইব্ন হায়দাহ আল-কুশায়রী হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কাহারও নিকট তাহার স্ত্রীর প্রাপ্য হক বা অধিকারসমূহ কি কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "স্ত্রীর অধিকারসমূহ এই যে, তুমি খাইলে তাহাকে খাওয়াইবে, তুমি পরিধান করিলে তাহাকে পরিধান করাইবে, তাহাকে মারিবে না, গালি দিবে না এবং নিজের ঘরে ছাড়া অন্যত্র তাহাকে ফেলিয়া রাখিবে না। তবে অবাধ্যতার প্রবণতা রোধের জন্যে স্বীয় ঘরে তাহাকে ফেলিয়া রাখা যাইবে।'

তৃতীয় পর্যায়ের বিধান হিসাবে ইরশাদ হইতেছে ঃ وَاضْرِبُوْهُنَّ - 'তাহাদিগকে প্রহার কর।'

অর্থাৎ উপদেশ প্রদান এবং শয্যায় পরিত্যাগ ব্যবস্থায় ফলোদয় না ঘটিলে এবং উহাতেও স্ত্রী তাহার অবাধ্যতা হইতে ফিরিয়া না আসিলে তোমরা তাহাদিগকে সামান্য প্রহার করিতে পার। মুসলিম শরীফে হযরত জুবায়র (রা) হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

"আর তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিও; তাহারা তোমাদের সেবিকা ও সাহায্যকারিণী। আর তাহাদের নিকট প্রাপ্য তোমাদের হক ও অধিকার এই যে, তাহাদের সান্নিধ্যে যাহার গমনাগমন তোমাদের মনঃপূত নহে, তোমরা তাহাদের শয্যায় তাহাদিগকে আসিতে দিবে না। তাহারা এইরূপ করিলে তোমরা তাহাদিগকে সামান্য প্রহার করিতে পার। আর তোমাদের নিকট প্রাপ্য তাহাদের হক হইতেছে যুক্তিসংগত পরিমাণে দেয় খাদ্য ও পরিধেয়।"

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সহ একাধিক তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, স্ত্রীর প্রতি স্বামী কর্তৃক প্রযোজ্য প্রহার হইতেছে 'সামান্য প্রহার।'

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, উহা হইতেছে এইরূপ প্রহার যাহা প্রহারের স্থানে দাগ সৃষ্টি না করে। ফকীহগণ বলিয়াছেন যে, উহা হইতেছে এইরূপ প্রহার, যাহা না স্ত্রীর কোন অঙ্গ ভাঙ্গিয়া ফেলে আর না তাহার দেহে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন সৃষ্টি করে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, অবাধ্য স্ত্রীকে স্বামী শয্যায় পরিত্যাক্ত অবস্থায় রাখিবে। উহাতে সে আনুগত্যের পথে আসিলে ভালো; নতুবা স্ত্রীকে 'সামান্য প্রহার' করিবার জন্যে স্বামীকে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিয়াছেন। এই প্রহার এত কঠোর হইতে পারিবে না, যাহাতে তাহার দেহের কোন অস্থি ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে সে পথে আসিলে তো ভাল; নতুবা আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট হইতে তাহাকে তালাক প্রদানের পরিবর্তে ফিদয়া লইবার অধিকার স্বামীকে দিয়াছেন।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র)...... হযরত ইয়াস ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ যি'ব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা আল্লাহর দাসীদিগকে অর্থাৎ স্বীয় স্ত্রীদিগকে প্রহার করিও না।" অতঃপর হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিষেধে স্ত্রীগণ তাহাদের স্বামীদের প্রতি বেপরোয়া ও উদ্ধত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) স্ত্রীদিগকে মারিতে স্বামীদিগকে অনুমতি প্রদান করিলেন। অনুমতির ফলে অনেক মহিলা তাহাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে প্রহার করিবার অভিযোগ লইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাদিগকে বলিলেন ঃ "অনেক মহিলা মুহাম্মাদের পরিজনদের কাছে তাহাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে (তাহাদিগকে প্রহার করিবার) অভিযোগ আনিয়াছে। (যাহারা স্ত্রীদিগকে এইরূপ প্রহার করে) তাহারা তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নহে।"

ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)......আশআস ইব্ন কায়স হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আশআস ইব্ন কায়স বলেন ঃ "একদা আমি হযরত উমরের বাড়িতে মেহমান ছিলাম। দেখিলাম, স্ত্রীর সহিত অবনিবনা হইবার কারণে তিনি তাহাকে প্রহার করিলেন। অতঃপর বলিলেন, 'ওহে আশআস! আমার নিকট হইতে তিনটি কথা শিখিয়া উহা স্মরণ রাখো। এই কথাগুলি আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে শিখিয়াছি ও স্মরণ রাখিয়াছি। ১. স্বামী তাহার স্ত্রীকে মারিলে তৎসম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না, তাহার নিকট কৈফিয়ত চাহিও না; ২. বিতরের নামায আদায় না করিয়া ঘুমাইও না। রাবী তৃতীয় কথাটি ভুলিয়া গিয়াছেন।

ইব্ন মাজাহ (র).......দাউদ আল-আওদী হইতে উপরোল্লেখিত হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বাধ্য ও অনুগত থাকিবার অবস্থায় তাহার সম্বন্ধে স্বামীর করণীয় কর্তব্য নির্দেশ করিতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিতেছেন ঃ

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً.

'তাহারা তোমাদের প্রতি অনুগত হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিও না।'

অর্থাৎ স্ত্রীর নিকট হইতে যে সকল হক ও অধিকারপ্রাপ্তিকে স্বামীর জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা মুবাহ ও বৈধ করিয়া দিয়াছেন, স্ত্রী যদি স্বামীকে উহা প্রদান করে এবং সে যদি স্বামীর প্রতি বাধ্য ও অনুগত থাকে, তবে স্ত্রীকে প্রহার করিবার বা শয্যায় নিঃসঙ্গ ফেলিয়া রাখিবার কোন অধিকার স্বামীর নাই।

অতঃপর বিনা কারণে যে সকল পুরুষ স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তাহাদিগকে সাবধান করিবার নিমিত্ত আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও মহা ক্ষমতাবান।'

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অসীম পরাক্রমশালী ও অশেষ ক্ষমতাবান। তিনি তাঁহার অন্যান্য দাসদের ন্যায় তাঁহার দাসীগণেরও অভিভাবক ও কার্য নির্বাহক। তাহাদের প্রতি যে সকল স্বামী অত্যাচার বা অবিচার করিবে, তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।

(৩৫) وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ○

৩৫. "তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করিলে তোমরা তাহার পরিবার হইতে একজন ও উহার পরিবার হইতে একজন সালিস নিযুক্ত করিবে। তাহারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাহিলে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।"

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির প্রথম পর্যায় ও উহার প্রতিকারের বর্ণনা দিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে উক্ত সম্পর্কের অবনতির দ্বিতীয় পর্যায় ও উহার প্রতিকারের বর্ণনা দিতেছেন। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির প্রথম পর্যায় হইতেছে শুধু স্ত্রীর পক্ষ হইতে স্বামীর প্রতি অবাধ্যতা ও আনুগত্যহীনতা এবং উহার দ্বিতীয় পর্যায় হইতেছে স্বামী ও স্ত্রী উভয় পক্ষ হইতে পরস্পরের প্রতি বিরক্তি ও বীতস্পৃহা। কোন দম্পতির মধ্যে পারস্পরিক বিরাগ ও অনীহার সমস্যা দেখা দিলে উহার সমাধানের পথে-নির্দেশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا.

'আর তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা করিলে স্বামীর পক্ষ হইতে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পক্ষ হইতে একজন বিচারক প্রেরণ কর।'

ফকীহগণ বলিয়াছেন, দম্পত্তির মধ্যে যখন অবনিবনা দেখা দেয়, সংশ্লিষ্ট শাসনকর্তা তখন তাহাদের বিষয়টি একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির দায়িত্বে ছাড়িয়া দিবেন। তিনি তাহাদের বিষয়টি গভীরভাবে সমীক্ষা করিয়া উভয়ের মধ্যকার সীমালংঘনকারীকে তাহার সীমালংঘন কার্য হইতে বিরত রাখিতে সচেষ্ট হইবেন। উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে এবং উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ক্রমে তিক্ত হইতে তিক্ততর হইতে থাকিলে সংশ্লিষ্ট শাসনকর্তা স্ত্রীর আত্মীয়দের

মধ্য হইতে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে এবং স্বামীর আত্মীয়দের মধ্য হইতে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। তাহারা একত্রে সংশ্লিষ্ট দম্পতির বিরোধের বিষয়টি গভীরভাবে সমীক্ষা করিয়া নিজেদের বিবেক অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে মিলন অথবা বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করিবেন। তবে মনে রাখিতে হইবে, শরীআত বিচ্ছেদের পরিবর্তে মিলনকে উৎসাহিত করিয়াছে। অতএব সালিসদ্বয় বিচ্ছেদের পথ যথাসম্ভব এড়াইয়া উভয়ের মধ্যে মিলনের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিবেন। মূলত বিচ্ছেদের পরিবর্তে মিলন শরীআতের কাম্য বলিয়াই আল্লাহ তা'আলা বিচারক নিযুক্তির ব্যবস্থার অব্যবহিত পরে বলিতেছেন ঃ

اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا.

'বিচারকদ্বয় মিলনের ব্যবস্থায় ইচ্ছুক হইলে আল্লাহ (দম্পতির) উভয়ের মধ্যে মিলন আনিয়া দিবেন।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিতেছেন যে, সমাজের নেতৃবৃন্দ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষ হইতে একজন করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। তাহারা দেখিবেন, দম্পতির মধ্য হইতে কে তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের তিক্ততার জন্যে দায়ী। স্বামী দায়ী হইলে সমাজের নেতৃবৃন্দ স্ত্রীর সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ হইতে স্বামীকে বঞ্চিত রাখিবেন এবং তাহার আচরণ সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণের খরচ বহন করিতে স্বামীকে বাধ্য করিবেন। পক্ষান্তরে সম্পর্কের তিক্ততার জন্যে স্ত্রী দায়ী হইলে তাহারা স্বামীর সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে থাকিতে স্ত্রীকে বাধ্য করিবেন এবং তাহাকে ভরণ-পোষণের আলাদা খরচ হইতে বঞ্চিত রাখিবেন। সালিসদ্বয় দম্পতির মধ্যে মিলন বা বিচ্ছেদ যাহাই ঘটানো সঠিক মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন। তাহারা উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটাইবার সিদ্ধান্ত করিবার পর যদি দম্পত্তির একজন উহাতে সম্মত এবং অন্যজন অসম্মত থাকে এবং এই অবস্থায়ই একজনের মৃত্যু ঘটে, তবে দেখিতে হইবে মিলনে সম্মত ও অসম্মত দুইজনের কাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। মিলনে অসম্মত সদস্যের মৃত্যু ঘটিলে অপর সদস্য তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। পক্ষান্তরে মিলনে সম্মত সদস্যের মৃত্যু ঘটিলে অপর সদস্য তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইব্ন জারীর (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাযযাক (র).......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা মুআবিয়া ও আমি সালিস নিযুক্ত হইয়া প্রেরিত হই। সনদের অন্যতম রাবী মুআম্মার বলেন ঃ আমি জানিতে পারিয়াছি যে, হযরত উসমান (রা) তাঁহাদিগকে সালিস নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমরা দম্পতির মধ্যে মিলন অথবা বিচ্ছেদ যাহাই মুনাসিব মনে কর, করিতে পার।

ইব্ন জারীর ও আবদুর রাযযাক (র)......ইব্ন আবূ মুলায়কা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আকীল ইব্ন আবূ তালিব (রা) ফাতিমা বিনতে উতবা ইব্ন রবীআ নাম্নী জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করিলেন। ফাতিমা আকীলকে বলিলেন, আপনি আমার নিকট গমন করিবেন আর আমি আপনার খরচ বহন করিব। অতঃপর আকীল তাহার নিকট গমন করিলে তিনি তাহার নিকট

জিজ্ঞাসা করিলেন, উতবা ইব্‌ন রবীআ ও শায়বা ইব্‌ন রবীআ (মৃত্যুর পর) কোথায় অবস্থান করিতেছে ? আকীল উত্তর করিলেন, (তাহারা) তোমার বামদিকে দোযখে অবস্থান করিতেছে। ইহাতে ফাতিমা রাগান্বিত হইয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় পরিধেয় ঠিক করিয়া পরিধান করিলেন (এবং আকীলকে স্বীয় সংগ হইতে বঞ্চিত করিলেন)। একদা ফাতিমা হযরত উসমান (রা)-এর নিকট আসিয়া ঘটনা বিবৃত করিলেন। ইহা শুনিয়া হযরত উসমান (রা) হাসিলেন। তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হযরত মুআবিয়া (রা)-কে সালিস নিযুক্ত করিয়া তাহাদের নিকট পাঠাইলেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, 'আমি নিশ্চয়ই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইব।' হযরত মুআবিয়া (রা) বলিলেন, 'আবদ্‌ মান্নাফ'-এর বংশধরদের মধ্যকার দুই ব্যক্তির মধ্যে আমি কিছুতেই বিচ্ছেদ ঘটাইব না। অতঃপর তাঁহারা দম্পতিটির নিকট আগমন করিলেন। দেখিলেন, ঘরের দরজা বন্ধ এবং তাহারা উভয়ে ঘরের মধ্যে রহিয়াছেন। ইহাতে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হযরত মুআবিয়া (রা) ফিরিয়া গেলেন।

আবদুর রাযযাক (র)......উবায়দা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উবায়দা বলেন ঃ একদা আমি হযরত আলী (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে তাঁহার নিকট একটি মহিলা ও তাহার স্বামী আগমন করিল। প্রত্যেকের সঙ্গে একদল লোক ছিল। প্রত্যেক পক্ষের লোকজন একজন করিয়া সালিস মনোনীত করিল। হযরত আলী (রা) সালিসদ্বয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের উপর কি দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহা কি তোমরা বুঝিতেছ ? তোমাদের দায়িত্ব এই যে, তোমরা উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটানো যথাযথ মনে করিলে তাহাই করিবে। তখন মহিলাটি বলিল, আল্লাহর কিতাব আমার পক্ষে বা বিপক্ষে যে ফায়সালাই দিক, আমি উহাতেই সন্তুষ্ট রহিয়াছি। তদুত্তরে পুরুষটি বলিল, আমি কিন্তু বিচ্ছেদে সম্মত নহি। হযরত আলী (রা) বলিলেন, তুমি ভুল বলিয়াছ। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহর কিতাব তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে যে ফায়সালাই দিক না কেন, উহাতে তোমার সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) উপরোক্ত হাদীস (তাঁহার গ্রন্থে) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আলী (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস উপরোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ফকীহগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মিলন ও বিচ্ছেদ যে কোনটি ঘটাইবার অধিকার ও ক্ষমতাই সালিসদ্বয়ের রহিয়াছে। এমনকি ইবরাহীম নাখঈ (র) বলিয়াছেন যে, সালিসদ্বয় এক তালাক, দুই তালাক অথবা তিন তালাকের মাধ্যমে যেভাবে চাহেন সেভাবে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার ক্ষমতার অধিকারী। ইমাম মালিক (র) হইতেও এইরূপ একটি অভিমত বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন যে, সালিসদ্বয়ের মিলন ঘটাইবার অধিকার রহিয়াছে, বিচ্ছেদ ঘটাইবার অধিকার নাই। কাতাদা, যায়দ ইব্‌ন আসলাম, ইমাম আহমদ, আবূ সাওর এবং আবূ দাউদও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নোক্ত আয়াতাংশকে তাঁহারা নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থাপন করেন ঃ

إِنْ يُّرِيْدَا اِصْلاَحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا.

'সালিসদ্বয় বিবদমান দম্পতির মধ্যে মিলন ও সন্ধি চাহিলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মধ্যে মিলন ও সন্ধির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।'

তাহারা বলেন, আয়াতে সন্ধি ও মিলনের কথা উল্লেখিত হইয়াছে; কিন্তু উহাতে বিচ্ছেদ ও তালাকের কথা উল্লেখিত হয় নাই। তবে ইহাও ঠিক কথা যে, সালিসদ্বয় শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত না হইয়া যদি বিবদমান দম্পতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, তবে তাহারা যে মিলন ও বিচ্ছেদ যে কোনটি ঘটাইবার অধিকারী, সে সম্পর্কে ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেন।

সালিসদ্বয় কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের দায়িত্বের পরিধি কতদূর পর্যন্ত, সে সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ ফকীহ বলেন, সালিসদ্বয় শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং বিবদমান দম্পতির সম্মতি থাকুক অথবা না থাকুক, তাহারা মিলন অথবা বিচ্ছেদ যে কোনটির পক্ষে রায় দিবার অধিকারী।

ইমাম শাফিঈর সর্বশেষ অভিমত ইহাই। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং তাঁহার সঙ্গীগণের মাযহাবও ইহাই। উল্লেখিত অভিমত পোষণকারীদের প্রমাণ হইতেছে ঃ

فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا.

'তোমরা পুরুষের পক্ষের একজন বিচারক ও নারীর পক্ষের একজন বিচারক প্রেরণ কর।'

তাঁহারা বলেন, আয়াতে বিবদমান দম্পতির বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে বিচারক প্রেরণের নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বিচারকের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বাদী-বিবাদীর সম্মতি ব্যতিরেকেই রায় দিতে পারেন এবং তাঁহার রায় কার্যকর হইবে। আয়াতের বাহ্য অর্থ ইহাই।

কোন কোন ফকীহ বলেন, সালিসদ্বয় বিবদমান দম্পতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহারা যে কোন রায় দিবার অধিকারী। তাহাদের প্রমাণ হইতেছে হযরত আলী (রা)-এর উপরোল্লেখিত ঘটনা। উক্ত ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে যে, বিবদমান স্বামী 'আমি কিন্তু বিচ্ছেদে সম্মত নহি' বলিলে হযরত আলী (রা) তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি ভুল বলিয়াছ। মহিলাটি যেরূপে মিলন বা বিচ্ছেদ যে কোনরূপ মীমাংসাই প্রদত্ত হউক, উহাতে সম্মত রহিয়াছে, তোমাকেও সেইরূপ উহাতে সম্মত থাকিতে হইবে।' উপরোক্ত অভিমত পোষণকারী ফকীহগণ বলেন, 'আলোচ্য ঘটনায় জানা যায়, হযরত আলী (রা) বিবদমান স্বামীর নিকট হইতে যে কোন রায় মানিয়া লইবার সম্মতি আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। সালিসদ্বয় শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত বিচারক হইলে হযরত আলী (রা) যে কোন মীমাংসা মানিয়া লইবার ব্যাপারে বিবদমান স্বামীর নিকট হইতে সম্মতি আদায় করিয়া লইবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

শায়খ আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার (র) বলিয়াছেন, 'ফকীহগণ এ সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মিলন ও বিচ্ছেদের ব্যাপারে সালিসদ্বয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে বিচ্ছেদের রায় অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাঁহারা এ ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মিলনের কাজ করিবার উদ্দেশ্যে বিবদমান পক্ষদ্বয় সালিসদ্বয়ের প্রতি ক্ষমতা অর্পণ না করিলেও তাহারা মিলনের পক্ষে রায় দিলে উহা কার্যকর হইবে। বিচ্ছেদের পক্ষে তাহাদের রায় কার্যকর হইবে কিনা, সে সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ ফকীহর অভিমত এই যে, বিবদমান দম্পতি বিচ্ছেদের ফয়সালা দিবার ক্ষমতা তাহাদিগকে না দিলেও তাহাদের সেইরূপ ফয়সালাও মিলনের ফয়সালার ন্যায় কার্যকর হইবে।'

(٣٦) وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ

৩৬. "আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করিবে ও কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না; এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। যে দাম্ভিক ও আত্মগর্বী, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁহার ইবাদত করিতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক বানাইতে নিষেধ করিতেছেন। কারণ তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা এবং সর্বাবস্থায় সর্বদা স্বীয় সৃষ্টির প্রতি কৃপা প্রদর্শনকারী। অতএব মানুষের পক্ষে ইহাই সমীচীন ও যুক্তিসংগত যে, সে একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সৃষ্টির কোন কিছুকে তাঁহার সহিত শরীক বানাইবে না।

এইরূপে হাদীসে আসিয়াছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ বান্দার নিকট আল্লাহ্র হক ও প্রাপ্য কি কি তাহা কি জান ? হযরত মুআয (রা) আরয করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই এতদসম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ উহা এই যে, তাঁহার ইবাদত করিবে এবং কোন কিছুকে তাঁহার সহিতে শরীক ঠাওরাইবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ বান্দা যখন তাহার উক্ত কর্তব্য পালন করে, তখন আল্লাহর নিকট বান্দার হক ও প্রাপ্য কি হয় তাহা জান কি ? উহা এই যে, আল্লাহ তাহাকে আযাব দিবেন না।

মানুষকে তাঁহার ইবাদত করিতে নির্দেশ দিবার ও তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক ঠাওরাইতে নিষেধ করিবার পর আয়াতের وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অংশে আল্লাহ তা'আলা মাতাপিতার প্রতি সদাচার ও সদ্ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ অনস্তিত্বের অবস্থা হইতে মানুষকে অস্তিত্বের অবস্থায় আনিতে আল্লাহ তা'আলা তাহার মাতাপিতাকে মাধ্যম বানাইয়াছেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা একাধিক স্থানে মানুষের কর্তব্য হিসাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এবং মাতাপিতার প্রতি সদাচার এই দুইটি বিষয়কে একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। যেরূপ তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ

'আমার প্রতি এবং স্বীয় মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।'

অনুরূপভাবে অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

'আর তোমার প্রতিপালক প্রভু নির্দেশ দিয়াছেন যে, শুধু তাঁহার ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিও না। আর মাতাপিতার প্রতি সদাচার কর।'

মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ করিবার নির্দেশ দিবার পর আয়াতের وَبِذِى الْقُرْبٰى অংশে আল্লাহ তা'আলা রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচরণ করিবার নির্দেশ দিতেছেন। এই প্রসঙ্গে হাদীসে আসিয়াছে ঃ

মিসকীনকে দান-খয়রাত করিবার মধ্যে শুধু সদকা করিবার পূণ্য রহিয়াছে। পক্ষান্তরে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনকে দান-খয়রাত করিবার মধ্যে দুইটি পূণ্য রহিয়াছে। সদকা করিবার পূণ্য এবং রক্তের সম্পর্কের 'হক' আদায় করিবার পূণ্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَالْيَتٰمٰى

'আর ইয়াতীমদের প্রতি সদাচার কর।'

কারণ ইয়াতীমদিগকে ভরণ-পোষণ প্রদান করিবার এবং তাহাদের ভাল-মন্দ দেখিবার কেহ নাই।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ وَالْمَسٰكِيْنِ

'আর মিসকীনদের প্রতি সদাচার কর।'

যাহাদের জীবন ধারণের প্রয়োজন পূরণের কেহ নাই, সেই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণই হইতেছে মিসকীন। মিসকীনদের জরুরী প্রয়োজনের জন্যে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিতেছেন। সূরা-বারাআতে তাহাদের সম্পর্কে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা হইবে।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কলিয়াছেন ঃ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى হইল 'রক্ত সম্পর্কিত প্রতিবেশী' এবং الْجَارِ الْجُنُبِ হইতেছে 'রক্ত সম্পর্কহীন প্রতিবেশী।'

ইকরিমা, মুজাহিদ, মাইমূন ইব্ন মাহরান, যাহ্হাক, যায়দ ইব্ন আসলাম, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান এবং কাতাদা হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। নওফ আল বিকালী হইতে আবূ ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, নওফ বলেন ঃ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى হইতেছে মুসলিম প্রতিবেশী এবং الْجَارِ الْجُنُبِ হইতেছে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান প্রতিবেশী। ইব্ন জারীর এবং ইব্ন আবূ হাতিম আবূ ইসহাকের উপরোক্ত বর্ণনাটি তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আলী (রা)-ও হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী ও জাবির আল-জা'ফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى হইতেছে সহধর্মিণী। মুজাহিদ (র) ইহাও বলিয়াছেন যে, الْجَارِ الْجُنُبِ হইল 'সফরের সঙ্গী'।

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালনের তাকীদ সম্পর্কীয় অনেক হাদীস রহিয়াছে। এখানে উহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। আল্লাহই সাহায্যকারী এবং তাঁহারই নিকট সাহায্য চাই।

প্রথম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশীদের কর্তব্য পালন

সম্পর্কে সর্বদা এইরূপ তাকীদ করিয়া আসিতেছেন যে, আমার মনে ধারণা জন্মিয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে তিনি প্রতিবেশীকে সম্পদের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য পালন সম্পর্কে সর্বদা এইরূপ তাকীদ দিয়া আসিতেছেন যে, আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে, তিনি অদূর ভবিষ্যতে প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম তিরমিযীও এইরূপ একটি অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীসরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসকে 'হাসান-গরীব' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও মুজাহিদ এইরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয় হাদীস

ইমাম আহমদ (র).......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম সঙ্গী হইতেছে সেই সঙ্গী, যে তাহার সঙ্গীর সহিত উত্তম ব্যবহার করে। তেমনি আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিবেশী হইতেছে সেই প্রতিবেশী, যে তাহার প্রতিবেশীর সহিত উত্তম ব্যবহার করে।"

ইমাম তিরমিযী উহাকে 'হাসান-গরীব' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

চতুর্থ হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ স্বীয় প্রতিবেশীকে অভূক্ত ও অতৃপ্ত রাখিয়া কেহ যেন তৃপ্তির সহিত খাদ্য-পানীয় গ্রহণ না করে।

উক্ত হাদীস শুধু ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন।

পঞ্চম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)....... মিকদাদ ইব্নুল আসওয়াদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যভিচার সম্পর্কে তোমরা কি বল ? সাহাবীগণ আরয করিলেন, উহা হারাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা) উহাকে হারাম করিয়াছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত উহা হারাম থাকিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ কোন প্রতিবেশীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইবার চাইতে অপ্রতিবেশী দশজন নারীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া নিশ্চয়ই মানুষের জন্য ক্ষুদ্রতর পাপের কাজ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, চৌর্য্যবৃত্তি সম্পর্কে তোমরা কি বল ? সাহাবীগণ আরয করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল উহা হারাম করিয়াছেন। অতএব উহা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, কোন

প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করিবার চাইতে অপ্রতিবেশীর দশটি ঘরে চুরি করা নিশ্চয়ই মানুষের জন্য ক্ষুদ্রতর পাপের কাজ।

উক্ত হাদীস শুধু ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে উক্ত হাদীসের সমর্থনসূচক নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে ঃ

হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জঘন্যতম গুনাহ কোনটি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ জঘন্যতম গুনাহ এই যে, আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক ঠাওরাইবে। আমি আরয করিলাম, অতঃপর জঘন্যতম গুনাহ কোনটি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ অতঃপর জঘন্যতম গুনাহ এই যে, তোমার সন্তান তোমার খাদ্যে ভাগ বসাইবে এই ভয়ে তুমি তাহাকে হত্যা করিবে। আমি আরয করিলাম, অতঃপর জঘন্যতম গুনাহ কোনটি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ অতঃপর জঘন্যতম গুনাহ এই যে, স্বীয় প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যাভিচার করিবে।

ষষ্ঠ হাদীস

ইমাম আহমদ (র).......জনৈক আনসার সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত আনসার সাহাবী বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সাক্ষাত করিবার উদ্দেশ্যে আমি বাড়ি হইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) একস্থানে দন্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার সহিত একটি লোক তাঁহার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি ভাবিলাম, উভয়ের মধ্যে হয়ত কোন জরুরী আলাপ হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন যে, তাঁহার ক্লান্তির জন্যে আমি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। তিনি ফিরিয়া আসিলে আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই ব্যক্তি আপনার সহিত এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল যে, আপনার ক্লান্তির জন্য আমি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ ? আমি আরয করিলাম ঃ হ্যাঁ। তিনি পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তিনি কে তাহা কি তুমি জানো ? আমি আরয করিলাম, না। তিনি বলিলেন ঃ তিনি হইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ)। তিনি প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালন করিবার বিষয়ে আমাকে এইরূপে তাকীদ দিতেছিলেন যে, আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল, শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি তাহাকে সালাম দিলে তিনি নিশ্চয়ই তোমার সালামের উত্তর দিতেন।

সপ্তম হাদীস

আবদ্ ইব্‌ন হুমাইদ (র).......হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা মদীনার শহরতলী হইতে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আগমন করিল। রসূলুল্লাহ (সা) ও জিবরাঈল (আ) তখন জানাযার নামায পড়িবার স্থানে নামায আদায় করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে হইতে ফিরিয়া আসিলে লোকটি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে লোকটিকে আপনার সহিত নামায পড়িতে দেখিলাম, তিনি কে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ ? লোকটি বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ বলিলেন ঃ তুমি অনেক কল্যাণের বিষয় দেখিয়াছ। ইনি জিবরাঈল। প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালন করিবার

ব্যাপারে আমাকে এইরূপ তাকীদ দিতেছিলেন যে, আমার ধারণা জন্মিয়াছিল, শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশীকে সম্পদের উত্তরাধিকারী করিবেন।

আবদ্ ইব্‌ন হুমাইদ তাঁহার সংকলিত মুসনাদ গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখিত সনদে একমাত্র তিনিই উহা বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য হাদীসটি পূর্বতন হাদীসের বক্তব্যকে সমর্থন করে।

অষ্টম হাদীস

আবূ বকর আল-বাযযার (র)......হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূল করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রতিবেশী তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর হইতেছে সেই প্রতিবেশী, যাহার একটামাত্র হক প্রাপ্য থাকে। এই শ্রেণীর প্রতিবেশী তাহার প্রাপ্য হকের দিক দিয়া ক্ষুদ্রতম প্রতিবেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিবেশী হইতেছে সেই প্রতিবেশী, যাহার দুইটা হক প্রাপ্য থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিবেশী হইতেছে সেই প্রতিবেশী, যাহার তিনটা হক প্রাপ্য থাকে। এই শ্রেণীর প্রতিবেশী তাহার প্রাপ্য হকের দিক দিয়া বৃহত্তম প্রতিবেশী। যে প্রতিবেশীর একটি মাত্র হক প্রাপ্য থাকে, সে হইতেছে রক্ত সম্পর্কহীন মুশরিক প্রতিবেশী। তাহার শুধু প্রতিবেশীত্বের হক প্রাপ্য থাকে। যে প্রতিবেশীর দুইটি হক প্রাপ্য থাকে, সে হইতেছে মুসলিম প্রতিবেশী। মুসলিম হইবার হক এবং প্রতিবেশীত্বের হক-এই দুইটি হক তাহার প্রাপ্য থাকে। যে প্রতিবেশীর তিনটি হক প্রাপ্য থাকে, সে হইতেছে রক্ত-সম্পর্কিত মুসলিম প্রতিবেশী। প্রতিবেশীত্বের হক, মুসলিম হইবার হক এবং রক্ত-সম্পর্কের 'হক'-এই তিনটি হক তাহার প্রাপ্য থাকে।

উল্লিখিত হাদীসের সর্বনিম্ন রাবী হাদীস শাস্ত্রবিদ বাযযার বলিয়াছেন, আলোচ্য হাদীসের অন্যতম রাবী আবদুর রহমান ইব্‌নুল ফযল হইতে ইব্‌ন আবূ ফুদাইক ভিন্ন অন্য কোন রাবী এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

নবম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)........হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার দুজন প্রতিবেশী আছে। তাহাদের কোনজনকে উপঢৌকন দিব ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তোমার দুয়ার হইতে স্বল্পতম দূরত্বে বসবাসকারী প্রতিবেশীকে।

ইমাম বুখারী (র) উপরিউক্ত হাদীস শূ'বা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

দশম হাদীস

ইমাম তাবাবানী ও আবূ নুআইম (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনৈক সাহাবী রাবী বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) উযূ করিলেন। সাহাবীগণ তাঁহার উযূর পানি গায়ে মাখিতে লাগিলেন। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তোমরা এইরূপ করিতেছ ? সাহাবীগণ আরয করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর প্রতি ভালবাসার কারণে আমরা এইরূপ করিতেছি। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর প্রতি ভালবাসা যাহাকে আনন্দ

দেয়, সে যেন কথা বলিবার সময়ে সত্য কথা বলে এবং তাহার নিকট আমানত রাখা হইলে উহা যথাযথভাবে মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়া।

একাদশ হাদীস

ইমাম আহমদ (র)……ইব্ন লাহীআ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিনে প্রথম বাদী-বিবাদী হইবে দুইজন প্রতিবেশী।

প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার করিবার নির্দেশ প্রদানের পর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

'পার্শ্বচরের প্রতি সদাচার কর।'

সাওরী (র)……হযরত আলী (রা) ও হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ (পার্শ্চর) হইতেছে সহধর্মিণী বা স্ত্রী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলিয়াছেন ঃ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, ইব্রাহীম আন-নাখঈ এবং বসরী (র) হইতেও الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ -এর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে উহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রহিয়াছে। তাঁহার অন্যতম বর্ণনাও অনুরূপ।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ একদল তাফসীরকার বলেন ঃ اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ হইতেছে মেহমান।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা ও কাতাদা বলেন ঃ اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ হইতেছে ভ্রমণ সঙ্গী।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ হইতেছে সৎ-সঙ্গী।

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ হইতেছে ভ্রমণ বা গৃহে অবস্থান যে কোন অবস্থার সঙ্গী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَابْنِ السَّبِيْلِ অর্থাৎ 'মুসাফিরের প্রতি সদাচার করো।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ একদল তাফসীরকার হইতে اِبْنِ السَّبِيْلِ -এর ব্যাখ্যা 'মেহমান' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মুজাহিদ, আবূ জা'ফর আল-বাকির, হাসান বসরী, যাহ্হাক ও মুকাতিল বলেন ঃ اِبْنِ السَّبِيْلِ হইতেছে সেই পথিক যে পথিক পথ চলিবার কালে কাহারও নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করে। اِبْنِ السَّبِيْلِ -এর উক্ত ব্যাখ্যাই শব্দের অর্থের সহিত অধিকতর সম্পর্কযুক্ত ও স্পষ্টতর। যাহারা উহার ব্যাখ্যা 'মেহমান' করিয়াছেন, তাহারা যদি মেহমান (অতিথি) বলিতে পথিক অতিথি বুঝাইয়া থাকেন, তবে উভয় ব্যাখ্যাকেই এক বলিতে হইবে। সূরা বারাআতে এই সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে। আল্লাহই ভরসাস্থল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

'আর তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার অধিকারী হইয়াছে, তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করো।'

আয়াতের এই অংশে যেই দাস-দাসীদের প্রতি সদাচার করিবার নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা মালিকের অধীন হইয়া থাকে। জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ তাহাদের নাগালের বাহিরে অবস্থান করে। এই কারণেই আল্লাহর রাসূল (সা) মৃত্যুশয্যায় স্বীয় উম্মতকে এই সম্পর্কে একাধিকবার তাকীদ দিয়াছেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন ঃ 'নামায! নামায! আর তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার অধিকারী হইয়াছে তাহার!' তিনি ইহা বার বার বলিতেছিলেন এবং ইহা তাঁহার মুখে অব্যাহতভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া উচ্চারিত হইতেছিল।

ইমাম আহমদ (র).......মিকদাম ইব্ন মা'দীকারিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ তুমি নিজেকে যাহা খাওয়াও, তাহাও তোমার দান। স্বীয় সন্তান-সন্তুতিকে যাহা খাওয়াও, তাহাও তোমার দান আর যাহা স্বীয় খাদিমকে খাওয়াও, তাহাও তোমার দান।

ইমাম নাসাঈও উপরিউক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী বাকিয়া সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সনদ সহীহ। সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি তাঁহার নিযুক্ত জনৈক তত্ত্বাবধায়ককে জিজ্ঞাসা করিলেন, দাস-দাসীকে কি তাহাদের প্রাপ্য খাদ্য দিয়াছ? তত্ত্বাবধায়ক নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি নির্দেশ দিলেন, যাও; তাহাদিগকে তাহাদের খাদ্য দাও। কারণ আল্লাহর রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তির স্বীয় দাস-দাসীকে তাহাদের প্রাপ্য খাদ্য হইতে বঞ্চিত রাখাই তাহার গুনাহগার হইবার জন্যে যথেষ্ট। ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূল করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ দাস বা দাসীর জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পরিধেয় তাহার প্রাপ্য। সে যে কাজ করিতে পারে, তাহার দ্বারা শুধু সেই কাজই লওয়া যাইবে। এই হাদীসটিও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণিত রহিয়াছে যে, আল্লাহর রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কাহারও নিকট যখন তাহার সেবক তাহার খাদ্য লইয়া আসে, তখন সে যদি সেবককে নিজের সঙ্গে বসাইয়া না-ও খাওয়ায়, তবে অন্তত যেন তাহাকে উক্ত খাদ্য হইতে দুই-এক গ্রাস প্রদান করে। কারণ সে-ই তো উক্ত খাদ্য পাকাইবার তাপ ও অন্যান্য কষ্ট সহিয়াছে।

এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উপরোল্লেখিত শব্দে উহা শুধু ইমাম বুখারী (র)-ই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য হইতেছে এই ঃ তবে যেন সে তাহাকে সঙ্গে বসাইয়া খাওয়ায়। আর যদি পরিবেশিত খাদ্য পরিমাণে কম হয়, তবে অন্তত যেন তাহার হাতে দুই-এক লোকমা খাদ্য দেয়।

হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তাহারা (দাসগণ) তোমাদের ভাই ও তোমাদের খাদিম। আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়া

দিয়াছেন। যাহার ভাই তাহার অধীনে থাকে, সে নিজে যাহা খায়, তাহাকে যেন তাহাই খাওয়ায় এবং নিজে যাহা পরিধান করে, তাহাকেও যেন তাহাই পরিধান করায়। আর তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত কাজ করিতে আদেশ করিও না। যদি কখনো এইরূপ করো, তবে তাহাদিগকে উহাতে সাহায্য করিও।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিতেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

অর্থাৎ 'আল্লাহ কিছুতেই অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিকে ভালবাসেন না।'

مُخْتَالٌ-নিজের মনে অহংকারী; فَخُوْرٌ -অপরের প্রতি দাম্ভিক। এইরূপ ব্যক্তি নিজের নিকট বড়, আল্লাহ তা'আলার নিকট তুচ্ছ এবং মানুষের নিকট ঘৃণ্য হইয়া থাকে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ مُخْتَالٌ অর্থ অহংকারী এবং فَخُوْرٌ অর্থ হইল-যে ব্যক্তি মানুষকে দান করিয়া উহা লইয়া বড়াই করে এবং আল্লাহ তাহাকে যে নিআমত দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া আল্লাহ্ প্রদত্ত নিআমত লইয়া মানুষের নিকট দম্ভ প্রকাশ করে।

ইব্ন জারীর (র)...... আবূ-রাজা আল-হারবী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ-রাজা বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক দুরাচারী ব্যক্তিই দাম্ভিক ও অংহকারী হইয়া থাকে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

তিনি আরও বলেন ঃ মাতাপিতার প্রতি দুর্ব্যবহারকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই দাম্ভিক, হতভাগ্য ও বদবখত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে তিনি এই আয়াত পাঠ করিয়াছেন ঃ

وَبَرًّا بِوَالِدَىَّ وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِيًّا

অর্থাৎ আমার প্রতিপালক প্রভু মাতার প্রতি সদাচার করিবার জন্যে আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে দাম্ভিক ও বদবখত করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম......আওয়াম ইব্ন হাওশাব হইতে الفخور-المختال। শব্দদ্বয়ের অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......মুতাররিফ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুতাররিফ বলেন ঃ একদা আমার নিকট হযরত আবূ যর (রা)-এর বরাতে একটি হাদীস পৌঁছিয়াছিল। আমি সেই সম্পর্কে জানিবার জন্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আগ্রহী ছিলাম। অতঃপর তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ যর ! আমি শুনিয়াছি যে, আপনি বলিয়া থাকেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে ভালবাসেন এবং তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। হযরত আবূ যার (রা) বলিলেন, হ্যাঁ। তুমি কি মনে করো যে, আমি আমার প্রিয় বন্ধুর বিরুদ্ধে তিনটি মিথ্যা কথা বলিতে পারি ? আমি বলিলাম, আল্লাহ যে তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তাহারা কাহারা ? তিনি উত্তর করিলেন, অহংকারী ও দাম্ভিক। অতঃপর হযরত আবূ যর (রা) বলিলেন, এই সম্পর্কে আল্লাহর কালামে তোমরা কি এই আয়াত দেখিতে পাও নাই ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

ইব্নে আবূ হাতিম (র).......বনু হুজাইম গোত্রের জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত অজ্ঞাতনামা সাহাবী (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট নিবেদন করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। আমাকে উপদেশ দিন। তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ সাবধান ! পরিধেয় বস্ত্রকে টাখনুর নিম্নে ছাড়িয়া দিও না। কারণ, টাখনুর নিম্নে পরিধেয় বস্ত্রকে ছাড়িয়া দেওয়া দাম্ভিকতা, আর আল্লাহ্ দাম্ভিককে ভালবাসেন না।

(৩৭) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

(৩৮) وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝

(৩৯) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝

৩৭. "যাহারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় ও আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন, তাহা গোপন করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।"

৩৮. "এবং যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্যে তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও শেষদিনে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না; এবং শয়তান কাহারও সঙ্গী হইলে সেই সঙ্গী কতই মন্দ !"

৩৯. "তাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করিলে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে ব্যয় করিলে তাহাদের কি ক্ষতি হইত? আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালভাবে জানেন।"

তাফসীর ঃ পূর্ব আয়াতে উল্লেখিত অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিদের অহংকার ও দম্ভের আনুসংগিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তি হইতেছে সেই সকল লোক, যাহারা পূর্ব আয়াতে উল্লেখিত মাতাপিতার প্রতি সদাচার ও অন্যান্য সৎকার্যে সম্পদ ব্যয় করিতে কার্পণ্য করে এবং স্বীয় সম্পদে নিহিত আল্লাহর হক তাঁহাকে প্রদান করে না। অধিকন্তু অপর মানুষকে কৃপণতার আদেশ দেয়। কৃপণতা সম্পর্কে হাদীসে আসিয়াছে যে, কৃপণতা হইতে অধিকতর মারাত্মক রোগ আর আছে কি ?

অনুরূপভাবে নবী করীম (সা) অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ সাবধান! কৃপণতা হইতে দূরে থাকো। কারণ, উহা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। উহা তাহাদিগকে রক্ত-সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বলিয়াছে আর তাহারা উহা করিয়াছে। উহা তাহাদিগকে অন্যায়-অনাচার করিতে নির্দেশ দিয়াছে আর তাহারা অন্যায়-অনাচার করিয়াছে।

অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিদের ন্যায় কৃপণদের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই, আল্লাহ তাহাদিগকে যে নিআমত দান করিয়াছেন, তাহারা তাহা গোপণ করে। কারণ কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর নিআমতকেই অস্বীকার করিয়া থাকে। তাই তাহার আহারে, তাহার পরিধানে এবং তাহার দান-খয়রাতে উক্ত নিআমত প্রকাশ পায় না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ. وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ. وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ.

'নিশ্চয়ই মানুষ তাহার প্রতিপালক প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ। সে নিজেই তাহার এই চরিত্রের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা। আর সে ধন-সম্পদের প্রতি অত্যন্ত লোভী।'

কৃপণ ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর দানকে গোপন করে। এই কারণেই আয়াতের পরবর্তী অংশে তাহাদের শাস্তির বিষয় উল্লেখ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে الكافرين নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। কারণ الكافر শব্দের অর্থ হইতেছে গোপণকারী। আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

'আর কাফিরদের জন্যে আমি লাঞ্ছনাকর শাস্তি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি।'

পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে ঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে তাঁহার কোন দানে বিভূষিত করেন, তখন তিনি তাহার আচরণে উহার নিদর্শন দেখিতে চাহেন। আল্লাহ নবী (সা)-এর একটি দু'আ হইতেছে ঃ

واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها واتممها علينا

'আর আমাদিগকে বানাও তোমার দানের প্রতি কৃতজ্ঞ, তৎসম্পর্কে তোমার প্রশংসাকারী এবং কৃতজ্ঞচিত্তে উহাকে গ্রহণকারী। আর উহা আমাদের উপর পূর্ণরূপে বর্ষণ কর।'

পূর্বসূরী কোন কোন তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ নবী করীম (সা)-এর গুণাবলী জানিয়াও উহা গোপণ করিত এবং উহা স্বীকার তথা প্রকাশ করিতে কার্পণ্য করিত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপরিউক্ত স্বভাবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণেই তিনি তাহাদিগকে الكافرين নামে আখ্যায়িত করিয়া বলিয়াছেন ঃ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا

ইব্ন ইসহাক (র) ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আয়াতের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) প্রমুখ একাধিক ব্যাখ্যাকারও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, আয়াতের শব্দসমূহের মধ্যে এইরূপ অর্থের অবকাশ রহিয়াছে। তবে আয়াতের গ্রন্থি, অবস্থিতি ও পূর্বাপর সম্পর্কের বিবেচনায় ইহা স্পষ্ট যে, البخل বলিতে এখানে ধন-সম্পত্তির বিষয়ে কৃপণতাকে বুঝানো হইয়াছে। অবশ্য জ্ঞানের বিষয়ে কৃপণতা স্বাভাবিকভাবেই البخل-এর অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতি অর্থ ব্যয়ের কথা বলা হইয়াছে। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতেও অর্থ ব্যয়ের কথা বিবৃত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতেও অর্থ-ব্যয় সম্পর্কিত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দাম্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কৃপণতার উল্লেখের পর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিতেছেন। তাহারা মানুষের নিকট হইতে সুনাম ও সুখ্যাতি কিনিবার জন্যে অর্থ ব্যয় করে এবং উহা দ্বারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্য তাহাদের অন্তরে থাকে না। এই প্রসঙ্গে হাদীসে আসিয়াছে যে, তিন শ্রেণীর লোক দোযখে সর্ব প্রথম প্রবিষ্ট হইবে। তাহারা হইতেছে ঃ ১. আলিম, ২. মুজাহিদ ও ৩. দাতা। অর্থাৎ যাহারা লোককে দেখাইবার এবং তাহাদের নিকট হইতে সুনাম ও সুখ্যাতি পাইবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে কিংবা ধর্মযুদ্ধ করিয়াছে অথবা অর্থ-ব্যয় করিয়াছে, তাহারা জাহান্নামী। তখন দাতা ব্যক্তি বলিবে, হে আল্লাহ! তুমি আমার যে অর্থ তোমার পথে ব্যয়িত দেখিতে চাহিয়াছ, উহা তোমার পথে ব্যয় করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, মিথ্যা বলিয়াছ। তুমি তো শুধু চাহিয়াছ যে, লোকে বলিবে, তুমি বড় দানশীল। উহা তো বলাই হইয়াছে।

পবিত্র হাদীসে আরো আসিয়াছে যে, হযরত নবী করীম (সা) হাতিম তাঈর পুত্র আদীকে বলিয়াছিলেন ঃ দান-সাখাওয়াত দ্বারা তোমার পিতার একটি উদ্দেশ্য ছিল এবং তিনি তো উহা (সুখ্যাতি) পাইয়াছেনই।

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে যে, জাহিলী যুগের দানশীল আবদুল্লাহ ইব্ন জুদআন সম্পর্কে একদা আল্লাহর রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহার দানশীলতা ও দাস মুক্ত করা কি তাহার কোন উপকারে আসিবে ? তিনি বলিলেন ঃ না; সে জীবনে একদিনও বলে নাই, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! বিচারের দিনে ইহার বিনিময়ে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিও।

মূলত যাহারা লোককে দেখাইবার জন্যে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহ ও পরকালের বিশ্বাস যে তাহাদিগকে উক্ত কার্যে অনুপ্রাণিত করে না, উহা জ্ঞাত করাইবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলিতেছেন ঃ

وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

'আর যাহারা না আল্লাহতে বিশ্বাস রাখে, আর না পরকালে বিশ্বাস রাখে।'

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করিবার পরিবর্তে লোকের নিকট হইতে সুখ্যাতি পাইবার উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করিতে শয়তানই তাহাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছে। শয়তান তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে, মিথ্যা আশা দিয়াছে এবং তাহার সহচর ও বন্ধু সাজিয়াছে। যাহার ফলে অন্যায় তাহাদের দৃষ্টিতে সুন্দর ও লোভনীয় বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। শয়তানের উক্ত প্ররোচনার কথাই আয়াতের নিম্ন অংশে বিবৃত হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاۤءَ قَرِيْنًا.

'আর শয়তান কাহারও বন্ধু হইলে সে বড় জঘন্য বন্ধু হয়।'

কবি বলিয়াছেন ঃ

عن المرأ لا تسئل وسل عن قرينه - فكل قرين بالمقارن يقتدى

'কোন ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ তাহা জানিবার জন্যে সরাসরি তাহার চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই; বরং তাহার সহচর ও বন্ধুর চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে। কারণ প্রত্যেক সহচর ও বন্ধুই তাহার সহচর ও বন্ধুকে অনুসরণ করিয়া চলে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যদি তাহারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, প্রশংসিত পথে বিচরণ করে, রিয়া বা লোককে দেখাইবার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক ইখলাস বা একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে সৎকর্ম সম্পাদন করিবার দিকে ফিরিয়া আসে, যাহাতে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত পথে অর্থ ব্যয়কারীদের জন্যে নির্ধারিত পুরস্কার তাহারা আখিরাতে লাভ করিতে পারে, তবে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। আল্লাহ মানুষের মনের ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত রহিয়াছেন। তিনি জানেন, কে সৎকার্যের তাওফীক পাইবার যোগ্য। যে ব্যক্তি সৎকার্যের তাওফীক ও ক্ষমতা পাইবার যোগ্য প্রমাণিত হয়, তিনি তাহাকে উহা সম্পাদন করিবার তাওফীক প্রদান করেন, তাহার বিবেক ও অনুভূতির নিকট সৎপথকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরেন এবং যে কার্যে তিনি সন্তুষ্ট, সেই কার্যে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া রাখেন। তিনি জানেন, কে কে লাঞ্ছিত হইবার এবং মহাপ্রভুর দরবার হইতে বিতাড়িত হইবার যোগ্য। যে ব্যক্তি তাহার দরবার হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, সে ইহকাল ও পরকালে জঘন্য ক্ষতির কবলে পতিত হইয়াছে। আমরা আল্লাহর নিকট উহা হইতে আশ্রয় চাই।

(٤٠) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

(٤١) فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ○

(٤٢) يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ○

৪০. "আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলম করেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্যকার্য হইলেও আল্লাহ উহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ তাঁহার নিকট হইতে মহা পুরস্কার প্রদান করেন।"

৪১. "যখন প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে উহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব, তখন কি অবস্থা হইবে?"

৪২. "যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং রাসূলের অবাধ্য হইয়াছে, তাহারা সেদিন কামনা করিবে—যদি তাহারা মাটির সহিত মিশিয়া যাইত! তাহারা আল্লাহ হইতে কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, কিয়ামতের দিনে তিনি কাহারও প্রতি সামান্যতম অবিচারও করিবেন না; বরং সামান্যতম নেকী বা বদীরও প্রতিদান উহার প্রাপককে প্রদান করিবেন। তেমনি সামান্যতম কৃতকর্মটি নেকীর কার্য হইলে উহা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং নিজের কাছ হইতে বিপুল পুরস্কার প্রদান করিবেন। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَابِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ.

'আর আমি পুনরুত্থান দিবসে ন্যায়ের মানদণ্ড স্থাপন করিব। অতএব কাহারও প্রতি সামান্যতম অবিচারও করা হইবে না। তাই কোন কৃতকর্ম সরিষার কণা পরিমাণে ক্ষুদ্র হইলেও আমি উহা উপস্থাপন করিব; আর আমি বিচারের জন্য যথেষ্ট বটে।'

অনুরূপভাবে স্বীয় পুত্রের প্রতি হযরত লুকমানের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَا بُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوَاتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

'হে বৎস! কৃতকর্মটি যদি সরিষার কণা পরিমাণে ক্ষুদ্রও হয় আর উহা পাষানের নিম্নভাগে পৃথিবীর মধ্যে অথবা আকাশসমূহের মধ্যে অবস্থান করে, তথাপি আল্লাহ উহাকে উপস্থাপন করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সূক্ষ্ম জ্ঞানী।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.

'সেই দিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া প্রত্যবর্তন করিবে যাহাতে তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম প্রদর্শন করা হয়। যে ব্যক্তি সামান্যতম সৎকার্য সম্পাদন করে, সে উহা দেখিতে পাইবে; আর যে ব্যক্তি সামান্যতম অসৎকার্য সম্পাদন করে, সেও উহা দেখিতে পাইবে।'

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) ...... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা) শাফাআত সম্পর্কীয় দীর্ঘ হাদীসের একাংশে বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ বলিবেন, পুনরায় যাও; যাহার হৃদয়ে সরিষার কণা পরিমাণে ঈমান বিদ্যমান দেখ, তাহাকে দোযখ হইতে বাহিরে আন। ইহাতে ফেরেশতাগণ বিপুল সংখ্যক মানুষকে দোযখ হইতে বাহিরে আনিবে। অতঃপর হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন, এই প্রসঙ্গে তোমরা চাহিলে এই আয়াত পড়িতে পার ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ الاية

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ কিয়ামতের দিনে বান্দাকে উপস্থিত করা হইবে। অতঃপর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের সম্মুখে ঘোষক ঘোষণা করিবে, এই ব্যক্তি অমুকের পুত্র অমুক। তাহার নিকট কাহারও কোন প্রাপ্য থাকিলে সে যেন তাহার প্রাপ্য প্রাপ্তির জন্যে আগমন করে। ঘোষণা শুনিয়া নারী এই ভাবিয়া আনন্দিত হইবে যে, স্বীয় পিতা অথবা মাতা অথবা ভ্রাতা অথবা স্বামীর নিকট সে হয়ত কোন প্রাপ্য পাইবে। অথচ আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلاَ يَتَسَاءَلُوْنَ.

'সেই দিনে তাহাদের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক থাকিবে না আর তাহারা পরস্পর সহানুভূতিমূলক খোঁজ-খবর লইবে না।'

অতঃপর আল্লাহ তাঁহার নিজস্ব প্রাপ্য হইতে যাহা চাহেন ক্ষমা করিয়া দিবেন; কিন্তু মানুষের প্রাপ্য হইতে কিছুই ক্ষমা করিবেন না। তাই উপস্থাপিত ব্যক্তিকে আল্লাহ আদেশ করিবেন, 'প্রাপক ব্যক্তিদিগকে তাহাদের প্রাপ্য পরিশোধ করো।' সে নিবেদন করিবে, 'হে প্রভু! দুনিয়া তো শেষ হইয়া গিয়াছ। আমি কোথা হইতে তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য পরিশোধ করিব ?' তখন আল্লাহ ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ দিবেন, 'তাহার নেক আমল হইতে প্রত্যেক প্রাপককে তাহার প্রাপ্যের সমতুল্য পরিমাণ নেকী প্রদান করো।' সে ব্যক্তি আল্লাহর ওলী বা প্রিয়পাত্র হইলে এবং তাহার হস্তে সামান্যতম নেকীও অবশিষ্ট থাকিয়া গেলে আল্লাহ তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উহাকে বৃদ্ধি করিয়া এতো অধিক করিবেন যে, উহার সাহায্যেই তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا-

আর সে ব্যক্তি হতভাগা ও বদকার হইলে ফেরেশতা বলিবেন, 'হে প্রভু! তাহার সমুদয় সৎকার্য শেষ হইয়া গিয়াছে; অথচ প্রাপ্যের বহু দাবিদার রহিয়া গিয়াছে।' তখন আল্লাহ নির্দেশ দিবেন, পাওনাদারদের বদ-আমল লইয়া তাহার বদ-আমলের সহিত যোগ করিয়া দাও। অতঃপর তাহাকে দোযখে প্রবিষ্ট করিয়া দাও।

ইমাম ইব্ন জারীরও ভিন্ন সনদে যাযান নামক উপরোল্লেখিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে অনুরূপ একটি বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ হাদীসেও এই বর্ণিত হাদীসের সহায়তাকারী হাদীস বিদ্যমান।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, বেদুঈনদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرَ اَمْثَالُهَا.

অর্থাৎ 'কোন ব্যক্তি নেককাজ করিলে সে উহার দশগুণ নেকী পাইবে।'

ইহাতে জনৈক ব্যক্তি তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ওহে আবূ আব্দির রহমান! তবে মুহাজিরদের জন্য কি ব্যবস্থা রহিয়াছে ? তিনি উত্তর করিলেন, তাঁহাদের জন্যে উহা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাঁহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا.

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......সাঈদ ইব্ন জারীর হইতে আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন, সৎকর্মের ফলে কিয়ামতের দিনে মুশরিকের শাস্তিও লঘু করিয়া দেওয়া হইবে।

তবে, দোযখ হইতে কখনো তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে না। নিম্নের সহীহ্ হাদীসটিকে কেহ কেহ উপরিউক্ত অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

একদা হযরত আব্বাস (রা) মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পিতৃব্য আবূ তালিব আপনার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং আপনাকে সাহায্য করিতেন। আপনি কি তাহার কোন উপকার করিতে পারিয়াছেন ? আল্লাহর রাসূল বলিলেন ঃ হ্যাঁ। তিনি সামান্য আগুনের মধ্যে আছেন। আমি তাহার কোন উপকার করিতে না পারিলে তিনি দোযখের নিম্নতম স্তরে থাকিতেন। কাফিরের সৎকার্য যে আখিরাতে তাহার কোনরূপ উপকার সাধন করিতে পারে, এইরূপ সুযোগ সম্ভবত শুধু আবূ তালিবের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। অন্য কোন কফিরকে তাহার সৎকার্য কিয়ামতে কোন উপকার প্রদান করিতে পারিবে না। কারণ সহীহ হাদীসে কিয়ামতের দিনে কাফিরের কোন নেকী না থাকিবার কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আবূ দাঊদ আত-তায়ালিসী (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনের প্রতি অবিচার করেন না। তাহার সৎকর্মের প্রতিদানে দুনিয়াতে তাহাকে রিয্ক দেওয়া হয়। অতঃপর উহারই প্রতিদানে আখিরাতে তাহাকে পুরস্কার প্রদান করা হইবে। পক্ষান্তরে কাফিরকে তাহার সৎকার্যের প্রতিদানে ইহজগতে আহার প্রদান করা হয়; পরকালে তাহার নিকট কোন সৎকার্য থাকিবে না।' ইমাম আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) তাঁহার 'মুসনাদ'-এ উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا.

'আর নিজের নিকট হইতে বিপুল পুরস্কার প্রদান করিবেন।' এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা), ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাসান, কাতাদা ও যাহহাক (র) বলেন ঃ আল্লাহ নিজের নিকট হইতে জান্নাত প্রদান করিবেন। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁহার সন্তোষ ও জান্নাত প্রার্থনা করি।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ উসমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ আবূ উসমান বলেন ঃ একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আমার নিকট এই বর্ণনাটি পৌঁছিল যে, তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকট এরূপ বর্ণনা পৌঁছিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাকে তাহার একটি নেককাজের পরিবর্তে দশ লক্ষ নেকী প্রদান করেন। আবূ উসমান বলেন, আমি ভাবিলাম, অন্য যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর অধিকতর সাহচর্য লাভ করিয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে তো এই হাদীস শুনি নাই। অতঃপর আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে গেলাম। জানিতে পারিলাম, তিনি হজ্জে গমন করিয়াছেন। হাদীসটি যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে আমিও হজ্জে গমন করিলাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বসরার অধিবাসীগণ আপনার নিকট হইতে যে হাদীসটি বর্ণনা করে, উহা কি সত্য ? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সেই হাদীসটি ? আমি বলিলাম, তাহারা বলে যে, আপনি বলিয়া বেড়ান, নিশ্চয়ই আল্লাহ একটি নেকীকে বৃদ্ধি করিয়া দশ লক্ষ নেকীতে পরিণত করিয়া দেন। তিনি বলিলেন, হে আবূ উসমান! ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইতেছ ? অথচ আল্লাহ বলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرًا.

'এমন কে আছে যে আল্লাহকে লাভজনক ঋণ-প্রদান করিবে ? ফলে তিনি তাহার জন্যে উহা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।'

তিনি আরো বলেন ঃ

وَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ.

অর্থাৎ 'পরকালীন জীবনের সম্পদের তুলনায় পার্থিব জীবনের সম্পদ একেবারে তুচ্ছ।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন ঃ যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, সেই আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর নবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ নেকীকে বৃদ্ধি করিয়া বিশ লক্ষে পরিণত করিয়া দেন।

ইমাম আহমদ (র) উপরোল্লেখিত হাদীসকে 'গরীব' আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন, হাদীসের আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জুদআন নামক রাবীর নিকট অনেক অসমর্থনীয় হাদীস রহিয়াছে। ইমাম আহমদ নিম্নে বর্ণিত ভিন্ন সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ উসমান আন-নাহদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উসমান আন-নাহদী বলেন ঃ আমি একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিলাম, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি বলেন, নিশ্চয়ই একটি নেকীর কাজকে বাড়াইয়া দশ লক্ষ গুণে পরিণত হরা হয়। তিনি বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইতেছ ? আল্লাহ্র শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ নেকীর কাজকে বাড়াইয়া বিশ লক্ষ গুণে পরিণত করিয়া দেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) উক্ত হাদীসটি নিম্নোক্ত ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ উসমান আন-নাহদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উসমান বলেন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাহচর্য আমার চাইতে অধিকতর পরিমাণে অন্য কেহই লাভ করে নাই। বসরার অধিবাসীগণ তাহার নিকট হইতে বর্ণনা করিতেছিল যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ নেকীকে বৃদ্ধি করিয়া দশ লক্ষ গুণে পরিণত করিয়া দেন। আমি বলিলাম, আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাহচর্য আমিই অন্য লোকের চাইতে বেশি পরিমাণে লাভ করিয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে এই হাদীস তো শুনি নাই। অতঃপর আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে মনস্থ করিলাম। জানিতে পারিলাম, তিনি হজ্জে চলিয়া গিয়াছেন। উক্ত হাদীস যাচাই করিবার নিমিত্ত আমিও হজ্জে গমন করিলাম।

ইব্ন আবূ হাতিম ভিন্ন সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ঃ আবূ উসমান (র) হইতে ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ উসমান (র) বলেন ঃ আমি বলিলাম, হে আবূ হুরায়রা! বসরায় আমার বন্ধুদের নিকট হইতে শুনিতে পাইয়াছি যে, তাহারা বলে, আপনি নাকি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ নেকীর পুরস্কার উহার দশ লক্ষ গুণ দান করেন। তদুত্তরে আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, বরং আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককাজের পুরস্কার বিশ লক্ষ গুণ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ.

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং উহার ভীষণতম পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, পুনরুত্থান দিবসে যখন তিনি প্রত্যেক জাতির মধ্য হইতে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে উহার নিকট প্রেরিত নবীকে উপস্থিত করিবেন, তখন কি ভীষণ ও ভয়াবহ অবস্থাই না সমুপস্থিত হইবে !

অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيْءَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ–

'আর পৃথিবী উহার প্রতিপালক প্রভুর আলোকে আলোকিত হইয়া যাইবে, আমলনামা বা কার্যবিবরণী সম্মুখে স্থাপন করা হইবে এবং নবীগণ ও (অন্যান্য) সাক্ষ্যদাতাদিগকে উপস্থাপন করা হইবে।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ–

'সেই দিনকে স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক জাতির মধ্য হইতে তাহাদের সম্বন্ধে একজন সাক্ষ্যদাতাকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিব।'

ইমাম বুখারী (র) ...... হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলিলেন ঃ আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাও। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে তিলাওয়াত করিয়া শুনাইব ? অথচ উহা আপনারই উপর অবতীর্ণ হইয়াছে! তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তুমিই শুনাও। অপরের মুখে উহা শুনিতে আমার ভাল লাগে। আমি সূরা নিসা পড়িতে পড়িতে এই আয়াতে পৌছিলাম ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا.

'আর তখন কিরূপ হইবে, যখন প্রত্যেক জাতি হইতে আমি একজন সাক্ষ্যদাতা উপস্থিত করিব এবং তোমাকে তাহাদের সাক্ষ্যদাতা স্বরূপ উপস্থাপন করিব।'

তখন তিনি বলিলেন ঃ এখন থামো। নবী করীম (সা)-এর চক্ষু দিয়া তখন অশ্রু বহিতেছিল।

ইমাম মুসলিম (র)-ও আ'মাশ (র)-এর সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাছাড়া এ হাদীসটি নবী করীম (সা)-এর ঘটনা হিসাবে নহে, বরং হযরত ইব্ন মাসউদের ঘটনা হিসাবে একাধিক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল সনদ অনুযায়ী উক্ত হাদীসটি হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সহিত সম্পর্কিত।

ইমাম আহমদ (র) উক্ত হাদীস আবূ-হাইয়ান ও আবূ রাযীন (র) প্রমুখ রাবীর সনদে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ......মুহাম্মদ ইব্ন ফাযালা আল-আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বনু যাফর গোত্রের নিকট গমন করিলেন। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও হযরত

মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-সহ একদল সাহাবী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক তিলাওয়াতকারীকে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করিতে আদেশ করিলেন। তিলাওয়াতকারী সাহাবী তিলাওয়াত করিতে করিতে যখন–

وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا.

–এই আয়াতে পৌছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ কাঁদিলেন যে, তাঁহার চোয়াল ও পাঁজরের পার্শ্বদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। অতঃপর বলিলেন ঃ হে প্রভু! যাহাদিগকে দেখিয়াছি, তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিব; কিন্তু যাহাদিগকে দেখি নাই, তাহাদের সম্বন্ধে কিরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিব ?

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যতদিন তাহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিব, ততদিন তাহাদের কার্যাবলীর পর্যবেক্ষক থাকিব। কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু প্রদান করিবে, তখন তুমিই তাহাদের কার্যাবলীর পর্যবেক্ষক থাকিবে।

আবূ আবদিল্লাহ আল-কুরতুবী 'আত-তাযকিরাহ' নামক হাদীস গ্রন্থে 'স্বীয় উম্মতের কার্যাবলী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত হাদীস' এই শিরোনামে একটি পর্ব স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত পর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, ইব্‌ন মুবারক (র).....সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ প্রতিদিন সকালে ও বিকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে তাঁহার উম্মতের কার্যাবলী উপস্থিত করা হয়। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের নাম ও কার্যে এইভাবে চিনেন যেন তিনি তাহাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا.

মূলত কুরতবী (র) কর্তৃক বর্ণিত উল্লেখিত উক্তিটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি নহে; বরং উহা তাবিঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের নিজস্ব উক্তি। সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব তাঁহার উর্ধ্বতন স্তরে কোন সাহাবী রাবীর নামও উল্লেখ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত সনদে জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তবে কুরতুবী তাহাকে গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন। কারণ তিনি উহা বর্ণনা করিবার পর এই মন্তব্য করিয়াছেন ঃ ইতিপূর্বে বিবৃত হইয়াছে যে, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে এবং প্রতি শুক্রবার নবীগণ ও স্ব স্ব মাতাপিতার সম্মুখে মানুষের কার্যাবলী উপস্থাপন করা হয়। উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবার পথ হইল এই যে, ইহা অসম্ভব নহে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সম্মুখে তাঁহার উম্মতের কার্যাবলী প্রতিদিন এবং অন্যান্য নবীর সম্মুখে তাঁহাদের স্ব স্ব উম্মতের কার্যাবলী প্রতি শুক্রবার উপস্থিত করা হয়।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ

এই অংশে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ 'যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং রাসূলকে অনুসরণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং তাহাদের উপর

আপতিত ভীষণতম শাস্তি প্রত্যক্ষ করিয়া কামনা করিবে, পৃথিবী যদি বিদীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিত !'

অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا.

অর্থাৎ 'যেদিন মানুষ কৃতকর্মের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিবে এবং কাফির বলিবে, হায়! যদি আমি মাটি হইয়া যাইতাম।'

وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا.

-এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ 'তাহারা নিজেদের কৃত যাবতীয় অপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে এবং আল্লাহর নিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিবে না।'

ইব্‌ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আল্লাহ্ কুরআন মাজীদের এক স্থানে বলিতেছেন ঃ

وَاللّٰهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ

'মুশরিকগণ কিয়ামতের দিন বলিবে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না।'

পক্ষান্তরে অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا.

'আর, তাহারা আল্লাহ্র নিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিবে না।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ 'কাফিরগণ যখন দেখিবে যে, মুসলিম ব্যতীত অন্য কেহই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, তখন তাহারা পরস্পরকে বলিবে, আস; আমরা পৃথিবীতে কুফরী করিবার কথা অস্বীকার করি। অতঃপর তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না। তখন আল্লাহ্ তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহাদের হাত ও তাহাদের পা কথা বলিবে। এই অবস্থায় আর তাহারা আল্লাহর নিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিবে না।

আবদুর রাযযাক (র).....সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, কুরআন মাজীদের কতগুলি বিষয় আমার নিকট পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি কুরআন মাজীদ সম্বন্ধে তোমার মনে কোনরূপ সন্দেহ রহিয়াছে ? লোকটি বলিল, উহা সন্দেহ নহে; তবে পরস্পর বিরোধিতা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, কুরআন মাজীদের যে যে বিষয় তোমার নিকট পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উহা বিবৃত কর। লোকটি বলিল, আল্লাহ্ তা'আলা এক স্থানে বলিতেছেন ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ.

'অতঃপর ইহাই তাহাদের প্রতারণার বাক্য হইবে যে, তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না।'

অথচ তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا.

'আর তাহারা আল্লাহর নিকট হইতে কোন বিষয়ই গোপন রাখিতে পারিবে না।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ মুশরিকগণ সেদিন দেখিবে যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু মুসলিমকেই ক্ষমা করিতেছেন এবং মুসলিমের গুনাহ যত বড়ই হউক না কেন, আল্লাহ্র নিকট উহা ক্ষমার অযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে তিনি শিরকের গুনাহ ক্ষমা করিতেছেন না। তখন তাহারা ক্ষমা পাইবার আশায় বলিবে ঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবেন আর তাহাদের হস্ত ও তাহাদের পদগুলি তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা বলিয়া দিবে। এই সময় কাফিরগণ কামনা করিবে, যদি তাহাদিগকে মাটিতে মিশাইয়া দেওয়া হইত! কেননা তাহারা আল্লাহ্র নিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিবে না।

যাহ্হাক (র) হইতে জুআইবির (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নাফি ইব্নুল আযরাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, হে ইব্ন আব্বাস! কুরআন মাজীদের এক আয়াত হইতেছে এই ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا.

অথচ অন্য আয়াত হইতেছে এই ঃ

وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ.

এই দুই আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্যের পথ কি?

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ আমার মনে হয়, তুমি নিজের সহচরদের নিকট হইতে আসিয়াছে। আর তাহাদিগকে বলিয়া আসিয়াছ যে, কুরআন মাজীদের পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান আয়াতসমূহ ইব্ন আব্বাসের সম্মুখে উপস্থাপন করিব। তোমার বন্ধুদের নিকট গিয়া বলিবে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে একস্থানে একত্রিত করিবেন। তখন মুশরিকগণ পরস্পর বলাবলি করিবে, আল্লাহ তাওহীদবাদী ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিবেন না। অতএব আস, আমরা নিজেদের শিরকের বিষয়টি অস্বীকার করি। অতঃপর আল্লাহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তাহারা বলিবে ঃ

وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ.

তৎপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কথা বলিতে নির্দেশ দিবেন। তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে,

তাহারা শিরক করিয়াছিল। এই সময়ে তাহারা কামনা করিবে, হায়, তাহাদিগকে যদি মৃত্তিকার নিম্নে রাখিয়া উহাকে সমতল করিয়া দেওয়া হইত! এই অবস্থায় তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিবে না।

ইমাম ইব্ন জারীর উক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(٤٣) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا، وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا○

৪৩. "হে বিশ্বাসীগণ! মদ্যপানোন্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না, যতক্ষণ না তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে পার। আর যদি তোমরা সফরে না হও, তবে বীর্যপাতের অবস্থায়ও নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করো। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচাগার হইতে আস অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিবে এবং উহা মুখ ও হাতে বুলাইবে। আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে মদমত্ত অবস্থায় অর্থাৎ যে অবস্থায় তাহারা স্বীয় বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে, সালাত আদায় করিতে নিষেধ করিতেছেন। সালাতের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে মাতাল থাকা তখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। মদ্যপান হারাম হইবার পূর্বে এই ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ইতিপূর্বে সূরা বাকারার অন্তর্গত আয়াত ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا.

'তাহারা কি তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্ক প্রশ্ন করিতেছে ? বল, উভয়ই বড় পাপ এবং মানুষের কল্যাণেরও বটে। তবে উহার কল্যাণ হইতে অকল্যাণ বড়।'

—এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে হাদীস উল্লেখ করিয়াছি, উহা দ্বারা উক্ত তথ্য প্রমাণিত হয়। সূরা বাকারার উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূল করীম (সা) উহা তিলাওয়াত করিয়া হযরত উমর (রা)-কে শুনাইলেন। তখন উমর (রা) বলিলেন ঃ আয় আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে মদ সম্বন্ধে তৃপ্তিজনক একটি বিশদ বিবরণ দাও। অতঃপর আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর উহা তিলাওয়াত করিয়া তাঁহাকে শুনাইলে এবারেও তিনি পূর্বানুরূপ বলিলেন।

এই আয়াত নাযিল হইবার পর লোকেরা নামাযের প্রাক্কালে মদ্যপান করিত না। অবশেষে এক সময় নাযিল হইল ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

অর্থাৎ 'হে মু'মিনগণ। মদ, জুয়া, মূর্তিসমূহ এবং ভাগ্য পরীক্ষার তীরসমূহ অপবিত্র ও শয়তান প্ররোচিত কাজ বৈ কিছু নহে। অতএব তোমরা উহা হইতে দূরে থাক। আশা করা যায়, ইহাতে তোমরা সফলকাম হইবে। শয়তান ইহাই চাহে যে, মদ ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে দুশমনি ও শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া দিবে। অতঃপর তোমরা বিরত থাকিবে কি ?

এই আয়াত শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ "আমরা বিরত রহিলাম; আমরা বিরত রহিলাম।

ইসরাঈল (র)...... হযরত উমর (রা) হইতে মদ্যপান হারাম হওয়া সম্পর্কিত ঘটনা সম্বন্ধে একটি বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। উহার একাংশ এই ঃ অতঃপর সূরা নিসার এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ-

ইহার পর নামায আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে রাসূলে করীম (সা)-এর ঘোষক ঘোষণা করিতেন,'মাতাল ব্যক্তি যেন কিছুতেই নামাযের নিকট না যায়।' ইমাম আবূ দাঊদ (র) উক্ত হাদীসটি উপরোক্তরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন।

শানে নুযূল

ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হইবার উপলক্ষ বর্ণনা করিতে গিয়া একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহা এই ঃ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত সা'দ (রা) বলেন ঃ আমাকে উপলক্ষ করিয়া কুরআন মজীদের চারটি আয়াত নাযিল হইয়াছে। একদা জনৈক আনসার তাহার বাড়িতে ভুরিভোজের আয়োজন করিলেন। তিনি উক্ত ভোজে মুহাজির ও আনসার উভয় শ্রেণীর কিছু সংখ্যক সাহাবীকে দাওয়াত করিলেন। আমরা ভোজনের পর মদ্যপান করিলাম এবং মদ্যপানে মাতাল হইয়া পড়িলাম। অতঃর পরস্পরের নিকট গর্ব প্রকাশ করিয়া উক্তি আওড়াইলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি উটের চোয়াল দিয়া আমার নাকে আঘাত করিল। ইহাতে আমার নাক যখম হইয়া গেল। মদ্যপান হারাম হইবার পূর্বে ইহা ঘটিয়াছিল। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ الاية

ইমাম মুসলিম (র) শু'বা (র) হইতে এ হাদীস দীর্ঘ আকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) ব্যতীত 'সুনান'-এর অন্যান্য সকল সংকলক সিমাক (র) হইতে উপরোক্ত সনদের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ একদা হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) আমাদিগকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজে তিনি আমাদিগকে মদ্যপান করাইলেন। মদ্যপানে আমরা মাতাল হইয়া পড়িলাম। আমাদের এই অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল। লোকেরা জনৈক ব্যক্তিকে নামাযে ইমাম বানাইল। তিনি নামাযে পড়িলেন ঃ

قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. مَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ.

অর্থাৎ 'ওহে কাফিরগণ। তোমরা যাহাদের দাসত্ব করো, আমি তাহাদের দাসত্ব করি না। আর, তোমরা যাহাদের দাসত্ব করো; আমরা তাহাদের দাসত্ব করি।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ-الاية

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) উক্ত হাদীসটি উপরোক্তরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযীও উহা উপরোল্লেখিত রাবী আবদুর রহমান আদ-দাশতিকী (র) হইতে উপরোক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে হাসান-সহীহরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আলী (রা), হযরত আবদুর রহমান (রা) এবং জনৈক ব্যক্তি মদ্যপান করিয়া মাতাল অবস্থায় নামাযে দাঁড়াইলেন। হযরত আবদুর রহমান নামাযে ইমামতি করিতেছিলেন। তিনি সূরা কাফিরূন পড়িতে গিয়া উহাতে ভুল করিলেন। অতঃপর কুরআন মজীদের এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ-الاية

আবূ দাঊদ এবং ইমাম নাসাঈও সুফিয়ান সাওরী হইতে উপরোক্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবূ আবদির রহমান আস-সুলামী হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আলী (রা) একদল সাহাবীসহ হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর বাড়িতে ছিলেন। সকলে সেখানে আহার করিলেন। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রা) তাহাদের জন্যে মদ্য আনিলেন। তাহারা মদ্যপান করিলেন। ইহা ছিল মদ্যপান হারাম হইবার পূর্বের ঘটনা। তখন নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল। সকলে হযরত আলী (রা)-কে ইমাম বানাইলেন। তিনি নামাযে সূরা কাফিরূন পড়িলেন। তবে উহা যথাযথভাবে পড়িতে পারিলেন না। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

يٰاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ-الاية

ইব্‌ন জারীর (র)......আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীব ওরফে আবূ আবদির রহমান আস-সুলামী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) খাদ্য ও পানীয়ের আয়োজন করত একদল সাহাবীকে দাওয়াত দিলেন। ভোজনপর্ব শেষ হইলে হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর ইমামতিতে সকলে মাগরিবের নামায আদায় করিলেন। তিনি সূরা কাফিরূন পড়িতে গিয়া পড়িলেন ঃ

قُلْ يٰاَ يُّهَا الْكَافِرُوْنَ. اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. وَاَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ - وَاَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُّمْ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنٌ.

ইহাতে আল্লাহ তা'আলা নিম্ন আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

يٰاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ-الاية

আওফী (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মদ্যপান নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে কেহ কেহ মাতাল অবস্থায় নামাযে দাঁড়াইয়া যাইত। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

يٰاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ-

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর বলিয়াছেন, আবূ রাযীন এবং মুজাহিদও আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন।

আবদুর রাযযাক (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর লোকেরা শুধু নামাযের সময়ে মদ্যপানে মাতাল হইবার মত অবস্থা এড়াইয়া চলিত। কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা মদ্যপান করিত। এই অবস্থায় মদ্যপান হারাম হইয়া গেল এবং উহা দ্বারা পূর্বের ব্যবস্থা রহিত হইয়া গেল।

তাফসীরকার যাহ্‌হাক আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ আয়াতের سُكٰرٰى শব্দ এখানে মদমত্তগণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, বরং উহা এখানে তন্দ্রাচ্ছন্নগণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) এবং ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম যাহ্‌হাক (র) কর্তৃক বর্ণিত উপরিউক্ত তাফসীর উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে ইহাই সঠিক যে, আয়াতে মদ্যপান হইতে উদ্ভূত মত্ততার কথাই বলা হইয়াছে। মাতাল ব্যক্তির প্রতি কোন বিধি-নিষেধ কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, আয়াতে মাতাল, যাহাকে সম্বোধন করা যায় না তাহার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় নাই; বরং উহা মদ্যপায়ী প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি, যাহার প্রতি

শরী'আতের বিধি-নিষেধ আরোপিত হইতে পারে, তাহার প্রতি আরোপিত হইয়াছে। ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক শাস্ত্র উসূলে ফিকহ্ বিশেষজ্ঞ অনেকেই এই মূলনীতি উল্লেখ করিয়াছেন যে, শরী'আতের বিধি-নিষেধ মাতালের প্রতি নহে, বরং কেবল প্রকৃতস্থ ব্যক্তির প্রতিই আরোপিত হইতে পারে। কারণ বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার শরী'আতের বিধান আরোপ করিবার অন্যতম পূর্বশর্ত হইতেছে, তাহার প্রতি আরোপিত বিধানকে উপলব্ধি করিবার জন্যে প্রয়োজনীয় বুদ্ধির অধিকারী হইবে।

আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যাও যুক্তিসংগত যে, উহাতে বাহ্যত মাতাল অবস্থায় শুধু নামায আদায় করিতে নিষেধ করা হইয়া থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে উহাতে সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণ মদ্যপানে মাতাল হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ বান্দা দিনরাত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছে। এই অবস্থায় পানাসক্ত মাতাল ব্যক্তি প্রকৃতস্থ হইয়া নামায আদায় করিবার সুযোগ কখনও পাইবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিতে হইলে তাহাকে মদ্যপান মত্ততা সর্বক্ষণ পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

কুরআন মজীদের অন্যত্রও আমরা এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

অর্থাৎ 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে যেরূপ ভয় করা প্রয়োজন, সেইরূপ ভয় কর এবং তোমরা মুসলিম অবস্থায় ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় মরিও না।'

উপরিউক্ত আয়াতে মুমিনদের প্রতি বাহ্যত শুধু মৃত্যুর মুহূর্তে মুসলিম হইয়া মরিবার নির্দেশ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলিম অবস্থায় মরিতে সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার জন্যে এবং সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্য করিয়া যাইবার জন্যে তাহাদের প্রতি আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ.

অর্থাৎ 'তোমরা কি বলিতেছ, তাহা বুঝিতে পারিবার মুহূর্ত পর্যন্ত'—এই অংশে মদ ও তজ্জাতীয় পানীয় পান করিবার মত্ততার সীমা অত্যন্ত সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পানাসক্ত ব্যক্তি মদ্যপান ও তজ্জাতীয় পানীয় পান করিবার পর কি বলিতেছে বা কি পড়িতেছে, তাহা বুঝিবার এবং তাহাতে মনোযোগী হইবার ক্ষমতা হারাইলেই বুঝিতে হইবে তাহার বুদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে পানজনিত মত্ততা উদ্ভূত হইয়াছে। আরবী ভাষায় এই মত্ততাকেই سكر এবং এইরূপ পানমত্ত ব্যক্তিকেই سكران বলা হয়। নিদ্রাজনিত অবসাদ ও তন্ময়তার অবস্থায়ও নামায আদায় করা পবিত্র হাদীসে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'তোমাদের কাহারও নামায আদায়রত অবস্থায় তন্দ্রা আসিলে যে যেন নামায আদায় স্থগিত রাখিয়া ঘুমাইয়া লয়। অতঃপর যখন সে কি বলিতেছে তাহা বুঝিতে পারে, তখন যেন নামায আদায় করে।'

ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ (র) উপরোল্লিখিত রাবী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় উক্ত হাদীসের সহিত ইহাও সংযুক্ত রহিয়াছে ঃ 'কারণ, সে হয়তো চাহিবে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে; কিন্তু তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া যাইবে নিজের প্রতি অভিশাপ।'

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ

এই আয়াতাংশে বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তিকে মসজিদে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইতেছে। তবে মসজিদের মধ্যে অবস্থান ব্যতিরেকে শুধু উহার একদিক হইতে আরেকদিকে পথ অতিক্রম করিবার কার্যকে এই নিষেধের আওতা হইতে বহির্ভূত করা হইতেছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বীর্যপাতজনিত অপবিত্র ব্যক্তিকে মসজিদে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছেন। তবে উহার মধ্যে না দাঁড়াইয়া বা না বসিয়া শুধু উহা অতিক্রম করিবার অনুমতি প্রদান করিতেছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা), হযরত আনাস (রা), হযরত আবূ উবায়দা (রা), সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়াব, যাহ্হাক, আতা, মুজাহিদ, মাসরূক, ইবরাহীম নাখঈ, যায়দ ইব্ন আসলাম, আবূ মালিক, আমর ইব্ন দীনার, আল-হাকাম ইব্ন উতবা, ইকরামা, হাসান বসরী, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারী, ইব্ন শিহাব এবং কাতাদা (র) হইতেও এ আয়াতের অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব হইতে আয়াতের আলোচ্য অংশ সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কিছু সংখ্যক আনসার সাহাবীর বাড়ি এইরূপে অবস্থিত ছিল যে, তাহারা মসজিদে নববীর দরজা ভিন্ন অন্য কোন পথে বাড়ির বাহিরে যাইতে পারিতেন না। অপবিত্রতার কারণে গোসল করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের বাড়ির বাহিরে যাইবার প্রয়োজন দেখা দিত। এই অবস্থায় মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করা ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর থাকিত না। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াতের আলোচ্য অংশ নাযিল করেন। ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোল্লেখিত হাদীসে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীবের উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে করীম (সা) নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, 'আবূ বকর (রা)-এর দরজা ভিন্ন মসজিদমুখী সকল দরজা বন্ধ করিয়া দাও।' রাসূল করীম (সা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় উপরোক্ত নির্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা)-ই খলীফা হইবেন। মুসলমানদের জরুরী সমস্যাবলী সমাধানের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ঘন ঘন মসজিদে প্রবেশ করিতে হইবে। তাই তিনি সকল সাহাবীর বাড়ির মসজিদমুখী দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেও হযরত সিদ্দীকে আক্বর (রা)-এর দরজা খোলা রাখিতে বলিলেন। কোন কোন 'সুনান' গ্রন্থে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নামের পরিবর্তে হযরত আলী (রা)-এর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুত ইহা ভুল। যে রিওয়ায়াতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাই শুদ্ধ।

আয়াতের আলোচ্য অংশ দ্বারা কোন কোন ইমাম বলিয়াছেন যে, বীর্যস্খলনে অপবিত্র ব্যক্তির জন্যে মসজিদে অবস্থান করা হারাম। তবে উহার মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করা হারাম নহে। ঋতুস্রাব বা প্রসবকালীন স্রাবের কারণে অপবিত্র মহিলার প্রতিও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য।

কেহ কেহ বলেন, যাহার দ্বারা অপবিত্র স্রাবে মসজিদ অপবিত্র হইবার আশংকা থাকে, তাহার জন্যে উহার মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করা নাজায়েয। পক্ষান্তরে যাহার দ্বারা এইরূপ হইবার আশংকা না থাকে, তাহার জন্যে উহা নাজায়েয নহে।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা রাসূলে করীম (সা) আমাকে বলিলেন, মসজিদের মধ্য হইতে আমার নিকট চাটাইখানা দাও। আমি আরয করিলাম, আমি যে ঋতুবতী। রাসূলে করীম (সা) বলিলেন ঃ 'তোমার ঋতুস্রাব তোমার হাতে লাগিয়া নাই।'

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঋতুবতী মহিলার জন্যে অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করা জায়েয। প্রসবকালীন স্রাবের কারণে অপবিত্র মহিলার প্রতিও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম আবূ দাউদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ঋতুবতী মহিলা এবং বীর্যস্খলনে অপবিত্র ব্যক্তির জন্যে আমি মসজিদকে হালাল করিব না। তাহাদিগকে মসজিদে প্রবেশের অনুমতি দিব না।

আবূ মুসলিম আল-খাত্তাবী (র) বলিয়াছেন, হাদীসশাস্ত্রের বহু সংখক সমীক্ষক উক্ত হাদীসকে দুর্বল ও যঈফ হাদীস বলে আখ্যায়িত করিয়ছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা হইতেছে এই যে, জাসারা হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন।

ইমাম তিরমিযী (র)......হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ হে আলী! আমি এবং তুমি ব্যতীত অন্য কাহারও জন্যে বীর্যস্খলনে অপবিত্র অবস্থায় এই মসজিদে প্রবেশ করা হালাল নহে। অবশ ইহা একটি দুর্বল হাদীস। হাদীস যাচাই শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে উহা টিকে না। কারণ উক্ত হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী সালেম পরিত্যক্ত, পরিবর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত। সনদে উল্লেখিত তাহার উস্তাদ আতিয়াও দুর্বল বর্ণনাকারী। আল্লাহই সর্ব শ্রেষ্ঠজ্ঞানী।

আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় অপর একটি হাদীস

আয়াতের আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আয়াতাংশে বলা হইয়াছে, বীর্যস্খলনে অপবিত্র ব্যক্তি যেন গোসল না করিয়া নামাযের নিকট না যায়। তবে এই অবস্থায় যদি বিদেশ ভ্রমণরত অবস্থায় থাকে এবং গোসলের জন্যে প্রয়োজনীয় পানি না পায়, তবে সে বিনা গোসলে (তায়াম্মুম করিয়া) নামায আদায় করিতে পারে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) অন্য সনদে......হযরত আলী (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম আরও বলেন ঃ সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, যাহ্হাক এবং এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আলী (রা) হইতে উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ও আবূ মিজলাম প্রমুখ বর্ণনাকারীর মাধ্যমেও বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুজাহিদ, হাসান ইব্‌ন মুসলিম, হাকাম ইব্‌ন উতবা, যায়দ ইব্‌ন আসলাম এবং তৎপুত্র আবদুর রহমান (র) হইতেও ইব্‌ন জারীর (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাছীর হইতে ইব্‌ন জারীরের সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমরা শুনিয়া আসিতেছি, আলোচ্য অংশটি বিদেশে ভ্রমণরত অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট। আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখিত হইয়া থাকে ঃ

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন ঃ পবিত্র মাটি মুসলিমের জন্যে পবিত্রকারক, যদি তুমি দশ বৎসরও পানি না পাও। যখন পানি মিলিয়া যায়, তখন উহাই ব্যবহার করিবে। কারণ, উহা তোমার জন্যে উত্তম।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) আয়াতের আলোচ্য অংশের উপরোক্ত উভয়বিধ ব্যাখ্যাকে উল্লেখ করিবার পর প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাকে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়াছেন। ইমাম কর্তৃক প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাকে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য বলিবার কারণ এই যে, বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণরত অবস্থায় পবিত্রতা অর্জন করিবার জন্যে প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হইলে তাহাকে কি করিতে হইবে, আয়াতের পরবর্তী অংশে তাহা বিবৃত হইয়াছে। তাই ঃ

وَلاَ جُنُبًا اِلاَّ عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا

-এই আয়াতাংশেও বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তির পালনীয় ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া যদি ব্যাখ্যা করা হয়, তবে একই আয়াতে একই ব্যবস্থার দ্বিরুক্তি মানিয়া লইতে হয়। ইহা অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য অংশের অর্থ দাঁড়ায় এই ঃ 'হে মু'মিনগণ! তোমরা মদমত্ত অবস্থায় নামায আদায় করিবার উদ্দেশ্যে মসজিদের নিকটবর্তী হইও না, যতক্ষণ নিজেদের বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পার। আর বীর্যপাতে অপবিত্র অবস্থায়ও গোসল ব্যতিরেকে উহার নিকটবর্তী হইও না, তবে শুধু পথ অতিক্রমরত অবস্থায় উহা করিতে পার।'

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ العابر السبيل। অর্থ পথচারী। যেমন ঃ عبرت بهذا الطريق। অর্থাৎ আমি এই পথ অতিক্রম করিয়াছি। তেমনি عبر ও عبور অর্থ পথ অতিক্রম করা; عبر فلان النهر। অর্থাৎ সে স্রোতস্বিনী অতিক্রম করিয়াছে; ناقة عبر الاسفار। অর্থাৎ পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ উট।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) কর্তৃক সমর্থিত ব্যাখ্যাই হইতেছে অধিকাংশ তাফসীরকারকৃত ব্যাখ্যা।

আয়াত হইতে উপরোক্ত ব্যাখ্যাই স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠে। আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে ক্রটিপূর্ণ অবস্থায় নামাযে এবং নামাযের স্থান মসজিদে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নামাযে প্রবেশের জন্যে ক্রটিপূর্ণ অবস্থা হইতেছে মাতাল অবস্থা। উহা নামাযের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যশীল নহে; বরং উহার বিপরীত। মসজিদে প্রবেশের জন্যে ক্রটিপূর্ণ অবস্থা হইতেছে বীর্যপাতে অপবিত্র অবস্থা। অবশ্য উহা নামাযে প্রবেশের জন্যেও ক্রটিপূর্ণ বটে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا।

অর্থাৎ 'যতক্ষণ পর্যন্ত না গোসল করো।' ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম শাফিঈ (র) এবং ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তির জন্যে মসজিদে অবস্থান করা হারাম। গোসল অথবা প্রয়োজনে উহার বিকল্প ব্যবস্থা তায়াম্মুম দ্বারা হালাল হইতে পারে। উযূর দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। আয়াতের আলোচ্য অংশ উপরোক্ত অভিমতের পক্ষে ইমামত্রয়ের প্রমাণ। কারণ আয়াতে বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তির পক্ষে মসজিদে অবস্থান করা হালাল হইবার শর্ত হিসাবে শুধু গোসলের ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে; উযূর ব্যবস্থা এস্থলে উল্লিখিত হয় নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তি উযূ করিয়া লইলেই তাহার পক্ষে মসজিদে অবস্থান করা হালাল হইয়া যাইবে। ইমাম আহমদ (র) তাঁহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে এবং সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) তাঁহার 'সুনান' গ্রন্থে সহীহ সনদে যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, উহাই উপরোক্ত অভিমতের পক্ষে তাঁহার প্রমাণ। তাঁহাদের বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীগণ এইরূপই করিতেন।

সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র)......আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলেন ঃ 'আমি নবী করীম (সা)-এর বহু সংখ্যক সাহাবীকে বীর্যপাতে অপবিত্র অবস্থায় শুধু উযূ করিয়াই মসজিদে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।' উক্ত হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ ও উহা ইমাম মুসলিম কর্তৃক প্রবর্তিত শর্ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

অতঃপর তায়াম্মুমের বিধান প্রদান এবং উহার বিধানসম্মত হইবার বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا-

'আর যদি তোমরা রুগ্ন অথবা সফররত থাক অথবা তোমাদের কেহ মল-মূত্র ত্যাগ করে অথবা তোমরা স্ত্রী-সংগম কর; তৎপর যদি পানি সংগ্রহ করিতে না পার, তবে পবিত্র মাটি ব্যবহার করিতে মনস্থ কর।'

তায়াম্মুম বৈধ হইবার একাধিক অবস্থা রহিয়াছে। এই সকল অবস্থার যে কোন একটি অবস্থা পাওয়া গেলেই তায়াম্মুম বৈধ হয়। রোগ হইতেছে তায়াম্মুম বৈধ হইবার একটি অবস্থা। এ সম্পর্কে আয়াতে বলা হইতেছে 'আর যদি তোমরা রুগ্ন থাকো' অর্থাৎ যে রোগে পানি ব্যবহার করিলে শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হইবার অথবা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইবার আশঙ্কা থাকে,

সেইরূপ রোগের কারণে তায়াম্মুম করা জায়েয। তাঁহারা বলেন, আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি যে কোন রোগে আক্রান্ত রোগীকেই বুঝাইয়া থাকে। অতএব এইস্থলে রোগকে বিশেষ ধরনের নির্দিষ্ট রোগ বলিবার কোন কারণ নাই।

শানে নুযূল

আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, একদা জনৈক আনসার সাহাবী রুগ্ন ছিলেন। তাঁহার কোন সেবকও ছিল না যে, তাহাকে পানি ঢালিয়া দিয়া সাহায্য করিবে। তিনি রাসূলে কারীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া তাঁহাকে নিজের এই দুরবস্থার কথা জানাইলেন। এতদুপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল। এই হাদীসটি মুরসাল।

তায়াম্মুম জায়েযের আরেকটি অবস্থা হইতেছে সফর বা বিদেশ ভ্রমণ অবস্থায় যদি প্রয়োজনীয় পানির অপ্রতুলতা দেখা দেয়। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ أَوْ عَلٰى سَفَرٍ 'অথবা যদি তোমরা সফরে থাকো'। سَفَرٍ এর অর্থ সুপরিজ্ঞাত। সফর দীর্ঘ হউক আর সংক্ষিপ্ত, উহাতে উপরোক্ত বিধানে তারতম্য নাই।

তায়াম্মুম জায়েয হইবার আরেকটি অবস্থা হইতেছে মল-মূত্র ত্যাগের পর উযূর জন্যে প্রয়োজনীয় পানির অভাব। এই সম্পর্কে আয়াতে বলা হইতেছে ঃ

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ

'অথবা তোমাদের কেহ যদি মল-মুত্র ত্যাগ করে।'

الغائط। অর্থ নিম্নভূমি। আয়াতের আলোচ্য অংশের শাব্দিক অনুবাদ হইল, 'অথবা তোমাদের কেহ যদি নিম্নভূমি হইতে আগমন করে।' 'নিম্নভূমি হইতে আগমন করা' দ্বারা মল-মূত্র ত্যাগ করা বুঝানো হইয়াছে।

তায়ামুম্ম জায়েয হইবার আরেক অবস্থা হইতেছে স্ত্রী-সঙ্গমের পর গোসলের জন্যে প্রয়োজনীয় পানির অভাব। এই সম্পর্কে আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

'অথবা যদি তোমারা স্ত্রী-সঙ্গম করো।' আয়াতের দ্বিতীয় শব্দকে কেহ কেহ لاَمَسْتُمْ আবার কেহ কেহ لَمَسْتُمْ পড়িয়াছেন। তাফসীরকারগণ উক্ত সমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া لمس অথবা ملامسة শব্দের দুইরূপ অর্থ করেন। কেহ কেহ বলেন, لمس ক্রিয়া এবং ملامسة ক্রিয়ার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'স্পর্শ করা' হইলেও উহাদের আলংকারিক অর্থ 'যৌন সঙ্গম করা।' উপরোক্ত শব্দের সমার্থক শব্দ কুরআন মাজীদের অন্যত্র উপরোল্লেখিত আলংকারিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ-

'আর যদি তোমরা তাহাদের সহিত যৌন সঙ্গম করিবার পূর্বে তাহাদিগকে তালাক দাও এবং তাহাদের জন্যে কোন 'মাহর' নির্দিষ্ট করিয়া থাক, তবে তাহাদিগকে অর্ধেক প্রদান করিবে।'

উল্লেখিত আয়াতের اَنْ تَمَسُّوْا। সমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া المس।-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'স্পর্শ করা' হইলেও এখানে উহা আলংকারিকভাবে 'যৌন সঙ্গম করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুরূপ আলংকারিক প্রয়োগ নিম্নের আয়াতেও রহিয়াছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا-

'হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন মু'মিনা মহিলাদিগকে বিবাহ কর, অতঃপর তাহাদের সহিত সঙ্গম করিবার পূর্বেই তাহাদিগকে তালাক দাও, তখন তোমাদের গণনা করিবার মত তাহাদের জন্যে কোন ইদ্দত নাই।'

উপরোক্ত আয়াতের اَنْ تَمَسُّوْا। সমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া المس। -এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'স্পর্শ করা' হইলেও এইস্থলে উহা আলংকারিকভাবে 'যৌন সঙ্গম করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ আয়াতাংশে যৌন সঙ্গমের কথা বলা হইয়াছে। হযরত আলী (রা), উবাই ইব্ন কা'ব, মুজাহিদ, তাউস, হাসান, উবাইদ ইব্ন উমায়র, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, শা'বী, কাতাদা এবং মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন ঃ 'একদা কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে اللمس। শব্দের অর্থ লইয়া আলোচনা হইতেছিল। অনারব ব্যক্তিদের কেহ কেহ বলিলেন, উহার অর্থ 'যৌন সঙ্গম করা' নহে। পক্ষান্তরে আরবগণের কেহ কেহ বলিলেন, উহার অর্থ 'যৌন-সঙ্গম করা'। আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম, আরব ও অনারব কিছু সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে اللمس। শব্দের অর্থ সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়াছে। অনারবগণ বলিয়াছেন, উহার অর্থ 'যৌন সঙ্গম করা' নহে। পক্ষান্তরে আরবগণ বরিয়াছেন, উহার অর্থ 'যৌন সঙ্গম করা'। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোন্ দলে আছ ?' আমি বলিলাম, 'আমি অনারবদের দলে আছি।' তিনি বলিলেন অনারবগণ পরাজিত হইয়াছে। কারণ اللمس। ও المس। এবং المباشرة। এই তিনটি শব্দের অর্থই 'যৌন সঙ্গম করা'। তবে আল্লাহ তা'আলা যে কোন শব্দকে যে কোন আলংকারিক অর্থে ব্যবহার করিতে পারেন।

ইব্ন জারীর (র)......শু'বা (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়রের মাধ্যমেও একাধিক সনদে ইব্ন জারীর (র) উপরোক্ত রূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اللمس। ও المس। এবং المباشرة। ইহাদের প্রত্যেকটির অর্থ 'যৌন সঙ্গম করা'। তবে আল্লাহ যে কোন কোন আলংকারিক অর্থে চাহেন, এইগুলি ব্যবহার করিতে পারেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ الملامسة। শব্দের অর্থ 'যৌন সঙ্গম করা।' তবে আল্লাহ মহান, তিনি যে কোন আলংকারিক অর্থে উহা ব্যবহার করিতে পারেন।

মোদ্দা কথা এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য শব্দের অর্থ সম্বন্ধে উপরোক্তরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উহা একাধিক বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হইয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) যাহাদের নিকট হইতে উপরোক্ত বর্ণনাটি করিয়াছেন, ইব্‌ন জারীর (র) তাহাদের কাহারও কাহারও নিকট হইতেও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আরেক দল তাফসীরকার لمس অথবা ملامسة শব্দের অন্যরূপ অর্থ করেন। তাহারা বলেন ঃ لمس অথবা ملامسة শব্দ এখানে হাত অথবা শরীরের অন্য যে কোন অংশ দ্বারা স্পর্শ করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নিজের যে কোন অঙ্গ দ্বারা নারীর যে কোন অঙ্গকে পুরুষের স্পর্শ করিবার কার্যকে এখানে আল্লাহ তা'আলা পুরুষের উযূ ভঙ্গের অন্যতম কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اللمس। শব্দের অর্থ যৌন সঙ্গম অপেক্ষা হাল্কা পর্যায়ের যৌন ক্রিয়া করা। হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে ইব্‌ন জারীর একাধিক সনদে উপরোক্তরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন ঃ

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলিয়াছেন ঃ (স্ত্রীকে) চুম্বন করা اللمس। -এর অন্তর্ভুক্ত। উহাতে উযূ ভঙ্গ হইয়া যায়।

ইমাম তাবরানী তাঁহার হাদীস সংকলনে উপরোল্লেখিত সনদে হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ পুরুষ তাহার গাত্রের যে কোন অংশ দ্বারা স্ত্রীর গাত্রের যে কোন অংশ স্পর্শ করিলে অথবা চুম্বন করিলে পুরুষকে উযূ করিতে হইবে। আয়াতের আলোচ্য অংশের অর্থ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন الملا مسة। অর্থ স্পর্শ করা।

ইব্‌ন জারীর (র)......নাফে' (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন উমর (রা) স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন করিয়া উযূ করিতেন এবং তিনি স্ত্রীকে চুম্বন করিলে উযূ নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, চুম্বন করা হইতেছে এক প্রকারের اللمس। বা الملامسة।।

ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর (র).....হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اللمس। -এর অর্থ হইতেছে 'যৌন সঙ্গম হইতে হাল্কা পর্যায়ের যৌন ক্রিয়া করা।' অতঃপর ইব্‌ন আবূ হাতিম বলিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন উমর (রা), উবায়দা, আবূ উসমান আন্‌-নাহদী, আবূ উবায়দা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ, আমির শা'বী, সাবিত ইব্‌ন হাজ্জাজ, ইব্‌রাহীম নাখঈ এবং যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র)-ও আলোচ্য শব্দের তথা আয়াতাংশের এইরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি ইব্‌ন কাছীর বলিতেছি ঃ ইমাম মালিক (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন ঃ 'স্ত্রীকে পুরুষের চুম্বন করা এবং তাহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা উভয়ই ملامسة -এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব কেহ স্বামীকে চুম্বন করিলে অথবা তাহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে তাহার উযূ ভঙ্গ হইয় যায়।" হাফিয দারাকুতনী

তাঁহার 'সুনান' গ্রন্থে হযরত উমর (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্তরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র ভিন্ন সূত্রে তাঁহার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছি যে, 'তিনি স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন করিতেন। অতঃপর উযূ করা ব্যতিরেকেই নামায আদায় করিতেন।' দেখা যাইতেছে, এই সম্পর্কে হযরত উমর (রা) হইতে প্রাপ্ত বর্ণনা পরস্পর বিরোধী। উভয় বর্ণনা বিশুদ্ধ হইলে উহাদের মধ্যে এইরূপে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, তিনি 'ফরয' হিসাবে নহে; বরং 'মুস্তাহাব' হিসাবে উযূ করিতে বলিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

যাহারা বলেন, পুরুষ স্ত্রীকে স্পর্শ করিলে তহাদের উযূ নষ্ট হইয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে ইমাম শাফিঈ, তাঁহার সঙ্গীগণ এবং ইমাম মালিক রহিয়াছেন। ইমাম আহমদ হইতে এই সম্পর্কে দুই ধরনের অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম শাফিঈ প্রমুখের উপরোক্ত অভিমতই তাঁহার (ইমাম আহমাদের) বিখ্যাত অভিমত। এই অভিমত পোষণকারীগণ বলেন, আয়াতের আলোচ্য অংশের দ্বিতীয় শব্দ দুইরূপে পঠিত হইয়া থাকে ঃ لامستم ও لستم সমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া হইতেছে اللمس। এবং শরীআতের পরিভাষায় উহার অর্থ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ–

'আর, যদি আমি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোন কিতাব নাযিল করিতাম এবং তাহারা উহা নিজহস্তে স্পর্শ করিত....... ।'

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত মায়িয আসলামী যখন স্বীয় ব্যভিচারের কথা নবী করীম (সা)-এর নিকট স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন নবী করীম (সা) তাঁহাকে স্বীয় স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিয়া লইতে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন ঃ لعلك قبلت او لمست

'সম্ভবত তুমি চুম্বন করিয়াছ অথবা স্পর্শ করিয়াছ।' সহীহ হাদীসে আসিয়াছে ঃ

واليد زناها اللمس 'হাতের যিনা হইতেছে স্পর্শ করা।'

হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ

قل يوم الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس–

'রাসূলে করীম (সা) প্রায় প্রতিদিনই আমাদের নিকট আসিতেন এবং চুম্বন ও স্পর্শ করিতেন।'

لامستم সমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া হইতেছে ملامسة এবং শরীআতের পরিভাষায় উহার অর্থও হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা। যেমন, বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আসিয়াছে ঃ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ঘাঁটাঘাঁটিমূলক ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।'

হাদীসে بيع الملامسة এর দুইটি ব্যাখ্যা রহিয়াছে। উভয় ব্যাখ্যা অনুযায়ীই الملامسة ক্রিয়ার অর্থ দাঁড়ায় 'হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা।'

সে যাহা হউক, আরবী-ভাষাবিদগণ বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য শব্দদ্বয় 'হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা' এবং 'যৌন সঙ্গম করা' এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কবি বলিয়াছেন ঃ

ولمست كفى كفه اطلب الغنى

'আর আমার হস্ত তাহার হস্তকে স্পর্শ করিল। আমি (উহা দ্বারা) ধনাঢ্যতা কামনা করিতেছিলাম।'

আয়াতের শেষোক্ত অর্থের প্রবক্তাগণ নিম্নের হাদীসটিও তাঁহাদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

ইমাম আহমদ (র)......হযরত মু'আয (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, হে আল্লাহর রাসূল! জনৈক ব্যক্তি একটি অপরিচিতা মহিলাকে পাইয়া স্বীয় স্ত্রীর সহিত যে সকল যৌন কাজ করা যায়, সঙ্গম ব্যতীত উহাদের সমুদয়ই তাহার সহিত করিল। হে আল্লাহর রাসূল! এইরূপ বক্তি সম্পর্কে কি করণীয়, তাহা নির্দেশ করুন। ইহাতে নিম্ন আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ- اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

'আর দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের অংশসমূহে নামায কায়েম কর; নিশ্চয়ই নেককাজসমূহ বদকাজসমূহকে মোচন করিয়া দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে ইহা একটি উপদেশ।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ উযূ কর; অতঃপর নামায আদায় কর।

হযরত মু'আয (রা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! এই ব্যবস্থা কি শুধু তাহার জন্যে নির্দিষ্ট, না সকল মু'মিনের জন্যে একইরূপ ব্যবস্থা? হুযুর (সা) বলিলেন ঃ না; বরং সকল মু'মিনের জন্যেই এই ব্যবস্থা। ইমাম তিরমিযী (র) যায়িদা (র) হইতে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'উক্ত হাদীসের সনদ অবিচ্ছিন্ন নহে।' ইমাম নাসাঈ (র)......আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার সনদে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয় নাই।

শেষোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন, উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট মহিলার সহিত যৌন-সঙ্গম না করা সত্ত্বেও তাহাকে শুধু স্পর্শ করিবার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে উযূ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতএব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, পুরুষ নারীকে স্পর্শ করিলেও তাহার উযূ নষ্ট হইয়া যায়।

উপরোক্ত যুক্তির উত্তরে আয়াতের প্রথমোক্ত অর্থের প্রবক্তাগণ বলেন ঃ আলোচ্য হাদীসের সনদ অবিচ্ছিন্ন নহে, বরং উহা বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস। সনদে উল্লেখিত দুই বর্ণনাকারী হযরত মু'আয (রা) এবং আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লার মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষাত লাভ ঘটে নাই। অধিকন্তু ইহাও অসম্ভব নহে যে, আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তিটির উযূ ভঙ্গ হইবার কারণে নহে, বরং তাহার গুনাহ মার্জনার বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে নবী করীম (সা) তাহাকে উযূ করিতে ও নামায আদায় করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। যেমন সূরা আলে-ইমরান-এর অন্তর্গত আয়াত ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفِرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ-

'আর মুত্তাকী তাহারা, যাহারা কখনো কোন নির্লজ্জতার কার্য করিয়া বসিলে অথবা নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়া বসিলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।'

এর ব্যাখ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) সম্পর্কিত একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'কোন বান্দা কোন পাপ করিয়া বসিলে সে যদি উযূ করিয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।'

ইমাম ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের 'যৌন সঙ্গম' সম্পর্কিত ব্যাখ্যাই অধিকতর সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত। কারণ বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার জনৈকা সহধর্মিণীকে চুম্বন করিবার পর উযূ ব্যতিরেকেই নামায আদায় করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করিবার পর চুম্বন করিতেন। অতঃপর উযূ করা ব্যতিরেকেই নামায আদায় করিতেন।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার জনৈকা সহধর্মিণীকে চুম্বন করিয়া উযূ ব্যতিরেকেই নামায আদায় করিতে গেলেন। রাবী উরওয়া বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিলাম, তিনি আপনি ছাড়া আর কে? ইহাতে তিনি হাসিয়া দিলেন।

ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (র)-ও তাঁহাদের একদল উস্তাদের মাধ্যমে ওয়াকী (র) হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলিয়াছেন, সাওরী (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ উরওয়া আল-মুযানী (র) ছাড়া অন্য কোন রাবী হইতে হাবীব ইব্ন আবূ সাবিত আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন নাই।

ইয়াহিয়া আল-কাত্তান জনৈক ব্যক্তিকে বলেন ঃ আমার তরফ হইতে লোকদিগকে জানাইয়া দাও যে, এই হাদীস ভিত্তিহীন একটি মিথ্যা কথা। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, 'আমি ইমাম বুখারীকে এই হাদীসকে দুর্বল বলিয়া আখ্যায়িত করিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, 'হাবীব ইব্ন আবূ সাবিত' উরওয়ার নিকট হইতে হাদীস শুনেন নাই। ইমাম ইব্ন মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের সনদ এই ঃ ইব্ন মাজাহ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ কর্তৃক উল্লিখিত উপরোক্ত সনদ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম ইব্ন জারীর ও ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সনদে উল্লেখিত রাবী উরওয়া হইতেছেন উরওয়া ইব্ন যুবায়র। হাদীসের উল্লেখিত উরওয়ার নিজস্ব উক্তি, 'আমি বলিলাম, তিনি আপনি ছাড়া আর কে? ইহাতে তিনি হাসিয়া দিলেন।' ইহাই প্রমাণ করে যে, সনদের উরওয়া হইতেছেন উরওয়া ইব্ন যুবায়র।

পক্ষান্তরে, ইমাম আবূ দাউদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) উযূ করিবার পর আমাকে চুম্বন করিতেন। অতঃপর পুনরায় উযূ করিতেন না।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) চুম্বন করিবার পর উযূ না করিয়াই নামায আদায় করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসাঈও উক্ত হাদীসকে ইয়াহিয়া আল-কাত্তানের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম আবূ দাউদ তাঁহার বর্ণিত সনদে সুফিয়ান সাওরীর অব্যবহিত নিম্নের স্তরে একাধিক রাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। উহাদের একজন হইতেছেন ইব্ন মাহদী। আবূ দাউদ ও নাসাঈ বলিয়াছেন, ইব্রাহীম আত্-তায়মী হযরত আয়েশা (রা) হইতে শুনিবার সুযোগ পান নাই।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) রোযাদার অবস্থায় তাঁহাকে [উম্মে সালমা (রা)-কে] চুম্বন করিতেন। অতঃপর না উহাতে তাঁহার রোযা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আর না নূতন করিয়া উযূ করিতেন।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) চুম্বন করিতেন। অতঃপর নূতন করিয়া উযূ করা ব্যতিরেকেই নামায আদায় করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে অবিচ্ছিন্ন সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর মুসাফির অবস্থায় মল-মূত্র ত্যাগ অথবা নারী স্পর্শের পর তায়াম্মুম জায়েয হইবার শর্তের বর্ণনা এবং উহার অনুমতি প্রদান করিতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا.

'আর যদি প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করিতে না পার, তবে পবিত্র মাটিকে উদ্দেশ্য কর।'

আয়াতের উপরোক্ত অংশের দ্বারা অনেক ফকীহ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, পানিবিহীন ব্যক্তির জন্যে পানির সন্ধান করিবার পূর্বে তায়াম্মুম করা জায়েয নহে। পানির সন্ধান করিবার পর উহা না পাইলেই সে তায়াম্মুম করিতে পারে। ফকীহগণ কিতাবে 'পানি সন্ধান'-এর স্বরূপও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা এতদসম্পর্কীয় নিজেদের বক্তব্যের প্রমাণও যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-এর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা নবী করীম (সা) জনৈকি বক্তিকে জামা'আতে নামায আদায় না করিয়া একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'হে অমুক! তুমি জামা'আতে নামায আদায় করিলে না কেন? তুমি কি মুসলিম নহ ? লোকটি উত্তর করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মুসলিম, কিন্তু আমি বীর্যপাতে অপবিত্র হইয়া গিয়াছি। অথচ আমার নিকট পানি নাই। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ মাটির সাহায্য গ্রহণ কর; কারণ উহাই তোমার জন্যে যথেষ্ট।'

আরবী ভাষায় التيمم শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা; মনস্থ করা; উদ্দেশ্য করা। যেমন ঃ تيممك الله بحفظه 'আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হউন।' বিখ্যাত কবি ইমরাউল কায়স-এর নিম্নলিখিত কবিতায়ও শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

– ولما رأت ان المنية وردها – وان الحصى من تحت اقدامها دامى –

– تيممت العين التى عند ضارج – يفيئى عليها الفيئى عرمضها طامى –

'আর যখন সে দেখিল যে, মৃত্যু তাহার নিকট সমুপস্থিত এবং তাহার পদতলের কংকর রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে, তখন সে 'উরিজ' নামক স্থানে অবস্থিত জলাশয়ের দিকে যাইতে মনস্থ করিল। সেখানে ছায়া ফিরিয়া আসে ও তৃণলতা বর্দ্ধিষ্ণু।'

কেহ কেহ বলেন ঃ الصعيد অর্থ পৃথিবীর সমতল স্তরে অবস্থিত যে কোন বস্তু। উক্ত অর্থ অনুযায়ী মাটি, বালুকা, বৃক্ষ, প্রস্তর ও উদ্ভিদ উহার অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালিকের অভিমত ইহাই।

কেহ কেহ বলেন ঃ মৃত্তিকা জাতীয় যে কোন বস্তুকে الصعيد বলা হয়। যেমন বালুকা, হরিতাল ও চুনাপাথর। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত ইহাই।

কেহ কেহ বলেন ঃ উহা শুধু মৃত্তিকা। ইমাম শাফিঈ (র), ইমাম আহমদ (র) এবং তাঁহাদের সহচরদের অভিমত ইহাই। শেষোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ নিজেদের সমর্থনে নিম্নলিখিত আয়াত পেশ করেন ঃ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا 'ফলত উহা মসৃণ মৃত্তিকায় পরিণত হইবে।'

এখানে صعيدا زلقا অর্থ 'মসৃণ পবিত্র মাটি'। তাঁহাদের পেশকৃত আরেকটি প্রমাণ হইতেছে, হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) কর্তৃক বর্ণিত মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসঃ

রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তিনটি বিষয় দ্বারা অন্যান্য মানুষের (উম্মতের) উপর আমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে। প্রথমত, আমাদের কাতারসমূহকে ফেরেশতাদের কাতারসমূহের ন্যায় করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর সকল স্থান আমাদের জন্যে সিজদার স্থান করা হইয়াছে। তৃতীয়ত, যখন আমরা পানি না পাই, তখনকার জন্যে উহার মাটিকে আমাদের পক্ষে পবিত্রকারী বানানো হইয়াছে।

তাঁহারা বলেন, উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের দিকসমূহ উল্লেখ প্রসঙ্গে এখানে পবিত্রকরণের গুণকে শুধু মাটির সাথে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। মাটি ব্যতীত অন্য কিছুর মধ্যে এই গুণ ও যোগ্যতা থাকিলে এখানে উহাও উল্লেখিত হইত।

আয়াতে صعيد (মৃত্তিকা) শব্দের সহিত উহার বিশেষণ হিসাবে طيب (পবিত্র) শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহার অর্থ হালাল। ইমাম আহমদ (র) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ ব্যতীত 'সুনান'-এর অন্যান্য সংকলক হযরত আবূ যর (রা) হইতে আমর ইব্ন নাজদান ও আবূ কুলাবা প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ দশ বৎসর পানি না পাইলেও পবিত্র মাটি মুসলিমের পক্ষে পবিত্রকারক। যখন পানি পায়, তখন যেন সে উহাকে পবিত্র পাত্রে ব্যবহার করে। কারণ, উহাই তাহার জন্যে মঙ্গলকর।

ইমাম তিরমিযী (র) উপরিউক্ত হাদীসকে হাসান-সহীহ বলিয়াছেন। ইব্ন হাব্বানও উহাকে সহীহ হাদীস বলিয়াছেন। হাফিয আবূ বাক্র আল-বায্যার (র) উক্ত হাদীসকে তাঁহার মুসনাদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবুল হাসান আল-কাত্তানও উহাকে সহীহ হাদীস বলিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ পবিত্রতম মাটি হইতেছে কৃষিক্ষেত্রের মাটি। ইব্ন আবূ হাতিম উক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মারদুবিয়া স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উক্ত বর্ণনাকে রাসূলে করীম (সা)-এর উক্তি বলিয়া রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের নিয়ম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ

'তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্ত মাসেহ কর।'

উযূতে ধৌতব্য ও মাসেহযোগ্য প্রতিটি অঙ্গের দিক দিয়া তায়াম্মুম উযূর বিকল্প নহে; বরং উহা শুধু পবিত্রকরণ ক্রিয়ার দিক দিয়া উযূর বিকল্প। তায়াম্মুমে শুধু মুখমণ্ডল ও হস্ত মাসেহ করাই যথেষ্ট। ইহাই ফকীহগণের সর্বসম্মত মযহাব। তবে তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এতদসম্পর্কীয় প্রথম মাযহাব [উহা ইমাম শাফিঈ (র)-এর সর্বশেষ মাযহাবও বটে] এই যে, উহাতে দুইবার মাটিতে হাত মারিয়া মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়কে মাসেহ করা ফরয। কারণ يد বলিতে কখনো স্কন্ধ পর্যন্ত লম্বিত হস্ত এবং কখনো কনুই পর্যন্ত হস্ত বুঝানো হয়। উপরিউক্ত উভয়রূপ অর্থে يد শব্দের প্রয়োগই রীতিসিদ্ধ। উযূ সম্পর্কীয় আয়াতে শেষোক্ত অর্থে উক্ত শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। অনেক সময়ে অংশ নির্ধারক কোনরূপ বিশেষণ يد শব্দের সহিত ব্যবহার না করিয়া শুধু يد বলিয়া উহা দ্বারা অঙ্গুলি হইতে কব্জি পর্যন্ত হস্তাংশকে বুঝানো হয়। যেমন, চুরির শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (তাহাদের হস্তসমূহ কাটিয়া দাও)-এ يد শব্দকে কোনরূপ বিশেষণসহ ব্যবহার না করিয়া উহা দ্বারা কব্জি পর্যন্ত হস্তাংশকে বুঝানো হইয়াছে।

উপরিউক্ত মাযহাবের প্রবক্তাগণ বলেন ঃ উযূ সম্পর্কিত আয়াতে يد শব্দের সহিত যে অংশ নির্ধারণমূলক বিশেষণ الى المرافق (কনুই পর্যন্ত) ব্যবহৃত হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতে يد শব্দের সহিত উহা ব্যবহৃত না হইলেও এক্ষেত্রেও শব্দটিকে উক্ত বিশেষণসহ ধরিতে হইবে। কারণ উযূ ও তায়াম্মুম উভয় ব্যবস্থার একটি সাধারণ গুণ ও উদ্দেশ্য হইতেছে পবিত্রকরণ। উভয়ের মধ্যে উক্ত সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্তমান থাকিবার কারণে উভয়ক্ষেত্রেই يد -এর একইরূপ ব্যাখ্যা হইবে। কেহ কেহ হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে দারুকুতনী কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তায়াম্মুমে দুইবার মাটিতে হাত মারিতে হয়। একবার মুখমণ্ডলের জন্যে, আরেকবার কনুই পর্যন্ত দুই হাতের জন্যে।

কিন্তু উক্ত হাদীস সহীহ নহে। কারণ উহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে। তাই উহাকে প্রামাণ্য হাদীস বলা যায় না। হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ইমাম আবূ দাউদ একটি হাদীস বর্ণনা

করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা দেওয়ালে হাত মারিলেন এবং উহা দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করিলেন। অতঃপর পুনরায় হাত মারিলেন এবং উহা দ্বারা দুই নিম্নবাহু মাসেহ করিলেন। কিন্তু কোন কোন সমালোচক হাফিযে হাদীস উক্ত হাদীসের 'মুহাম্মাদ ইব্ন সাবিত আল-আবদী' নামক রাবীকে দুর্বল বলিয়াছেন।

অবশ্য ইমাম আবূ দাউদ ব্যতীত অন্যান্য মুহাদ্দিস উক্ত হাদীসকে নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা উহাকে রাসূলে করীম (সা)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা হিসাবে বর্ণনা না করিয়া হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী, আবূ যুর'আ এবং ইব্ন আদী বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসকে হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করাই শুদ্ধ ও সঠিক। ইমাম বায়হাকীও মন্তব্য করিয়াছেন, 'উক্ত হাদীসকে মারফূ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা ভুল।'

ইমাম শাফিঈ (র)......ইবনুস-সিম্মা (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসকে ইমাম শাফিঈ নিজের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। উহাতে হযরত ইবনুস-সিম্মা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তায়াম্মুম করিতে গিয়া স্বীয় মুখমণ্ডল ও নিম্নবাহুদ্বয় মাসেহ করিলেন।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ জুহায়ম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ জুহায়ম (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রস্রাবরত অবস্থায় সালাম করিলাম। তিনি প্রস্রাব শেষ করিবার পূর্বে আমার সালামের উত্তর দিলেন না। প্রস্রাব শেষ হইবার পর তিনি দেওয়ালের দিকে গেলেন এবং দুই হাত উহাতে মারিলেন ও মুখমণ্ডল মাসেহ করিলেন। অতঃপর পুনরায় দুই হাত উহাতে মারিলেন এবং উহা দ্বারা কনুই পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করিলেন। তৎপর আমার সালামের জবাব দিলেন।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কীয় দ্বিতীয় অভিমত এই যে, মোট দুইবার মাটিতে হাত মারিয়া মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করা ফরয। ইমাম শাফিঈ (র)-এর পূর্বতন অভিমত ইহাই।

তৃতীয় অভিমত এই যে, মাত্র একবার মাটিতে হাত মারিয়া মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করা ফরয।

ইমাম আহমদ (র).......আবূ আবদুর রহমান আবযা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, আমি বীর্যপাতে অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছি, এখন পানি পাইতেছি না। হযরত উমর (রা) বলিলেন, তুমি নামায আদায় করা স্থগিত রাখ। ইহাতে হযরত আম্মার (রা) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি মনে পড়িতেছে না যে, একদা আপনি ও আমি যুদ্ধে ছিলাম। আমরা বীর্যপাতে অপবিত্র হইয়া পড়িলাম। আমরা পানি পাইলাম না। আপনি নামায আদায় করা স্থগিত রাখিলেন আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং নামায আদায় করিলাম। আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইবার পর আমি তাঁহার নিকট উক্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের জন্যে এতটুকুই তো যথেষ্ট ছিল, এই বলিয়া রাসূলে করীম (সা) নিজের হাত মাটিতে মারিলেন। তৎপর উহাতে ফুঁৎকার দিয়া উহা দ্বারা মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করিলেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আম্মার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তায়াম্মুমে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহের জন্যে একবার মাটিতে হাত মারিতে হইবে।

ইমাম আহমদ (র)......শাকীক (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা আমি, আবদুল্লাহ্ ও আবূ মূসা একত্রে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময়ে আবূ ইয়া'লা আসিয়া আবদুল্লাহকে বলিল, যদি কোন ব্যক্তি ফরয গোসলের জন্যে পানি না পায়, তবে সে কি নামায পড়িবে না ? আবদুল্লাহ বলিলেন, হযরত আম্মার (রা) হযরত উমর (রা)-কে বলিয়াছিলেন, আপনার কি মনে পড়িতেছে না যে, রাসূলে করীম (সা) একবার আপনাকে ও আমাকে উষ্ট্রারোহী বাহিনীর সাথে যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। আমি বীর্যপাতের কারণে অপবিত্র হইয়া পড়িলাম ও মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া পবিত্রতা অর্জন করিতে চেষ্টা করিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিবার পর এই ঘটনা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলে তিনি হাসিয়া দিলেন এবং বলিলেন ঃ তোমার জন্যে তো শুধু ইহাই যথেষ্ট ছিল; এই বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) দুই হাতের তালু মাটিতে মারিলেন। অতঃপর কব্জি পর্যন্ত দুই হাতের সমুদয় অংশ এবং মুখমণ্ডল মাসেহ করিলেন। তিনি মাত্র একবার মারিয়া একবার করিয়া মাসেহ করিলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) বলিলেন, অবশ্য, হযরত উমর (রা) ইহাতে তৃপ্ত হন নাই। ইহা শুনিয়া আবূ মূসা বলিলেন, তাহা হইলে সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ কি হইবে ঃ

.... اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا.

'নারী সম্ভোগের পর যদি তোমরা পানি না পাও, তাহা হইলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর'—আবদুল্লাহ্ আবূ মূসার উক্ত প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি শুধু বলিলেন, আমরা মানুষকে বীর্যপাতে অপবিত্র অবস্থায় তায়াম্মুম করিতে অনুমতি দিলে গোসল করিবার সময় শীত লাগিবে, এই ভয়ে সবাই তায়াম্মুম করিবে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ন্যায় সূরা মায়িদাতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

'...... তোমরা উহা হইতে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্ত মাসেহ কর; আল্লাহ তোমাদের উপর অসম্ভব কষ্টের কাজ চাপাইয়া দিতে চাহেন না; তবে তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার দানকে পরিপূর্ণ করিতে চাহেন। আশা করা যায় তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে।'

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা ইমাম শাফিঈ (র) প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, তায়াম্মুমে ব্যবহার্য মাটি একদিকে যেমন পবিত্র হইতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি ধূলিমিশ্রিতও হইতে হইবে যাহাতে মুখমণ্ডল ও হস্তে কিছু পরিমাণ ধূলি লাগিয়া যায়।

ইমাম শাফিঈ (র) কর্তৃক বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীস তিনি ইবনুস-সিম্মা (রা) প্রমুখের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনুস-সিম্মা (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-এর প্রস্রাবরত

অবস্থায় তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি নবী করীম (সা)-কে সালাম দিলে নবী করীম (সা) উহার উত্তর দিলেন না। নবী করীম (সা) উঠিয়া একটি দেওয়ালের কাছে গেলেন ও হস্তস্থিত লাঠির সাহায্যে উহাকে খোঁচাইলেন। অতঃপর উহাতে হাত মারিলেন এবং হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ও দুই নিম্ন বাহু মাসেহ করিলেন।

উপরিউল্লিখিত আয়াতের -

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

এই অংশে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, তোমাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা যে জীবন ব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়াছেন, উহাতে তিনি অসম্ভব কোন কষ্ট তোমাদের উপর চাপাইয়া দিতে চাহেন নাই। তিনি চাহেন তোমাদিগকে পবিত্র করিতে। আর এই কারণেই তিনি তোমাদিগকে পানির অভাবের কালে তায়াম্মুম করিবার অনুমতি দিয়াছেন। তিনি চাহেন তোমাদের প্রতি তাঁহার দানকে পরিপূর্ণ করিতে। তায়াম্মুমের বিধান তোমাদের প্রতি তাঁহার একটি দান। তাঁহার দানের কারণে তাঁহার প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

তায়াম্মুমের বিধান ও উহার সুযোগ ভোগ এই উম্মতের একটি বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী কোন উম্মতের ভাগ্যেই উক্ত সুযোগ লাভ ও সৌভাগ্য প্রাপ্তি ঘটে নাই। হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমাকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যে বিমণ্ডিত করা হইয়াছে। আমার পূর্বে কাহাকেও উক্ত বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয় নাই। (এক) এক মাসের পথের দূরত্ব পর্যন্ত প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতা দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে। (দুই) সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্যে সিজদাহগাহ ও পবিত্রকারক বানানো হইয়াছে। অতএব আমার উম্মতের যে কোন ব্যক্তি নামাযের সময় উপস্থিত হইলে যে কোন পবিত্র স্থানে নামায আদায় করিবে। কোন কোন রিওয়ায়াতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'তাহার নিকট তাহার সিজদাহগাহ এবং পবিত্রকারক উভয় বস্তুই বর্তমান রহিয়াছে।' (তিন) আমার জন্যে গনীমত হালাল করা হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে আর কাহারও জন্যে হালাল করা হয় নাই। (চার) আমাকে শাফা'আতের নি'আমত দান করা হইয়াছে। (পাঁচ) অতীতে প্রত্যেক নবীকে শুধু তাহার গোত্রের নিকট পাঠানো হইত; কিন্তু আমাকে সমগ্র মানব জাতির নিকট পাঠানো হইয়াছে।"

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) হইতে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদীসও এখানে উল্লেখযোগ্য। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন যে, রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন ঃ অন্যান্য মানবের উপর আমাদিগকে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেওয়া হইয়াছে। আমাদের নামাযের কাতার ফেরেশতাদের মত করা হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদ করা হইয়াছে। আর পানির অবর্তমানে উহার মাটি আমাদের জন্যে পবিত্রতাকারক করা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল।'

অর্থাৎ তোমাদের প্রতি তাঁহার ক্ষমা ও দয়ার একটি কাজ এই যে, রোগে, ব্যবহারে অসামর্থ্যের অবস্থায় এবং পানির অভাবের কালে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি ব্যবহারের

বিকল্প হিসাবে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিতে তিনি তোমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন। ফলে অপবিত্র ব্যক্তি সহজেই পবিত্রতা অর্জন করিয়া আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একদিকে যেমন অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করিতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি রোগের অবস্থায় এবং পানির অভাবে তায়াম্মুম করিয়া নামায আদায় করিতে অনুমতি দিয়া তাহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। সমস্ত স্তুতি ও প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

তায়াম্মুমের আয়াতের শানে নুযূল

কুরআন মাজীদে তায়াম্মুম সম্পর্কিত দুইটি আয়াত রহিয়াছে। একটি 'সূরা মায়িদায়' ও অন্যটি 'সূরা নিসার' আলোচ্য আয়াত। আলোচ্য আয়াতটিই পূর্বে নাযিল হইয়াছে। উহার প্রমাণ এই যে, আলোচ্য আয়াত মদ্যপান নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে নাযিল হইয়াছে। আর মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছিল হিজরী তৃতীয় সনে সংঘটিত ওহুদের যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পর মহানবী (সা) কর্তৃক বনূ নাযীর গোত্রের ইয়াহূদীদিগকে অবরোধ করিয়া রাখিবার কালে। পক্ষান্তরে সূরা মায়িদার বিশেষত প্রথমাংশ, অর্থাৎ যে অংশে তায়াম্মুম সম্পর্কিত আয়াত রহিয়াছে, উহা হইতেছে মহানবী (সা)-এর জীবনের শেষদিকে অবতীর্ণ কুরআন মাজীদের অংশসমূহের অন্যতম। উপরিউল্লিখিত কারণে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই তায়াম্মুম সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হইবার উপলক্ষ উল্লেখ করা যুক্তিসংগত। তাই এখানেই উহা উল্লেখ করিতেছি।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আয়েশা (রা) হযরত আসমা (রা) হইতে একটি কণ্ঠহার ধার লইয়াছিলেন। হঠাৎ উহা হারাইয়া গেল। রাসূলে আকরাম (সা) কতিপয় ব্যক্তিকে উহার সন্ধানে পাঠাইলেন। তাহারা উহা খুঁজিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল। তাহাদের নিকট পানি ছিল না। তাহারা বিনা উযূতেই নামায আদায় করিলেন। অতঃপর তাহারা এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বর্ণনা করিলেন। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। তখন হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে মঙ্গল দ্বারা পুরস্কৃত করুন। আল্লাহর শপথ! আপনার অমনোপূত যে বিপদই আপনার উপর আপতিত হইয়াছে, উহাতেই আল্লাহ আপনার ও অন্যান্য মুসলমানের জন্যে মঙ্গল নিহিত রাখিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সফরে বাহির হইলাম। 'বায়দা' অথবা 'যাতুল-জায়েশ' নামক স্থানে পৌঁছিবার পর আমার একটি কণ্ঠহার হারাইয়া গেল। উহার সন্ধানের প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবীগণ সেখানে যাত্রা বিরতি করিতে বাধ্য হইলেন। না আমাদের অবস্থানস্থলে পানি ছিল, আর না আমাদের সঙ্গে পানি ছিল। লোকেরা আমার আব্বা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হযরত আয়েশা (রা) কি কাণ্ড ঘটাইয়াছেন তাহা দেখিতেছেন না ? তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-সহ সকলকে এখানে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। অথচ না এখানে পানি আছে, আর না আমাদের সঙ্গে পানি আছে। ইহা শুনিয়া আমার আব্বা আমার নিকট আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন আমার উরুদেশে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। আব্বা বলিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-সহ সকল মানুষকে

আটকাইয়া রাখিয়াছ। অথচ না এখানে পানি আছে, আর না তাহাদের সঙ্গে পানি আছে। আব্বা আমাকে এইভাবে বেশ বকুনি দিলেন এবং আমার পার্শ্বদেশে মুষ্ঠাঘাত করিতে লাগিলেন। শুধু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মস্তক আমার উরুর উপর থাকিবার কারণে আমি নড়াচড়া করা হইতে বিরত রহিলাম। ভোর পর্যন্ত এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-সহ সকলে পানিবিহীন কাটাইলেন। এই অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করিলেন। সকলে তায়াম্মুম করিয়া নামায আদায় করিলেন। এই ঘটনায় হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) মন্তব্য করিলেন, হে আবূ বকরের পরিজন! ইহা তোমাদের প্রথম বরকত ও কল্যাণ নহে। ইতিপূর্বেও আয়েশার কল্যাণে আয়াত নাযিল হইয়াছে। এদিকে আমি যে উটটির উপর সওয়ার ছিলাম, উহাকে উঠাইয়া দেখি, উহার পেটের তলে হারটি পড়িয়া রহিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিমও ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'একদা রাসূলে পাক (সা) সফরে 'যাতুল-জায়েশ' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি ইয়ামানী মূল্যবান পাথরের হার সেখানে হারাইয়া গেল। হারের তালাশে লোকগণ সকাল পর্যন্ত সেখানে রহিয়া গেলেন। তাহাদের সহিত তখন পানি ছিল না। এই অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া তাঁহার রাসূলের প্রতি আয়াত নাযিল করিলেন। মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত উঠিয়া নিজেদের হাত মারিলেন এবং ঝাড়িয়া পরিষ্কার না করিয়াই উহা দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল এবং হাতের বহির্ভাগ স্কন্ধ পর্যন্ত ও উহার অন্তর্ভাগ বগল পর্যন্ত মাসেহ করিলেন।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত ইব্ন আবূ ইয়াকযান (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন আবূ ইয়াকযান (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে এক স্থানে অবস্থান করিতেছিলাম। এই অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি হার হারাইয়া গেল। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) ফজর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট স্থানে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর রাগান্বিত হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিবার অনুমতি দিয়া আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করিলেন। অতঃপর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, নিশ্চয়ই তুমি কল্যাণময়ী। তোমারই উপলক্ষে তায়াম্মুমের অনুমতি নাযিল হইয়াছে। অতঃপর আমরা একবার মাটিতে হাত মারিয়া মুখমণ্ডল মাসেহ করিয়াছি। আরেকবার মাটিতে হাত মারিয়া স্কন্ধ ও বগল পর্যন্ত হাত মাসেহ করিয়াছি।

অপর একটি হাদীস

হাকিম আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আসলা ইব্ন শরীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আসলা (রা) বলেন ঃ একদা সফরে আমি নবী করীম (সা)-এর উট চালাইবার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। তখন ছিল শীতের রাত্রি। এই অবস্থায় আমি বীর্যপাতে অপবিত্র হইয়া পড়িলাম। নবী করীম (সা) রওয়ানা হইতে মনস্থ করিলেন। অপবিত্র অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর উট চালনা করিতে আমার মন চাহিল না। আবার প্রচণ্ড শীতে গোসল করিলে আমার

মরিয়া যাইবার অথবা অসুস্থ হইয়া পড়িবার আশংকা ছিল। আমি জনৈক আনসারকে নবী করীম (সা)-এর উট চালনা করিতে বলিলে তিনি উহা চালনা করিতে লাগিলেন। এদিকে আমি পানি গরম করিয়া গোসল ক্রিয়া সম্পাদন করিলাম। তৎপর নবী করীম (সা)-এর কাফেলার সহিত মিলিত হইলাম। তিনি বলিলেন ঃ হে আসলা! কি হইল ? তোমার উট চালনার রীতি পরিবর্তিত হইয়া গেল যে! আমি নিবেদন করিলাম হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি উট চালনা করি নাই; জনৈক আনসার উহা চালাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, কেন ? আমি নিবেদন করিলাম, আমি বীর্যস্খলনে অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করিলে আমার জীবনের উপর বিপদের আশংকা ছিল বলিয়া তাহার উপর উট চালাইবার দায়িত্ব অর্পণ করত পানি গরম করিয়া গোসল করিয়াছি।' ইহাতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكْرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ...... اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا.

উক্ত হাদীস ভিন্ন সনদেও হযরত আসলা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

(٤٤) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ○

(٤٥) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ○

(٤٦) مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৪৪. "তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল? তাহারা ভ্রান্ত পথ ক্রয় করে এবং তোমরাও পথভ্রষ্ট হও, ইহাই তাহারা চাহে।"

৪৫. "আল্লাহ তোমাদের শত্রুদিগকে ভালভাবে জানেন। অভিভাবকত্বের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যেও আল্লাহই যথেষ্ট।"

৪৬. "ইয়াহূদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলির অর্থ বিকৃত করে ও বলে, 'শুনিলাম ও অমান্য করিলাম এবং শুনুন না শোনার মত'; আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করিয়া ও দীনের প্রতি ব্যঙ্গ করিয়া বলে, 'রায়িনা'। কিন্তু তাহারা যদি বলিত, 'শুনিলাম ও মান্য করিলাম এবং শুনুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন', তবে উহা তাহাদের জন্য উত্তম ও সংগত হইত। কিন্তু তাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। তাহাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাসী।"

তাফসীর ঃ ইয়াহূদী জাতির প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে আল্লাহ তা'আলার গযব ও ক্রোধ নাযিল হউক। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত জাতির একটি আত্মঘাতী, ধ্বংসকর ও জঘন্য চরিত্রের বর্ণনা দিতেছেন। তাহারা হিদায়াতের বিনিময়ে গুমরাহী খরিদ করে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর গুণাবলী ও পরিচয় সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তাহাদের নিকট রক্ষিত তথ্য ও জ্ঞানকে তাহারা গোপন রাখে। ফলে উহা দ্বারা তাহারাও উপকৃত হয় না। এই সত্য গোপন ও সত্য বর্জনে তাহাদের লাভ এই যে, উহা দ্বারা তাহারা পার্থিব মর্যাদা ভোগ ও অর্থ উপার্জন করিতে পারে। তাহাদের পুরোহিত শ্রেণী সাধারণ মানুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভেট-তোহফা হইতে বঞ্চিত হইবার আশংকায় সত্য নবী মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কিত তাহাদের প্রকৃত জ্ঞানকে গোপন করিয়া থাকে। তাহারা সাধারণ মানুষের নিকট হইতে পার্থিব স্বার্থ লাভ তথা ধন-সম্পদ উপার্জন করিবার ব্যবসা চালাইয়া যাইবার লোভে সত্যকে স্বীকার করা হইতে বিরত থাকে। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের মনে সত্য ও হিদায়াতের প্রতি রহিয়াছে বিদ্বেষ।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوْا السَّبِيْلَ

অর্থাৎ তাহারা নিজেরা যেমন সত্যকে মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জানায়, তেমনি চাহে যে, মু'মিনগণ রাসূলের মাধ্যমে তাহাদের নিকট অবতীর্ণ যে সত্যকে মানিয়া লইয়াছে এবং উহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, সেই সত্যকে তাহারাও ত্যাগ করুক এবং তাঁহার আনুগত্য হইতে নিজদিগকে বিরত রাখুক।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَاءِكُمْ অর্থাৎ 'কাহারা তোমাদের শত্রু ও অমঙ্গলকামী, তাহা আল্লাহ্ অন্য যে কাহারো চাইতে বেশি জানেন।' উপরিউক্ত ইহকাল-সর্বস্ব সত্যদ্বেষী ইয়াহূদী জাতি তোমাদের শত্রু। অতএব তাহাদের শত্রুতা হইতে সাবধান থাকিও যেন তাহারা তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়া সত্যচ্যুত ও বিপথগামী করিতে না পারে। আর যাহারা আল্লাহ্‌র উপর আস্থা স্থাপন করে এবং তাঁহার উপর নির্ভর করে, তিনি তাহাদের জন্যে উত্তম নির্ভরস্থল ও উত্তম আস্থাভাজন বটে।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا অর্থাৎ তদ্রূপ 'যাহারা তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাঁহার সহায়তা কামনা করে, তিনি তাহাদের উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

এখানে 'مِنْ' শব্দটি উহার পরবর্তী শব্দ সহযোগে একটি জাতিকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ هَادُوْا দ্বারা এখানে সমগ্র ইয়াহূদী জাতিকেই বুঝানো হইয়াছে। কালামে পাকের অন্যত্রও 'مِنْ' শব্দ এইরূপে উহার পরবর্তী শব্দ সহকারে একটি জাতিকে বুঝাইবার জন্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ

অর্থাৎ 'তোমরা অপবিত্র প্রতিমা শ্রেণী হইতে দূরে থাক।' এখানে مِنْ শব্দটি পরবর্তী اَلاَوْثَانِ শব্দ সহযোগে সমগ্র প্রতিমাশ্রেণীকে বুঝাইবার জন্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই—

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ

অর্থাৎ 'ইয়াহূদী জাতি আল্লাহ্‌র বাণীসমূহের বিকৃত অর্থ করে এবং অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট তাৎপর্যের বিরোধী তাৎপর্য উদ্ভাবন করে।' তাহাদের এইরূপ আচরণের পশ্চাতে রহিয়াছে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপের প্রবৃত্তি।

অতঃপর তাহাদের আরেক ঘৃণ্য মানসিকতার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

অর্থাৎ তাহারা বলে, 'হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার কথা শ্রবণ করিলাম; কিন্তু ইহা অমান্য করিলাম।' মুজাহিদ ও ইব্‌ন যায়দ (র) উহার এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ইহাই উহার সঠিক ব্যাখ্যা। তাহাদের উক্ত আচরণ তাহাদের চরম সত্য-বিদ্বেষ এবং আল্লাহ্‌র কিতাব গ্রহণে তাহাদের অস্বীকৃতির প্রমাণ বহন করে।

তাহাদের আরেক ঘৃণ্য আচরণ হইতেছে ঃ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ

অর্থাৎ তাহারা বলে, 'হে মুহাম্মদ! আমাদের কথা না শোনার মত শোন।' যাহহাক (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে উহার উক্তরূপে তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ ও হাসান (র) বলিয়াছেন ঃ অর্থাৎ তাহারা বলে, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের কথা শুন, কিন্তু আমরা তোমার কথা শুনিব না।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) মন্তব্য করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতাংশের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসংগত। ইব্‌ন জারীরের মন্তব্যই সঠিক। তাহাদের কথার ব্যাখ্যা যাহাই হউক, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সত্য দীন ও মহানবী (সা)-এর প্রতি বিদ্রূপ ও উপহাস। তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব পড়ুক।

তাহাদের আরেক ঘৃণ্য আচরণ হইতেছে ঃ

وَرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ

অর্থাৎ তাহারা রাসূলে পাক (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলে ঃ رَاعِنَا ইহার এক অর্থ হইতেছে 'আমাদের কথার প্রতি মনোযোগ দিন।' তাহারা রাসূলে পাক (সা)-এর মনে এই ধারণা দিতে চাহে যে, তাহারা উক্ত বচন দ্বারা তাঁহাকে উহাই বলিতে চাহিতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ব্যবহৃত رَاعِنَا বচন দ্বারা তাহারা রাসূলে পাক (সা)-কে সম্বোধন করিয়া উহা বলিত না। رَاعِنَا শব্দের আরেক অর্থ হইতেছে 'ওহে নির্বোধ!' প্রকৃতপক্ষে তাহারা রাসূলে করীম (সা)-কে সম্বোধন করিবার কালে উপরিউক্ত শব্দকে উক্ত অর্থেই ব্যবহার করিত। সূরা বাকারার-

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا

আয়াতে এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সত্যদ্বেষী ইয়াহূদীদের উপরিউক্ত গালি ও ব্যঙ্গোক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, তাহারা ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে জিহ্বা বক্র করিয়া দীন বা সত্যের বিষয়ে শ্লেষ প্রকাশ পূর্বক রাসূলে পাক (সা)-কে উত্যক্ত করে। অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً-

অর্থাৎ তাহারা যদি বিনয়ের সহিত বলিত, আমরা শুনিলাম ও মানিয়া লইলাম; কিংবা বলিত, আমাদের কথা শুনুন ও আমাদের কথায় মনোযোগ দিন, তবে উহা সত্যই তাহাদের জন্যে মঙ্গলকর হইত। কিন্তু মঙ্গল ও কল্যাণ হইতে তাহাদের হৃদয় অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাই যে ঈমান তাহাদিগকে উপকার প্রদান করিতে পারে, সে ঈমান তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।

فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً

অর্থাৎ 'তাহারা কমই ঈমান আনিবে।'

ইহার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ আয়াতাংশে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের ঈমান কল্যাণবহ হয় না।

(٤٧) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

(٤٨) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ○

৪৭. "ওহে কিতাবপ্রদত্ত লোক সকল! তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমরা উহার পূর্বেই ঈমান আন যখন আমি মুখমণ্ডল বিকৃত করিয়া সেইগুলিকে পিছনের দিকে ফিরাইয়া দিব অথবা শনিবারের বিধান অমান্যকারীদের যেরূপ লা'নত করিয়াছিলাম সেইরূপ লা'নত করিব। আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে।"

৪৮. "আল্লাহ তাঁহার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শরীক করে, সে নিঃসন্দেহে মহাপাপ করে।"

তাফসীর ঃ ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিকে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যে মহাগ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার প্রতি তোমরা ঈমান আনো। তোমাদের

নিকট যে সত্য ও সুসংবাদ রহিয়াছে, উহা তাহাকে তো সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। অতঃপর তাহারা ঈমান না আনিলে যে শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইতে পারে, তৎসম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি উহা আপতিত হইবার পূর্বেই সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্যে আলোচ্য আয়াতে তাহাদিগকে আহ্বান জানাইতেছেন। যেমন ঃ

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبْتِ-

কোন কোন তাফসীরকার বলিয়াছেন ঃ طمس الوجوه অর্থাৎ মুখমণ্ডলসমূহকে পরিবর্তন করিয়া দিবার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, উহাদিগকে পশ্চাৎদিকে ফিরাইয়া দেওয়া তথা চক্ষুসমূহকে তাহাদের পশ্চাৎদিকে ঘুরাইয়া দেওয়া। উক্ত তাৎপর্য অনুযায়ী মুখমণ্ডলসমূহকে পরিবর্তন করিয়া দেওয়া এবং উহাদিগকে পশ্চাৎদিকে ফিরাইয়া দেওয়া উভয় ক্রিয়া একই শাস্তিকে বুঝাইতেছে।

طمس الوجوه অর্থাৎ মুখমণ্ডলসমূহকে পরিবর্তন করিয়া দিবার তাৎপর্য ইহাও হইতে পারে যে, তাহাদের মুখমণ্ডলসমূহ এরূপ বিকৃত করিয়া দেওয়া যে, উহাতে চক্ষু, কর্ণ এবং নাসিকা কিছুই থাকিবে না। উক্ত তাৎপর্য অনুযায়ী তাহাদের মুখমণ্ডলসমূহকে বিকৃত করিয়া দেওয়া ও উহাকে পশ্চাৎদিকে ফিরাইয়া দেওয়া এই উভয় শাস্তিই তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

আওফী (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ نطمس الوجوها -এর তাৎপর্য হইতেছে আমি তোমাদের দৃষ্টিসমূহ অন্ধ করিয়া দিব। فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا অর্থাৎ অতঃপর উহাদিগকে পশ্চাৎদিকে ফিরাইয়া দিব। তাহাদের প্রত্যেকের পশ্চাৎদিকে দুইটি করিয়া চক্ষু বসাইয়া দিব আর তাহারা পশ্চাৎদিকে হাঁটিবে।

কাতাদা এবং আতিয়া আওফী (র)-ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপরিউক্ত শাস্তি চরমভাবে লাঞ্ছনাকর ও কষ্টদায়ক।

আয়াতে প্রকৃতপক্ষে উপমামূলকভাবে ইয়াহূদী-নাসারা জাতিসমূহের আত্মার বিকৃতি ও অধঃপতনের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের আত্মা সত্যের পিছনে চলার স্বাভাবিক গতি ত্যাগ করিয়া অসত্যের বিকৃত পথে উল্টা চলিতেছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন ঃ এখানে রূপক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন কুরআন পাকে অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلاً فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ.

অর্থাৎ 'আমি তাহাদের গলদেশে তওক পরাইয়া দিয়াছি। উহা তাহাদের চিবুক পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। অতএব তাহাদের শির উর্ধ্বমুখী হইয়া রহিয়াছে। আর আমি তাহাদের সম্মুখে একটি প্রাচীর ও তাহাদের পশ্চাতে একটি প্রাচীর রাখিয়া দিয়াছি। উহা দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি। অতএব তাহারা দেখিতে পারে না।'

উপরিউক্ত আয়াতে রূপকভাবে কট্টর কাফিরদের আত্মার সত্য বিমুখ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের উক্ত ব্যাখ্যা সঠিক হইলে আয়াতদ্বয়ের মধ্যে উল্লিখিত ধারার উপমার দিক দিয়া পরস্পর সাদৃশ্য রহিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ نطمس الوجوها অর্থাৎ তাঁহাদের মুখমণ্ডলসমূহ সত্য পথ হইতে ঘুরাইয়া দিব। فَنَرُدُّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا অর্থাৎ 'উহাদিগকে গুমরাহীর দিকে ও ভ্রান্ত পথের দিকে ফিরাইয়া দিব।' ইব্‌ন আবূ হাতিম বলিয়াছেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং হাসান (রা) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

সুদ্দী বলিয়াছেন ঃ فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا অর্থাৎ 'উহাদিগকে সত্য হইতে ফিরাইয়া রাখিব। তাহাদিগকে কাফির বানাইয়া দিব, যেরূপ তাহাদিগকে অতীতে বানর বানাইয়াছিলাম।'

আবূ যায়দ (র) বলিয়াছেন ঃ আয়াতে বর্ণিত শাস্তি হিসাবে তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা হিজাযের মাটি হইতে সিরিয়ায় বিতাড়িত করিয়া দেন। কথিত আছে, আলোচ্য আয়াত শুনিয়া কা'ব আহবার ঈমান আনিয়াছিলেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......ঈসা ইব্‌ন মুগীরা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আমরা ইব্‌রাহীমের সহিত 'কা'ব আহবার'-এর ইসলাম গ্রহণ লইয়া আলোচনা করিলাম। তিনি বলিলেন, কা'ব আহবার হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। একদা তিনি স্বীয় দেশ ইয়ামান হইতে বায়তুল মুকাদ্দাসে যাওয়ার পথে মদীনায় আগমন করিলেন। হযরত উমর (রা) তাহাকে বলিলেন, হে কা'ব! ইসলাম গ্রহণ কর। কা'ব বলিলেন, আপনাদের কিতাবেই তো আছে ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ط

অর্থাৎ 'যাহাদিগকে তাওরাত কিতাব মানিয়া চলিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, অথচ উহা মানিয়া চলে নাই তাহাদের অবস্থা সেই গর্দভের অবস্থার তুল্য, যে গর্দভ অনেকগুলি পুস্তক পৃষ্ঠে বহন করে।' সুতরাং আমাকে তো তাওরাত কিতাব মানিয়া চলিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা শুনিয়া হযরত উমর (রা) তাহাকে আর কিছু বলিতে গেলেন না। কা'ব গন্তব্যস্থলের দিকে চলিলেন। তিনি হিমস নামক স্থানে পৌঁছিবার পর জনৈক ব্যক্তিকে চিন্তিত অবস্থায় পাঠ করিতে শুনিলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبْتِ- وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلاً.

উক্ত আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তাহার উপর আপতিত হইতে পারে, এই ভয়ে কা'ব তখনই বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম। অতঃপর তিনি ইয়ামানে বসবাসকারী স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করত তাহাদিগকেও ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করাইয়া সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ ইদরীস আয়েযুল্লাহ্ আল-খাওলানী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ইদরীস বলেন ঃ আবূ মুসলিম আল-জালীলী কা'ব-এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি রাসূলে করীম (সা)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে কা'ব-এর বিলম্ব করিবার কারণে তাহাকে তিরস্কার করিতেন। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে রাসূলে পাক (সা)-এর যে গুণাবলী ও পরিচয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তিনি প্রকৃতই সেই গুণাবলী ও পরিচয়ের অধিকারী কিনা তাহা জানিতে একদা আবূ মুসলিম কা'বকে রাসূলে পাক (সা)-এর নিকট পাঠাইলেন। কা'ব বলেন, আমি মদীনায় আসিলাম। সেখানে জনৈক তিলাওয়াতকারীকে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا-

আমি অবিলম্বে গোসল করিলাম। আমার চেহারা বিকৃত হইয়া যাইতে পারে এই ভয়ে আমি নিজের চেহারায় হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিলাম। অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম।

আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহ কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান না আনিলে তাহাদের উপর যে সব শাস্তি নাযিল হইতে পারে, উহার আরেকটির বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبْتِ

অর্থাৎ যাহারা নিষিদ্ধ শনিবারে মৎস্য শিকারের ফন্দি বাহির করিয়া সীমালংঘন করিয়াছিল, তাহাদের উপর আমি যেরূপ গযব নাযিল করিয়াছিলাম, এই সকল আহলে কিতাব কাফিরদের প্রতি আমি সেইরূপে গযব নাযিল করিবার পূর্বে তাহারা যেন ঈমান আনে। উক্ত সীমালংঘনকারীদিগকে তাহাদের অপরাধের কারণে বানর ও শূকর বানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সূরা আরাফে তাহাদের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইবে।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ

وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلاً.

'আর আল্লাহ্র আদেশ বাস্তবায়িত হইয়াই থাকে।' অর্থাৎ তিনি যখন কোন আদেশ প্রদান করেন, তখন কেহই উহার বিরোধিতা করিতে পারে না এবং কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না।

আয়াতে শিরকের জঘন্যতা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ 'কেহ শিরক করিয়া আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। শিরক ভিন্ন অন্য যে কোন গুনাহ যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন।' আলোচ্য আয়াতের সহিত সংশ্লিষ্ট একাধিক হাদীস রহিয়াছে। নিম্নে উহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট তিন শ্রেণীর (বদ) আমলনামা রহিয়াছে। এক শ্রেণীর আমলনামার আল্লাহ আদৌ গুরুত্ব দেন না। অর্থাৎ তদনুযায়ী বান্দাকে শাস্তি দিবার ব্যাপারে আল্লাহ অনমনীয় হইবেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর আমলনামার একটি আমলও আল্লাহ বাদ দিবেন না এবং উহার হিসাব হইবে। তবে তৃতীয় শ্রেণীর আমলনামা আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না। যে শ্রেণীর আমলকে আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না, উহা হইতেছে আল্লাহ্‌র সহিত শিরক করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 'আল্লাহ তাঁহার সহিত শিরক করিবার অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না। উহা ভিন্ন অন্য যে কোন গুনাহ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন।' তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত শিরক করে, আল্লাহ তাহার উপর জান্নাত হারাম করিয়া দেন।' যে শ্রেণীর আমলের ব্যাপারে আল্লাহ এতটুকু পরোয়াও করিবেন না ও উহার জন্যে বান্দাকে শাস্তি দিবার ব্যাপারে তিনি অনমনীয় হইবেন না, উহা হইতেছে সরাসরি আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার বিষয়ে বান্দার নিজের উপর নিজে অবিচার করা। যেমন ঃ রোযা বা নামায ত্যাগ করা। এইরূপ অপরাধ ইচ্ছা করিলে আল্লাহ মাফ করিতে পারেন। আর যে শ্রেণীর আমলের একটুকুও আল্লাহ ছাড়িবেন না, উহা হইতেছে আল্লাহ্‌র এক বান্দা কর্তৃক আরেক বান্দার প্রতি যুলম বা অত্যাচার করা। এই শ্রেণীর অপরাধে প্রতিশোধ ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

ইমাম আহমদ (র) ভিন্ন অন্য কোন হাদীস সংকলক উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন নাই।

দ্বিতীয় হাদীস

আবূ বকর আল-বায্‌যার (র)......হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ অন্যায় তিন প্রকারের। এক প্রকারের অন্যায় আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না। আরেক প্রকারের অন্যায় আল্লাহ ক্ষমা করিতেও পারেন। আরেক প্রকারের অন্যায়ের একটিকেও আল্লাহ ছাড়িবেন না। যে প্রকারের অন্যায় আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না, উহা হইতেছে শিরক। আল্লাহ বলিয়াছেন, 'নিশ্চয়ই শিরক হইতেছে জঘন্য অপরাধ।' যে প্রকারের অন্যায় আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন, উহা হইতেছে বান্দা ও তাহার প্রতিপালক প্রভুর মধ্যকার বিষয়ে বান্দার নিজের প্রতি অন্যায় করা। পক্ষান্তরে যে প্রকারের অন্যায়কে আল্লাহ ছাড়িবেন না, উহা হইতেছে এক বান্দা কর্তৃক অপর বান্দার প্রতি অবিচার করা। এই প্রকারের অন্যায়ে আল্লাহ তা'আলা একজনের পক্ষ হইতে আরেকজনের উপর প্রতিশোধ লইবেন।

তৃতীয় হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত মুআবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রত্যেক গুনাহের ব্যাপারেই ক্ষমাপ্রাপ্তি আশা করা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি কাফির হইয়া মরে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে এবং তওবা ব্যতিরেকেই মরিয়া যায়, তাহার গুনাহ মাফ হইবার আশা করা যায় না।

ইমাম নাসাঈ সাফওয়ান ইব্‌ন ঈসা হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

চতুর্থ হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দা! যদি তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমার নিকট হইতে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা কর, তবে তোমার তরফ হইতে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধ ঘটে, আমি তাহা তোমার মঙ্গলের জন্যে ক্ষমা করিয়া দিব। হে আমার বান্দা! যদি তুমি পৃথিবীর ওজনের সমতুল্য পরিমাণে পাপ লইয়া আমার সহিত সাক্ষাত কর, কিন্তু শিরকের পাপ লইয়া না আস, তবে আমি পৃথিবীর ওজনের সমতুল্য ক্ষমা লইয়া তোমার সহিত সাক্ষাত করিব। উপরিউক্ত সনদে উক্ত হাদীস ইমাম আহমদ (র)-ই বর্ণনা করিয়াছেন।

পঞ্চম হাদীস

প্রথম সনদ ঃ ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র কোন বান্দা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই- বিশ্বাস লইয়া মরে, তবে সে নিশ্চয়ই বেহেশত প্রবেশ করিবে। আমি প্রশ্ন করিলাম, যদি সে ব্যভিচার করে এবং যদি সে চুরি করে তথাপি ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে তথাপি। নবী করীম (সা) এইরূপে তিনবার উহা বলিলেন। চতুর্থবার বলিলেন, আবূ যরের নিকট (ইহা) পসন্দনীয় না হইলেও। অতঃপর হযরত আবূ যর (রা) তাঁহার অধঃবাস টানিতে টানিতে এই বলিতে বলিতে বাহির হইলেন, আবূ যারের নিকট পসন্দনীয় না হইলেও।

হযরত আবূ যর (রা) ইহার পর উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার কালে বলিতেন, আবূ যরের নিকট ইহা পসন্দনীয় না হইলেও। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উক্ত হাদীসটি হুসায়ন (রা) হইতে উপরিউক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সনদ ঃ ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাত্রির প্রথমভাগে মদীনার প্রান্তর দিয়া রাসূলে পাক (সা)-এর সহিত পথ চলিতেছিলাম। আমরা উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকাইতেছিলাম। এমন সময়ে রাসূলে পাক (সা) ডাকিলেন ঃ ওহে আবূ যর! আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার আদেশ পালনের নিমিত্ত আপনার খিদমতে হাযির আছি। রাসূলে পাক (সা) বলিলেন ঃ ওই যে উহুদ পাহাড় দেখিতেছ, যদি উহা স্বর্ণ হইয়াও আমার মালিকানাধীনে আসে, তবে আমি উহার একটি স্বর্ণ-মুদ্রাও কাছে রাখিয়া তৃতীয় দিন অতিবাহিত করিতে পারিব না। হ্যাঁ, ঋণ পরিশোধের জন্য একটি স্বর্ণ-মুদ্রা রাখিয়া দিতে পারি। আমি উক্ত স্বর্ণের পর্বতকে আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এইরূপে বিতরণ করিয়া দিব- এই বলিয়া তিনি ডানদিকে, বামদিকে এবং সম্মুখে অঞ্জলি ছুঁড়িয়া মারিয়া ইঙ্গিত করিলেন।

অতঃপর আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। এক সময় নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হে আবূ যর! ধনী ব্যক্তিগণ কিয়ামতের দিনে দরিদ্র হইবে। তবে যাহারা এইরূপ করিবে, তাহারা

ছাড়া— এই বলিয়া তিনি ডানদিকে, সম্মুখে এবং বামদিকে অঞ্জলি বাড়াইয়া দিয়া ইঙ্গিত করিলেন।

অতঃপর আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। এক সময়ে নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হে আবূ যর! যে অবস্থায় আছ, তোমার নিকট আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সেই অবস্থায় থাক। নবী করীম (সা) হাঁটিতে হাঁটিতে আমার নিকট হইতে আড়ালে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে আমি একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। ভাবিলাম, সম্ভবত নবী করীম (সা) শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। ভাবিলাম, তাঁহার কাছে যাই। কিন্তু পরক্ষণেই আমার প্রতি তাঁহার এই নির্দেশ মনে পড়িল, তোমার নিকট আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করিও না। আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এক সময়ে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আমি যে আওয়াজ শুনিয়াছিলাম, তাহার কথা নবী করীম (সা)-কে জানাইলাম। তিনি বলিলেন ঃ যাহার আওয়ায শুনিয়াছ, তিনি হইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ)। আমার নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন, আপনার উম্মতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক না করা অবস্থায় ইন্তিকাল করিবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে দাখিল হইবে। আমি নিবেদন করিলাম, 'যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে, তথাপি ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ যদি সে ব্যভিচার এবং চুরি করে, তথাপি।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) রাবী আ'মাশ হইতে উপরিউক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাত্রিতে বাহিরে গিয়া দেখি, রাসূলুল্লাহ (সা) একাকী হাঁটিয়া যাইতেছেন। ভাবিলাম, তাঁহার সঙ্গে কেহ থাকুক ইহা তিনি পসন্দ করিতেছেন না। আমি তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিয়া জ্যোৎস্নার মধ্যে হাঁটিতে লাগিলাম। আমার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কে ? আমি নিবেদন করিলাম, আমি আবূ যর। আপনার জন্যে কুরবান হইতে আল্লাহ আমাকে তাওফীক দিন। তিনি বলিলেন ঃ ওহে আবূ যর! এদিকে আস। আমি তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ হাঁটিলাম। তিনি বলিলেন ঃ ধনীগণ কিয়ামতের দিনে দরিদ্র হইবে। তবে, যাহাকে আল্লাহ তা'আলা ধন দিবার পর সে উহাকে ডাইনে-বামে, সম্মুখে-পশ্চাতে চতুর্দিকে দান হিসাবে ছড়াইয়া দেয় এবং উক্ত ধনদ্বারা নেককাজ করে, তাহার প্রশ্ন আলাদা। তৎপর তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ হাঁটিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন ঃ এখানে বস। এই বলিয়া আমাকে প্রস্তর পরিবেষ্টিত একটি সমতল ভূমিতে বসাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন ঃ তোমার নিকট আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত এখানে বসিয়া থাক। তিনি মদীনার প্রান্তর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গেলেন। অনেক বিলম্বে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার কালে বলিতেছিলেন ঃ যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে। আমি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পর আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্যে কুরবান হইবার তাওফীক দিন। প্রান্তরের প্রান্তে কে কথা বলিল ? আমি একজনকে আপনার কথার উত্তর দিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিলেন, তিনি হইতেছেন জিবরাঈল। তিনি প্রান্তরের প্রান্ত হইতে আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আপনার উম্মতকে এই সুসংবাদ দিন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক

না করা অবস্থায় ইন্তিকাল করিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমি বলিলাম, হে জিবরাঈল! সে যদি চুরি এবং ব্যভিচার করে তথাপি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ! আমি বলিলাম, সে যদি চুরি এবং ব্যভিচার করে তথাপি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, এমন কি সে যদি মদ্যপান করে তথাপি।

ষষ্ঠ হাদীস

প্রথম সনদ ঃ আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)......হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নামে প্রবেশকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া দিবার মত ক্ষমতার অধিকারী আমল দুইটি কি কি ? তিনি বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মরিবে, তাহার জন্যে জান্নাতে প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কোনো কিছুকে শরীক করা অবস্থায় মরিবে, তাহার জন্যে জাহান্নাম অবশ্যম্ভাবী।

উল্লেখিত হাদীসটি এখানে অসম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইল। হাদীস সংকলক আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) তাঁহার সংকলিত 'মুসনাদ' গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসের অবশিষ্টাংশ সহ সম্পূর্ণ হাদীস উহাতে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত হাদীস উপরিউক্ত সনদে একমাত্র তিনিই বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সনদ ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র কোন বান্দা আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মরিয়া গেলে তাহার জন্যে নিশ্চিতভাবে জান্নাত হালাল হইয়া যাইবে। আল্লাহ চাহিলে তাহাকে শাস্তি দিবেন, আর চাহিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

তৃতীয় সনদ ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র).......হযরত জাবির (রা) হইতে 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন ঃ পর্দা না পড়িয়া যাওয়া পর্যন্ত বান্দার প্রতি আল্লাহ্র ক্ষমা অব্যাহত থাকে। তিনি জিজ্ঞাসিত হইলেন, হে আল্লাহ্র নবী! সেই পর্দা কি ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক করা। কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় তাঁহার সহিত মিলিত হইলে তাহার জন্যে আল্লাহ্র নিকট হইতে ক্ষমাপ্রাপ্তি হালাল হইয়া যাইবে। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্ছা করিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। অতঃপর রাসূলে পাক (সা) কালামে পাকের এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

সপ্তম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উক্ত হাদীস উপরিউক্ত সনদে একমাত্র ইমাম আহমদই বর্ণনা করিয়াছেন।

অষ্টম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের নিকট আগমন করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক প্রভু দুইটি জিনিসের যে কোন একটি বাছিয়া লইবার ব্যাপারে আমাকে ক্ষমতা দিয়াছেন। উহার একটি এই যে, আমার উম্মতের মধ্য হইতে সত্তর হাজার লোক আল্লাহ্র তরফ হইতে ক্ষমা পাইয়া বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। উহার আরেকটি হইতেছে আমার উম্মতের জন্যে তাঁহার নিকট সংরক্ষিত গোপন সুবিধা। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতিপালক প্রভু কি উহা গোপন রাখিবেন ? রাসূলে পাক (সা) বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাকবীর বলিতে বলিতে বাহির হইলেন। তৎপর বলিলেন ঃ আমার প্রতিপালক প্রভু প্রতি হাজারের সহিত আরও এক হাজার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। আর তাঁহার নিকট সংরক্ষিত গোপন সুবিধা সেইরূপই থাকিবে। রাবী আবূ রুহম হযরত আবূ আইয়ূব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ্র নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে সংরক্ষিত 'গোপন সুবিধা'-এর তাৎপর্য কি বলিয়া আপনার মনে হয় ? তাহার এই প্রশ্নে লোকে তাহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সংরক্ষিত গোপন সুবিধাটি কি, তাহা জানিবার তোমার দরকারটা কি ? হযরত আবূ আইয়ূব (রা) বলিলেন, লোকটিকে তোমরা রেহাই দাও। আমি আমার দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে সংরক্ষিত গোপন সুবিধার তাৎপর্য তোমাদিগকে বলিব। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সংরক্ষিত গোপন সুবিধা হইতেছে এই যে, তিনি বলিবেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই, আর মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল; পরন্তু তাহার অন্তরের বিশ্বাস তাহার সাক্ষ্যের অনুরূপ হয়, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

নবম হাদীস

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা একটি লোক নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল, আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র আছে। সে হারাম হইতে আত্মরক্ষা করে না। নবী করীম (সা) বলিলেন, তাহার ধর্ম কি ? লোকটি বলিল, সে নামায আদায় করে এবং আল্লাহকে এক বলিয়া বিশ্বাস করে। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তাহার নিকট তাহার ধর্মকে বিনামূল্যে চাও। উহাতে সে অসম্মতি জানাইলে উহা তাহার নিকট হইতে ক্রয় করো। লোকটি তাহার নিকট তাহার ধর্মকে চাহিলে সে কোনমতে উহা তাহাকে দিতে সম্মত হইল না। তখন সে আসিয়া নবী করীম (সা)-কে উহা জানাইল। তিনি বলিলেন ঃ তাহাকে তো আমি স্বীয় ধর্মে অবিচল দেখিলাম। এই ঘটনা উপলক্ষে নিম্ন আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ-

দশম হাদীস

হাফিয আবূ ইয়ালা (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা একটি লোক রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জীবনে কোন ইচ্ছাকে

এবং কোন ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বাদ দেই নাই। সবই করিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল ? তিনি তিনবার উক্ত প্রশ্ন করিলেন। লোকটি তিনবার উত্তর দিল, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন ঃ তোমার এই সাক্ষ্যই উপরিউক্ত সকল পাপকার্যের উপর জয়ী হইবে।

একাদশ হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হযরত যমযম ইব্‌ন জূশ ইয়ামানীকে বলিলেন, হে ইয়ামানী ! কাহাকেও বলিও না যে, আল্লাহ তোমাকে মাফ করিবেন না অথবা আল্লাহ তোমাকে কোনদিন বেহেশতে দাখিল করিবেন না। যমযম বলিলেন, হে আবূ হুরায়রা! আমরা রাগের মাথায় ভাই ভাইকে অথবা বন্ধু বন্ধুকে এইরূপ কথা তো বলিয়া থাকি। তিনি বলিলেন, না, উহা বলিও না। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ বনী ইসরাঈল গোত্রের দুইটি লোক ছিল। তাহাদের একজন ইবাদত- বন্দেগীতে কঠোর পরিশ্রমী ও সাধনাকারী ছিল, অন্যজন পাপাচারী ছিল। তাহাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। প্রথমোক্ত লোকটি শেষোক্ত লোকটিকে সর্বদা পাপকার্যে লিপ্ত দেখিত। সে তাহাকে বলিত, ওহে বন্ধু! তুমি পাপকার্য করিও না। শেষোক্তজন বলিত, আল্লাহর দোহাই! আমার কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। তুমি কি আমার পাহারাদার হইয়া প্রেরিত হইয়াছ ? অতঃপর একদিন প্রথমোক্তজন শেষোক্তজনকে একটি গুনাহ করিতে দেখিল। উহা ছিল তাহার দৃষ্টিতে বড় গুনাহ। সে তাহাকে বলিল, তোমার কপাল পুড়িয়াছে, তুমি পাপকার্য করিও না।' শেষোক্তজন বলিল, আল্লাহর দোহাই! আমার কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। তুমি কি আমার পাহারাদার হইয়াছ ? আবেদ লোকটি বলিল, আল্লাহর কসম! তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন না, অথবা কোনদিন বেহেশতে দাখিল করিবেন না। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠাইলেন। তিনি তাহাদের জান লইয়া গেলেন। তাহারা উভয়ে আল্লাহর দরবারে একত্রে উপস্থিত হইল। পাপী ব্যক্তিকে আল্লাহ বলিলেন, যাও, আমার রহমতে বেহেশতে প্রবেশ করো। আবেদ ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি কি গায়েবী খবর জানিতে ? আমার হস্তে সংরক্ষিত বিষয়ে তোমার কি কোন ক্ষমতা ছিল ? হে ফেরেশতাগণ! তোমরা ইহাকে দোযখে লইয়া যাও। রাসূল (সা) বলেন, যে আল্লাহর হাতে আবুল কাসিম মুহাম্মদের প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! সে ব্যক্তি এইরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করিয়াছিল, যাহা তাহার দুনিয়া ও আখিরাত সব ধ্বংস করিয়া দিল। ইমাম আবূ দাউদও উপরোল্লেখিত রাবী ইকরিমা হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বাদশ হাদীস

তাবারানী (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়াছে যে, আমি আল্লাহ গুনাহ মাফ করিয়া দিবার ক্ষমতার অধিকারী, তাহাকে আমি মাফ করিয়া দিব এবং ইহাতে আমি কাহারও পরোয়া করিব না। সে আমার সহিত কোন কিছুকে শরীক না করিলেই কেবল তাহার প্রতি আমার এই ক্ষমা অবারিত থাকিবে।

ত্রয়োদশ হাদীস

হাফিয আবূ বকর আল-বাযযার ও হাফিয আবূ ইয়ালা (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ কাহাকেও কোন কার্যের প্রতিদানে সওয়াব দিবার ওয়াদা করিয়া থাকিলে তাহা পূরণ করিবেনই। পক্ষান্তরে তিনি কাহাকেও কোন কার্যের প্রতিফল হিসাবে শাস্তি দিবার কথা বলিয়া থাকিলে সেক্ষেত্রে তিনি শাস্তি প্রদান ও ক্ষমা প্রদর্শন উভয়ের যে কোনটি করিতে পারেন।

উক্ত হাদীস আল-বায্যার ও আবূ ইয়া'লা ভিন্ন অন্য কোন হাদীস সংকলক বর্ণনা করেন নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ মানুষ হত্যাকারী, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারী, সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তির জন্য তাহাদের ক্ষমা না পাওয়া সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ করিতাম না। সেই অবস্থায় এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ–

অতঃপর সাহাবীগণ পাপী সম্পর্কে মন্তব্য প্রদান হইতে সংযত হইয়া গেলেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র)-ও উপরোল্লেখিত রাবী হায়সাম ইব্‌ন হাম্মাদ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে যাহাদের জন্যে দোযখ ওয়াজিব করিয়াছেন, তাহাদের শাস্তিভোগ সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ–

উক্ত আয়াত শুনিবার পর আমরা পাপী সম্পর্কে মন্তব্য প্রদান হইতে বিরত ও সংযত হইয়া গেলাম এবং এতদসম্পর্কীয় বিষয়সমূহকে আল্লাহর প্রতি ন্যস্ত করিলাম।

ইমাম বাযযার (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আমরা সাহবীগণ কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা হইতে বিরত থাকিতাম। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই আয়াত পড়িতে শুনিলাম ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ–

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমার উম্মতের কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্যে আমি কিয়ামতের দিন শাফা'আত করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

আবূ জাফর রাযী (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ যখন নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

'বল! হে আমার পাপাচারী বান্দাগণ! আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল শ্রেণীর পাপই ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাপরায়ণ।'

তখন জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর সহিত শরীক করিবার গুনাহও কি তিনি ক্ষমা করেন ? আল্লাহ্র রাসূল (সা) উহা পসন্দ করিলেন না। তিনি তখন তিলাওয়াত করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا-

ইব্ন জারীর (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া (র)-ও হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে একাধিক সনদে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

'সূরা যুমার'-এর উপরোল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত যাবতীয় পাপের ক্ষমা সম্পর্কীয় বিষয়টি তওবার শর্তে শর্তাধীন। কোন ব্যক্তি যে কোন গুনাহ সে যতবারই করিয়া থাকুক, আল্লাহ তাহার তওবা কবূল করেন। যাবতীয় গুনাহ মাফ হওয়া তওবার শর্তে শর্তাধীন না হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে, শিরকের গুনাহও তওবা ছাড়াই মাফ হইয়া যাইবে। অথচ সূরা নিসা-এর আলোচ্য আয়াতে বলা হইতেছে, আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করিবেন না এবং অন্যান্য গুনাহ মাফ করিবেন। অর্থাৎ শিরক ভিন্ন অন্য গুনাহ করিবার পর তওবা না করিয়া কেহ মরিয়া গেলে তিনি ইচ্ছা করিলে তওবা ব্যতীতই তাহার সেই গুনাহ মাফ করিয়া দিতে পারেন। এই দিক দিয়া 'সূরা নিসা'-এর আলোচ্য আয়াতের মধ্যে 'সূরা যুমার'-এর উল্লেখিত আয়াতের চাইতে ক্ষমা প্রাপ্তির অধিকতর আশার বাণী রহিয়াছে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا-

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শরীক গড়িয়া লয়, সে জঘন্য পাপের বিষয়কে গড়িয়া লয়।'

অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

'নিশ্চয়ই শিরক চূড়ান্ত অবিচার।'

বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলে করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন গুনাহ জঘন্যতম ? তিনি বলিলেন ঃ উহা এই যে, তুমি আল্লাহ্র সহিত কোন সমকক্ষ গড়িয়া লইবে। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাই সম্পূর্ণ হাদীস নহে। উহার অবশিষ্টাংশ উপরোক্ত সংকলনদ্বয়ে বর্ণিত রহিয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......সাহাবী হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি তোমাদিগকে কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে জঘন্যতম

গুনাহের পরিচয় দিতেছি। উহা হইতেছে আল্লাহর সহিত শরীক গড়িয়া লওয়া। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا-

অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আর মাতাপিতার প্রতি অসদাচরণ। তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ..... اِلَىَّ الْمَصِيْرُ.

'তুমি আমার প্রতি ও তোমার জনক-জননীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাক। আমার দিকেই তোমাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

(٤٩) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

(٥٠) اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۚ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

(٥١) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ۝

(٥٢) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ۝

৪৯. "তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহারা নিজেদিগকে পবিত্র মনে করে ? না, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা, পবিত্র করেন। এবং তাহাদের উপর সামান্যও যুলম করা হইবে না।"

৫০. "দেখ! তাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা উদ্ভাবন করে; এবং প্রকাশ্য পাপ হিসাবে ইহাই যথেষ্ট।"

৫১. "তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা জিবত ও তাগূতে বিশ্বাস করে; আর তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সম্বন্ধে বলে যে, ইহাদেরই পথ বিশ্বাসীদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর।"

৫২. "ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং আল্লাহ যাহাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি কখনো তাহার কোন সাহায্যকারী পাইবে না।"

তাফসীর ঃ হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত ইয়াহূদী ও নাসারা জাতির নিম্নোক্ত দাবি প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা বলিত ঃ

نَحْنُ اَبْنٰؤُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهٗ-

'আমরা আল্লাহর পুত্র তুল্য ও তাঁহার স্নেহভাজন।'

তাহারা আরও বলিত ঃ

لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارٰى–

'ইয়াহূদী বা নাসরা ভিন্ন অন্য কেহ কিছুতেই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।'

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারা জাতি নামাযে ও অন্যান্য দু'আয় অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগকে সম্মুখে রাখিত এবং তাহাদিগকে ইমাম বানাইত। তাহারা বলিত, ইহারা নিষ্পাপ। ইকরিমা ও আবূ মালিক (র)-ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) তাঁহাদের উপরোক্ত অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন।

আওফী (র).......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ বলিত, 'আমাদের মৃত অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানগণ আল্লাহর নিকট নৈকট্য লাভের মাধ্যমে কিয়ামতের দিনে আমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিবে এবং আমাদিগকে পবিত্র করিবে। তাহাদের এই দাবি প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন জারীর (র)-ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীগণ তাহাদের কিশোরদিগকে নামাযে ইমাম বানাইত ও তাহাদের কারণে নিজদিগকে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত মনে করিত। তাহারা বলিত, আমাদের কোন অপরাধ বা গুনাহ নাই। তাহাদের এই দাবি ছিল মিথ্যা। আল্লাহ্ বলেন, কোন নিষ্পাপ ব্যক্তির ওসীলায় আমি কোন পাপী ব্যক্তিকে পবিত্র করি না। তাহাদের উপরোক্ত মিথ্যা দাবি প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলিয়াছেন ঃ মুজাহিদ, আবূ মালিক, সুদ্দী, ইকরিমা এবং যাহ্হাক হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যাহ্হাক (র) বলিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ বলিত, আমাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের যেমন কোন পাপ নাই, আমাদেরও সেইরূপ কোন পাপ নাই। তাহাদের উক্ত দাবি প্রসঙ্গ আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন।

কেহ কেহ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত স্তুতির নিন্দায় অবতীর্ণ হইয়াছে। মুসলিম শরীফে হযরত মিকদাদ ইব্ন আস্ওয়াদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, রাসূলের করীম (সা) স্তুতিকারীদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন।

আবূ বাকরা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিতে শুনিয়া বলিলেন ঃ তোমার সর্বনাশ হউক। তোমার বন্ধুর গর্দান কাটিয়া দিলে! অতঃপর বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ স্বীয় বন্ধুর প্রশংসা করিতে চাহিলে সে যেন বলে, তাহাকে আমার এইরূপ বলিয়া মনে হয়। আল্লাহ্র উপর বাড়িয়া গিয়া কেহ যেন কাহারও প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা না করে।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বলে আমি মু'মিন, সে কাফির। যে ব্যক্তি বলে, আমি জ্ঞানী, সে মূর্খ। যে ব্যক্তি দাবি করে, 'আমি জান্নাতী, সে দোযখী।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ মানুষের জন্যে অধিকতর ভয়ঙ্কররূপে যে ব্যাপারে আমার ভয় হয়, তাহা হইতেছে তাহার আত্মম্ভরিতা। যে ব্যক্তি সদম্ভে বলে, আমি মু'মিন, সে কাফির। যে ব্যক্তি বলে, আমি জান্নাতী, সে দোযখী।

ইমাম আহমদ (র)......মা'বাদ আল-জুহানী হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত মুআবিয়া (রা) রাসূলে করীম (সা) হইতে খুব কম হাদীস বর্ণনা করিতেন। তবে তিনি প্রায় প্রতি জুমু'আর দিনে রাসূলে করীম (সা) হইতে নিম্নোক্ত কথাগুলি বর্ণনা করিয়া শুনাইতেন ঃ

আল্লাহ্ কাহারও প্রতি কল্যাণ করিতে চাহিলে তাহাকে দীন সম্পর্কীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। আর এই যে ধন-সম্পত্তি দেখো, উহা সুস্বাদু ও আকর্ষণীয়। কেহ ন্যায় পথে উহা গ্রহণ করিলে উহাতে তাহাকে বরকত প্রদান করা হয়। আর তোমরা স্তব-স্তুতি হইতে দূরে থাকিও। কারণ উহা হইতেছে স্তুতিপ্রাপ্তকে যবেহ করিয়া দিবার শামিল।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......শু'বা (র) হইতে বর্ণনা করেন এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اياكم والتمادح – فانه الذبح

'তোমরা স্তব-স্তুতি হইতে দূরে থাকো। কারণ উহা হইতেছে প্রশংসিত ব্যক্তিকে যবেহ করিয়া দেওয়া।'

উপরিউক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী মা'বাদ হইতেছেন মা'বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উয়াইম আল-বাসরী আল-কাদরী।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ একটি লোক সকালবেলায় নিজের দীন লইয়া বাহির হয়। অতঃপর দিনশেষে দীনের সবটুকু হারাইয়া প্রত্যাবর্তন করে। সে এমন কোন লোকের সহিত সাক্ষাত করে যাহার কোন উপকার করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। অতঃপর সে তাহাকে খুশি করিতে গিয়া বলে, আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই আপনি এইরূপ ও এইরূপ। সে হয়ত তাহার দ্বারা কোনরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধি ব্যতিরেকেই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে। পক্ষান্তরে সে স্বীয় কার্য দ্বারা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। অতঃপর হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ اِلٰى اخر الاية

এতদসম্পর্কীয় বিস্তারিত আলোচনা নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আসিবে ঃ

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ – هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ 'বরং আল্লাহ পাকই যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করিয়া থাকেন।' কারণ তিনি সকল বিষয়ের রহস্য ও অন্তর্নিহিত তথ্য সম্পর্কে অধিকতম অবগত রহিয়াছেন!

অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

অর্থাৎ 'সামান্যতম পারিশ্রমিক হতে বঞ্চিত করিয়াও আল্লাহ তা'আলা কাহারও প্রতি অবিচার করিবেন না।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমা, আতা, হাসান, কাতাদা এবং পূর্বসূরী একাধিক ভাষাবিদ বলিয়াছেন ঃ فتيل শব্দের অর্থ হইল খেজুরের বীচির দ্বিখণ্ডিত অংশের ফাঁকে

অবস্থিত সামান্যতম বস্তু। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, فتيل হইল দুই অঙ্গুলির ফাঁকে অবস্থিত সামান্যতম কোন বস্তু। উভয় অর্থ প্রায় একরূপ।

পঞ্চাশতম আয়াতে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ইয়াহূদী ও নাসারা জাতির যে মিথ্যা আরোপের কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহা তাহাদের বিভিন্নরূপ জঘন্য বক্তব্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে নানারূপ অসত্য ও অযৌক্তিক কথা প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা নিজদিগকে পবিত্র বলিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র পুত্রতুল্য ও তাঁহার স্নেহভাজন বলিয়াছে। তাহারা আরও বলিয়াছে ঃ ইয়াহূদী বা নাসারা ভিন্ন অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহারা ইহাও বলিয়াছে যে, 'সামান্য কয়েকদিন ছাড়া অগ্নি আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।' তাহারা নিজেদের বাপ-দাদার নেককাজের উপর ভরসা করিত। অথচ, আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পিতার নেকী পুত্রের কোন উপকার আসিবে না ঃ

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ط وَلاَ تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

'উহারা হইতেছে অতীত উম্মত। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে, তাহারা শুধু তাহাই পাইবে, আর তোমরা যাহা অর্জন করিয়াছ, তোমরা শুধু তাহাই পাইবে। তাহাদের কার্যের জন্যে তোমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে না।'

সুতরাং উপরোল্লিখিত ধারণা ও প্রচারণা হইতেছে আল্লাহ্‌র প্রতি তাহাদের মিথ্যারোপ।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ وَكَفٰى بِهٖ اِثْمًا مُّبِيْنًا

অর্থাৎ তাহাদের উক্ত বক্তব্যই সুস্পষ্ট অসত্য ও পরিষ্কার মিথ্যারোপ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ الجبت। অর্থ যাদু ও الطاغوت। অর্থ শয়তান। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, আতা, ইকরিমা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, শা'বী, হাসান, যাহহাক এবং সুদ্দী (র) হইতেও উহাদের উপরিউক্তরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, আতা, ইকরিমা, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, শা'বী, হাসান এবং আতিয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে, الجبت। হইল শয়তান।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) উহাকে হাবশী ভাষার শব্দ বলিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, الجبت। অর্থ শিরক বা প্রতিমা।

শা'বী (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ الجبت। অর্থ গণক।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, الجبت। বলিতে হুয়াই ইব্‌ন আখতাবকে বুঝানো হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, الجبت। বলিতে কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে বুঝানো হইয়াছে।

আল্লামা আবূ নাসের ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন হাম্মাদ আল-জাওহারী তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'সিহাহ'-এ বলিয়াছেন, الجبت। শব্দটি প্রতিমা, গণক, যাদুকর এবং অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ

الطيرة والعيافة والطرق من الجبت

অর্থাৎ কোন বস্তু বা প্রাণী হইতে শুভাশুভ অর্থ গ্রহণ করা, বিভিন্ন শ্রেণীর পাখির নাম ও আচরণকে ভবিষ্যত শুভাশুভের প্রতীক মনে করা এবং মাটিতে দাগ কাটিয়া অদৃশ্য বিষয় গণনা করা ইত্যাকার কার্য الجبت -এর অন্তর্ভুক্ত। الجبت আরবী শব্দ নহে। কারণ উহাতে الجيم ও التاء অক্ষরদ্বয়ের মধ্যে জিহবার অগ্রভাগ হইতে উচ্চার্য কোন অক্ষর নাই। কোন শব্দে التاء ও الجيم অক্ষরদ্বয়ের এইরূপ সমাবেশ আরবী ভাষার বৈশিষ্ট্যের বিরোধী।

আল্লামা আবূ নসর (র) কর্তৃক উদ্ধৃত উপরিউক্ত হাদীসের সনদ নিম্নরূপ ঃ ইমাম আহমদ (র)......হযরত কাবীসা ইব্ন মুখারিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্র নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ

ان العيافة الطرق والطيرة من الجبت

আওফ (র) বলিয়াছেন ঃ العيافه অর্থ ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ণয়কল্পে আকাশে পক্ষী উড়ানো। তেমনি الطرق অর্থ ভাগ্য ইত্যাদির গণনার উদ্দেশ্যে মাটিতে চিহ্নিত দাগ।

হাসান (র) বলিয়াছেন ঃ الجبت 'অর্থ শয়তানের আওয়ায।' ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে এবং ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ (র) তাঁহাদের হাদীস সংকলন 'সুনান'-এ আওফ আল-আ'রাবী (র) হইতে উপরোল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে 'সূরা বাকারা'-এ الطاغوت সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আবূ হাতিম (র)......আবূ যুবায়র হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে الطاغوت শব্দের বহু বচন الطواغيت -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, 'ইহারা হইতেছে সেই সকল ভবিষ্যদ্বক্তা যাহাদের নিকট শয়তান আগমন করে।

মুজাহিদ বলিয়াছেন ঃ الطواغيت হইতেছে মনুষ্যরূপধারী শয়তান। সাধারণ মানুষ নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তির আবেদন লইয়া যাহার কাছে যায় এবং যে তাহাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হিসেবে তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করে।

ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ الطاغوت হইতেছে আল্লাহ ভিন্ন অন্য যে কোনো উপাস্য শক্তি।

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هٰؤُلَاءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا سَبِيلًا-

অর্থাৎ 'তাহারা কাফিরদিগকে মুসলিমদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়।' এই শ্রেষ্ঠত্ব দিবার কারণ এই যে, তাহারা জাহিল ও অজ্ঞ; তাহাদের মধ্যে ধার্মিকতা নাই। তাহাদের নিজেদের নিকট যে কিতাব রহিয়াছে, উহাকেও তাহারা সত্য বলিয়া মানে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হুয়াই ইব্ন আখতাব এবং কা'ব ইব্ন আশরাফ এই দুই চরম ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তি মক্কাবাসীদের নিকট আগমন করিলে মক্কাবাসীগণ তাহাদিগকে বলিল, তোমরা হইতেছ কিতাবধারী ও জ্ঞানবান

জাতি। আচ্ছা! আমাদের সঠিক অবস্থান এবং মুহাম্মদের সঠিক অবস্থান আমাদিগকে বলিয়া দাও তো। কাফিরদ্বয় জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কার্যাবলীই বা কি আর মুহাম্মদের কার্যাবলীই বা কি? মক্কাবাসীগণ বলিল, আমরা রক্ত-সম্পর্ক রক্ষা করি; অতিথির জন্যে স্বাস্থ্যবতী-সবল উষ্ট্রী যবেহ করি; অতিথি ও পথিককে তক্র পান করাই; দাসকে মুক্ত করি এবং হজ্জযাত্রীদিগকে পানিপান করাই। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ হইল নিষ্ঠুর। সে আমাদের মধ্যকার রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, আর হজ্জযাত্রীদের মধ্যে চৌর্যবৃত্তি চালনাকারী 'গিফার' গোত্রের লোকেরা তাহাকে নেতা মানিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখন বলো, আমরা তাহার চাইতে অধিক ভালো, না সে আমাদের চাইতে অধিকতর ভালো? কাফিরদ্বয় বলিল ঃ তোমরাই তাহার চাইতে অধিকতর ভালো ও ন্যায়ানুসারী। তাহাদের এই উক্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ اِلٰى اٰخِرِ الاية-

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ একদল পূর্বসূরী তাফসীরকার হইতে একাধিক সনদে উপরোল্লিখিত আয়াতের উপরিউক্ত শানে নুযূল বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা কা'ব ইব্ন আশরাফ মক্কায় আগমন করিলে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা তাহাকে বলিল, স্বগোত্র ত্যাগী ও সম্পর্কচ্ছেদক এই ব্যক্তি (মহানবী সা) সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? সেতো মনে করে, সে আমাদের চাইতে অধিকতর ভালো। অথচ আমরা কা'বা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকি, হজ্জযাত্রীদের সেবা করিয়া থাকি এবং তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে পানিপান করাইয়া থাকি।

কা'ব ইব্ন আশরাফ বলিল, তোমরা তাহার চাইতে অধিকতর ভালো। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল হইল ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ ...... فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا-

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ-

'নিঃসন্দেহে তোমার শত্রুই নাম-চিহ্নবিহীন থাকিবে।'

ইব্ন ইসহাক (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ খন্দকের যুদ্ধে যে সকল কাফির মুসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্যে কুরায়শ, গাতফান এবং বনু কুরায়যা গোত্রসমূহের লোকদিগকে একত্রিত করিতে নেতৃত্ব দিয়াছিল, তাহারা হইতেছে হুয়াই ইব্ন আখতাব, সালাম ইব্ন আবুল হুকায়েক, আবূ রাফে', রাবী ইব্ন আবুল হুকায়েক, আবূ আমের, ওয়াহওয়াহ আবূ আমির ও হাওযা ইব্ন কায়স। ওয়াহওয়াহ আবূ আমির এবং হাওযা ছিল বনূ ওয়ায়েল গোত্রীয়। তাহারা কুরায়শ গোত্রের লোকদিগকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিবার নিমিত্ত তাহাদের নিকট পৌঁছিলে তাহারা জানিতে পারিল যে, উহারা ইয়াহূদী জাতির পণ্ডিত-পুরোহিত এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ সম্পর্কে তাহাদের নিকট ইলম রহিয়াছে। তাই তাহারা তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের ধর্ম কি শ্রেষ্ঠতর, না মুহাম্মদের ধর্ম শ্রেষ্ঠতর?

তাহারা বলিল, তোমাদের ধর্ম তাহার ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং তোমরা তাহার চাইতে ও তাহার অনুসারীদের চাইতে অধিকতর সত্যপথপ্রাপ্ত। এই প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াতসমূহ নাযিল হইল ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ - الى قوله تعالى - وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا.

বায়ান্নতম আয়াতে উপরিউক্ত ইয়াহূদীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত পতিত হইবার এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদের কোন সাহায্যকারী না থাকিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের এই দুর্ভাগ্যের কারণ এই যে, তাহারা সত্যের আলো নির্বাপিত করিবার উদ্দেশ্যে মুশরিকদের নিকট সাহায্য চাহিতে গিয়া শুধু তাহাদিগকে নিজেদের দলে ভিড়াইবার জন্যেই উপরিউক্ত মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছিল। কুরায়শ গোত্র তাহাদের প্ররোচনায় সাড়া দিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও আসিয়াছিল। তাই তাহাদের আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্যে নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে লইয়া মদীনার চতুষ্পার্শ্বে পরিখা খনন করিয়াছিলেন। অবশ্য তাহাদের উদ্দেশ্যকে বানচাল করিয়া দিবার জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট ছিলেন। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا-

'আর আল্লাহ কাফিরদিগকে ব্যর্থ মনোরথ করিয়া তাহাদের ক্রোধসহ তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া দিলেন। মু'মিনদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহই পরাক্রমশালী ও প্রতাপান্বিত।'

(٥٣) اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ۙ

(٥٤) اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ۝

(٥٥) فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۭ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ۝

৫৩. "তবে কি তাহাদের রাজশক্তিতে কোন অংশ আছে ? সে ক্ষেত্রেও তো তাহারা কাহাকেও এক কপর্দকও দিবে না।"

৫৪. "অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যাহা দিয়াছেন, সে জন্যে কি তাহারা তাহাদিগকে ঈর্ষা করে ? ইব্রাহীমের বংশধরকেও তো কিতাব ও হিকমত প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বিশাল রাজ্য দান করিয়াছিলাম।"

৫৫. "অতঃপর তাহাদের কতক উহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং কতক উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। ভস্মীভূত করার জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট।"

তাফসীর ঃ ইয়াহূদী জাতির কৃপণতার স্বভাবের বর্ণনা দিতে গিয়া আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করিতেছেন, তাহারা কি আল্লাহ্র রাজত্বের একাংশের মালিক হইয়াছে ? মূলত তাহারা উহার মালিক নহে। তাহারা উহার মালিক হইলে মানুষকে, বিশেবত মুহাম্মদ (সা)-কে সামান্যতম বস্তুও দান করিত না। نَقِيْرًا শব্দের অর্থ খেজুরের বীচির পৃষ্ঠের উপর অবস্থিত সামান্যতম আবরণতুল্য বস্তু। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং অধিকাংশ মুফাস্সির উহার উপরিউক্ত অর্থ করিয়াছেন।

অনুরূপভাবেই অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বরিয়াছেন ঃ

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْ اِذًا لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ.

অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর রহমতের ভাণ্ডারসমূহের মালিক হইলে উহা শেষ হইয়া যাইবে এই ভয়ে তোমরা উহা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইতে না।' প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র ভাণ্ডার শেষ হইবার নহে; কিন্তু তোমরা নিজেদের কৃপণ প্রবৃত্তির কারণেই এইরূপ করিতে। কাফিরদের উক্ত কৃপণ প্রবৃত্তির কথাই নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا.

অর্থাৎ 'মানুষ তাহার স্বভাবে বড়ই কৃপণ।'

চুয়ান্নতম আয়াতে যে ঈর্ষার কথা উল্লিখিত হইয়াছে উহা হইতেছে, আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) কর্তৃক প্রাপ্ত রিসালাত ও নবুওয়াতের প্রতি ইয়াহূদী জাতির ঈর্ষা। মহানবী (সা) ইসরাঈল গোত্রভুক্ত ছিলেন না; তিনি ছিলেন আরব। এই কারণে ইয়াহূদী জাতি তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল এবং তাহাদের এই ঈর্ষা তাহাদের ঈমান গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ইমাম তাবারানী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আয়াতের অন্তর্গত اَلنَّاسُ শব্দ দ্বারা আমাদিগকে বুঝানো হইয়াছে, অন্য লোকদিগকে বুঝানো হয় নাই।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ইয়াহূদী জাতির ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বর্ণনা প্রদান করিবার পর আল্লাহ বলিতেছেন ঃ

فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا-

অর্থাৎ বনী ইসরাঈল গোত্রের মধ্যে আমি অনেক নবী পাঠাইয়াছি এবং তাহাদের প্রতি তাহাদের নবীদের মাধ্যমে অনেক কিতাব নাযিল করিয়াছি। নবীগণ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও হিকমতের সাহায্যে তাহাদের মধ্যে ফায়সালা দিতেন। বনী ইসরাঈলের মধ্যে অনেককে আল্লাহ তা'আলা নেক্কার বাদশাহও বানাইয়াছেন। এতদসত্ত্বেও একদল আল্লাহ্র উক্ত নি'আমত ও অবদানকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে বটে, কিন্তু অপর একদল উহাকে সত্য কিংবা আল্লাহ্র নিআমত হিসাবে গ্রহণ করে নাই। এমন কি উহার প্রতি ঈমানও আনে তাই। অতএব তাহারা বনী ইসরাঈল বহির্ভূত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর উপর কিরূপে ঈমান আনিবে ? মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ

— এই আয়াতের অর্থ এই যে, তাহাদের কেহ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছে, আবার কেহ তাঁহার উপর ঈমান আনে নাই। যাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই, তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের তুলনায় সত্য ধর্ম ও উহার বাহক মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অধিকতর বিদ্বেষী। আর এই কারণেই তাহাদিগকে সতর্ক করিতে আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا.

অর্থাৎ তাহাদের সত্য বিদ্বেষ এবং আল্লাহ্র কিতাবসমূহ ও তাঁহার রাসূলগণের বিরোধিতার শাস্তির জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট।

(٥٦) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

(٥٧) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ؗ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ۝

৫৬. "যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, অগ্নি তাহাদিগকে শীঘ্রই দগ্ধ করিবে। যখনই তাহাদের চর্ম ভস্মীভূত হইবে, তখনই উহার স্থলে নূতন চর্ম সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

৫৭. "যাহারা ঈমান আনে ও নেককাজ করে, শীঘ্রই তাহাদিগকে সেই জান্নাতে দাখিল করিব যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। সেখানে তাহাদের জন্যে পবিত্র সঙ্গী থাকিবে এবং তাহাদিগকে স্থায়ী স্নিগ্ধ ছায়ায় দাখিল করিব।"

তাফসীর ঃ কিয়ামতের দিনে যে পাপের কারণে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জাহান্নামে দহন করিবেন, আয়াতে তাহা বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলদিগকে গ্রহণে বিমুখ রহিয়াছে, আমি তাহাদিগকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইব। অতঃপর তিনি তাহাদের শাস্তির স্থায়িত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, যখনই তাহাদের গায়ের চামড়া পুড়িয়া খতম হইয়া যাইবে, তখনই উহার পরিবর্তে তাহাদের গায়ে নূতন চামড়া সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা বারংবার আযাবের স্বাদ পাইতে পারে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জাহান্নামে কাফিরদের চামড়া পুড়িয়া শেষ হইবার পর তদস্থলে কাগজের ন্যায় সাদা নূতন চামড়া দেওয়া হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হাসান (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জাহান্নামে প্রতিদিন কাফিরদের চামড়া পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইবে। দৈনিক সত্তর হাজারবার চামড়া পোড়ানো হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হাসান (রা) হইতে বর্ণিত ব্যাখ্যায় ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহাদের চামড়া শেষ হইবার পর তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা যেমন ছিলে তেমন হইয়া যাও। ইহাতে তাহারা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর সম্মুখে নিম্নের আয়াত পাঠ করিল ঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا-

হযরত উমর (রা) বলিলেন, উক্ত আয়াত আবার পড়। সে উহা পুনরায় পড়িল। তখন হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বলিলেন, এই আয়াতের তাফসীর আমার জানা আছে। প্রতি ঘণ্টায় তাহাদের চামড়া একশতবার পরিবর্তিত হইবে। হযরত উমর (রা) বলিলেন, নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে আমিও এইরূপ শুনিয়াছি।

ইব্ন মারদুবিয়া (র) উপরিউক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী হিশাম ইব্ন আম্মার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া উপরিউক্ত হাদীস ভিন্নরূপ সনদে এবং ভিন্নরূপ শব্দেও ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর সম্মুখে নিম্নের আয়াত পাঠ করিল ঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ-

হযরত উমর (রা) বলিলেন, উহা পুনরায় পড়। সেখানে কা'বও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমীরুল মু'মিনীন! এই আয়াতের তাফসীর আমার জানা আছে। ইসলাম গ্রহণ করিবার পূর্বে আমি উহা পড়িয়াছিলাম। হযরত উমর (রা) বলিলেন, হে কা'ব! তোমার জানা তাফসীর পেশ করো। রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট হইতে যেরূপ শুনিয়াছি, তুমি সেইরূপ বলিলে তোমার তাফসীর মানিব। নতুবা উহার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করিব না। কা'ব বলিলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি উহা পড়িয়াছি। উহার তাফসীর এই ঃ তাহাদের চামড়া প্রতি ঘণ্টায় একশত বিশবার পরিবর্তিত হইবে। হযরত উমর (রা) বলিলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট হইতে আমিও এইরূপই শুনিয়াছি।

রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন ঃ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, প্রত্যেক কাফিরের চামড়া চল্লিশ হাত গাঢ় এবং দাঁত সত্তর হাত পুরু হইবে। তাহার পেট এত বড় হইবে যে, উহার মধ্যে একটি পর্বতও রাখা যাইবে। তাহাদের চর্ম অগ্নি কর্তৃক নিঃশেষে প্রজ্বলিত হইবার পর তদস্থলে নূতন চর্ম প্রদত্ত হইবে। নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হাদীসে উহার চাইতে অধিকতর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন ঃ দোযখবাসীদের দেহ সেখানে এত বিশাল করিয়া দেওয়া হইবে যে, একজন দোযখবাসীর কর্ণলতি হইতে তাহার স্কন্ধদেশের দূরত্ব সাতশত বৎসরের পথ হইবে। তাহার

চামড়া সত্তর হাত পুরু হইবে। তাহার দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য হইবে। উক্ত হাদীসটি উপরিউক্ত সনদে শুধু ইমাম আহমদই বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলিয়াছেন ঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ -

— এই আয়াতের جلد শব্দের অর্থ হইতেছে পোশাক। অর্থাৎ যখনই তাহাদের পোশাকসমূহ পুড়িয়া. শেষ হইয়া যাইবে, তাহাদিগকে তদস্থলে নূতন পোশাক প্রদান করা হইবে। ইমাম ইব্ন জারীর (র) তাঁহার গ্রন্থে উক্ত তাফসীর উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত তাফসীর গ্রহণীয় নহে। কারণ, উহা স্বাভাবিক অর্থের বিপরীত।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا.

এই অংশে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেককাজ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। সেখানে তাহাদের উদ্যানে, প্রাসাদে এবং চলিবার পথে সর্বত্র ঝর্ণা প্রবাহিত থাকিবে। সেখানে তাহারা চিরদিন বাস করিবে।' তাহাদের মন কখনও উহা ত্যাগ করিতে চাহিবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

অর্থাৎ 'তাহাদের জন্যে তথায় পবিত্র স্ত্রীগণ থাকিবে।' উহারা ঋতুস্রাব, প্রসবস্রাব ও অন্যান্য ঘৃণার বস্তু এবং ঘৃণ্য চরিত্র ও স্বভাব হইতে পবিত্র হইবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ 'তাহাদের জন্যে সেখানে পবিত্র স্ত্রীগণ থাকিবে' অর্থ এই যে, তাহাদের জন্য সেখানে দৈহিক ও আত্মিক যাবতীয় ঘৃণ্য বিষয়বস্তু হইতে পবিত্র স্ত্রীগণ থাকিবে। আতা, হাসান, যাহ্হাক, নাখঈ, আবূ সালেহ, আলিয়া এবং সুদ্দীও অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ তাহাদের জন্যে স্ত্রীগণ মল-মূত্র, ঋতুস্রাব, পিঁচুটি, শিকনি, বীর্য এবং সন্তান হইতে মুক্ত থাকিবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ তাহাদের জন্যে তথায় দৈহিক ঘৃণার বস্তু, ঋতুস্রাব ও ঋতু যন্ত্রণা এবং আত্মিক ঘৃণ্য স্বভাব ও অশান্তি হইতে মুক্ত স্ত্রীগণ থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيْلاً

অর্থাৎ 'আমি তাহাদিগকে ঘন, দীর্ঘ, প্রশস্ত এবং আরামদায়ক ছায়ায় প্রবেশ করাইব।'

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'জান্নাতে একটি বৃক্ষ ররিহয়াছে। কোন বাহনের আরোহী উহার ছায়ায় একশত বৎসর পরিভ্রমণ করিলেও সে উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। উক্ত বৃক্ষের নাম شجرة الخلد অর্থাৎ স্থায়িত্বের বৃক্ষ।'

(৫৮) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

৫৮. "আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন, আমানত উহার মালিককে প্রত্যর্পণ করিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে, তখন ন্যায়-পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে। আল্লাহ তোমাদিগকে যে উপদেশ দেন, তাহা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"

তাফসীর ঃ এই অংশে আল্লাহ তা'আলা আমানতকে উহার প্রাপকের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে নির্দেশ দিতেছেন, হাসান (র)..... সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি তোমার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখিলে তাহাকে উহা পৌঁছাইয়া দাও। কেহ তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলেও তুমি তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। ইমাম আহমদ এবং 'সুনান' সংকলকগণ উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

এখানে 'আমানত' ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক অর্থ হইল, মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য। যেমন নামায, রোযা, যাকাত, কাফফারা, মান্নত ইত্যাদি আমানতের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় অর্থ হইল, মানুষের নিকট মানুষের প্রাপ্য হক। যেমন গচ্ছিত দ্রব্য ইত্যাদি আমানতের অন্তর্ভুক্ত। গচ্ছিত দ্রব্যের মালিক দলীল-প্রমাণ ছাড়াই উহা আমানত রাখিলেও মালিকের নিকট উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। কেহ উক্ত দায়িত্ব পালন না করিলে কিয়ামতের দিনে তাহার নিকট হইতে উহা আদায় করা হইবে। বিশুদ্ধ হাদীসে আসিয়াছে যে, হযরত নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ সকল প্রাপ্য ও হক উহাদের প্রাপকের নিকট প্রত্যর্পণ করা হইবে। এমনকি শিংবিশিষ্ট ছাগল শিংবিহীন ছাগলের উপর অত্যাচার করিয়া থাকিলে উহার প্রতিশোধও উহার কাছ হইতে লওয়া হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নপূর্বক উহা ঘোষণা করার পর সব পাপই মাফ হইয়া যায়। কিন্তু আমানতের খিয়ানত করিবার পাপ উহাতেও মাফ হইবে না। আমানতের খিয়ানতকারী ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র পথে শহীদও হইয়া থাকে, তথাপি কিয়ামতের দিনে তাহাকে উপস্থিত করিয়া বলা হইবে, তোমার নিকট গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করো। সে বলিবে, আমি উহা কোথা হইতে প্রত্যর্পণ করিব ? দুনিয়া তো শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন তাহার জন্যে জাহান্নামের তলদেশে উক্ত গচ্ছিত বস্তুর সদৃশ বস্তু দেখা দিবে। সে তখন গিয়া স্বীয় স্কন্ধে উহা বহন করিয়া আনিতে থাকিবে। উহা তাহার স্কন্ধ হইতে পড়িয়া যাইবে। সে পুনরায় উহা উঠাইয়া আনিতে যাইবে। এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে। বর্ণনাকারী যাযান বলেন, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে শুনিবার পর আমি হযরত বারা (রা)-এর নিকট উহা বর্ণনা করিলাম। তিনি মন্তব্য করিলেন, আমার ভাই ইব্‌ন মাসউদ সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا-

সুফিয়ান সাওরী (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ নেককার ও বদকার যে কোন ব্যক্তিই আমানত রাখুক না কেন, তাহাকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। মুহাম্মদ ইব্ন হানফিয়া (র)-ও অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। আবুল আলিয়া (র) বলেন ঃ আদিষ্ট কার্য ও নিষিদ্ধ কার্য উভয়ই আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ স্বীয় যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করিবার কর্তব্যও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আমানত।

রবী' ইব্ন আনাস বলেন ঃ নারীর নিজের যৌন-পবিত্রতা রক্ষা করিবার দায়িত্ব হইতেছে তাহার নিকট ন্যস্ত পুরুষের একটি আমানত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ঈদের দিনে নারীদিগকে খলীফার উপদেশ শোনানও আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

শানে নুযূল

বহু সংখ্যক তাফসীরকার বলিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াত উসমান ইব্ন তালহা ইব্ন আবূ তালহা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। আবূ তালহার নাম আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল উযযা ইব্ন উসমান ইব্ন আবদুদ-দার ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব আল-কাবশী আল-আবদারী। উসমান ইব্ন তালহা ছিলেন পবিত্র কা'বার চাবি-রক্ষক। ইনি শায়বা ইব্ন উসমান ইব্ন আবূ তালহার চাচাত ভাই ছিলেন। তাঁহারই বংশধরগণের নিকট আজ পর্যন্ত পবিত্র কা'বার চাবি রক্ষিত রহিয়াছে। উপরোক্ত উসমান হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী শান্তির সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার সঙ্গে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ এবং আমর ইব্ন আসও ইসলাম গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে তাঁহার চাচা উসমান ইব্ন আবূ তালহা ওহুদের যুদ্ধে মুশরিকদের পতাকাবাহী ছিল। উক্ত যুদ্ধেই সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়। পবিত্র কা'বার চাবি রক্ষক হযরত উসমান (রা)-এর বংশ পরিচয় এখানে এই কারণে উল্লেখ করিলাম যে, বহু সংখ্যক তাফসীরকার উহুদ যুদ্ধে নিহত কাফির উসমানকে ভুলক্রমে কা'বা শরীফের চাবি রক্ষক উসমান ইব্ন তালহা মনে করিয়া পবিত্র কা'বার চাবি রক্ষক হযরত উসমান (রা)-এর ঘটনার ব্যাপারে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া যান। যাহা হউক, আলোচ্য আয়াত পবিত্র কা'বার চাবি রক্ষক হযরত উসমান (রা)-এর উপলক্ষে নাযিল হইবার বিবরণ এই যে, মহানবী (সা) মক্কা বিজয়ের দিনে তাঁহার নিকট হইতে পবিত্র কা'বার চাবি গ্রহণ করিয়া উহা তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করেন। উক্ত চাবি ছিল হযরত উসমানের নিকট আমানত।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......হযরত সাফিয়া বিনতে শায়বা হইতে মক্কা বিজয়ের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন সকালে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইবার পর নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ শরীফে আগমন করত স্বীয় উষ্ট্রীতে আরোহী থাকিয়া সাতবার পবিত্র কা'বা

প্রদক্ষিণ করিলেন। তিনি হস্তস্থিত একটি বক্র লাঠি দ্বারা উহার বিশেষ স্তম্ভকে স্পর্শ করিতেছিলেন। কা'বা প্রদক্ষিণ শেষে তিনি হযরত উসমান ইব্ন তালহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কা'বার চাবি গ্রহণ করত উহার দরওয়াযা খুলিয়া উহাতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কাষ্ঠ নির্মিত কবুতরের মূর্তি পাইয়া তিনি নিজ হস্তে উহা ভাঙ্গিলেন এবং বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর কা'বার দ্বারে থামিলেন। লোকজন তাঁহার জন্যে মসজিদুল হারামে অপেক্ষারত ছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার নিকট জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র কা'বার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করিয়াছেন, স্বীয় দাস [মুহাম্মাদ (সা)]-কে সাহায্য করিয়াছেন এবং একাই শত্রু-বাহিনীসমূহকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করিয়াছেন। হে লোক সকল! জাহিলী যুগের সকল কুপ্রথা এবং হত্যা ও সম্পদের ক্ষতিপূরণের দাবি আমার এই দুই পায়ের নীচ দলিত হইল। তবে বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের রীতি এবং হজ্জযাত্রীকে পানিপান করাইবার রীতি অটুট থাকিবে।

ইব্ন ইসহাক (র) রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক এই দিনে প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে উপরোক্ত হাদীসের অবশিষ্টাংশও উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদুল হারামে উপবেশন করিলেন। এই অবস্থায় হযরত আলী (রা) দণ্ডায়মান হইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র হস্তে তখন কা'বা শরীফের চাবি। হযরত আলী (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হাজীদিগকে পানিপান করাইবার সুযোগের সঙ্গে কা'বা শরীফের চাবি সংরক্ষণের দায়িত্বও আমাদিগকে প্রদান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, উসমান ইব্ন তালহা কোথায়? তাহাকে ডাকিয়া আনা হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, হে উসমান! তোমার চাবি গ্রহণ করো। আজিকার দিন বিশ্বাস রক্ষা করিবার ও সদাচার করিবার দিন।

ইব্ন জারীর (র).....ইব্ন জুরাইজ (র) হইতে আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বর্ণনা করেন ঃ এই আয়াত হযরত উসমান ইব্ন তালহা (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। হযরত রাসূল করীম (সা) মক্কা বিজয়ের দিনে তাহার নিকট হইতে কা'বা শরীফের চাবি গ্রহণ করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উহা হইতে বাহির হইবার সময়ে তিনি এই আয়াত পড়িতেছিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا-

অতঃপর তিনি হযরত উসমানকে ডাকিয়া তাহার নিকট উক্ত চাবি প্রত্যর্পণ করিলেন।

হযরত উমর ফারূক (রা) বলেন ঃ আমার মাতাপিতা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে উৎসর্গীকৃত হউক! তিনি কা'বা হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময়ে এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেছিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا

ইতিপূর্বে আমি তাঁহাকে এই আয়াত পড়িতে শুনি নাই।

ইব্ন জারীর (র)......যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) হযরত উসমান ইব্ন তালহার নিকট কা'বার চাবি প্রত্যর্পণ করিয়া সকলকে আদেশ দিয়াছিলেন ঃ তোমরা তাহাকে সহযোগিতা প্রদান করিও।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বর্ণনা করেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর রাসূলে করীম (সা) উসমান ইব্‌ন তালহা (রা)-কে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, আমাকে চাবিটি দেখাও। তিনি উহা রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট লইয়া আসিলেন। রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট উহা অর্পণ করিবার জন্যে তিনি হাত বাড়াইয়াছেন, এমন সময়ে হযরত আব্বাস (রা) দণ্ডায়মান হইয়া আরয করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার জন্যে উৎসর্গিত হউক। হাজীদিগকে পানিপান করাইবার সৌভাগ্যের মত ইহা রক্ষা করিবার সৌভাগ্যও আমাকে দান করুন। ইহা শুনিয়া হযরত উসমান (রা) হাত গুটাইয়া লইলেন। রাসূলে করীম (সা) পুনরায় হযরত উসমানকে বলিলেন, হে উসমান! আমাকে চাবিটি দেখাও। তিনি উহা তাঁহার নিকট অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াইলে হযরত আব্বাস (রা) তাঁহার পূর্ব আবেদনের পুনরাবৃত্তি করিলেন। হযরত উসমান (রা) পুনরায় হাত গুটাইয়া লইলেন। রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, হে উসমান! আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর তুমি ঈমান আনিয়া থাকিলে আমার নিকট উহা অর্পণ কর। হযরত উসমান (রা) বলিলেন, ইহা আমানত। আপনি ইহা গ্রহণ করুন। রাসূলে করীম (সা) উঠিয়া কা'বা শরীফের দরওয়াযা খুলিলেন। তিনি উহার মধ্যে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর একটি মূর্তি পাইলেন। উক্ত মূর্তিটির হাতে ভবিষ্যত শুভাশুভ গণনার জন্যে একটি তীর লইয়া নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ছিল। রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, মুশরিকদের কি হইয়াছিল ? আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিপাত করুন। ভবিষ্যত গণনার জন্যে মুশরিকগণ কর্তৃক নিক্ষেপণীয় তীরের সহিত হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কি সম্পর্ক ছিল অতঃপর তিনি পানি আনাইয়া উহা সকল মূর্তির উপর ঢালিয়া দিলেন। তৎপর মাকামে ইব্‌রাহীমকে কা'বা শরীফের বাহিরে উহার দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন। উহা তখন কা'বা শরীফের মধ্যে স্থাপিত ছিল। অতঃপর বলিলেন, লোক সকল! ইহাই হইতেছে কিবলা। তৎপর তিনি একবার বা দুইবার বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন তাঁহার নিকট জিবরাঈল (আ) নাযিল হইলেন। আমরা জানিতে পারিয়াছি, কা'বা শরীফের চাবি প্রত্যর্পণের নির্দেশ লইয়া হযরত জিবরাঈল তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। অতঃপর রাসূলে করীম (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا اخر الاية-

বিখ্যাত অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াত উপরোল্লেখিত ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। এই শানে নুযূল সঠিক হউক আর না হউক, আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে। তাই হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়া বলিয়াছেন, এই আয়াত নেককার ও বদকার সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অর্থাৎ সকলের আমানত প্রত্যর্পণ করিতে উহাতে নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিচারকার্য সম্পাদন করিতে নির্দেশ দিতেছেন। এই কারণে মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, যায়দ ইব্‌ন আসলাম এবং শাহর ইব্‌ন হাওশাব বলিয়োছেন ঃ আলোচ্য আয়াত মানুষের বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তিকারী বিচারকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ

বিচারপতি যতক্ষণ তাহার বিচারকার্যে অবিচার না করে, ততক্ষণ আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করেন। কিন্তু যখন সে অবিচার করে, তখন তিনি তাহাকে তাহার নিজ দায়িত্বে ছাড়িয়া দেন। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ একদিনের ন্যায় বিচার চল্লিশ বৎসরের ইবাদতের সমতুল্য।

اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ-

আয়াতের এই অংশের তাৎপর্য এই, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অন্যের আমানত প্রত্যর্পণ ও ন্যায় বিচারের আদেশসহ অন্যান্য যে আদেশ-নিষেধ প্রদান করেন, উহা তোমাদের জন্যে বড়ই কল্যাণকর, বড়ই মঙ্গলকর এবং বড়ই শুভ।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا.

আয়াতের এই অংশের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের কথা শোনেন এবং তাহাদের কাজ দেখেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে سَمِيْعًا بَصِيْرًا পড়িবার কালে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ সবকিছু দেখেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ ইউনুস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ইউনুস বলেন ঃ আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا اخر الاية-

এই আয়াত পড়িবার কালে স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলিকে কর্ণে এবং তর্জনীকে চক্ষুতে রাখিতে দেখিয়াছি। আর তাঁহাকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি নবী করীম (সা)-কে উহা পড়িবার কালে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। আবূ যাকারিয়া বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান আল-মুকরী আমাদিগকে উহা করিয়া দেখাইয়াছেন। এই বলিয়া আবূ যাকারিয়া তাঁহার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ডান চক্ষুর উপর এবং তর্জনীটি ডান কানের উপর রাখিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া বলিয়াছেন 'এইরূপে।'

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার 'সুনান' গ্রন্থে, ইব্ন হিব্বান (র) তাঁহার 'সহীহ' গ্রন্থে, হাকিম (র) তাঁহার 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে এবং ইব্ন মারদুবিয়া তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে উপরিউক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী আবূ আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সনদের রাবী আবূ ইউনুস (র) আবূ হুরায়রা (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম। তাঁহার নাম সালীম ইব্ন যুবায়র।

(৫৯) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

৫৯. "হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর; আর তোমাদের মধ্যে যাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাহাদের আনুগত্য কর। অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের শরণ লও। ইহা ভাল এবং প্রকৃষ্ট অর্থবহ।"

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ الى اخر الاية-

এই আয়াত আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়স ইব্ন আদী (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। একদা নবী করীম (সা) তাঁহাকে একটি সেনাবাহিনীসহ যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার সম্বন্ধে ইহা অবতীর্ণ হয়। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ব্যতীত সুনানের অন্যান্য সংকলকও রাবী হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ আল-আহওয়ার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) উক্ত হাদীস সম্বন্ধে বলিয়াছেন, উহা হাসান-গরীব পর্যায়ের এবং ইব্ন জুরাইজের সনদ ভিন্ন অন্য কোন সনদে উহা আমার জানা নাই।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলে করীম (সা) জনৈক আনসার সাহাবীর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী যুদ্ধে পাঠাইলেন। এক সময়ে উক্ত আনসার কোন কারণে স্বীয় বাহিনীর লোকজনের উপর রাগান্বিত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) কি আমার আনুগত্য করিতে তোমাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন নাই? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, তবে, তোমরা আমাকে জ্বালানী সংগ্রহ করিয়া দাও। তাহারা জ্বালানী আনিয়া দিলে তিনি উহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া সকলকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে উহাতে প্রবেশ করিতে নির্দেশ দিতেছি। তাহাদের মধ্যকার জনৈক যুবক বলিলেন, তোমরা আগুন হইতে বাঁচিবার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পালাইয়া আসিয়াছ। অতএব তাঁহার সহিত সাক্ষাত না করিয়া উহাতে প্রবেশ করিও না। তিনি তোমাদিগকে উহাতে প্রবেশ করিতে নির্দেশ দিলে তোমরা প্রবেশ করিও। সেমতে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরিয়া গিয়া তাঁহার নিকট উপরিউক্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। তিনি বলিলেন, তোমরা উহাতে প্রবেশ করিলে উহা হইতে কখনো বাহির হইতে পারিতে না। শুধু ন্যায়কার্যের বিষয়ই আমীরের প্রতি অনুগত থাকিতে হয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমও উপরোল্লেখিত রাবী আ'মাশ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির প্রতি তাহার নেতার পক্ষ হইতে যে নির্দেশ প্রদত্ত হয়, উহা তাহার পসন্দ হোক আর না হোক, যতক্ষণ না অন্যায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়, ততক্ষণ উহা পালন করা তাহার অপরিহার্য দায়িত্ব। তবে কোনরূপ অন্যায় বিষয়ে অদিষ্ট হইলে সে যেন উহা পালন না করে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমও উপরোল্লেখিত রাবী ইয়াহিয়া আল-কাত্তান (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে এই কথার উপর বায়আত করিয়াছিলাম যে, নেতা আমাদিগকে আমাদের পসন্দনীয় কার্য করিতে নির্দেশ করুন আর না করুন এবং তাঁহার নির্দেশ পালন আমাদের জন্যে সহজসাধ্য হউক আর কষ্টসাধ্য হউক, উহাতে আমাদের উপর অন্যকে যদি শ্রেষ্ঠত্বও দেওয়া হয়, সর্বাবস্থায় আমরা তাঁহার প্রতি অনুগত থাকিব। আর আমরা কোন কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইতে উহা ছিনাইয়া লইব না। তবে তিনি বলেন, আল্লাহ্র তরফ হইতে আগত কোন প্রমাণ মুতাবিক তোমরা স্পষ্ট কুফর দেখিতে পাইলে তাহার নির্দেশ মানিবে না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যদি এমন কোন হাবশী দাসকেও তোমাদের নেতা বানাইয়া দেওয়া হয় যাহার মস্তক কিসমিসের ন্যায় ক্ষুদ্র, তথাপি তোমরা তাহার প্রতি অনুগত থাকিবে। ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমার প্রিয় বন্ধু নবী করীম (সা) আমাকে আদেশ করিয়াছেন, আমি যেন নেতার প্রতি অনুগত থাকি, যদি তিনি বিকলাঙ্গ হন তথাপি। ইমাম মুসলিম এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত উম্মে হাসীন (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিদায় হজ্জে খুতবা দিবার কালে বলিতে শুনিয়াছি ঃ যদি কোন দাসকেও তোমাদের নেতা বানাইয়া দেওয়া হয়, আর সে আল্লাহ্র কিতাবের সাহায্যে তোমাদিগকে পরিচালনা করে, তোমরা তাহার প্রতি অনুগত থাকিবে। ইমাম মুসলিম এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক রিওয়ায়াতে 'দাস' শব্দের স্থলে 'বিকলাঙ্গ দাস' শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার পর অনেক নেতা তোমাদের উপর নেতৃত্ব করিবেন। সৎ নেতা সততা সহকারে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করিবেন এবং অসৎ নেতা অসততা সহকারে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করিবে। তাহাদের যে নির্দেশ ন্যায় ও হকের সহিত সামঞ্জস্যশীল হয়, তোমরা উহার ব্যাপারে তাহাদের প্রতি অনুগত থাকিও আর তাহাদের পিছনে নামায আদায় করিও। তাহারা ভালকাজ করিলে তোমরাও ভাল ফল পাইবে এবং তাহারাও ভাল ফল পাইবে। পক্ষান্তরে তাহারা মন্দকাজ করিলে তোমরা ভাল ফল পাইবে এবং তাহারা মন্দ ফল পাইবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ বনী ইসরাঈল গোত্রে অব্যবহিতভাবে নবীর আগমন ঘটিত। একজন নবী ইন্তিকাল করিলেই আরেকজন নবী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। কিন্তু আমার পর কোন নবী আসিবেন না। আমার পর খলীফাগণ আসিবেন এবং অনেক খলীফা আসিবেন। সাহাবীগণ আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এক্ষেত্রে আমাদিগকে কি করিতে বলেন ? তিনি বলিলেন, প্রথম বায়আতকারী অগ্রাধিকার পাইবে- এই ভিত্তিতে তাহাদের হাতে বায়আত কর এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য প্রদান কর। আল্লাহ তাহাদের পরিচালনাধীন ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তাহাদের নিকট হইতে হিসাব লইবেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি তাহার আমীর হইতে তাহার অপসন্দনীয় কোন কার্য ঘটিতে দেখিলে যেন সে ধৈর্যধারণ করিয়া তাহার নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থাকে। কারণ, জামাআত হইতে কেহ এক বিঘত পরিমাণে দূরে সরিয়া গেলেও সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করিবে। এই হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আনুগত্য হইতে এক হাত দূরে সরিয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন দলীল-প্রমাণ ব্যতীত আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হইবে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় স্কন্ধে বায়আতের দায়-দায়িত্ব না লওয়া অবস্থায় মরিবে, সে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের মরণ বরণ করিবে। এই হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা (র) করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র)......আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদি রাব্বিল কা'বা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুর রহমান বলেন ঃ একদা আমি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিয়া হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা)-কে কা'বা শরীফের ছায়ায় উপবিষ্ট দেখিলাম। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে লোকজন সমবেত ছিল। আমি তথায় গিয়া তাঁহার দিকে মুখ করিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, একদা আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। এক সময়ে আমরা একস্থানে যাত্রা বিরতি করিলাম। আমাদের কেহ তাঁবু খাটাইতেছিল, কেহ তীর ঠিক করিতেছিল, আবার কেহ বা স্বীয় বাহন পশুর সেবায় রত ছিল। এমন সময়ে নবী করীম (সা)-এর ঘোষক ঘোষণা করিলেন, এখনই নামায, সকলকে একত্রিত করিবে। আমরা সকলে নবী করীম (সা)-এর নিকট সমবেত হইলাম। তিনি বলিলেন ঃ আমার পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর প্রতি এই দায়িত্ব অর্পিত ছিল যে, তিনি তাহাদের যে সব কল্যাণের কথা অবগত থাকিবেন, তৎসম্পর্কে তাহাদিগকে অবগত করিবেন এবং তাহাদের যে সব অকল্যাণ সম্পর্কে তাঁহারা অবগত থাকিবেন, অৎসম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করিবেন। আমার উম্মতের এখন নিরাপদ অবস্থা বিরাজ করিবে। তবে অদূর ভবিষ্যতে উহার পরবর্তী অংশের নিকট বিপদ ও অবাঞ্ছনীয় বিষয়াবলী দেখা দিবে। তাহাদের উপর অব্যাহতভাবে অনেক বিপদ আপতিত হইবে। একটি বিপদ দেখিয়া মু'মিন বলিয়া উঠিবে, ইহাতো আমার ধ্বংস। উহা যাইবার পর আরেকটি আসিয়া পড়িবে। এইবার সে বলিবে, ইহাই এবং ইহাই আমাকে শেষ করিয়া দিবে। যে ব্যক্তি দোযখ হইতে বাঁচিতে ও বেহেশতে প্রবেশ করিতে চাহে, সে যেন আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান লইয়া মরণ বরণ করে এবং সে নিজে অপরের তরফ হইতে যেরূপ আচরণ পাইতে চাহে, অপরের প্রতি যেন সেইরূপ আচরণ করে। আর যে ব্যক্তি কোন ইমামের হাতে বায়আত করিয়াছে, সে ব্যক্তি স্বীয় হস্তের ক্ষমতা ও স্বীয় হৃদয়ের বল তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়াছে। অতএব সে যেন যথাসাধ্য তাঁহার প্রতি অনুগত থাকে। এই অবস্থায় কেহ উক্ত ইমামের প্রতিপক্ষ হইয়া দেখা দিলে তোমরা সেই ব্যক্তি গর্দান উড়াইয়া দাও। রাবী আবদুর রহমান বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা)-এর নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি, আপনি কি নিজে ইহা হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে শুনিয়াছেন ? তিনি হাত দ্বারা নিজের ক্যন ও হৃৎপিণ্ডের দিকে

ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, আমার দুই কান ইহা শুনিয়াছে, আর আমার হৃদয় ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আমি বলিলাম, এই যে আপনার চাচাত ভাই মুআবিয়া! ইনি আমাদিগকে অপরের মাল অন্যায়ভাবে খাইতে এবং একজনের প্রতি অপরজনকে হত্যা করিতে আদেশ করেন। অথচ, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْاَ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

'হে মুমিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল খাইও না। তবে উহা তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সম্পাদিত তিজারতের মাধ্যমে হইলে উহাতে কোন ক্ষতি নাই। আর তোমরা একে অপরকে হত্যা করিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ।'

আবদুল্লাহ (রা) কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অতঃপর বলিলেন, যে কার্যে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য রহিয়াছে, সে কার্যে তাহার প্রতি অনুগত থাক আর যে কার্যে আল্লাহ্র প্রতি অবাধ্যতা রহিয়াছে, সে কার্যে তাহার প্রতি অবাধ্য থাক।

উপরোল্লেখিত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র)...... সুদ্দী হইতে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত রাসূলে করীম (সা) হযরত খালিদ (রা)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী যুদ্ধে পাঠাইলেন। হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসিরও উক্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উক্ত বাহিনী উদ্দিষ্ট গোত্রের আবাস ভূমি হইতে নিকটবর্তী একস্থানে গিয়া রাত্রি যাপনের জন্যে শিবির গাড়িল। সংশ্লিষ্ট গোত্রের লোকজন গোয়েন্দার মাধ্যমে উক্ত সংবাদ অবগত হইয়া সেই রাত্রিতেই পলাইয়া গেল। মাত্র একটি লোক পলাইল না। লোকটি রাত্রির অন্ধকারে মুসলিম বাহিনীর নিকট আগমন করত হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-এর খোঁজ জানিয়া লইয়া তাহার নিকট গমন করিল। তাঁহাকে বলিল, ওহে আবুল ইয়াকযান (প্রখর দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তি)! নিশ্চয়ই আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, আর সাক্ষ্য দিয়াছি যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আমার লোকেরা তোমাদের আগমনের সংবাদ জানিতে পারিয়া পালাইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি রহিয়া গিয়াছি। আগামীকাল আমার ইসলাম গ্রহণ কি আমার উপকারে আসিবে, না আমিও পলাইব ? হযরত আম্মার (রা) বলিলেন, তোমার ইসলাম গ্রহণ তোমার উপকারে আসিবে। অতএব পলাইও না; বরং থাকিয়া যাও। লোকটি পলাইল না এবং সে থাকিয়া গেল। ভোররাত্রে হযরত খালিদ (রা) স্বীয় বাহিনী লইয়া সংশ্লিষ্ট গোত্রের এলাকায় অতর্কিতে আক্রমণ চালাইলেন। কিন্তু পূর্বোক্ত লোকটিকে ছাড়া সেখানে কাহাকেও পাইলেন না। তাহাকে তাহার ধন-সম্পত্তি সহ ধরিয়া আনিলেন। হযরত আম্মার (রা)-এর কানে এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি হযরত খালিদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, লোকটিকে মুক্ত করিয়া দিন। কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং সে আমার আশ্রয়ে আছে। হযরত খালিদ (রা) বলিলেন, কোন অধিকারবলে তুমি কাহাকেও আশ্রয় প্রদান কর ? তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে আঘাত দিয়া বাক্য বিনিময় করিলেন। অবশেষে তাঁহারা মহানবী (সা)-এর নিকট উক্ত বিষয়টি উপস্থাপন করিলেন। তিনি হযরত আম্মার (রা)-এর আশ্রয় প্রদানকে বলবৎ রাখিলেন। তবে আমীরের

অনুমতি ব্যতিরেকে ভবিষ্যতে কাহাকেও আশ্রয় দিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে যখন মহানবী (সা)-এর সম্মুখে পরস্পরকে আঘাত দিয়া বাক্য বিনিময় করিতেছিলেন, তখন হযরত খালিদ (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে আঘাত দিয়া কথা বলিবার জন্যে আপনি এই নাককাটা গোলামকে সুযোগ দিতেছেন ? মহানবী (সা) বলিলেন, ওহে খালিদ ! আম্মারকে গালি দিও না। যে ব্যক্তি আম্মারকে গালি দিবে, আল্লাহ তাহাকে গালি দিবেন, যে ব্যক্তি আম্মারের সহিত শত্রুতা করিবে, আল্লাহ তাহার সহিত শত্রুতা করিবেন এবং যে ব্যক্তি আম্মারকে অভিশাপ দিবে, আল্লাহ তাহাকে অভিশাপ দিবেন। ইত্যবসরে হযরত আম্মার (রা) গালির কারণে রাগান্বিত হইয়া উঠিয়া গেলেন। হযরত খালিদ (রা) তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। তিনি হযরত আম্মার (রা)-এর কাপড় ধরিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হযরত আম্মার (রা) তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। এই উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) উপরিউক্ত রাবী সুদ্দীর মাধ্যমে ভিন্নরূপ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) উক্ত হাদীস হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

আলী ইব্‌ন তালহা (র)...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ অর্থাৎ দীন সম্পর্কীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। মুজাহিদ, আতা, হাসান বাসরী এবং আবুল আলিয়াও প্রায় অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ঃ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ অর্থাৎ আলিম সম্প্রদায়। উক্ত শব্দের স্বাভাবিক ও কষ্টকল্পহীন অর্থ অনুযায়ী বলা যায়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাজনিত নির্দেশ ও দীনী ইলম সম্পর্কিত নির্দেশ, এই উভয় ধরনের যে কোনরূপ নির্দেশের অধিকারী ব্যক্তিই উহার অন্তর্ভুক্ত। ইতিপূর্বে আমি এইরূপই দেখাইয়াছি। আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْ لَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ-

'তাহাদের পুরোহিত পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে পাপের কথা উচ্চারণ করিতে এবং হারাম মাল খাইতে নিষেধ করে না কেন ?'

আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ-

"তোমরা নিজেরা না জানিলে জ্ঞানবান ব্যক্তির নিকট হইতে জানিয়া লও।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত সর্বসম্মতভাবে বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হাদীসটি এই ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করিয়া চলিল, সে আল্লাহকে অনুসরণ করিয়া চলিল। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হইল, সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হইল। যে ব্যক্তি আমার আমীরের প্রতি অনুগত রহিল, সে আমার প্রতি অনুগত রহিল আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের প্রতি অবাধ্য হইল, সে আমার প্রতি অবাধ্য হইল।

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা উলামা-ফুকাহা কিংবা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ উভয় শ্রেণীর প্রতিই অনুগত থাকিবার আদেশ প্রমাণিত হয়।

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্র কিতাব মানিয়া চল, তাঁহার রাসূলের সুন্নাহ বা পথ আঁকড়াইয়া ধর এবং নির্দেশের অধিকারী নেতাগণ আল্লাহ্র আনুগত্যের সহিত সামঞ্জস্যশীল যে সকল নির্দেশ প্রদান করে তাহাদের সেই সকল নির্দেশ মানিয়া চল।' তবে তাহারা যদি আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক নির্দেশ প্রদান করে, তবে তাহা পালন করা যাইবে না। কারণ আল্লাহ্র অবাধ্যতা করিয়া তাঁহার সৃষ্টির আনুগত্য করা যাইতে পারে না। যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ শুধু ন্যায়ের বিষয়েই আনুগত্য করিতে হইবে।

ইমাম আহমদ (র)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি অবাধ্যতা করিয়া কোন (সৃষ্টির) আনুগত্য করা যাইবে না।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ-

অর্থাৎ 'আর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে উহা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট উপস্থাপন কর।'

মুজাহিদ (র)-সহ একাধিক পূর্বসূরী মুফাসসির উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর নিকট বিরোধীয় বিষয় উপস্থাপন করিতে হইবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিতেছেন, দীনের কোন মৌলিক অথবা খুঁটিনাটি যে কোন বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে উহা 'কিতাব ও সুন্নাহ'-এর নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ

'তোমাদের মধ্যে যে বিষয়েই মতবিরোধ দেখা দিক না কেন, উহার মীমাংসা আল্লাহ্র নিকট।'

কিতাব ও সুন্নাহ যাহাকে হক বলিয়া রায় দিবে, তাহাই হক। আর হকের বিপরীত বিষয় গুমরাহী বৈ কি হইতে পারে? অতঃপর আল্লাহ বলিতেছেন ঃ

اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

'যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনিয়া থাক।'

অর্থাৎ আল্লাহ ও আখিরাতে তোমাদের ঈমান থাকিলে ফয়সালা লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের বিরোধসমূহ আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর নিকট পেশ কর। আয়াতের এই অংশ সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দিতেছে যে, যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট হইতে নিজেদের বিরোধীয় বিষয়ের ফয়সালা গ্রহণ করে না, আল্লাহ ও আখিরাতে তাহাদের ঈমান নাই।

ذٰلِكَ خَيْرٌ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর নিকট তোমাদের বিরোধীয় বিষয়সমূহ উপস্থাপিত করাই কল্যাণকর।

وَاَحْسَنُ تَأْوِيْلاً -

অর্থাৎ উহা পরিণতির দিক দিয়াও মঙ্গলকর। সুদ্দীসহ (র) একাধিক মুফাসসির উহার এইরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ উহা পুরস্কারের দিক দিয়া মঙ্গলকর। মুজাহিদের ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসংগত।

(٦٠) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○

(٦١) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ○

(٦٢) فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ○

(٦٣) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ بَلِيْغًا ○

৬০. "তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে তাহারা বিশ্বাস করে ? অথচ তাহারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হইতে চাহে, যদিও উহা প্রত্যাখ্যান করার জন্যে তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মূলত শয়তান তাহাদিগকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করিতে চাহে।"

৬১. "তাহাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহার দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন মুনাফিকদিগকে তুমি তোমার নিকট হইতে মুখ একেবারেই ফিরাইয়া লইতে দেখিবে।"

৬২. "তাহাদের কৃতকর্মের জন্যে যখন তাহাদের কোন মুসীবত হইবে, তখন তাহাদের কি অবস্থা হইবে ? অতঃপর তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া তোমার নিকট আসিয়া বলিবে, আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাহি নাই।"

৬৩. "এই সকল লোকের অন্তরে কি আছে, আল্লাহ তাহা জানেন। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে সদুপেশ দাও এবং তাহাদিগকে তাহাদের মর্ম স্পর্শ করে, এমন কথা বলো।"

তাফসীর ঃ যাহারা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ কিতাব তথা ঐশী বাণীসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছে বলিয়া দাবি করে, অথচ আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহর বিরোধী শক্তির নিকট হইতে ফয়সালা পাইবার উদ্দেশ্যে নিজেদের বিরোধীয় বিষয় তাহাদের নিকট লইয়া যাইতে চাহে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিন্দা করিতেছেন।

আয়াতের শানে নুযূল

কথিত আছে, একদা জনৈক আনসার সাহাবী ও জনৈক ইয়াহুদীর মধ্যে কোনো বিষয়ে বিরোধ বাধিলে ইয়াহুদী ব্যক্তি বলিল, আমাদের উভয়ের মধ্যকার বিরোধের বিচার করিবেন মুহাম্মদ। পক্ষান্তরে আনসার সাহাবী বলিল, আমাদের উভয়ের মধ্যকার বিরোধের বিচার করিবেন কা'ব ইব্ন আশরাফ। এই প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইহাও কথিত আছে যে, একদল মুনাফিক তাহাদের বিরোধীয় বিষয়কে কাফির বিচারকদের নিকট লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল। তাহাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধে উহা ভিন্ন অন্যরূপ ঘটনাও বর্ণিত রহিয়াছে। যাহা হউক, আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ ত্যাগ করিয়া যাহারা নিজেদের বিরোধের বিচার পাইবার জন্যে উহা লইয়া বাতিল শক্তির শরণাপন্ন হয়, আয়াতে তাহাদের সকলের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। আয়াতে উল্লেখিত طَاغُوْتُ শব্দের অর্থ হইতেছে 'বাতিল শক্তি'। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَا كَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ

অর্থাৎ 'তাহারা বিরোধীয় বিষয়ের বিচার পাইবার উদ্দেশ্যে বাতিলের কাছে উহা লইয়া যাইতে চাহে।' অথচ বাতিলের আনুগত্য হইতে পবিত্র থাকিতে তাহাদিগকে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। আর শয়তান তাহাদিগকে সুদূরে অবস্থিত গুমরাহীতে লইয়া যাইতে চাহে।

يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا

অর্থাৎ 'তাহারা তোমার নিকট হইতে দাম্ভিকতা ও অহংকারের সহিত মুখ ফিরাইয়া লয়।' অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের দাম্ভিকতা ও অহংকার এবং সত্য গ্রহণে তাহাদের বিমুখতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا

'যখন তাহাদিগকে বলা হইল, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অনুসরণ কর। তাহারা বলিল, আমরা বরং বাপ-দাদাকে যাহার উপর পাইয়াছি, তাহাই অনুসরণ করিব।'

উল্লেখিত কাফিরগণের স্বভাব মু'মিনগণের স্বভাবের বিপরীত। মু'মিনদের স্বভাব হইতেছে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি আনুগত্যের স্বভাব। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا-

'মু'মিনগণকে যখন তাহাদের পারস্পরিক বিষয়ে ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিধানের দিকে ডাকা হয়, তখন তাহারা ইহাই বলে যে, আমরা শুনিলাম ও মানিলাম।'

তাই মুনাফিকদের নিন্দা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَكَيْفَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ

অর্থাৎ 'তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইল, যখন তাহাদেরই গুনাহের কারণে তাহাদের উপর আপতিত বিপদ তাহাদিগকে তোমার দিকে তাড়াইয়া লইয়া আসিল।'

ثُمَّ جَاءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا-

অর্থাৎ তাহারা তোমার নিকট আসিয়া নিজেদের কাজের পক্ষে যুক্তি দেখায়। তাহারা আল্লাহর শপথ করিয়া বলে; আপনার শত্রুদের নিকট বিরোধীয় বিষয়ের বিচার পাইবার উদ্দেশ্যে উহা তাহাদের নিকট লইয়া যাই নাই; বরং আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু সেই সকল বিচারকের মনোরঞ্জন। মূলত তাহাদের বিচার সঠিক হইবার বিশ্বাস ও আকীদা আমাদের মনে ছিল না।' তাহাদের এরূপ সুবিধাবাদী কপট স্বভাবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা অনুরূপভাবে অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ.

ইমাম তাবারানী (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীরা নিজেদের বিরোধীয় বিষয়ের বিচার পাইবার উদ্দেশ্যে আবূ বারযা আল-আসলামী নামক একজন গণকের নিকট গমন করিত। একদা অনুরূপ উদ্দেশ্যে একদল মুশরিক তাহার নিকট গমন করিল। এই উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ - اِلى قوله- اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا-

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাহাদের কথা বর্ণনা করিতেছেন, তাহারা হইতেছে মুনাফিক শ্রেণী। আয়াতে তিনি বলিতেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট কিছুই গোপন থাকে না। তিনি তাহাদের মনের গোপন খবর জানেন! তিনি তাহাদিগকে উহার প্রতিফল দিবেন। অতএব হে মুহাম্মদ! তুমি তাহাদের অন্তরের পাপের কারণে তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিও না; বরং উহা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ প্রদান কর। পরন্তু তাহাদের সহিত আচরণে তাহাদের মনে প্রভাব সৃষ্টিকারী কথা বলিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দাও।

(٦٤) وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○

(٦٥) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

৬৪. "রাসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করিয়াছি যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে তাহার আনুগত্য করা হইবে। যখন তাহারা নিজেদের প্রতি যুলম করে, তখন তাহারা তোমার নিকট আসিলে ও আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং রাসূলও তাহাদের জন্যে ক্ষমা চাহিলে তাহারা আল্লাহকে ক্ষমা পরবশ ও পরম দয়ালুরূপে পাইত।"

৬৫. "অথচ না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তাহারা কখনও মুমিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তাহাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে আর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাহাদের কোন দ্বিধা থাকে এবং সর্বান্তকরণে উহা মানিয়া না লয়।"

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ

তাফসীর ঃ অর্থাৎ 'আমি যে রাসূলকেই যাহাদের নিকট পাঠাইয়াছি, তাহাদের প্রতি তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলা অপরিহার্য কর্তব্য করিয়া দিয়াছি।'

আলোচ্যাংশ সম্পর্কে মুজাহিদ বলিয়াছেন ঃ উহার তাৎপর্য এই যে, আমা কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য ও শক্তি ব্যতীত কেহই রাসূলকে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে না। اذن শব্দ কালামে পাকের নিম্নোক্ত আয়াতেও উপরিউক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার প্রতিশ্রুতি তোমাদের নিকট সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন; যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে ও ইচ্ছায় কাফিরদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করার কারণে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিতেছিলে।'

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلٰى اخر الاية–

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিতেছেন যে, তাহারা পাপাচার করিয়া ফেলিলে যেন আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট আগমন করিয়া নিজেরা আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত কামনা করে এবং আল্লাহ্‌র সমীপে তাহাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করিতে রাসূলের কাছেও যেন আবেদন জানায়। এইরূপ করিলে আল্লাহ তাহাদিগকে মাগফিরাত দান করিবেন এবং তাহাদের তওবা কবূল করিবেন। তাহাদিগকে মাগফিরাতের আশ্বাস দান করিতে গিয়া আল্লাহ বলিতেছেন ঃ

لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

অর্থাৎ 'তাহারা নিঃসন্দেহে আল্লাহকে তওবা কবূলকারী, কৃপাময় পাইবে।'

আল-উতবী হইতে একদল একটি বিখ্যাত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। শায়খ আবূ মানসূর আস-সাব্বাগও[১] তাঁহার 'আশ-শামিল' গ্রন্থে ঘটনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল-উতবী বলেন ঃ

১. আল-আযহার সংস্করণে এতদস্থলে 'আবূ নসর ইবনুস-সাব্বাগ' লিখিত রহিয়াছে।

একদা আমি নবী করীম (সা)-এর রওযা মুবারকের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময়ে সেখানে এক বেদুঈন আগমন করিল। সে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَائُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا-

তাই আমি আপনার কাছে আসিয়াছি। আমি নিজে নিজ অপরাধের জন্যে আমার প্রতিপালক প্রভু আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি আর তাঁহার কাছে আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আপনার নিকট আবেদন জানাইতেছি। অতঃপর সে নিম্নোক্ত চরণ কয়টি অবৃত্তি করিল ঃ

يا خير من دفنت بالقاع اعظم
فطاب من طيبهن لقاع والاكم
نفسى الفداء القبر انت ساكنه
فيه العفات وفيه الجود والكرم-

'যাহাদের অস্থিসমূহ প্রান্তরে প্রোথিত হইয়াছে, আর সেই অস্থিসমূহের সৌভাগ্যে নিম্নভূমি ও উচ্চভূমি সবই সুরভিত হইয়া গিয়াছে, তুমি তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। হে শ্রেষ্ঠতম! যে কবরে তুমি শায়িত রহিয়াছ, আমার প্রাণ তাহার জন্যে উৎসর্গিত হউক। উহাতে পবিত্রতা, দানশীলতা ও মহানুভবতা রহিয়াছে।'

অতঃপর লোকটি চলিয়া গেল। এদিকে আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে আমি হযরত নবী করীম (সা)-এর দর্শন লাভ করিলাম। তিনি বলিলেন, ওহে উতবী! বেদুঈন লোকটির নিকট গিয়া তাহাকে এই সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ-

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছেন, তাহারা তাহাদের বিরোধীয় বিষয়সহ সমুদয় বিষয়ে তোমাকে বিচারক ও ফয়সালাদাতা না মানা পর্যন্ত মু'মিন হইতে পারিবে না।' শুধু তাহাই নহে; তুমি যে ফয়সালা দিবে, অন্তরে ও বাহিরে তাহাদিগকে উহা মানিয়া লইতে হইবে এবং উহার প্রতি অনুগত থাকিতে হইবে। উক্ত আনুগত্যের অপরিহার্যতা ব্যক্ত করিতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

অর্থাৎ 'তোমাকে বিচারক বানাইবার পর তোমা কর্তৃক প্রদত্ত ফয়সালা তাহাদিগকে আন্তরিক আনুগত্য সহকারে গ্রহণ করিতে হইবে।'

হাদীসে আসিয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ! কোন ব্যক্তির ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা যতক্ষণ না আমা কর্তৃক আনীত সত্যের অধীন হয়, ততক্ষণ সে মু'মিন হইতে পারিবে না।

ইমাম বুখারী (র)......উরওয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (র) বলেন ঃ একদা নালার মাধ্যমে ক্ষেতে পানি দেওয়া উপলক্ষে জনৈক আনসার ব্যক্তির সহিত হযরত যুবায়র (রা)-এর বিবাদ বাধিল। নবী করীম (সা) বলিলেন, যুবায়র! তোমার ক্ষেত সিক্ত করিয়া দাও। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতের দিকে পানি ছাড়িয়া দাও। ইহাতে আনসার লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যুবায়র আপনার ফুফাত ভাই বলিয়াই কি এইরূপ বিচার করিলেন ? নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। কিয়ৎপর তিনি বলিলেন, যুবায়র! তোমার ক্ষেত সিক্ত কর। অতঃপর পানি আটকাইয়া রাখ। পানি ক্ষেতের আইল পর্যন্ত পৌছিবার পর উহা তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতের দিকে ছাড়িয়া দাও। পূর্ব নির্দেশে নবী করীম (সা) উভয়ের জন্যে সুবিধা রহিয়াছে এইরূপ আপসমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে তাহাদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু আনসার ব্যক্তিটি উহাতেও রাযী না হওয়ায় পরবর্তী ফয়সালায় তিনি যুবায়র (রা)-কে তাঁহার পূর্ণ হক বা প্রাপ্য দিয়া দিলেন। যুবায়র (রা) বলেন, আমি বিশ্বাস করি, আলোচ্য আয়াত এই ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) উক্ত হাদীস তাঁহার সংকলনে কয়েক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 'তাফসীর অধ্যায়'-এ উক্ত হাদীস মা'মার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 'সেচ-ব্যবস্থা বিষয়ক অধ্যায়'-এ উক্ত হাদীস তিনি মা'মার ও ইব্ন জুরাইজ এই উভয় রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 'সন্ধি-বিষয়ক অধ্যায়'-এ তিনি উরওয়া হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখিত থাকিবার কারণে মুরসাল হাদীস হইলেও উহা অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে গণ্য।

ইমাম আহমদ (র)......উরওয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত যুবায়র (রা) বলেন ঃ একদা তাঁহার ও জনৈক বদরী আনসার সাহাবীর মধ্যে ব্যবহার্য নালা দিয়া ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করা লইয়া বিবাদ বাধিলে তিনি উক্ত আনসার সাহাবীর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন। নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি প্রথমে তোমার ক্ষেত সিক্ত কর। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতের দিকে পানি ছাড়িয়া দাও। ইহাতে আনসার সাহাবী অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আপনার ফুফাত ভাই দেখিয়া এইরূপ বিচার করিলেন ? ইহাতে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, হে যুবায়র! তুমি নিজের ক্ষেত আগে সিক্ত কর। অতঃপর পানি ক্ষেতের আইলে না পৌঁছা পর্যন্ত উহা আটকাইয়া রাখ।

শেষোক্ত রায়ে নবী করীম (সা) হযরত যুবায়র (রা)-কে তাঁহার অধিকার পূর্ণরূপে প্রদান করিলেন। ইতিপূর্বে তিনি উভয় পক্ষের জন্যে সুবিধাজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হযরত যুবায়র (রা)-কে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু আনসার সাহাবী উহাতে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবার ফলে তিনি হযরত যুবায়র (রা)-কে তাঁহার পূর্ণ প্রাপ্য প্রদান করিয়া রায় দিলেন। যুবায়র (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি ধারণা করি, আলোচ্য আয়াত উপরিউক্ত ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক উদ্ধৃত উপরিউক্ত সনদে উরওয়া (রা)-এর পিতা হযরত যুবায়র (রা)-এর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ পুত্র পিতা হইতে হাদীস শ্রবণ করেন নাই বলিয়া

প্রমাণিত হইয়াছে। তাই ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক উল্লেখিত উক্ত সনদ বিচ্ছিন্ন। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, উপরিউক্ত হাদীস উরওয়া তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে শুনিয়াছেন। ইমাম আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে সেইরূপ সনদেই উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন ঃ

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......'হযরত যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত যুবায়র (রা) এবং জনৈক বদরী আনসার সাহাবী একই নালার মাধ্যমে খেজুরের বাগানে পানি দিতেন। একদা আনসার সাহাবী তাঁহাকে বলিল পানি ছাড়িয়া দিন, উহা প্রবাহিত হউক। যুবায়র (রা) পানি ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। ইহা জানিতে পারিয়া নবী করীম (সা) বলিলেন, যুবায়র! অগ্রে তুমি নিজের ক্ষেত সিক্ত কর। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতের দিকে পানি ছাড়িয়া দাও। আনসার সাহাবী ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আপনার ফুফাত ভাই বলিয়া কি এই রায়? নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, যুবায়র! অগ্রে তুমি নিজের ক্ষেত সিক্ত কর। অতঃপর পানি ক্ষেতে আইলে না পৌঁছা পর্যন্ত উহা আটকাইয়া রাখ।

উক্ত রায় দ্বারা নবী করীম (সা) হযরত যুবায়র (রা)-কে তাঁহার পূর্ণ হক ও প্রাপ্য অধিকার প্রদান করিলেন। পূর্বে তিনি উভয় পক্ষের সুবিধাজনক আপসমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে যুবায়র (রা)-কে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আনসার সাহাবী নবী করীম (সা)-এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিবার পর তিনি যুবায়র (রা)-কে তাঁহাদের পূর্ণ হক ও প্রাপ্য অধিকার প্রদান করিয়া রায় দিলেন।

যুবায়র (রা) বলেন ঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলোচ্য আয়াত উপরিউক্ত ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম নাসাঈও উপরিউক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী ইব্ন ওয়াহাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) এবং অন্যান্য মুসনাদ সংকলকও উপরোল্লেখিত রাবী লাইস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সনদের সর্বোচ্চ নামের ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হাদীস সংকলনসমূহের সংকলকগণ উপরিউক্ত হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর নামের আওতায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)-ও উহাকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর নামের অধীন হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হাকিম আবূ আবদুল্লাহ নিশাপুরী উপরিউক্ত হাদীস সম্বন্ধে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক একটি মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি হযরত যুবায়র (রা) হইতে যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রমুখ রাবীর সনদে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করেন, উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। তবে বুখারী ও মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। উপরিউক্ত হাদীসের যে সকল সনদে ইব্ন শিহাব যুহরী ও আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়রের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, সে সকল সনদে ইব্ন শিহাব যুহরীর অব্যবহিত নিম্নের রাবী হিসাবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ ইব্ন শিহাব হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের হাদীস বর্ণনার বিষয়টি অস্পষ্ট ও দুর্বল। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত হাদীসকে সহীহ সনদের হাদীস বলা আশ্চর্যজনকই বটে।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......আলে আবূ সালমার সালমা নামক জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা যুবায়র (রা) জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অভিযোগ উথাপন করিলে তিনি হযরত যুবায়রের পক্ষে রায় দিলেন। ইহাতে উক্ত ব্যক্তি বলিল, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার পক্ষে এই কারণে রায় দিয়াছেন যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফুফাত ভাই। এই প্রেক্ষাপটে নিম্ন আয়াত নাযিল হইল ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اِلٰى اخر الاية

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).....সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব হইতে আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এই আয়াত হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম এবং হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আর ঘটনায় নাযিল হইয়াছে। তাঁহারা জল সেচকে কেন্দ্র করিয়া ঝগড়া করিয়াছিলেন। রাসূলে পাক (সা) রায় দিলেন, উপরিভাগের ব্যক্তি পূর্বে এবং নিম্নভাগের ব্যক্তি পরে জমিতে পানি দিবে। অবশ্য এই হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন। ইহাতে সংশ্লিষ্ট রাবী সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয় নাই। তথাপি এই হাদীসে একটি জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে। ইহাতে আনসার সাহাবীর নাম উল্লেখিত হইয়াছে।

অন্যান্য শানে নুযূল

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আবুল আসওয়াদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা দুই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে মুকাদ্দমা লইয়া গেল। তিনি তাহাদের বিরোধীয় বিষয়ে একটি রায় দিলেন। যাহার বিপক্ষে রায় গেল, সে বলিল, আমাদিগকে উমরের কাছে পাঠান। নবী করীম (সা) বলিলেন, আচ্ছা। তাহারা উমর (রা)-এর নিকট পৌঁছিলে বিজয়ী ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, হে ইব্‌ন খাত্তাব ! আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আমার পক্ষে ও এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন। ইহাতে এই ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমাদিগকে উমরের নিকট পাঠান। তাই তিনি আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। হযরত উমর (রা) বলিলেন, ঘটনা কি এইরূপ ? পরাজিত লোকটি বলিল, হ্যাঁ। হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের বিরোধ নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত তোমরা এই স্থানে অবস্থান কর। অতঃপর তিনি তরবারি আনিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট তাহাদিগকে পাঠাইতে রাসূলে করীম (সা)-কে বলিয়াছিল, তাহাকে কতল করিলেন। অপর ব্যক্তি প্রাণভয়ে ভাগিয়া রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহর কসম, উমর আমার সঙ্গীকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। আমি ভাগিয়া আসিতে না পারিলে আমাকেও সে হত্যা করিত। নবী করীম (সা) বলিলেন, আমি ধারণা করিতে পারি নাই যে, উমর একজন মু'মিনকে হত্যা করিতে সাহস করিবে। এই ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اخر الاية–

অতঃপর নবী করীম (সা) হযরত উমর (রা)-কে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিবার দণ্ড হইতে মুক্তি দিলেন। তবে পরবর্তীকালে ইহা প্রথা হইয়া দাঁড়াক, তাহা আল্লাহ তা'আলার নিকট মনোপুত ছিল না। তাই তিনি পরবর্তী আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ الى اخر الاية–

ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া উপরিউল্লেখিত রাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন লাহীআ হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস গরীব অর্থাৎ সনদের যে কোন পর্যায়ে মাত্র একজন রাবীবিশিষ্ট হাদীস। আবার উহা 'মুরসাল' অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণীর বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীসও বটে। তদুপরি উহার অন্যতম রাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন লাহীআ একজন দুর্বল রাবী। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হাফিয আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম (র)......সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা দুই ব্যক্তি রাসূলে পাক (সা)-এর নিকট তাহাদের বিরোধ লইয়া গেল। তিনি অন্যায়ানুসারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং ন্যায়ানুসারী ব্যক্তির পক্ষে রায় দিলেন। বিচারে পরাজিত ব্যক্তিটি বলিল, আমি এই বিচার মানিতে রাযী নহি; অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তবে তুমি কি করিতে চাও ? সে বলিল, আমি চাই, আমরা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট যাইব। তাহারা তাঁহার নিকট গেল। বিচারে বিজয়ী ব্যক্তিটি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে বলিলেন, আমরা আমাদের বিরোধীয় বিষয় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উত্থাপন করিয়াছিলাম। তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়াছেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) যে ফয়সালা দিয়াছেন, তাহাই তোমাদের বিরোধের ফয়সালা। অন্যায়ানুসারী ব্যক্তিটি উহা মানিতে সম্মত হইল না। সে বলিল; আমরা উমর ইব্‌ন খাত্তাবের নিকট যাইব। সেমতে তাহারা তাঁহার নিকট গেল। বিজয়ী ব্যক্তিটি তাঁহাকে বলিল, আমরা এই বিরোধ লইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়াছিলাম। তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়াছেন। এই ব্যক্তি উহা মানিয়া লইতে অসম্মতি জানাইয়াছে। ঘটনা সত্য কিনা তাহা হযরত উমর (রা) তাহার নিকট জানিতে চাহিলেন। সে বলিল, ঘটনা এইরূপই। তখন তিনি তরবারি আনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফয়সালা মানিতে অসম্মত ব্যক্তিকে হত্যা করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اِلٰى اخر الاية

হাফিয আবূ ইসহাক উপরিউক্ত হাদীস তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٦٦) وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ۭ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ۙ

(٦٧) وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ

(٦٨) وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝

(٦٩) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰۗىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۗءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰۗىِٕكَ رَفِيْقًا ۝

(٧٠) ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝

৬৬. "যদি তাহাদিগকে আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিহত হও অথবা আপন গৃহ ত্যাগ কর, তবে তাহাদের অল্প সংখ্যকই ইহা করিত। যাহা করিতে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা তাহা করিলে তাহাদের ভাল হইত এবং মন-মানসিকতায় তাহারা দৃঢ়তর হইত।"

৬৭. "আর তখন আমি আমার নিকট হইতে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মহা পুরস্কার প্রদান করিতাম।"

৬৮. "এবং তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সরল পথে পরিচালিত করিতাম।"

৬৯, "কেহ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ যাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, সে তাহাদের সঙ্গী হইবে। তাহারা হইল নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণ। আর তাহারা কত উত্তম সঙ্গী !"

৭০. "ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ। জ্ঞানে আল্লাহই যথেষ্ট।"

তাফসীর ঃ অধিকাংশ মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, তাহাদের প্রবৃত্তি হইতেছে আনুগত্য বিমুখতা। তাহারা যে সকল নিষিদ্ধ অন্যায় কার্য করিয়া বেড়ায়, উহাই আল্লাহ তাহাদিগকে করিতে আদেশ করিলে তাহারা উহা করিত না। যাহা ঘটে নাই, তাহা ঘটিলে কিরূপে ঘটিত আর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কিরূপে ঘটিয়াছে সবই আল্লাহ্র জ্ঞানে রহিয়াছে। তিনি তাঁহার সেই জ্ঞান দ্বারাই উহা বলিতেছেন।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ ইসহাক আস-সাবীঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ الى اخر الاية–

এই আয়াত নাযিল হইবার পর জনৈক ব্যক্তি বলিল, আমাদিগকে উক্তরূপ আদেশ করা হইলে আমরা নিশ্চয়ই উহা পালন করিতাম। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যে নিবেদিত, যিনি আমাদিগকে সুদৃঢ় রাখিয়াছেন। এই সংবাদ নবী করীম (সা)-এর কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিশ্চয়ই এইরূপ কিছু লোক রহিয়াছে, যাহাদের হৃদয়ে ঈমান অটল পর্বতসমূহের চাইতে অধিকতর অটল-অবিচল হইয়া বিরাজ করে।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আ'মাশ হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ الى اخر الاية–

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছু সংখ্যক সাহাবী বলিলেন, আল্লাহ এইরূপ আদেশ দিলে আমরা উহা পালন করিতাম। এই সংবাদ হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, মু'মিনের হৃদয়ে ঈমান সুদৃঢ় পর্বতরাজীর চাইতে অধিকতর দৃঢ় ও অবিচল হইয়া বিরাজ করে।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ একদা সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস ও জনৈক ইয়াহূদী একে অপরের প্রতি দম্ভোক্তি প্রকাশ করিল। ইয়াহূদী ব্যক্তিটি বলিল, আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাদের প্রতি পরস্পরকে হত্যা করিতে আদেশ করিলে নিশ্চয়ই আমরা উহা পালন করিতাম। ইহাতে সাবিতও বলিল, আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাদের প্রতি পরস্পরকে হত্যা করিতে আদেশ করিলে নিশ্চয়ই আমরা উহা পালন করিতাম। এই উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ الى اخر الاية–

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আমির ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ الى اخر الاية–

এই আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলে পাক (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্র তরফ হইতে এইরূপ নির্দেশ অবতীর্ণ হইলে 'ইব্ন উম্মে আবদ' সেই স্বল্প সংখ্যক পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকিত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... শুরায়হ ইব্ন উবায়দ হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে করীম (সা) যখন এই আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইলেন, তখন তিনি স্বীয় হস্ত দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা এইরূপ নির্দেশ দিলে এই ব্যক্তি উল্লেখিত স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইত।"

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করিতে হইলে অন্তরের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয় বলিয়াই উহার পরিবর্তে তিনি বান্দাকে মহান পুরস্কারে পুরস্কৃত করিবেন। অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে যাহা করিতে আদেশ প্রদান করা হয়, যদি তাহারা উহা পালন করিত এবং যাহা করিতে নিষেধ করা হয়, উহা হইতে যদি বিরত থাকিত, তবে উহা তাহাদের জন্যে আল্লাহ্র নাফরমানী হইতে অধিকতর শ্রেয় ও প্রত্যয়ানুগ হইত।'

সুদ্দী (র) বলেন ঃ اَشَدَّ تَثْبِيْتًا অর্থ 'অধিকতর প্রত্যয়ানুগ।' সাতষট্টি ও আটষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ তাহারা এইরূপ করিলে আমি তাহাদিগকে আখিরাতে আমার নিজের তরফ হইতে اَجْرًا عَظِيْمًا অর্থাৎ জান্নাত প্রদান করিতাম আর দুনিয়াতেও তাহাদিগকে সরল পথ দেখাইতাম।

উনসত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ মানিয়া চলে এবং তাঁহাদের নিষেধ হইতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাঁহার কৃপা ও দানে পরিপূর্ণ স্থানকে তাহাদের আবাসস্থল বানাইবেন এবং তাহাদের স্ব স্ব আমল ও উপার্জিত যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত করিয়া কাহাকেও মর্যাদায় নবীদের সহচর ও সঙ্গী, কাহাকেও মর্যাদায় সিদ্দীকদের সহচর ও সঙ্গী, কাহাকেও মর্যাদায় শহীদদের সহচর ও সঙ্গী এবং কাহাকেও মর্যাদায় অন্যান্য নেককারের সহচর ও সঙ্গী বানাইবেন। কারণ তাহারা উৎকৃষ্ট বন্ধু ও সহচর।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিযাছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, প্রত্যেক নবীকেই তাঁহার মৃত্যু-ব্যধিতে দুনিয়া ও আখিরাত এই দুইটির একটিকে বাছিয়া লইতে বলা হয়। অতঃপর তিনি যে রোগে ইন্তিকাল করেন, উহাতে তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। এই ক্ষীণ কণ্ঠেই তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ যাহাদের প্রতি আল্লাহ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালিহগণের সহিত.........। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 'ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-কেও দুনিয়া ও আখিরাতের একটিকে বাছিয়া লইতে বলা হইয়াছে।

উক্ত হাদীস ইমাম মুসলিম (র) অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর এক হাদীসে আসিয়াছে ঃ রাসূলে পাক (সা) তিনবার বলিলেন ঃ

اللهم الرفيق الاعلى

'আয় আল্লাহ! হে সর্বোচ্চ বন্ধু!' অতঃপর তিনি ইন্তিকাল করিলেন। ইহার তাৎপর্যও উপারিউক্ত বাণীর অনুরূপ। আমাদের মহান পথিকৃৎ সেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সা)-এর উপর শ্রেষ্ঠতম রহমত ও সালাম নাযিল হউক!

শানে নুযূল

ইব্ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক আনসার নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিলেন। তাহাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে অমুক! তোমাকে চিন্তান্বিত দেখা যাইতেছে কেন ? সাহাবী বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! একটি বিষয় আমাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন, কি সেই বিষয়টি ? সাহাবী বলিলেন, আমরা সকাল-সন্ধ্যায় আপনার খিদমতে উপস্থিত হইয়া থাকি, আপনার পবিত্র চেহারার দর্শন লাভ করিয়া থাকি এবং আপনার সাহচর্যে নিজেদিগকে ধন্য করিয়া থাকি। কিন্তু কাল কিয়ামতে আপনাকে উচ্চ মর্যাদায় নবীগণের সঙ্গে রাখা হইবে। তখন আমাদের তো আপনার নিকট পৌঁছিবার সৌভাগ্য লাভ ঘটিবে না। নবী করীম (সা) সাহাবীর কথার কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) এই আয়াত লইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُوْلٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الى اخر الاية

তখন নবী করীম (সা) উপরিউক্ত সাহাবীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে এই সু-সংবাদ দিলেন।

মাসরূক, ইকরিমা, আমির শা'বী, কাতাদা এবং রবী' ইব্ন আনাস (র) হইতেও উপরিউক্ত হাদীস মুরসাল সনদে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসের উপরোল্লেখিত সনদ উহার একাধিক সনদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম।

ইব্ন জারীর (র)......রবী' হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা সাহাবীগণ বলাবলি করিলেন, আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, জান্নাতে অন্যান্য মু'মিনদের উপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব থাকিবে। সকলে জান্নাতের একই স্তরে থাকিবেন না। সেই অবস্থায় তাঁহারা একে অপরের সহিত কিভাবে সাক্ষাত করিবেন ? ইহাতে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الى اخر الاية

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ উচ্চস্তরের বাসিন্দাগণ নিম্নস্তরের বাসিন্দাদের নিকট নামিয়া আসিবে। তাহারা একটি উদ্যানে সমবেত হইয়া আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাহাদিগকে প্রদত্ত নিআমতসমূহ লইয়া আলোচনা করিবে এবং তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিবে। উচ্চস্তরের বাসিন্দাগণ নিম্নস্তরের বাসিন্দাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ নি'আমত লইয়া তাহাদের নিকট অবতরণ করিবে। এইরূপে সকলেই বিপুল নি'আমতরাশির মধ্যে কাল যাপন করিবে।

উপরিউক্ত সনদ হইতে ভিন্ন এক সনদে একটি মারফূ হাদীসে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী উদ্ধৃত রহিয়াছে। তাহা এই ঃ ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার নিকট আমার নিজ সত্তা, পরিবার ও সন্তান হইতে অধিকতর প্রিয়। আমি বাড়িতে থাকাকালে আপনাকে স্মরণ করিয়া অস্থির হইয়া পড়ি। যতক্ষণ আপনার কাছে আসিয়া আপনার পবিত্র মুখ দর্শন করিতে না পারি, ততক্ষণ এই অস্থিরতা দূর হয় না। কিন্তু যখন আমার নিজের ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণে আসে তখন ভাবি, আপনি যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবেন, তখন তো আপনাকে নবীদের সহিত উচ্চ মর্যাদায় রাখা হইবে। যদি আমি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারি, তবুও আপনাকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইবে না। নিজের এই দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ি। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীর কথার কোন উত্তর দিলেন না। এই অবস্থায় নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الى اخر الاية

হাফিয আবূ আবদিল্লাহ আল-মাকদিসী তাঁহার রচিত গ্রন্থের 'জান্নাতের পরিচয়' পর্বে উপরোক্ত হাদীস তাবারানী (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমরান আবদীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অতপর বলেন, আমি উহার সনদে আপত্তিকর কিছু দেখি না। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ভালবাসি। এমন কি বাড়িতে আপনার কথা মনে পড়িলে আপনার জন্যে অস্থির হইয়া পড়ি। জান্নাতে আপনার সাথে থাকিতে আমার মনে বাসনা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। এই অবস্থায় নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الى اخر الاية

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) উপরিউক্ত হাদীস মুরসাল সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র)......রবীআ ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রবীআ (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করিতাম। একদা তাঁহার উযূর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস তাঁহার খিদমতে উপস্থিত করিলাম। তিনি বলিলেন, কিছু চাও। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট জান্নাতে আপনার সহিত থাকিবার সুযোগ

চাহিতেছি। তিনি বলিলেন, আর কিছু চাও কি ? আমি বলিলাম, আমি শুধু উহাই চাই। তিনি বলিলেন, বেশি বেশি সিজদা করিয়া আমাকে সহযোগিতা প্রদান কর।

ইমাম আহমদ (র)......আমর ইব্‌ন মুররা আল-জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "একদা জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, নিজের মালের যাকাত দিই এবং রমযান মাসে রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মরিবে, কিয়ামতের দিনে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সহিত অবস্থান করিবে। এই বলিয়া তিনি দুই আঙ্গুলি মিলিত করিয়া দেখাইলেন। অতঃপর বলিলেন, যদি সে মাতাপিতার প্রতি দুর্ব্যবহার না করে।

উক্ত হাদীস শুধু ইমাম আহমদ (র)-ই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......মু'আয ইব্‌ন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক হাজার আয়াত পাঠ করে, কিয়ামতের দিন ইনশাআল্লাহ তাহার নাম নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককারগণের সহিত লিখিত থাকিবে। নিঃসন্দেহে এই সকল লোক প্রকৃষ্ট বন্ধু।

ইমাম তিরমিযী (র)......হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "ন্যায় পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক এবং শহীদগণের সাহচর্যে থাকিবে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, উহা হাসান পর্যায়ের হাদীস। উপরিউক্ত সনদের মাধ্যমে ব্যতীত অন্য কোন সনদে উক্ত হাদীস আমার জানা নাই। সনদের অন্যতম রাবী আবূ হামযার নাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাবির। তিনি বসরার একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি।

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহে যে সকল সুসংবাদ রহিয়াছে, উহার যে কোনটির চাইতে বৃহত্তর সুসংবাদ বহনকারী একটি হাদীস একদল সাহাবীর মাধ্যমে বহু সংখ্যক সনদে সহীহ, মুসনাদ ইত্যাদি শ্রেণীর হাদীস সংকলনে বর্ণিত রহিয়াছে। উহা এই ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসিত হইলেন, কোন ব্যক্তি যদি বিশেষ শ্রেণীর একদল লোককে ভালবাসে; অথচ সে এখনো তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই, এই ব্যক্তি কি তাহাদের সান্নিধ্যে থাকিতে পারিবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যে মানুষ যাহাদিগকে ভালবাসে, সে তাহাদের সহিত থাকিবে। হযরত আনাস (রা) বলেন, মুসলমানগণ এই হাদীসে যত আনন্দিত হইয়াছিলেন, তত আনন্দিত আর কিছুতেই হন নাই।

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বলেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে এবং হযরত উমর (রা)-কে ভালবাসি। আর আমি আশা করি কিয়ামতে আল্লাহ আমাকে তাঁহাদের সহিত উঠাইবেন। যদিও তাঁহাদের ন্যায় আমল ও নেককাজ আমি করিতে পারি নাই।

ইমাম মালিক (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জান্নাতের বাসিন্দাগণের মধ্যে মর্তবার তারতম্য থাকিলেও নিম্নস্তরের বাসিন্দাগণ উচ্চস্তরের বাসিন্দাদের দিকে তাকাইয়া তাহাদিগকে তাহাদের বালাখানাসমূহে দেখিতে পাইবে। যেমন দেখিতে পাও তোমরা আকাশের পূর্বে বা পশ্চিমে উদিত উজ্জ্বল নক্ষত্রকে। সাহাবীগণ

বলিলেন, উহা তো নবীগণের বালাখানাসমূহ। তাঁহারা ভিন্ন অন্যান্য নেককার তো সেখানে পৌঁছিতে পারিবে না। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! যাহারা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছে এবং নবীগণকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সেখানে পৌঁছিতে পারিবে।

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র) উপরিউক্ত হাদীস ইমাম মালিকের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসের উপরিউক্ত শব্দ ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, জান্নাতের বাসিন্দাগণের মধ্যে মর্তবার তারতম্য থাকিলেও তাহারা পরস্পরকে দেখিতে পাইবে। যেমন তোমরা আকাশে উদিত উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাও। সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তো নবীগণ। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ! যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! যাহারা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছে এবং নবীদিগকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাহারাও সেখানে পৌঁছিতে পারিবে।

হাফিয যিয়া আল-মাকদিসী বলিয়াছেন, 'উপরিউক্ত হাদীস বুখারী কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য।' আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

তাবারানী (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আবিসিনিয়া হইতে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিয়া দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি প্রশ্ন করো। লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! রূপ, বর্ণ ও নবুওয়াত দ্বারা আপনাদিগকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে। আপনি যে সকল বিষয়ে ঈমান আনিয়াছেন, যদি আমি সেই সকল বিষয়ে ঈমান আনি এবং আপনি যে সকল কাজ করেন, যদি আমি সে সকল কাজ করি, তবে কি আমি আপনার সাথে জান্নাতে বসবাস করিতে পারিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন,, হ্যাঁ! যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার শপথ! জান্নাতে পৃথিবীর কৃষ্ণকায় ব্যক্তির ঔজ্জ্বল্য হাজার বৎসরের পথের দূরত্ব হইতে পরিদৃষ্ট হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই, তাহার অনুকূলে আল্লাহর উপর একটি দায়িত্ব আসিয়া যায়। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ মহান, আমি তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি', তাহার জন্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লিখিত হয়। জনৈক সাহাবী বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহার পর আমরা কিরূপে ধ্বংস হইতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন কিয়ামতের দিন একটি লোক এতো নেক আমল লইয়া আসিবে যে, উহা পর্বতের উপর স্থাপিত হইলে পর্বতের জন্যেও দুর্বহ হইবে। অতঃপর আল্লাহর একটি নি'আমত উপস্থিত হইবে এবং উক্ত নি'আমত এইরূপ মহামূল্য হইবে যে, উহা নিজ বিনিময় হিসাবে উপরোক্ত আমলের সর্বাংশ শেষ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে। তবে যদি আল্লাহ তাহাকে স্বীয় রহমতে ঢাকিয়া লন। অতঃপর নিম্নের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হইল ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا الخ

হাবশী লোকটি বলিল, আপনার চক্ষুদ্বয় জান্নাতের যে দৃশ্যাবলী দেখিতে পাইবে, আমার চক্ষুদ্বয় কি সেই দৃশ্যাবলী দেখিতে পাইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। হাবশী লোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে ইন্তিকাল করিল। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়াছি, তিনি স্বহস্তে লোকটিকে কবরে রাখিতেছেন।

উপরিউক্ত হাদীস 'গরীব' পর্যায়ের।[১] পরন্তু উহা মুনকার হাদীসও[২] বটে। উহার সনদ দুর্বল।

নেককার মু'মিনগণ উপরোল্লেখিত মর্তবা ও মর্যাদা আল্লাহর তরফ হইতে তাঁহার দান হিসাবে প্রাপ্ত হইবে। তাহারা নিজেদের আমলে যে নি'আমতের যোগ্য হইবে, উহার চাইতে তাহাদিগকে অনেক বেশি নি'আমত প্রদান করা হইবে। কে হিদায়াত পাইবার যোগ্য, আল্লাহ তাহা ভালো জানেন এবং তদনুযায়ী তাহাকে হিদায়াত প্রদান করেন।

(٧١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ○

(٧٢) وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ○

(٧٣) وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

(٧٤) فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۭ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

৭১. "হে বিশ্বাসিগণ! সতর্কতা অবলম্বন করো; অতঃপর দলে দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হও অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও।"

৭২. "তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করিবেই। তোমাদের কোন মুসীবত হইলে বলিবে, তাহাদের সঙ্গে না থাকায় আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন।"

৭৩. "আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হইলে যেন তোমাদের ও তাহার মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই, এমনভাবে বলিবে হায়! যদি তাহাদের সহিত থাকিতাম, তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করিতাম।"

৭৪. "সুতরাং যাহারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে, তাহারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করুক। এবং কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রাম করিলে সে নিহত হউক অথবা বিজয়ী হউক, তাহাকে মহা পুরস্কার দান করিব।"

---

১. সনদের যে কোন স্তরে মাত্র একজন রাবী বা বর্ণনাকারী থাকিলে সংশ্লিষ্ট হাদীসকে 'গরীব হাদীস' বলা হয়।

২. পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত দুইটি হাদীসের একটির সনদ দুর্বল এবং অন্যটির সনদ শক্তিশালী হইলে প্রথম হাদীসটিকে মুনকার বলা হয়।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতেছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে মু'মিনদের অস্ত্রের ব্যবস্থা করা, নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং ধর্মযুদ্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উক্ত ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। ثبات অর্থাৎ একাধিক বাহিনীতে বিভক্ত হইয়া এক বাহিনীর পর আরেক বাহিনী অগ্রসর হওয়া। ثبات শব্দটি ثبة শব্দের বহুবচন। কখনো কখনো ثبة শব্দের বহুবচন ثبيت ও ثبوت হয়।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ অর্থাৎ 'বিভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধে গমন করো' এবং اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا অর্থাৎ 'সম্পূর্ণ বাহিনী একসঙ্গে যুদ্ধে গমন করো।' মুজাহিদ, ইকরিমা. সুদ্দী, কাতাদা যাহ্হাক, আতা আল-খুরাসানী, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান এবং খুসাইফ আল-জাযরী হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

বাহাত্তর ও তিহাত্তর আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদসহ বহু সংখ্যক তাফসীরকার বলিয়াছেন, 'আলোচ্য আয়াতদ্বয় মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।' মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) বলিয়াছেন, ليبطئن অর্থাৎ 'জিহাদ হইতে অবশ্যই গা বাঁচাইয়া থাকে।' এইরূপ অর্থও হইতে পারে যে, সে নিজে জিহাদ হইতে দূরে থাকে এবং অন্যকেও উহা হইতে দূরে থাকিতে প্ররোচিত করে। যেমনটি করিত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সলূল। আল্লাহ তাহার সর্বনাশ করুন। সে নিজে জিহাদ হইতে গা বাঁচাইয়া থাকিত এবং অন্যকেও উহা হইতে গা বাঁচাইয়া থাকিতে প্ররোচনা দিত। ইব্‌ন জুরাইজ এবং ইব্‌ন জারীর (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াত মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়াই তাহাদের দ্বিমুখী কপটাচারের বর্ণনা দিতে গিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا

অর্থাৎ 'সে জিহাদ হইতে দূরে থাকিবার কালে যদি আল্লাহ্র কোন অন্তর্নিহিত হিকমতের কারণে তোমাদের উপর কোন মুসীবত তথা শহীদ হওয়া ও পরাজিত হওয়ার দুর্যোগ আসে, তবে সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলে, আল্লাহ্ আমার প্রতি কৃপা দেখাইয়াছেন। কারণ আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধে উপস্থিত হই নাই।' সে ইহাকে তাহার উপর অবতীর্ণ আল্লাহর নিআমত ও মেহেরবানী মনে করে। অথচ সে জানে না, যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিয়া সে কত বড় লোভনীয় নি'আমত ও মেহেরবানী হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে। যুদ্ধে যোগ দিলে সে হয় শহীদ হইত, না হয় জীবনপণ যুদ্ধ করিয়া জীবিত থাকিয়া আল্লাহর নিকট বিরাট পুরস্কার পাইত।

وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَّا لَيْتَنِىْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا-

অর্থাৎ 'আর যদি উপরিউক্ত অবস্থায় তোমাদের নিকট আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং পরাজিত কাফিরদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্পদ আসিয়া যায়, তবে সে দুঃখিত হইয়া যেন সে

তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া বলে, আহা! যদি আমি মুসলমানদের সহিত থাকিতাম, তবে গনীমতের একটি অংশ আমাকেও প্রদান করা হইত!' মূলত এই গনীমত লাভই তাহাদের চরম ও পরম উদ্দেশ্য।

চুয়াত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, যাহারা কুফর অনুসরণ করিয়া আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব সুখ-সম্ভোগ খরিদ করে, তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে যেন যুদ্ধ বিরত মু'মিন যুদ্ধ করে। আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিয়া কেহ শহীদ হউক অথবা বিজয়ী হইয়া প্রত্যাবর্তন করুক, তাহার জন্যে আল্লাহর নিকট বিপুল পুরস্কার ও অঢেল পারিশ্রমিক রহিয়াছে।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসেও এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিয়া কোন মু'মিন যুদ্ধে শহীদ হইলে আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবার এবং জীবিত অবস্থায় ঘরে ফিরিলে বিপুল সাওয়াব ও গনীমত প্রদান করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

(٧٥) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ○

(٧٦) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ○

৭৫. "তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করিতেছ না সেই অসহায় নর-নারী এবং শিশুগণের জন্যে, যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ—যাহার অধিবাসী যালিম, উহা হইতে আমাদিগকে অন্যত্র লইয়া যাও; আর তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের মদদগার করো।"

৭৬. "যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা তাগূতের পথে সংগ্রাম করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো; নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল চির দুর্বল।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদিগকে তাঁহার পথে জিহাদ করিতে এবং মক্কায় অবস্থানরত দুর্বল, অসহায় ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশু ও কিশোরদিগকে মক্কার বর্বর অত্যাচারী কাফিরদের হাত হইতে মুক্ত করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। বর্বর কাফিরদের অত্যাচারে মুসলমানগণ অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই মুসলমানদের সেই অবস্থা জানাইতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

অর্থাৎ যে সকল অসহায় ও দুর্বল মু'মিন বলে, প্রভু হে! এই জনপদ-যাহার অধিবাসীগণ অত্যাচারী, ইহা হইতে আমাদিগকে বাহিরে লইয়া যাও। আর তোমার তরফ হইতে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী-অভিভাবক নিযুক্ত করো।

(هذه القرية -এই জনপদ) শব্দ দ্বারা এখানে মক্কা নগরীকে বুঝানো হইয়াছে। কালামে মাজীদের অন্যত্র القرية। শব্দ দ্বারা মক্কা নগরীকে বুঝানো হইয়াছে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْ أَخْرَجَتْكَ–

আর যেই জনপদ তোমাকে বহিস্কার করিয়া দিয়াছে, কত জনপদ উহা হইতে অধিকতর শক্তিশালী ছিল।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি ও আমার মাতা আয়াতে উল্লেখিত দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

ইমাম বুখারী (র)......ইব্ন আবূ মুলায়কা হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিলেন, আমি ও আমার মাতা আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদকারী অসহায় ও দুর্বল মুসলিমদের দলভুক্ত ছিলাম।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, মু'মিনগণ আল্লাহর পথে ও তাঁহার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে কাফিরগণ শয়তানের পথে ও তাহার সন্তুষ্টির জন্যে যুদ্ধ করে। আয়াতে অতঃপর তিনি মু'মিনদিগকে তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

(৭৭) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ○

(৭৮) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ○

(৭৯) مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ○

৭৭. "তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সম্বরণ করো এবং সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও।' অতঃপর যখন তাহাদিগকে

যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল, তখন তাহাদের একদল তো মানুষকে ভয় করিতেছিল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক। এবং বলিতে লাগিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্যে যুদ্ধের বিধান কেন দিলে ? আমাদিগকে কিছুদিনের অবকাশ দাও। বল, পার্থিব ভোগ সামান্য। আর যে সাবধানী, তাহার জন্যে পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলম করা হইবে না।"

৭৮. "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই। এমন কি সুউচ্চ ও সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান করিলেও। যদি তাহাদের কোন কল্যাণ হয়, তবে তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহর নিকট হইতে।' আর যদি তাহাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে তাহারা বলে, 'ইহা তোমার নিকট হইতে।' বলো, সব কিছুই আল্লাহর নিকট হইতে। এই সম্প্রদায়ের হইল কি যে, ইহারা একেবারেই কোন কথা বোঝে না!"

৭৯. "কল্যাণ যাহা তোমার হয়, তাহা আল্লাহর নিকট হইতে এবং অকল্যাণ যাহা তোমার হয়, তাহা তোমার নিজের কারণে। এবং তোমাকে যে মানুষের জন্যে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি, উহার সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

তাফসীর ঃ ইসলামের প্রথম যুগে হিজরতের পূর্বে মুসলমানদিগকে শুধু সালাত ও যাকাত আদায় করার, নিজেদের মধ্যকার দরিদ্রদের প্রতি আর্থিক সহানুভূতি প্রদর্শনের এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া ধৈর্য ধারণ করার আদেশ করা হইয়াছিল। এই সময়ে তাহারা চাহিত যেন তাহাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান প্রদত্ত হয় যাহাতে তাহারা শত্রুদের নিকট হইতে প্রতিশোধ লইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই সময়টি একাধিক কারণে মুসলমানদের জন্যে যুদ্ধের অনুকূল ছিল না। প্রথমত শত্রুপক্ষের লোক সংখ্যার তুলনায় তাহারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য ছিল। দ্বিতীয়ত তাহারা মক্কার ন্যায় পবিত্র ভূমিতে বসবাসরত ছিল যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল এবং যাহা পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম স্থান। কাহারো কাহারো মতে উহাও তৎকালে যুদ্ধের বিধান প্রবর্তিত না হইবার অন্যতম কারণ ছিল। যাহা হউক, উপরোল্লেখিত এক বা একাধিক কারণেই দেখা যায়, মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত পূর্বক সংখ্যায় পর্যাপ্ত হইবার পূর্বে তাহাদের জন্যে জিহাদের বিধান প্রদত্ত হয় নাই।

মুসলমানদের মক্কী যিন্দেগীর দুর্বল অবস্থায় আকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধের বিধান তাহাদের মাদানী যিন্দেগীতে সবল অবস্থায় প্রবর্তিত হইবার পর দেখা গেল, তাহাদের কেহ কেহ যুদ্ধে কাফিরদের সম্মুখীন হইতে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল ঃ

رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ - لَوْلاَ اَخَّرْتَنَا اِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ

অর্থাৎ 'হে প্রভু! এই সময়ে তুমি কেন আমাদের উপর যুদ্ধের বিধান প্রদান করিয়াছ ? স্বল্প কিছুদিনের জন্যে উহা আবশ্যিক করা স্থগিত রাখিলে না কেন ?'

তাহাদের ভয়ের কারণ এই যে, যুদ্ধে লোক ক্ষয় হয়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্তুতি ইয়াতীম হয় এবং নারীদিগকে বৈধব্য বরণ করিতে হয়। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلٰى لَهُمْ.

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হিজরতের পূর্বে একদা হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মুশরিক থাকাকালেও সম্মানের সহিত ছিলাম। অথচ ঈমান আনিবার পর আমরা লাঞ্ছনায় পতিত হইয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি সহিয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছি। অতএব স্বীয় গোত্রের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিও না। অতঃপর এক সময়ে যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে মদীনায় লইয়া গেলেন, তখন তাঁহার প্রতি যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। এই সময়ে আবার একদল সাহাবা যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে চাহিলেন। এই উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ الى اخر الاية–

ইমাম নাসাঈ, হাকিম এবং ইব্ন মারদুবিয়াও উপরোল্লেখিত রাবী আলী ইব্ন হাসান ইব্ন শকীক হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সুদ্দী হইতে আসবাত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ প্রথম যুগে মুসলমানদের উপর সালাত ও যাকাত ছাড়া অন্য কিছু ফরয ছিল না। তাহারা আল্লাহর কাছে চাহিল যেন তিনি তাহাদের উপর যুদ্ধ ফরয করেন। যখন তিনি তাহাদের উপর যুদ্ধ ফরয করিলেন, তখন তাহাদের একদল মুসলমান মানুষের ভয়ে এইরূপ ভীত হইল, যেরূপ ভীত হইতে হয় আল্লাহর ভয়ে, অথবা তাহারা উহা হইতেও অধিকতর ভীত হইল। তখন তাহারা বলিল, হে প্রভু! তুমি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করিয়া দিলে ? আমাদিগকে আরও কিছুদিনের জন্য কেন অবকাশ দিলে না ? اَجَلٍ قَرِيْبٍ অর্থ হইতেছে মৃত্যু। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ – وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى

অর্থাৎ 'মুত্তাকী ব্যক্তির আখিরাত তাহার দুনিয়া হইতে শ্রেয়তর।'

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইমাম ইব্ন জারীর (র) মুজাহিদের উক্ত অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

অর্থাৎ 'তোমাদের নেক আমলের প্রতিদানের ব্যাপারে তোমাদের উপর সামান্যতম অবিচারও করা হইবে না, বরং উহার পূর্ণ পারিতোষিক তোমরা প্রাপ্ত হইবে।' ইহা দ্বারা মুমিনদিগকে তাহাদের পার্থিব স্বার্থহানির ব্যাপারে সান্ত্বনা প্রদান, আখিরাতের বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান এবং যুদ্ধের প্রতি তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করা হইতেছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হিশাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হাসান–

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

-এই আয়াত পড়িয়া বলিলেন ঃ আল্লাহর যে বান্দা দুনিয়াকে এইরূপ মনে করিবে এবং উহার ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ এবং মান-সম্মান ইত্যাদির প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবে, আল্লাহ তাহাকে রহম করুন। দুনিয়ার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সবটুকু স্বপ্নদৃষ্ট লোভনীয় বস্তুর সমতুল্য। কেহ যেন স্বপ্নের মধ্যে তাহার নিকট লোভনীয় কতগুলি বিষয় দেখিল, অতঃপর সে জাগিয়া গেল।

ইব্‌ন মুঈন (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ মাসহির সচরাচর এই চরণগুলি আবৃত্তি করিতেন ঃ

ولا خير فى الدنيا لمن لم يكن له
من الله فى دار المقام نصيب
فان تعجب الدنيا رجالا فانها
متاع قليل والزوال قريب

'আখিরাতে যে ব্যক্তির জন্যে আল্লাহর নিকট প্রাপ্য কোন অংশ নাই, তাহার জন্যে দুনিয়ায় কোন কল্যাণ নাই। দুনিয়া যদিও অনেক মানুষকে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত করিয়া দেয়, প্রকৃতপক্ষে উহা সামান্য সম্ভোগ-উপকরণ মাত্র। আর উহার হস্তচ্যুতি সন্নিকটবর্তী।'

পরবর্তী আয়াতে বলা হইতেছে ঃ মৃত্যু অনিবার্যরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবে। উহা হইতে কেহই কোনমতে রেহাই পাইবে না। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

অর্থাৎ 'পৃথিবীর বুকে যাহা কিছু আছে সকলই লয়শীল।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থাৎ 'প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا بَشَرًا مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ

'আর তোমার আগে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী বানাই নাই।'

সার কথা এই যে, মৃত্যুর হাত হইতে কেহ কিছুতেই রেহাই পাইবে না; জিহাদ করিলেও না আর জিহাদ না করিলেও না। প্রত্যেকের জন্য তাহার সম্মুখে নিশ্চিত মৃত্যু ও নির্ধারিত স্থান রহিয়াছে। এইরূপে হযরত খালিদ (রা) মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলিয়াছেন ঃ আমি এতগুলি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গে তীর, বর্শা এবং তলোয়ার প্রভৃতির আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। আর আজ আমি শয্যায় মৃত্যুবরণ করিতেছি! যাহারা যুদ্ধকে ভয় পায়, তাহাদের চক্ষু নিদ্রা হইতে বঞ্চিত হউক। অর্থাৎ তাহারা বাড়িতে শয্যায় আমার মৃত্যু দেখিয়া উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

وَلَوْ كُنْتُمْ فِى بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

অর্থাৎ 'যদি তোমরা মযবূত, শক্ত ও সুউচ্চ দূর্গের মধ্যেও অবস্থান করো।'

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন ঃ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَ অর্থাৎ আকাশে অবস্থিত কতগুলি দুর্গ। উহার এই অর্থ গ্রহণ যুক্তির দিক দিয়া দুর্বল। সার্বিক অর্থ হইল শক্তিশালী দুর্গ। সার কথা এই যে, কোনরূপ প্রতিরোধই মানুষকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। যুহায়র ইব্ন আবূ সালমা বলিয়াছেন ঃ

ومن هاب اسباب المنايا ينلنه - ولورام اسباب السماء بسلم-

'মৃত্যুর কারণসমূহ হইতে পলায়ন করিয়া কেহ সিঁড়ি দ্বারা আকাশে পৌছিলেও উহারা সেখানে তাহার নিকট পৌছিবে।'

কেহ কেহ বলেন ঃ 'মুশাইয়াদুন' ও 'মাশীদুন' উভয় শব্দের অর্থই 'সুউচ্চ'। যেমন কালামে পাকের অন্যত্র ব্যবহৃত হইয়াছে وَقَصْرٍ مُّشَيَّدٍ অর্থাৎ সুউচ্চ প্রাসাদ।

আবার কেহ কেহ বলেন ঃ উভয় শব্দের অর্থের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন, 'মুশাইয়াদ' অর্থ সুউচ্চ এবং 'মাশীদ' অর্থ চুনা দ্বারা সুসজ্জিত।

ইমাম ইব্ন জারীর ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই প্রসঙ্গে মুজাহিদ (র) হইতে একটি দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। উহা এই ঃ পূর্বকালে একদা জনৈক মহিলা একটি সন্তান প্রসব করিবার পর স্বীয় ভৃত্যকে বাহিরে কোথাও গিয়া আগুন আনিতে বলিল। ভৃত্যটি আগুন আনিতে বাহিরে যাইবার সময়ে একটি লোককে দ্বারে অবস্থানরত দেখিল। লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহিলাটি কোন শ্রেণীর সন্তান প্রসব করিয়াছে? সে বলিল, সে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছে। লোকটি বলিল, জানিয়া রাখো, এই কন্যাটি বড় হইয়া একশত পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিবে। অতঃপর তাহারই ভৃত্য তাহাকে বিবাহ করিবে। অবশেষে একটি মাকড়সা তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে। ইহা শুনিয়া ভৃত্যটি ফিরিয়া আসিল এবং ছুরি দ্বারা সদ্য প্রসূত মেয়েটির পেট ফাড়িয়া দিয়া তথা হইতে পলাইয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল, মেয়েটি মরিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মেয়েটি মরে নাই। তাহার মাতা তাহার পেট সেলাই করিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে সে বিপদমুক্ত হইয়া উঠিল। বড় হইতে হইতে এক সময়ে সে যুবতী হইল এবং স্বীয় শহরে শ্রেষ্ঠতম সুন্দরী হিসাবে পরিগণিত হইতে লাগিল। অপরদিকে তাহাদের ভৃত্যটি সমুদ্রে গমন পূর্বক বিপুল ধন-সম্পত্তি উপার্জন করিয়া লইয়া স্বীয় শহরে প্রত্যাবর্তন করিল। এই সময়ে সে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়া জনৈক বৃদ্ধা মহিলাকে বলিল, আমি এই শহরের সেরা সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করিতে চাই। বৃদ্ধা মহিলাটি বলিল, অমুক কন্যাটি হইতে অধিকতর সুন্দরী রমণী আর এই শহরে নাই। তখন বৃদ্ধা মহিলাকে সে বলিল, আপনার তরফ হইতে প্রস্তাব পেশ করুন। মহিলাটি তাহাই করিল। কন্যাপক্ষের ইহাতে সম্মতিও পাওয়া গেল। যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। প্রথম দর্শনে রমণীটির স্বামী তাহার রূপে অভিভূত হইয়া গেল। স্বামীর নিকট স্ত্রী তাহার জীবনের ঘটনাবলী জানিতে চাহিলে স্বামী তাহাকে উহা বিশদভাবে জানাইল। সে অতীতে তাহার গৃহকর্ত্রীর সদ্য প্রসূত একটি কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কি কাণ্ড ঘটাইয়াছিল, তাহাও তাহাকে বলিল। স্ত্রী বলিল, আমিই সেই শিশুটি। এই বলিয়া সে তাহাকে নিজের পেটের

পুরাতন ক্ষত চিহ্ন দেখাইল। স্বামী উহা চিনিতে পারিল। অতঃপর স্ত্রীকে সে বলিল, তুমিই যখন সেই শিশুটি, তখন সেই ভবিষ্যদ্বক্তা লোকটির ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দুইটি অবশ্যম্ভাবী কথা তোমাকে জানাই। এক, নিঃসন্দেহে তুমি একশত পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিয়াছ। স্ত্রী বলিল, এইরূপ ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে। তবে সঠিক সংখ্যাটি বলিতে পারিতেছি না। স্বামী বলিল, সঠিক সংখ্যাটি হইতেছে একশত। দুই, নিশ্চয়ই একটি মাকড়সা তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে।

যাহা হউক, লোকটি তাহার প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্যে একটি সুউচ্চ মযবুত বালাখানা নির্মাণ করিল যাহাতে কোন মাকড়সা সেখানে পৌছিতে না পারে। একদিন তাহারা উক্ত বালাখানায় অবস্থান করিতেছিল। এমন সময়ে উহার ছাদে একটি মাকড়সা দৃষ্ট হইল। স্ত্রী বলিল, এই মাকড়সার হাত হইতেই কি তুমি আমাকে রক্ষা করিতে চাহিতেছ ? আল্লাহ্‌র কসম! আমিই উহাকে মারিয়া ফেলিব। তাহারা উহাকে ছাদ হইতে নামাইল এবং স্ত্রীলোকটি উহাকে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে দলিত করিয়া মারিয়া ফেলিল। এদিকে উক্ত মাকড়সার পেট হইতে নির্গত সামান্য বিষ স্ত্রীলোকটির পায়ের নখ ও মাংসের মধ্যবর্তী স্থানে ঢুকিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়ায় তাহার পা কালো হইয়া গেল এবং ইহাতেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

হযরত উসমান (রা) বিদ্রোহীদের হাতে শহীদ হইবার প্রাক্কালে আল্লাহর নিকট মুসলিম জাতির জন্যে ঐক্য প্রার্থনা করিয়া পরিশেষে কবির নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন ঃ

ارى الموت لا يبقى عز يزا ولم يدع
لعاد ملاذا فى البلاد ومربعا-
يبيت اهل الحصن والحصن مغلق
ويأتى الجبال فى شمار بخها معا

'আমি দেখিতেছি যে, মৃত্যু কোন পরাক্রমশালী ব্যক্তিকেও রেহাই দেয় না। সে 'আদ' জাতিকেও তাহাদের জনপদসমূহে কোন আশ্রয় দেয় নাই। দুর্গের দ্বার রুদ্ধ থাকা অবস্থায়ও মৃত্যু দুর্গবাসীদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা একই সঙ্গে একাধিক পর্বত শৃংগেও উপস্থিত হইয়া থাকে।'

এই প্রসঙ্গে হাযর রাজ্যের বাদশাহ সাতরূনের ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। ঐতিহাসিক ইব্‌ন হিশাম ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। পারস্য সম্রাট সাবূর বাদশাহ সাতিরূনকে হত্যা করে। এই সাবূর কোন সাবূর তাহা লইয়া ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, এই সাবূর হইতেছে সাবূর যুল-আকতাফ। আবার কেহ বলেন, এই সাবূর হইতেছে সাবূর ইব্‌ন আর্দেশীর ইব্‌ন বার্বাক। এই সাবূরই সাসান বংশীয় প্রথম সম্রাট। তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের অধিপতিদিগকে পরাজিত করিয়া সেইগুলি পুনরায় পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সাবূর যুল-আকতাফের যুগ হইতেছে তাহার যুগের বহু পরের যুগ। ঐতিহাসিক সুহায়লীর অভিমত ইহাই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ একদা সাবূর স্বীয় সাম্রাজ্য হইতে বাহিরে ইরাকে থাকাকালে সাতিরূন তাহার রাজ্য আক্রমণ করিল। ইহাতে সাবূরও সাতিরূনের সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। সাতিরূন

দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সাবূরও দুর্গ অবরোধ করিল। দুর্গ অপরাজিত রহিয়া গেল। অবরোধ দুই বৎসর ধরিয়া চলিল। একদিন সাবূরের প্রতি সাতিরূন তনয়া নাযীরার দৃষ্টি পতিত হইল। সাবূরের পরিধানে তখন মূল্যবান রেশমী পোশাক ছিল। তাহার মস্তকে ছিল মণি-মুক্তা খচিত স্বর্ণ নির্মিত রাজমুকুট। নাযীরা তাহাকে দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল। সে সাবূরের নিকট সংবাদ পাঠাইল, যদি সে তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত থাকে, তবে সে তাহাদের দুর্গের দ্বার খুলিয়া দিবে। সাবূর নাযিরার প্রস্তাবে সম্মতি জানাইল। নাযীরার পিতা সাতিরূন ছিল মদ্যপায়ী। রাত্রিতে সে মদ্যপান করিয়া মাতাল হইয়া পড়িলে নাযীরা তাহার শিয়র হইতে দূর্গের দ্বারের চাবি লইয়া স্বীয় বিশ্বস্ত ভৃত্যের মাধ্যমে উহা সাবূরের নিকট পৌঁছাইয়া দিল। সাবূর দুর্গের দ্বার খুলিয়া সসৈন্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কোন কোন কাহিনীকার এখানে বলেন ঃ সাতিরূন তনয়া নাযীরা সাবূরকে একটি গুপ্ত যাদু শিখাইয়া দিয়াছিল। উহারই সাহায্যে সাবূর দূর্গের দ্বার খুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। দুর্গটি একটি যাদু দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এই যাদুর প্রভাব নষ্ট না করিয়া কেহ উহার দ্বার খুলিতে পারিত না। কেহ উহা খুলিতে চাহিলে তাহাকে কোন চিতা সংশ্লিষ্ট একটি কবুতর লইয়া উহার পা দুইটি কোন অবিবাহিতা বালিকার প্রথম ঋতুস্রাবের রক্তে রঞ্জিত করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিতে হইত। উহা উড়িয়া গিয়া দুর্গের প্রাচীরে বসিলেই দুর্গের দ্বার খুলিয়া যাইত। সাতরূন তনয়া নাযীরা সাবূরকে এই গুপ্ত যাদুটি জানাইয়া দিয়াছিল। সাবূর ইহা প্রয়োগ করিয়া দুর্গের দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

যাহা হউক, দুর্গে প্রবেশ করিয়া সাবূর সাতিরূনকে হত্যা করিল, উহার অন্যান্য অধিবাসীকে কচুকাটা করিল এবং নাযীরাকে লইয়া স্বীয় সাম্রাজ্যে ফিরিয়া আসিল। অতঃপর সাবূর ও নাযীরার মধ্যে যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল।

একদা রাত্রিতে নাযীরা রাজ প্রাসাদে তাহার শয্যায় নিদ্রা যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রদীপ জ্বালাইয়া সাবূর দেখিল, তাহার শয্যায় একটি বৃক্ষপত্র রহিয়াছে। নাযীরাকে সে বলিল, একটি বৃক্ষপত্র তোমার নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছে! না জানি, তোমার পিতা তোমাদের কত সুখের মধ্যে রাখিয়া লালন-পালন করিয়াছে। নাযীরা বলিল, আমার পিতা আমাকে মুল্যবান রেশমী বিছানায় শোয়াইতেন, মূল্যবান রেশমী পোশাক পরাইতেন, অস্থির মধ্যে অবস্থিত মজ্জা খাওয়াইতেন এবং আঙ্গুর হইতে প্রস্তুত মদ্য পান করাইতেন। ঐতিহাসিক তাবারী উল্লেখ করিয়াছেন ঃ সাতিরূন তনয়া নাযীরা বলিল, আমার পিতা আমাকে অস্থির মজ্জা ও মাখন খাওয়াইতেন এবং কুমারী মৌমাছি কর্তৃক উৎপন্ন মধু ও উৎকৃষ্ট মদ্য পান করাইতেন। তাবারী আরো উল্লেখ করিয়াছেন ঃ সাতিরূন তনয়া নাযীরার অপরূপ সৌন্দর্যে তাহার পায়ের নলার অস্থি পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হইত।

যাহা হউক, নাযীরার কথা শুনিয়া সাবূর বলিল, তুমি তাহার প্রতি যে আচরণ করিয়াছ, উহাই কি তোমার প্রতি তাহার এইরূপ স্নেহের প্রতিদান ? তুমি তোমার স্নেহময় পিতার প্রতি যে ঘৃণ্য আচরণ করিয়াছ, আমার প্রতি উহার অনুরূপ আচরণ করা তোমার পক্ষে অধিকতর সহজ। অতঃপর সাবূর অকৃতজ্ঞ নাযীরার মস্তকের কেশরাশি অশ্বের লেজের সহিত বাঁধিয়া উহাকে লাগামহীন ছাড়িয়া দিল। এই অবস্থায় অশ্ব তাহাকে পদতলে পিষ্ঠ করিয়া মারিয়া ফেলিল।

পার্থিব সুখ-সম্ভোগের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে কবি আদী ইব্‌ন যায়দ আল-ইবাদী কর্তৃক রচিত বিখ্যাত কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ

ايـهـا الـشامـت الـمعير بالده - را انت المبرأ الموفور -

ام لديك العهد الوثيق من الايـ - لم بل انت جاهل مغرور -

مـن رأيـت الـمنون خلد ام من - ذا عليه من ان يضام خفيه -

اين كسرى كسرى الملوك توشـر - وان ام اين قبله سابور ؟

بـنو الاصـفر الـكـرام مـلـوك الـ - روم لم يبق منهم مذكور -

واخـوا الـحـقـر اذ بـنـاه واذ دج - لة تجبى اليه والخابور -

شـاده مـرمـرا وجـلـلـه كـا - سا مللطير فى ذراه وكور -

لـم يـهـبه ريب المنون فـباد الـ - ملك عنه فبا به مهجور -

وتـذكـر الـخـورنـق اذ شـر - رف يوما وللهدى تفكير

سـره مـاله وكـثـرة مـا يـمـ - لك والبحر معرضا والسدير -

فـارعـوى قـلبـه وقـال فما غبـ - طة حتى الى الممات بصير -

ثـم اضـحـوا كـأنـهـم ورق جف - فألوت به الصباو الدبور -

ثـم بـعـد اللاح والـمـلـك والامـ - ـة وارتهم هناك القبور -

'হে পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত ও তৃপ্ত ব্যক্তি! তুমি কি মৃত্যু হইতে মুক্ত ও নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত ? সময়ের পক্ষ হইতে তুমি কি চিরজীবী হইবার কোনো নিশ্চিত আশ্বাস লাভ করিয়াছ ? না, বস্তুত তুমি অজ্ঞ ও প্রতারিত। তুমি কাহাকে মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া চিরঞ্জীব হইতে দেখিয়াছ ? মৃত্যুকে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও আছে কি ? কোথায় গেল রাজাধিরাজ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়াঁ ? তাহার পূর্ববর্তী সম্রাট সাবূরই বা কোথায় ? আর মহাসম্মানের অধিকারী রোম সম্রাটগণই বা কোথায় গেল ? তাহাদের কেহই তো আজ জীবিত নাই। হাযরের অধিপতি সাতিরূন স্বীয় প্রাসাদকে কতভাবেই না সাজাইয়াছিল! সে কৃত্রিম উপায়ে স্বীয় প্রাসাদে যেন এক দজলা নদী সৃষ্টি করিয়াছিল। কোথায় সেই সাতিরূন ও তাহার নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও বিলাসিতা ? সম্রাট সাবূর মর্মর পাথর দ্বারা তাহার সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিল। আর পানপাত্র দ্বারা উহার মহিমা (?) বর্ধন করিয়াছিল। আজ তাহার সেই প্রাসাদে পক্ষীকুল বাসা বানাইয়াছে। কালের বিবর্তন তাহাকে অবকাশ দেয় নাই। স্বীয় সাম্রাজ্যসহ সে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আজ তাহার দ্বার পরিত্যক্ত। বিখ্যাত খাওরানাক প্রাসাদের মালিক ইরাকের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট নু'মান উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত সত্য পথ পাইবার জন্যে চিন্তার প্রয়োজন রহিয়াছে। একদা তিনি স্বীয় প্রাসাদে উঠিলেন। বিশাল জলাধার, 'সাদীর' নামক তাহার বিলাসপূর্ণ অট্টালিকা এবং তাহার অন্যান্য ঐশ্বর্য তাহার মনে আনন্দ আনিয়া দিল। পরক্ষণে তাহার অন্তর

অজ্ঞানতা ও বিভ্রান্তি হইতে ফিরিয়া আসিল। তিনি চিন্তা করিলেন, যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার সুখৈশ্বর্যের কীইবা মূল্য রহিয়াছে ? মৃত্যুর আগমনে প্রাচুর্যের মধ্যে পালিত ব্যক্তিগণ শুষ্ক পত্রের ন্যায় নির্জীব হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। শুষ্ক পত্রকে যেরূপে পূবালী হাওয়া এবং পশ্চিমা হাওয়া উড়াইয়া লইয়া যায়, আর উহা নিষ্প্রাণ ও ক্ষমতাহীন অবস্থায় উহাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেইরূপে তাহারা মৃত্যুর পর নিষ্প্রাণ ও ক্ষমতাহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের সকল কৃতিত্ব, বিশাল রাজত্ব ও দোর্দন্ড প্রভুত্বের অবসানের পর কবর তাহাদিগকে ঢাকিয়া লইয়াছে।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

حَسَنَةٌ -ফল, শস্য ও সন্তান-সন্তুতি ইত্যাদির প্রাচুর্য। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন আলিয়া ও সুদ্দী (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুদ্দীর মতে স্ত্রীগণের অধিক সংখ্যায় পুত্র-সন্তান প্রসব করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ

سَيِّئَةٌ -দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটন, শস্যাদি হানি এবং পশ্বাদি ও সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির ক্ষয়। আবুল আলিয়া ও সুদ্দী (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

مِنْ عِنْدِكَ - তোমার তরফ হইতে। অর্থাৎ তোমাকে ও তোমার ধর্মকে অনুসরণ করিয়া চলিবার কারণে। এইরূপে ফিরআউনের জাতি সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

فَاِذَا جَائَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ - وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ -

'অনন্তর যখন তাহাদের ভাল কিছু দেখা দিত, তখন বলিত ইহা আমাদেরই কৃতিত্ব। অথচ যখন খারাপ কিছু দেখা দিত তখন বলিত, ইহা মূসা ও তাহার সহচরদের কারণে।'

অনুরূপভাবে মানুষের সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটন করিতে গিয়া অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُنِ اطْمَاَنَّ بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُنِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ.

'যে সকল লোক আল্লাহর দায়সারা ইবাদত করে, তাহারা যখন ভাল কিছুর দেখা পায়, তখন আশ্বস্ত থাকে। আর যখন কোন বিপদ দেখা দেয়, তখনই কাটিয়া পড়ে। তাহারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কূল হারাইল। ইহাই সুস্পষ্ট সর্বনাশ।'

আলোচ্য আয়াতাংশে যে আচরণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহা ছিল মুনাফিকগণের আচরণ। তাহরা মু'মিন বলিয়া পরিচয় দিলেও ইসলামের প্রতি তাহাদের মনে ছিল চরম অনীহা। তাহাদের অনীহার বহিঃপ্রকাশের একটি রূপ এই যে, তাহাদের অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু তাহাদের উপর ঘটিয়া গেলে উহার জন্যে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণকে দায়ী করিত।

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'তোমাদের কাম্য-অকাম্য উভয় অবস্থাই আল্লাহর নির্দেশে আসে।' এই বিধান মু'মিন ও কাফির সকলের প্রতিই প্রযোজ্য।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ كل অর্থাৎ ভাল-মন্দ এই উভয় অবস্থা। হাসান বাসরীও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকগণ ও তাহাদের উপরোল্লেখিত সন্দেহ প্রসূত বিচার-বুদ্ধিহীন উদ্ভট উক্তির নিন্দা করিতেছেন ঃ

فَمَا لِهٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ حَدِيْثًا

একটি বিস্ময়কর সংশ্লিষ্ট হাদীস

হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার (র)......আমর ইব্ন শুআয়িবের পিতামহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমর ইব্ন শুআয়বের পিতামহ বলেন ঃ একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে দুইদল লোকসহ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা) সেখানে আগমন করিলেন। তাহারা উচ্চৈস্বরে কথা বলিতেছিলেন। সিদ্দীকে আকবর (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছ ঘেঁষিয়া এবং উমর (রা) সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর কাছ ঘেঁষিয়া বসিলেন। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইবার কারণ কি ? জনৈক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ রাসূল! আবূ বকর (রা) বলিয়াছেন, যাবতীয় মঙ্গল আল্লাহর পক্ষ হইতে আসে এবং যাবতীয় অমঙ্গল আমাদের নিজেদের কারণে ঘটে। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে উমর! তুমি কি বলিয়াছ ? হযরত উমর (রা) বলিলেন, 'আমি বলিয়াছি, মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হইতে আসে। নবী করীম (সা) বলিলেন, সর্ব প্রথম হযরত জিবরাঈল (আ) এবং হযরত মীকাঈল (আ) এই বিষয়ে আলোচনা করেন। ওহে আবূ বকর! তুমি যাহা বলিয়াছ, হযরত মীকাঈল উহা বলিয়াছে। ওহে উমর! তুমি যাহা বলিয়াছ, হযরত জিবরাঈল (আ) উহা বলিয়াছিলেন। আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যেই এই বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে। আর আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে, পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সে বিষয়ে মত পার্থক্য তো দেখা দিবেই। যাহা হউক, তাহারা উভয়ই মীমাংসার জন্যে হযরত ইসরাফীল (আ)-এর নিকট আগমন করিলেন। তিনি রায় দিলেন, কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হইতে আসে।' অতঃপর নবী করীম (সা) আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের প্রতি প্রদত্ত আমার ফয়সালা তোমরা স্মরণ রাখিও। কখনো আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতা করা না হউক, তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় থাকিলে তিনি ইবলীসকে সৃষ্টি করিতেন না।

শায়খুল ইসলাম তাকিয়্যুদ্দীন আবুল আব্বাস ইব্ন তাইমিয়া (র) বলিয়াছেন, ইলম ও মারিফাত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, উপরিউক্ত হাদীস মিথ্যা ও মনগড়া।

অতঃপর সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এবং তাঁহার মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'তোমার নিকট যে যে মঙ্গল ও কল্যাণ আগমন করে, উহা আল্লাহর কৃপা, দয়া ও রহমতের কারণে আগমন করে।'

وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ

অর্থাৎ 'তোমার নিকট যে অমঙ্গল ও অকল্যাণ আগমন করে, উহা তোমার নিজস্ব আমল ও আচরণের কারণে আগমন করে।'

অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ-

অর্থাৎ 'তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে তাহা তোমাদের স্বহস্তের উপার্জন; তাহা হইতেও আল্লাহ বহু কিছু মার্জনা করেন।'

সুদ্দী, হাসান বসরী, ইব্ন জুরাইজ ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ مِنْ نَّفْسِكَ অর্থাৎ 'তোমার গুনাহের কারণে।' কাতাদা (র) বলেন ঃ مِنْ نَّفْسِكَ অর্থাৎ হে আদম সন্তান! উহা তোমার পাপের শাস্তি হিসাবে। তিনি আরো বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কোন মানুষের শরীরে কাষ্ঠের একটু আঁচড় লাগিলে অথবা তাহার পা পিছলাইয়া পড়িলে অথবা পরিশ্রমে তাহার শরীর হইতে একটু ঘাম বাহির হইলে উহাও তাহার আমলের কারণেই হয়। আর আল্লাহ তা'আলা অধিকতর অংশই মাফ করিয়া দেন। কাতাদা (র) কর্তৃক মুরসাল সনদে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস সহীহ সংকলনে অবিচ্ছিন্ন সনদে নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! মু'মিন কোনরূপ শোক-দুঃখ, অনুতাপ-পরিতাপ ও ক্লান্তি-পরিশ্রম ভোগ করিলে, এমন কি একটি কাঁটার খোঁচার ব্যথ্যা অনুভব করিলেও উহার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাহার গুনাহর কিয়দংশ মাফ করিয়া দেন।

আবূ সালেহ (র) বলেন ঃ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ অর্থাৎ তোমার গুনাহের কারণে তোমার নিকট অকল্যাণ আসে। আর আমি আল্লাহ উহা তোমার ভাগ্যলিপিকারূপে প্রেরণ করি। ইমাম ইব্ন জারীর (র)-ও আবূ সালেহ-এর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মুতাররিরফ ইব্ন আবদুল্লাহ্ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ বলেন ঃ القدر। অর্থাৎ তাকদীর দ্বারা তোমরা কি কথা বুঝাইতে চাও ? সূরা নিসার এই আয়াত কি সেই ব্যাপারে তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নহে-

وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْنَ هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ – الى – وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً

অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! মানুষকে তাকদীরের কাছে অসহায় করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। তাহাদিগকে আদেশ-নিষেধ পালন করিতে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। অবশেষে তাঁহার নিকট সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ্র উপরোক্ত বক্তব্য অত্যন্ত শক্তিশালী ও যৌক্তিকতাপূর্ণ। উহাতে একদিকে যেমন কাদরিয়া সম্প্রদায়ের 'কর্মে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন' এই মতবাদের বিরোধিতা রহিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি জাবরিয়া সম্প্রদায়ের 'কর্মে মানুষ আদৌ স্বাধীন নহে' এই মতবাদের বিরোধিতা রহিয়াছে। এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র রহিয়াছে।

وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً

অর্থাৎ 'সমগ্র মানব জাতির জন্যে তোমাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছি।' তুমি তাহাদের নিকট আল্লাহর শরী'আত ও তাঁহার আদেশ-নিষেধ পৌঁছাইয়া দিবে। কোন্ কাজ তিনি পসন্দ করেন ও কোন্ কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং কোন্ কাজ তিনি অপসন্দ করেন ও কোন্ কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন, তাহা তুমি তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে তোমাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, সে সম্পর্কে এবং তোমার ও তাহাদের বিষয়ে তিনি উত্তম সাক্ষী। তিনি ভালভাবেই জানেন, সত্যকে তুমি তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া থাকো এবং তাহারা সত্য-দ্বেষের কারণে উহা প্রত্যাখ্যান করে।

(৮০) مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝

(৮১) وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۫ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ؕ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

৮০. "কেহ রাসূলের আনুগত্য করিলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করিল এবং কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে তোমাকে তাহাদের উপর প্রহরীরূপে প্রেরণ করি নাই।"

৮১. "তাহারা বলে, আনুগত্য করিতেছি; অতঃপর যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায়, তখন রাত্রে তাহাদের একদল তাহারা যাহা বলে, তাহার বিপরীত পরামর্শ করে। তাহারা যাহা রাত্রে পরামর্শ করে, আল্লাহ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা করো এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা করো। কর্ম বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-কে অনুসরণ করিয়া চলে, সে আল্লাহকেই অনুসরণ করিয়া চলে; আর যে ব্যক্তি তাঁহার অবাধ্য হইয়া চলে, সে আল্লাহরই অবাধ্য হইয়া চলে। ইহা এই কারণে যে, মুহাম্মদ (সা) নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না। তিনি যাহা বলেন, তাহা আল্লাহর তরফ হইতে আগত ওহী ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ হুরায়ারা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করিয়া চলে, সে আল্লাহকেই অনুসরণ করিয়া চলে; আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হইয়া চলে, সে আল্লাহরই অবাধ্য হইয়া চলে। যে ব্যক্তি নেতাকে মানিয়া চলে, সে আমাকেই মানিয়া চলে; আর যে ব্যক্তি নেতাকে অমান্য করে, সে আমাকেই অমান্য করে।

উক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী আ'মাশ হইতে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا

অর্থাৎ কেহ সত্য গ্রহণে বিমুখ হইলে তোমার কোন অপরাধ নাই। তোমার কর্তব্য হইতেছে তাহাদের নিকট সত্যকে শুধু পৌছাইয়া দেওয়া। তাহাদিগকে দিয়া উহা জবরদস্তির সহিত মানাইয়া লওয়া তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি তোমার আহবানে সাড়া দিবে, সে সৌভাগ্য ও নাজাত লাভ করিবে। তাহার জন্যে তো পুরস্কার ও পারিতোষিক রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তোমার আহবানকে প্রত্যাখ্যান করিবে, সে অকৃতকার্য ও হতভাগ্য হইবে। তজ্জন্য তোমার কোন ক্ষতি নাই।

বিশুদ্ধ হাদীসে আসিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মানিয়া চলে, সে সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি অবাধ্য হইয়া চলে, সে নিজের ছাড়া অন্য কাহারও ক্ষতি করে না।

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ

অর্থাৎ 'মুনাফিকগণ বাহ্যত আনুগত্য প্রকাশ করে।'

فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ

অর্থাৎ 'তাহারা তোমার আড়ালে চলিয়া যাইবার পর তোমার বিরোধিতায় রাত্রিতে সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র ও কুপরামর্শ করে।'

وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ.

অর্থাৎ 'তাহারা রাত্রিতে যে ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহ উহার বিষয়বস্তু আমলনামা লিখিবার জন্যে নিযুক্ত ফেরেশতাদের দ্বারা লিখাইয়া রাখেন।' উক্ত সতর্কীকরণের তাৎপর্য এই যে, তাহারা আল্লাহর রাসূলের নিকট বাহ্য আনুগত্য প্রকাশ করিয়া আসিয়া রাত্রিতে তাঁহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করে, তাহা তিনি জানেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহর নিকট উহার যোগ্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ- وَمَا اُوْلٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ 'তাহারা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং অনুগত হইয়াছি। অতঃপর তাহাদের একদল মুখ ফিরাইয়া নেয়। মূলত তাহারা মু'মিন নহে।'

فَاَعْرِضْ عَنْهُ

অর্থাৎ 'তাহাদের কার্য-কলাপ উপেক্ষা করিয়া চল এবং তাহাদিগকে এই বিষয়ে জওয়াবদিহি করিও না। তাহাদিগকে এজন্যে পাকড়াও করিতে যাইও না এবং মানুষে সম্মুখে তাহাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিও না। পরন্তু তাহাদের কার্যকলাপে ভীত ও উদ্বিগ্ন হইও না।'

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً.

অর্থাৎ যাহারা নিজেদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করিবার পর ফলাফল আল্লাহর উপর ছড়িয়া দেয়, তাঁহার উপর তাওয়াক্কুল করে এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে, আল্লাহ তাহাদের জন্যে উত্তম অভিভাবক, উত্তম সাহায্যকারী ও উত্তম সহায়ক।

(٨٢) اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ○

(٨٣) وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ۚ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৮২. "তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না ? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও হইত, তবে তাহারা উহাতে অনেক অসঙ্গতি পাইত।"

৮৩. "যখন শান্তি অথবা শংকার কোন সংবাদ তাহাদের নিকট পৌঁছে, তখনই তাহারা উহা প্রচার করিয়া থাকে। যদি তাহারা উহা রাসূল কিংবা তাহাদের মধ্যে যাহারা দায়িত্বশীল, তাহাদের গোচরে আনিত, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা অনুসন্ধান করে, তাহারা উহার যথার্থতা নির্ণয় করিতে পারিত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিত, তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলে শয়তানের অনুসরণ করিত।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আদেশ করিতেছেন। তিনি উহা হইতে, উহার সন্দেহাতীত রহস্যাবলী হইতে এবং উহার সুবিন্যস্ত ও সুসংহত বিষয়বস্তু আর আলংকারিক ভাষার সৌন্দর্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে নিষেধ করিতেছেন। তিনি আরও বলিতেছেন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে কোনরূপ পরস্পর

বিরোধী উক্তি নাই। কারণ উহা মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহা প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। উহা সকল সত্যের সেরা সত্য।

অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا

'তাহারা কি কুরআন নিয়া গবেষণা করে না ? কিংবা তাহাদের অন্তরসমূহ কি তালাবদ্ধ হইয়া আছে ?'

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا

অর্থাৎ এই কুরআন মনুষ্য রচিত কোন গ্রন্থ হইলে উহাতে তাহারা বহু পরস্পর বিরোধিতা দেখিতে পাইত। মুশরিকগণ প্রকাশ্যে এবং মুনাফিকগণ গোপনে ইহাকে মনুষ্য রচিত গ্রন্থ আখ্যা দিয়া থাকে। অথচ মনুষ্য রচিত গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হইতে উহা সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। তাই মুশরিক ও মুনাফিকদের উপরোক্ত আখ্যায়ন মিথ্যা এবং ডাহা মিথ্যা। উহা মহান আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে অবতীর্ণ মহা সত্য গ্রন্থ। যেমন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণের উক্তির উদ্ধৃতিতে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

অর্থাৎ যাহারা প্রজ্ঞার অধিকারী, তাহারা বলে, আমরা উহার নিশ্চিতার্থক আয়াত ও অনিশ্চিতার্থক আয়াত উভয় শ্রেণীর আয়াতে উপর ঈমান আনিয়াছি। উহা সকলই আমাদের প্রতিপালক প্রভুর তরফ হইতে আগত। তাহারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর আয়াতের সাহায্যে শেষোক্ত শ্রেণীর আয়াতের অর্থ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে। আর এইভাবে তাহারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাহাদের অন্তরে রহিয়াছে বক্রতা, তাহারা অনিশ্চিতার্থক আয়াতের সাহায্যে নিশ্চিতার্থক আয়াতের অর্থ বাহির করিতে অপচেষ্টা চালায়। আর এইভাবেই তাহারা বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। উপরোক্ত কারণেই আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি বক্র অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিদের নিন্দা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আমর ইব্‌ন শুআয়বের পিতামহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমর ইব্‌ন শুআয়বের পিতামহ বলেন ঃ একদা আমি ও আমার ভাই একটি মজলিসে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। গৃহপালিত রক্তবর্ণের উষ্ট্রাদির চাইতে উক্ত মজলিস আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল। উক্ত মজলিসের ঘটনার বিররণ এই ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসিয়া কিছু সংখ্যক প্রবীণ সাহাবীকে তাঁহার দ্বারে উপবিষ্ট দেখিলাম। আমরা তাঁহাদের মধ্যে না বসিয়া একপার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। তাঁহারা কুরআন মজীদের একটি আয়াত লইয়া আলোচনায় লিপ্ত হইলেন। এমন কি তাঁহারা উহা লইয়া তর্ক-বিতর্কে জড়াইয়া পড়িলেন। এক সময়ে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া উঠিল। তখন নবী করীম (সা) তাঁহাদের নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার চেহারা মুবারক রক্তিম হইয়া গেল। তিনি তাঁহাদের প্রতি মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন ঃ হে লোক সকল! থামো! ইহাতেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাহারা তাহাদের নবীগণ সম্বন্ধে মতবিরোধ করিত এবং

আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অপর অংশের বিরোধী আখ্যায়িত করিত। কুরআন কারীমের একাংশ উহার আরেকাংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; বরং উহার একাংশ অপরাংশকে সত্য প্রতিপন্ন করে। উহার যেটুকু তোমরা বুঝিতে পার, সেইটুকুর উপর আমল করো এবং যেটুকু না বুঝো, সেইটুকু সম্বন্ধে জানার জন্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট পেশ করো।

ইমাম আহমদ (র)......আমর ইব্ন শুআয়বের পিতামহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদিগকে তাকদীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখিয়া বিরক্ত হইলেন ও তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডল ডালিমের দানার ন্যায় রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহর কিতাবের একাংশকে অপরাংশের বিরোধী প্রতিপন্ন করিতেছ? ইহাতেই তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। রাবী সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইতিপূর্বে কোন এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, অথচ আমি উহাতে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। এইরূপ অনুপস্থিতির কারণে আমার হৃদয় যতটুকু দুঃখ-ভারাক্রান্ত হইয়াছিল, সেই দিনের সেই মজলিসে উপস্থিত থাকিবার কারণে আমার হৃদয় উহার চাইতে অধিকতর পরিমাণে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হইল। ইমাম ইব্ন মাজাহও দাঊদ ইব্ন আবূ হিন্দ হইতে উপরিউক্ত হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ একদা দ্বিপ্রহরে আমি হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট গেলাম । সেখানে দুইজন সাহাবী কুরআন মজীদের একটি আয়াত লইয়া বিতর্কে লিপ্ত হইলেন। এক সময়ে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া উঠিলে রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ আল্লাহর কিতাব লইয়া মতভেদ করিবার ফলেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ উপরোল্লেখিত রাবী হাম্মাদ ইব্ন যায়দ হইতে উপরিউক্ত হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

পরবর্তী আয়াতে যাহারা কোন সংবাদ শুনামাত্র উহা সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া উহা ছড়াইয়া বেড়ায়, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই ধরনের সংবাদ অনেক সময়ে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়।

ইমাম মুসলিম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যাবাদী হইবার জন্যে ইহাই যথেষ্ট যে, কোন কথা তাহার কানে আসিলে উহার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইয়াই সে উহা ছড়াইয়া দেয়।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ সংকলনের ভূমিকায় উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদও তাঁহার সুনান-এর 'কিতাবুল আদব' অধ্যায়ে হাফস ইব্ন আসিম (র) হইতে উপরিউক্ত হাদীসে মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিমও উপরোল্লেখিত রাবী শু'বা হইতে উপরিউক্ত হাদীস মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইমাম আবূ দাঊদ উপরিউল্লিখিত রাবী শু'বা হইতে উপরিউক্ত হাদীস মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়ছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলে করীম (সা) প্রমাণহীন অনিশ্চিত কথা প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ তাঁহার সুনানে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'লোকে বলে' এইরূপ বলিয়া কোনো কথা প্রচার করিয়া বেড়ানো অত্যন্ত নিন্দনীয় স্বভাব।

সহীহ্ হাদীসে রহিয়াছে ঃ যে ব্যক্তি কোনো কথাকে মিথ্যা জানিয়াও উহা প্রচার করে, সে অন্যতম মিথ্যাবাদী।

এক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে সহীহ বলিয়া গৃহীত হযরত উমর (রা) সম্পর্কিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। উহা এই ঃ একদা হযরত উমর (র)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, নবী করীম (সা) স্বীয় স্ত্রীদিগকে তালাক দিয়াছেন। সংবাদের সত্যতা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট রওয়ানা হইলেন। মসজিদে নববীতে গিয়া লোকমুখে সেই একই কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি বিলম্ব সহিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ অনুমতি লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট গমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! স্বীয় স্ত্রীদিগকে তালাক দিয়াছেন কি ? নবী করীম (সা) বলিলেন, না। অমনি উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন, আল্লাহু আকবার!

অতঃপর রাবী হাদীসের অবশিষ্ট দীর্ঘ অংশ উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসে এইরূপ উল্লেখিত হইয়াছে ঃ হযরত উমর (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি কি স্বয়ি স্ত্রীদিগকে তারাক দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না। আমি মসজিদের দ্বারে দাঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে (সকলকে) বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় স্ত্রীদিগকে তালাক দেন নাই। এই ঘটনার পর নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَاِذَا جَاءَ هُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَا عُوْا بِهٖ الى اخر الاية-

উমর (রা) বলেন, আমিই উল্লেখিত বিষয়টি তদন্ত করিয়া সঠিক তথ্য উদ্ধার করিয়াছি।

يستنبطونه অর্থাৎ যাহারা উহাকে উৎস হইতে বাহির করিয়া আনিত। যেমন আরবী ভাষায় প্রযুক্ত হয় ঃ استنبط الرجل العين। অর্থাৎ 'লোকটি কূপ খনন করিয়া উহার গভীর তলদেশ হইতে পানি বাহির করিয়াছে।'

لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلاَّ قَلِيْلاً.

অর্থাৎ 'স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলে শয়তানের অনুসারী হইতে।'

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قَلِيْلٌ (স্বল্প সংখ্যক লোক) অর্থাৎ মু'মিনগণ।

মুআম্মার ও আবদুর রয্যাক হইতে কাতাদা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলে শয়তানের অনুসারী হইতে অর্থাৎ সকলেই শয়তানের অনুসারী হইতে এবং কেহই মু'মিন হইতে পারিতে না। আয়াতের শেষোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থকগণ ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের প্রশংসায় কবি তারমাহ ইব্‌ন হাকীম কর্তৃক রচিত নিম্নের চরণকে নিজেদের পক্ষে পেশ করেন ঃ

اشم ندى كثير النوادى - قليل المثالب والقادحة-

'যে কোনো মজলিসে উপস্থিত লোকদের মধ্যে তিনি অধিকতম দীর্ঘকায় হইয়া থাকেন। তিনি বিপুল সংখ্যক মজলিসে সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। তিনি দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত ও পবিত্র।'

এখানে কবি قليل المثالب والقادحة শব্দগুচ্ছকে 'অল্প সংখ্যক দোষ-ত্রুটিবিশিষ্ট' অর্থে নহে; বরং 'দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত ও পবিত্র' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

(٨٤) فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ○

(٨٥) مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا ○

(٨٦) وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا ○

(٨٧) اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ○

৮৪. "সুতরাং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্যে দায়ী করা হইবে। আর বিশ্বাসিগণকে উদ্বুদ্ধ করো; হয়ত আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শক্তি সংযত করিবেন। আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতম ও শাস্তিদানে কঠোরতম।"

৮৫. "কেহ কোন ভালকাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে; তেমনি কেহ কোন মন্দকাজের সুপারিশ করিলে উহাতেও তাহার অংশ থাকিবে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে নজর রাখেন।"

৮৬. "তোমাদিগকে যখন অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরা উহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করিবে অথবা উহারই অনুরূপ করিবে; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।"

৮৭. "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই; তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন একত্র করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী ?"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আদেশ দিতেছেন, তিনি যেন নিজে জিহাদ করিতে থাকেন। অতঃপর যাহারা উহা হইতে গা বাঁচাইবে, তাহাদের কার্যের জন্যে তাঁহাকে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহী করিতে হইবে না।

لَاتُكَلَّفُ اِلاَّ نَفْسَكَ

অর্থাৎ 'তোমার প্রতি শুধু তোমার ক্ষমতাধীন বিষয়েরই দায়িত্ব অর্পিত হইবে।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).....আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ইসহাক (র) বলেন ঃ একদা আমি বারা ইব্‌ন আযিবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন ব্যক্তি যদি একশত শত্রুর সম্মুখীন হইবার পর তাহাদের বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ করে সে কি—

وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

'তোমরা স্বহস্তে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না'—এই আয়াতের নির্দেশ অমান্যকারী হইবে না? হযরত বারা (রা) বলিলেন, না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীকে বলিয়াছেন ঃ

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - لاَ تُكَلَّفُ اِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ

অর্থাৎ 'অতঃপর আল্লাহ্‌র পথে একাই তুমি জিহাদ কর। তোমাকে শুধু তোমার ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করা হইবে, আর মুমিনগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ কর।'

ইমাম আহমদ (র) ......আবূ ইসহাক হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ইসহাক (র) বলেন ঃ একদা আমি হযরত বারা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন ব্যক্তি একাকী মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে সে কি-

وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী স্বহস্তে নিজের ধ্বংস সাধনকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে ? হযরত বারা (রা) বলিলেন, না। আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে জানাইয়া দিয়াছেন ঃ

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - لاَ تُكَلَّفُ اِلاَّ نَفْسَكَ

হযরত বারা (রা) আরও বলেন ঃ আত্মঘাতী হওয়া হইতে নিষেধ সম্পর্কিত উক্ত আয়াত দান-খয়রাতের সহিত সম্পৃক্ত।

ইব্‌ন মারদুবিয়া উপরিউক্ত হাদীস হযরত বারা (রা) হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - لاَ تُكَلَّفُ اِلاَّ نَفْسَكَ - وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ

-এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন ঃ আমার রব আমাকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব তোমরা যুদ্ধ কর।

উপরিউক্ত হাদীসটি গরীব হাদীস বলিয়া গণ্য।

وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ মু'মিনদিগকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করো, উৎসাহিত করো ও অনুপ্রাণিত করো। ফলে বদরের যুদ্ধের দিনে নবী করীম (সা) মুসলিম বাহিনীকে বিন্যস্ত করিবার কালে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ,

উৎসাহত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন ঃ যে জান্নাতের বিস্তৃতি আকাশ-সমূহ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমতুল্য, তোমরা সেই জান্নাতের দিকে অগসর হও। জিহাদে উৎসাহ প্রদানমূলক বহুসংখ্যক হাদীস রহিয়াছে। ইমাম বুখারী কর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইবে বর্ণিত নিম্নের হাদীস উহাদের অন্যতম ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদা আল্লাহর রাসূল (সা) বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দান করে এবং রমযানে রোযা রাখে, সে ব্যক্তি হিজরত করুক আর জন্মস্থানে পড়িয়া থাকুক, তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য হইয়া পড়ে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মানুষকে এই সুসংবাদ দিব কি ? আল্লাহর রাসূল (সা) বলিলেন ঃ জান্নাতে একশতটি স্তর রহিয়াছে। সেইগুলি আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পথে জিহাদকারীদের জন্যে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। জান্নাতের সেই শত স্তরের এক স্তর হইতে আরেক স্তরের ব্যবধান আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার ব্যবধানের সমতুল্য। তোমরা যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট (জান্নাত) প্রার্থনা কর, তখন তাহার নিকট ফিরদাউস নামক জান্নাত প্রার্থনা করিও। কারণ উহা জান্নাতের মধ্যবর্তী শ্রেষ্ঠতম অংশ। উহার উপরে রহিয়াছে রাহমানুর রহীম আল্লাহর আরশ। উক্ত ফিরদাউস জান্নাত হইতেই সকল জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়।

হযরত উবাইদ (রা), হযরত মু'আয (রা) এবং হযরত আবূদ-দারদা (রা) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ হে আবূ সাঈদ ! যে ব্যক্তি রব হিসাবে আল্লাহ্কে, দীন হিসাবে ইসলামকে ও রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদকে গ্রহণ করিয়া সন্তোষ লাভ করে, তাহার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। রাসূলে করীম (সা)-এর উক্ত বাণী শুনিয়া হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আনন্দাভিভূত হইয়া গেলেন। তিনি নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উহা পুনরায় আমাকে শুনান। রাসূলে করীম (সা) তাহাই করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আরেকটি আমল আছে। উহার কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে জান্নাতে একশত স্তর ঊর্ধ্বে স্থান দিবেন। উহাদের এক স্তর হইতে আরেক স্তরের দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্বের সমান। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আরয করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই আমলটি কি ? রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ। ইমাম মুসলিম (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অর্থাৎ মু'মিনদিগকে জিহাদে তোমার অনুপ্রাণিত করিবার কারণে শত্রুদিগকে প্রতিহত করিবার এবং তাহাদের আক্রমণ হইতে ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে রক্ষা করিবার সাহস মু'মিনদের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইবে।

وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই কাফিরদের উপর ক্ষমতার অধিকারী রহিয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

'ইহা এই জন্যে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করিতে।'

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا

অর্থাৎ 'কেহ কোন ন্যায়কার্যে প্রচেষ্টা চালাইলে এবং উহার ফলে কোন মঙ্গল ঘটিলে সে উহার একটি অংশ পাইবে।'

وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا

অর্থাৎ 'কেহ অন্যায়কার্যে প্রচেষ্টা চালাইলে এবং উহার ফলে কোন অমঙ্গল ঘটিলে সে উহার একটি অংশ পাইবে ।'

এইরূপে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা (ন্যায়কার্যে) প্রচেষ্টা চালাও; উহার কারণে পুরস্কৃত হইবে। আল্লাহ তাঁহার নবীর মুখে যে বিধান চাহেন, প্রদান করেন।

মুজাহিদ ইব্ন জাবির (র) বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত কোনো এক ব্যক্তির জন্যে অপর কোন ব্যক্তির সুপারিশ করা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে।

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আয়াতে مَنْ يَّشْفَعْ (যে ব্যক্তি সুপারিশ করে) বলিয়াছেন এবং তিনি مَنْ يُّشَفَّعْ (যাহার সুপারিশ গৃহীত হয়) বলেন নাই। অর্থাৎ কোন সুপারিশকারী ব্যক্তি তাহার নেক সুপারিশ বা বদ সুপারিশের কারণেই নেকী বা বদী প্রাপ্ত হইবে। নেকী বা বদী প্রাপ্ত হইবার জন্যে সুপারিশ গৃহীত হওয়া শর্ত নহে।

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), আতা, আতিয়া, কাতাদা ও মাতার আল-ওয়াররাক বলিয়াছেন ঃ مقيت অর্থ রক্ষক, পরিব্যাপক।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ উহার অর্থ সাক্ষী, প্রত্যক্ষকারী। মুজাহিদ (র) হইতে উহার 'হিসাব গ্রহণকারী' অর্থও বর্ণিত হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন যুবায়র, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) বলিয়াছেন ঃ উহার অর্থ ক্ষমতাবান, শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

আবদুল্লাহ ইব্ন কাছীর (র) বলিয়াছেন ঃ উহার অর্থ 'অবিরতভাবে কার্য সম্পাদক।'

যাহ্হাক (র) বলিয়াছেন ঃ উহার অর্থ 'রিয্কদাতা।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর নিকট—

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

-এই আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, مُّقِيتًا অর্থ 'প্রত্যেক মানুষের আমল ও কার্যের পরিমাণ অনুযায়ী তাহার স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণকারী।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ছিয়াশি নম্বর আয়াতে বলিতেছেন, 'যখন কোন মুসলমান তোমাদিগকে সালাম প্রদান করে, তখন তোমরা তাহাকে তাহার প্রদত্ত সালামের চাইতে উৎকৃষ্টতর অথবা উহার সমতুল্য সালাম প্রদান করো।' উৎকৃষ্টতর সালাম প্রদান মুস্তাহাব এবং সমতুল্য সালাম প্রদান ফরয।

ইমাম ইব্ন জারীর (র)......হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিল—السلام عليك يا رسول الله (হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক)। তদুত্তরে তিনি বলিলেন— وعليك السلام ورحمة الله (তোমার প্রতিও শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক)। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আগমন করিয়া বলিল— السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله (হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি এবং আল্লাহর রহমত তাঁহার বরকত বর্ষিত হউক)। তিনি তাহাকে বলিলেন, وعليك السلام ورحمة الله وبركاته (তোমার প্রতিও শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁহার বরকত বর্ষিত হউক)। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আগমন করিয়া বলিল, السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته (হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁহার বরকত বর্ষিত হউক)। তিনি বলিলেন وعليك (তোমার প্রতিও)। শেষোক্ত লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার জন্যে উৎসর্গীত হউক! অমুক, অমুক ও আমি আপনার নিকট আগমন করিয়া আপনাকে সালাম প্রদান করিয়াছি। কিন্তু আমার প্রদানে যে বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের সালামের উত্তর প্রদানে উহা অপেক্ষা অধিকতর বিষয় উল্লেখ করিয়া সালামের উত্তর করিয়াছেন। নবী (সা) বলিলেন, তুমি তো আমার জন্যে কিছুই রাখিয়া দাও নাই। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا

'আর যখন তোমরা কোনরূপ কল্যাণমূলক দু'আ প্রাপ্ত হও, তখন উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অথবা উহার তুল্য দু'আ প্রদান করো।' আমি তোমাকে তোমা কর্তৃক প্রদত্ত সালামের তুল্য সালাম প্রদান করিয়াছি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) উপরিউক্ত হাদীসটি মুআল্লাক হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ ইমাম তিরমিযী (র)......হিশাম ইব্ন লাহেক হইতে বর্ণনা করেন যে, উপরোক্ত সনদে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) উক্ত হাদীস অনুরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়াও উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়ছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ হিশাম ইব্ন লাহেক ও আবূ উসমান হইতে ধারাবাহিকভাবে ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন হাম্বল ও আবদুল বাকী ইব্ন কানে' আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, উপরিউক্ত সনদে ইমাম আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া উক্ত হাদীস অনুরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ 'মুসনাদ' নামক হাদীস সংকলনে উপরিউক্ত হাদীস আমি দেখি নাই। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সালামের আদান-প্রদানে—

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

-এর অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারের বিধান শরী'আতে নাই। কারণ বিধান থাকিলে রাসূলুল্লাহ (সা) নিশ্চয়ই উহা প্রয়োগ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক!' তিনি তাহাকে তাহার সালামের উত্তর প্রদান করিলেন। লোকটি বসিলে তিনি বলিলেন, দশটি নেকী পাইলে। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আগমন করিয়া বলিল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক।' তিনি তাহাকে তাহার সালামের উত্তর প্রদান করিলেন। লোকটি বসিলে তিনি বলিলেন, বিশটি নেকী পাইলে। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আগমন করিয়া বলিল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁহার বরকত বর্ষিত হউক।' তিনি তাহাকে তাহার সালামের উত্তর প্রদান করিলেন। লোকটি বসিলে তিনি বলিলেন, ত্রিশটি নেকী পাইলে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) উপরিউক্ত হাদীস মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম বায্যার (র)-ও উহা উপরোক্ত রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সালাম সম্বন্ধে হযরত আবূ সাঈদ (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত সাহল ইব্ন হানীফ (রা) হইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম কায্যার (র) মন্তব্য করিয়াছেন, উপরোল্লেখিত হাদীস নবী করীম (সা) হইতে একাধিক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তবে উপরিউক্ত সনদই উহাদের মধ্যে উত্তম। ইমাম তিরমিযী (র) উহাকে একটিমাত্র সনদে বর্ণিত গ্রহণযোগ্য হাদীস বা হাসান-গরীব হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহর যে কোন বান্দা, এমনকি কোন অগ্নি পূজারীও তোমাকে সালাম প্রদান করিলে তাহাকে তাহার সালামের উত্তর প্রদান করিবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا

আয়াতে কিরূপ ব্যক্তির সালামের উত্তর প্রদান করিতে হইবে, নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই বিধায় যে কোন ব্যক্তিকেই তাহার সালামের উত্তর প্রদান করিতে হইবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ

فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا

অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তিকে তাহার সালাম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সালাম প্রদান করো। আর أَوْ رُدُّوْهَا অর্থাৎ, অমুসলিম নাগরিককে তাহার সালামের তুল্য সালাম প্রদান করো।

কাতাদা (র) কর্তৃক প্রদত্ত উপরিউক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোনো মুসলিম যদি শরী'আত কর্তৃক প্রবর্তিত সর্বোচ্চ স্তরের সালাম প্রদান করে, তবে তাহাকে তাহার সালামের তুল্য সালাম প্রদান করিতে হইবে। এক্ষেত্রে মুসলিমকেই তো সমতুল্য সালাম দিতে বলা হইয়াছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে প্রথমে সালাম প্রদান করিবার বিধান শরী'আতে নাই। তাহারা প্রথমে সালাম প্রদান করিলে তাহাদিকে তাহাদের সালাম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সালাম নহে; বরং উহার তুল্য সালাম প্রদান করিতে হইবে। কারণ হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইতেছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "ইয়াহূদীগণ তোমাদিগকে সালাম প্রদান করিলে তাহারা অবশ্য বলিয়া থাকে السام عليكم। 'তোমাদের উপর মৃত্যু নাযিল হউক।' তদুত্তরে তোমরা বলিবে, وعليك অর্থাৎ 'তোমার উপরও।'

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারাকে তোমরা প্রথমে সালাম প্রদান করিবে না। তাহাদের সহিত পথে তোমাদের সাক্ষাত হইলে তাহাদিগকে রাস্তার সংকীর্ণতম অংশ দিয়া চলিতে বাধ্য করিবে।

সুফিয়ান সাওরী (র) জনৈক ব্যক্তির সূত্রে হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ সালাম প্রদান মুস্তাহাব ও সালামের উত্তর প্রদান ফরয।

আলিমগণের সর্বসম্মত অভিমতও এই যে, সালামের উত্তর প্রদান ওয়াজিব। কেহ সালামের উত্তর প্রদান না করিলে সে গুনাহগার হইবে। কারণ সে উহা দ্বারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) কর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে আছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার শপথ! তোমরা মু'মিন না হইলে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না আর পরস্পরকে ভালো না বাসিলে মু'মিন হইতে পারিবে না। আমি কি তোমাদিগকে এইরূপ কার্যের সন্ধান দিব না, যাহা করিলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা আসিবে ? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের বহুল প্রসার ঘটাও।

আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার একত্ব ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করিতেছেন ঃ

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ

আয়াতের এই অংশ উহার পরবর্তী নিম্নোক্ত অংশের জন্যে পরোক্ষভাবে শপথ হিসাবে কাজ করিতেছে ঃ

لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ

لَيَجْمَعَنَّكُمْ শব্দের আদিতে অবস্থিত 'লাম' বর্ণটি পূর্বোক্ত পরোক্ষ শপথকে দৃঢ়তর করিতেছে। আয়াতের পূর্বোক্ত অংশে যুগপৎ আল্লাহর একত্ব সম্পর্কীয় সংবাদ এবং উহা দ্বারা আয়াতের শেষোক্ত অংশে উল্লেখিত বিষয়কে দৃঢ়করণের জন্যে পরোক্ষ শপথরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আয়াতের শেষোক্ত অংশে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, তিনি অদূর ভবিষ্যতে সকল মানুষকে একই স্থানে একত্রিত করিয়া প্রত্যেক আমলকারীকে তাহার আমলের অনুরূপ প্রতিফল প্রদান করিবেন।

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا

অর্থাৎ কথায়, সংবাদে, প্রতিশ্রুতিতে এবং সতর্কীকরণে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর সত্যবাদী কেহই নাই। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক প্রভু নাই।

(৮৮) فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ○

(৮৯) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ○

(৯০) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ○

(৯১) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ○

৮৮."তোমাদের কি হইল যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হইয়া গেলে ? অথচ আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন তোমরা কি তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে চাও ? আর আল্লাহ কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিলে তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।"

৮৯. "তাহারা ইহাই কামনা করে যে, তাহারা যেইরূপ সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তোমরাও সেইরূপ সত্য প্রত্যাখ্যান কর, যাহাতে তোমরা তাহাদের সমান হইয়া যাও। সুতরাং আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তবে তাহাদিগকে যেখানে পাইবে গ্রেপ্তার করিবে ও হত্যা করিবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধু বা সহায়করূপে গ্রহণ করিবে না।"

৯০. "কিন্তু তাহাদিগকে নহে, যাহারা এমন এক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হয়, যাহাদের সহিত তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, অথবা যাহারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আগমন করে যখন তাহাদের মন তোমাদের সহিত অথবা তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হয়। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাদিগকে তোমাদের উপর ক্ষমতা

দিতেন ও তাহারা নিশ্চয়ই তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত। সুতরাং তাহারা যদি তোমাদের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়ায়, তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব পেশ করে, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন না।"

৯১. "তোমরা অপর কতক লোক পাইবে যাহারা তোমাদের সহিত ও তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত শান্তি চাহিবে। যখনই তাহাদিগকে ফিতনার দিকে আহবান করা হয়, তখনই এই ব্যাপারে তাহারা তাহাদের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। যদি তাহারা তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না দেয় এবং তাহাদের হস্ত সম্বরণ না করে, তবে তাহাদিকে যেখানেই পাইবে গ্রেপ্তার করিবে ও হত্যা করিবে। এবং তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের সুস্পষ্ট অধিকার প্রদান করিলাম।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের বিষয়ে মুসলমানদের দ্বিধা-বিভক্তির কারণে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সস্নেহে তিরস্কার করিতেছেন। উক্ত দ্বিধা-বিভক্তির উপলক্ষ সম্বন্ধে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র)...... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা)-এর সহিত ওহুদ যুদ্ধে গমনকারী বাহিনী হইতে একদল লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিয়া ফিরিয়া আসিল। অথচ সাহাবীদের একদল বলিলেন, না। তাহারা তো মু'মিন! ইহাতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ الى اخر الاية

তখন নবী করীম (সা) বলিলেন, ইহা পবিত্রায়ক। লৌহকারের হাপর যেইরূপ লোহার মরিচাকে দূর করিয়া দেয়, সেইরূপ ইহা অপবিত্রতাকে দূরে ফেলিয়া দেয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উপরিউক্ত হাদীস শু'বা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) ওহুদের যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ওহুদের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিয়া সম্পূর্ণ মুসলিম বাহিনীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশসহ ফিরিয়া আসিল। সে তিনশত লোক লইয়া ফিরিয়া আসায় নবী করীম (সা)-এর সহিত মাত্র সাতশত সাহাবী রহিয়া গেলেন।

আওফী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মক্কার অধিবাসীদের মধ্য হইতে একদল লোক মুসলমানদের নিকট মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিত। অথচ অন্যদিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদিগকে সহায়তা প্রদান করিত। একদা তাহারা কোন কার্য উপলক্ষে মক্কা হইতে বাহিরে গমন করিল। তাহারা বলিল, মুহাম্মদের সহচরগণের সহিত আমাদের সাক্ষাত হইলে তাহাদের পক্ষ হইতে আমাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। এদিকে মুসলমানগণ মক্কা হইতে উক্ত লোকদের বহির্গমণের সংবাদ পাইবার পর তাহাদের একদল বলিলেন, চলো, কাপুরুষদিগকে হত্যা করিয়া ফেলি। কারণ, তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের শত্রুদিগকে সহায়তা প্রদান করে। আরেক দল বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! অথবা তদস্থলে অন্য কিছু বলিলেন। তাহারা তো এমন একদল লোক তোমরা যেইরূপ কলেমা উচ্চারণ করো, সেইরূপ কলেমাই তাহারা উচ্চারণ করে। তাহারা হিজরত করে নাই, শুধু এই কারণেই কি

তোমরা লোকদিগকে হত্যা করিবে এবং তাহাদের সম্পদ হস্তগত করিবে ? নবী করীম (সা)-এর সম্মুখেই সাহাবীদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা চলিতেছিল। তিনি কোন দলকেই বাধা দিতেছিলেন না। এই অবস্থায় নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ اِلَى اخر الاية

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান, ইকরিমা, মুজাহিদ ও যাহ্হাক প্রমুখ তাফসীরকার হইতে প্রায় অনুরূপ ঘটনাই বর্ণিত রহিয়াছে।।

সা'দ ইব্ন মা'আযের পুত্র হইতে যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) বর্ণনা করেন ঃ হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি মিথ্যা রটনার ঘটনায় নবী করীম (সা) মিম্বারে দাঁড়াইয়া মুনফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইয়ের দৌরাত্ম্য হইতে বাঁচিবার জন্যে সাহায্য চাহিলে আওস ও খায্রাজ -মুসলমানদের এই দুই গোত্রের মধ্যে তাহার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিল। ইহাতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল। উপরোক্ত বর্ণনার সনদ 'গরীব'।

আলোচ্য আয়াতের ইহা ছাড়াও অন্যরূপ শানে নুযূল বর্ণিত হইয়াছে।

وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا

অর্থাৎ 'আল্লাহ তাহাদিগকে পাপের সহিত ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে পাপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اَرْكَسَهُمْ অর্থাৎ 'তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়াছেন।'

কাতাদা উহার অর্থ করিয়াছেন ঃ 'তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন।'

সুদ্দী উহার অর্থ করিয়াছেন ঃ 'তাহাদিগকে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করিয়াছেন।' আর بِمَا كَسَبُوْا অর্থাৎ তাহাদের পাপ, নবী করীম (সা)-এর প্রতি শত্রুতাচরণ এবং বাতিল অনুসরণের পরিণতিতে।

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلاً

অর্থাৎ 'আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন, তাহার জন্যে হিদায়াতের কোন পথ নাই।' তাহাদের গুমরাহী হইতে বাঁচিয়া হিদায়েতের দিকে আসিবার কোন উপায় নাই।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ মুনাফিকগণ তোমাদের চরম শত্রু ও অমঙ্গলকামী। এই কারণেই তাহারা চাহে যে, তোমরা তাহাদের ন্যায় বিপথগামী হইয়া যাও এবং তোমরা তাহাদেরই দলভুক্ত হও। তাহারা যেহেতু তোমাদের চরম শত্রু, তাই তাহারা ঈমান আনয়ন পূর্বক আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদিগকে বন্ধু বানাইও না।

আওফী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ فَاِنْ تَوَلَّوْا অর্থাৎ যদি তাহারা হিজরত হইতে পরাঙ্মুখ হয়।

সুদ্দী (র) উহার অর্থ করিয়াছেন ঃ যদি তাহারা নিজেদের কুফরী প্রকাশ করে।

فَلاَ تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে বন্ধু বানাইও না এবং নিজেদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাহাদের নিকট সাহায্য চাহিও না।'

اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ

অর্থাৎ তোমাদের সহিত সন্ধিবদ্ধ জাতির আশ্রিত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তোমাদের প্রতি উপরিউক্ত বিধান প্রদত্ত হইতেছে না। পক্ষান্তরে তোমাদের সহিত সন্ধিবদ্ধ জাতির প্রতি যে আচরণ করিতে তোমাকে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদের আশ্রিত জাতির প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিতে তোমাদিগকে নির্দেশ প্রদান করা হইতেছে। সুদ্দী, ইব্‌ন যায়দ এবং ইব্‌ন জারীর (র) আয়াতের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......সুরাকা ইব্‌ন মালিক আল-মুদলিজী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুরাকা ইব্‌ন মালিক বলেন ঃ নবী করীম (সা) বদরের যুদ্ধে ও ওহুদের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর এবং চতুষ্পার্শ্বের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আমি জানিতে পারিলাম যে, তিনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি মুসলিম বাহিনী আমার গোত্র বনী মুদলিজ-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে যাইতেছেন। আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনার প্রতি আমার দান ও উপকারের কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সাহাবীগণ আমাকে বলিল, চুপ কর। রাসূল (সা) তাহাদিগকে বলিলেন, তাহাকে বলিতে দাও। অতঃপর আমাকে বলিলেন, তুমি কি বলিতে চাও, তাহা বলো। আমি বলিলাম, আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি আমার গোত্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাইতে যাইতেছেন। আমি চাই, আপনি তাহাদের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইবেন। কুরায়শ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিলে আমার গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করিবে। কুরায়শ গোত্র ইসলাম গ্রহণ না করিলেও আপনি আমার গোত্রের উপর আক্রমণ চালাইবেন না। ইহা শুনিয়া নবী করীম (সা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের হাত ধরিয়া তাহাকে বলিলেন, তাহার সঙ্গে গমন করিয়া সে যে চুক্তি সম্পাদন করিতে চাহিতেছে, তাহা সম্পাদন কর। অতঃপর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ আমার গোত্রের সহিত এইরূপ সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করিলেন যে, আমার গোত্র নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে কাহাকেও সামরিক সহায়তা প্রদান করিবে না। আর কুরায়শ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহারাও ইসলাম গ্রহণ করিবে। এই ঘটনা উপলক্ষে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ

আল্লামা ইব্‌ন মারদুবিয়া হাম্মাদ ইব্‌ন সালমার সনদে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি হাদীসের শেষাংশ এইরূপে বর্ণনা করেন যে, সুরাকা ইব্‌ন মালিক বলেন, ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ

ফলত নবী করীম (সা)-এর সহিত সন্ধিবদ্ধ উপরিউক্ত গোত্রের সহিত যাহারা সন্ধিবদ্ধ হইত, তাহারাও উক্ত গোত্রের ন্যায় উল্লেখিত সন্ধির সুবিধা ভোগ করিত। আল্লামা ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উপরিউক্ত ঘটনা উপলক্ষে যে আয়াত নাযিল হইবার কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাই ঘটনার সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক বর্ণিত হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনায় উল্লেখিত হইয়াছে ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যাহারা কুরায়শ গোত্রের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিত, তাহাদের জন্যেও কুরায়শ ও মুসলমান উভয় পক্ষ হইতে নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকিত। তেমনি যাহারা মুসলমানদের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিত, তাহাদের জন্যেও মুসলমান ও কুরাইশ উভয় পক্ষ হইতে নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকিত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে,

اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ

—এই আয়াত নিম্নের আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে ঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ

যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিষিদ্ধ, তাহাদের আরেক শ্রেণীর পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অতঃপর বলিতেছেন ঃ

اَوْجَاءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ

অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করে; কিন্তু তাহাদের মন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাহে না। পক্ষান্তরে তোমাদের পক্ষ হইয়া তাহাদের নিজেদের জাতির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিতে পারে না, তাহারা মূলত পক্ষেও নহে, বিপক্ষেও নহে। এইরূপ লোকদের বিরুদ্ধেও তোমরা যুদ্ধ করিও না।

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوْكُمْ

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রতি আল্লাহর কৃপা এই যে, তিনি এই সকল লোককে তোমাদের ক্ষেত্রে নিবৃত্ত, সংযত ও অপ্রস্তুত রাখিয়াছেন।'

فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلاً

অর্থাৎ 'তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকিলে এবং তোমাদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অধিকার তোমাদের নাই।'

বদরের যুদ্ধে কুরায়শ গোত্রের অন্তর্গত বনূ হাশিম উপগোত্রের কিছু সংখ্যক লোক মুশরিক বাহিনীর সহিত শামিল ছিল। ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেও ইহাদের মন যুদ্ধ করিতে চাহিত না। হযরত আব্বাস (রা) যিনি তখনও মুসলমান হন নাই, তিনি এই শ্রেণীর লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই কারণেই নবী করীম (সা) উক্ত যুদ্ধে হযরত আব্বাস (রা)-কে হত্যা না করিয়া বন্দী করিতে মুসলিম বাহিনীকে আদেশ দিয়াছিলেন। আয়াতে এই শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

আলোচ্য শেষোক্ত আয়াতে আরেক শ্রেণীর লোকের কথা বলা হইতেছে। বাহ্যত তাহারা ইহার পূর্ববর্তী আয়াতের শেষোক্ত শ্রেণীর অনুরূপ আচরণ করিলেও ইহাদের অন্তর উহাদের অন্তরের ন্যায় কপটতামুক্ত নহে। ইহারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক শ্রেণী। মুসলমানগণ হইতে

নিজেদের জান-মালের এবং সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তা লাভ করিবার মানসে ইহারা নবী করীম (সা), ইসলাম এবং সাহাবীগণের প্রতি মৌখিক ভালবাসা দেখাইত। অথচ ভিতরে ভিতরে কাফিরদের সহিত ইহাদের মাখামাখি থাকিত। কাফিরগণ যাহাদিগকে উপাসনা করে, কাফিরদের নিকট হইতে নিরাপত্তা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ইহারা তাহাদিগের উপাসনা করিত। মনের দিক দিয়া ইহারা কাফিরদেই দলভুক্ত। ইহাদের সম্বন্ধে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ - اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ-

উক্তরূপ কপটদের সম্বন্ধে আলোচ্য আয়াতে তিনি বলিতেছেন :

كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا

অর্থাৎ 'ইহারা যখনই কোনরূপ অশান্তিমূলক তৎপরতার সুযোগ পায়, তখনই উহাতে মনেপ্রাণে লিপ্ত হইয়া যায়।'

সুদ্দী (র) বলেন : এখানে اَلْفِتْنَة শিরক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন : আলোচ্য আয়াত মক্কার একদল অধিবাসী সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া দাবি করিত, আমরা মুসলমান হইয়া গিয়াছি। অথচ কুরায়শ গোত্রের মুশরিকদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া মূর্তিপূজায় নিবেদিতপ্রাণ হইয়া যাইত। এইরূপ কপট আচরণের দ্বারা তাহারা মুসলিম ও মুশরিক উভয় কুলে নিরাপদ থাকিতে চাহিত। ইহারা সন্ধিতে আবদ্ধ না হইলে ইহাদিগকে হত্যা করিতে নির্দেশ প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاُولٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا-

অর্থাৎ 'তাহারা তোমাদের সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইতে না চাহিলে এবং যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত ও নিরস্ত না হইলে তাহাদিগকে বন্দী কর এবং তাহাদিগকে যেখান পাও হত্যা কর। তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তোমাদিগকে আমি স্পষ্ট অধিকার প্রদান করিতেছি।'

(৯২) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۚ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

(৯৩) وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ○

৯২. "কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের কাজ নহে, তবে ভুলবশত করিলে উহা স্বতন্ত্র। আর কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করিলে কোন এক মু'মিন ক্রীতদাস মুক্ত করা এবং তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ প্রদান করা বিধেয়, যদি না তাহারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয়, অথচ মু'মিন হয়, তবে একজন মু'মিন ক্রীতদাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাহার সহিত তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, তবে তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ প্রদান ও একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয় এবং যে সংগতিহীন, সে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করিবে। তওবার জন্যে ইহা আল্লাহ্র ব্যবস্থা। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

৯৩. "কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে চিরকাল থাকিবে এবং আল্লাহ তাহার প্রতি রুষ্ট থাকিবেন, তাহাকে লা'নত করিবেন এবং তাহার জন্যে মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখিবেন।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, একজন মু'মিনের স্বেচ্ছায় তাহার ভ্রাতা অপর মু'মিনকে হত্যা করার কোন অধিকার নাই। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ হত্যা ঘটিতে পারে। আয়াতের অংশ لاخطأ। (কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে) হইতেছে استثنائى منقطع (বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম)। নিম্নোল্লেখিত চরণে استثنائى منقطع -এর প্রয়োগ রহিয়াছে ঃ

من البيض لم تطعن بعيدا ولم تطأ–
على الارض الاريط برد مرحل

'কারুকার্য খচিত শীতের চাদরসমূহ ব্যতীত কোন তরবারিই দূরে যাত্রা করিল না এবং কোন জনপদও পরিভ্রমণ করিল না।'

এইরূপে আরবী সাহিত্যে استثنائى منقطع প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'যে মুসলিম সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মাবূদ নাই; আরও সাক্ষ্য দেয়, আমি আল্লাহ্র রাসূল, তিনটি কারণের একটি কারণ ব্যতীত এইরূপ মুসলিমকে হত্যা করা হালাল নহে ঃ ১. সে অপর কাহাকেও হত্যা করিলে; ২. সে বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করিলে এবং ৩. সে ইসলাম ত্যাগ করিয়া উম্মত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে।

উল্লেখিত কারণত্রয়ের কোন একটি কারণ ঘটিলেও রাষ্ট্র প্রধান বা তাঁহার প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে হত্যা করিতে পারিবে না। শুধু রাষ্ট্র প্রধান অথবা তাঁহার প্রতিনিধির উপরই এই হত্যার প্রতিকারের দায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। মুজাহিদ সহ বহু সংখ্যক মুফাস্সির বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত আবূ জাহেলের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা আইয়াশ ইব্ন আবূ রবী'আ সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। উভয় ভ্রাতার মাতার নাম আসমা বিনতে মাখরামা। হযরত আইয়াশ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ করিবার ফলে তাঁহার ভ্রাতাসহ হারিস ইব্ন ইয়াযীদ আল-গামেদী নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার উপর নির্যাতন চালাইয়াছিল। এই

কারণে হযরত আইয়াশ (রা)-এর মনে হারিসের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প লুক্কাইত ছিল। অতঃপর এক সময়ে হারিস ইসলাম গ্রহণ পূর্বক হিজরত করিলেন। হযরত আইয়াশ (রা) ইহা জানিতেন না। মক্কা বিজয়ের দিন হারিসের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি তাহাকে তাহার পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসারী মনে করিয়া হত্যা করিলেন। ইহাতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ দারদা (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। একদা জনৈক কাফিরকে তিনি হত্যা করিতে উদ্যত হইলে সে কলেমা পাঠ করিল। তথাপি তিনি তাহাকে হত্যা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই ঘটনা বিবৃত হইলে হযরত আবূ দারদা (রা) বলিলেন, সে ব্যক্তি শুধু জান বাঁচাইবার জন্যেই কলেমা পাঠ করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি কি তাহার হৃৎপিণ্ড চিরিয়া দেখিয়াছিলে ? অবশ্য সহীহ হাদীসে উপরিউক্ত ঘটনা হযরত আবূ দারদা (রা) ভিন্ন অন্য সাহাবী সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ-

অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত হত্যায় দুইটি কার্য ওয়াজিব। প্রথমটি হইতেছে কাফফারা বা গুনাহ মাফের জন্যে হত্যাকারীর করণীয় কার্য। ইহা এই জন্যে যে, অনিচ্ছায় হইলেও হত্যাকারী মহাপাতকের কার্য সংঘটন করে। কাফফারায় একটি মুমিন গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। কাফির গোলাম আযাদ করিলে কাফফারা আদায় হইবে না।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), শা'বী, ইব্‌রাহীম নাখঈ ও হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ কাফফারার গোলামকে ঈমানের তাৎপর্য বুঝিয়া উহা অন্তরে গ্রহণ করিবার মতো বুদ্ধির অধিকারী হইতে হইবে। অবুঝ কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক গোলাম হইলে চলিবে না।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা (র) বলেন, আমার পিতার নিকট রক্ষিত গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে, فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ অর্থাৎ কাফফারা হিসাবে আযাদ করিবার গোলাম শিশু হইলে চলিবে না।

ইমাম ইব্‌ন জারীরের অভিমত এই যে, কাফফারার গোলাম মুসলিম মাতাপিতার সন্তান হইলে উহাতে চলিবে, নতুবা নহে।

অধিকাংশ ফকীহর অভিমত এই যে, প্রাপ্তবয়স্ক হোক আর না হোক, মুসলিম হইলেই চলিবে।

ইমাম আহমদ (র)...... জনৈক আনসার সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত আনসার সাহাবী বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট একটি কৃষ্ণকায় দাসী উপস্থিত করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একটি দাস কিংবা দাসীকে আযাদ করিয়া দেওয়া আমার উপর ফরয হইয়া রহিয়াছে। আপনি এই দাসীটিকে মু'মিনা মনে করিলে আমি তাহাকে আযাদ করিয়া দিব। রাসূলুল্লাহ (সা) দাসীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই ? সে বলিল, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সাক্ষ্য

দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ? সে বলিল, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস কর ? সে বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) আনসার সাহাবীকে বলিলেন, তাহাকে আযাদ করিয়া দাও।

উপরিউক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম অজ্ঞাত থাকায় এক্ষেত্রে কোন ক্ষতি নাই।

ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসাঈ (র)......মু'আবিয়া ইব্‌ন হাকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মু'আবিয়া ইব্‌ন হাকাম (রা) বলেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উক্ত কৃষ্ণকায় দাসীটি লইয়া আসিলে রাসূল (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ কোথায় আছেন ? সে বলিল, আকাশে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে ? সে বলিল, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মু'আবিয়া ইব্‌ন হাকাম (রা)-কে বলিলেন, তাহাকে আযাদ করিয়া দাও। কারণ, সে মু'মিনা।

অনিচ্ছাকৃত হত্যায় দ্বিতীয় ওয়াজিব কার্য হইতেছে নিহত ব্যক্তির পরিজনদিগকে দেয় 'দিয়াত' বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ। উহা তাহাদের আপনজন হারাইবার ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে। উপরিউক্ত 'দিয়াত' (একশত উট) পাঁচ শ্রেণীর উট দ্বারা দিতে হয়। ইমাম আহমদসহ 'সুনান'-এর সংকলকগণ উপরিউক্ত মর্মে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......তাঁহারা হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত এইরূপ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন ঃ ১. বিশটি দুই বৎসর বয়সের উটনী; ২. বিশটি দুই বৎসরের উট; ৩. বিশটি তিন বৎসরের উটনী; ৪. বিশটি পাঁচ বৎসরের উটনী এবং ৫. বিশটি চার বৎসরের উট। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বমোট একশত উট প্রদানের ফায়সালা দিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) মন্তব্য করিয়াছেন, উপরিউক্ত হাদীস, উপরিউক্ত সনদে ভিন্ন অন্য কোন সনদে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সম্পর্কিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

উপরিউক্ত হাদীস হযরত আবদুল্লাহ (রা), হযরত আলী (রা) এবং একদল সাহাবী হইতে 'মাওকূফ হাদীস' হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ চার শ্রেণীর উট দ্বারা দিয়াত প্রদান করিতে হইবে।

দিয়াত হত্যাকারীর সম্পত্তি হইতে আদায় করা যাইবে না, বরং উহা তাহাদের জ্ঞাতি ও স্বজনগণের সম্পত্তি হইতে আদায় করিতে হইবে। ইমাম শাফিঈ (র) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জ্ঞাতি ও স্বজনগণের সম্পত্তি হইতে দিয়াত আদায় করিবার ফায়সালা ভিন্ন অন্য কোন ফায়সালা দিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই এবং এতদসম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীস বিশিষ্ট সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম শাফিঈ (র) যাহা বলিয়াছেন, তাহা একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা হুযায়েল গোত্রের দুই মহিলা মারামারি করিয়া একজন আরেকজনকে পাথরের আঘাতে হত্যা করিল। নিহত স্ত্রীলোকটি অন্তঃসত্তা ছিল। গর্ভস্থ সন্তানটিও নিহত হইল। লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

নিকট মোকদ্দমা লইয়া গেল। তিনি রায় দিলেন, নিহত মহিলাটির নিহত ভ্রূণটির পরিবর্তে একটি দাস বা দাসী মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। হত্যাকারিণী মহিলার জ্ঞাতিগণ দিয়াত দিবে।

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত হত্যায় যেরূপ দিয়াত প্রদান করা ওয়াজিব, ইচ্ছাকৃত আক্রমণে অনিচ্ছাকৃত হত্যায়ও সেইরূপ দিয়াত প্রদান করা ওয়াজিব। তবে শেষোক্ত প্রকারের হত্যার দিয়াত তিন শ্রেণীর উট দ্বারা দিতে হয়। কারণ ইচ্ছাকৃত হত্যার সহিত এইরূপ হত্যার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে বনী জুযায়মা গোত্রের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। হযরত খালিদ তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইলেন। তাহারা أَسْلَمْنَا (আমরা ইসলাম গ্রহণ করিলাম) বলিবার পরিবর্তে বলিল, صبأنا صبأنا (আমরা ধর্ম ত্যাগ করিলাম)। ফলে হযরত খালিদ তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌছিলে তিনি হাত তুলিয়া আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিলেন, আয় আল্লাহ! খালিদ যাহা করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে তোমার নিকট আমি নিজের অসন্তোষ ও দায়মুক্তি প্রকাশ করিতেছি। অতঃপর তিনি হযরত আলী (রা)-কে সেখানে প্রেরণ করিলেন। হযরত আলী (রা) নিহত ব্যক্তিদের দিয়াত এবং সংশ্লিষ্ট গোত্রের লোকদের বিনষ্ট মালামালের এমনকি তাহাদের কুকুরের পানাহারের জন্যে ব্যবহার্য পাত্রেরও ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলেন।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্র প্রধান বা তাঁহার প্রতিনিধির ভ্রান্তির ক্ষতিপূরণ বায়তুলমাল (সরকারী কোষাগার) হইতে প্রদান করিতে হইবে।

إِلاَّ أَنْ يَّصَّدَّقُوْا

অর্থাৎ 'দিয়াতের প্রাপকগণ উহার দাবি ত্যাগ করিলে দিয়াত প্রদান ওয়াজিব থাকিবে না।'

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

অর্থাৎ মু'মিন হইলে এবং তাহার অভিভাবক ও পরিজনবর্গ অনৈসলামী রাষ্ট্রের কাফির নাগরিক হইলে কোন দিয়াত তাহাদের প্রাপ্য হইবে না। তবে একটি মু'মিন দাস বা দাসী মুক্ত করিয়া দেওয়া হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব হইবে।

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির অভিভাবকবর্গ ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিবদ্ধ রাষ্ট্রের নাগরিক হইলে তাহারা দিয়াত পাইবে। এইরূপ অবস্থায় নিহত ব্যক্তি মু'মিন হইলে তাহার পূর্ণ দিয়াত পাইবে। পক্ষান্তরে সে কাফির হইলে একদল ফকীহর মতে তাহারা পূর্ণ দিয়াত এবং কাহারও কাহারও মতে অর্ধেক দিয়াত এবং কাহারও মতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত পাইবে। উপরোক্ত অবস্থায় একটি মুমিন দাস বা দাসী মুক্ত করিয়া দেওয়া হত্যাকারীর প্রতি ওয়াজিব।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

অর্থাৎ মু'মিন দাস-দাসী না থাকিলে অবিরাম ও অব্যাহতভাবে দুই মাস রোযা রাখিতে হইবে। রোগ-ব্যধি অথবা হায়েয-নিফাসের কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে দুই মাস রোযা রাখিবার মধ্যে ছেদ ঘটিলে পুনরায় রোযা রাখা আরম্ভ করিতে হইবে। সফরের কারণে উক্ত রোযা রাখিবার মধ্যে ছেদ ঘটানো যাইবে কিনা সে সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সফরের অবস্থায় উপরোক্ত রোযা রাখিবার মধ্যে ছেদ ঘটানো যাইবে। আবার কেহ কেহ বলেন, উক্ত অবস্থায় উহাতে ছেদ ঘটানো যাইবে না।

تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'মুক্ত করিবার মত দাস-দাসী পাওয়া না গেলে হত্যাকারীর জন্যে তওবার ব্যবস্থা হইতেছে উপরিউক্ত নিয়মে রোযা রাখা।' কোন ব্যক্তি রোযা রাখিতে সমর্থ না হইলে তৎপরিবর্তে সে যিহারের[১] কাফফারার ন্যায় ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইলেই চলিবে কি-না, সে সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যিহারের কাফফারায় কাফফারাদাতা অবিরাম দুইমাস রোযা রাখিতে সমর্থ না হইলে তৎপরিবর্তে সে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইলেই যেরূপ চলিবে, এক্ষেত্রেও হত্যাকারী কাফফারাদাতা অবিরাম দুই মাস রোযা রাখিতে সমর্থ না হইলে তৎপরিবর্তে সে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইলে চলিবে। তাহারা বলেন, আলোচ্য আয়াতে উপরিউক্ত অনুমতি উল্লেখিত না হইবার কারণ এই যে, আলোচ্য ক্ষেত্রটি তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্র। অথচ মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইবার অনুমতি প্রদানের মধ্যে রহিয়াছে শিথিলকরণ ও সহজীকরণের ভাব। সুতরাং এক্ষেত্রে উহার উল্লেখ অসংগত ও বেমানান।

কেহ কেহ বলেন ঃ কাফফারাদাতা ব্যক্তি অবিরাম দুই মাস রোযা রাখিতে সমর্থ না হইলেও মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইলে চলিবে না। তাহারা বলেন, এইরূপ বিধান থাকিলে আয়াতে উহা উল্লেখ করা হইত। কারণ, প্রয়োজনের কালে প্রয়োজনীয় বিধান উল্লেখ না করিবার পক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

ইহার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিনকে হত্যাকারী ব্যক্তির প্রতি কঠোর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন রহিয়াছে। কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা মহাপাপ। কুরআন মজীদের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত মহাপাপকে শিরকের ন্যায় জঘন্য ও ঘৃণ্য পাপের পাশাপাশি উল্লেখ করিয়াছেন। সূরা ফুরকানে বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

---

১. স্ত্রীকে বিশেষ নিয়মে মায়ের সহিত তুলনা দেওয়াকে শরী'আতের পরিভাষায় যিহার বলে।

আর যাহারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকে না এবং আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধকৃত নরহত্যা ন্যায় পথ ছাড়া করে না, তাহারাই আল্লাহ্‌র বান্দা।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا- وَلاَتَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

বিপুল সংখ্যক আয়াত ও হাদীসে উপরোক্তরূপ হত্যা হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মানবতার নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন খুনের বিচার সর্বপ্রথম হইবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র)......হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি খুনের অপরাধে অপরাধী না হওয়া পর্যন্ত নেককাজে দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে। যখনই সে অন্যায় খুনের অপরাধ সংঘটন করে, তখনই তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া পড়ে।

আরেক হাদীস মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ একজন মুসলিমের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাওয়া আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর সহনীয়।

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সকল অধিবাসী মিলিত হইয়াও যদি একজন মুসলিমকে হত্যা করে, তথাপি আল্লাহ তাহাদের সকলকে নিম্নমুখী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।

অপর এক হাদীস রহিয়াছে ঃ কোন ব্যক্তি শব্দের একাংশ দিয়াও যদি কোন মুসলিমের হত্যার ব্যাপারে সাহায্য করে, তবে তাহার কপালে এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রহমত হইতে বঞ্চিত কথাটি লিখিত থাকা অবস্থায় সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হইবে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বিশ্বাস পোষণ করিতেন যে, মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী ব্যক্তির তওবা কবূল হইবে না। বুখারী (র)...... ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন ঃ মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী ব্যক্তির তওবা কবূল হওয়া সম্পর্কে কূফাবাসীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গমন করিয়া এতদসম্পর্কে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াত সর্বশেষে নাযিল হইয়াছে। ইহা রহিত করার মতো কোন আয়াত কুরআন মজীদে নাই। উক্ত আয়াত এই ঃ

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَائُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا اِلٰى اخر الاية-

ইমাম আহমদ ও ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈ (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ও ইমাম আবূ দাউদ (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا –

—এই আয়াত অন্য কোন আয়াত দ্বারা রহিত হয় নাই।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা বলেন ঃ একদা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا –

—এই আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, কোন আয়াত দ্বারাই উহা রহিত হয় নাই। পক্ষান্তরে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ–

এই আয়াত সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'উহা মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।'

ইব্‌ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র বলেন ঃ একদা আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا –

—এই আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, 'কোন ব্যক্তি ইসলামকে এবং উহার বিধানাবলীকে জানিবার ও বুঝিবার পর ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি জাহান্নাম এবং তাহার তওবা কবূল হইবে না।'

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র আরও বলেন, অতঃপর আমি উহা মুজাহিদের নিকট বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, 'কিন্তু যে ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় তাহার কথা স্বতন্ত্র।'

ইব্‌ন জারীর (র)......সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবার পর একদা আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। এমন সময়ে জনৈক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ওহে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস! ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে যে হত্যা করে, তাহার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ? তিনি বলিলেন ঃ

جَزَائُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا

লোকটি প্রশ্ন করিল, সে ব্যক্তি তওবা করিলে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত হইলে ? হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, তাহার মাতা তাহার জন্যে ক্রন্দন করুক! তাহার আবার তওবা আর হিদায়াত কিসের ? যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রাহিয়াছে, তাঁহার শপথ! আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ তাহার মাতা তাহার জন্যে ক্রন্দন করুক! যে ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিনকে হত্যা করিয়াছে, নিহত ব্যক্তি কিয়ামতে তাহাকে ডান হাতে বা বাম হাতে জাপটাইয়া ধরিয়া রহমানের আরশের সম্মুখ উপস্থিত হইবে। নিহত ব্যক্তির রগসমূহ হইতে তখন ফিনকি দিয়া রক্ত পড়িতে থাকিবে। হত্যাকারীকে সে বাম হাতে জাপটাইয়া ধরিয়া এবং ডান হাতে

তাহার মস্তক ধরিয়া রাখিয়া বলিবে, হে প্রভু! তাহাকে জিজ্ঞাসা করো, কোন অপরাধে সে আমাকে হত্যা করিয়াছিল ? যে সত্তার হস্তে আবদুল্লাহর প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত উহা রহিত করিয়া দিবার মত কোন আয়াত নাযিল হয় নাই। আর নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর কোন দলীল অবতীর্ণ হয় নাই।

ইমাম আহমদ (র)......সালিম ইব্ন আবুল জা'দ হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি হত্যা করে, তাহার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ? তিনি বলিলেন ঃ

جَزَائُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا

তিনি আরও বলিলেন ঃ তৎসম্বন্ধে উপরিউক্ত আয়াতই সর্বশেষে অবতীর্ণ হইয়াছে। নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত উহা রহিত করিয়া দিবার মত কোন আয়াত অবতীর্ণ হয় নাই। আর নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর কোন ওহী নাযিল হয় নাই। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, সে ব্যক্তি যদি তওবা করে, নেককাজ করে এবং সৎপথে আসে, তবে ? তিনি বলিলেন, 'তাহার আবার তওবা কিসের ? আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তাহার মাতা তাহার জন্যে ক্রন্দন করুক! কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি ডান হাতে বা বাম হাতে হত্যাকারী অথবা তাহার মস্তক ধরিয়া আল্লাহ্র আরশের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তাহার রগসমূহ হইতে তখন ফিনকি দিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকিবে। সে বলিবে, প্রভু হে! তোমার বান্দার নিকট জিজ্ঞাসা করো, কোন্ অপরাধে সে আমাকে হত্যা করিয়াছিল ?

ইব্ন মাজাহ ও নাসাঈ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে একাধিক সনদে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বসূরী যে সকল ফকীহ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ন্যায় বিশ্বাস পোষণ করিতেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যাকারী ব্যক্তির তওবা কবূল হয় না, তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ঃ হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর, আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান, উবায়দ ইব্ন উমায়র, হাসান, কাতাদা ও যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) তাহাদের উপরিউক্তরূপ অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন।

ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিনকে হত্যাকারী ব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক হাদীস রহিয়াছে। সেইগুলির অন্যতম হাদীস হইতেছে এই ঃ

হাফিয ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নিহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাহার এক হাতে হত্যাকারীর দেহ ও অন্য হাতে তাহার মস্তক জড়াইযা ধরিয়া উপস্থিত হইবে এবং বলিবে, প্রভু হে! ইহাকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ অপরাধে সে আমাকে হত্যা করিয়াছিল ?' হত্যাকারী ব্যক্তি বলিবে, আমি তাহাকে এই উদ্দেশ্যে হত্যা করিয়াছিলাম যে,

আমার ক্ষমতা ও পরাক্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে। আল্লাহ বলিবেন, ক্ষমতা ও পরাক্রমের অধিকারী আমিই। আরেক নিহত ব্যক্তি তাহার হত্যাকারীকে জড়াইয়া ধরিয়া উপস্থিত হইবে। সে বলিবে, প্রভু হে! ইহাকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ অপরাধে সে আমাকে হত্যা করিয়াছিল ? হত্যাকারী বলিবে, তাহাকে এই উদ্দেশ্যে হত্যা করিয়াছিলাম যে, অমুকের ক্ষমতা ও পরাক্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে। আল্লাহ বলিবেন, ক্ষমতা ও পরাক্রম তাহার প্রাপ্য নহে। নিহত ব্যক্তির গুনাহ লইয়া তুমি দোযখে যাও। অতঃপর, তাহাকে দোযখে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। উহার তলদেশে তাহার পৌঁছিতে সত্তর বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাইবে।

ইমাম নাসাঈ (র) উপরিউক্ত হাদীস উল্লেখিত রাবী মু'তামার ইব্ন সুলায়মান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত মুআবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক গুনাহ সম্বন্ধেই আশা করা যাইতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা উহা মাফ করিবেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মরিলে তাহার কুফরের গুনাহ অথবা কেহ কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিলে উহার গুনাহ মাফ হইবে না।

ইমাম নাসাঈ (র) উপরোল্লেখিত রাবী সাফিওয়ান ইব্ন ঈসা হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক গুনাহ সম্বন্ধেই আশা করা যাইতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা উহা মাফ করিয়া দিবেন। কিন্তু কেহ মুশরিক অবস্থায় মরিলে তাহার শিরকের গুনাহ অথবা কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করিলে উক্ত গুনাহ মাফ হইবে না।

উক্ত হাদীসের উপরিউক্ত সনদ অত্যন্ত অপরিচিত। তবে হযরত মুআবিয়া (রা) হইতে বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীস সমালোচনামুক্ত। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করিল, সে মহান আল্লাহ্র সাথে কুফরী করিল।

অবশ্য উক্ত হাদীসটি মুনকার[১] হাদীস। উহার সনদ কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...... হুমাইদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুমাইদ বলেন ঃ একদা আবুল আলিয়া আমার ও আমার এক বন্ধুর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, তোমরা আমার চাইতে অধিকতর নবীন এবং হাদীস স্মরণে রাখিবার অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী। এই বলিয়া তিনি আমাদিগকে বিশর ইব্ন আসিমের নিকট লইয়া গিয়া তাহাকে বলিলেন, ইহাদের নিকট আপনার হাদীসটি বর্ণনা করুন। বিশর বলিলেন, আমার নিকট উকবা ইব্ন মালিক আল-লায়সী বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা নবী করীম (সা) একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। তাহারা একটি গোত্রের উপর আক্রমণ চালাইলে গোত্রের লোকজন পলাইতে লাগিল। মুসলিম বাহিনীর একজন সৈনিক পলায়নপর জনৈক শত্রুপক্ষীয় লোককে তরবারি

১. দুইটি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত হাদীসের একটির সনদ দুর্বল এবং অন্যটির সনদ শক্তিশালী হইলে প্রথম হাদীসকে মুনকার হাদীস বলা হয়।

হাতে ধরিয়া ফেলিল। লোকটি বলিল, আমি নিশ্চয়ই মুসলিম। মুসলিম বাহিনী তাহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। নবী করীম (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি হত্যাকারী ব্যক্তিটি সম্বন্ধে কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিলেন। সে উহা জানিতে পারিল। একদা নবী করীম (সা) খুতবা দিতেছিলেন, এমন সময় সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্র শপথ! নিহত ব্যক্তি যাহা বলিয়াছিল, তাহা সে শুধু নিহত হইবার হাত হইতে বাঁচিবার জন্যেই বলিয়াছিল। নবী করীম (সা) তাহার ও তাহার দিকের লোকগণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া খুতবা প্রদান অব্যাহত রাখিলেন। লোকটি তাহার কথার পুনরাবৃত্তি করিল। নবী করীম (সা) তাহার ও তাহার দিকের লোকগণ হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়া খুতবা প্রদান অব্যাহত রাখিলেন। লোকটি স্থির থাকিতে পারিল না। সে তৃতীয়বার পূর্বোক্ত কথা বলিল। এইবার নবী করীম (সা) তাহার দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডলে তখন অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশমান ছিল। তিনি বলিলেন, মু'মিন ব্যক্তির হত্যাকারীর প্রতি নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন। তিনি তিনবার ইহা বলিলেন। ইমাম নাসাঈ উপরিউক্ত রাবী সুলায়মান ইব্ন মুগীরা হইতে উপরিউক্ত উপরোল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী অধিকাংশ ফকীহর অভিমত এই যে, মু'মিনের হত্যাকারীর তওবাও আল্লাহ্র নিকট কবূল হইবে। সে অনুতপ্ত, ভীত ও সংযত হইয়া নেক আমল করিলে আল্লাহ তা'আলা তাহার বদ আমলসমূহ মার্জনা করিয়া দিয়া তাহাকে নেকী প্রদান করিবেন। আর নিহত ব্যক্তির হক ঃ হত্যাকারী তাহাকে যে অত্যাচার করিয়াছে এবং যন্ত্রণা দিয়াছে, আল্লাহ তা'আলা উহার পরিবর্তে তাহাকে ক্ষতিপূরণমূলক নি'আমত দান করিয়া হত্যাকারীর পক্ষ হইতে তাহাকে দিয়া উহা মাফ করাইয়া লইবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا. اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

'আর, (রহমানের প্রিয় বান্দা তাহারা) যাহারা আল্লাহ্র সহিত অন্য কোন মা'বূদকে ডাকে না, আল্লাহ যে মানব প্রাণকে অত্যন্ত মর্যাদাশীল করিয়াছেন, তাহাকে ন্যায়ানুগ কারণে ব্যতীত অন্য কোন কারণে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তি উহা করে, সে শাস্তি ভোগ করিবে; কিয়ামতের দিনে তাহাকে ক্রমবর্ধমান আযাব দেওয়া হইবে। আর সে উহাতে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরদিন অবস্থান করিবে। তবে যাহারা তওবা করে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের গুনাহ মার্জনা করিয়া তদস্থলে নেক আমল স্থাপন করিবেন। আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, কৃপাপরায়ণ।

উপরিউক্ত আয়াত রহিত হইবার মত নহে। উহাকে রহিত আখ্যা দেওয়া যায় না। আয়াতে অন্যায়ভাবে হত্যাকারী ব্যক্তির তওবা কবূল হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাই কোন ব্যক্তি কাফির থাকাকালে নরহত্যার অপরাধ করিয়া থাকিলে তাহার গুনাহ তওবায় মাফ হইবে,

মুসলিম অবস্থায় কেহ নরহত্যার অপরাধ সংঘটন করিলে উহা তওবা দ্বারাও মাফ হইবে না, আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা দিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। পরন্তু আলোচ্য-

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا

আয়াতে নির্দিষ্টভাবে মু'মিন হত্যাকারী ব্যক্তির শাস্তিকে অমার্জনীয় বলা হইয়াছে; আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা দিবার পক্ষেও কোন যুক্তি নাই। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ الرَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

'বলো, ওহে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হইও না। আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্ব প্রকারের গুনাহ ক্ষমা করেন। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাপরায়ণ।'

কুফর, শিরক, সংশয়, নিফাক, নরহত্যা ও অন্যান্য কবীরা গুনাহ অর্থাৎ সর্বপ্রকারের গুনাহই যে তওবায় মাফ হয়, আয়াতে ইহা বলা হইয়াছে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

'শিরক ব্যতীত অন্য যে কোন গুনাহ আল্লাহ যাহাকে চাহেন, ক্ষমা করিয়া দিবেন।'

ইহাতে আল্লাহ তা'আলা শিরক ব্যতীত অন্য সকল প্রকারের গুনাহ ক্ষমা করার সম্ভাব্যতা বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যাখ্যাধীন আয়াতের পূর্বে ও পরে এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত উল্লেখ করিয়া গুনাহগার মানুষের আশার আলোকে শক্তিশালী করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে নিম্নোক্তরূপে বনী ইসরাঈল গোত্রের জনৈক ব্যক্তির কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে ঃ বনী ইসরাঈল গোত্রের একটি লোক একশতটি নরহত্যা সংঘটন করিবার পর জনৈক আলিমের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমার জন্যে কি তওবার সুযোগ আছে? উক্ত আলিম উত্তর দিলেন, তওবা ও তোমার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে? অতঃপর উক্ত আলিম তাহাকে নগরবিশেষে গমন করত সেখানে আল্লাহ্র ইবাদত করিতে পরামর্শ দিলেন। লোকটি সেই নগরের দিকে চলিল। পথিমধ্যে রহমতের ফেরেশতাগণ তাহার রূহ কবয করিলেন। এই ঘটনা আমি ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এইরূপ ঘটিতে পারিলে উম্মতে মুহাম্মাদীর ব্যাপারে উহা ঘটা অধিকতর সম্ভবপর ও যুক্তিসংগত। কারণ পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর আরোপিত অনেক কঠিন দায়িত্ব হইতেই এই উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত রাখিয়াছেন। আর সহজ ও আসান শরী'আত প্রদান করিয়া তিনি আমাদের নেতা বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা (সা)-কে প্রেরণ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যাধীন আয়াত وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا الخ সম্বন্ধে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সহ পূর্বসূরী একদল ফকীহ বলিয়াছেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি হত্যাকারীর প্রাপ্য; যদি আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তাহার প্রাপ্য পূর্ণ শাস্তি প্রদান করেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র).......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহা সহীহ নহে। যাহা হউক, আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হত্যাকারী ব্যক্তির যোগ্য শাস্তি উহাই, যদি তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। শরী'আতে বর্ণিত প্রত্যেক শাস্তির ব্যাপারেই উপরিউক্ত বক্তব্য প্রযোজ্য। বস্তুত মানুষের নেক আমল তাহার পাপের শাস্তিকে তাহার নিকট পৌঁছিতে অনেক সময়ে বাধা প্রদান করে।

কেহ কেহ বলেন ঃ নির্দিষ্ট পরিমাণের পাপকে উহার সমপরিমাণের পূণ্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বিনষ্ট করিয়া দেন। আবার কেহ কেহ বলেন ঃ পুণ্যের কারণে তিনি পাপকে মিটাইয়া দেন। সে যাহাই হউক, পাপের শাস্তি সম্পর্কে উক্ত অভিমত এবং অনেকক্ষেত্রে পাপের শাস্তিকে পুণ্যের বাধা প্রদান সম্পর্কিত অভিমত অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও তাঁহার সহমতাবলম্বীদের মতে ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিনকে হত্যাকারী ব্যক্তির তওবা কবূল হইবে না বিধায় তাহাকে দোযখে যাইতেই হইবে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ফকীহ ও মুফাসসিরের মতে এইরূপ পাপী ব্যক্তি তওবা না করিলে অথবা তাহার নেক আমলে না পোষাইলে এবং আল্লাহ তাহাকে তাহার প্রাপ্য শাস্তি দিতে চাহিলে তাহাকে দোযখে যাইতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, উপরিউক্ত পাপী ব্যক্তি কতদিন ধরিয়া দোযখের আযাব ভোগ করিবে ? উত্তর এই যে, অনন্তকাল ধরিয়া নহে; বরং বহুকাল ধরিয়া দোযখের আযাব ও শাস্তি ভোগ করিবে। এই বহুকালের অন্ত রহিয়াছে এবং একদিন উহার সমাপ্তি ঘটিবে। আলোচ্য আয়াতে যে خالد শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার অর্থ এখানে অনন্তকাল ধরিয়া অবস্থানকারী হইবে না; বরং এখানে উহার অর্থ হইবে, 'বহুকাল ধরিয়া অবস্থানকারী।' সনদের প্রতিটি স্তরে বিপুল সংখ্যক রাবী রহিয়াছেন বিধায় অনিবার্যরূপে বিশ্বাস্য একটি মুতাওয়াতার হাদীস হইতেছে এই যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ যাহার হৃদয়ে সামান্যতম ঈমান রহিয়াছে, সে একদিন না একদিন দোযখ হইতে বাহিরে আসিবে!

প্রশ্ন দেখা দেয়, হযরত মুআবিয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত উপরোল্লিখিত হাদীসে আছে, প্রত্যেক গুনাহ সম্বন্ধেই আশা করা যাইতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা উহা মাফ করিবেন; কিন্তু কোন ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মরিলে তাহার কুফরের গুনাহ অথবা কেহ কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিলে উহার গুনাহ মাফ হইবে না। ইহাতে তো নরহত্যার পাপ ক্ষমা না হইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাই উক্ত হাদীসের বক্তব্য পূর্বোল্লেখিত আয়াতের বক্তব্যের বিরোধিতা করিতেছে।

উহার উত্তর এই যে, আলোচ্য হাদীসে দুইটি পাপের উভয়টির একত্রে ক্ষমা হইবার সম্ভাবনা বাতিল করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের মাত্র একটির ক্ষমা হইবার সম্ভাবনা বাতিল হয় নাই। অতঃপর শুধু নরহত্যার পাপ ক্ষমা হইবার সম্ভাবনা থাকিয়াই যাইতেছে। ইতোপূর্বে উল্লেখিত দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, নরহত্যার পাপ ক্ষমা হইতে পারে। পক্ষান্তরে কুফরের গুনাহ মৃত্যুর পর ক্ষমা না হইবার বিষয়ে কালামে পাকে বিবৃত হইয়াছে।

অতঃপর একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। উহা এই যে, ইতোপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, নিহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাহার হত্যাকারী হইতে ক্ষতিপূরণ পাইবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ জানাইবে। অধিকন্তু স্বীয় অপরাধের কারণে অপরাধীর শাস্তি ভোগ

করিবার কথাও হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। সেক্ষেত্রে অপরাধীর অপরাধ তওবা অথবা নেকী দ্বারা ক্ষমা হইয়া গেলে উক্ত হাদীসের কি হইবে ? উত্তর এই যে, তওবা বা নেকী দ্বারা হত্যার পাপের আল্লাহ্র হকের দিকটা মাফ হইলেও উহার মানুষের হকের দিকটা থাকিয়া যাইবে। মানুষের এই হকের পরিবর্তে কিয়ামতে তাহাকে অপরাধীর নেকী প্রদান করা হইবে অথবা আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও নি'আমত হইতে প্রাপককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবেন। নরহত্যা, ছিনতাই, ডাকাতি, চুরি, মিথ্যা দোষারোপ ইত্যাদি মানুষের যাবতীয় হক ও প্রাপ্য সম্বন্ধে ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, পৃথিবীতে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভবপর হইলে ক্ষতিপূরণ ব্যতীত তৎসম্পর্কীয় তওবা কবূল হইবে না। যাহার ক্ষতিপূরণ পৃথিবীতে প্রদত্ত হয় নাই, আখিরাতে পূর্বোল্লেখিত পন্থায় উহার ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হইবে। যাহা হউক, পরের হকের দেনাদার ব্যক্তি আখিরাতে তাহার পাওনাদারকে নিজের নেকী প্রদানের পর তাহার নিকট পর্যাপ্ত নেকী অবশিষ্ট থাকিলে আল্লাহ তাহাকে তৎপরিবর্তে জান্নাতে দাখিল করিবেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিনকে হত্যাকারী ব্যক্তি সম্পর্কে পার্থিব বিচার সম্পর্কীয় নির্দেশও রহিয়াছে। উহা এই যে, নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-পরিজন হত্যাকারীর উপর অধিকারপ্রাপ্ত হইবে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا.

'কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার অভিভাবককে আমি অধিকার প্রদান করি। অতঃপর সে যেন হত্যায় সীমালঙ্ঘন না করে। সে নিশ্চয়ই সাহায্য পাইবার যোগ্য।'

নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-পরিজন হত্যাকারীকে হত্যা করা, তাহাকে ক্ষমা করা এবং দিয়াত গ্রহণ করা এই তিনটি ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করিতে পারে। তবে এক্ষেত্রে দিয়াত অধিকতম ব্যয়সাধ্য। নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীর উট উহার দিয়াত হইবে ঃ ১. চতুর্থ বৎসরে পদার্পণকারী ত্রিশটি উট; ২. পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী ত্রিশটি উট এবং ৩. পর্ভবতী চল্লিশটি উট। হত্যাকারীর প্রতি দাস-দাসী মুক্ত করা অথবা অবিরাম দুই মাস রোযা রাখা অথবা ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো এক্ষেত্রেও ওয়াজিব হইবে কিনা, সে সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

ইমাম শাফিঈ ও তাঁহার সহচরবৃন্দসহ একদল ফকীহ বলেন ঃ এক্ষেত্রেও উপরিউক্ত কাফফারা ওয়াজিব হইবে। আনিচ্ছাকৃত হত্যায় যখন উপরিউক্ত কাফফারা ওয়াজিব হয়, তখন এক্ষেত্রে উহা ওয়াজিব হওয়া অধিকতর যুক্তিসংগত।

ইমাম শাফিঈ ও তাঁহার মতাবলম্বীগণ বলেন, কাহারও দায়িত্বে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যক্ত নামায রহিয়া গেলে এবং উহা আদায় করা তাহার পক্ষে অসাধ্য বা কষ্টসাধ্য হইলে অনিচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যক্ত নামাযের পরিবর্তে যেরূপ কাফফারা দিবার বিধান রহিয়াছে, ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যক্ত নামাযের পরিবর্তেও সেইরূপ কাফফারা দিবার বিধান রহিয়াছে।

ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হত্যার জন্যেও অনুরূপভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হত্যার কাফফারার বিধান থাকা যুক্তিসংগত।

ইমাম আহমদ (র)-সহ একদল ফকীহ বলেন ঃ আল্লাহ্র নামে শপথ পূর্বক ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলিবার পাপের জন্যে যেরূপ কাফফারা দিবার বিধান নাই, সেইরূপ ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্যে কাফফারা দিবার বিধান নাই। ইচ্ছাকৃত হত্যা এইরূপ জঘন্য পাপ যে, উল্লেখিত কাফফারা উহার মাফ হইবার জন্যে যথেষ্ট নহে।

ইমাম শাফিঈ ও তাঁহার মতাবলম্বীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যক্ত নামাযের পরিবর্তে কাফফারার বিধানের যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ইমাম আহমদ (র)-ও তাঁহার সহমতাবলীম্বগণ বলেন ঃ মূলত উল্লেখিত ক্ষেত্রেও কাফফারার বিধান নাই। সুতরাং ইমাম শাফিঈ প্রমুখের নিজেদের নিকট তাঁহাদের পক্ষ হইতে উপস্থাপিত দৃষ্টান্তের মূল্য থাকিলেও আমাদের নিকট উহার মূল্য নাই।

প্রথমোক্ত অভিমতের ধারকগণ নিম্নোক্ত হাদীস তাঁহাদের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত ওয়াসিলা ইব্ন আসকা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা বনূ সালীম গোত্রের এক দল লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি (ইচ্ছাকৃতভাবে নরহত্যা করিয়া নিজের জন্যে) দোযখকে ওয়াজিব করিয়া লইয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ সে যেন একটি দাস বা দাসীকে মুক্ত করিয়া দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা উহার একেকটি অঙ্গের পরিবর্তে তাহার একেকটি অঙ্গকে দোযখ হইতে মুক্তি দিবেন।

ইমাম আহমদ (র)......গারীফ দায়লামী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আমরা ওয়াসিলা ইব্ন আসকা' আল-লায়সী (রা)-এর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, আমাদিগকে নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে শ্রুত একটি হাদীস শুনান। তিনি বলিলেন, একদা আমরা আমাদের এক সহচরের বিষয় লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিলাম। সে (অন্যায়ভাবে নর-হত্যা করিয়া) নিজের জন্যে দোযখকে ওয়াজিব করিয়া লইয়াছিল। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তাহার তরফ হইতে তোমরা একটি দাস বা দাসী মুক্ত করিয়া দাও। আল্লাহ্ তা'আলা উহার একেকটি অঙ্গের পরিবর্তে তাহার একেকটি অঙ্গকে দোযখ হইতে মুক্তি দিবেন।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ (র) উপরোল্লেখিত রাবী ইব্রাহীম ইব্ন আবালা হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হইতেছে এই ঃ

গারীফ দায়লামী বলেন, একদা আমরা ওয়াসিলা ইব্ন আসকা (রা)-এর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, আমাদিগকে এইরূপ একটি হাদীস শুনান যাহার মধ্যে সংযোজন-বিয়োজন নাই। তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, লিখিত কুরআন মাজীদ ঘরে ঝুলন্ত থাকা অবস্থায় তোমাদের কেহ মৌখিকভাবে আল্লাহ্র কালাম তিলাওয়াত করিলে সে কি উহাতে কোনরূপ সংযোজন-বিয়োজন ঘটায় ? আমরা বলিলাম, আমরা উহা দ্বারা এইরূপ হাদীসকে বুঝাইতে চাহিতেছি, যাহা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে শুনিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, একদা আমরা আমাদের জনৈক সহচরের বিষয় লইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট

আগমন করিলাম। সে অন্যায়ভাবে নরহত্যা করিয়া নিজের জন্যে দোযখকে ওয়াজিব করিয়া লইয়াছিল। তিনি বলিলেন ঃ তাহার পক্ষ হইতে তোমরা একটি দাস বা দাসী মুক্ত করিয়া দাও। আল্লাহ তা'আলা উহার একেকটি অঙ্গের পরিবর্তে তাহার একেকটি অঙ্গকে দোযখ হইতে মুক্তি দিবেন।

(٩٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۚ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

৯৪. "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় (জিহাদে) পদক্ষেপ নাও, তখন যাঁচাই-বাছাই করিও। আর যে ব্যক্তি তোমাদিগকে সালাম দিবে, তাহাকে বলিও না যে, তুমি মু'মিন নও। তোমরা কি পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ খুঁজিতেছ ? অথচ আল্লাহ্র কাছে প্রচুর গনীমত রহিয়াছে। ইতিপূর্বে তোমরাও ঈমান লুকাইয়াছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন। তাই (ঈমানের ব্যাপারে) যাচাই বাছাই কর। নিশ্চয়ই তোমরা যাহা কর, তাহার খবর আল্লাহ ভালভাবেই রাখেন।"

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা বনী সালীম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি স্বীয় বকরী চরাইতে একদল সাহাবীর নিকট দিয়া যাইতেছিল। লোকটি সাহাবীদিগকে সালাম প্রদান করিলে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিলেন, এই লোকটি শুধু আমাদের হাত হইতে জান বাঁচাইবার জন্যে আমাদিগকে সালাম প্রদান করিতেছে। তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার বকরীগুলি লইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

ইমাম তিরমিযী (র) তাফসীর অধ্যায়ে ইসরাঈল (র)-এর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, 'হাদীসটি হাসান-সহীহ পর্যায়ের' (বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য বিশুদ্ধ হাদীস)।

এতদসম্পর্কে হযরত উসামা (রা) হইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয হাকিম (র) উপরিউক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী ইসরাঈল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, 'উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উহা বর্ণনা করেন নাই।' ইমাম ইব্ন জারীর (র) উক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী ইসরাঈল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে উপরিউক্ত হাদীস আবদুর রহমান নামক

রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'উপরিউক্ত হাদীসের সনদ আমার মতে বিশুদ্ধ।' তবে একদল বিশেষজ্ঞের মতে একাধিক কারণে উহা দুর্বল হাদীস। প্রথমত, আলোচ্য হাদীস উহার অন্যতম রাবী সিমাক হইতে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, উহার সনদের অন্যতম রাবী ইকরিমা কর্তৃক বর্ণিত বিষয় সন্দেহাতীত নহে। তৃতীয়ত, আলোচ্য আয়াত কোন্ ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ উহা মুহল্লাম ইব্ন জুসামা সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ উহা উসামা ইব্ন যায়দ সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

আবার কেহ কেহ অন্য কাহারো সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে বলিয়া দাবি করেন।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি ঃ আলোচ্য হাদীস সম্বন্ধে উপরে উল্লেখিত অভিমত কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য নহে। প্রথমত, উপরিউক্ত হাদীস একাধিক গুরুত্বসম্পন্ন বর্ণনাকারী কর্তৃক সিমাক হইতে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতপক্ষে উক্ত হাদীস উপরিউক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য মাধ্যমেও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঃ

ইমাম বুখারী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি স্বীয় বকরীসমূহের নিকট অবস্থান করিতেছিল। এমন সময়ে কিছুসংখ্যক মুসলমান তাহার নিকট পৌঁছিল। সে তাহাদিগকে বলিল, আসসালামু আলাইকুম। তথাপি তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার বকরীগুলি লইয়া গেল। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন এখানে ঃ عَرَضَ الدُّنْيَا অর্থ বকরীসমূহ। তিনি السلام পড়িয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন মানসূর (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা একদল মুসলমান একটি লোকের নিকট আসিল। তাহার সহিত কতগুলি ছাগল ছিল। সে মুসলমানদিগকে বলিল, আসসালামু আলাইকুম। তথাপি তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার ছাগলগুলি লইয়া গেল। এই ঘটনায় নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

ইমাম ইব্ন জারীর ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নার উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বর্ণনা করেন ঃ একদা ফাযারা নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার পরিবার ও গোত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ লইয়া তাহার পিতার নির্দেশে নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিতেছিল। রাত্রিকালে তাহার সহিত একটি মুসলিম বাহিনীর সাক্ষাত ঘটিল। সে তাহাদিগকে বলিল যে, সে মুসলমান। কিন্তু তাহারা তাহার কথা বিশ্বাস না করিয়া তাহাকে হত্যা করিল। তাহার পিতা বলেন, নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত সংবাদ দিলে তিনি আমাকে এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রাসহ প্রয়োজনীয় দিয়াত প্রদান করত সম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। এই ঘটনায় নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ اِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى خَبِيْرًا

উপরে উল্লেখিত মুহল্লাম-এর ঘটনা প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ (র) বলিয়াছেন ঃ সাহাবী হযরত কাকা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ হাদ্‌রাদ (রা) আমার (ইমাম আহমদের) নিকট বর্ণনা করেন যে, হযরত কা'কা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে 'ইযম' নামক এলাকায় প্রেরণ করিলেন। আমাদের বাহিনীতে আবূ কাতাদা, হারিস ইব্‌ন রিবঈ ও মুহল্লাম ইব্‌ন জুসামা ইব্‌ন কায়সও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা 'ইযম' উপত্যকায় পৌঁছিবার পর আমির ইব্‌ন আযবাত আল-আশজাঈ নামক জনৈক ব্যক্তি স্বীয় বাহনে আরোহণ করিয়া আমাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহার সঙ্গে এক মশক চর্বিসহ কিছু দ্রব্য সামগ্রী ছিল। সে আমাদিগকে সালাম দিলে আমরা সকলে তাহাকে আক্রমণ করা হইতে বিরত রহিলাম। কিন্তু আমাদের বাহিনীর মুহল্লাম ইব্‌ন জুসামা উভয়ের মধ্যকার পূর্ব বিবাদের সূত্রে তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার উষ্ট্রসহ সকল মালামাল লইয়া আসিল। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া এই ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম। এতদুপলক্ষে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ اِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى خَبِيْرًا

অবশ্য ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহ উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন নাই।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মুহল্লাম ইব্‌ন জুসামকে একটি বাহিনীসহ কোন এক এলাকায় পাঠাইলেন। পথিমধ্যে আমির ইব্‌ন আযবাত নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। আমির তাহাদিগকে ইসলামীধারায় সালাম প্রদান করিল। উভয়ের মধ্যকার জাহিলী যুগীয় বিবাদের সূত্রে মুহল্লাম তাহাকে তীর দ্বারা হত্যা করিল। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছিল। তখন আমেরের গোত্রের উয়াইনা ও আকরা নামক দুই ব্যক্তি তাঁহার সমীপে এতদসম্পর্কে অভিযোগ পেশ করিল। আকরা বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! سر اليوم وغر غدا। অর্থাৎ হত্যাকারী ব্যক্তি হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়া আজ আনন্দ লাভ করিলেও কাল কিয়ামতের দিন বিচারে সে ঠকিয়া যাইবে; তবে আমরা তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ লইব না। কিন্তু উয়াইনা বলিল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমার পরিবারের মহিলাগণ যেরূপ শোক-দুঃখ ভোগ করিয়াছে, তাহার পরিবারের মহিলাগণও সেইরূপ শোক-দুঃখ ভোগ না করা পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।' এই সময়ে মুহল্লাম দুইটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করত তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) যেন তাহার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহ যেন তোমাকে ক্ষমা না করেন। ইহাতে সে কাঁদিতে কাঁদিতে এবং স্বীয় পরিধানের কাপড় দ্বারা অশ্রু মুছিতে মুছিতে তথা হইতে চলিয়া গেল। এক সপ্তাহ অতিবাহিত না হইতেই সে মরিয়া গেল। লোকেরা তাহাকে দাফন করিল; কিন্তু মাটি তাহাকে উদগীরণ করিয়া দিল। লোকেরা আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উক্ত সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, মাটি তোমাদের উক্ত সঙ্গী হইতেও নিকৃষ্টতর ব্যক্তিকে গ্রহণ করে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিবেন। অতঃপর লোকেরা তাহাকে পাহাড়ের গর্তে নিক্ষেপ করিয়া তাহার লাশের উপর পাথর ফেলিয়া রাখিল। এই ঘটনা উপলক্ষে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ اِلَى اخر الاية

ইমাম বুখারী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) হত্যাকারীকে বলিলেন ঃ এক ব্যক্তি কাফিরদের নিকট হইতে তাহার ঈমান গোপন রাখিয়াছিল। এক সময়ে সে নিজের ঈমানকে প্রকাশ করিয়া দিল, আর তুমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলে ? তুমিও তো ইতিপূর্বে মক্কায় কাফিরদের নিকট হইতে নিজের ঈমানকে এইরূপ গোপন রাখিতে। ইমাম বুখারী (র) এইরূপে সংক্ষিপ্তভাবে ও বিচ্ছিন্ন সনদে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস ইমাম বাযযার কর্তৃক সবিস্তারে ও বিশদরূপে অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

হাফিয আবূ বকর আল-বাযযার (র).....হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হযরত মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (র) উক্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলিম বাহিনী তাহাদের উদ্দিষ্ট গোত্রের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলেন, তাহারা মুসলিম বাহিনীর ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটি লোককে তাহারা দেখিলেন যে, সে পলায়ন না করিয়া স্বীয় এলাকায় রহিয়া গিয়াছে। তাহার নিকট অনেক বিষয়-সম্পত্তি ছিল। লোকটি বলিল, 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই।' কিন্তু হযরত মিকদাদ তাহাকে হত্যা করিলেন। তাহার জনৈক সঙ্গী তাহাকে বলিলেন, এইরূপ লোকটিকে তুমি মারিয়া ফেলিলে, যে সাক্ষ্য দিয়াছে যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই ? আল্লাহ্র কসম! আমি ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানাইব। অভিযান শেষে উক্ত বাহিনীর লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহাকে বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! একটি লোক সাক্ষ্য দিয়াছে যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই, তথাপি মিকদাদ তাহাকে হত্যা করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ মিকদাদকে আমার নিকট ডাকিয়া আনো। মিকদাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, হে মিকদাদ! তুমি এমন এক ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিলে যে ব্যক্তি বলিয়াছিল, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই ? কাল কিয়ামতে তুমি 'আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই এই কলেমার (ফরিয়াদের) কি উত্তর দিবে ? এই ঘটনা উপলক্ষে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلى اخر الاية-

রাসূলুল্লাহ (সা) মিকদাদকে আরও বলিলেন, একটি মু'মিন লোক কাফিরদের নিকট হইতে নিজের ঈমান গোপন রাখিয়াছিল। সুযোগমতে সে প্রকাশ করিল, আর তুমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলে ? তুমিও তো মক্কায় থাকিবার কালে এইরূপে নিজের ঈমান গোপন রাখিতে।

فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ-

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট অনেক গনীমত (ভোগ্য সামগ্রী) রহিয়াছে। এই ব্যক্তি তোমাদিগকে সালাম প্রদান করিল এবং তাহার মু'মিন হইবার কথা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিবার পরও তাহাকে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া তোমরা যে পার্থিব সম্পদ লাভ করিয়াছ, আল্লাহর নিকট মওজুদ নি'আমত উহা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেয়।

كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ-

অর্থাৎ 'ইতিপূর্বে তোমরা এই লোকটির মতই নিজেদের ঈমান কাফিরদের নিকট হইতে গোপন রাখিতে।' ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসেও এইরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ-

সাঈদ ইব্ন যুবায়র আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন যুবায়র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ অর্থাৎ ইতিপূর্বে এইরূপে তোমরা মুশরিকদের নিকট হইতে নিজেদের ঈমান গোপন রাখিতে।

আবদুর রাযযাক (র)......সাঈদ ইব্ন যুবায়র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ অর্থাৎ এই রাখাল যেরূপ তাহার ঈমান গোপন রাখিয়াছিল, সেইরূপ তোমরা নিজেদের ঈমানও ইতিপূর্বে গোপন রাখিতে। ইমাম ইব্ন জারীর (র)-ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলিয়াছেন, সাঈদ ইব্ন যুবায়র হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ অর্থাৎ ইতিপূর্বে তোমরা মু'মিন ছিলে না।

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়াছেন।'

উপরোল্লিখিত ব্যক্তির হত্যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরফ হইতে যে অসন্তোষ প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা দেখিয়া হযরত উসামা (রা) শপথ করিলেন, তিনি কখনো এইরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করিবেন না যে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই।

فَتَبَيَّنُوْا ইহা পূর্বোল্লিখিত নির্দেশকে দৃঢ় করিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ভালভাবে যাঁচাই না করিয়া হঠাৎ কোন পদক্ষেপ নিও না।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا-

সাঈদ ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশ সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের জন্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৯৫) لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۭ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

(৯৬) دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৯৫. "আল্লাহ্‌র পথে জানমাল দিয়া জিহাদকারীগণ আর বিনা ওজরে বসিয়া থাকা মু'মিনগণ সমান নহে। আল্লাহ জানমাল দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীগণকে জিহাদ বিমুখদের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন। আর উভয়ের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত সুন্দর এবং আল্লাহ মুজাহিদগণকে ঘরে বসা লোকদের চাইতে উত্তম পুরস্কার দান করিয়াছেন।"

৯৬. "তাঁহার পক্ষ হইতে ক্ষমা ও অনুগ্রহের এইরূপ বিভিন্ন স্তর। আর আল্লাহ সর্বদাই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র)...... হযরত বারা' (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

–এই আয়াতাংশ নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়দ (রা)-কে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার দ্বারা উহা লিখাইলেন। অতঃপর হযরত (আবদুল্লাহ) ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) আসিয়া স্বীয় (অন্ধত্বের) অসামর্থ্যের বিষয় উত্থাপন করিলে আল্লাহ তা'আলা উহার সহিত নিম্নের অংশ নাযিল করিলেন ঃ

غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ

অর্থাৎ 'দৈহিক সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন।'

ইমাম বুখারী হযরত বারা' (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ–

–এই আয়াতাংশ নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, 'অমুককে ডাকো।' আহূত সাহাবী দোয়াত-কলমসহ আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, লিখ–

لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

'জিহাদে গমনে বিরত মু'মিনগণ এবং স্বীয় জানমাল দ্বারা জিহাদে অংশগ্রহণকারী মু'মিনগণ সমান নহে।' এই সময়ে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাকতূম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যে দৈহিক সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত। ইহাতে উপরোক্ত আয়াতের পরিবর্তে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

ইমাম বুখারী (র).......সাহল ইব্‌ন সা'দ আস-সায়িদী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাহল (রা) বলেন ঃ একদা আমি মারওয়ানকে মসজিদে দেখিয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এই আয়াতের শ্রুতলিপি দিলেন ঃ

لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

এই সময়ে হযরত ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) তাঁহার নিকট আসিলেন। তিনি তখনও উক্ত আয়াত আমাকে বলিয়া যাইতেছিলেন। হযরত ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা), বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার জিহাদ করিবার দৈহিক যোগ্যতা থাকিলে নিশ্চয়ই জিহাদ করিতাম। তিনি ছিলেন অন্ধ। ইহাতে আল্লাহ তাঁহার রাসূলের নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন। তাঁহার উরু আমার উরুর উপর স্থাপিত ছিল। আমার ভয় হইল, আমার উরু ভাঙ্গিয়া যাইবে। অতঃপর তাঁহার পবিত্র দেহ ভারমুক্ত হইল। তাঁহার উপরোক্ত আত্মসমাহিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

উক্ত হাদীস শুধু ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) উহা বর্ণনা করেন নাই। ইমাম আহমদ (র) উহা নিম্নোক্ত ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ইমাম আহমদ (র)......হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত যায়দ বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময়ে তাঁহার নিকটে ওহী আসিল। একাগ্র ও প্রশান্তভাব তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি নিজের রান আমার রানের উপর রাখিলেন। আল্লাহ্র কসম! নবী করীম (সা)-এর রানের চাইতে অধিকতর ভারী কোন বস্তু ইতিপূর্বে আমি নিজের দেহে ধারণ করি নাই। কিয়ৎক্ষণ পর তাঁহার দেহ ভারমুক্ত হইল। তিনি আমাকে বলিলেন, হে যায়দ! লিখ। আমি (লিখিবার জন্যে) স্কন্ধের একখানা অস্থি লইলাম। তিনি বলিলেন, লিখ–

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اِلَى اخِرِ الاية-

আমি উহা লিখিলাম। আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) অন্ধ ছিলেন। তিনি উক্ত আয়াত ও উহাতে বর্ণিত মুজাহিদের ফযীলতের কথা শুনিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। অন্ধত্ব বা এইরূপ কোন ওযরের কারণে কেহ জিহাদে অংশগ্রহণ করিতে না পারিলে তাহার জন্য কি ব্যবস্থা রহিয়াছে ? আল্লাহ্র কসম! তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় একাগ্র ও প্রশান্তভাব নবী (সা)-কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাঁহার রান আমার রানের উপর পতিত হইল। আমার নিকট প্রথমবারের মতই এইবারও উহা ভারী মনে হইল। অতঃপর তাঁহার দেহ ভারমুক্ত হইল। তিনি বলিলেন, পড় তো। আমি পড়িলাম ঃ

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَى اخِرِ الاية-

নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ

غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ-

(দৈহিক সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন)। আমি উহা আয়াতে যোগ করিয়া দিলাম। স্কন্ধাস্থির যেখানে উহা লিখিয়াছিলাম, উহার ছবি এখনো আমার মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) উপরোক্ত হাদীস হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে আবদুর রাযযাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত যায়দ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলে পাক (সা)-এর ওহী লিখক ছিলাম। একদা তিনি আমাকে বলিলেন, লিখ–

لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

তখন সেখানে আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। আমি অবশ্যই আল্লাহর পথে জিহাদ করিতে ভালবাসি। কিন্তু আমার যে ওযর রহিয়াছে, তাহা তো আপনি দেখিতেছেন। আমি অন্ধ হইয়া গিয়াছি। হযরত যায়দ (রা) বলেন, আমার রানের উপর অবস্থিত নবী পাক (সা)-এর রান ভারী বোধ হইল। আমার ভয় হইল, আমার পা ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিছুক্ষণ পর নবী (সা)-এর দেহ ভারমুক্ত হইল। তিনি আমাকে বলিলেন, লিখ–

لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম ইব্ন জারীর (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রায্যাক (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে যে সকল মু'মিন বঞ্চিত রহিয়াছে, দৈহিক ওযরবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভিন্ন যাহারা উহাতে অংশগ্রহণ করে নাই এবং উহাতে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা—এই উভয় শ্রেণীর মু'মিন সমান মর্যাদার অধিকারী নহে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা শুধু ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম তির্মিযী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

অর্থাৎ দৈহিক ওযর ব্যতীত যাহারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহারা এবং যাহারা উহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহারা– এই দুই শ্রেণীর মু'মিনের মর্যাদা সমান নহে।

বদরের যুদ্ধ সম্মুখে উপস্থিত হইলে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন জাহশ (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আমরা তো অন্ধ। আমাদের জন্য কি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিবার অনুমতি আছে? ইহাতে এই আয়াত নাযিল হইলঃ

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ-

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন ঃ আয়াতে যে দুই শ্রেণীর মু'মিনের মর্যাদার পার্থক্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা হইতেছে, দৈহিক কারণে অসমর্থ ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্যান্য যাহারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে বিরত রহিয়াছে, তাহারা এবং যাহারা উহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহারা। ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসকে 'হাসান ও গরীব' হাদীস বলিয়াছেন।

আয়াতের غَيْرَ أُوْلِى الضَّرَرِ এই অংশ নাযিল হইবার পূর্বে জিহাদ হইতে বিরত মু'মিনের ওযরবিহীন ও ওযরওয়ালা সবাই প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু আয়াতের উপরোক্ত অংশ নাযিল হইবার পর এইরূপ ওযরবিশিষ্ট মু'মিনগণ আয়াতে উল্লেখিত শ্রেণী হইতে মুক্ত হইয়াছেন। দৈহিক কারণে অসমর্থ মু'মিনদিগকে বাইরে রাখিয়া আল্লাহ তা'আলা জিহাদ হইতে বিরত মু'মিনদের উপর জিহাদে অংশগ্রহণকারী মু'মিনদের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, দৈহিক অসামর্থ্য ইত্যাদি কারণে যুদ্ধে যোগদানে বিরত মু'মিনদের বিষয়টি এইরূপই হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল।

ইমাম বুখারী (র)...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, মদীনায় এইরূপ কিছু সংখ্যক লোক রহিয়াছে, যাহারা তোমাদের প্রতিটি অভিযানেই তোমাদের সঙ্গে থাকে ? সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! তাঁহারা মদীনায় থাকিয়াই কি আমাদের সঙ্গে থাকেন ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, ওযর তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) উক্ত হাদীস তালীক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আনাস (রা) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা মদীনায় এইরূপ কতগুলি লোক রাখিয়া যাও, যাহারা তোমাদের সফর, তোমাদের অর্থ ব্যয় এবং তোমাদের যে কোনো উপত্যকা অতিক্রমে তোমাদের সঙ্গে থাকে। সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! তাহারা কিরূপে উহাতে আমাদের সঙ্গে থাকে ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ; সামর্থ্যের অভাব তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

অনুরূপ মর্মে জনৈক কবি বলিয়াছেন ঃ

يا راحلين الى البيت العتيق لقد-
سرتم جسوما وسرنا ارواحا-
انما اقمنا على عذر وقدر-
ومن اقام على عذر فقد راحا-

'ওহে আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে যাত্রাকারী ব্যক্তিগণ! তোমরা সশরীরে উহার দিকে চলিয়াছ, আর আমরা আত্মিক ও মানসিক দিক দিয়া উহার দিকে চলিয়াছি। আমরা তো শুধু ওযর ও অসামর্থ্যের দরুন বাড়িতে রহিয়া গিয়াছি। যদি কেহ শুধু ওযর ও অসামর্থ্যের দরুন বাড়িতে রহিয়া যায়, সে প্রকৃতপক্ষে উহার দিকেই চলিয়াছে।'

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

অর্থাৎ উভয় শ্রেণীর মু'মিনের জন্যেই আল্লাহ্ জান্নাত ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিতেছেন। উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায়, জিহাদ ফরযে আইন নহে, বরং উহা ফরযে কিফায়া। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বুখারী ও মুস্‌লিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতে এইরূপ একশতটা স্তর রহিয়াছে, যেইগুলি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের জন্যে তিনি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহাদের এক স্তর হইতে আরেক স্তরের ব্যবধান ও দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার ব্যবধান ও দূরত্বের সমান।

আ'মাশ (র)......ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, কোনো ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র পথে) একটি তীর নিক্ষেপ করিলে তাঁহার জন্যে উহার পুরস্কার স্বরূপ একটি স্তর রহিয়াছে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! স্তর কি ? তিনি বলিলেন, উহা তোমার বাড়ির তলা নহে; উহার একটি হইতে আরেকটি স্তরের দূরত্ব একশত বৎসরের পথ।

(৯৭) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ؕ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ؕ فَأُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ۙ

(৯৮) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَّلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۙ

(৯৯) فَأُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

(১০০) وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

৯৭. "যাহারা নিজেদের উপর যুলম করে, তাহাদের প্রাণ গ্রহণের সময়ে ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ? তাহারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তাহারা বলে, দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করিতে ? ইহাদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর উহা কতই মন্দ আবাস!"

৯৮. "তবে যে সব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করিতে পারে না এবং কোন পথ পায় না–

৯৯. "আল্লাহ্ হয়ত তাহাদের পাপ মোচন করিবেন। কারণ আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।"

১০০. "কেহ আল্লাহ্র পথে হিজরত করিলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করিবে এবং কেহ আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ হইতে মুহাজির হইয়া বাহির হইলে ও তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্র উপর; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র)......মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আবুল আস্ওয়াদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল আস্ওয়াদ বলেন ঃ একদা মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত হইল। আমার নামও উক্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হইল। আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর গোলাম ইক্‌রিমার সহিত সাক্ষাত করিয়া তাহাকে বিষয়টা জানাইলে তিনি আমাকে উক্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত থাকিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে কিছু সংখ্যক লোক মুশরিকদের সহিত থাকিয়া তাহাদের দলকে ভারী করিত। তাহারা মুশ্‌রিকদের দলে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে আসিত আর রণাঙ্গণে তীর বা তরবারির আঘাতে নিহত হইত। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ الخ–

লাইস (র) উপরোক্ত রিওয়ায়াতটি আবুল আস্ওয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদল মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করিয়া উহা মানুষের কাছে হইতে গোপন রাখিত। মক্কার মুশরিকগণ বদরের যুদ্ধে তাহাদিগকে নিজেদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিল। তাহাদের কেহ কেহ মুসলমানদের হাতে নিহত হইলে মুসলমানগণ বলিলেন, এই সকল লোক তো মুসলমান ছিল। তাহারা ইহাদের নিহত হওয়ায় দুঃখিত হইলেন এবং ইহাদের মাগফিরাতের জন্যে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ الى اخر الاية–

তৎপর মদীনার মুসলমানগণ মক্কার অবশিষ্ট ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের নিকট উপরোক্ত আয়াত লিখিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন যে, তাহাদের কোন ওযর আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হইবে না। ইহাতে তাহারা মক্কা হইতে হিজরতের উদ্দেশ্যে বাহির হইল। মুশরিকগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে পার্থিব আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করিবার ভরসা দিল এবং মক্কায় ফিরাইয়া লইয়া গেল। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

ইকরিমা বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত কুরায়শ গোত্রের কিছু সংখ্যক যুবক সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা মক্কায় থাকিয়া ইসলাম গ্রহণের দাবি করিত। আলী ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খালফ, আবূ কায়স ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, আবূ মানসূর ইব্ন হাজ্জাজ এবং হারিস ইব্ন যাম্‌আ উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত কতিপয় মুনাফিক সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা নবী করীম (সা)-এর সহিত হিজরত না করিয়া মক্কায় রহিয়া গিয়াছিল এবং বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিল।

আয়াতের শানে নুযূল যাহাই হউক না কেন, যাহারা হিজরত করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত করে না এবং কাফিরদের অধীনে থাকিয়া আল্লাহ্র দীন কায়েম করিবার মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য হইতে বিরত থাকে, তাহাদের সকলের প্রতিই উহা প্রযোজ্য। আলোচ্য আয়াতের মর্ম এবং ফকীহ্গণের সর্ববাদীসম্মত রায় অনুযায়ী এই সকল লোক নিজেদের উপর অবিচারকারী ও অবৈধ পথের অনুসারী।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ-

অর্থাৎ 'যাহারা হিজরত না করিয়া নিজেদের উপর অবিচার করে এবং এই অবস্থায় ফেরেশ্তাগণ তাহাদের প্রাণ সংহার করে।'

قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ-

অর্থাৎ 'হিজরত না করিয়া তোমরা কেন এখানে অবস্থান করিয়াছ ?'

قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ-

অর্থাৎ হিজরত করিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না।

قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا الى اخر الاية-

ইমাম আবূ দাঊদ (র)......সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি মুশ্রিকের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং তাহার সহিত বসবাস করে, সে উহার ন্যায়।

সুদ্দী বলিয়াছেন ঃ (বদরের যুদ্ধে) হযরত আব্বাস, আকীল ও নাওফেল বন্দী হইয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আব্বাসকে বলিলেন, আপনি নিজের ও নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষ হইতে মুক্তিপণ প্রদান করুন। হযরত আব্বাস বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। আমরা কি আপনার কিব্লার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ি নাই এবং আপনার ন্যায় ঈমানের সাক্ষ্য দেই নাই ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ওহে আব্বাস! আপনি বিতর্ক উঠাইলেন বটে, কিন্তু উহাতে আপনার বিজয়ী হইবার সুযোগ নাই।

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন ঃ

اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا الى اخر الاية-

ইব্ন আবূ হাতিম (র)-ও উপরোক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হিজরতে প্রকৃত অসমর্থ মু'মিনদের কথা বলিতেছেন। ইহারা মুশ্রিকদের হাত হইতে মুক্তি পাইবার উপায় খুঁজিয়া পাইত না। আবার কেহ উপায় খুঁজিয়া পাইলেও পলাইবার রাস্তা তাহাদের জানা ছিল না।

لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلاَ يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً–

আয়াতের এই অংশে তাহাদের উপরোক্ত অসামর্থ্যের কথাই বিবৃত হইয়াছে।

মুজাহিদ, ইক্রিমা ও সুদ্দী (র) বলিয়াছেন ঃ سَبِيْلٌ অর্থ রাস্তা।

فَاُولٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ–

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের হিজরত না করিবার ত্রুটি মাফ করিয়া দিবেন। 'আল্লাহ তা'আলা হয়ত ক্ষমা করিবেন' বাক্য ব্যবহার করিয়া তিনি বান্দাকে উহা করিবার ওয়াদাই প্রদান করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) ইশার নামায আদায় করিতেছিলেন। তিনি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলিবার পর সিজ্দায় যাইবার পূর্বে বলিলেন, আয় আল্লাহ! তুমি আইয়াশ ইব্ন আবূ রবীআকে (কাফিরদের হাত হইতে) মুক্তি দাও। আয় আল্লাহ! তুমি সালমা ইব্ন হিশামকে মুক্তি দাও। আয় আল্লাহ! তুমি ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদকে মুক্তি দাও। আয় আল্লাহ! তুমি অসহায় নিরুপায় মু'মিনদিগকে মুক্তি দাও। আয় আল্লাহ! তুমি (অত্যাচারী কাফির) মুযার গোত্রের উপর কঠিন শাস্তি নাযিল করো। আয় আল্লাহ! তুমি হযরত ইউসুফের সময়কার দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ তাহাদের উপর নাযিল করো।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) নামাযের শেষে সালামের পর হাত উঠাইয়া কিব্লামুখী হইয়া বলিলেন ঃ আয় আল্লাহ! ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদ, আইয়াশ ইব্ন আবূ রবীআ, সালমা ইব্ন হিশামসহ যে সকল দুর্বল মুসলিম কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না, কোনো পথ পায় না, তাহাদিগকে কাফিরদের হাত হইতে মুক্তি দাও।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) যোহরের নামাযের শেষে এই দু'আ করিতেন, আয় আল্লাহ! তুমি ওয়ালীদ, সালিমা ইব্ন হিশাম, আইয়াশ ইব্ন আবূ রবীআসহ যে সকল দুর্বল মুসলমান কোন উপায় বাহির করিতে পারে না ও কোন পথ খুঁজিয়া পায় না, তাহাদিগকে মুশরিকদের হাত হইতে মুক্তি দাও।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, সহীহ হাদীসে উপরোক্ত সনদ ভিন্ন অন্য সনদে উপরোল্লিখিত হাদীসের সমর্থক হাদীস রহিয়াছে।

আব্দুর রায্যাক (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি ও আমার মাতা দুর্বল নারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দলভুক্ত ছিলাম।

ইমাম বুখারী (র)......আইউব ইব্ন আবূ মূসা মক্কী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যাহাদিগকে মা'যূর হিসাবে ক্ষমা পাইবার যোগ্য বলিয়াছেন, আমি ও আমার মাতা তাহাদের দলভুক্ত ছিলাম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً

আয়াতের উপরোক্ত অংশে আল্লাহ তা'আলা হিজরতের প্রতি এবং মুশরিকদিগকে ত্যাগ করিবার প্রতি মুমিনদিগকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, মুমিনগণ হিজরত করিয়া যেখানেই যাউক, সেখানেই তাহারা আশ্রয়স্থল পাইবে। مُرَاغَمٌ শব্দটি رَاغَمَ সমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া। উহার অর্থ 'ত্যাগ করা। رَاغَمَ فَلاَنٌ قَوْمَهُ 'অমুক ব্যক্তি তাহার গোত্রকে ত্যাগ করিয়াছে।' যেমন কবি নাবিগা ইব্‌ন জা'দা রচিত কবিতার চরণ হইতেছে ঃ

كطود يلاذ باركانه – عزيز المراغم والمهرب–

এখানে مراغم শব্দ দ্বারা 'ত্যাগ করা'-ই বুঝানো হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ المراغم অর্থ 'একস্থান হইতে আরেক স্থানে গমন।' যাহ্‌হাক, রবী' ইব্‌ন আনাস এবং সাওরীও উহার অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ مراغم كثير অর্থ 'উৎপীড়ন হইতে বাঁচিবার বিবিধ পথ ও উপায়।'

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) বলেন ঃ উহার অর্থ বহু পথ ও উপায়। শব্দের স্বাভাবিক অর্থ হইতেছে শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার আশ্রয় ও শরণ।

وَسَعَةً শব্দের অর্থ রিয্‌ক। কাতাদা (র) প্রমুখ তাফসীরকারগণ উহার অনুরূপ অর্থই করিয়াছেন। কাতাদা يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً আয়াতাংশের অর্থ করিয়াছেন যে, গুমরাহী হইতে বাঁচিয়া হিদায়াতের পথ এবং দারিদ্র্য হইতে বাঁচিয়া প্রাচুর্য পাইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি হিজরতের উদ্দেশ্যে স্বীয় বাসস্থান হইতে বাহির হয়, অতঃপর পথিমধ্যে ইন্তিকাল করে, সে মুহাজির তুল্য নেকী লাভ করে।'

বুখারী, মুস্‌লিমসহ ছয়টি সহীহ হাদীস গ্রন্থে এবং মুস্‌নাদ ও সুনানসমূহে হযরত উমর (রা) হইতে বিভিন্ন রাবীর সনদে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ সকল নেককাজই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষই তাহার নিয়্যত অনুযায়ী ফল পাইবে। যাহার হিজ্‌রত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উদ্দেশ্যে হইবে, তাহার হিজরত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকেই হইবে। আর যাহার হিজরত কোনো পার্থিব বস্তুর উদ্দেশ্যে অথবা সে বিবাহ করিবে এইরূপ কোনো মহিলার দিকে হইবে, তাহার হিজরতের মূল্যায়ন তাহার সেই উদ্দেশ্য মুতাবিক হইবে।

এই হাদীস হিজরত ও যাবতীয় নেক আমলের ব্যাপারে প্রযোজ্য।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস হইতেছে এই ঃ জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বইটা হত্যাকাণ্ড ঘটাইবার পর একজন আবেদকে হত্যা করিয়া হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা একশতটি পর্যন্ত পৌঁছাইল। অতঃপর তাহার জন্যে তাওবার পথ খোলা আছে কি না- জনৈক আলিমের নিকট

তাহা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তোমার ও তওবার মধ্যে কোন্ বিষয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে ? অতঃপর তিনি তাহাকে পরামর্শ দিলেন, সে যেন স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন পূর্বক তথায় আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করে। উক্ত আলিমের পরামর্শ অনুযায়ী সে স্বীয় জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া ভিনদেশে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে তাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল। তাহার বিষয়ে রহমতের ফেরেশতাগণ এবং আযাবের ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। রহ্‌মতের ফেরেশ্‌তাগণ বলিলেন, সে তো গুনাহ হইতে তওবা করিয়া এদিকে আসিয়াছে। পক্ষান্তরে আযাবের ফেরেশ্‌তাগণ বলিলেন, সে তো তওবার পর নামায আদায় করে নাই। তখন ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহর তরফ হইতে এই নির্দেশ পাইলেন যে, তাহারা যেন তাহার জন্মস্থান ও উদ্দিষ্ট স্থান – এই দুইদিকের দূরত্ব পরিমাপ করিয়া দেখেন। সে যেদিকের অধিকতর নিকটবর্তী হয়, তাহাকে সেই স্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট ধরিতে হইবে। এদিকে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির গন্তব্যস্থলকে নির্দেশ দিলেন যেন উহা তাহার দিকে আগাইয়া আসে। পক্ষান্তরে তাহার জন্মভূমিকে নির্দেশ দিলেন যেন উহা তাহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া যায়। ফেরেশ্‌তাগণ পরিমাপ করিয়া তাহাকে তাহার গন্তব্যস্থলের বিঘত পরিমাণে অধিকতর নিকটবর্তী পাইলেন। ফলত রহমতের ফেরেশ্‌তাগণ সে ব্যক্তির প্রাণ লইলেন।"

এক রিওয়ায়াতে আছে, লোকটির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে সে বুকে হেঁচড়াইয়া স্বীয় গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইল।

ইমাম আহ্‌মদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আতীক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হয় (অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহর পথে সেই জিহাদকারীগণ কোথায় ?) তৎপর সে স্বীয় বাহন হইতে পড়িয়া গিয়া ইন্তিকাল করে, অথবা কোন প্রাণী তাহাকে দংশন করিবার ফলে সে ইন্তিকাল করে, অথবা স্বাভাবিকভাবেই সে ইন্তিকাল করে, তখন তাহাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহ্‌র দায়িত্বে আসিয়া যায়। আর কোনো ব্যক্তি অন্যায় ক্রোধের শিকার হইয়া নিহত হইলে তাহার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হইবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আতীক বলেন, নবী করীম (সা) স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করা বুঝাইতে الموت على حتف الانف। এই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করিলেন। আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে আমি কোনো আরবীভাষীর নিকট উক্ত শব্দগুচ্ছ শুনি নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ খালিদ ইব্‌ন হিযাম আবিসিনিয়ায় যাইবার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে সর্প দংশনে তাহার মৃত্যু হইল। এই উপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى اخر لاية–

হযরত যুবায়র (রা) বলেন, আমি তখন আবিসিনিয়ায় ছিলাম এবং তাহার আগমনের জন্যে অপেক্ষা করিতেছিলাম। তাহার মৃত্যুর সংবাদ আমার নিকট পৌঁছিলে আমি এতই মর্মাহত হইলাম যে, ইতিপূর্বে কোন ঘটনায়ই আমি ঐরূপ মর্মাহত হই নাই। কারণ যাহারা হিজরত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনুরূপ ব্যক্তি খুব কম ছিল, যাহার সহিত তাহার পরিবারের কেহ

অথবা তাহার রক্ত সম্পর্কের কেহ ছিল না। অথচ আমার সহিত আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা গোত্রের আর কেহই ছিল না। সেক্ষেত্রে তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে পাইবার আশাও আমার ছিল না।

উপরোক্ত বর্ণনাটি মূলত অযৌক্তিক বর্ণনা। কারণ বর্ণিত ঘটনাটি হিজরতের পূর্বের ঘটনা। অথচ আলোচ্য আয়াতটি হিজরতের পরে অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে উহার এই ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে যে, বর্ণনাকারী বুঝাইতে চাহিয়াছেন, আলোচ্য আয়াত উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষে নাযিল না হইলেও আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসারে উহা উক্ত ঘটনায়ও প্রযোজ্য। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত মিলিত হইবার পূর্বেই পথে তাহার মৃত্যু হইল। এই উপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى اخر لاية–

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবী যুমায়রা ইব্ন আঈস আয-যারকী অন্ধ হইয়া যাওয়ায় মক্কায় রহিয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে–

اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلاَ يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً

এই আয়াত নাযিল হইবার পর তিনি ভাবিলেন, আমি তো ধনী ব্যক্তি, আমার তো পথ ও উপায় রহিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি নবী করীম (সা)-এর সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তান্ঈম নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হইল। এই উপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى اخر لاية–

তাবারানী (র)......আবূ মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার ওয়াদাকে সত্য জানিয়া এবং আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আনিয়া আমার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদ করিতে বাহির হয়, সে আল্লাহর দায়িত্বে আসিয়া যায়। সে মুজাহিদ বাহিনীতে থাকা অবস্থায় মরিলে আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। সে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেও আল্লাহ্র দয়িত্বে থাকিবে। অতঃপর সে যদি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, অথবা নিহত হয়, অথবা তাহার অশ্ব বা উষ্ট্র তাহাকে নীচে ফেলিয়া দিবার ফলে অথবা কোনো বিষধর প্রাণীর দংশনের ফলে তাহার মৃত্যু ঘটে, অথবা যে কোনোভাবেই আল্লাহ চাহেন, সেইভাবে সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে, তবুও সে শহীদ হইবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) উপরোক্ত হাদীস উহার অন্যতম রাবী বাকিয়ার সনদে আংশিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত হাদীসে উপরোক্ত হাদীসের পর এই কথাটি সংযুক্ত রহিয়াছে ঃ এবং তাহার জন্যে জান্নাত রহিয়াছে।

আবূ ইয়ালা (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হয়, অতঃপর সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জব্রত পালনরত ব্যক্তির প্রাপ্য পুরস্কার লিখিত হয়। যে ব্যক্তি উমরা করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হয়, অতঃপর সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত উমরা পালনরত ব্যক্তির প্রাপ্য পুরস্কার লিখিত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হয়, অতঃপর সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধরত ব্যক্তির প্রাপ্য পুরস্কার লিখিত হয়।

হাদীসটি উপরোক্ত সনদে গরীব পর্যায়ের।

(١٠١) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ○

১০১. "এবং যখন তোমরা দেশ-বিদেশে সফর করিবে, তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য বিপদ সৃষ্টি করিবে, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করিলে তোমাদের কোন দোষ নাই। কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

তাফসীর ঃ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ
অর্থাৎ 'তোমরা যখন সফর করো।'

الضرب فى الارض। পরিভাষাটি 'সফর করা' অর্থে অন্যত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

এই আয়াতেও উক্ত পরিভাষাটি সফর অর্থে আসিয়াছে।

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ-

অর্থাৎ 'নামায সংক্ষিপ্ত করায় তোমাদের কোন দোষ নাই।'

নামায সংক্ষিপ্ত করিবার দুইটি পন্থা রহিয়াছে ঃ

১. রাকাআতের সংখ্যার দিক দিয়া উহাকে সংক্ষিপ্ত করা এবং ২. রাকাআতের সংখ্যা ভিন্ন প্রয়োজনীয় অন্যান্য দিক দিয়া উহাকে সংক্ষিপ্ত করা। অধিকাংশ ফকীহ বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে রাকাআতের সংখ্যার দিক দিয়া নামাযকে সংক্ষিপ্ত করিবার কথা বলা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা ফকীহগণ সফরের অবস্থায় কসর নামায প্রমাণ করেন। কোন্ প্রকারের সফরে নামায কসর করিবার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, উহা লইয়া আবার ফকীহগণের

মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল ফকীহ বলেন, উক্ত সফর ইবাদতমূলক সফর হইতে হইবে। যেমন ঃ জিহাদের সফর, হজ্জের সফর, উমরার সফর, দীনী ইলম শিক্ষার সফর, যিয়ারতের সফর ইত্যাদি। হযরত ইব্ন উমর, আতা এবং ইয়াহিয়া হইতে অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম মালিক হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখিত অভিমত পোষণকারীগণ আয়াতের নিম্নোক্ত অংশ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেন ঃ

اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-

অর্থাৎ 'যদি তোমাদের ভয় হয় যে, কাফিরগণ তোমাদিগকে বিপদে ফেলিবে।'

আরেক দল ফকীহ বলেন ঃ সফরটি ইবাদতমূলক হওয়া জরুরী নহে। তবে উহাকে অন্তত মুবাহ ও জায়েয কার্যের সফর হইতে হইবে। সফরটি মুবাহ ও জায়েয কার্যের সফর হইলেই উহাতে কসর নামায বিধানসম্মত হইবে। নিম্নোক্ত আয়াতকে তাঁহারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ 'কেহ সফরে তীব্র ক্ষুধার অবস্থায় মৃত পশুর গোশ্ত খাইতে বাধ্য হইলে আয়াতে তাহাকে তজ্জন্য অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে।' শর্ত হইল তাহার সফর পাপের সফর না হইলে চলিবে। উক্ত সফর ইবাদতমূলক সফর হওয়া জরুরী নহে। তেমনি নামাযের কসর বিধানসম্মত হইবার জন্যেও সফরটি ইবাদতমূলক হওয়া অপরিহার্য নহে। ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ প্রমুখ ফকীহ্গণের অভিমত ইহাই।

আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......ইব্রাহীম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি আসিয়া নবী করীম (সা)-কে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসা উপলক্ষে আমাকে সমুদ্রে গমনাগমন করিতে হয়। নবী করীম (সা) তাহাকে নামায (চারি রাকাআতের স্থলে) দুই রাকাআত পড়িতে বলিলেন। উক্ত হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন।

একদল ফকীহ বলেন ঃ কসর নামায বৈধ হওয়ার জন্যে যে কোন প্রকারের সফরই যথেষ্ট। উহা এমনকি কেহ ডাকাতি করিবার জন্যে সফর করিলে তাহার জন্যেও কসর জায়েয। ইমাম আবূ হানীফা, সাওরী এবং দাঊদ জাহিরীর অভিমত ইহাই। তাঁহারা বলেন, আয়াতে সফরকে বিশেষণমুক্ত রাখা হইয়াছে। অতএব ইবাদতমূলক, মুবাহ অথবা পাপমূলক যে কোনরূপ সফরেই নামাযের কসর জায়েয।

অধিকাংশ ফকীহ উপরিউক্ত অভিমতের বিরোধিতা করেন। বিরোধী অভিমত পোষণকারী ফকীহগণ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণ হইতেছে ঃ

اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ইহার উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রমুখ ফকীহগণ বলেন ঃ নামাযের কসর সম্পর্কিত আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার সময়ে কাফিরদের পক্ষ হইতে মু'মিনদের প্রতি বিপদাশংকা একটি সাধারণ ও নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় ছিল। এমনকি হিজরতের পর মুসলমানগণ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুদ্ধব্যপদেশে যোদ্ধারূপে সফর করিতেন। তাঁহাদের প্রায় সমগ্র সময়টুকুই বর্বর

কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কাটিয়া যাইত। বিরোধী মত পোষণকারী ফকীহগণ উপরে যে আয়াতাংশ উপস্থাপন করিয়াছেন, উহাতে কাফিরদের পক্ষ হইতে মু'মিনদের প্রতি উপরিউক্ত সাধারণ ও নিত্য সংঘটিত বিপদাশংকার কথাই বিবৃত হইয়াছে। অথচ মূল বক্তব্য বিষয়ের সহিত যখন কোনো সাধারণ ও নিত্য সংঘটিত বিষয় বা ঘটনা সংযুক্ত থাকে, তখন উহা মূল বক্তব্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট শর্ত হিসাবে পরিগণিত হয় না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا

অর্থাৎ 'তোমাদের দাসীগণ যদি যৌন দিক দিয়া পবিত্র থাকিতে চায়, তবে তোমরা তাহাদিগকে ব্যভিচারে বাধ্য করিও না।' এক্ষেত্রে দাসীদের পবিত্র থাকিবার ইচ্ছা কোনো শর্ত নহে; বরং তাহাদিগকে যৌন অপকর্মে বাধ্য করা সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَرَبَائِبُكُمُ الّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الّتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

অর্থাৎ 'তোমরা যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছ, তোমাদের এইরূপ স্ত্রীগণের গর্ভজাত কন্যা, যাহারা তোমাদের দ্বারা লালিত-পালিত হইতেছে, তাহাদিগকে বিবাহ করা তোমাদের জন্যে হারাম।'

এক্ষেত্রে উল্লেখিত কন্যার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির লালন-পালনে থাকা শর্ত নহে; বরং স্বীয় সংগমকৃত স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহ করা সর্বাবস্থায় হারাম।

ইমাম আহ্‌মদ (র)......ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া একদা বলেন ঃ আমি হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-

এই আয়াতে কাফিরদের তরফ হইতে মু'মিনদের প্রতি যে বিপদাশংকার কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহা তো এখন দূর হইয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ এখন নিরাপদ। অতএব নামাযের কসরের বিধান এখন প্রযোজ্য হইবে কেন ? হযরত উমর (রা) বলিলেন, তোমার মত আমিও আশ্চর্যান্বিত হইয়া নবী করীম (সা)-কে তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ ইহা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার একটি দান। তোমরা তাঁহার দানকে গ্রহণ কর।

ইমাম মুসলিম এবং সুনান সংকলকগণ উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসকে হাসান-সহীহ হাদীস হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। আলী ইবনুল মাদীনীও উহাকে হযরত উমরের সনদে হাসান-সহীহ হাদীস রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন, উক্ত হাদীস উপরিউক্ত সনদ ভিন্ন অন্য কোনো সনদে সুসংরক্ষিত হয় নাই। উহার বর্ণনাকারীগণ বিখ্যাত ব্যক্তি।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবূ হানযালা আল-হাযযা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আমি হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-কে সফরের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উহা দুই রাকাআত। আমি বলিলাম, আয়াতে তো আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-

অথচ আমরা তো এখন নিরাপদ। তিনি বলিলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আবুল ওয়াদ্দাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল ওয়াদ্দাক বলেন ঃ একদা আমি হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট সফরে কসরের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ একটি অনুমতি। এখন তোমাদের ইচ্ছা হইলে উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পার।

আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইমামতিতে পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে দুই রাকাআত করিয়া নামায আদায় করিয়াছি। তখন আমরা নিরাপদ ও বিপদমুক্ত ছিলাম। ইমাম নাসাঈ (র) উপরিউক্ত রিওয়ায়াত আবদুল্লাহ ইব্ন আওন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ আমর ইব্ন আবদুল বার (র) বলিয়াছেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইয়াযীদ ইব্ন ইব্রাহীম আত-তাসতারী উপরিউক্ত রিওয়ায়াতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত শুনাইয়াছেন।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি ঃ ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) পবিত্র মদীনা হইতে মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হইলেন। (মুসলমানগণ তখন এইরূপ নিরাপদ ছিলেন যে,) রাব্বুল আলামীন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ভয় তাহাদের হৃদয়ে ছিল না। এই অবস্থায়ই তিনি নামায দুই রাকাআত করিয়া আদায় করিলেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত রিওয়ায়াতকে সহীহ বলিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত পবিত্র মদীনা হইতে পবিত্র মক্কায় রওয়ানা হইলাম। এই সফরে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত নামায দুই রাকাআত করিয়া পড়িতেন। হযরত আনাস (রা)-এর ছাত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা পবিত্র মক্কায় কতদিন অবস্থান করিয়াছিলেন ? হযরত আনাস (রা) বলিলেন, আমরা তথায় দশ দিন অবস্থান করিয়াছিলাম। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলক উক্ত হাদীস ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মদ (র)......হারিসা ইব্ন ওয়াহাব আল-খুযাঈ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত হারিসা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইমামতিতে মিনা নামক স্থানে যোহর ও আসরের নামায দুই রাকাআত করিয়া আদায় করিয়াছি। এই সময়ে মুসলমানগণ সংখ্যায় বিপুল এবং অধিকতম নিরাপদ ছিল।

উক্ত হাদীস ইব্ন মাজাহ ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সকল সংকলক ইব্ন আবূ ইস্হাক আস-সাবীঈর মাধ্যমে বিভিন্ন সনদে এবং উপরোক্ত সাহাবী হইতে অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) উহা নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ইমাম বুখারী (র)......হযরত হারিসা ইব্ন ওয়াহাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত হারিসা (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) আমাদিগকে মিনা নামক স্থানে নামায দুই রাকাআত পড়াইয়াছেন। সেই সময়ে তিনি অধিকতম নিরাপদ ও বিপদমুক্ত ছিলেন।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা), আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং উমর (রা)-এর ইমামতিতে আমি (চারি রাকাআতের) নামায দুই রাকাআত পড়িয়াছি। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের প্রথমদিকেও তাঁহার ইমামতিতে দুই রাকাআত পড়িয়াছি। খিলাফতের শেষদিকে তিনি চারি রাকাআতই পড়িয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) বলেন ঃ একদা হযরত উসমান (রা) আমাদের ইমাম হইয়া মিনা নামক স্থানে নামায চারি রাকাআত আদায় করিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা)-কে উহা জানানো হইলে তিনি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি মিনা নামক স্থানে নবী করীম (সা)-এর ইমামতিতে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইমামতিতে ও হযরত উমর (রা)-এর ইমামতিতে নামায দুই রাকাআত আদায় করিয়াছি। হায়! আমার ভাগ্যে যদি চারি রাকাআতের পরিবর্তে দুই রাকাআত মকবূল নামায জুটিত!

ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম বিভিন্ন সনদে উপরোক্ত রাবী আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ হইতে উপরোল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাদের একটি সনদের নিম্নতম রাবী হইতেছেন কুতায়বা।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে কসর জায়েয হইবার জন্যে ভীতিপূর্ণ অবস্থার অস্তিত্ব জরুরী নহে; বরং সফরে সর্বাবস্থায় কসর বৈধ।

কিছু সংখ্যক ফকীহ বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতে যে কসরের অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দিয়াছেন, উহার অর্থ রাকাআতের সংখ্যার দিক দিয়া নামায সংক্ষেপ করা নহে; বরং উহার অর্থ সংখ্যা ভিন্ন অন্যান্য দিক দিয়া নামায সংক্ষেপ করা। ইহাই মুজাহিদ, যাহ্‌হাক এবং সুদ্দীর অভিমত। এতদ্‌সম্বন্ধীয় আলোচনা শীঘ্রই আসিতেছে।

শেষোক্ত অভিমতের পোষকগণ নিম্নোক্ত হাদীসকে নিজেদের সমর্থনে উপস্থাপন করেন ঃ

ইমাম মালিক (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ সফরে ও বাড়িতে সর্বাবস্থায় নামায দুই রাকাআত করিয়া ফরয হইয়াছিল। অতঃপর সফরের বেলায় উক্ত সংখ্যাই বহাল রাখা হইয়াছে এবং গৃহে অবস্থানের বেলায় উহা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) উপরোক্ত হাদীস আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ আত-তায়ালিসী হইতে, ইমাম মুসলিম উহা ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়াহিয়া হইতে, ইমাম আবূ দাউদ উহা কা'নাবী হইতে এবং ইমাম নাসাঈ উহা কুতায়বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ, ইয়াহিয়া, কা'নাবী এবং কুতায়বা, ইহাদের প্রত্যেকে আবার ইমাম মালিক হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

শেষোক্ত অভিমতের পোষক ফকীহগণ বলেন ঃ সফরের অবস্থায় নামায যখন মূলত দুই রাকাআত, তখন আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত কসরের তাৎপর্য কিরূপে রাকাআতের সংখ্যার ব্যাপারে কসর হইতে পারে ? অন্য কথায় বলা যায়, মৌল বিধান সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না যে, উহা করায় তোমাদের কোনো দোষ নাই।

ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে উপরোক্ত বিষয়টা অধিকতর স্পষ্টরূপে উল্লেখিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ সফরের নামায দুই রাকাআত, ঈদুল আয্হার নামায দুই রাকাআত, ঈদুল ফিতরের নামায দুই রাকাআত এবং জুমু'আর নামায দুই রাকাআত। উক্ত সংখ্যা অপূর্ণ নহে; বরং উহা পূর্ণ সংখ্যা। নবীয়ে পাক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর মুখ হইতেই এই বিধান নিঃসৃত হইয়াছে।

ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্ন মাজাহ ও ইমাম ইব্ন হিব্বান (র) উপরোল্লিখিত রাবী যুবায়দ আল-ইয়ামী হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন মাজাহ অনুরূপভাবে উপরোক্ত হাদীস হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর মুখে নামায বাড়িতে অবস্থানকালে চারি রাকাআত, সফরে দুই রাকাআত এবং ভীতির অবস্থায় এক রাকআত ফরয করিয়াছেন। অতএব এই আয়াত নাযিল হইবার পূর্বে বাড়িতে অবস্থানকালে যেরূপে নামায (চারি রাকাআত) আদায় করা হইত এবং ইহা নাযিল হইবার পর বাড়িতে অবস্থানকালে যেরূপে উহা (চারি রাকাআত) আদায় করা হয়, সেইরূপে সফরের অবস্থায় উহা (দুই রাকাআত) আদায় করিতে হইবে।

ইমাম ইব্ন মাজাহ উপরোক্ত হাদীস ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

নামায মূলত দুই রাকাআত ফরয, তবে বাড়িতে অবস্থানকালে উহা বৃদ্ধি করিয়া চারি রাকাআত করা হইয়াছে–এই মর্মে ইতিপূর্বে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসের সহিত হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের কোনো বিরোধ নাই। কারণ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসে বাড়িতে অবস্থানকালে যে চারি রাকাআত নামায আদায় করাকে ফরয বলা হইয়াছে, উহা মূল দুই রাকাআত এবং অতিরিক্ত দুই রাকাআতের যোগফল। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য বিষয় এই যে, সফরের অবস্থায় যে নামায দুই রাকাআত, উক্ত সংখ্যা কসর বা সংক্ষিপ্ত নহে, বরং উহা পূর্ণ সংখ্যা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে যে কসর বা সংক্ষেপকরণের অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, উহা সংখ্যার দিক দিয়া কসর হইতে পারে না; বরং উহা সংখ্যা ভিন্ন অন্যান্য দিক দিয়া কসর বা সংক্ষেপকরণ। আর ভীতির অবস্থায় নামাযে এইরূপ সংক্ষেপকরণ বা কসরই হইয়া থাকে। এইরূপ কসর বা সংক্ষেপকরণ ভীতির অবস্থায় হয় বলিয়াই আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-

—এবং আলোচ্য আয়াতের অব্যবহিত পর বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ الى اخر الاية-

উপরিউক্ত দুই স্থানে আল্লাহ তা'আলা যথাক্রমে কসরের উদ্দেশ্য ও উহার নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। উপরিউক্ত কারণেই ইমাম বুখারী 'ভীতির অবস্থায় আদায়যোগ্য নামায' অধ্যায়ের প্রথমদিকে ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِلٰى قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا-

——এই উভয় আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহ্হাক (র) হইতে জুয়াইরিব——

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ-

—এই আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) বলেন ঃ উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত কসর হইতেছে যুদ্ধের সহিত সম্পর্কিত। যুদ্ধের সময়ে অশ্বারোহী যোদ্ধা তাহার মুখ যেদিকেই থাকে, সেইদিকে মুখ করিয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করিবে। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে সুদ্দী (র) হইতে আস্বাত (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুদ্দী (র) বলিয়াছেন ঃ সফরের অবস্থায় নামায দুই রাকাআত আদায় করা এবং এক রাকাআত আদায় করা উভয় ক্রিয়াই কসর বা সংক্ষেপীকরণ। প্রথমটি অধিকতর রাকাআতবিশিষ্ট কসর এবং দ্বিতীয়টি স্বল্পতর রাকাআতবিশিষ্ট কসর। কাফিরদের তরফ হইতে বিপদাশংকা না থাকিলে দুই প্রকারের কসরের কোনটিই জায়েয হইবে না।

ইব্ন আবূ নাজীহ আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) সাহাবীগণসহ উসফান নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন এবং মুশরিকগণ যাজনান নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিল। উভয়পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ছিল। এই অবস্থায় নবী করীম (সা) সকল সাহাবীকে একসঙ্গে লইয়া যোহরের নামায চারি রাকাআত আদায় করিলেন। সকলে একই সঙ্গে রুকূ, সিজদা ও কিয়াম করিলেন। এদিকে মুশ্রিকগণ মুসলিম বাহিনীর রসদ সম্ভার লুট করিয়া লইতে মনস্থ করিল। উপরিউক্ত ঘটনা উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) মুজাহিদের উপরিউক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর (র) মুজাহিদ, সুদ্দী, হযরত জাবির (রা) ও হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের উপরিউক্ত শানে নুযূল বর্ণনা করিয়াছেন। এতদসম্পর্কিত একাধিক উক্তি উদ্ধৃত করিবার পর তিনি উপরিউক্ত বক্তব্যকে সঠিক বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)...... উমাইয়া ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন খালিদ ইব্ন উসায়দ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা উমাইয়া (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,

কুরআন মাজীদে আমরা তো শুধু ভীতির অবস্থায় আদায়যোগ্য নামাযে কসরের বর্ণনা পাই, সফরের নামাযে কসরের বর্ণনা তো উহাতে পাই না। ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, আমরা নবী করীম (সা)-কে একটি কাজ করিতে দেখিয়া উহা অনুসরণ করিয়াছি। অর্থাৎ নবী করীম (সা) সফরে কসর করিয়াছেন বলিয়া সাহাবীগণ সফরে কসর করিয়াছেন।

উক্ত বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, প্রশ্নকর্তা উমাইয়া ভীতির অবস্থার নামাযকে কসরের নামায নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি আলোচ্য আয়াতের এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছেন যে, উহাতে উপরিউক্ত ভীতির অবস্থার নামাযেরই বর্ণনা রহিয়াছে, সফরের কসরের নামাযের বর্ণনা উহাতে নাই। হযরত ইব্ন উমর (রা) তাঁহার এই বক্তব্যকে সঠিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং তিনি কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াত দ্বারা নহে, বরং নবী করীম (সা)-এর কার্য দ্বারা সফরের নামাযের কসর বা সংক্ষেপীকরণের বিধান প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর (র) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের রিওয়ায়াতে উপরিউক্ত বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় ঃ

ইব্ন জারীর (র)...... সিমাক আল-হানাফী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সিমাক বলেন ঃ একদা আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট সফরের নামায সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, উহা দুই রাকাআত এবং দুই রাকাআতই পুর্ণ সংখ্যা। উহা কসর বা সংক্ষিপ্ত নহে। শুধু ভীতির অবস্থার নামাযেই কসর বা সংক্ষিপ্তকরণ রহিয়াছে। আমি বলিলাম, ভীতির অবস্থার নামায কোন্ নিয়মে আদায় করিতে হয় ? তিনি বলিলেন, ইমাম একদল লোক লইয়া এক রাকাআত নামায আদায় করিবেন। অতপর এইদল অন্যদলের স্থানে গমন করিবে এবং অন্যদল এই দলের স্থানে আগমন করিবে। ইমাম ইহাদিগকে লইয়া আরেক রাকাআত নামায আাদায় করিবেন। এইভাবে ইমাম মোট দুই রাকাআত এবং প্রত্যেক দল এক রাকাআত করিয়া নামায আদায় করিবে।

(১০২) وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ○

১০২. "আর তুমি যখন তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিবে ও তাহাদের সঙ্গে সালাত কায়েম করিবে, তখন তাহাদের একদল যেন তোমার সহিত দাঁড়ায় এবং তাহারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাহাদের সিজদা করা হইলে তাহারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল, যাহারা সালাতে শরীক হয় নাই, তাহারা তোমার সহিত যেন সালাতে শরীক হয় এবং তাহারা যেন সশস্ত্র ও সতর্ক থাকে। কাফিরগণ কামনা করে যে, তোমরা

তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাহাতে তাহারা তোমাদের উপর একসঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে; যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য অসুবিধায় পড় কিংবা পীড়িত থাক, তবে তোমরা অস্ত্র রাখিয়া দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করিবে।"

তাফসীর ঃ সালাতুল খাওফ বা ভীতির অবস্থায় আদায়যোগ্য নামায বহু প্রকারের হইতে পারে। শত্রুপক্ষ কখনো কিবলামুখী থাকে, কখনো তাহাদের মুখ ভিন্নদিকে থাকে। নামায কোন ওয়াক্ত চারি রাকাআতবিশিষ্ট, কখনো তিন রাকাআতবিশিষ্ট এবং কখনো দুই রাকআতবিশিষ্ট হয়। যেমন আসর, মাগরিব ও ফজর। তেমনি মুসল্লীগণ কখনো জামাআতবদ্ধ হইয়া নামায আদায় করেন এবং কখনো যুদ্ধ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করিবার কারণে প্রত্যেকে পৃথকভাবে নামায আদায় করেন। প্রত্যেকে পৃথকভাবে নামায আদায় করিবার কালে কখনো কিবলামুখী হইয়া, আবার কখনো ভিন্নমুখী হইয়া নামায আদায় করেন। আবার কেহ পদাতিক অবস্থায় এবং কেহ অশ্বারূঢ় অবস্থায় নামায আদায় করেন।

সালাতুল খাওফে নামাযরত অবস্থায়ই চলাফেরা করা এবং দুশমনের উপর একের পর এক আঘাত হানা যায়।

সালাতুল খাওফ আদায়ের পদ্ধতি

একদল ফকীহ বলেন ঃ ভীতির অবস্থায় নামায এক রাকাআত পড়িতে হয়। আলোচ্য আয়াতের অব্যবহিত পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসকে তাঁহারা নিজেদের সমর্থনে পেশ করেন।

ইমাম আহমদ (র) উপরিউক্ত অভিমত পোষণ করেন। মুন্যিরী তাঁহার 'আল-হাওয়াশী' গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ আতা, জাবির, হাসান, মুজাহিদ, হাকাম, কাতাদা, হাম্মাদ, তাউস এবং যাহ্হাক উপরোক্ত অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

আবূ আসিম আল-ইবাদীও মুহাম্মদ ইব্ন নাসর আল-মারওয়াযী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মুহাম্মদ ইব্ন নাসর ভীতির অবস্থায় ফজরের নামায এক রাকাআত আদায় করা বিধানসম্মত মনে করেন। ইমাম ইব্ন হাযম (র)-ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইস্হাক ইব্ন রাহ্ওয়াহ বলিয়াছেন ঃ দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময়ে ইশারার সাহায্যে এক রাকাআত পড়াই যথেষ্ট। উহাতেও সমর্থ না হইলে মাত্র একটি সিজ্দাই যথেষ্ট। কারণ উহাও তো আল্লাহ্র যিকর।

একদল ফকীহ বলেন ঃ একটি তাক্বীরই যথেষ্ট। 'একটি তাক্বীর' শব্দ দ্বারা তাঁহারা সম্ভবত একটি রাকাআতকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা), কা'ব (রা) প্রমুখ সাহাবীর বরাতে সুদ্দী (র) একটি তাক্বীরই যথেষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন। আগেই বলা হইয়াছে, একটি তাক্বীর শব্দ দ্বারা তাঁহারা সম্ভবত একটি রাকাআতকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

আমীর আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন বুখ্ত আল-মক্কী অবশ্য শাব্দিক অর্থেই একটি তাক্বীর অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' বলা যথেষ্ট বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এমনকি তিনি

বলিয়াছেন, কেহ একটি তাক্‌বীর মুখে বলিতে সমর্থ না হইলেও অন্তরে উহা বলিবে। সাঈদ ইব্‌ন মান্‌সূর (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে আমীর আব্‌দুল ওয়াহ্‌হাবের উপরোক্ত অভিমত তাঁহার নিকট হইতে ধারাবাহিকভাবে শুআয়ব ইব্‌ন দীনার ও ইস্‌মাঈল ইব্‌ন আইয়াশের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

আরেকদল ফকীহ বলেন ঃ প্রচণ্ড যুদ্ধের ভয়াবহতার সময়ে নামাযকে বিলম্বিত করা জায়েয। নিজেদের অভিমতের সমর্থনে তাঁহারা বলেন, খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) যোহর ও আসরের নামায বিলম্বিত করিয়াছিলেন এবং সূর্যাস্তের পর যথাক্রমে যোহর, আসর, মাগ্‌রিব ও ইশার নামায আদায় করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি বনূ কুরায়্‌যা গোত্রের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করিবার কালে তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমাদের কেহ যেন বনূ কুরায়্‌যা মহল্লায় না গিয়া আসরের নামায আদায় না করে। পথিমধ্যে আসরের নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল। কতেক মুজাহিদ বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার কথা দ্বারা ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, আমরা যেন বনূ কুরায়্‌যা গোত্রের নিকট দ্রুত পৌঁছিয়া যাই। আমরা নামায আদায় না করিয়াই উহার ওয়াক্ত অতিবাহিত করি, ইহা তিনি চাহেন নাই। তাঁহারা পথিমধ্যেই ওয়াক্তমত নামায আদায় করিলেন। কতেক মুজাহিদ নামায বিলম্বিত করত বনূ কুরায়্‌যা গোত্রের নিকট পৌঁছিয়া সূর্যাস্তের পর আসরের নামায আদায় করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কোনো পক্ষকেই তিরস্কার করেন নাই। সীরাতের কিতাবে এতদ্‌সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি। সেখানে দেখাইয়াছি, যাঁহারা নামায ওয়াক্তমত আদায় করিয়াছিলেন, তাঁহারাই নির্ভুল সিদ্ধান্তের অনুসারী ছিলেন। অবশ্য যাহারা নামায বিলম্বিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা হইতে ভুল অর্থ বুঝিবার দরুন উহা করিয়াছিলেন বিধায় তাঁহারা মা'যূর বা ক্ষমার্হ। তাঁহাদের ক্ষমার্হ হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা সন্ধি ভঙ্গকারী অভিশপ্ত ইয়াহূদী গোত্রের নিকট যথাসম্ভব দ্রুত পৌঁছিবার এবং তাহাদিগকে অবরোধ করিবার উদ্দেশ্যেই নামায বিলম্বিত করিয়াছিলেন।

অধিকাংশ ফকীহ জিহাদে নামায বিলম্বিত করার উপরোক্ত অভিমতের বিরোধী। তাঁহারা বলেন, উপরোল্লিখিত হাদীসে যুদ্ধের সময়ে নামায বিলম্বিত করিবার যে বিধান বর্ণিত হইয়াছে, উহা আলোচ্য আয়াত এবং উহাতে বর্ণিত সালাতুল খাওফ দ্বারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে। যে সময়ে যুদ্ধের কারণে নবী করীম (সা) নামায বিলম্বিত করিয়াছিলেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় নাই। আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়া উহার পূর্ববর্তী বিধান রহিত করিয়াছে। সুনান সংকলকগণ ও ইমাম্ শাফিঈ (র) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস দ্বারা উপরোল্লিখিত রহিতকরণের বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সহীহ সংকলনে যুদ্ধাবস্থায় নামায বিলম্বিত করা বিধানসম্মত হওয়ার পক্ষে বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি 'দুর্গ অবরোধ ও শত্রুর সহিত যুদ্ধরত অবস্থায় নামায সম্পর্কিত অধ্যায়'-এ বর্ণনা করেন যে, ইমাম আওয়াঈ বলিয়াছেন, যুদ্ধ জয় আসন্ন হইলে এবং মুসলিম বাহিনী আদায়ে সমর্থ না হইলে প্রত্যেক মুজাহিদ পৃথকভাবে ইশারায় নামায আদায় করিবে। ইশারায়ও নামায আদায়ে সমর্থ না হইলে যুদ্ধ শেষ না হওয়া অথবা নিরাপত্তা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করিবে। যুদ্ধ শেষ হইলে অথবা নিরাপদ

অবস্থা ফিরিয়া আসিলে নামায দুই রাকাআত পড়িবে। দুই রাকাআত পড়িতে না পারিলে এক রাকাআতই পড়িবে। উহা যদি না পারে, তবে শুধু তাক্‌বীর বলিলে যথেষ্ট হইবে না; বরং এই অবস্থায় নিরাপত্তা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করিবে। মাকহূলও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলিয়াছেন, তুস্‌তার দুর্গ অবরোধে আমি অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। প্রত্যূষে আমরা উহা অবরোধ করি। যুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিলে আমরা ফজরের নামায উহার ওয়াক্তে আদায় করিলাম না; সূর্য উপরে উঠিলে আমরা উহা আদায় করিলাম। হযরত আবূ মূসা (রা) আমাদের সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে মুসলমানগণ তুস্‌তার দুর্গ জয় করিলেন। সেই দিনের উক্ত নামাযের তুলনায় পৃথিবী ও উহার যাবতীয় সম্পদ আমার নিকট তুচ্ছ। অতঃপর ইমাম বুখারী খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নামায বিলম্বিত করিবার হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপর তিনি বনূ কুরায়্যা গোত্রের নিকট না পৌঁছিয়া আসরের নামায আদায় করিতে যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী যুদ্ধের সময়ে নামায বিলম্বিত করা জায়েয হইবার পক্ষে পরোক্ষভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আর হযরত আবূ মূসা (রা)-এর উপরোক্ত কার্য উপরোল্লিখিত অভিমতকেই সমর্থন করে। তিনি নামায বিলম্বিত করিবার সিদ্ধান্ত সম্ভবত পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঘটনাটি হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের কালে ঘটিয়াছিল। তিনি বা অন্য কোনো সাহাবী উহাতে অসন্তোষ বা আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

বিলম্বিতকরণের অভিমতের প্রবক্তাগণ, বিরোধী মতের প্রবক্তাগণ কর্তৃক উত্থাপিত যুক্তির উত্তরে বলেন ঃ খন্দকের যুদ্ধের সময়েও সালাতুল খাওফের বিধান প্রবর্তিত ছিল। কারণ সালাতুল খাওফের বিধান সম্বলিত আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় যাতুর-রিকার যুদ্ধের সময়ে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে উক্ত যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, মূসা ইব্‌ন উক্‌বা, ওয়াকিদী, তাঁহার মুহাররির মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ, খলীফা ইব্‌ন খাইয়াত (র) প্রমুখ ইতিহাসকার উপরিউক্ত যুদ্ধের সংঘটনকাল সম্বন্ধে উপরোল্লিখিত অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম বুখারী (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ বলেন, যাতুর-রিকার যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধের পর সংঘটিত হইয়াছিল। তাহারা হযরত আবূ মূসা (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসের ভিত্তিতে উপরিউক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হইবার কাল সম্বন্ধে উপরোল্লিখিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। হযরত আবূ মূসা (রা) খায়বরের যুদ্ধের সময়েই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুযানী, কাযী আবূ ইউসুফ ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন আলিয়্যা বলিয়াছেন যে, খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায বিলম্বিত হইবার দ্বারা সালাতুল খাওফের বিধান রহিত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের উক্ত অভিমত অত্যন্ত বিস্ময়কর বটে। বস্তুত খন্দকের যুদ্ধের পর সালাতুল খাওফ আদায় করা হইয়াছে, এই মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। ইমাম আওযাঈ ও মাক্‌হূলের মতে খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায বিলম্বিত হইবার কারণ ইহাই ছিল যে, সে সময়ে মুসলমানগণ কাফিরদের তরফ হইতে ভীষণ ভীতি ও আশংকার মধ্যে ছিলেন। অনুরূপ ভয়াবহ অবস্থায় নামায বিলম্বিত করা যায়। ইমাম

আওযাঈ ও মাক্‌হূল (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরিউক্ত কার্যের যে ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন, উহাই অধিকতর যুক্তিসংগত ও শক্তিশালী। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ–

অর্থাৎ 'যখন তুমি ইমাম হইয়া তাহাদিগকে লইয়া সালাতুল খাওফ আদায় করো।'

ভীতির অবস্থা বিভিন্নরূপ হইতে পারে। পূর্ববর্তী আয়াতে ভীতির যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতে উহা হইতে স্বতন্ত্র ভীতির অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। পূর্ববর্তী আয়াতে ভীতির যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে নামায এক রাকাআত (যেরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে) আদায় করিতে হয় এবং তাহাও আবার প্রত্যেকে পৃথকভাবে, পদাতিক অবস্থায় অথবা অশ্বারূঢ় অবস্থায়, কিবলামুখী হইয়া অথবা অন্যমুখী হইয়া, যেভাবে আদায় করা সুবিধাজনক হয়, সেইভাবে আদায় করিতে হয়। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতে জামাআতবদ্ধ হইয়া কোনো ইমামের ইমামতিতে সালাতুল খাওফ আদায় করিবার অবস্থা বর্ণিত হইতেছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা কেহ কেহ জামাআতবদ্ধ হইয়া নামায আদায় করা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করেন। তাঁহারা বলেন, জামাআতের প্রয়োজনে আয়াতে সালাতুল খাওফে অনেক প্রয়োজনীয় কার্যকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। জামাআত ওয়াজিব না হইলে এইরূপ করা হইত না। তাহাদের উপরিউক্ত যুক্তি বেশ শক্তিশালী।

কেহ কেহ আবার বলেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা নবী করীম (সা)-এর পর হইতে সালাতুল খাওফ রহিত হইয়া গিয়াছে। কারণ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ

অর্থাৎ 'যখন তুমি তাহাদের মধ্যে থাকো।' নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর যেহেতু তিনি আর তাহাদের মধ্যে থাকিবেন না, তাই সালাতুল খাওফও থাকিবে না।

উপরোল্লিখিত যুক্তি দুর্বল। ইহাদেরই ন্যায় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল তাহারা, যাহারা নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর বায়তুলমালে যাকাত প্রদান করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, যাকাত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ–

অর্থাৎ 'তুমি তাহাদের মাল হইতে তাহাদিগকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার জন্য কিছু সদকা আদায় কর। আর তাহাদের জন্যে দু'আ কর। তোমার দু'আ নিশ্চিতরূপে তাহাদের জন্যে প্রশান্তিকর।'

বায়তুলমালে যাকাত প্রদান করিতে অসম্মত ব্যক্তিগণ বলিত, নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর আমরা অন্য কাহারও দায়িত্বে যাকাত অর্পণ করিব না; বরং আমাদের নিকট যে ব্যক্তি যাকাত পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবে, আমরা সরাসরি তাহাকে উহা প্রদান করিব। যাহার দু'আ আমাদের জন্যে উপশমকারক, তাহার নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট উহা গচ্ছিত

রাখিব না। তাহাদের উপরোক্ত যুক্তি সাহাবীগণ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বায়তুলমালে যাকাত অর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। যাহারা উহাতে অসম্মত ছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে সাহাবীগণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

আয়াতের শানে নুযূল

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা বনূ নাজ্জার গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল। আমরা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করি। আমরা কোন্ নিয়মে নামায আদায় করিব ? ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াতাংশ নাযিল হইল ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ-

অতঃপর এক বৎসর ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ রহিল। উপরিউক্ত আয়াতাংশ নাযিল হইবার এক বৎসর পর রাসূলুল্লাহ (সা) একটি যুদ্ধে (সাহাবীগণসহ) যোহরের নামায আদায় করিলেন। মুশ্রিকদের একদল আরেক দলকে বলিল, মুহাম্মদ ও তাহার সঙ্গীগণ তাহাদিগকে পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করিবার জন্যে তোমাদিগকে সুযোগ দিয়াছিল। কেন তোমরা তাহার উপর আক্রমণ চালাইলে না ? তাহাদের একজন বলিল, ইহার পরও তাহাদের অনুরূপ এক অনুষ্ঠান রহিয়াছে (আমরা তখন তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবার সুযোগ পাইব)। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা যোহর ও আসর-এই দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন ঃ

اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا

উক্ত আয়াতে সালাতুল খাওফের বিধান নাযিল হইল।

উপরিউক্ত বর্ণনা অত্যন্ত অযৌক্তিক। তবে হযরত আবূ আইয়াশ যারকী অর্থাৎ যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উহার কিয়দংশের সমর্থন পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ আইয়াশ যার্কী (যায়দ ইব্ন সাবিত) (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ আইয়াশ (র) বলেন ঃ একদা এক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত উস্ফান নামক স্থানে ছিলাম। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের নেতৃত্বে মুশ্রিক বাহিনী আমাদের সম্মুখীন হইল। তাহারা আমাদের ও কিবলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করিতেছিল। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে লইয়া যোহরের নামায আদায় করিলেন। মুশরিকগণ পরস্পর বলাবলি করিল, 'উহারা যে অবস্থায় ছিল, উহাতে আমরা অকস্মাৎ উহাদের উপর আক্রমণ চালাইলে উহারা ধ্বংস হইয়া যাইত।' অতঃপর তাহারা বলিল, কিছুক্ষণ পর উহাদের নিকট আরেকটি নামায আসিবে যাহা উহাদের নিকট নিজেদের সন্তান-সন্ততি, এমনকি নিজেদের প্রাণ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। তখন হযরত জিব্রাঈল (আ) যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নিম্নের আয়াত লইয়া অবতীর্ণ হইলেন ঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا-

আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদিগকে অস্ত্রধারণ করিতে নির্দেশ দিলেন। আমরা সশস্ত্র অবস্থায় দুইটি কাতারে কাতারবদ্ধ হইয়া তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলাম। তিনি রুকূ করিলে আমরা সকলে তাঁহার সহিত রুকূ করিলাম। তিনি রুকূ হইতে উঠিলে আমরা সকলে তাঁহার সহিত রুকূ হইতে উঠিলাম। অতঃপর তিনি তাঁহার নিকটতর কাতারসহ সিজদা করিলেন। অপর কাতারটি তখন তাহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যে পাহারা দিতেছিল। সম্মুখের কাতার সিজ্‌দা শেষ করিবার পর উঠিয়া দাঁড়াইলে পশ্চাতের কাতার পশ্চাতে থাকিয়াই সিজ্‌দা করিল। অতঃপর সম্মুখের কাতার পশ্চাতে এবং পশ্চাতের কাতার সম্মুখে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) রুকূ করিলেন। উভয় কাতার তাঁহার সহিত রুকূ করিল। তিনি রুকূ হইতে উঠিলে সকলে রুকূ হইতে উঠিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখের কাতার লইয়া সিজ্‌দা করিলেন। পশ্চাতের কাতার তখন তাহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যে পাহারা দিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখের কাতারসহ সিজদা হইতে উঠিয়া বসিলে পশ্চাতের কাতারও বসিল এবং সিজ্‌দা করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরাইলেন ও স্থান ত্যাগ করিলেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) দুইবার সালাতুল খাওফ আদায় করিয়াছেন। একবার উসফানে এবং আরেকবার বনূ সলীম গোত্রের আবাসভূমিতে।

সুনান সংকলকগণও উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহ্‌মদ (র)-ও উপরোল্লিখিত রাবী মান্‌সূর (র) হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র)-ও উপরিউক্ত রাবী মান্‌সূর হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ (র) উপরিউক্ত রাবী মানসূর হইতে উপরোল্লিখিত ঊর্ধ্বতন সনদে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উপরিউক্ত হাদীসের সনদ সহীহ এবং উহার সমর্থনে বহু হাদীস রহিয়াছে। ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস উহাদের অন্যতম ঃ

ইমাম বুখারী (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইলেন এবং সাহাবীগণ তাঁহার সহিত দাঁড়াইলেন। তিনি তাক্‌বীর বলিলেন এবং তাহারা তাঁহার সহিত তাক্‌বীর বলিলেন। তিনি রুকূ করিলেন এবং তাহাদের একদল রুকূ করিলেন। অতঃপর তিনি সিজ্‌দা করিলেন এবং তাহারা তাঁহার সহিত সিজদা করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বিতীয় রাকাআতের জন্যে দাঁড়াইলেন এবং যাহারা ইতিপূর্বে তাঁহার সহিত সিজ্‌দা করিয়াছেন, তাহারা (পশ্চাতে গিয়া) নিজেদের ভ্রাতৃগণকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যে পাহারা দিতে লাগিলেন। আর অন্য দল (পশ্চাতের সারি) আগাইয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত রুকূ-সিজদা করিলেন। সকলেই নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। তবে একদল আরেকদলকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যে পাহারা দিতেছিলেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র)......সুলায়মান ইব্‌ন কায়স আল-ইয়াশ্‌কারী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাবী সুলায়মান নামাযের কসরের বিধান কখন অবতীর্ণ হয় তাহা জাবির

ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। জাবির (রা) বলিলেন, একদা সিরিয়া হইতে আগত কুরায়শের একটি কাফেলার দিকে আমরা যাত্রা করিলাম। নাখলা নামক স্থানে আমাদের পৌঁছিবার পর একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! তুমি কি আমাকে ভয় করো ? তিনি বলিলেন, না। সে বলিল, আমার আক্রমণ হইতে কে তোমাকে বাঁচাইবে ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ আমাকে তোমার আক্রমণ হইতে বাঁচাইবেন। ইহাতে লোকটি তল্ওয়ার টানিয়া লইল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ধমক দিল ও ভয় দেখাইল। অতঃপর নবী করীম (সা)-এর তরফ হইতে প্রস্থানের এবং হস্তে অস্ত্র ধারণ করিবার ঘোষণা হইল। তখন নামাযের আযান হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) একদল সাহাবীকে লইয়া নামায আদায় করিলেন। আরেক দল সাহাবী তাহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পাহারারত রহিলেন। সম্মুখের কাতারের লোকদিগকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) দুই রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর তাহারা সরিয়া গিয়া পশ্চাতের কাতারের স্থানে দাঁড়াইলেন এবং পশ্চাতের কাতার সম্মুখে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ তাহাদিগকে লইয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অপর কাতার তাহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যে পাহাররত রহিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরাইলেন। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায চারি রাকাআত এবং সাহাবীদের প্রত্যেক দলের দুই-দুই রাকাআত হইল। সেই দিন আল্লাহ তা'আলা নামাযের কসরের বিধান নাযিল করিলেন এবং যুদ্ধকালীন নামাযে সশস্ত্র অবস্থায় থাকিতে মু'মিনদিগকে আদেশ দিলেন।

ইমাম আহ্মদও উপরিউক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন ঃ

ইমাম আহ্মদ (র)...... হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) 'মুহারিবু হাফ্সা' গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। যুদ্ধ বিরতির সময়ে গারস ইব্ন হারস নামক শত্রুপক্ষীয় জনৈক ব্যক্তি তরবারিসহ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, আমার আক্রমণ হইতে কে তোমাকে রক্ষা করিবে ? তিনি বলিলেন, তোমার আক্রমণ হইতে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করিবেন। ইহাতে লোকটির হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। তিনি উহা উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, আমার আক্রমণ হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে ? সে বলিল, (তরবারির) সর্বোত্তম ধরক হউন (অর্থাৎ আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন)। তিনি বলিলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো মা'বূদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল ? সে বলিল, না। তবে আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, না আমি একাকী আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব, আর না যাহারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, তাহাদের সহিত যোগ দিব। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকটিকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। সে (স্বপক্ষীয় লোকদের নিকট গিয়া) বলিল, আমি সর্বোত্তম মানুষের নিকট হইতে তোমাদের কাছে আসিলাম। অতঃপর নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতুল খাওফ আদায় করিলেন। মুসলিম বাহিনী দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। একদল শত্রুমুখী হইয়া দণ্ডায়মান রহিল, আরেক দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত নামায আদায় করিল। তিনি তাঁহার সঙ্গী দলকে লইয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর উক্ত দল শত্রুমুখী দণ্ডায়মান দলের স্থান গ্রহণ করিল। শত্রুমুখী দণ্ডায়মান দল আসিয়া রাসূলুল্লাহ

(সা)-এর সহিত দুই রাকাআত নামায আদায় করিল। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায চারি রাকাআত এবং সাহাবীদের প্রত্যেক দলের নামায দুই রাকাআত করিয়া হইল।

উক্ত হাদীস উপরিউক্ত সনদে ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইয়াযীদ আল-ফকীর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইয়াযীদ আল-ফকীর (র) বলেন ঃ একদা আমি হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, সফরের অবস্থায় আদায়যোগ্য দুই রাকাআত নামায কি কসর ? তিনি বলিলেন, সফরের অবস্থায় আদায়যোগ্য দুই রাকাআত নামায পূর্ণ সংখ্যক নামাযই বটে। কসরের নামায তো হইতেছে যুদ্ধের অবস্থায় আদায়যোগ্য এক রাকাআত নামায। একদা আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত ছিলাম। তখন নামায আদায় করা হইল এবং উহা এইভাবে আদায় করা হইল—রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইয়া একদল সাহাবীকে লইয়া একটি কাতার বানাইলেন। আরেক দল সাহাবী শত্রুমুখী হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। সম্মুখবর্তী দল লইয়া তিনি দুই সিজ্দায় এক রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর উক্ত দল পশ্চাদ্বর্তী দলের স্থান গ্রহণ করিল এবং পশ্চাদ্বর্তী দল তাহাদের স্থানে আগমন করিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া দুই সিজ্দায় এক রাকাআত নামায আদায় করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরাইবার সহিত উভয় দলের লোকেরাই সালাম ফিরাইলেন। এইরূপে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায দুই রাকাআত এবং সাহাবীদের প্রত্যেক দলের নামায এক রাকাআত করিয়া হইল। অতঃপর হযরত জাবির (রা) নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ الى قوله تعالى اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا-

ইমাম আহমদ (র)......হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদিগকে লইয়া নিম্নবর্ণিত নিয়মে সালাতুল খাওফ আদায় করিয়াছিলেন ঃ একটি কাতার তাঁহার সম্মুখে এবং আরেকটি কাতার তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল। তিনি পশ্চাদ্বর্তী দলকে লইয়া দুই সিজ্দাসহ এক রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর উক্ত দল অগ্রসর হইয়া অপর দলের স্থান গ্রহণ করিল এবং অপর দল ইহাদের স্থানে আগমন করিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া দুই সিজদাসহ এক রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর সালাম ফিরাইলেন। এইরূপে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায দুই রাকাআত এবং তাহাদের নামায এক রাকাআত হইল।

ইমাম নাসাঈ (র) উপরিউক্ত হাদীস শু'বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উপরিউক্ত হাদীস হযরত জাবির (রা) হইতে একাধিক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। মুসলিম শরীফে উপরিউক্ত হাদীস ভিন্ন সনদে এবং ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ, সুনান, মুস্নাদ শ্রেণীর হাদীস সংকলনের বহু সংখ্যক সংকলক উপরিউক্ত হাদীস হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ......সালিমের পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সালিমের পিতা বলেন ঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ اِلٰى اخر الاية-

-এই আয়াতে যে নামাযের বর্ণনা রহিয়াছে, উহা হইতেছে সালাতুল খাওফ। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের একটি দল লইয়া এক রাকাআত নামায আদায় করিলেন। আরেক দল তখন শত্রুমুখী হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। অতঃপর উক্ত দল তাঁহার নিকট আগমন করিল এবং তিনি তাহাদিগকে লইয়া আরেক রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর সেই দল লইয়া তিনি সালাম ফিরাইলেন। তৎপর প্রত্যেক দল দণ্ডায়মান হইয়া এক রাকাআত করিয়া নামায আদায় করিলেন।

একদল মুহাদ্দিস তাঁহাদের সংকলনে উপরিউক্ত হাদীস মা'মার (র)-এর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। উপরিউক্ত হাদীস আবার একদল সাহাবী হইতে বহু সংখ্যক সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া এবং ইমাম ইব্ন জারীর (র) উহার সনদসমূহ ও শব্দের বিভিন্নতা সহ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ চাহেন তো 'কিতাবুল আহকামুল কাবীর' নামক গ্রন্থে উহা লিপিবদ্ধ করিব। আল্লাহ তা'আলার উপরই একমাত্র নির্ভর।

একদল ফকীহ বলেন ঃ সালাতুল খাওফ আদায় করার সময়ে সশস্ত্র অবস্থায় থাকা মুজাহিদদের প্রতি ওয়াজিব। কারণ আয়াতের বাহ্য অর্থে উহাই বুঝা যায়। ইমাম শাফিঈর দুইটি অভিমতের একটি উহাই। আয়াতের নিম্নোক্ত অংশেও উহা ওয়াজিব হইবার ইংগিত পাওয়া যায় ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ-

অর্থাৎ বৃষ্টি অথবা রোগের ন্যায় কোনরূপ অসুবিধা থাকিলে অস্ত্র রাখিয়া দেওয়ায় তোমাদের প্রতি কোনো দোষারোপ নাই। তবে সেরূপ অবস্থায়ও তোমার এইরূপ প্রস্তুত থাকিও, যাহাতে আকস্মিক প্রয়োজনের মুহূর্তে তোমরা সহজেই অস্ত্র ধারণ করিতে পারো।

(١٠٣) فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○

(١٠٤) وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১০৩. "যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করিবে, তখন দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া, সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হইবে, তখন যথাবিহিত সালাত আদায় করিবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"

১০৪. "শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা ইতস্তত করিও না। তোমরা যদি কষ্ট পাও, তবে তাহারাও তোমাদের মতই কষ্ট পায়; এবং আল্লাহর নিকট তোমরা যাহা আশা কর, উহারা তাহা আশা করে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সালাতুল খাওফ আদায় করার পর অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্র করার জন্যে মু'মিনদের প্রতি নির্দেশ দিতেছেন। অন্যান্য নামায আদায় করিবার পরও আল্লাহর যিক্র করার প্রতি শরী'আতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করা হইয়াছে। তবে বিশেষত সালাতুল খাওফে এইরূপ কতগুলি কার্যের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, যাহার বিধান অন্যান্য নামাযে প্রদত্ত হয় নাই। যেমন ঃ নামাযের রাকাআতের সংখ্যা হ্রাসকরণ, কিবলামুখী না থাকা, অশ্বারূঢ় অবস্থায়ও নামায আদায় করার অনুমতি, নামায আদায়রত অবস্থায় মুসল্লীর জন্যে স্থান ত্যাগ করিবার অনুমতি ইত্যাদি। তাই উহা আদায় করিবার পর অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্র করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বিশেষভাবে তাকীদ করিতেছেন। অনুরূপভাবে সম্মানিত মাসসমূহ (মুহার্‌রম, রজব, যিলকা'দ ও যিলহাজ্জ) সম্বন্ধে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ–

অথ্যাৎ 'সম্মানিত মাসসমূহে তোমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করিও না।' সম্মানিত মাসসমূহ ভিন্ন অন্যান্য সময়ে নিজেদের উপর অত্যাচার করা নিষিদ্ধ হইলেও উক্ত মাসগুলির সম্মানের কারণে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত মাসগুলিতে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিতে মানুষকে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ–

অর্থাৎ 'নামায আদায় করার পর সর্বাবস্থায় তোমরা আল্লাহর যিক্র করো।'

فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ–

অর্থাৎ ভীতি ও বিপদাশংকা তিরোহিত হইবার পর তোমরা পরিপূর্ণ মনোনিবেশ ও একাগ্রতা লইয়া রাকাআতের সংখ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করিয়া নামায আদায় করো।

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا–

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ موقوت অর্থ ফরয। তিনি আরও বলিয়াছেন, হজ্জ আদায় করিবার জন্যে যেরূপ নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে, নামায আদায় করিবার জন্যেও তদ্রূপ নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে।

موقوت অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়যোগ্য। মুজাহিদ, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ, আলী ইব্ন হুসায়ন, মুহাম্মদ ইব্ন আলী, হাসান, মুকাতিল, সুদ্দী এবং আতিয়া আওফী (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে। আবদুর রাযযাক (র) ......হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا–

—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ হজ্জের জন্যে যেরূপ নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে, নামাযের জন্যেও তদ্রূপ নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে।

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ موقوت অর্থ নক্ষত্রের উদয়-অস্তের ন্যায় নিয়মাবদ্ধ। একটি নক্ষত্র অস্তমিত হইবার পর যেরূপ আরেকটি নক্ষত্র উদিত হয়, নামাযের একটি ওয়াক্ত অতিবাহিত হইবার পর তদ্রূপ আরেকটি ওয়াক্ত আগমন করে।

وَلاَ تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ-

অর্থাৎ তোমরা শত্রুর মুকাবিলা করা, তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা এবং তাহাদের সন্ধানে ওঁত পাতিয়া থাকায় ক্লান্ত হইও না, ক্ষান্ত হইও না এবং পশ্চাৎপদ হইও না। পরন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাও, তাহাদিগকে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত করিয়া ছাড়ো এবং তাহাদের মানবতা বিরোধী অত্যাচার ও বর্বরতা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়া পৃথিবীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত কর।

اَنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ-

অর্থাৎ তোমরা যেরূপে আহত ও নিহত হও, তাহারাও তো সেইরূপ আহত ও নিহত হয়। অনুরূপ অর্থে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ -

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَالاَ يَرْجُوْنَ-

অর্থাৎ, যুদ্ধে আহত বা নিহত হওয়ার দিক দিয়া তাহারা ও তোমরা পরস্পর সমান। কিন্তু তোমাদের রহিয়াছে আল্লাহর নিকট হইতে পুরস্কার এবং সাহায্য পাইবার আশা। আল্লাহ তাঁহার কিতাবে ও তাঁহার রাসূলের মুখে উহার ওয়াদা ও আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ওয়াদা ও আশ্বাস নিশ্চিত সত্য এবং উহা অপূর্ণ থাকিবার নহে। পক্ষান্তরে তাহাদের উপরিউক্ত নেকী বা সাহায্য পাইবার কোন আশা নাই। অতএব তাহাদের তুলনায় তোমাদের জিহাদে অংশগ্রহণ তথা মানবাধিকার কায়েমের জন্য আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অনেক অনেক গুণ অধিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার উপকরণ ও উপাদান রহিয়াছে।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا-

অর্থাৎ আল্লাহ যে সকল নৈসর্গিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং আইন-কানুন প্রবর্তন ও প্রদান করেন, সে সম্পর্কে তিনি বেশ অবহিত ও প্রজ্ঞাবান। তাই তিনি সর্বাবস্থায় প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

(١٠٥) اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۙ

(١٠٦) وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ

(١٠٧) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ۙ

(١٠٨) يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝

(١٠٩) هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝

১০৫. "তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে যাহাতে আল্লাহ্ তোমাকে যাহা জানাইয়াছেন সেই অনুযায়ী তুমি মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর; এবং বিশ্বাস ভংগকারীদের সমর্থন করিও না।"

১০৬. "এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা কর, আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

১০৭. "যাহারা নিজদিগকে প্রতারিত করে, তাহাদের পক্ষে বাদ-বিতণ্ডা করিও না, আল্লাহ্ বিশ্বাসহন্তা পাপীকে পসন্দ করেন না।"

১০৮. "তাহারা মানুষ হইতে গোপন করিতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ্ হইতে গোপন করে না; অথচ তিনি তখনও তাহাদের সঙ্গেই আছেন রাত্রে যখন তাহারা তিনি যাহা পসন্দ করেন না, এমন বিষয়ে পরামর্শ করে। আর তাহারা যাহা করে, তাহা সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্ত।"

১০৯. "দেখ, তোমরা ইহজীবনে তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিতেছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে কে তাহাদের পক্ষে তর্ক করিবে অথবা কে তাহাদের উকীল হইবে?"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমার প্রতি আমি সত্য গ্রন্থ নাযিল করিয়াছি এই উদ্দেশ্যে, যেন আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যে উহা দ্বারা তুমি বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি কর।

لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ

অর্থাৎ 'যাহাতে তুমি আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করো।' আয়াতের এই অংশ দ্বারা এক দল উসূলে ফিকহ্ বিশেষজ্ঞ প্রমাণ করেন যে, স্বীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া মানুষের বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার অধিকার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা নিজেদের সমর্থনে বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন ঃ

হিশাম ইব্ন উর্ওয়া (র)......হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) তাঁর ঘরের দর্ওয়াযায় ঝগড়াকারীদের শোরগোল শুনিয়া বাহিরে আগমন পূর্বক তাহাদিগকে বলিলেন, শুনো হে! আমি একজন মানুষ বৈ কিছু নহি। আমি তোমাদের

নিকট হইতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই বিচার করিয়া থাকি। এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে যে, তোমাদের কেহ যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিবার ব্যাপারে অধিকতর চাতুর্য ও বাগ্মীতা দেখাইয়া আমার মুখ হইতে নিজের পক্ষে রায় বাহির করিয়া লইবে। এইরূপে যদি আমি কাহাকেও অন্য কোনো মুসলিমের হক প্রদান করিয়া রায় দিই, তবে উক্ত হক তাহার জন্যে অগ্নিপিণ্ড স্বরূপ। এখন তাহার ইচ্ছা হয় সে উহা সঙ্গে লইয়া যাইবে, না হয় উহাকে রাখিয়া যাইবে।

ইমাম আহমদ (র) ......হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা দুইজন আনসার সাহাবী উত্তরাধিকার সম্পর্কিত তাহাদের মধ্যকার একটি বিবাদ লইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিল। বিষয়টি ছিল পুরাতন। তাহাদের কাহারো নিকট কোন প্রমাণ ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার নিকট নিজেদের বিরোধ লইয়া আসিয়া থাক। আমি তো মানুষ বৈ কিছু নহি। ইহা বিচিত্র নহে যে, তোমাদের একজন আরেকজন অপেক্ষা অধিকতর চতুর ও তর্কবাগীশ। আমি তো তোমাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিবাদের ফয়সালা দিই। যদি আমি কাহাকেও তাহার ভ্রাতার কোনো হক প্রদান করিয়া রায় দিই, তবে সে যেন উহা গ্রহণ না করে। কারণ আমি তাহাকে একটি অগ্নিপিণ্ড প্রদান করিলাম। সে কিয়ামতের দিন উহা কণ্ঠে ধারণ করিয়া উপস্থিত হইবে। ইহা শ্রবণে আন্‌সার সাহাবীদ্বয় কাঁদিয়া দিলেন এবং প্রত্যেকে বলিলেন, আমার প্রাপ্য আমার ভাইকে প্রদান করিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমরা যখন প্রত্যেকেই স্ব স্ব দাবি পরিত্যাগ করিলে, তখন যাও, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পক্ষহীন বন্টন ব্যবস্থা লটারীর মাধ্যমে প্রত্যেকে একভাগ করিয়া গ্রহণ কর। অতঃপর প্রত্যেকে অপর কর্তৃক অনিচ্ছাকৃতভাবে গৃহীত তাহার হকের দাবি ত্যাগ করিয়া অপরের জন্যে উহা হালাল করিয়া দাও।

ইমাম আবূ দাউদ (র) উপরিউক্ত হাদীস উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এই অতিরিক্ত বাক্যটি রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিলেন, যে বিষয়ে আমার নিকট ওহী নাযিল হয় নাই, সে বিষয়ে আমি নিজে তথ্য-প্রমাণলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে রায় দিই।'

ইব্ন মার্‌দুবিয়া (র) ......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা একদল আন্‌সার সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন। সেই যুদ্ধে তাহাদের মধ্যকার জনৈক ব্যক্তির একটি লৌহবর্ম চুরি গেল। জনৈক আনসার সাহাবীর প্রতি তাহার সন্দেহ হইলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই তা'আমা ইব্ন উবায়রিক আমার লৌহবর্ম চুরি করিয়াছে। চোর ইহা জানিতে পারিয়া লৌহবর্মটি জনৈক নিরপরাধ ব্যক্তির ঘরে নিক্ষেপ করিয়া আসিল। অতঃপর স্বগোত্রীয় কতিপয় ব্যক্তিকে বলিল, আমি লৌহবর্মটি সরাইয়া ফেলিয়াছি। উহা অমুক ব্যক্তির ঘরে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছি। নিশ্চয়ই তাহার নিকট উহা পাওয়া যাইবে। তাহারা রাত্রিবেলায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিল, হে আল্লাহর নবী! আমাদের স্বগোত্রীয় ব্যক্তিটি নিরপরাধ। লৌহবর্মটি চুরি করিয়াছে অমুক ব্যক্তি। আমরা উহা জানিয়া ফেলিয়াছি। অতএব আপনি লোক সমক্ষে আমাদের স্বগোত্রীয় লোকটিকে নিরপরাধ ঘোষণা করুন এবং তাহার পক্ষে রায় প্রদান করুন।

কারণ আপনার সহায়তায় আল্লাহ তাহাকে রক্ষা না করিলে সে মহাক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) দণ্ডায়মান হইয়া লোক সমক্ষে তাহাকে নিরপরাধ ঘোষণা করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ الى قوله تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا-

অতঃপর যাহারা মিথ্যা লইয়া গোপনে রাত্রিবেলায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া নাযিল করিলেন ঃ

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ الى قوله تعالى اَمْ مَّنْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلاً-

অবশেষে তাহাদের তওবা করিবার শর্তে তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবার আশ্বাস প্রদান করিয়া নাযিল করিলেন পরবর্তী এই আয়াত ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

অতঃপর চোর এবং চোরের সহায়তাকারী মিথ্যাবাদীগণ সম্বন্ধে নাযিল করিলেন ঃ

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا-

উপরিউক্ত বর্ণনাটি অনুরূপ অন্য কোনো বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হয় নাই।

মুজাহিদ, ইক্‌রিমা, কাতাদা, সুদ্দী, ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখ আলোচ্য আয়াতসমূহ সম্বন্ধে বলেন ঃ উহা ইব্‌ন উবাইরিক নামে পরিচিত জনৈক চোরের ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা কিছু পার্থক্যসহ ঘটনার প্রায় অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

ইমাম তির্‌মিযী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর (র)...কাতাদা ইব্‌ন নু'মান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (রা) বলেন ঃ আমাদের নিকট উবাইরিক গোত্রের এক পরিবারের গৃহে বিশ্‌র, বশীর ও মুবাশ্‌শির নামক তিনটি লোক বাস করিত। তাহাদের মধ্যে বশীর নামক লোকটি ছিল মুনাফিক। সে নবী করীম (সা)-এর সাহাবীদের নিন্দায় কবিতা রচনা করিয়া উহাকে ভিন্ন কবির রচিত কবিতা নাম দিত। ভিন্ন কবির নামে উহা গাহিয়া গাহিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিত। সাহাবীগণ তাহার আবৃত্ত কবিতা শুনিয়া বলিতেন, আল্লাহ্‌র কসম! এই পাপিষ্ঠ নিজেই ইহা রচনা করিয়াছে। বশীরের পরিবারটি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগেই দরিদ্র ও অভাবী পরিবার ছিল। তখন মদীনার সাধারণ মানুষের খাদ্য ছিল খেজুর ও যব। কাহারও নিকট আর্থিক সংগতি আসিলে সে সিরিয়া হইতে আগত বণিক দলের নিকট হইতে ময়দা খরিদ করিত ও উহা নিজ পরিবারের জন্যে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিত। একদা সিরিয়া হইতে একদল বণিক আসিলে আমার পিতৃব্য রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ তাহাদের নিকট হইতে এক বস্তা ময়দা খরিদ করত উহা তাহার

একটি ঘরে রাখিয়া দিলেন। উহার মধ্যে লৌহবর্ম, তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রও রক্ষিত ছিল। রাত্রিতে চোরেরা সিঁধ কাটিয়া আমার ঘর হইতে খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র চুরি করিয়া লইয়া গেল। প্রভাতে আমার পিতৃব্য রিফা'আ আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, ওহে ভ্রাতুষ্পুত্র! রাত্রিতে চোরেরা সিঁধ কাটিয়া আমার ঘর হইতে খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গিয়াছে। অতঃপর আমরা বিভিন্ন বাড়িতে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, রাত্রিতে বশীর ভ্রাতৃত্রয়ের বাড়িতে খাদ্য পাকাইবার কার্যে আগুন জ্বলিতে দেখা গিয়াছে এবং উক্ত খাদ্য আমার পিতৃব্যের ঘর হইতে অপহৃত ময়দা দ্বারাই পাকানো হইয়াছে। এদিকে আমাদের অনুসন্ধান কার্য চালাইবার সময়ে বশীর ভ্রাতৃত্রয় আমাদিগকে বলিল, আল্লাহ্র কসম! লাবীদ ইব্ন সাহল ভিন্ন অন্য কেহ তোমাদের মাল চুরি করে নাই। লাবীদ ছিলেন একজন সৎ ও নেককার মুসলমান। তিনি ইহা জানিতে পারিয়া নাঙ্গা তলওয়ার হস্তে তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি কি কখনও চুরি করিয়া থাকি? আল্লাহ্র কসম! হয় এই তলওয়ার তোমাদের মস্তক ছিন্ন করিয়া দিবে; না হয় তোমরা এই চুরির ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিবে। ইহাতে বশীর ভ্রাতৃত্রয় এই বলিয়া তাহার হাত হইতে রেহাই পাইল যে, আমাদিগকে রেহাই দাও; তুমি চুরি কর নাই।

আমরা অনুসন্ধান চালাইয়া নিশ্চিত হইলাম যে, বশীর ভ্রাতৃত্রয়ই প্রকৃত চোর। আমার পিতৃব্য আমাকে বলিলেন, বাপু হে! তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া যদি ঘটনাটি তাঁহাকে জানাইতে, তবে ভাল হইত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আমাদের এক প্রতিবেশী পরিবার অত্যাচারী। তাহারা আমার পিতৃব্য রিফা'আ ইব্ন যায়দের ঘরে সিঁধ কাটিয়া তাহার অস্ত্র ও খাদ্য লইয়া গিয়াছে। তাহারা যেন আমাদের অস্ত্র প্রত্যর্পণ করে, খাদ্যের প্রয়োজন আমাদের নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি নিশ্চয়ই এতদ্সম্বন্ধে নির্দেশ দিব। বশীর ভ্রাতৃত্রয় এই সংবাদ জানিতে পারিয়া উসায়দ ইব্ন উরওয়া নামক তাহাদের এক নিজস্ব লোকের নিকট আসিয়া তাহার সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিল। তৎপর মহল্লার একদল লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কাতাদা ইব্ন নু'মান ও তাহার পিতৃব্য আমাদের একটি সৎ ও নেককার পরিবারের বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে চুরির অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে। কাতাদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি একটি সৎ ও নেককার পরিবারের বিরুদ্ধে লাগিয়াছে। কোনরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে তুমি তাহদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছ! আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। ভাবিলাম, আমার কিছু মাল আমার অধিকার হইতে চলিয়া গেলেও যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত তৎসম্বন্ধে আলোচনা না করিতাম! আমার পিতৃব্য রিফা'আ আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎস! কি করিয়া আসিলে? রাসূলুল্লাহ (সা) যাহা আমাকে বলিয়াছেন, আমি তাহাকে তাহা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্রই নিকট সাহায্য চাই। কিছুক্ষণের মধ্যে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا-

اَلْخَائِنِيْنَ। অর্থাৎ পরস্বপহরণকারীগণ, বিশ্বাসঘাতকগণ। এখানে বশীর ভ্রাতৃত্রয়কে বুঝানো হইয়াছে।

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ–

অর্থাৎ 'তৎসম্বন্ধে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো।'

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

অর্থাৎ 'কেহ পাপ করিবার পর অথবা নিজের উপর অত্যাচার করিবার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমা করিয়া দেন।'

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ الى قوله تعالى اِثْمًا مُّبِيْنًا–

—আয়াতদ্বয়ে বশীর ভ্রাতৃত্রয়ের চুরি করিবার এবং মিথ্যার আশ্রয় লইয়া নিজেদের পাপকে নিরপরাধ লাবীদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ এবং পরবর্তী প্রাসঙ্গিক দুই আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) অপহৃত অস্ত্র উদ্ধার করিয়া রিফা'আর নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। হযরত কাতাদা (রা) বলেন, আমার পিতৃব্য রিফা'আ বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি জাহিলী যুগেই অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি আমার নিকট সন্দেহমুক্ত ছিল না। আমি তাহার নিকট তাহার উদ্ধারকৃত চোরাই অস্ত্র লইয়া গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, বৎস! উহা আল্লাহর পথে দান করিলাম। তখন বুঝিলাম, তাহার ইসলাম গ্রহণ আন্তরিক ও প্রকৃত ছিল। উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হইবার পর বশীর সেখানে হইতে চলিয়া গিয়া মুশরিকদের সহিত মিলিত হইল এবং সালাফা বিন্তে সা'দ ইব্ন সুমায়্যা নাম্নী জনৈকা মহিলার আশ্রয়ে বসবাস করিতে লাগিল। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا–

সালাফা বিন্তে সা'দের নিকট বশীরের আশ্রয় লইবার পর কবি হযরত হাসসান ইব্ন সাবিত (রা) তাহার নিন্দায় কবিতার কয়েকটি চরণ রচনা করিলেন। হযরত হাসসানের কবিতা উক্ত মহিলার কানে পৌঁছিলে তাহার আত্মমর্যাদাবোধে লাগিল। সে বশীরের মালপত্র মাথায় লইয়া উহা আবতা নামক স্থানে নিক্ষেপ করিয়া আসিল এবং তাহাকে বলিল, তুমি তো আমার জন্য হাসসানের কবিতা উপঢৌকন হিসাবে লইয়া আসিয়াছ। তুমি তো মঙ্গল ও কল্যাণ বহিয়া আনিবার লোক নহ।

ইমাম তিরমিযী তাঁহার সংকলনে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ও ইমাম ইব্ন জারীর তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে একই প্রসঙ্গে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস সম্বন্ধে

ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন, উক্ত হাদীস অনুরূপ কোনো হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। পরন্তু মুহাম্মদ ইব্ন সালমা আল-হাররানী ভিন্ন অন্য কোন রাবী উহা অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। ইউনুস বুকায়রসহ একাধিক মুহাদ্দিস উহা আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা (রা) হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র), ইবনুল মুনযির (র) তাঁহার তাফসীর সংকলনে, এবং আবুশ-শায়খ ইসপাহানী (র) উক্ত হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্ন সালামার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ হাকিম আবূ আবদুল্লাহ নায়শাপূরী (র) তাঁহার মুসতাদরাকে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বলেন, এই হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, যদিও বুখারী ও মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই।

লোকনিন্দার ভয়ে মুনাফিকগণ স্বীয় পাপাচারে গোপনীয়তার পথ অবলম্বন করিত। আয়াতে মুনাফিকদের উপরোক্ত আচরণের নিন্দা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তাহারা মানুষের গোচর হইতে নিজেদের পাপাচারকে গোপন করিতে পারিলেও আল্লাহ্র গোচর হইতে উহাকে গোপন করিতে পারে না। কারণ তিনি তাহাদের গোপন কার্যকলাপ এবং গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ও ওয়াকিফহাল রহিয়াছেন। তাহাদিগকে সতর্ক করিতেছেন যে, তাহারা রাত্রিতে গোপনে মিলিত হইয়া আল্লাহদ্রোহিতামূলক যে সকল আলোচনা করে এবং যে সকল পরিকল্পনা রচনা করে, উহার সমুদয় ব্যাপারই আল্লাহ তা'আলা অবগত রহিয়াছেন। সকল বিষয় ও ঘটনা তাঁহার ইল্ম ও জ্ঞানের অধীন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ ইহজগতের বিচারকগণ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। তাহারা তাহাদের সন্নিকটে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিবাদের রায় দেন। আদালতে কেহ কাহারও পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া তাহার পক্ষে রায় লইতে পারে। কিন্তু আখিরাতে এই সুযোগ থাকিবে না। সেদিনের বিচারক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তাঁহার নিকট কিছুই গোপন নাই। কাহারও মিথ্যা সাক্ষ্য সেদিন কাহারো কাজে আসিবে না। আজ তোমরা মিথ্যার আশ্রয় লইয়া পার্থিব বিচারে পাপাচারীকে অপরের হক লইয়া দিতেছ; কিন্তু কিয়ামতে আল্লাহ্র সম্মুখে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন পূর্বক কে তাহাদিগকে বিজয়ী করিয়া দিবে ? এমন কেহ কি আছে, যে তাহাদের হইয়া আল্লাহর শাস্তি হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া আনিবে ?

(১১০) وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

(১১১) وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

(১১২) وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

(১১৩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ○

১১০. "কেহ কোন মন্দকাজ করিয়া অথবা নিজের প্রতি যুলম করিয়া পরে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাইবে।"

১১১. "কেহ পাপকার্য করিলে সে উহা নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

১১২. "কেহ কোন দোষ বা পাপ করিয়া পরে উহা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আরোপ করিলে সে মিথ্যা অপবাদ ও পাপের বোঝা বহন করে।"

১১৩. "তোমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তাহাদের একদল তোমাকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিত। কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত কাহাকেও বিভ্রান্ত করে না এবং তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব এবং হিকমত অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তুমি যাহা জানিতে না, তাহা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। তোমার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উদারতা, ক্ষমাশীলতা ও মহানুভবতা বর্ণনা করিতেছেন। বলিতেছেন, কোনো বান্দা পাপের কাজ হইতে তওবা করিলে তাহার পাপ যে কোনোরূপ এবং যত বড়ই হউক না কেন, তিনি তাহার তওবা কবূল করেন।

আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উদারতা, ক্ষমাশীলতা, কৃপা পরায়ণতা, মহত্ব ও মহানুভবতা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কোন বান্দা ছোট বা বড় যে কোনরূপ পাপ করিয়া ফেলিয়া যদি তাঁহার নিকট অনুতপ্ত হয় ও তওবা করে, তবে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। এমনকি তাহার পাপ পর্বত, আকাশসমূহ ও সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর হইলেও তওবার ফলে আল্লাহ তা'আলা উহা মাফ করিয়া দেন। ইমাম ইব্ন জারীর (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ ওয়ায়েল হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলিলেন, বনী ইসরাঈল গোত্রের কেহ কোন পাপ করিলে উহার কাফফারা কি দিতে হইবে, তাহার বিবরণ প্রভাতে সে তাহার ঘরের দরওয়াযায় লিখিত দেখিতে পাইত। আবার তাহার কাপড়ের কোনো অংশে পেশাব লাগিয়া গেলে তাহাকে উহা কেঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইত। ইহাতে জনৈক ব্যক্তি বলিল, বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'আলা সুন্দর ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তোমাদিগকে তাহা হইতে সহজতর ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি পানিকে তোমাদের জন্যে পবিত্রকর বানাইয়াছেন। আর গুনাহের ক্ষমার জন্যে তিনি তওবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ-

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

ইব্ন জারীর (র)......হাবীব ইব্ন আবূ সাবিত হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা)-এর নিকট একটি স্ত্রীলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, একটি

স্ত্রীলোক ব্যভিচার করিয়া গর্ভবতী হইল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর সে উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। স্ত্রীলোকটির কি শাস্তি হইবে ? হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) বলিলেন, তাহার জন্যে দোযখের শাস্তি রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন এবং বলিলেন, তোমার পাপটি যে ধরনের পাপই হউক, উহা তওবা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি ক্রন্দন থামাইয়া চোখ মুছিল। অতঃপর সে চলিয়া গেল।

ইমাম আহমদ (র)......বনী ফুযারার আস্‌মা অথবা তৎপুত্র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, আমি যখনই নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে কোন বাণী শ্রবণ করিয়াছি, আল্লাহ্ আমাকে উহাদ্বারা যতটুকু উপকার প্রদান করিতে চাহিয়াছেন, আমি উহাদ্বারা ততটুকু উপকার লাভ করিয়াছি। আমার নিকট হযরত আবূ বকর সিদ্দীক বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, কোন মুসলমান কোন গুনাহ করিয়া ফেলিবার পর যদি সে উযূ করিয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করত উক্ত গুনাহের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তাহাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করিলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ الخ- এবং

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفِرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ-

'মুসনাদে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু' নামক হাদীস সংকলনে আমি উপরোক্ত হাদীস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সুনান সংকলকগণের মধ্য হইতে কে কে উহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহার সনদে কি কি বিরূপ সমালোচনা রহিয়াছে, তাহা সবই সেখানে উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত হাদীসের কিয়দংশ সূরা আলে-ইম্‌রানে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে ভিন্ন সনদে উপরোক্ত হাদীস হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা এই ঃ

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন বান্দা কোন গুনাহ করিয়া বসিলে সে যদি উঠিয়া ভালভাবে উযূ করিয়া নামায আদায় করিয়া তাহার নিজের গুনাহ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া আল্লাহ তা'আলার কর্তব্য ও দায়িত্ব হইয়া যায়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ الخ

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......উপরোক্ত হাদীস প্রায় অনুরূপভাবে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হইতে আবান ইব্‌ন আবূ আইয়াশের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উক্ত সনদ সহীহ নহে।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবুদ-দার্‌দা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবুদ-দারদা (রা) বলেন ঃ আমরা নবী করীম (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় কোন

কার্য উপলক্ষে তাঁহার অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন দেখা দিলে এবং কার্য শেষ হইবার পর পুনরায় সেখানে তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি স্বীয় পাদুকাদ্বয় অথবা গাত্রের বস্ত্রাদি সেখানে রাখিয়া যাইতেন। একদা তিনি স্বীয় পাদুকাদ্বয় রাখিয়া গেলেন এবং একপাত্র পানি সঙ্গে করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাতে গমন করিলাম। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর তিনি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন ব্যতিরেকেই প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমার নিকট আমার প্রতিপালক প্রভুর তরফ হইতে জনৈক আগন্তুক আগমন করিয়া বলিলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا–

আমি স্বীয় সহচরবৃন্দকে এই সুসংবাদটি জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করিলাম। হযরত আবুদ-দারদা (রা) বলেন, ইতিপূর্বে অবতীর্ণ –مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَبِه (কোন ব্যক্তি পাপ করিলে তাহাকে উহার শাস্তি প্রদান করা হইবে) এই আয়াত মানুষের নিকট দুর্বিসহ ঠেকিয়াছিল। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। কেহ ব্যভিচার এবং চুরি করিয়াও তাহার প্রতিপালক প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কি তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ! আমি দ্বিতীয়বার উক্ত প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ! আমি তৃতীয়বার উক্ত প্রশ্ন উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন হ্যাঁ! কেহ ব্যভিচার এবং চুরি করিয়াও আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ তাআলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। এমন কি আবুদ-দারদার নিকট ইহা অপসন্দনীয় হইলেও।

হযরত আবুদ-দার্‌দা (রা)-এর শিষ্য বলেন ঃ (উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার কালে) হযরত আবূদ দারদা (রা) আঙ্গুলি দ্বারা স্বীয় নাসিকায় আঘাত করিয়া দেখাইয়াছেন। অবশ্য উপরোক্ত সনদ ভিন্ন অন্য কোনো সনদে অনুরূপভাবে বর্ণিত হয় নাই। উহার সনদ দুর্বল।

আলোচ্য একশত এগার নম্বর আয়াতের অনুরূপ আয়াত হইতেছে ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى الى اخر الاية–

আর উভয় আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কেহ কাহারও কোনো উপকার করিয়া দিতে পারিবে না। প্রত্যেকেই তাহার নিজস্ব আমলের ফলে ভোগ করিবে এবং একজন অপরজনের পাপের ফল ভোগ করিবে না।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইলম, হিকমত, আদ্‌ল, ন্যায় বিচার ও রহমতের কারণেই উপরোক্ত বিধান রহিয়াছে।

ইতিপূর্বে একশত পাঁচ নম্বর আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উবাইরকের পুত্রগণ স্বীয় চৌর্যবৃত্তির ঘৃণ্য অপরাধ লাবীদ ইব্‌ন সাহল নামক জনৈক নিরপরাধ ব্যক্তির উপর চাপাইয়া দিবার জঘন্য পাপাচার করিয়াছিল। কোনো কোনো রিওয়ায়াত অনুযায়ী সেই নিরপরাধ ব্যক্তিটি যায়দ ইব্‌ন সামীন নামক জনৈক ইয়াহূদী ছিল। আলোচ্য আয়াতে উপরোক্ত পাপে কঠোর শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করা হইয়াছে। তবে আয়াতের এই সতর্কীকরণ অনুরূপ প্রত্যেক পাপাচারীর প্রতি প্রযোজ্য।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত কাতাদা ইব্ন নু'মান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত কাতাদা (রা) উবাইরিক তনয়গণের চুরির পূর্বোল্লিখিত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলেন, এই ঘটনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَوْ لاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَىْءٍ اِلَى اخر الاية-

উসায়দ ইব্ন উরওয়া ও তাহার সহকুচক্রীগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া প্রকৃত চোর উবাইরিক তনয়গণকে নির্দোষ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল। হযরত কাতাদা ইব্ন নু'মান কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে তাহাদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনীত হইবার কারণে তহাদের নিন্দা করিয়াছিল। আলোচ্য আয়াতে তাহাদের সেই ষড়যন্ত্রের প্রতি ইংগিত রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবগত করাইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিভ্রান্ত করিবার তাহাদের সেই প্রচেষ্টা বানচাল করিয়া দিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সর্বক্ষেত্র আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও কৃপা প্রদর্শিত হইবার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا-

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি কুরআন এবং হিকমত নাযিল করিয়াছেন আর এইরূপ জ্ঞানের কথা তোমাকে তিনি জানাইয়াছেন যাহা ইতিপূর্বে তুমি জানিতে না।'

অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَكَذَلِكَ اَوْحِيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَالْكِتَابُ وَلاَ الْاِيْمَانُ

'আর এভাবেই আমি জিবরাঈলকে নির্দেশ দিয়া ওহী পৌছাইয়াছি। তুমি তো জানিতে না কিতাব কি বস্তু আর ঈমান কি জিনিস ?'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ-

'আর তুমি তো আশা কর নাই তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ হইবে, হ্যাঁ! ইহা তো তোমার প্রতিপালকের তরফের অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ।'

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কিতাব ও হিকমতপ্রাপ্তি হইতেছে তাঁহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার মহান দান। এইহেতু তিনি বলিতেছেন ঃ

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

অর্থাৎ 'তোমার প্রতি আল্লাহর অবদান অত্যন্ত বড়।'

(١١٤) لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوٰىهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ○

(١١٥) وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ○

১১৪. "তাহাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নাই। তবে কল্যাণ আছে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের পরামর্শে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেহ উহা করিলে তাহাকে বিরাট পুরস্কার দিব।"

১১৫. "কাহারও নিকট সৎপথ প্রকাশিত করার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরিয়া যায়, সে দিকেই তাহাকে ফিরাইয়া দিব এবং জাহান্নামে তাহাকে দগ্ধ করিব, আর উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!"

তাফসীর ঃ نجواهم অর্থাৎ 'মানুষের সলা-পরামর্শ।'

اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ-

অর্থাৎ 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সদকা, নেককাজ অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধির উপদেশ প্রদান করে, তাহার কথায় কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।'

ইবনে মারদুবিয়া (র)...... উম্মে হাবীবা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার যিক্র এবং সৎকার্য করিবার ও অসৎকার্য হইতে বিরত থাকিবার উপদেশ প্রদান ভিন্ন মানুষের সব কথাই তাহার জন্যে ক্ষতিকর। এতদশ্রবণে রাবী সুফিয়ান সাওরী (র) বলিলেন, আপনি কি আল্লাহকে তাঁহার কিতাবে ইহা বলিতে শুনেন নাই-

لاَ خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ-

আপনার বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এই আয়াতের বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ। আপনি কি আল্লাহকে তাঁহার কিতাবে ইহা বলিতে শুনেন নাই-

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا لاَ يَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا-

আপনার বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এই আয়াতের বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ। আপনি কি আল্লাহকে তাঁহার কিতাবে ইহা বলিতে শুনেন নাই-

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ-

আপনার বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এই আয়াতের বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্‌নে মাজাহ (র) ইপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের বর্ণনায় হযরত সুফিয়ান সাওরীর উপরোক্ত কথাগুলির উল্লেখ নাই। ইমাম তির্‌মিযী উপরোক্ত হাদীস সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হুনায়শের মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো রাবীর মাধ্যমে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয় নাই।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উম্মে কুলসুম (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবার কার্যে ভালো কথা বানাইয়া বলে, সে মিথ্যাবাদী নহে। হযরত উম্মে কুলসুম (রা) আরো বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে মিথ্যা বলিতে অনুমতি দিতে শুনি নাই ঃ ১. যুদ্ধক্ষেত্রে; ২. মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন বা তাহাদের পারস্পরিক বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এবং ৩. স্ত্রীর সহিত স্বামীর কথা বলিবার অথবা স্বামীর সহিত স্ত্রীর কথা বলিবার ক্ষেত্রে।

আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারিণী হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বায়'আতকারিণী একজন মুহাজির মহিলা। ইমাম ইব্‌নে মাজাহ (র) ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্য সকল সংকলক উপরোক্ত হাদীস ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূদ-দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ একদা নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে রোযা, নামায এবং সদকা হইতে অধিকতর সাওয়াব ও নেকীর কার্যের নাম বলিব ? সাহাবীগণ বলিলেন, বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! নবী করীম (সা) বলিলেন, একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি ও সম্প্রীতি স্থাপনের কার্য। তিনি আরও বলিলেন ঃ পক্ষান্তরে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির কার্য হইতেছে মুণ্ডনকারী অর্থাৎ নেকীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসকারী।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) উহাকে 'হাসান-সহীহ' বলিয়াছেন।

হাফিয আবূ বকর আল-বায্‌যার (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) হযরত আবূ আইউব (রা)-কে বলিলেন, আমি কি তোমাকে একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সন্ধান দিন। নবী করীম (সা) বলিলেন, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ দেখা দিলে তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যে চেষ্টা করো। আর তাহারা মনের দিক দিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে তাহাদের মধ্যে মিলন ঘটাও।

হাফিয বাযযার (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন, উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ আল-উমরী একজন দুর্বল প্রকৃতির ব্যক্তি। সে অনেক অসমর্থিক হাদীস বর্ণনা করিয়াছে।

আয়াতে উল্লেখিত নেককাজসমূহ আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চস্তরের কাজ। তাই বলিতেছেন ঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ইখলাসের সহিত তথা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত মহৎ কার্য সম্পাদন করিবে, আমি তাহাকে বিপুল পুরস্কারে পুরস্কৃত করিব।'

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের আনীত পথ ভিন্ন অন্য পথে চলে, আর এইভাবে সে এক পক্ষে এবং রাসূল আনীত শরী'আত অন্য পক্ষে অবস্থান করে, আর তাহার নিকট সত্য স্পষ্ট হইয়া দৃশ্যমান হইবার পর সে ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ বিপথে চলে।

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ ....

আর মু'মিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথে চলে। কেহ রাসূলের পথ ভিন্ন অন্য পথে চলিলে সে নিশ্চিতভাবেই মু'মিনদের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়। তবে মু'মিনদের পথ হইতে বিচ্যুতি দুইরূপে ঘটিতে পারে ঃ ১. রাসূলের সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নির্দেশের বিরোধী পথে চলা এবং ২. উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বসম্মত রায় ও অভিমত অর্থাৎ ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী পথে চলা। উম্মতে মুহাম্মাদী কোন বিষয়ে সর্বসম্মত কোন রায় প্রকাশ করিয়াছেন ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইলে উহার বিরোধিতা করা গুমরাহী বৈ কিছু নহে। কারণ এই উম্মত ও তাহার নবীর সম্মানের কারণে ইহা অবধারিত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহারা সর্বসম্মতভাবে কখনো কোন বিষয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ বা ভ্রান্ত রায় প্রদান করিবে না। উপরোক্ত মর্মে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। 'কিতাবু আহাদীসিল উসূল' নামক গ্রন্থে আমি এতদ্সম্পর্কিত পর্যাপ্ত সংখ্যক হাদীস উল্লেখ করিয়াছি। কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, এই উম্মতের ইজমা বা সর্বসম্মত রায় নির্ভুল ও অভ্রান্ত হওয়া যে অনিবার্য ও অবধারিত– এই মর্মের হাদীসের সংখ্যা বিপুল, তাই উহা মুতাওয়াতির। ইমাম শাফিঈ (র) আলোচ্য আয়াত দ্বারা এই উম্মতের ইজমাকে অনিবার্যরূপে অভ্রান্ত হওয়া প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, আয়াতে ইজমার বিরোধিতাকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। অতএব উহা নির্ভুল হওয়া অনিবার্য। ইমাম শাফিঈর উক্ত যুক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা ইজমা নির্ভুল ও অভ্রান্ত হওয়া প্রমাণিত হয় না।

রাসূল কর্তৃক আনীত পথ এবং মু'মিনদের প্রদর্শিত বা আচরিত পথ হইতেছে নির্ভুল ও অভ্রান্ত। ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত পথের বিরোধী পথে চলার পরিণতিতে কঠোর শাস্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا–

অর্থাৎ সে এইরূপ বিপথে চলিলে তাহাকে তাহার মনোনীত পথে স্বাধীনভাবে চলিতে সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে তাহারই ইচ্ছা অনুযায়ী উক্ত বিপথকে তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সুন্দর ও মোহনীয় করিয়া তুলিয়া ধরিব। এইরূপে তাহাকে নিকৃষ্ট নিবাস জাহান্নামে পৌঁছাইব।

অন্যত্র তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَذَرْنِى وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُوْنَ

'এই বাণীকে যাহারা অসত্য আখ্যায়িত করে, তাহাদের ব্যাপার আমার হাতে ছাড়িয়া দাও। আমি তাহাদিগকে এমনভাবে ঢিল দিব যে, তাহারা টেরও পাইবে না।'

তিনি আরো বলেন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ-

'যখন তাহারা নিজেরা নিজেদের হৃদয়কে বক্র করিয়া ফেলিল, আল্লাহও তাহাদের হৃদয়কে বক্র হইতে দিলেন।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

'আমি তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিব যেন তাহারা নিজেদের সত্যদ্রোহ ও অবাধ্যতার মধ্যে হয়রান-পেরেশান হইয়া ঘুরিয়া মরে।'

যাহারা স্বেচ্ছায় হিদায়াত ও সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া আল্লাহদ্রোহিতার পথে চলিবে, আল্লাহ তা'আলা আগুনকে তাহাদের গন্তব্যস্থান বানাইয়া দিবেন। সত্যপথ হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্যুত ব্যক্তিদের জন্যে ইহা হইতেছে যোগ্য শাস্তি।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ- مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ

'যাহারা কুফর করিয়া নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদিগকে, তাহাদিগের সহযোগীদিগকে এবং তাহারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া যাহাদিগের ইবাদত করিয়াছে, তাহাদিগকে একত্র করো। তৎপর তাহাদের সকলকে সোজা জাহান্নামে লইয়া যাও।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا-

'পাপীগণ অগ্নি প্রত্যক্ষ করিবার পর তাহাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিবে যে, তাহারা উহাতে পতিত হইতে যাইতেছে; আর উহা হইতে বাঁচিবার কোনো উপায় তাহারা খুঁজিয়া পাইবে না।'

(١١٦) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ، وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○

(١١٧) اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ۙ

(١١٨) لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۙ

(١١٩) وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ۗ

(١٢٠) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ○

(١٢١) اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ○

(١٢٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ○

১১৬. "আল্লাহ তাঁহার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, ইহা ব্যতীত সব কিছুই যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেহ আল্লাহর শরীক করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।"

১১৭. "তাঁহার পরিবর্তে তাহারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে।"

১১৮. "আল্লাহ তাহাকে লা'নত করেন এবং সে বলে, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করিব।"

১১৯. "এবং তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবই, তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করিবই, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে নির্দেশ দিব এবং তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করিবেই, আর তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিব যাহাতে তাহারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করিবেই। আল্লাহর পরিবর্তে কেহ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"

১২০. "সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনা সৃষ্টি করে এবং শয়তান তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহা ছলনা মাত্র।"

১২১. "তাহাদেরও আশ্রয়স্থল জাহান্নাম উহা হইতে তাহারা পরিত্রাণের উপায় পাইবে না।"

১২২. "এবং যাহারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকাজ করে, তাহাদিগকে দাখিল করিব এমন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। কে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী?"

তাফসীর ঃ এই সূরার প্রথমদিকে আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধীয় বিস্তারিত আলোচনা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বর্ণনা করিয়াছি। ইমাম তিরমিযী (র)...... হযরত আলী (রা) হইতে

বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, কুরআন মাজীদে আমার নিকট এই আয়াত অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আয়াত নাই ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ–

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসকে হাসান-গরীবরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শিরক করিয়াছে, সে মিথ্যার পথে চলিয়াছে, সত্য পথ হইতে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হইয়াছে নিজেকে ধ্বংস করিয়াছে, দুনিয়া ও আখিরাতে নিজেকে মহাবিপর্যস্ত করিয়াছে এবং সে উভয় জগতের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

إِنْ يَّدْعُوْنَهُ مِنْ دُوْنِهٖ إِلاَّ إِنٰثًا–

অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া শুধু কতগুলি দেবীকে ডাকে।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) আলোচ্য আয়াতের উপরিউক্ত অংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ প্রত্যেক প্রতিমার সহিত একটি করিয়া শিশু কন্যা রহিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ اِنَاثًا। অর্থ প্রতিমাসমূহ। আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান, উর্ওয়া ইবন যুবায়র, মুজাহিদ, আবূ মালিক, সুদ্দী ও মুকাতিল হইতেও উক্ত শব্দের অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যাহ্হাক হইতে ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মুশরিকগণ ফেরেশতাদিগকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা সন্তান বলিয়া আখ্যায়িত করিত। তাহারা বলিত, আমরা এই উদ্দেশ্যে উহাদিগকে পূজা করি যে, উহারা আমাদিগকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করিবে। এইভাবে তাহারা ফেরেশতাদিগকে রব বানাইয়া লইয়াছিল। নিজেদের কল্পনা অনুসারে তাহাদিগকে নারী প্রতিমার রূপ দিয়া বলিত, আমরা আল্লাহর যে সকল কন্যা সন্তানকে পূজা করিয়া থাকি, তাহারা এই সকল প্রতিমাই। উপরোক্ত তাফসীর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের বক্তব্যের অনুরূপ ঃ

أَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى–وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى–تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى.

'তোমরা কি লাত, উয্যা ও মানাত দেবীত্রয়কে দেখিয়াছ ? তোমাদের জন্য পুত্র আর তাঁহার (আল্লাহর) জন্য কন্যা ? ইহা কেমন ব্যবস্থা ?'

وَجَعَلُوا الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ إِنَاثًا.

'আর তাহারা আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাগণকে নারীরূপ দিয়াছে।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا .... سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

'আর তাহারা তাহাকে জান্নাতের উসিলা বানায়..........তাহাদের এইসব অপবাদ হইতে আল্লাহ পবিত্র ও মহান।'

আলী ইব্ন তালহা ও যাহ্হাক (রা)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اناث। অর্থ মৃতগণ।

হাসান (র) হইতে মুবারক ইব্ন ফুযালা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান (র) বলেন ঃ الاناث। অর্থ হইল প্রাণহীন যে কোনো বস্তু, উহা কাষ্ঠই হউক আর পাথর হউক। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম ইব্ন জারীর (র)-ও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। মূলত اناث। শব্দের উপরোক্ত অর্থ যুক্তিগ্রাহ্য নহে।

وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيْدًا অর্থাৎ শয়তানই আল্লাহ ভিন্ন অন্য মা'বূদকে ইবাদত করিতে মানুষকে পরামর্শ দেয় এবং তাহাদের সম্মুখে শিরককে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করিয়া দেখায়। তাই তাহারা প্রকৃতপক্ষে অবাধ্য শয়তানকেই ইবাদত করে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ–

অর্থাৎ 'হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি লই নাই যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করিবে না ? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'

মুশরিকগণ দুনিয়াতে দাবি করে যে, তাহারা ফেরেশতাদিগের ইবাদত করে। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ তাহাদের উক্ত দাবিকে মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়া বলিবেন ঃ

بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ – اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ 'বরং ইহারা জিন্নকে ইবাদত করিত। ইহাদের অধিকাংশ তাহাদেরই উপর ঈমান রাখিত ও তাহাদিগকে মা'বূদ মনে করিত।'

لَعَنَهُ اللّٰهُ–

অর্থাৎ 'আল্লাহ তাহাকে স্বীয় রহমত হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং স্বীয় নৈকট্য হইতে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছেন।'

وَقَالَ لاَ تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا–

অর্থাৎ, 'শয়তান বলিয়া রাখিয়াছে, আমি তোমার দাসগণের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত সংখ্যক অংশকে অবশ্যই সপক্ষে ভাগাইয়া আনিব।'

কাতাদা বলিয়াছেন ঃ প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বইজনই দোযখে যাইবে এবং মাত্র একজন বেহেশতে যাইবে।

وَلاُضِلَّنَّهُمْ–

অর্থাৎ তাহাদিগকে সত্য হইতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত করিব।

وَلاُمَنِّيَنَّهُمْ–

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে নানারূপ মিথ্যা আশার কথা শুনাইয়া তাহাদের জন্যে তওবা বিলম্বিত করিব।'

لَاُ مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ–

কাতাদাও সুদ্দী প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ يُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ অর্থাৎ 'তাহারা পশুর কর্ণ চিরিয়া দিবে যাহাতে উহা বিশেষ চিহ্ন ও নিদর্শন হিসাবে কাজ করে।'

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ–

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ تَغْيِيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করিয়া দেওয়া অর্থাৎ পশুকে খাসি করিয়া দেওয়া। হযরত ইব্ন উমর (রা), হযরত আনাস (রা), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, ইকরিমা, আবূ আয়ায, কাতাদা, আবূ সালিহ এবং সাওরী (র) হইতেও উহার উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। একটি হাদীসেও উপরোক্ত কার্য নিষিদ্ধ হইয়াছে।

হাসান ইব্ন আবুল হাসান বাসরী বলিয়াছেন ঃ উহার তাৎপর্য হইতেছে মুখমণ্ডলে বিশেষ চিহ্ন অংকন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে মুখমণ্ডলে বিশেষ ক্ষত সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মুখমণ্ডলে বিশেষ ক্ষত সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাহাকে স্বীয় রহমত হইতে বঞ্চিত করেন।

সহীহ বর্ণনায় হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ জীবজন্তুকে যাহারা চিহ্নযুক্ত, বিকৃত ও বিকলাঙ্গ করে ও করায়, তাহাদের উভয়ের উপর আল্লাহ লা'নত প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল যাহার সম্বন্ধে লা'নতের বদদু'আ করিয়াছেন, আমি কেন তাহার সম্বন্ধে লা'নতের বদদু'আ করিব না? আল্লাহর কিতাবে এইরূপ নির্দেশই রহিয়াছে। তিনি তখন এই আয়াতের প্রতি ইংগিত করিয়াছেন ঃ

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থাৎ 'রাসূল তোমাদিগকে যাহা প্রদান করেন তোমরা তাহা গ্রহণ করো; আর, রাসূল যাহা হইতে তোমাদিগকে বিরত থাকিতে বলেন, তোমরা তাহা হইতে বিরত থাক।'

মুজাহিদ, ইক্রিমা, ইবরাহীম নাখ্ঈ, হাসান, কাতাদা, হাকিম, সুদ্দী, যাহ্হাক, আতা খুরাসানী এবং এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ تَغْيِيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ –আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করিয়া দেওয়ার তাৎপর্য হইল, তাঁহার দীন অর্থাৎ ইসলামকে বিকৃত করিয়া তদস্থলে মিথ্যা দীন প্রতিষ্ঠিত করা। তাহাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের আলোচ্য অংশের তাৎপর্য নিম্নোক্ত তাৎপর্যের অনুরূপ ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ–

কেহ কেহ উক্ত আয়াতের অংশ لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ -কে নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক বাক্য ধরিয়া উহার অর্থ করেন, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট প্রকৃতি তথা ফিতরতকে বিকৃত করিও না; মানুষকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট ফিতরতের উপর থাকিতে দাও। তাঁহাদের কৃত এই অর্থ অনুযায়ীই উপরোল্লিখিত উভয় আয়াতের তাৎপর্যকে পরস্পর অনুরূপ বলা যায়।

فطرت অর্থ প্রকৃতি এবং خَلْقِ اللّٰه অর্থ আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট স্বভাব। এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য মানুষের অন্তরে সৃষ্ট আল্লাহর্র প্রতি আনুগত্যও হইতে পারে। নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হয় ঃ

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক শিশুই ফিতরত (ইসলাম) লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর তাহার মাতাপিতা তাহাকে ইয়াহূদী অথবা নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক বানায়। যেমন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার কালে পশুশাবক অবিকলাঙ্গই থাকে। প্রসূত হইবার কালে তোমরা উহার অঙ্গে কোনরূপ বৈকল্য দেখ কি ? (পরবর্তীকালে লোকে উহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া দেয়)।

মুসলিম শরীফে হযরত ইয়ায ইব্ন হাম্মাদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছে ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি স্বীয় বান্দাদিগকে আমার আনুগত্যে নিষ্ঠাবান করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছি। তৎপর শয়তান তাহাদের নিকট আগমন করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের দীন হইতে বিচ্যুত করিয়া দিয়াছে, আর আমি তাহাদের জন্যে যাহা হালাল করিয়াছি, তাহা তাহাদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছে।

وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا-

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া শয়তানকে বন্ধু বানাইল, সে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে অপূরণীয় ক্ষতি খরিদ করিয়া লইল।'

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلاَّ غُرُوْرًا-

অর্থাৎ, শয়তান তাহার অনুসারীদিগকে আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তাহারা দুনিয়াতে ও আখিরাতে কামিয়াব ও সিদ্ধ মনোরথ হইবে। কিন্তু শয়তান কর্তৃক প্রদত্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা ও প্রতারণা বৈ কিছু নহে। ইহজগতের অনুসারীদিগকে প্রদত্ত স্বীয় ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিকে স্বয়ং ইবলীসই মিথ্যা ও প্রতারণা বলিয়া পরজগতে ঘোষণা করিবে। নিম্নের আয়াতে ইবলীসের এই ঘোষণা প্রদানের কথা বিবৃত হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلاَ تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

'যখন বিচারকার্য সম্পন্ন হইবে তখন শয়তান বলিবে, আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছি। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি তোমাদিগকে কেবল আহ্বান করিয়াছিলাম এবং তোমরা আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করিও না; তোমরা নিজেদের প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নাই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সক্ষম নহ। তোমরা পূর্বে যে আমাকে আল্লাহ্র শরীক করিয়াছিলে, আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি, যালিমদের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।'

أُولٰئِكَ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا–

অর্থাৎ, 'যাহারা শয়তান কর্তৃক প্রদত্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম আর তাহারা উহা হইতে মুক্তির উপায় খুঁজিয়া পাইবে না।'

শয়তানের অনুসারীদের পরিণতি বর্ণনা করিবার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নেক বান্দাদের উচ্চ মর্তবা ও মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا –

অর্থাৎ যাহারা অন্তরে ঈমান আনিয়াছে এবং যাবতীয় আদিষ্ট সৎকার্য, সম্পাদন ও যাবতীয় নিষিদ্ধ পাপকার্য পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাইব। উহার নিম্নদেশে ঝরণা প্রবহমান। তাহারা তথায় যেখানে চাহিবে সেখানে এবং যখন চাহিবে তখন পরিভ্রমণ করিতে পারিবে। সেখানে তাহারা চিরদিন অবস্থান করিবে। মৃত্যু কখনও তাহাদের নিকট হইতে উক্ত নিয়ামত কাড়িয়া লইবে না। তাহারা সেখান হইতে কখনও স্থানান্তরিতও হইবে না। وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلاً–

অর্থাৎ উপরোক্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত হইতেছে। আর আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি অবশ্য পূরণীয় হইয়া থাকে। উহা কোনক্রমেই অপূর্ণ থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া কোন্ সত্তা আল্লাহ অপেক্ষা অধিকতর সত্যবাদী ? তিনিই শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদী ও তাঁহার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণীয় হইবে।

নবী করীম (সা) স্বীয় বক্তৃতায় বলিতেন ঃ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠতম সত্য বাণী হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী এবং উত্তম পথ হইতেছে মুহাম্মদ (স)-এর পথ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম বিষয় হইতেছে দীন বিরোধী নব নব উদ্ভাবিত বিষয়, আর দীন বিরোধী প্রত্যেক উদ্ভাবিত বিষয়ই হইতেছে বিদ্আত এবং প্রত্যেক বিদআতই হইতেছে গুমরাহী আর প্রত্যেক গুমরাহীই জাহান্নামে নিয়া যাইবে।

(١٢٣) لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۗ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

(١٢٤) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○

(١٢٥) وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○

(١٢٦) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ○

১২৩. "তোমাদের খেয়াল-খুশি ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশি অনুসারে কাজ হইবে না। কেহ মন্দকাজ করিলে সে তাহার প্রতিফল পাইবে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত সে তাহার জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।"

১২৪. "পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেহ সৎকাজ করিলে ও ঈমানদার হইলে তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলম করা হইবে না।"

১২৫. "দীনের ক্ষেত্রে তাহার অপেক্ষা কে উত্তম ব্যক্তি, যে নেককার হইয়া আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে ? আর ইবরাহীমকে আল্লাহ্ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।"

১২৬. 'আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে, সকলই আল্লাহর এবং সবকিছু আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।"

তাফসীর ঃ কাতাদা (র) বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা মুসলমান ও আহলে কিতাবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে বিতর্ক হইল। আহলে কিতাব বলিল, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে আগমন করিয়াছেন ও আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে নাযিল হইয়াছে। অতএব আমরাই তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহর অধিকতর প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ বলিলেন, আমরাই তোমাদের অপেক্ষা নৈকট্যপ্রাপ্ত। কারণ আমাদের নবী সর্বশেষ নবী ও আমাদের কিতাব পূর্ববর্তী সকল কিতাব রহিত করিয়া দিতেছে। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াতসমূহ নাযিল করেন ঃ

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ الى قوله تعالى وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلاً.

এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের যুক্তিকে তাহাদের বিরোধী পক্ষের যুক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিলেন। সুদ্দী, মাসরূক, যাহ্হাক, আবূ সালিম প্রমুখ হইতেও অনুরূপ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণ বিতর্ক করিল। ইয়াহূদীগণ বলিল, আমাদের কিতাব সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব এবং আমাদের নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। নাসারাগণও নিজেদের পক্ষে অনুরূপ উক্তি প্রকাশ করিল। পক্ষান্তরে মুসলিমগণ বলিলেন, আমাদের কিতাব সকল কিতাবকে রহিত করিয়া দিয়াছে, আমাদের নবী নবুওয়াতীধারার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন আর তোমাদিগকে ও আমাদিগকেসহ সকল মানুষকে তোমাদের কিতাবের প্রতি ঈমান আনিতে এবং আমাদের কিতাব আমল করিতে আদেশ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বিতর্কের নিষ্পত্তি প্রদান করিয়া নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ الى قوله تعالى وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلاً.

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আরবের মুশরিকগণ বলিত, আমরা কিছুতেই বিচারের জন্যে পুনরুত্থিত হইব না। ইয়াহূদী ও নাসারারা বলিত, ইয়াহূদী বা নাসারা ভিন্ন অন্য কেহ জান্নাতে

প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহারা আরো বলিত, আগুন আমাদিগকে মাত্র অল্প কয়েকদিনই স্পর্শ করিবে।

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, প্রকৃত দীন বাহ্য দাবি অথবা আকাঙ্ক্ষা নহে। প্রকৃত দীন হইতেছে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত এবং কার্য দ্বারা সমর্থিত ঈমান ও আমল। কেহ কোন বিষয় অর্জন করিয়াছে, তাহার শুধু এইরূপ দাবিই একথা প্রমাণ করে না যে, উক্ত বিষয় সে অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে। কেহ সত্য পথে রহিয়াছে তাহার এইরূপ দাবিই প্রমাণ করে না যে, সে প্রকৃতই সত্য পথে রহিয়াছে। বরং তজ্জন্যে তাহার নিকট আল্লাহর তরফ হইতে আগত প্রমাণ থাকিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ –

অর্থাৎ শুধু আকাঙ্ক্ষা দ্বারা না তোমরা নাজাত পাইবে, আর না তাহারা নাজাত পাইবে। বরং নাজাতের প্রকৃত উপায় হইতেছে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত তথা রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত শরীআতের অনুসরণ। তাই আল্লাহ বলিতেছেন ঃ

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَ بِهٖ–

অর্থাৎ 'কেহ পাপ করিলে তাহাকে উহার শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে।'

অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

অর্থাৎ 'কেহ বিন্দু পরিমাণ ভাল করিলে উহা সে দেখিতে পাইবে এবং কেহ বিন্দু পরিমাণ মন্দ করিলে তাহাও দেখিতে পাইবে।'

এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে যে, আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর উহা অনেক সাহাবীর নিকট দুর্বিসহ মনে হইয়াছিল। ইমাম আহমদ (র)......আবূ বকর ইব্ন আবূ যুহায়র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ বকর ইবন আবূ যুহায়র (র) বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। এই আয়াত নাযিল হইবার পর নাজাত কিরূপে হাসিল হইবে ? কারণ আয়াত বলিতেছে, প্রত্যেকটি পাপের জন্যেই আমাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। নবী করীম (সা) বলিলেন, হে আবূ বকর। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। তুমি কি পীড়িত হও না ? তুমি কি ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হও না ? তুমি কি উদ্বেগাকুল ও চিন্তাগ্রস্ত হও না ? তুমি কি বিপদ-আপদে পতিত হও না ? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক বলিলেন, হ্যাঁ। নবী করীম (সা) বলিলেন, উহা দ্বারাও তোমাদিগকে পাপের শাস্তি প্রদান করা হয়।

সাঈদ ইবনে মানসূর (র)....... ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম (র)......সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে ইসমাঈল (র) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে, রাসূলুল্লাহ

(সা) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি কোন পাপকার্য করে, দুনিয়াতে তাহাকে তজ্জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়।

আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ একদা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা) যেখানে শূলীবিদ্ধ হইয়াছেন, সাবধান, তোমরা উহার নিকট দিয়া হাঁটিও না। একদা এই দাস ভুলক্রমে উহার নিকট দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তখন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিন; আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিন; আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে অধিক সংখ্যায় সওম ও সালাত আদায়কারী এবং রক্ত সম্পর্ক রক্ষায় অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বলিয়া জানি। আল্লাহর কসম! যে দুঃসহ অত্যাচার, নিপীড়ন ও যন্ত্রণা তুমি ভোগ করিয়াছ, আশা করি, উহার পর আল্লাহ তোমাকে আযাব বা শাস্তি প্রদান করিবেন না। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি পাপকাজ করে, দুনিয়ায় তাহাকে উহার জন্যে শাস্তি প্রদান করা হয়।

আবূ বকর আল-বাযযার (র) উপরোক্ত হাদীস সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর বাযযার (র)......বিসতাম (র) হইতে 'মুসনাদে ইব্ন যুবায়র'- এ বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিসতাম (র) বলেন ঃ একদা আমি হযরত ইব্ন উমর (রা)- এর সহিত হাঁটিতেছিলেন। এক সময়ে তিনি শূলীবিদ্ধ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, হে ইবন যুবায়র, তোমার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হউক। তোমার পিতা যুবায়র (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ করিলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই তাহাকে উহার জন্যে শাস্তি প্রদান করা হয়।

আবূ বকর আল-বায্যার (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন, উপরোল্লিখিত মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোনো মাধ্যমে হযরত যুবায়র (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

আবূ বকর ইবন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ বকর দিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে তাঁহার প্রতি এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَبِهٖ وَلاَ يَجِدُ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا.

নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ ওহে আবূ বকর! আমার প্রতি একটি আয়াত নাযিল হইয়াছে; উহা কি তোমাকে তিলাওয়াত করিয়া শুনাইব ? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! শুনান। তখন তিনি আমাকে উহা তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। আমি মেরুদণ্ডে ব্যথা অনুভব করিলাম এবং উহাতে আমার পৃষ্ঠ ন্যুজ হইয়া পড়িল। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ ওহে আবূ বকর! তোমার কি হইল ? আমি বলিলাম হে, আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার জন্যে

কুরবান হউক। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে অন্যায় বা পাপ করে নাই ? অথচ নিজেদের কৃত প্রত্যেকটি পাপের জন্যেই তো আমাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ ওহে আবূ বকর। তুমি ও তোমার সঙ্গী মু'মিনগণ দুনিয়াতেই নিজেদের অন্যায়ের শাস্তি পাইয়া যাইবে। আর এইরূপে গুনাহমুক্ত অবস্থায়ই তোমরা আল্লাহর সহিত মিলিত হইবে। পক্ষান্তরে অন্যদের গুনাহকে একত্রিত করিয়া রাখিয়া কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে উহার শাস্তি প্রদান করা হইবে।

ইমাম তিরমিযী (র) উপরোক্ত হাদীস রূহ ইব্ন উবাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর মন্তব্য করিয়াছেন, উপরোক্ত হাদীসের সনদের রাবী মূসা ইব্ন উবাদা যঈফ এবং মাওলা ইবনে সিবা অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি।

ইব্ন জারীর (র)......আতা ইব্ন আবূ রিবাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন, মেরুদণ্ড-চূর্ণ করার সংবাদ আসিয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি পৃথিবীতে প্রদত্ত বিপদ-মুসীবত ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র).......মাসরূক (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল। এই আয়াত কতই না ভয়াবহ! নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ পার্থিব জীবনে আগত বিপদ-মুসীবত, রোগ-ব্যাধি এবং শোক-দুঃখই হইতেছে সেই শাস্তি।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে সকল পাপ করিয়া থাকি, উহার প্রত্যেকটির জন্যেই কি আমাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হে আবূ বকর! তোমার উপরে কি অমুক অমুক বিপদ আপতিত হয় না ? উহাই তো কাফফারা।

সাঈদ ইবন মানসূর (র).......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَبِه এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া বলিল, আমরা যে সকল পাপকার্য করি, উহার প্রত্যেকটির জন্যেই আমাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এই অবস্থায় আমরা তো ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। নবী করীম (সা)-এর নিকট এই কথা পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, মু'মিনকে পৃথিবীতে দৈহিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্ট দিয়া তাহার পাপের জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়।

ইবন আবূ হাতিম (র).......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করিম (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। কুরআন মাজীদের কঠোরতম আয়াত আমি চিনি। নবী করীম (সা) বলিলেন, হে আয়েশা! উহা কোন্ আয়াত ? আমি বলিলাম, مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَبِه আয়াতটি। তিনি বলিলেন, মু'মিন বান্দার উপর যে বালা-মুসীবত আপতিত হয়, উহা তাহার গুনাহের শাস্তি স্বরূপ আপতিত হয়। এমন কি যদি কোন দুর্যোগ-দুর্বিপাক আসে, তাহাও গুনাহর কাফফারা স্বরূপ আসে।

ইমাম ইব্ন জারীর (র)....... রাবী হুশাইম (র)-এর সনদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) রাবী আবূ আমির সালিহ ইবনে রুস্তম আল-খাররাব-এর সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)......আলী ইবনে যায়দের কন্যা হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা আলী ইব্‌ন যায়দের কন্যা হযরত আয়েশা (রা)-কে مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَبِهِ এই আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট এই আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার পর এ পর্যন্ত কেহ আমার নিকট এতদ্‌সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নাই। নবী করীম (সা)-এর নিকট এই ব্যাপারে আমি প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! দুনিয়াতে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা জ্বরে ভোগাইয়া, দুর্যোগ দুর্বিপাকে ফেলিয়া, কাঁটার খোঁচা খাওয়াইয়া যে দুঃখ-কষ্ট দেন, উহাই তাহার গুনাহের শাস্তি। এমনকি মু'মিন ব্যক্তি স্বীয় টাকা-পয়সা পকেটে রাখিবার পর প্রয়োজনের সময়ে ভুল করিয়া এখানে সেখানে তালাশ করিতে গিয়া যে সামান্য কষ্ট ভোগ করে, তৎপরিবর্তেও তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যায়। এইভাবে মু'মিন ব্যক্তি গুনাহ হইতে এইরূপ পবিত্র হইয়া যায় যেমন স্বর্ণকারের অগ্নিশালায় নিক্ষিপ্ত স্বর্ণ নিখাদ ও নির্মল অবস্থায় উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট এই আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন, মু'মিন ব্যক্তি প্রত্যেকটি বিষয়েই পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়। এমনকি মৃত্যু যন্ত্রণার পরিবর্তেও তাহাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ইমাম আহমদ (র)........হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দার গুনাহ যখন অধিক হইয়া যায় এবং উহা মোচন করিবার মত নেকী তাহার নিকট না থাকে, তখন কি হইবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে মানসিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় পতিত করিয়া তাহার গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইবেন।

সাঈদ ইবন মানসূর (র).........হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَبِهِ এই আয়াত নাযিল হইবার পর মুসলমানদের নিকট উহা কঠোর বিবেচিত হইল। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ সরল পথ অনুসরণ কর ও নৈকট্য লাভে যত্নবান হও। অবশ্য মু'মিনের পায়ে কাঁটা বিঁধিলে কিংবা কোন দুর্যোগে সে পতিত হইলে উহা তাহার পাপের কাফফারা হইয়া থাকে।

ইমাম আহমদ উক্ত হাদীস রাবী সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ (র) উহা সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (র) হইতে ভিন্নরূপে সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র).......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ এই আয়াত নাযিল হইবার পর আমরা কাঁদিলাম এবং চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলাম। আমরা নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই আয়াত যে আশার আর কিছুই রাখে নাই। তিনি বলিলেন, শোন। যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! নিঃসন্দেহে আয়াতের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় সত্য। তবে যদি তোমরা গুনাহ ত্যাগ কর ও নৈকট্য লাভে প্রয়াসী হও, তাহা হইলে তোমাদের জন্য এই সুসংবাদ নাও যে, পৃথিবীতে তোমাদের কাহারও উপর কোনো বিপদ আপতিত হইলে আল্লাহ তা'আলা উহা দ্বারা তাহার

গুনাহ মাফ করিয়া দেন। এমনকি কাহারও পায়ে কাঁটা বিঁধিলে উহা দ্বারাও আল্লাহ তা'আলা তাহার গুনাহকে মুছিয়া দেন।

আতা ইব্ন ইয়াসার (র)........হযরত আবূ সাঈদ (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট- ক্লান্তি, শোক-ব্যাধি ও মানসিক অশান্তি আসে, উহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাহার গুনাহর একাংশ মাফ করিয়া দেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, আমাদের উপর যে রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করে, উহার পরিবর্তে আমরা কি পাইব ? তিনি বলিলেন ঃ এই সব রোগ-ব্যাধি গুনাহর কাফফারা। রাবী বলেন, আমার পিতা বলিলেন, তুমি প্রশ্ন করিলে নবী করিম (সা) বলিতেন, এমনকি কাঁটা বা উহা হইতে তুচ্ছতর বস্তু হইতে প্রাপ্ত কষ্ট কিংবা যন্ত্রণা ও গুনাহের কাফফারা হিসাবে কাজ করে। রাবী বলেন, আমার পিতা নিজের সম্বন্ধে দু'আ করিলেন যেন মৃত্যু পর্যন্ত জ্বর তাহাকে ছাড়িয়া না যায়। তবে উহা যেন তাহাকে হজ্জ, উমরা, আল্লাহর পথে জিহাদ ও ফরয নামায জামাআতে আদায় করা হইতে বিরত না রাখে। আল্লাহ তা'আলা তাহার দু'আ কবূল করিয়াছিলেন। কেহ তাহার গাত্র স্পর্শ করিলে উহাতে জ্বর অনুভব করিত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা বর্তমান ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর সন্তুষ্ট হউন। ইমাম আহমদ (র) ভিন্ন অন্য কেহ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন নাই।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহর রাসূল! مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَبِه এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আমাদের বাঁচিবার আশা কি ? নবী করীম (সা) বলিলেন, কেহ একটি নেকী করিলে তাহাকে দশটি নেকী প্রদান করা হইবে। এইরূপ সুযোগ ও সুবিধার পরও যাহার পাপকার্য পুণ্যকার্যকে ছড়াইয়া যাইবে, সে ধ্বংস হইবে।

ইব্ন জারীর (র).......হাসান হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَبِه এই আয়াতে কাফির সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, সে তাহার প্রতিটি পাপকার্যের জন্যেই শাস্তি ভোগ করিবে। অতঃপর হাসান (র) এই আয়াত পাঠ করিয়াছেন ঃ وَهَلْ نُجَازِىْ اِلاَّ الْكَفُوْرَ অর্থাৎ কাফির ভিন্ন অন্য কাহাকে কি আমি শাস্তি প্রদান করিব ?

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত পাপের তাৎপর্য শিরক্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا

অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহাকেও বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে পাইবে না।

আলী ইব্ন তালহা (রা).......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কয়িাছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তবে সে তওবা করিলে আল্লাহ তাহার তওবা কবূল করিবেন। ইমাম ইবনে আবূ হাতিম (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে যে শুধু কুফর ও শিরকের শাস্তির অনিবার্যতা বর্ণিত হইয়াছে, উহার এইরূপ ব্যাখ্যা সঠিক নহে। উহাতে যে সর্ব প্রকার পাপের শাস্তির অনিবার্যতা বর্ণিত হইয়াছে, পূর্ব বর্ণিত হাদীসসমূহ তাহাই প্রমাণ করে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাপকার্যের শাস্তি দুনিয়াতে বা আখিরাতে ভোগ করিতে হইবে। দুনিয়াতে পাপের শাস্তি ভোগ করা সহজতর। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে আখিরাতের আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। আল্লাহ তাআলার নিকট দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের শাস্তি হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নেককার মু'মিন ও মু'মিনা সকলের নেককাজই কবূল করেন এবং কিয়ামতে উহার পরিবর্তে তাহাদিগকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। আল্লাহ তা'আলা কাহারও প্রতি সামান্যতম অবিচারও করিবেন না। কেহ সামান্যতম নেকী করিলেও সে উহার পুরস্কারপ্রাপ্ত হইবে।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে ফাতীল, নাকীর ও কিতমীর এই তিনটি শব্দ নগণ্য বস্তু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ফাতীল ও নাকীর অর্থ খেজুরের বীচির পৃষ্ঠে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ অপ্রয়োজনীয় বস্তু। কিতমীর অর্থ খেজুরের বীচির দ্বিখণ্ডিত অংশে অবস্থিত সূত্রবৎ বস্তু বা খেজুরের বীচির উপরিস্থিত পাতলা আবেষ্টনী।

পরবর্তী আয়াতের তাৎপর্য হইল এই, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়া একমাত্র তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নেক আমল করে। وَهُوَ مُحْسِنٌ অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত সত্য পথে সঠিকভাবে চলে।

উপরোল্লিখিত দুইটি শর্ত ব্যতিরেকে কোনো মানুষের কোনো কার্য আল্লাহার দরবারে গৃহীত হয় না। অর্থাৎ ১. ঈমান ও ইখলাস এবং ২. শরী'আতের যথাযথ আমল। ইখলাস অর্থ হইল একমাত্র আল্লাহর সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে নেককাজ করা। যাহার মধ্যে ঈমান ও ইখলাস রহিয়াছে, কিন্তু সঠিক আমল বা শরী'আতের যথাযথ প্রতিপালন নাই, সে ব্যক্তি গুমরাহ ও মূর্খ। যাহার মধ্যে উভয় শর্তই বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ

অর্থাৎ তাহারা সেই সকল ব্যক্তি, আমি যাহাদের নেক আমলসমূহ কবূল করিয়া থাকি এবং যাহাদের গুনাহসমূহ মাফ করিয়া থাকি। এই সত্য প্রতিশ্রুতিই তাহাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে।

হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক অনুসৃত পথ উপরোল্লিখিত দুইটি বৈশিষ্ট্যে বিমণ্ডিত ছিল। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا

অর্থাৎ আর যাহারা একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের আচরিত পথে চলে। তাঁহারা হইতেছেন সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) ও তাঁহার উম্মত। যেমন অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

জানিয়া ও বুঝিয়া যে ব্যক্তি শির্‌ক হইতে মুখ ফিরাইয়া তাওহীদের দিকে দৃঢ় প্রত্যয়ে পূর্ণরূপে আগমন করে এবং কোনরূপ ভয়-ভীতি বা লোভ-লালসা যাহাকে তাওহীদের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, তাহাকে হানীফ বলা হইয়াছে।

আয়াতের উপরোক্ত অংশের তাৎপর্য হইতেছে, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অনুসরণের জন্য মানুষেকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিটি আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলার মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ) মানুষের সাধ্যনুসারে আনুগত্যের স্তরসমূহের সর্বশেষ স্তরে পৌছিয়াছিলেন। কেবল এই স্তরে পৌঁছিলেই মানুষ আল্লাহ তা'আলার পরম নৈকট্য লাভ করিয়া তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র হইতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ) এই স্তরে পৌছিয়া আল্লাহর খলীল হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিতেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى -

বহু সংখ্যক তাফসীরকার বলিয়াছেন ঃ অর্থাৎ তিনি আল্লাহর সমুদয় নির্দেশ পালন করিয়াছেন এবং ইবাদতের সকল বিভাগই সুসম্পন্ন করিয়াছেন। উচ্চতর ইবাদত করিতে গিয়া তিনি নিম্নতর ইবাদতকে পরিত্যাগ করেন নাই; বরং সকল প্রকারের ইবাদত ও দাসত্বই তিনি সম্পাদন করিয়াছেন।

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ -

অর্থাৎ 'যখন ইবরাহীমকে তাহার প্রতিপালক প্রভু কতিপয় বিধান দ্বারা পরীক্ষা করিলেন, তখন তিনি তাহা পরিপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন করিলেন।'

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত পরিপূর্ণ দাসত্ব সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

অর্থাৎ 'অবশ্যই ইবরাহীম আল্লাহর অত্যন্ত বাধ্যগত ও একনিষ্ঠ অনুসারী ছিল, আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' নিত্য সময়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। পরন্তু প্রভু তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)........আমর ইব্‌ন মায়মূন হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত মু'আয (রা) ইয়েমেন দেশে গমন করিবার পর একদা ফজরের নামাযে ইমামতি করিবার কালে এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً

ইহা শ্রবণ করিয়া জনৈক মুসুল্লী বলিলেন, নিশ্চয়ই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মাতার চোখ জুড়াইয়াছে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ কথিত আছে, নিম্নোক্ত ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে খলীল বা পরম প্রিয় বানাইয়াছেন। একবার

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তিনি মসূল অথবা মিসরের অধিবাসী তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট গেলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাহার নিকট হইতে নিজ পরিবারের জন্যে কিছু খাদ্যশস্য আনিবেন। কিন্তু উদ্দিষ্ট বন্ধুর নিকট হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। গৃহের নিকটবর্তী হইবার পর একটি বালুকাময় প্রান্তরে পৌঁছিয়া তিনি ভাবিলেন, এই বালুকা দিয়া আমার থলিগুলি পূর্ণ করিয়া লই যাহাতে খাদ্য সম্ভার ব্যতিরেকেই বাড়িতে আমার পৌঁছিবার পর পরিবারের লোকজন চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হইয়া না পড়ে। পরন্তু যাহাতে তাহারা মনে করে যে, তাহাদের কাম্য দ্রব্য লইয়াই আমি প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। এই ভাবিয়া তিনি সঙ্গের থলিগুলি বালুতে পূর্ণ করিলেন।

আল্লাহ্র মরযীতে থলির মধ্যে অবস্থিত বালুকা আটায় পরিণত হইল। গৃহে পৌঁছিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় গৃহের লোকজন থলিগুলি খুলিয়া উহার মধ্যে আটা পাইল। তাহারা আটা ছানিয়া রুটি প্রস্তুত করিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) ঘুম হইতে জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রুটি প্রস্তুত করিবার জন্যে আটা কোথায় পাইয়াছ ? তাহারা বলিল, আপনি স্বীয় বন্ধুর নিকট হইতে যে আটা আনিয়াছেন, উহা হইতেই তো আমরা রুটি প্রস্তুত করিয়াছি। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, উহা আমার বন্ধু আল্লাহর নিকট হইতে আনিয়াছি। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে স্বীয় খলীল বা পরম বন্ধু আখ্যা দিলেন।

উপরোল্লিখিত ঘটনার সত্যতা সন্দেহাতীত নহে। এতদ্‌সম্বন্ধে কম বলিলে এই বলা যায় যে, উহা ইসরাঈলীদের বর্ণিত গল্প। উহাকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই না বলিয়া নিরপেক্ষ থাকাই সমীচীন ও বাঞ্ছনীয়।

প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধায়ক প্রত্যেক শ্রেণী ও বিভাগের ইবাদত সম্পাদন এবং তাঁহার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পূর্ণরূপে পালন করিবার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি পরম ভালবাসা প্রদর্শনের কারণেই আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁহার খলীল নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) তাঁহার জীবনের সর্বশেষ খুতবায় বলেন ঃ লোক সকল! আমি পৃথিবীর অধিবাসী কাহাকেও খলীল বানাইলে আবূ বকর ইব্ন আবূ কুহাফাকেই খলীল বানাইতাম! কিন্তু তোমাদের এই সঙ্গী তো স্বয়ং আল্লাহর খলীল।

হযরত জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহিল বাজালী, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যেরূপে পরম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, আমাকেও সেইরূপে পরম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

আবূ বকর ইবনে মারদুবিয়া (র).......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর আগমনের জন্যে অপেক্ষারত ছিলেন। তিনি যখন তাহাদের দিকে আসিতেছিলেন তখন তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া পারস্পরিক আলোচনা শুনিতে পাইলেন। তাহাদের একজন বলিতেছেন, বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টির মধ্য হইতে পরম বন্ধু নির্বাচন করিয়াছেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ) হইলেন

তাঁহার সেই পরম বন্ধু। আরেকজন বলিতেছেন, ইহা হইতে অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় কি হইতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সহিত বিশেষভাবে কথা বলিয়াছেন। আরেকজন বলিতেছিলেন, হযরত ঈসা (আ) হইতেছেন রূহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ। আরেকজন বলিতেছিলেন, হযরত আদম (আ)-কে তো আল্লাহ তা'আলা বাছাই করিয়া লইয়াছেন। নবী করীম (স) উক্ত সাহাবীদের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে সালাম প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদের আলোচনা শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমাদের বিস্ময়ের কথা জানিতে পারিয়াছি। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর পরম বন্ধু ইহাও তোমাদিগকে বিস্মিত করে ? হ্যাঁ, তিনি তাহাই। হযরত মূসা (আ)-এর সহিত আল্লাহ তা'আলা কথা বলিয়াছেন, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর রূহ ও তাঁহার বাণী এবং হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা মনোনীত করিয়া লইয়াছেন, ইহাও তোমাদিগকে বিস্মিত করে ? হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তাহারা সকলে তাহাই। তবে মুহাম্মদও সেইরূপ। আমিও হাবীবুল্লাহ (আল্লাহর দোস্ত) এবং তজ্জন্য আমি অহংকার করিতেছি না। আমি প্রথম সুপারিশকারী ও সুপারিশযোগ্য ব্যক্তি এবং তজ্জন্য আমি অহংকার করিতেছি না। আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরওয়াযার কড়া নাড়াইব এবং আল্লাহ তা'আলা উহা খুলিয়া দিয়া আমাকে আমার দরিদ্র ও নিঃস্ব উম্মতসহ উহাতে প্রবেশ করাইবেন। অথচ তজ্জন্য আমি অহংকার করিতেছি না। তাহা ছাড়া কিয়ামতের দিন আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লোকের মধ্যে অধিকতম সম্মানিত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত হইব এবং তজ্জন্য আমি অহংকার করিতেছি না।

উপরোক্ত হাদীসের উপরোল্লিখিত সনদের এক পর্যায়ে মাত্র একজন রাবী রহিয়াছেন। সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীস সংকলনে উহার অংশবিশেষ সমর্থিত হইয়াছে।

কাতাদা (র).......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তোমরা কি ইহাতে আশ্চর্যবোধ করো যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভাগ্যে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ, হযরত মূসা (আ)-এর ভাগ্যে আল্লাহর সহিত কথা বলিবার সুযোগ লাভ এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর ভাগ্যে আল্লাহর সহিত সাক্ষাত লাভ ঘটিয়াছে ? তাঁহাদের সকলের প্রতি আল্লাহর শান্তি ও আশীষ বর্ষিক হউক।

উপরোক্ত রিওয়ায়াত হাকিম (র) তাঁহার মুসতাদরাক সংকলনে বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, উহা হাদীস যাচাইয়ের জন্যে ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক প্রবর্তিত শর্তে সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উহা বর্ণনা করেন নাই। হযরত আনাস (রা)-সহ একাধিক সাহাবী, তাবিঈ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামবৃন্দ হইতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) বলেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) অতিথি পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি অতিথির সন্ধানে বাহির হইলেন। কিন্তু কোন অতিথি না পাইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ির মধ্যে একটি অপরিচিত লোককে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইয়া তাহাকে বলিলেন, ওহে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কেন আমার বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছ? লোকটি বলিলেন, আমি মৃত্যুর ফেরেশ্তা। আল্লাহ আমাকে তাঁহার একটি বান্দার নিকট এই সুসংবাদ দিবার জন্যে পাঠাইয়াছেন যে, তিনি তাঁহাকে খলীল (পরম বন্ধু)-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন, সেই বান্দাটি কে? আল্লাহর কসম! আপনি আমাকে তাঁহার পরিচয় দিলে তিনি

দূরতম শহরে অবস্থান করিলেও আমি তাঁহাকে নিজের নিকট লইয়া আসিয়া মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাকে স্বীয় প্রতিবেশী বানাইয়া রাখিব। মৃত্যুর ফেরেশতা বলিলেন, সেই বান্দাটি আপনিই। হযরত ইবরাহীম সবিস্ময়ে বলিলেন, আমি ? মৃত্যুর ফেরেশতা বলিলেন, হ্যাঁ। হযরত ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ কারণে আমার প্রতিপালক প্রভু আমাকে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ? মৃত্যুর ফেরেশতা বলিলেন, আপনি মানুষকে দান করেন, কিন্তু মানুষের নিকট কিছু চাহেন না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবার পর তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ আল্লাহ-ভীতি সৃষ্টি করিলেন যে, আকাশে যেরূপে পাখির ডানার ঝটপট শব্দ শ্রুত হয়, সেইরূপে তাঁহার হৃদযন্ত্রের ধুকধুকানী দূর হইতে শ্রুত হইত।

বিশুদ্ধ হাদীসে সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) সম্বন্ধেও এইরূপে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলার আযাবের ভয়ে অত্যাধিক ক্রন্দনের কালে তাঁহার বক্ষপুট হইতে ডেকচিস্থিত ফুটন্ত পানির টগবগ শব্দের ন্যায় শব্দ শ্রুত হইত।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ -

অর্থাৎ, সমুদয় বস্তুই আল্লাহর মালিকানাধীন, তাঁহার সৃষ্টি ও দাস। তাঁহার নির্দেশ ও বিধান সর্বত্র কার্যকর। তাঁহার হুকুম ও আদেশ অবিঘ্নিত, অব্যাহত ও অপ্রতিহত। তাঁহার আযমত, হিকমত, রহমত ও কুদরত এইরূপ মহান ও উচ্চ যে, তাঁহার কার্যের জন্যে তাঁহার নিকট কৈফিয়ত চাহিতে কেহই সাহস পায় না, কাহারও সেইরূপ ক্ষমতা নাই।

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا -

অর্থাৎ তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত রহিয়াছেন। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম কোনো বস্তু বা তথ্যই তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে নাই। তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।

(١٢٧) وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ○

১২৭. "এবং লোকে তোমার নিকট নারীর ব্যাপারে সঠিক বিধান জানিতে চায়। বল, আল্লাহ তোমাদিগকে তাহাদের ব্যাপারে সঠিক ব্যবস্থা জানাইতেছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে যাহাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিতে চাও আর অসহায় শিশুদের সম্পর্কে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে যাহা কিতাবে তোমাদিগকে শুনান হয়, তাহাও পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেয়। আর যে কোন সৎকাজ তোমরা কর, আল্লাহ তাহা সবিশেষ অবহিত।"

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) ......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ যে ইয়াতীম বালিকা সম্পদশালিনী হইয়াও রূপহীনা ছিল, তাহাদের অভিভাবক তাহার রূপহীনতার দরুণ তাহাকে বিবাহ করিতে পরাঙ্মুখ থাকিত, অন্যদিকে তাহার সম্পদ নিজে ভোগ করিবার লালসায় অন্যের নিকট তাহাকে বিবাহও দিত না। এইভাবে তাহারা অসহায় ইয়াতীম বালিকার বিবাহ ঠেকাইয়া রখিত। এই শ্রেণীর মানুষের আচরণ সম্বন্ধে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ........ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ

ইমাম মুসলিমও উপরোক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ

'আর যদি তোমরা ইয়াতীমদের ব্যাপারে ভয় পাও যে, ইনসাফ কায়েমে অসমর্থ হইবে, তাহা হইলে ইচ্ছামতে তাহাদিগকে বিবাহ কর।' এই আয়াত নাযিল হইবার পর লোকেরা নবী করীম (সা)-এর নিকট নারী সম্পর্কিত বিধান জানিতে চাহিলে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

মূলত আলোচ্য আয়াতটি এই সূরার প্রথমদিকের উপরোক্ত আয়াতের সহিত বিষয়গত দিক দিয়া সংশ্লিষ্ট।

উপরোল্লেখিত সনদে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ গরীব রূপহীনা ইয়াতীম বালিকাকে তাহার গায়ের মুহাররাম অভিভাবক বিবাহ করিতে পরাঙমুখ থাকিত। আয়াতাংশে তাহাই উল্লেখিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, ধনবতী ও রূপবতী ইয়াতীম বালিকার অভিভাবক যদি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে, তবে তাহার বিষয়ে যেন সে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি মানিয়া চলে।

উপরোক্ত রাবী ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ-এর সনদে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীসটি বর্ণিত রহিয়াছে।

সারকথা এই যে, ইয়াতীম বালিকার গায়ের মুহাররাম তাহাকে বিবাহ করিতে কখনো ইচ্ছুক থাকে, আবার কখনো বা ইচ্ছুক থাকে না। ইচ্ছুক থাকিলে এইরূপ বিবাহে শরী'আতে কোনরূপ বাধা নাই; বরং অনুরূপ অন্যান্য মহিলাকে দেয় মাহরের সমপরিমাণ মাহর প্রদান করিয়া অভিভাবক তাহাকে বিবাহ করিতে পারে। পক্ষান্তরে অভিভাবক তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক না থাকিলে অন্যত্র তাহাকে বিবাহ দেওয়া অভিভাবকের দায়িত্ব। সম্পত্তির লোভে তাহার বিবাহ ঠেকাইয়া রাখিতে আয়াতে নিষেধ করা হইতেছে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জাহিলী যুগে কাহারও অভিভাবকত্বে ইয়াতীম বালিকা থাকিলে সে তাহার গাত্রে নিজের বস্ত্র রাখিয়া দিত। এইরূপ করিবার পর অন্য কেহ সেই বালিকাকে কোন দিন বিবাহ করিতে পারিত না। বালিকাটি রূপসী হইলে সে নিজে তাহাকে বিবাহ করিত এবং এইভাবে তাহার সম্পত্তি হস্তগত করিয়া লইত। পক্ষান্তরে বালিকাটি রূপসী না হইলে সে নিজেও তাহাকে বিবাহ করিত না, আর অন্যকেও বিবাহ করার সুযোগ দিত না। এইভাবে সে তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিত। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত অত্যাচার নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ –

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জাহিলী যুগে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও কন্যা সন্তানকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইত। আয়াতাংশে তাহাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার করা হইত, تُؤْتُوْهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ এই আয়াতাংশে তৎপ্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত অন্যায় ও অবিচার নিষিদ্ধ করত প্রত্যেকের জন্যে উত্তরাধিকারের অংশ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ অর্থাৎ পুত্র-সন্তান কন্যা-সন্তানের দ্বিগুণ পাইবে। সাঈদ ইবনে যুবায়র (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) বলিয়াছেন ঃ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتَامٰى بِالْقِسْطِ আয়াতাংশের তৎপর্য এই যে, ইয়াতীম বালিকা রূপসী ও ধনবতী হইলে তোমরা যেরূপ তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া থাক, তাহারা রূপহীনা ও নির্ধন হইলেও তাহাদিগকে সেইরূপ বিবাহ কর।

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا –

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নেককাজ করিতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিতেছেন। বলিতেছেন, তোমাদের যাবতীয় নেককাজ সম্বন্ধেই তিনি অবহিত ও ওয়াকিবহাল রহিয়াছেন এবং উহার পূর্ণ পুরস্কার তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিবেন।

(১২৮) وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

(১২৯) وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

(১৩০) وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ○

১২৮ "কোনো স্ত্রী যদি তাহার স্বামী হইতে দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে, তবে তাহারা আপস-নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে তাহাদের কোন দোষ নাই; এবং আপস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়। মানুষ লোভের কারণে স্বভাবত কৃপণ। আর যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ ও মুত্তাকী হও, তবে তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।"

১২৯. "এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে কখনই পারিবে না; তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখিও না। যদি তোমরা নিজদিগকে সংশোধন কর ও সাবধান হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

১৩০. "যদি তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া যায়, তবে আল্লাহ্ তাঁহার প্রাচুর্য দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করিবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হইতে বীতস্পৃহ ও পরাঙ্মুখ হইবার অবস্থায় তাহাদের পালনীয় বিধান বর্ণনা করিতেছেন। স্বামী স্বীয় স্ত্রী হইতে বীতস্পৃহ হইলে স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট প্রাপ্য স্বীয় হক খাদ্য, বস্ত্র ও নিশিবাসের দাবি সম্পূর্ণ বা আংশিক-রূপে পরিত্যাগ করে ও স্বামী যদি স্ত্রীর দাবি পরিত্যাগের উক্ত সুযোগ গ্রহণ করে আর, এইভাবে উভয়ে পারস্পরিক সন্ধিতে আবদ্ধ হয়, তবে শরী'আতে কোনো বাধা নাই। আয়াতাংশে তাহাদের পরস্পর আপসমূলক কোন ব্যবস্থার বৈধতার কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ –

অর্থাৎ 'বিচ্ছেদ অপেক্ষা সন্ধি শ্রেয়তর।'

وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ –

অর্থাৎ 'লোভ মানুষের প্রকৃতিগত এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধি বিচ্ছেদ অপেক্ষা শ্রেয়তর।'

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রা) বার্ধক্যে উপনীত হইলে নবী করীম (সা) তাঁহাকে তালাক দিতে মনস্থ করিলেন। ইহাতে হযরত সাওদা (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট স্ত্রী হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য নিশিবাসের হক হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রদান করিয়া নবী করীম (সা)-এর সহিত দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ থাকিবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলেন। নবী করীম (সা) ইহাতে সম্মত হইলেন। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ীই নবী করীম (সা) ও হযরত সাওদা (রা)-এর মধ্যে উপরোক্ত সন্ধি সম্পাদিত হইয়াছিল।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রিওয়ায়াত

আবূ দাঊদ আত-তায়ালিসী (র).......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত সাওদা (রা) আশংকা করিলেন যে, নবী করীম (সা) তাঁহাকে তালাক দিবেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে তালাক দিবেন না। আমার সহিত আপনার রজনী যাপন সম্পর্কিত আমার হক আমি আয়েশাকে দিতেছি। নবী করীম (সা) তাহাই করিলেন। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا .... اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এইরূপে কোন দম্পতি যদি চুক্তির বিনিময়ে পারস্পরিক সন্ধি সম্পাদন করে, তাহা জায়েয ও বৈধ। ইমাম তিরমিযী (র)-ও উপরোক্ত রিওয়ায়াত ইমাম আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে হাসান হাদীসরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইমাম শাফিঈ (র)...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইন্তিকালের সময়ে রাসূলে করীম (সা) নয়জন স্ত্রী রাখিয়া যান। তবে তিনি আটজনের সহিত পালাক্রমে রাত্রিযাপন করিতেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রা) বৃদ্ধ হইয়া গেলে তাহার সহিত পালানুক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাত্রি যাপন সম্পর্কিত স্বীয় হক তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রদান করেন। তাঁহার পালার রাত্রিতে তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট থাকিতেন।

বুখারী শরীফেও হযরত আয়েশা (রা) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র)......উরওয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সওদা (রা) ও তাঁহার ন্যায় নারী সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছেন ঃ

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا .... اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

এতদসম্পর্কিত ঘটনা এই যে, হযরত সাওদা (রা) একজন বৃদ্ধা রমণী ছিলেন। তিনি আশংকা করিলেন, রাসূলুল্লাহ (রা) তাঁহাকে তালাক দিবেন। অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মিণী থাকিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হৃদয়ে বিরাজমান হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি অধিকতর স্নেহ ও ভালবাসা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাঁহার প্রাপ্য রাত্রি যাপনের পালা হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রদান করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) উহা মঞ্জুর করিয়া লইলেন। ইমাম বায়হাকী ও আহমদ ইব্‌ন ইউনুস উপরোক্ত রিওয়ায়াত হাসান ইব্‌ন আবুয-যিনাদ হইতে অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) স্বীয় ভাগিনেয় উরওয়াকে বলেন, হে ভাগনে! রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট রাত্রি যাপনে আমাদের একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দিতেন না। তিনি প্রায় প্রতি রাত্রিতেই আমাদের প্রত্যেকের নিকট গমন করিতেন। যে স্ত্রীর নিকট রাত্রি যাপনের পালা, সর্বশেষে তাহার নিকট গমন করিয়া তাহার সহিত রাত্রি যাপন করিতেন। সাওদা বিনতে যাম্'আ (রা) বৃদ্ধা হইয়া গেলে তাহার আশংকা হইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে তালাক দিবেন। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রাপ্য রাত্রি যাপনের পালা আমি আয়েশা (রা)-কে প্রদান করিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা মঞ্জুর করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ...... اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

হাকিম (র) তাঁহার মুসতাদরাক নামক হাদীস সংকলনে উপরোক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, উহার সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উহা বর্ণনা করেন নাই। ইমাম আবূ দাঊদ (র)-ও উপরোক্ত রাবী আহমদ ইব্ন ইউনুস হইতে রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মারদুবিয়া উহা উপরোল্লেখিত রাবী আবদুর রহমান ইব্ন আবুয-যিনাদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি সংক্ষেপে উহা উপরোল্লিখিত রাবী হিশাম ইব্ন উরওয়া হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা।

আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহ্মান আদ-দাউলী (র)......কাসিম ইব্ন আবূ বাররা হইতে তাঁহার 'মুজাম' নামক হাদীস সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) অপরের মাধ্যমে হযরত সাওদা (রা)-এর নিকট তাঁহাকে তালাক প্রদানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে ভীত হইয়া তিনি হযরতের অপেক্ষায় হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরের পথে বসিয়া রহিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আসিতে দেখিয়াই তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আমি আপনাকে সেই আল্লাহর কসম দিতেছি, যিনি আপনার উপর স্বীয় রহমত অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং সমগ্র সৃষ্টির মধ্য হইতে আপনাকে বাছিয়া লইয়াছেন। আপনি কেন আমাকে তালাক দিতে চাহিতেছেন ? আমি বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছি। আমার জন্যে পুরুষের কোনো প্রয়োজন নাই। তবে আমি কিয়ামতের দিনে আপনার স্ত্রীদের সহিত পুনরুত্থিত হইতে বাসনা রাখি। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার সম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায় প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। হযরত সওদা (রা) বলিলেন, আমি আমার সকল সময়টুকু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয়ার জন্য উৎসর্গ করিলাম। হাদীসটি মুরসাল ও গরীব শ্রেণীর বটে।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এইরূপ দেখা যায়, কোন ব্যক্তির স্ত্রী বৃদ্ধা হইয়া যাইবার ফলে সে তাহার প্রতি বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হইয়া তাহাকে তালাক প্রদান করিতে চাহে। ইহাতে স্ত্রী তাহার নিকট প্রাপ্য স্বীয় হকের দাবি ত্যাগ করিয়াও তাহার স্বামীর সান্নিধ্য চায়। এই ব্যাপারেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ এইরূপ ঘটিতে দেখা যায়, কোন নারীর বন্ধ্যা হইবার কারণে তাহার স্বামী তাহার প্রতি বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হইয়া পড়ে। ইহাতে উক্ত নারী স্বামীর নিকট প্রাপ্য স্বীয় হক-এর দাবি পরিত্যাগ করে। এইরূপ দম্পতির বিষয়ে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ এইরূপ ঘটিতে দেখা যায় যে, একটি লোকের দুইটি স্ত্রী রহিয়াছে। উহাদের একজন বৃদ্ধা ও অন্যজন রূপহীনা। লোকটি তাহার রূপহীনা স্ত্রীর প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়োছে। এইরূপ অবস্থায় তাহার স্ত্রী তাহাকে বলে, আমাকে তালাক দিবেন না। আমি আপনার নিকট প্রাপ্য স্বীয় হক-এর দাবি ত্যাগ করিলাম। এইরূপ ব্যক্তির বিষয়ই আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে উপরোক্ত হাদীস হযরত আয়েশা (রা) হইতে অনুরূপভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত।

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌নে সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবনে সীরীন (র) বলেন ঃ একদা একটি লোক হযরত উমর (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া তাহাকে একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে চাবুক মারিলেন। আরেকটি লোক আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে হযরত উমর (রা) বলিলেন, এইরূপ প্রশ্নই তোমরা করিবে। এইরূপ ঘটিতে দেখা যায় যে, কাহারও স্ত্রী বৃদ্ধা হইয়া যাইবার ফলে সে ব্যক্তি সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে অন্য বিবাহ করে। উপরোক্ত আবস্থায় উক্ত ব্যক্তি ও তাহার বৃদ্ধা স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ শর্তে সন্ধি হইলে উহা জায়েষ ও বৈধ হইবে। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহাই বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......খালিদ ইব্‌ন আরআরা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে হযরত আলী (রা) বলিলেন, কেহ তাহার স্ত্রীর রূপহীনতা, বার্ধক্য, কর্কশ স্বভাব অথবা অপরিচ্ছন্নতার কারণে তাহার প্রতি বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হইয়া তাহাকে তালাক দিতে চাহিলে এবং স্ত্রীর নিকট তালাক অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত হইলে স্ত্রী যদি স্বীয় মাহরের অংশবিশেষের দাবি অথবা স্বামীর নিকট তাহার প্রাপ্য রাত্রি যাপনের অংশবিশেষের দাবি ত্যাগ করে, তবে উহা জায়েয ও বৈধ হইবে। স্বামীর পক্ষে উক্ত সুবিধা গ্রহণ করায় কোনো দোষ নাই।

ইমাম আবূ দাঊদ আত-তায়ালিসী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবীদা আস-সালমানী, মুজাহিদ, ইব্‌ন যুবায়র, শা'বী, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, আতা, আতিয়া আল-আওফী, মাকহূল, হাসান, হাকাম ইব্‌নে উতবা এবং কাতাদা (র) প্রমুখ বহু সংখ্যক পূর্বসূরী ইমামও আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যার বিরোধী কোনো ব্যাখ্যা কেহ করিয়াছেন, এইরূপ আমার জানা নাই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম শাফিঈ (র)......ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিমের এক কন্যা হযরত রাফি' ইব্‌নে খাদীজের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা ছিলেন। স্ত্রীর বার্ধক্য বা অন্য কোনো কারণে হযরত রাফি' (রা) তাহাকে তালাক দিতে মনস্থ করিলেন। স্ত্রী বলিল, আমাকে তালাক দিবেন না। আপনি আমার প্রাপ্য হক যতটুকু চাহেন দেবেন, তাহাতে আমার আপত্তি থাকিবে না। এই ঘটনা উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল।

হাকিম (র) তাঁহার মুসতাদরাক সংকলনে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব ও সুলায়মান ইব্‌নে ইয়াসার হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়াত বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর আল-বায়হাকী (র)......সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ স্বামী কোন কারণে স্ত্রীর প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া তাহাকে তালাক দিতে চাহিলে স্ত্রী যদি স্বীয় প্রাপ্যের কোন অংশ ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত আপস করিতে চাহে, তবে এইরূপ করা উভয়ের জন্য জায়েয ও বৈধ হইবে। আলোচ্য আয়াত ও উহার পরবর্তী আয়াতে উহাই বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম বায়হাকী (র) বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রাফি' ইব্‌নে খাদীজের স্ত্রী বৃদ্ধা হইয়া গেলে তিনি একটি যুবতী রমণীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে প্রথমা স্ত্রীর উপর প্রাধান্য দিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রথমা স্ত্রী তাহার নিকট তালাক চাহিলেন। তিনি তাহাকে এক তালাক দিলেন। কিন্তু ইদ্দত শেষ হইবার পূর্বে তিনি তালাক প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। অতঃপর পুনরায় তাহার উপর দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রাধান্য দিতে লাগিলেন। তিনি তাহার নিকট আবার তালাক চাহিলেন। হযরত রাফি' তাহাকে বলিলেন, আর একটিমাত্র তালাকই আমার অধিকারে রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে অবহেলিত অবস্থায় আমার নিকট থাকিতে পার আবার ইচ্ছা করিলে আমার নিকট হইতে তালাক লইতে পার। প্রথমা স্ত্রী ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাকে জানাইলেন, আমি এইরূপ অবহেলিত অবস্থায়ই আপনার নিকট থাকিব। হযরত রাফি' তাহাকে আর তালাক দিলেন না; উপরোক্ত শর্তে তাহাকে নিজের বিবাহে রাখিয়া দিলেন। ইহা ছিল উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত একটি আপস ব্যবস্থা। হযরত রাফি' তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে উপরোল্লিখিত সুবিধা গ্রহণ করিবার মধ্যে কোন দোষ দেখেন নাই বলিয়াই তিনি তাহার নিকট হইতে উক্ত সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব এবং সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিম উপরোক্ত রিওয়ায়াত অধিকতর বিশদরূপে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ – 'আর সন্ধি শ্রেয়তর।'

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আয়াতের উপরোক্ত অংশের তাৎপর্য এই যে, স্বামী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর সহিত কোনরূপ সন্ধি করা ব্যতিরেকেই তাহার উপর অন্য স্ত্রীকে প্রাধান্য দেওয়া ও তাহাকে অবহেলিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা অপেক্ষা ইহাই অধিকতর শ্রেয় যে, সে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীকে নিম্নোক্ত দুইটি পথের যে কোনো একটি পথ বাছিয়া লইবার অধিকার প্রদান করিবে ঃ ১. স্ত্রী উপেক্ষিতা ও অবহেলিতা অবস্থায়ই স্বামীর সহিত থাকিতে রাযী হইবে; ২. সে তাহার স্বামীর নিকট হইতে তালাক গ্রহণ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইবে।

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ –আয়াতাংশের স্বাভাবিক ও কষ্ট-কল্পনাহীন তাৎপর্য এই যে, স্ত্রী কর্তৃক স্বীয় অধিকারের অংশবিশেষ ত্যাগ করা এবং স্বামী কর্তৃক উহার বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক প্রদান হইতে বিরত থাকা বিচ্ছেদ অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়। হযরত সাওদা বিন্‌তে যাম্'আ (র) কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রাপ্য রাত্রিবাসের স্বীয় অধিকার হযরত আয়েশা (রা)-এর পক্ষে ত্যাগ করিবার বিনিময়ে নবী করীম (সা) কর্তৃক তাহাকে তালাক প্রদান হইতে বিরত থাকার ঘটনা আয়াতে বর্ণিত সন্ধির একটি দৃষ্টান্ত। আর নবী করীম (সা) স্বীয় উম্মতের জন্যে উপরোক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, তালাক আল্লাহর নিকট অনভিপ্রেত বিষয়।

ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ হালাল কার্যসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিকতম অনভিপ্রেত কার্য হইতেছে তালাক।

ইমাম আবূ দাউদ (র)......মুহারিব হইতে মুরসাল হাদীস হিসাবে উপরোক্ত মর্মের আরেকটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

অর্থাৎ তোমাদের অপসন্দনীয় ও অনভিপ্রেত স্ত্রীদের ত্রুটি ও অযোগ্যতা তোমরা সহিয়া গেলে ও স্ত্রীদের সহিত বৈষম্যহীন আচরণ করিলে আল্লাহ্ তোমাদের সেই আচরণ ও কার্য সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত থাকেন এবং তিনি তোমাদিগকে তজ্জন্য পূর্ণ পুরস্কার প্রদান করিবেন।

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীদের সহিত সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করিতে পারিবে না। কারণ স্ত্রীদের সহিত নিশি যাপনে বাহ্যিক সাম্য স্থাপন করা সম্ভবপর হইলেও হৃদয়ের আকর্ষণ, ভালবাসা এবং যৌন মিলনে বৈষম্য ও তারতম্য অবশ্যই থাকিয়া যাইবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), আবীদা আস-সালমানী, মুজাহিদ, হাসান বাসরী এবং যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র)-ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন ঃ নিম্নোক্ত আয়াত হযরত আয়েশা (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا .... وَلَوْ حَرَصْتُمْ

কারণ নবী করীম (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে তাঁহার অন্য যে কোন স্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর ভালবাসিতেন।

ইমাম আহ্মদ এবং সুনান সংকলকগণ......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় স্ত্রীদের বিষয়ে বৈষম্যহীন বন্টনের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন এবং বলিতেন, আয় আল্লাহ! যে বিষয়ে আমার ক্ষমতা রহিয়াছে, সে বিষয়কে আমি এইরূপে বন্টন করিলাম। যে বিষয়ে শুধু তোমারই ক্ষমতা রহিয়াছে এবং আমার ক্ষমতা নাই, সে বিষয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না। তিনি ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয় বলিতে হৃদয় ও উহার আকর্ষণ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। উপরোক্ত হাদীসের সনদ্ সহীহ। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র) বলিয়াছেন, আবূ কিলাবা হইতে ইহা মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাই অধিকতর সঠিক।

فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ-

অর্থাৎ 'স্ত্রীদের মধ্য হইতে একজনের প্রতি তোমরা সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অপর স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখিয়া দিও না।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, হাসান, যাহ্হাক, রবী ইব্ন আনাস, সুদ্দী ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলিয়াছেন ঃ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের স্বামী থাকিয়াও নাই এবং সে তালাকপ্রাপ্তা নহে।

আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তির দুইটি স্ত্রী রহিয়াছে, সে উহাদের একটির প্রতি

সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকিয়া পড়িলে তাহার দেহের একপার্শ্ব বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হইবে। ইমাম আহমদ ও সুনান সংকলকগণ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলিয়াছেন, হাদীসটি নবী করীম (সা) হইতে শ্রুত হাদীস অর্থাৎ মারফূ' হাদীস হিসাবে বর্ণিত হয় নাই।

وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

অর্থাৎ স্বীয় কার্যাবলীতে তোমরা ন্যায়ের অনুসারী থাকিলে, স্ত্রীদের সম্বন্ধে নিজেদের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে বৈষম্যহীন বন্টননীতি মানিয়া চলিলে ও সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিলে, অনিচ্ছাকৃতভাবে এক স্ত্রী অপেক্ষা অন্য স্ত্রীর প্রতি অধিকতর পরিমাণ তোমাদের ঝুঁকিয়া পড়িবার ত্রুটি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا ...... يُغْنِ اللّٰهُ......... وَاسِعًا حَكِيْمًا

অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বামী স্ত্রী হইতে বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হইয়া পড়িলে, স্ত্রী কর্তৃক স্বীয় অধিকারের অংশবিশেষ পরিত্যাগের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হইতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, এইরূপ দম্পতি সন্ধিতে পৌঁছিতে সমর্থ না হইয়া যদি তালাকের মাধ্যমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতা দ্বারা উভয়কেই পরস্পরের প্রতি অমুখাপেক্ষী করিয়া দিবেন। তিনি পুরুষের জন্যে তাহার পরিত্যক্তা স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেয়তর স্ত্রীর ব্যবস্থা এবং নারীর জন্যে তাহার পরিত্যাগকারী স্বামী অপেক্ষা শ্রেয়তর স্বামীর ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বিপুল ও ব্যাপক ইহসান, রহমত ও কৃপার মালিক। তিনি সর্ব কর্মে প্রজ্ঞাময় ও সূক্ষ্ম জ্ঞানী।

(١٣١) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ○

(١٣٢) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

(١٣٣) اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ○

(١٣٤) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

১৩১. "আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে, সবই আল্লাহর। তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করিবে এবং তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করিলেও আসমান-যমীনে যাহা কিছু আছে, তাহা আল্লাহর; এবং আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন।"

১৩২. "আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে, সকলই আল্লাহর এবং কর্ম বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।"

১৩৩. "হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে ও অপরকে আনিতে পারেন; আল্লাহ ইহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।"

১৩৪. "কেহ ইহকালের পুরস্কার চাহিলে সে জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহর নিকট ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, আকাশসমূহ ও পৃথিবী তাঁহারই মালিকানার অধীন। উহাদের সর্বত্র তাঁহারই বিধান ও নির্দেশ চলিতে পারে। তিনি সৃষ্টির সকল বিভাগ ও সকল শ্রেণীর বিধানদাতা। তাই তিনি বলিতেছেন ঃ

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ আমি তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষের প্রতি যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলাম, তোমাদের প্রতিও সেই নির্দেশ প্রদান করিয়াছি। সকলের প্রতিই আমি এই নির্দেশ প্রদান করিয়াছি যে, তোমরা একমাত্র আমাকে ভয় করো এবং একমাত্র আমারই ইবাদত ও দাসত্ব কারো।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কর্তৃক তাঁহার জাতির প্রতি উচ্চারিত বাণী উদ্ধৃত করিয়া অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ.

যদি তোমরা, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর সকলে মিলিয়াও কুফরী কর, তথাপি নিশ্চয়ই আল্লাহ বেনিয়ায ও সর্ব প্রশংসিত।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ

আলোচ্য আয়াত ও উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহের সাধারণ বক্তব্য এই যে, মানুষ আল্লাহর ইবাদত করিবে তাহা আল্লাহর প্রয়োজনে নহে; বরং নিজেরই প্রয়োজনে। আল্লাহ তো غَنِىٌّ স্বীয় দাসগণ হইতে অমুখাপেক্ষী এবং তিনি حَمِيْدٌ অর্থাৎ স্বীয় যাবতীয় বিধান ও ব্যবস্থায় স্বয়ং প্রশংসিত।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ .... وَكِيْلاً

—আয়াতের তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও তাহার যাবতীয় কার্য আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীন। প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়ই তাঁহার জ্ঞানের আওতায় রহিয়াছে।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ.........عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا

—আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তোমরা তাঁহার দাসত্ব করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে এবং তাঁহার প্রতি অবাধ্য হইলে তিনি চাহিলে ভিন্ন মানব গোষ্ঠীকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন। উহাতে তিনি সমর্থও বটেন।

অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ

আর যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে তিনি তোমাদের বদলে অন্য দল সৃষ্টি করিবেন এবং তাহারা তোমাদের মত অবাধ্য হইবে না।

জনৈক পূর্বসুরী বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র প্রতি অবাধ্যতা মানুষের পক্ষে ভয়াবহ দুঃসাহসই বটে। তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ -وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

'তিনি চাহিলে নূতন এক সৃষ্টিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন। উহা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন কার্য নহে।'

একশত চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সুখ-শান্তি ও ঐশ্বর্য লাভে যাহারা স্বীয় প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত রাখে, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের পারিশ্রমিক রহিয়াছে। তোমরা তাঁহার নিকট উভয় জগতের কল্যাণ ও মঙ্গল প্রার্থনা করিলে তিনি তোমাদিগকে উহা প্রদান করিবেন এবং বিপুল পরিমাণে প্রদান করিবেন।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন ঃ

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ الخ

'অনন্তর কোন কোন মানুষ বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে পার্থিব কল্যাণ দান কর; তাই তাহার জন্যে পরকালে কোন প্রাপ্য নাই। আর যে লোক বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর; তাহাদেরই জন্য তাহাদের উপার্জিত সুফল নির্ধারিত রহিয়াছে। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْلَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আখিরাতের ফসল চায়, তাহাকে আমি উহা বাড়াইয়া দিব আর যে ব্যক্তি পার্থিব ফসল চায়, তাহাকে আমি তাহা হইতে দিব। তবে পরকালে তাহার কোনই অংশ থাকিবে না।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا- وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُوْلٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا- كُلاًّ نُّمِدُّ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا- اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি নগদ পাইতে চায়, আমি তাহাকে যতটুকু ইচ্ছা, প্রদান করি, অতঃপর তাহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। সেখানে সে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত জীবন লাভ করে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতে পাইতে চায় ও সেজন্য যথাসাধ্য প্রয়াস চালায়, যদি সে মু'মিন হয়, তাহাদের সকল প্রয়াসই স্বীকৃতি পায়। তাহাদের সকলকেই আমি সাহায্য করিব ও তোমার প্রভুর অবদান তাহাদেরই জন্যে, আর তোমার প্রভুর অবদান হইবে অবাধ। তুমি লক্ষ্য কর, কিভাবে তাহাদের এক দলকে অপর দলের উপর মর্যাদা দিই আর অবশ্যই আখিরাত মর্যাদার ক্ষেত্র হিসাবে শ্রেষ্ঠতম এবং সেখানের মর্যাদাও শ্রেষ্ঠতম।'

ইমাম ইব্‌নে জারীর নিম্নোক্ত আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا

অর্থাৎ যেই মুনাফিকগণ পার্থিব সম্পদ ও সুখ-শান্তি লাভের জন্যে স্বীয় সর্বচেষ্টা নিয়োজিত করে, মুসলমানদের ন্যায় তাহাদের জন্যেও আল্লাহ্‌র নিকট গনীমত ইত্যাদি পার্থিব সম্পদ রহিয়াছে। তদুপরি তাহাদের জন্যে তাহাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ দোযখের মহাশাস্তিও রহিয়াছে। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 'যাহারা পার্থিব জীবন ও উহার সুখৈশ্বর্য চাহে, আমি তাহাদের প্রচেষ্টার পূর্ণ ফল পার্থিব জীবনেই তাহাদিগকে প্রদান করি আর পার্থিব জীবনে তাহারা তাহাদের প্রাপ্যের কোন অংশ হইতে বঞ্চিত হয় না। এই সকল লোকের জন্যে পারলৌকিক জীবনে দোযখ ভিন্ন অন্যকিছু নাই। ইহাদের পার্থিব প্রচেষ্টা ও কার্যাবলী নিষ্ফল ও অলাভজনক হইয়া যায়।'

উপরোল্লিখিত আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য স্পষ্ট। কিন্তু ইমাম ইব্‌ন জারীর আলোচ্য আয়াতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য নহে।

কারণ আলোচ্য আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের মঙ্গল ও কল্যাণ রহিয়াছে। অতএব যাহারা শুধু দুনিয়ার সুখ-শান্তি লাভে নিজেদের সাধনা-প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত রাখে, তাহারা যেন দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের বিপুল মঙ্গল ও কল্যাণ লাভে স্বীয় সাধনা ও প্রচেষ্টাকে নিয়োগ করে। আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্মদর্শী, ন্যায়বিচারক। কে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের বিপুল মঙ্গল ও কল্যাণপ্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহে, তাহা তিনি সম্যকরূপে অবগত আছেন এবং তিনি ন্যায় বিচারকও বটেন। প্রত্যেক প্রচেষ্টাকারীকেই তিনি তাহার যোগ্যতার অনুরূপ ফল প্রদান করিবেন। এই কারণেই তিনি বলিয়াছেন ঃ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا আর আল্লাহর সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

(١٣٥) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

১৩৫. "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তোমরা সাক্ষ্য দিবে আল্লাহর ওয়াস্তে, যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীনই হউক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে কামনার অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কাটাইয়া যাও, তবে জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কর, আল্লাহ তাহার খবর রাখেন।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাদিগকে আদেশ দিতেছেন, তাহারা যেন সর্বাবস্থায় ন্যায়-নীতি ও ন্যায়বিচারে দৃঢ় ও অবিচল থাকে। কাহারও তিরস্কার ও ভর্ৎসনা যেন তাহাদিগকে ন্যায় হইতে সামান্য পরিমাণে বিচ্যুত করিতে না পারে এবং তাহারা যেন উহাতে একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে।

شُهَدَاءَ لِلّٰهِ –

অর্থাৎ 'আল্লাহর সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তোমরা সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব পালন কর।' অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ –

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব সম্পাদন করো। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সাক্ষ্যই সঠিক, ন্যায়ভিত্তিক, সত্যানুগ ও সর্বপ্রকার হেরফেরমুক্ত হইতে পারে।

وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ –

অর্থাৎ সত্য সাক্ষ্য প্রদানের ফলে তোমাদের নিজেদের ক্ষতি হইলেও সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর। তোমাদের নিকট কোন তথ্য জিজ্ঞাসা করা হইলে তৎসম্বন্ধে সত্য কথা বলো, যদি উহা তোমাদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়, তবুও। আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় তাঁহার অনুগত বান্দার বিপদ দূর করিয়া দেন। সত্য সাক্ষ্য প্রদানের ফলে তোমাদের উপর কোনরূপ বিপদ আপতিত হইলে তিনি তোমাদের জন্য উহা হইতে মুক্তি পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ –

অর্থাৎ তোমাদের সত্য সাক্ষ্য নিজেদের মাতাপিতা বা অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের বিপক্ষে গেলেও তোমরা উহা হইতে পশ্চাৎপদ হইও না; বরং সত্য সাক্ষ্য প্রদান করো। কারণ সত্যের মর্যাদা সকলের মর্যাদার ঊর্ধ্বে রহিয়াছে।

اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا–

অর্থাৎ তোমাদের সত্য সাক্ষ্য যাহার বিরুদ্ধে যায়, সে ধনী হউক আর দরিদ্র হউক, সর্বাবস্থায় সত্য সাক্ষ্য প্রদান করো। ধনী ব্যক্তির ধনের প্রভাবে পতিত হইয়া অথবা দরিদ্র ব্যক্তির দারিদ্র্যের কারণে তাহার প্রতি স্নেহ করিতে গিয়া সত্য সাক্ষ্য প্রদানে বিরত বা বিচ্যুত হইও না। আল্লাহ উভয়ের তত্ত্বাবধায়ক। পরন্তু তোমরা তাহাদের যতটুকু আপন, তিনি তদপেক্ষা তাহাদের অধিকতর আপন। আর কিসে তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনিই অধিকতর অবগত রহিয়াছেন।

فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا–

অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি, স্বজনপ্রীতি বা তোমাদের প্রতি লোকের শত্রুতা যেন স্বীয় কার্যসমূহে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করিতে তোমাদিগকে বিরত রাখিতে না পারে; বরং সর্বাবস্থায় তোমরা ইনসাফের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

'কোনো গোষ্ঠীর প্রতি তোমাদের বিদ্বেষ ও শত্রুতা যেনো তোমাদিগকে প্ররোচিত না করে। তোমরা ইনসাফ কায়েম করো। উহা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি উপরাদিষ্ট দৃঢ়তা ও অবিচলতাই দেখাইয়াছিলেন। একদা নবী করীম (সা) তাঁহাকে খায়বারের অধিবাসীদের বাগানের ফল ও ক্ষেতের শস্যের পরিমাপ লইবার জন্যে সেখানে পাঠাইলেন। তাহারা তাঁহাকে উৎকোচ প্রদান করিবার বিনিময়ে তাঁহার দ্বারা তাহাদের ফল ও শস্য কম দেখাইতে চাহিল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার নিকট সৃষ্টির প্রিয়তম ব্যক্তির কাছ হইতে আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছি। নিশ্চয়ই আমার নিকট তোমরা তোমাদের সমসংখ্যক বানর ও শূকর অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য। নবী করীম (সা)-এর প্রতি আমার ভালবাসা অথবা তোমাদের প্রতি আমার ঘৃণা কোনটিই তোমাদের বিষয়ে ন্যায়-নীতি ত্যাগ করিতে আমাকে প্ররোচিত করিতে পারিবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে রাওয়াহা (রা)-এর কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, এই ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির সাহায্যেই আকাশসমূহ ও পৃথিবী টিকিয়া রহিয়াছে।

উপরোক্ত হাদীস আল্লাহ চাহেন তো সূরা মায়িদায় সনদসহ বর্ণিত হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَنْ تَلْوُا اَوْ تُعْرِضُوْا

মুজাহিদ প্রমুখ একাধিক পূর্বসুরী তাফসীরকার বলিয়াছেন ঃ وَاَنْ تَلْوُا অর্থাৎ 'আর যদি তোমরা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করো।' اللى। অর্থ পরিবর্তন করা, বানোয়াট কথা বলা। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে উপরোক্ত শব্দ উপরোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই তাহাদের এক দল তাহাদের যবানে কিতাবের নামে বানোয়াট কথা বলে যেন তোমরা উহাকে কিতাবের কথা বলিয়া মনে কর।' لاعراض। অর্থসাক্ষ্য গোপন করা, সাক্ষ্য প্রদানে বিরত থাকা।

এতদ্সম্বন্ধে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ

'আর যে ব্যক্তি উহা লুকায়, নিশ্চয়ই সে তাহার আত্মাকে পাপাসক্ত করে।' নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ উত্তম সাক্ষী হইতেছে সেই ব্যক্তি, যে বিনা আহবানে সাক্ষ্য প্রদান করে।

فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাদের সকল কার্য সম্বন্ধে অবগত থাকেন।' তিনি তোমাদিগকে তজ্জন্য শাস্তি প্রদান করিবেন।

(١٣٦) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝

১৩৬. "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁহার রাসূল, তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং উহার পূর্বে তাঁহার অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করো। আর কেহ আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতা, তাঁহার কিতাব, তাঁহার রাসূল এবং পরকালকে প্রত্যাখ্যান করিলে সে চরমভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাদিগকে আদেশ করিতেছেন ঃ তোমরা ঈমানের সকল শাখা, সকল বিভাগ এবং সকল দিককে গ্রহণ করো। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ঈমান আনিবার জন্যে মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার এই আদেশ পূর্ব অর্জিত বিষয়কে পুনঃ অর্জন করার আদেশ প্রদানের শামিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা তদ্রূপ নহে; বরং আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের ঈমানকে পরিপূর্ণ, দৃঢ় ও স্থায়ী কর। এইরূপে মু'মিন তাহার সালাতে বলিয়া থাকে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ–

অর্থাৎ আমাদিগকে হিদায়াত সম্বন্ধীয় সূক্ষ্মতর জ্ঞান দান করো, আমাদিগকে আরো হিদায়াত দাও এবং উহাতে আমাদিগকে অবিচল রাখ। এখানে আল্লাহ তা'আলা সেইরূপ তাঁহার প্রতি ও তাঁহার রাসূলের প্রতি সুদৃঢ় ও স্থায়ী ঈমান আনিতে মু'মিনদিগকে আদেশ করিতেছেন। অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ–

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আন। অর্থাৎ সুদৃঢ় ঈমান স্থাপন কর।'

وَالْكِتَابِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

অর্থাৎ 'যে আল-কুরআন তিনি স্বীয় রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহার প্রতি ঈমান আনো।'

وَالْكِتَابِ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ–

অর্থাৎ যে সকল কিতাব তিনি ইতিপূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহার প্রতি ঈমান আন। এখানে الكتاب শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইতিপূর্বে অবতীর্ণ কিতাব শ্রেণীকে বুঝাইতেছেন।

এখানে আল-কুরআন সম্বন্ধে اَنْزَلَ শব্দ এবং পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সম্বন্ধে نَزَّلَ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথমটির অর্থ হইতেছে তিনি অংশ অংশ করিয়া অবতারণ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়টির অর্থ হইতেছে একসঙ্গে সমুদয় অংশ তিনি অবতারণ করিয়াছেন। বস্তুত পবিত্র কুরআনের সমুদয় অংশ একসঙ্গে অবতীর্ণ হয় নাই; বরং বিভিন্ন সময়ে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন উপলক্ষে উহা অংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছে। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী কিতাবসমুহ সমুদয় একসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে।

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا-

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার কিতাবসমূহ, তাঁহার রাসূলগণ এবং আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাহারা হিদায়াত হইতে বঞ্চিত এবং সত্য পথ হইতে বহু দূরে পতিত হইয়াছে।'

(١٣٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ۝

(١٣٨) بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

(١٣٩) الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝

(١٤٠) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝

১৩৭. "যাহারা ঈমান আনয়ন করে, অতঃপর কুফরী অনুসরণ করে, আবার ঈমানদার হয়, আবার কাফির হয়, অতঃপর তাহাদের কুফরীর প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে কোন পথ দেখাইবেন না।"

১৩৮. "মুনাফিকদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।"

১৩৯. "বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহারা কি উহাদের নিকট মর্যাদা চায় ? সমস্ত মর্যাদা তো আল্লাহরই।"

১৪০. "কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, যখন তোমরা শুনিবে, আল্লাহর কোনো আয়াত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে এবং উহাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে, তখন যে পর্যন্ত তাহারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হইবে, তোমরা তাহাদের সহিত বসিও না। অন্যথায় তোমরাও উহাদের মতো হইবে। মুনাফিক এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সকলকেই আল্লাহ্ জাহান্নামে একত্র করিবেন।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যাহারা একবার ঈমান আনে, অতঃপর কাফির হইয়া যায়; পুনরায় ঈমান আনে, অতঃপর কাফির হইয়া যায়, তৎপর উহাতে স্থির থাকিয়া কুফরে ক্রমান্বয়ে জঘন্য হইতে জঘন্যতর হইতে থাকে এবং এই অবস্থায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, আল্লাহ তাহাদিগকে না কোনক্রমে ক্ষমা করিবেন, না তাহাদিগকে শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দিবেন। তেমনি তিনি তাহাদিগকে বেহেশতের রাস্তাও নির্দেশ করিবেন না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اِزْدَادُوْا كُفْرًا অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া কুফরের উপর রহিয়াছে এবং তদবস্থায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে। মুজাহিদ (র)-ও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আলী (রা) বলিয়াছেন ঃ ইসলামত্যাগী ব্যক্তিকে তিনবার তওবার সুযোগ প্রদান করা হয়। অতঃপর তিনি উহার সপক্ষে আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন।

আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যেহেতু মুনাফিকগণ পূর্ব আয়াতে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাই তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক মহাশাস্তি সম্বন্ধে সংবাদ দাও।

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ তাহারা প্রকৃতপক্ষে মু'মিনদিগকে নহে; বরং কাফিরদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে। তাহারা গোপনে কাফিরদিগকে বলে, আমরা তো তোমাদের দলেই রহিয়াছি। মুসলমানদের প্রতি বাহ্য বন্ধুত্ব দেখাইয়া আমরা তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ ও উপহাস করিয়া থাকি।

اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا.

অর্থাৎ 'তাহারা (মুনাফিকগণ) কি তাহাদের (কাফিরদের) নিকট হইতে সম্মান পাইতে চাহে? সম্মান সবটুকুই আল্লাহর অধিকারে রহিয়াছে।' অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا-

'যে ব্যক্তি ইয্‌যত চায়, (তাহার জানা উচিত) অনন্তর ইয্‌যতের সবকিছু আল্লাহ্‌র অধিকারে।' তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

"মর্যাদা তো একমাত্র আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদের জন্যে নির্ধারিত। কিন্তু মুনাফিকগণ তাহা জানে না।"

আলোচ্য আয়াতের এই অংশে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নিকট হইতে সম্মান লাভ করিতে, তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিয়া লইতে এবং যেই মু'মিনগণের জন্যে ইহজগত ও পরজগত, উভয়জগতে আল্লাহ্‌র সাহায্য নির্ধারিত রহিয়াছে, তাহাদের দলে শামিল হইতে মুনাফিকদিগকে আহ্বান জানাইতেছেন।

এখানে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ রায়হানা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি গর্বের সহিত নয়জন কাফির পূর্বপুরুষের সংগে স্বীয় রক্ত সম্পর্ক প্রদর্শন করে, সে দোযখে তাহাদের সহিত দশম ব্যক্তি হইবে।

উপরোক্ত হাদীসের রাবী হযরত আবূ রায়হানা (রা) হইতেছেন আবূ রায়হানা আযদী। কেহ কেহ বলেন, তিনি একজন আনসার সাহাবী ছিলেন। তাঁহার নাম ইমাম বুখারীর মতে শামঊন এবং অন্যদের মতে সামঊন ছিল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ-

অর্থাৎ তোমাদের নিকট আমার নিষেধ পৌঁছিবার পর তোমরা যদি তাহাদের সহিত সেই স্থানে বস, যেখানে তাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করে এবং উহা লইয়া বিদ্রূপ ও উপহাস করে, তবে তোমরা তাহাদের সমান পাপী ও অপরাধী হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী, সে যেন এইরূপ দস্তরখানে না বসে, যাহাতে মদ্য পরিবেশিত হয়।

আলোচ্য আয়াতে যে নিষেধের উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, উহা সূরা আল-আন'আমের নিম্নোক্ত মাক্কী আয়াতে রহিয়াছে ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ-

'যাহারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত থাকে, তাহাদিগকে দেখিলে তুমি তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া থাক যতক্ষণ না তাহারা ভিন্ন আলোচনায় লিপ্ত হয়।'

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াত সূরা আন'আমের নিম্নোক্ত আয়াতকে রহিত করিয়াছে ঃ

وَمَاعَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ-

'যাহারা আল্লাহকে ভয় করিয়া চলে, তাহাদের উপর উহাদের (কাফিরদের) পরিকল্পনার কোন প্রতিক্রিয়া পতিত হইবে না; তবে তাহারা যেন (কাফিরদিগকে) উপদেশ প্রদান করে। হয়তো তাহারা আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিবার পথ গ্রহণ করিবে।'

اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا.

অর্থাৎ মুনাফিক শ্রেণী এবং অন্যান্য কাফির শ্রেণী দুনিয়াতে যেরূপ কুফরের বিষয়ে এক শ্রেণী আরেক শ্রেণীর শরীক ও সঙ্গী, আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা উভয় শ্রেণীকে তদ্রূপ জাহান্নামের উত্তপ্ত পানি, দুর্গন্ধময় পুঁজ, অকল্পনীয়রূপে তিক্ত ফল ইত্যাদিতে পরস্পরের শরীক ও অংশীদার করিবেন।

(١٤١) اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۟

১৪১. "যাহারা তোমাদের (ফলাফলের) প্রতীক্ষায় থাকে, তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদের জয় হইলে (তোমাদিগকে) বলে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ? আর

ভাগ্য যদি অবিশ্বাসীদের অনুকূল হয়, তাহারা (তাহাদিগকে) বলে, আমরা কি তোমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করি নাই এবং আমরা কি তোমাদিগকে বিশ্বাসীদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই ? আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করিবেন এবং আল্লাহ্ কখনই বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে কোন পথ রাখিবেন না।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ তাহারা মুসলমানদের পরাজয় এবং কাফিরদের বিজয় কামনা করে। অতঃপর যখন মুসলমানদের পক্ষে আল্লাহর সাহায্যে বিজয় ও গনীমত আসে, মুনাফিকগণ তখন এই বলিয়া তাহাদের প্রতি ভালবাসা দেখায় যে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ? আর যখন মুসলমানদের পরীক্ষার জন্যে সাময়িকভাবে কাফিরদের জয় লাভ ঘটে, তবে তাহারা কাফিরদিগকে বলে, আমরা কি গোপনে তোমাদের পক্ষে তথা তোমাদের বিজয়ের পক্ষে কাজ করি নাই আর আমরা কি মু'মিনদিগকে প্রতারিত করিয়া বিজয় তোমাদের পক্ষে আনয়ন করি নাই? ওহুদের যুদ্ধে ইহা ঘটিয়াছিল। তাই আল্লাহ্ বলেন, ওহে মুনাফিকগণ! আল্লাহ্ তোমাদের মনের খবর ভালরূপেই জানেন। আজ যদিও বিশেষ কারণে তোমাদিগকে তোমাদের কলুষ চরিত্রের শাস্তি প্রদান করা হইতেছে না; কিন্তু কিয়ামতে তিনি তোমাদের সকলের কার্যের বিচার করিবেন এবং তোমাদের মধ্যে ফয়সালা প্রদান করিবেন। আর সেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদিগকে কোনরূপ সুযোগ দিবেন না।

সুদ্দী বলিয়াছেন ঃ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ আমরা কি তোমাদের উপর বিজয়ী হইতে পারিতাম না ? উপরোক্ত শব্দ উপরোল্লিখিত অর্থে নিম্নের আয়াতেও ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

অর্থাৎ 'শয়তান তাহাদের উপর বিজয়ী হইয়াছে।'

আবদুর রাযযাক (র)......সুবাইয় আল-কিন্দী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা একটি লোক হযরত আলী (রা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا–

'আল্লাহ্ কখনো মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদিগকে কোনো সুযোগ দিবেন না।' এই আয়াতের বক্তব্য বাস্তবের সহিত কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে ? হযরত আলী (রা) বলিলেন, আয়াতটিকে উহার পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত সংযুক্ত করিয়া এইভাবে পড় ঃ

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا–

'আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনে তোমাদের সকলের বিচার করিবেন এবং তোমাদের বিষয়ে ফয়সালা প্রদান করিবেন। আর তিনি মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদিগকে কোনো সুযোগ দিবেন না।'

ইব্ন জুরাইজ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও উহার অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ মালিক আশজাঈ (র) হইতেও সুদ্দী (র) উহার অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন।

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন ঃ سبيل অর্থ দলীল-প্রমাণ।

আয়াতের তাৎপর্য ইহাও হইতে পারে যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা কোনক্রমেই মু'মিনদের উপর কাফিরদিগকে চূড়ান্ত বিজয় প্রদান করিবেন না। কখনো কোথাও কাফিরগণ মু'মিনদের উপর সাময়িক ও আংশিক বিজয় লাভ করিতে পারিলেও চূড়ান্ত বিজয় মু'মিনদের জন্যেই নির্ধারিত রহিয়াছে। তিনি মু'মিনদের উপর কাফিরদিগকে এইরূপ বিজয় কোনক্রমে প্রদান করিবেন না যাহাতে মু'মিনগণ ধ্বংস হইয়া যায়। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই চূড়ান্ত বিজয় মু'মিনগণ লাভ করিবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ–

'নিশ্চয়ই আমি রাসূলগণ ও অন্যান্য মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে ও যেদিন সাক্ষ্যসমূহ কায়েম হইবে, সেই দিনে সাহায্য করিব।'

আয়াতের উক্ত তাৎপর্য অনুযায়ী উহা মুনাফিকদের আশার গুড়ে বালি পড়িবার কথা ঘোষণা করিতেছে। মুনাফিকগণ আশা করিত, এক সময়ে কাফিরগণ মুসলমানদের উপর চূড়ান্ত জয় লাভ করিবে এবং উহাতে মুসলিম জাতি চিরতরে ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই আশায় তাহারা কাফিরদের নিকট গমন করিয়া তাহাদের পক্ষে কথা বলিত এবং তাহাদের সহিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিত যাহাতে কাফিরদের বিজয়ের পর তাহারা নিরাপদ থাকিতে পারে। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের উপরোক্ত আশা ভণ্ডুল হইবার কথা ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন, তিনি কোনক্রমে মু'মিনদের উপর কাফিরদিগকে এইরূপ বিজয় দিবেন না। আর মুনাফিকদের আশাও কোনো দিন পূরণ হইবে না। অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَاۤئِرَةٌ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْاَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ–

মুসলিম দাসকে কোনো কাফিরের নিকট বিক্রয় করিলে উক্ত বিক্রয় শুদ্ধ হইবে কি না—এ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল ফকীহ বলেন, এইরূপ বিক্রয়ে যেহেতু একজন মু'মিনের উপর কোনো কাফিরকে অধিকার, ক্ষমতা, প্রাধান্য এবং প্রভুত্ব প্রদান করা হয়, তাই উহা শুদ্ধ হইবে না। অনেক ফকীহ উপরোক্ত অভিমতের সমর্থনে—

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً–

—এই আয়াত পেশ করেন।

আরেক দল ফকীহ বলেন ঃ অনুরূপ বিক্রয় শুদ্ধ, তবে বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়কৃত মুসলিম দাস মুক্ত ও আযাদ হইয়া যাইবে। মুক্ত ও আযাদ হইয়া যাওয়া সম্পর্কিত নিজেদের উপরোক্ত অভিমতের সমর্থনে তাঁহারাও আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। ফকীহগণের উপরোল্লিখিত দুইটি অভিমতের প্রথম অভিমতটিই অধিকতর শুদ্ধ ও সঠিক।

(١٤٢) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۟ۙ

(١٤٣) مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝

১৪২. "মুনাফিকগণ আল্লাহকে প্রতারিত করিতে চাহে; বস্তুত তিনিই তাহাদিগকে প্রতারণার শিকার করিয়া থাকেন এবং যখন তাহারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানো জন্য। আর আল্লাহকে তাহারা অল্পই স্মরণ করে।"

১৪৩. "তাহারা দোটানায় দোদুল্যমান; না এদিকে-না ওদিকে। আর আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।"

তাফসীর ঃ সূরা বাকারার প্রথমভাগে يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই আয়াতেও এতদ্‌সম্বন্ধীয় আলোচনা হইয়াছে।

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ-

অর্থাৎ মুনাফিকগণ স্বীয় জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন মনে করে যে, দুনিয়াতে তাহারা যেরূপ মানুষের নিকট নিজদিগকে মু'মিন পরিচয় দিয়া উহা তাহাদের দ্বারা বিশ্বাস করাইয়া লইতেছে, আখিরাতে তদ্রূপ তাহারা আল্লাহকে দিয়া উহা বিশ্বাস করাইয়া লইতে পারিবে। তাহারা ভাবে, দুনিয়াতে যেইরূপে মানুষের নিকট তাহাদের প্রতারণা চলিতেছে, আখিরাতে উহা সেইরূপে আল্লাহর নিকট চলিবে। এইভাবে তাহারা আল্লাহকে প্রতারিত করিতে চাহিতেছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ-

'সেই দিন স্মরণযোগ্য, যেদিন আল্লাহ তাহাদের সকলকে পুনরুত্থিত করিবেন। তৎপর তাহারা তাঁহার নিকট (মিথ্যা) শপথ করিবে, যেমন (মিথ্যা) শপথ করে তোমাদের নিকট।'

وَهُوَ خَادِعُهُمْ -

অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে তাহাদের গুমরাহী ও পাপাচারে সময় ও অবকাশ দিতেছেন। তাহাদিগকে দুনিয়াতে সত্য হইতে দূরে, অনেক দূরে রাখিতেছেন। ইহাতে তাহারা ফুলিতেছে, গর্বিত হইতেছে এবং অধিকতর উৎসাহে পাপাচার করিতেছে। এইরূপে আখিরাতেও তাহাদিগকে নূর ও আলো তথা জান্নাত হইতে অনেক দূরে রাখিবেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ

الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ- يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِىُّ حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ- فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَأْوٰكُمُ النَّارُ هِىَ مَوْلٰكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ-

'সেই দিন মুনাফিক পুরুষ ও নারীগণ মু'মিনগণকে বলিবে, আমাদের জন্য একটু দাঁড়াও, আমরাও তোমাদের আলো হইতে কিছু আলো সংগ্রহ করি। বলা হইবে, আমাদের পিছনে ফিরিয়া আলো সংগ্রহ কর। ইত্যবসরে তাহাদের মাঝে একটি দেওয়াল খাড়া করা হইবে, উহাতে একটি দরজা থাকিবে। উহার অভ্যন্তরে থাকিবে আল্লাহর রহমত ও বাহিরে থাকিবে আযাব। তখন তাহারা মু'মিনদিগকে ডাকিয়া বলিবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গী ছিলাম না ? তাহারা বলিবে, হ্যাঁ, তবে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে বিপদে ফেলিয়াছ; তোমরা অপেক্ষা করিয়া দেখিতেছিলে ও সংশয়ী ছিলে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশিমত চলিয়া ধোঁকায় পড়িয়াছ। ইত্যবসরে আল্লাহর নির্দেশ আসিয়া গেল। সেই দাগাবাজরা তোমাদিগকে আল্লাহর নামে প্রতারিত করিয়াছে। অতঃপর আজ তোমাদের নিকট হইতে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না, কাফিরদের নিকট হইতেও নহে। দোযখ তোমাদের সকলের আশ্রয়স্থল আর কতই নিকৃষ্ট সেই প্রত্যাবর্তনস্থল!'

বিশুদ্ধ হাদীসে রহিয়াছে ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে শুনাইবার জন্যে কোন কাজ করে, আল্লাহ তাহাকে উহা শুনাইতেই দিবেন (উহার বিনিময়ে কোনরূপ পুরস্কার তাহাকে দিবেন না)। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্যে কোনো কাজ করে, আল্লাহ তাহাকে উহা দেখাইতেই দিবেন।

অপর এক হাদীসে রহিয়াছে ঃ আল্লাহ কোন কোন বান্দাকে বাহ্যত জান্নাতে লইয়া যাইবার নির্দেশ দিবেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাকে দোযখে পাঠাইবেন। আল্লাহর নিকট উহা হইতে আশ্রয় চাই।

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى-

অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হইতেছে সালাত। অথচ মুনাফিকগণ উহাতে দাঁড়ায় শৈথিল্য ও উদাসীনতার সহিত। কারণ তাহাদের না আছে উহাতে বিশ্বাস, না আছে আন্তরিক ইচ্ছা, না আছে তাহাদের আল্লাহ্ভীতি আর তাহারা না বুঝে নামাযের তাৎপর্য ও গুরুত্ব।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ কেহ যেন শৈথিল্যের সহিত নামাযে না দাঁড়ায়; বরং প্রত্যেকের জন্যে উচিত নামাযের মধ্যে নিমগ্ন ও আত্মস্থ থাকা। কারণ নামাযে সে আল্লাহর নিকট নিজের গোপন কথা পেশ করে। আল্লাহ তাহার দিকে মুখ ফিরান এই উদ্দেশ্যে যে, সে ডাকিলে তিনি তাহার ডাকে সাড়া দিবেন। অতঃপর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করিয়াছেন ঃ

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى-

উপরোক্ত সনদ ভিন্ন অন্য সনদেও অনুরূপ রিওয়ায়াত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে।

এইরূপে মুনাফিকদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى-

অর্থাৎ 'তাহারা নামাযে শৈথিল্য সহকারে হাযির হয়।'

يُـرَائُـوْنَ النَّـاسَ-

অর্থাৎ 'তাহারা লোককে দেখায়।' পূর্ববর্তী আয়াতাংশে নামাযে মুনাফিকদের বাহ্য বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে। আয়াতের এই অংশে তাহাদের অন্তরের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইতেছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, তাহাদের মনে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নাই। এমন কি আল্লাহর সহিত তাহাদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নাই। তাহারা মানুষের ভয়ে তাহাদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য নামাযে উপস্থিত হয়। আর এ কারণেই দেখা যায়, যে সকল নামাযে অন্ধকারে লোকেরা একে অপরকে সাধারণত দেখিতে পায় না যেমন, ইশা ও ফজরের নামায, সে সকল নামাযে ইহারা খুব কমই উপস্থিত হয়।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকদের নিকট অধিকতম কষ্টদায়ক নামায হইতেছে ইশার নামায ও ফজরের নামায। যদি তাহারা জানিত, উক্ত নামাযদ্বয়ে কি নেকী রহিয়াছে, তবে তাহারা হামাগুড়ি দিয়া হইলেও উহাতে উপস্থিত হইত। আমার ইচ্ছা হয়, নামাযের জন্যে ইকামাত বলিতে নির্দেশ দিই আর উহা বলা হয়। অতঃপর কাহাকেও ইমাম হইয়া নামায আদায় করিতে নির্দেশ দিই আর সে উহা করে। অতঃপর কতিপয় লোক লইয়া সেই সকল লোকের নিকট যাই যাহারা নামাযে উপস্থিত হয় না এবং তাহাদের শুদ্ধ তাহাদের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিই।

অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাহাদের কেহ যদি সংবাদ পাইত যে, সে একখানা স্থূল অস্থি অথবা দুইখানা লোভনীয় ক্ষুর লাভ করিতে পারিবে, তবে সে নিশ্চয়ই নামাযে উপস্থিত হইত। সেই সকল লোকের ঘরবাড়িতে যদি নারী ও শিশু-কিশোর না থাকিত, তবে আমি তাহাদিগকে শুদ্ধ তাহাদের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিতাম।

হাফিয আবূ ইয়ালা (র)......হযরত আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি লোক সমক্ষে সুন্দররূপে নামায আদায় করে; অথচ নির্জনে ত্রুটিপূর্ণ করিয়া উহা আদায় করে, সে তাহার মহান প্রতিপালক প্রভুর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে।

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا-

অর্থাৎ তাহারা নামাযে আল্লাহর প্রতি ভয়-ভীতি, মনোযোগ ও মনোনিবেশের ধার ধারে না। তাহারা উহাতে যাহা বলে, তৎপ্রতি তাহাদের অন্তর নিবিষ্ট থাকে না; বরং তাহারা উহাতে উদাসীন, অমনোযোগী ও নির্লিপ্ত থাকে। যে মহাকল্যাণ নামাযে নিহিত রহিয়াছে, তাহারা উহা লাভে অনিচ্ছুক ও পরাঙ্মুখ থাকে।

ইমাম মালিক (র)......হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ এই হইতেছে মুনাফিকের নামায। এই হইতেছে মুনাফিকের নামায। এই হইতেছে মুনাফিকের নামায। সে সূর্যের অস্তগমনের অপেক্ষায় থাকে। সূর্য শয়তানের দুই শৃঙ্গের মধ্যে পতিত হইলে সে উঠিয়া দ্রুত চারি রাকাআত নামায পড়িয়া লয়। উহাতে সে সামান্যই আল্লাহকে স্মরণ করে।

ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র) উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী আলা ইবনে আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসকে হাসান-সহীহ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ اِلَى هٰؤُلاَءِ وَلاَ اِلَى هٰؤُلاَءِ

অর্থাৎ ইহারা ঈমান ও কুফরের মধ্যে দোদুল্যমান রহিয়াছে। ইহারা বাহ্য আচরণ ও অন্তর উভয় দিক দিয়া না মু'মিনদের সহিত রহিয়াছে আর না কাফিরদের সহিত রহিয়াছে, বরং বাহ্য আচরণে মু'মিনদের সহিত এবং অন্তরে কাফিরদের সহিত রহিয়াছে। ইহারা ঈমান ও কুফরের মাঝখানে দোদুল্যমান হইয়া কখনো মু'মিনদের প্রতি এবং কখনো কাফিরদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيْهِ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا-

'যখন তাহারা আলো পায়, উহাতে অগ্রসর হয় এবং যখন আঁধারে হাবুডুবু খায়, তখন দাঁড়াইয়া থাকে।'

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ لاَ اِلَى هٰؤُلاَءِ। অর্থাৎ ইহারা সাহাবীদের সহিতও নহে এবং وَلاَ اِلَى هٰؤُلاَءِ। অর্থাৎ ইহারা ইয়াহূদীদের সহিতও নহে।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে দুই পাল ভেড়ার মধ্যবর্তী স্থানে দুইদিকে ধাবমান একটি ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য। ভেড়াটি একবার এই ভেড়ার পালের দিকে দৌড়াইয়া আসে এবং একবার ঐ ভেড়ার পালের দিকে দৌড়াইয়া যায়। কোন্ ভেড়ার পালের সহিত চলিবে, তাহা ঠিক করিতে পারে না।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইমাম মুসলিম (র) ভিন্ন অন্য কেহ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন নাই। ইমাম মুসলিম (র) ইহা মাওকূফ হাদীস হিসাবেও বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি ঃ ইমাম আহমদ (র) ইহা মারফূ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ এবং আলী ইব্ন আসিম (র) মারফূ' বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ ইব্ন আবূ শায়বা, হাম্মাদ ইব্ন সালমা ও সাখর ইব্ন জুওয়াইরিয়াহ (র) ইব্ন উমরের মাধ্যমে মারফূ বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......হুযায়ল ইব্ন বিলাল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা ইব্ন আবূ আবীদা পবিত্র মক্কায় এক স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-ও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইব্ন আবূ আবীদা বলিলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন যে, নবী

করীম (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মুনাফিকের অবস্থান হইবে كالشاة بين الربضين من الغنم। (দুই পাল ভেড়ার মধ্যবর্তী বিচরণশীল একটি ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য)। উহা এই পালের নিকট আসিলে পালের ভেড়াগুলি উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে, আবার ঐ পালের নিকট গেলে উহারা উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে। ইহা শুনিয়া হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। ইহাতে উপস্থিত জনতা ইব্‌ন আবূ আবীদার প্রশংসা করিল। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, তোমরা তোমাদের এই সঙ্গী সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা পোষণ করো, আমিও তাহার সম্বন্ধে সেইরূপ ধারণা পোষণ করি। কিন্তু আমার সাক্ষী হইতেছেন আল্লাহ। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিনে মুনাফিকের অবস্থা হইবে كالشاة بين الغنمين। (দুই ভেড়ায় মধ্যবর্তী স্থানে বিচরণশীল একটি ভেড়ার অবস্থার তুল্য)। উহা এই ভেড়ার নিকট আসিলে উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে, আবার ঐ ভেড়ার নিকট গেলে উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে। ইব্‌ন আবূ আবীদা বলিলেন, উহাদের অর্থ তো একই। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, আমি এইরূপই শুনিয়াছি।

ইমাম আহমদ (র)......ইব্‌ন জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা উবায়দ ইব্‌ন উমায়র লোকদের নিকট বক্তব্য রাখিতেছিলেন। তাহার নিকট তখন হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। উবায়দ ইব্‌ন উমায়র বলিলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে, দুই পাল ভেড়ার মধ্যবর্তী স্থানে (অস্থিরভাবে) বিচরণশীল ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য। উহা এই পালের নিকট আগমন করিলে পালের ভেড়াগুলি উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে, আবার ঐ পালের নিকট গমন করিলে উহারা উহাকে লাথি মারে। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, হাদীসটি এইরূপ নহে। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে كشاة بين غنمين — দুই ভেড়ার মধ্যবর্তী স্থানে (অস্থিরভাবে) বিচরণশীল কোন ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য। উহা এই ভেড়ার নিকট আগমন করিলে উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে, আবার ঐ ভেড়ার নিকট গমন করিলে উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে। ইহাতে উবায়দ ইব্‌ন উমায়র রাগান্বিত হইলেন। এতদ্দর্শনে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, শুনুন, আমি উহা [নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে] না শুনিলে আপনাকে শুনাইতাম না।

ইমাম আহমদ (র)......ইয়াফুর ইব্‌ন যুদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা উবায়দ ইব্‌ন উমায়র লোক সমক্ষে উপদেশমূলক ঘটনা বর্ণনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين অর্থাৎ দুইপাল ভেড়ার মাঝখানে এদিকে ওদিকে ধাবমান একটি ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, সাবধান! তোমরা নবী করীম (সা) সম্বন্ধে মিথ্যা বলিও না। তিনি উহা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে দুই ভেড়ার মাঝখানে এদিক ওদিক ধাবমান একটি ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য। ইমাম আহমদ (র) উপরোক্ত হাদীস হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে উবায়দ ইব্‌ন উমায়রের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ মুমিন, মুনাফিক এবং কাফিরের অবস্থা

হইতেছে নিম্নোক্ত তিনটি লোকের অবস্থার সমতুল্য। তিনটি লোক একটি নিম্নভূমির নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন উহাতে নামিয়া উহা অতিক্রম করিয়া গেল। তৎপর তাহাদের আরেকজন উহাতে নামিল। সে উহার অর্ধাংশ অতিক্রম করিবার পর প্রথম প্রান্তে অবস্থিত লোকটি তাহাকে ডাকিয়া বলিল, সাবধান! কোথায় যাইতেছে, ধ্বংসের দিকে ? এইস্থানে ফিরিয়া আইস। পক্ষান্তরে নিম্নভূমির দ্বিতীয় প্রান্তে অবস্থিত লোকটি তাহাকে ডাকিয়া বলিল, নাজাত এইদিকে রহিয়াছে; এইদিকে আইস। নিম্নভূমির মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান লোকটি একবার এই লোকটির দিকে তাকায়, আর একবার ওই লোকটির দিকে তাকায়। এমন সময়ে স্রোত আসিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিল। যে লোক নিম্নভূমি অতিক্রম করিয়া গেল, মু'মিনের অবস্থা হইতেছে তাহার অবস্থার সমতুল্য। যে লোকটি ডুবিয়া মরিল, মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে তাহার অবস্থার সমতুল্য। তাহারা দ্বিধার দোলায় দোদুল্যমান। না এই দলে আছে, আর না ঐ দলে আছে। আর যে লোকটি নিম্নভূমির প্রথম প্রান্তে অবস্থান করিতেছে, কাফিরের অবস্থা তাহার সমতুল্য।

ইব্ন জারীর (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা (র) বলেন ঃ

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ اِلَى هٰؤُلاَءِ وَلاَ اِلَى هٰؤُلاَءِ-

এই আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, মুনাফিকগণ অন্তরে মু'মিন নহে; আবার অন্তরের শিরকের কথা প্রাকাশ্যে স্বীকারও করে না।

কাতাদা (র) আরও বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) মু'মিন, মুনাফিক এবং কাফির সম্বন্ধে নিম্নের দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করিতেন ঃ

তিনটি লোক একটি স্রোতস্বিণীর তীরে উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন উহাতে নামিয়া উহা অত্রিক্রম করিল। তৎপর তাহাদের আরেকজন উহাতে নামিয়া অপর তীরে উপনীত লোকটির নিকটবর্তী হইলে পূর্ব তীরে অবস্থিত লোকটি তাহকে ডাকিয়া বলিল, আমার নিকট ফিরিয়া আইস। কারণ আমার ভয় হয়, তুমি ডুবিয়া মরিবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পারে উপনীত লোকটি তাহাকে ডাকিয়া বলিল, এইদিকে আমার নিকট আইস। কারণ এইদিকে সাফল্য রহিয়াছে। লোকটি দ্বিধার দোলায় দোদুল্যমান হইল। এই সময়ে প্রবল স্রোত আসিয়া তাহাকে ডুবাইয়া মারিল। মু'মিনের অবস্থা হইতেছে স্রোতস্বিণী অতিক্রম করিয়া অপর তীরে উপনীত লোকটির সমতুল্য। মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে দ্বিধার দোলায় দোদুল্যমান থাকিয়া সলিল-সমাধিপ্রাপ্ত লোকটির অবস্থার সমতুল্য। মুনাফিক ব্যক্তি সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে দিনাতিপাত করিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। কাফিরের অবস্থা হইতেছে স্রোতস্বিণীর প্রথম তীরে অবস্থানকারী লোকটির সমতুল্য।

কাতাদা (র) আরও বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে দুই পাল ভেড়ার মাঝখানে ভ্যা ভ্যা করিয়া এদিক ওদিক বিচরণশীল একটি ভেড়ার সমতুল্য। উহা একপাল ভেড়াকে একটি সবুজ চারণ ভূমিতে বিচরণরত দেখিয়া উহাদের দিকে আগাইয়া গেলে উহারা উহাকে শুঁকিয়া অপরিচিত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। উহা পুনরায় আরেক পাল ভেড়াকে একটি সবুজ চারণভূমিতে বিচরণরত

দেখিয়া তাহাদের দিকে আগাইয়া গেল। উহারাও উহাকে শুঁকিয়া অপরিচিত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল।

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلاً-

অর্থাৎ আল্লাহ যাহাকে হিদায়াত হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার জন্যে হিদায়াতের কোন পথ তুমি পাইবে না এবং তাহার জন্যে কোন অভিভাবক ও সত্য পথ প্রদর্শক তুমি পাইবে না। আর মুনাফিকদিগকে আল্লাহ্ হিদায়াত হইতে মাহ্রূম ও বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব তাহাদের জন্য অন্য কোন সত্য পথ প্রদর্শনকারী নাই। যে অন্ধকারের মধ্যে তাহারা মাথা কুটিয়া মরিতেছে, উহা হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া আলোতে আনিবার অন্য কেহ নাই। কারণ আল্লাহ্র ফয়সালার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে, এমন কেহ নাই। স্বীয় কার্যে তাঁহাকে কাহারও নিকট জওয়াবদিহী করিতে হয় না; বরং সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁহার নিকট জওয়াবদিহী করিতে হয়।

(١٤٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

(١٤٥) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ○

(١٤٦) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

(١٤٧) مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

১৪৪. "হে বিশ্বাসিগণ! বিশ্বাসিগণের পরিবর্তে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও ?"

১৪৫. "মুনাফিকগণ তো অগ্নির নিম্নতম স্তরে রহিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনও কোনো সহায়ক পাইবে না।"

১৪৬. "কিন্তু যাহারা তওবা করে, নিজদিগকে সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাহাদের দীনকে নির্মল করে, তাহারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকিবে এবং বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ মহা পুরস্কার দিবেন।"

১৪৭. "তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো ও বিশ্বাস করো, তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহ্র কি কাজ ? আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাফিরদিগকে বন্ধু বানাইতে, তাহাদের পক্ষে লাভজনক কাজ করিতে, গোপনে তাহাদের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি জ্ঞাপন করিতে এবং মু'মিনদের গোপন খবর তাহাদিগকে জানাইতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিতেছেন। এইরূপে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ

উপরোদ্ধৃত আয়াতের وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, তোমরা আল্লাহর নিষেধ অমান্য করিলে তিনি যে তোমাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন, সেই সম্বন্ধে আল্লাহ তোমাদিগকে সর্তক করিয়া দিতেছেন।

اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا

অর্থাৎ 'তোমরা কি ইহা চাহ যে, তোমাদিগকে আল্লাহ কর্তৃক শাস্তি প্রদান করিবার পক্ষে তাঁহাকে স্পষ্ট যুক্তি প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে?'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) سُلْطَانًا مُّبِيْنًا (স্পষ্ট যুক্তি)-এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ পবিত্র কুরআনে 'সুলতান' শব্দটি সর্বক্ষেত্রে যুক্তি বা প্রমাণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

উপরোক্ত রিওয়ায়াতের সনদ বিশুদ্ধ। মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কারযী, যাহ্হাক, সুদ্দী এবং নযর ইব্ন আরাবী (র)-ও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

একশত পঁয়তাল্লিশতম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ মুনাফিকগণ আখিরাতে দোযখের নিম্নতর স্তরে থাকিবে। ইহা হইতেছে তাহাদের ঘৃণ্যতম ও জঘন্যতম কুফরের শাস্তি। তাহাদিগকে শাস্তি হইতে মুক্তি দিবার মত কোন সাহায্যকারী তাহদের জন্যে থাকিবে না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ওয়ালেবী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ দোযখের নিম্নতর স্তরে। কোন কোন তাফসীরকার বলিয়াছেন ঃ বেহেশতের যেরূপ একাধিক স্তর রহিয়াছে, দোযখেরও সেইরূপ একাধিক স্তর রহিয়াছে। সুফিয়ান সাওরী (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকদিগকে আগুনের সিন্দুকসমূহে আবদ্ধ করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। ইমাম ইব্ন জারীর (র)-ও উপরোক্ত ব্যাখ্যা হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ 'উহা হইতেছে কতগুলি ঘর। উহার দরজা রহিয়াছে। মুনাফিকদিগকে উহাতে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের নিম্নে ও উর্ধ্বে উভয় দিকে আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে।'

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ 'মুনাফিকগণ অগ্নিগর্ভ সিন্দুকে থাকিবে। উহাদের মধ্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায়

Contents

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকদিগকে অগ্নিপূর্ণ লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ রাখা হইবে। উহার দরজা এমনভাবে বন্ধ হইবে যাহাতে উহা খুলিবার স্থান খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর না হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......কাসিম ইব্ন আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট কিয়ামতের দিনে মুনাফিকদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ তাহাদিগকে অগ্নিপূর্ণ সিন্দুকসমূহে আবদ্ধ করিয়া দোযখের নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করা হইবে।

وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

অর্থাৎ তাহাদিগকে দোযখের ভীষণতর শাস্তি হইতে মুক্তি দিবার মত কোন সাহায্যকারী পাওয়া যাইবে না।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের জন্যে নির্ধারিত ভীষণতম শাস্তির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য পরবর্তী আয়াতে তিনি বলিতেছেন ঃ কিন্তু যে সকল মুনাফিক মৃত্যুর পূর্বে কুফর ও নিফাক পরিত্যাগ করিয়া নেক আমল করিবে, আল্লাহ্র ভালবাসাকে হৃদয়ে ধারণ করিবে ও কর্মে প্রতিফলিত করিবে এবং লোক দেখানোর মানসিকতা ত্যাগ করিয়া নিজের দেহমন একমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার সন্তুষ্টিতে নিবেদন করিবে, তাহারা কিয়ামতে মু'মিনদের দলভুক্ত হইবে। আল্লাহ্র প্রতি নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং একমাত্র তাঁহার সন্তুষ্টি বিধানের মানসিকতা মানুষের সামান্যতম নেক আমলকেও মূল্যবান ও মর্যাদাবান করিয়া দেয়। মুনাফিকগণ নিফাক ত্যাগ করত আল্লাহর প্রতি ইখলাস ও নিষ্ঠার সহিত নেককাজ করিয়া গেলেই শুধু তাহারা মু'মিনদের দলভুক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে; অন্যথায় নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).....হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমার দীনকে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত কর। এইরূপ করিলে স্বল্প নেককাজই তোমার জন্যে যথেষ্ট হইবে।'

وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا-

অর্থাৎ অচিরেই আল্লাহ মু'মিনদিগকে মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত করিবেন। তাই নিফাকের মধ্যে নহে; বরং নিফাক পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে নেককাজ করিয়া যাইবার মধ্যেই মুনাফিকদের প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ আল্লাহ সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত। তোমাদিগকে আযাব দিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার নাই। শুধু তোমাদের পাপের কারণে তিনি তোমাদিগকে আযাব দেন। তোমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হইলে, নেক আমল করিলে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিলে কেন তোমাদিগকে তিনি আযাব দিতে যাইবেন ? তোমাদিগকে আযাব দেওয়ায় তাঁহার তো কোন লাভ নাই। তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে, নেক আমল করিলে এবং ঈমান আনিলে তিনি তোমাদিগকে আযাব দিবেন না। পরন্তু তিনি তজ্জন্য তোমাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিবেন। কারণ তিনি নেককাজ ও ঈমানকে মূল্য দিয়া থাকেন। কেহ ঈমান আনিলে তাহা তিনি ভালোভাবে জানেন এবং তদনুযায়ী তাহাকে যোগ্যতম পুরস্কারই প্রদান করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ষষ্ঠ পারা

(١٤٨) لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ○

(١٤٩) اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ○

১৪৮. "মন্দ ভাষার অবতারণা আল্লাহ ভালবাসেন না। তবে যাহার উপর যুলম করা হইয়াছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র; এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

১৪৯. "তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করিলে অথবা গোপনে করিলে অথবা কটু কথা ক্ষমা করিলে আল্লাহও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বলিতেছেন ঃ কেহ কাহারও প্রতি বদদু'আ করিলে তাহা আল্লাহ পসন্দ করেন না। তবে কেহ অত্যাচারিত হইলে তাহার জন্যে অত্যাচারী ব্যক্তির প্রতি বদদু'আ করিবার অনুমতি রহিয়াছে। তবে ধৈর্যধারণ করা তাহার জন্যে শ্রেয়তর।

আবূ দাউদ (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি দ্রব্য চুরি হইয়া গেল। তিনি চোরের জন্যে বদদু'আ করিতে লাগিলেন। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন, 'তাহার (গুনাহের) বোঝাকে হালকা করিয়া দিও না।'

হযরত হাসান বসরী (র) হইতে আরো বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর প্রতি বদদু'আ করিবে না; বরং এই বলিবে ঃ আয় আল্লাহ! তুমি তাহার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো এবং তাহার নিকট হইতে আমার হক আদায় করিবার ব্যবস্থা করিয়া দাও।

হযরত হাসান বসরী (র) হইতে আরো বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যচারীর জন্যে বদদু'আ করিতে অনুমতি দিয়াছেন বটে, তবে তাহাকে অত্যাচার করিবার অনুমতি অত্যাচারিত ব্যক্তিকে দেন নাই।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল করীম ইব্ন মালিক আল-জাযরী বলিয়াছেন ঃ কেহ কাহাকেও গালি দিলে সে তাহাকে গালি দিয়া প্রতিশোধ লইতে পারে; কিন্তু কেহ কাহারও বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করিলে সে তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া প্রতিশোধ লইতে পারিবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ–

অর্থাৎ 'অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিশোধ নেয়, তাহাদের পক্ষে কোনো পথ (প্রতিপক্ষকে শাস্তি প্রদানের যুক্তি) নাই।'

আবূ দাউদ (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ পরস্পর গালিদাতা দুই ব্যক্তির গালির বক্তব্য বিষয় প্রথম গালিদাতা ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য হইবে যতক্ষণ না অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচার করে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুর রাযযাক (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কোনো ব্যক্তি কাহারও বাড়িতে অতিথি হইলে গৃহস্থ ব্যক্তি অতিথি সেবার কর্তব্য পালন না করিলে অতিথি বক্তি মানুষের নিকট বলিতে পারে, আমি অমুক ব্যক্তির বাড়িতে অতিথি হইয়াছিলাম; কিন্তু সে ব্যক্তি আমকে সেবা করে নাই। আলোচ্য আয়াতে যে মন্দ কথা প্রচার করিবার অনুমতি অত্যাচারিত ব্যক্তির জন্যে রহিয়াছে, গৃহস্থ কর্তৃক অতিথির প্রতি স্বীয় কর্তব্য পালন না করা সেইরূপ একটা মন্দ কথা বটে। অতএব মানুষের নিকট উহা প্রচার করিয়া গৃহস্থের নিকট হইতে স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিয়া লওয়া অতিথির জন্যে অন্যায় হইবে না।

ইব্ন ইসহাক (র)......মুজাহিদ হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে একাধিক রাবীও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম নাসাঈ ও ইমাম তিরমিযী (র) ব্যতীত অন্যান্য সিহাহ সিত্তাহর সংকলক হযরত উক্বা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উক্বা ইব্ন আমির (রা) বলেন ঃ একদা আমরা হযরত নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আরয করিলাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদিগকে বিভিন্ন সময়ে (বিভিন্ন স্থানে) প্রেরণ করেন। কখনো কখনো আমরা এইরূপ গোত্রের নিকট যাত্রা বিরতি করি, যাহারা অতিথি হিসাবে আমাদিগকে সেবা করে না। এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা কি করিব ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ 'তোমরা কোন গোত্রের নিকট যাত্রা বিরতি করিলে যদি তাহারা তোমাদের সেবার ব্যাপারে তাহাদের কর্তব্য পালন করিতে চাহে, তবে তোমরা উহা তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করো; আর যদি তাহারা উহা পালন করিতে না চাহে, তবে তোমরা তাহাদের নিকট হইতে তোমাদের সেবার হক আদায় করিয়া লও।

ইমাম তিরমিযী (র) উপরোক্ত হাদীস ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... মিক্দাম ইব্ন আবূ কারীমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কোন মুসলমান যদি কোন গোত্রের নিকট অতিথি হয় আর সে সেবা বঞ্চিত হইয়া অনাহারে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহাদের ফসল ও সম্পত্তি হইতে রাত্রির খাদ্য আদায় করিয়া লইতে তাহাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।' উল্লেখিত সনদে উপরোক্ত হাদীস শুধু ইমাম আহমদই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত মিকদাম ইব্ন আবূ কারীমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কোন মুসলমানের বাড়িতে রাত্রিতে কেহ অতিথি হইলে তাহাকে সেবা করা তাহার প্রতি ওয়াজিব। তাহার দায়িত্ব পালন না করিবার কারণে অতিথি তাহার বাড়ির আঙ্গিনায় অভুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইলে রাত্রির খাদ্য তাহার উপর অতিথির প্রাপ্য ঋণ হইয়া যাইবে। সে ইচ্ছা করিলে উহা তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে উহার দাবি ত্যাগও করিতে পারে।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ ও অনুরূপ অন্যান্য হাদীসের কারণে ইমাম আহমদ (র) প্রমুখ ফকীহগণ বলিয়াছেন যে, অতিথি সেবা ওয়াজিব। হাফিয আবূ বকর আল-বাযযার বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসও উপরোক্ত হাদীসসমূহের শ্রেণীভুক্ত। যেমন ঃ

হাফিয আবূ বকর আল-বাযযার (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, আমার এক প্রতিবেশি

আমাকে কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, তোমার মালপত্র বাহির করিয়া রাস্তায় রাখো। লোকটি নিজের মাল-পত্র বাহির করিয়া উহা রাস্তায় নিক্ষেপ করিল। অতঃপর যে লোকই তাহার কাছ দিয়া পথ অতিক্রম করিল, সেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হইয়াছে ? সে বলিল, আমার প্রতিবেশি আমাকে কষ্ট দেয়। ইহা শুনিয়া প্রত্যেক পথচারীই বলিল, হে আল্লাহ! তুমি তাহাকে রহমত হইতে বঞ্চিত করো। হে আল্লাহ তুমি তাহাকে লাঞ্ছিত করো। ইহাতে কষ্টদাতা প্রতিবেশিটি লোকটিকে বলিল, 'তুমি ঘরে যাও। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আর কোনদিন কষ্ট দিব না।

ইমাম আবূ দাউদ (র) 'কিতাবুল আদব'-এ উপরোক্ত হাদীস মুহাম্মদ ইব্ন আজলান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ বকর আল-বাযযার উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন, উপরোক্ত হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অন্য কোন সনদে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অবশ্য উপরোক্ত হাদীস নবী করীম (সা) হইতে আবূ জুহাইফা, ওয়াহাব ইব্ন আবদুল্লাহ এবং ইউসুফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন সালামও বর্ণনা করিয়াছেন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা গোপনে অথবা প্রকাশ্যে নেককাজ করিলে অথবা তোমাদের প্রতি কেহ অসদাচরণ করিবার পর তোমরা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলে আল্লাহ তজ্জন্য তোমাদিগকে বিপুল পুরস্কার প্রদান করিবেন। আল্লাহর অন্যতম গুণ এই যে, তিনি বান্দাকে শাস্তি দিবার ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ আরশের বাহক ফেরেশতাগণ আল্লাহর পবিত্রতা, প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। তাহাদের কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ। তুমি সব জানিয়াও ধৈর্যধারণ করিয়া থাক, এইজন্য তোমার মহানুভবতা বর্ণনা করিতেছি। কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ। তুমি শাস্তি দিতে পারা সত্ত্বেও ক্ষমা করিয়া দাও, এই জন্যে তোমার মহানুভবতা বর্ণনা করিতেছি।

সহীহ হাদীসে আরও রহিয়াছে ঃ দান-খয়রাতে সম্পত্তি হ্রাস পায় না। আল্লাহর যে সব বান্দা ক্ষমা করিয়া দেয়, তিনি তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিনয়ের স্বভাব ধারণ করে, আল্লাহ তাহাকে মর্যাদা প্রদান করেন।

(١٥٠) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۙ

(١٥١) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا

(١٥٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۧ

১৫০. "যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মাঝে তারতম্য করিতে চাহে এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি' অতঃপর ইহাদের মধ্যবর্তী এক পথ অবলম্বন করিতে চাহে।"

১৫১. "প্রকৃতপক্ষে ইহরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।"

১৫২. "যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলগণে বিশ্বাস করে এবং তাহাদের একের সহিত অপরের পার্থক্য করে না, উহাদিগকেই তিনি পুরস্কার দিবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

তাফসীর ঃ ১৫০ ও ১৫১ নং আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী, নাসারা প্রভৃতি জাতিকে তাহাদের জন্যে দোযখের ভয়াবহ আযাব নির্ধারিত করিয়া রাখিবার সংবাদ শুনাইতেছেন। তাহাদের জন্যে উক্ত আযাব নির্ধারিত হইবার কারণ এই যে, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনিবার বেলায় পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা আল্লাহর কোন রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, আবার কোন রাসূলকে অবিশ্বাস করিয়াছে। তাহাদের এই কুফরীর কারণ সত্য বিদ্বেষ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ এবং চিরাচরিত প্রথা ও পূর্ব পুরুষদের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহাদের নিকট স্বীয় আচরণের পক্ষে কোন প্রমাণ নাই, থাকিতে পারে না। ইয়াহূদীগণের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। তাহা ছাড়া তাহারা অন্যান্য নবীর প্রতি ঈমান আনিলেও হযরত ঈসা (আ) ও সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই। খ্রিস্টানগণ অন্যান্য নবীর প্রতি ঈমান আনিলেও নবীকুল-শিরোমণি খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই। 'সামেরা' সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ)-এর প্রতিনিধি হযরত ইউশা (আ)-এর পরবর্তী কোন নবীতেই বিশ্বাসী নহে। অগ্নি উপাসক জাতি সম্বন্ধে কথিত আছে, তাহারা 'যারদশ্‌ত' নামক তাহাদের প্রতি প্রেরিত জনৈক নবীর প্রতি প্রথমে ঈমান আনিয়া পরে তাঁহার আনীত শারী'আতকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আল্লাহ তাহাকে তাঁহাদের মধ্য হইতে উঠাইয়া নিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ঈমান সম্পর্কীয় একটি মূল কথা এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি মাত্র একজন নবীকে অবিশ্বাস এবং তাঁহার প্রতি কুফর করে, তবে তাহার এই অবিশ্বাস ও কুফর সকল নবীর প্রতি অবিশ্বাস ও কুফরের শামিল হইবে। কারণ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যেক নবীর প্রতি ঈমান আনা ফরয ও অপরিহার্য কর্তব্য। এমতাবস্থায় ঈর্ষা, বিদ্বেষ অথবা অন্য কোনো কুপ্রবৃত্তির কারণে কেহ কোনো নবীর প্রতি কুফর করিলে স্বভাবতই একথা প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে, অন্যান্য নবীর প্রতি সে যে ঈমান আনিয়াছে, তাহা সত্যের প্রতি তাহার ভালবাসার কারণে নহে, বরং পার্থিব কোন তুচ্ছ স্বার্থের কারণে। যেমন ঃ গোত্র-প্রীতি কিংবা মাতাপিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত ধর্মীয় উত্তরাধিকার অথবা সমাজের অনুকরণ ইত্যাদি।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের তাৎপর্য এই যে, যাহারা যে কোন রাসূলের প্রতি কুফর করিবার দ্বারা আল্লাহ ও তাঁহার সকল রাসূলের প্রতি কুফর করে ও ঈমান আনিবার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, অর্থাৎ কাহারও প্রতি ঈমান আনে ও কাহারও প্রতি আনে না, বরং ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী একটি পথ অনুসরণ করে, উহা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হইতে পারে না।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোন নবীর প্রতি কুফরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ও তাঁহার সকল রাসূলের প্রতি কুফর বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। আরও লক্ষণীয় এই যে, ঈমান ও কুফরের উপরোক্ত মধ্যবর্তী পন্থার অনুসারীকে আল্লাহ তা'আলা 'নিশ্চিত কাফির' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী এইরূপ কোন পথ আল্লাহর নিকট কোনক্রমে গ্রহণযোগ্য নহে। উহা পূর্ণ কুফর বৈ কিছুই নহে।

وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

অর্থাৎ এই সকল কাফিরের জন্যে আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছনাকর মহা শাস্তি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ তাহারা তো নবীকে অবিশ্বাস করিয়াছে ও তাঁহাকে অবমাননা করিয়াছে। কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, পার্থিব ধন-সম্পদ ইত্যাদির মোহে আচ্ছন্ন হইয়াই তাহারা নবীর দাবি সম্বন্ধে যথাযোগ্য চিন্তা-ভাবনা করিবার অবকাশ পায় নাই। আবার কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, তাহারা জানিয়া বুঝিয়াই ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যেমন, অনেক ইয়াহূদী আলিম নবী করীম (সা)-কে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতা করিয়াছে, ষড়যন্ত্র করিয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে। অথচ তাহারা জানিত, মুহাম্মদ (সা) সত্যবাদী, তাঁহার দাবি সত্য এবং তিনি সত্য নবী। কিন্তু নবুওয়াতের ন্যায় বিশাল নিয়ামত আল্লাহ তাঁহাকে কেন প্রদান করিলেন—এই ঈর্ষাই তাহাদিগকে ঈমান আনিতে দেয় নাই। আল্লাহ তাহাদের জন্য যেরূপ আখিরাতের শাস্তি নির্ধারিত করিয়াছেন, তদ্রূপ দুনিয়ার শাস্তিও নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের সম্বন্ধে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ-

অর্থাৎ 'ইয়াহূদীগণের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে অপমান ও লাঞ্ছনা নামিয়া আসিয়াছে। আর তাহারা উভয় জগতে আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের অধীন থাকিবে।'

১৫২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর উম্মতকে মহা পুরস্কার তথা জান্নাতের সুসংবাদ দিতেছেন। কারণ, এই উম্মত সকল আসমানী কিতাব ও সকল নবীর প্রতি ঈমান রাখে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ-

অর্থাৎ 'রাসূল ও মু'মিনগণ তাহার প্রভু যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে। তাহারা সকলেই আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতা, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে। তাহারা বলে, আমরা নবীগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করি না।'

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا অর্থাৎ 'তাহাদের কেহ গুনাহ করিয়া থাকিলে আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়া দিবেন।'

(١٥٣) يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

(١٥٤) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

১৫৩. "কিতাবীগণ তোমাকে তাহাদের জন্য আসমান হইতে কিতাব অবতীর্ণ করিতে বলে; কিন্তু তাহারা মূসার নিকট ইহা অপেক্ষাও বড় দাবি করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, 'প্রকাশ্যে আমাদিগকে আল্লাহকে দেখাও।' তাহাদের সীমালংঘনের জন্য তাহারা বজ্রাহত হইয়াছিল। অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ তাহাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাও ক্ষমা করিয়াছিলাম্ এবং মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলাম।"

১৫৪. "তাহাদের অংগীকারের জন্য 'তূর' পর্বতকে তাহাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'নতশিরে দ্বার দিয়া প্রকাশ কর।' আর তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'শনিবারে সীমালংঘন করিও না' এবং তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম।"

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল-কার্‌যী, সুদ্দী ও কাতাদা (র) বলিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট দাবি জানাইয়াছিল যে, যেরূপে তাওরাত কিতাব হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহর তরফ হইতে লিখিত আকারে নাযিল হইয়াছিল, সেইরূপে তিনি যেন আল্লাহকে দিয়া একখানা লিখিত কিতাব তাহাদের উপর নাযিল করান।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলিয়াছেন ঃ তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট দাবি জানাইয়াছিল যে, তিনি যেন আল্লাহকে দিয়া অমুক, অমুক এবং অমুক ব্যক্তির নিকট প্রেরিতব্য পুস্তিকা নাযিল করান। উহাতে নবী করীম (সা) কর্তৃক আনীত বিষয়সমূহের সমর্থন ও সত্যায়ন থাকিতে হইবে। তাহারা যে দাবিই জানাইয়া থাকুক না কেন, তাহাদের দাবির মূলে সত্যপ্রেম ও সত্যনিষ্ঠা ছিল না; বরং উহার মূলে ছিল সত্য বিদ্বেষ ও সত্য বিমুখতা। ইতিপূর্বে মক্কার কুরায়শ গোত্রও নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুরূপ আব্দার তুলিয়াছিল। সূরা বনী ইসরাঈলের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে কুরায়শ গোত্রের উপরোক্ত দাবির বর্ণনা রহিয়াছে ঃ

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا -اَوْتَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا. اَوْتُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا

كِسَفًا اَوْتَاْتِىَ بِا للّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلاً. اَوْيَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْتَرْقٰى فِى السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْ مِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهُ. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً-

অর্থাৎ 'তাহারা (মুশরিকরা) বলে, আমরা কখনও তোমার উপর ঈমান আনিব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূগর্ভ হইতে ঝর্ণাধারা উৎসারিত করিবে। অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙুরের এমন বাগান সৃষ্টি হইবে যাহার মাঝে মাঝে নহর প্রবহমান থাকিবে। অথবা তোমার ধারণা মুতাবিক আমাদের উপর আসমান ভাংগিয়া পড়িবে।....

فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْآ اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ-

অর্থাৎ 'তাহারা মূসার নিকট ইহা হইতেও অধিকতর অযৌক্তিক দাবি তুলিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমাদিগকে প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখাও। তাহাদের অবাধ্যতা, সত্য বিদ্বেষ ও সত্যদ্রোহের ফলে তাহারা অশনি সম্পাতে ধ্বংস হইল।'

সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈল গোত্রের উপরোক্ত ঘটনা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَ تْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ- ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

–অর্থাৎ 'যখন তোমরা বলিলে, হে মূসা! আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখিয়া আমরা আদৌ তোমার উপর ঈমান আনিব না। অমনি তোমরা বজ্রাহত হইয়াছ, তাহা তোমরা দেখিতেছিলে। আমি পুনরায় তোমাদিগকে নবজীবন দিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।'

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ -

অর্থাৎ আল্লাহ্র তরফ হইতে তাঁহার মা'বূদ হইবার এবং হযরত মূসা (আ)-এর আল্লাহর রাসূল হইবার পক্ষে একাধিক স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিল। তাহারা মিসরে হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে একাধিক স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিল। তাহারা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী ফিরআউনকে সদলবলে পানিতে ডুবিয়া মরিতে দেখিল। আল্লাহ তাহাদিগকে সমুদ্র পার করাইয়া আনিবার পর তাহারা একটি গোত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল, উহারা কতগুলি প্রতিমাকে উপাস্য বানাইয়া লইয়াছে। এতদ্দর্শনে তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দাবি জানাইল, 'তাহাদের যেরূপ পূজ্য দেবতাসমূহ রহিয়াছে, তুমি আমাদের জন্যেও সেইরূপ এক দেবতা গড়িয়া দাও।' হযরত মূসা (আ) বলিলেন, 'তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়। ইহাদের পূজ্য দেবতাগুলি তো অস্তিত্বহীন কাল্পনিক বস্তু আর ইহাদের কার্যকলাপ বাতিল, অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন।' তিনি আরও বলিলেন,

আমি কি তোমাদের জন্যে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ খুঁজিব ? অথচ তিনি তোমাদিগকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর আল্লাহর সহিত একান্তে কথা বলিতে যাইবার পর গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিল। উহার বিশদ বিবরণ আল্লাহ্ তা'আলা 'সূরা আরাফ' ও সূরা 'তা-হা'য় বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত মূসা (আ) তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উক্ত পাপাচারের কাফ্ফারা ও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নির্দেশ দিলেন, 'তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা গো-বৎস পূজা করে নাই, তাহারা যাহারা উহা পূজা করিয়াছে, তাহাদিগকে হত্যা করিবে।' আল্লাহর নির্দেশে তাহাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করিল। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। আল্লাহ তাহাদের উক্ত পাপ ক্ষমা করিয়া দিলেন। আর তিনি হযরত মূসা (আ)-কে স্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলেন।

বনী ইসরাঈল গোত্র তাওরাতের বিধানাবলী পালনে পরাঙ্মুখ ও অস্বীকৃত হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মাথার উপর একটি পর্বত ঝুলন্ত রাখিয়া তাওরাতের অনুসরণের আদেশ দিলেন। ইহাতে তাহারা উহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিল এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়িয়া আকাশের দিকে এই ভয়ে তাকাইতে লাগিল যে, তাহাদের মাথার উপর উত্তোলিত পর্বত তাহাদের উপর পতিত হইতে পারে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْا اَنَّهٗ وَاقِعٌ بِهِمْ-

অর্থাৎ 'আর যখন আমি তাহাদের উপর পাহাড় ঝুলাইয়া দিলাম যেন উহা পড়ো পড়ো অবস্থায় ছিল এবং তাহারা ভাবিতেছিল তাহাদের উপর পতিতই হইবে।'

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا-

অর্থাৎ আর আল্লাহ তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা এই বলিতে বলিতে নতশিরে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিবে, 'আল্লাহ! আমরা জিহাদ না করিয়া পাপ করিয়াছি। আর সে কারণে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে 'তীহ' প্রান্তরে যাযাবরের জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও।' স্বভাবগতভাবে অবাধ্য বনী ইসরাঈল তৎপরিবর্তে বলিল, 'আমরা গমের শীষ চাই।'

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا.....وَّاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا-

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা শনিবার সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ মানিয়া চল, আর উহাতে সীমা লংঘন করিও না। যতদিন এতদসম্পর্কীয় আমার নিষেধ বলবৎ থাকে, ততদিন তোমরা উহা কঠোরভাবে মানিয়া চল। আল্লাহ এই সম্পর্কে তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইলেন। কিন্তু তাহারা উহা রক্ষা করিল না। তাহারা ফন্দি আবিষ্কার করিয়া আল্লাহর নিষেধ অমান্য করিল। সূরা আরাফের নিম্নোক্ত আয়াতে এতদ্‌সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে ঃ

وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَايَسْبِتُوْنَ لَاتَاْتِيْهِمْ كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا

كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ- وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ- فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ-فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ.

সূরা বনী ইসরাঈলের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সাফওয়ান ইব্ন আস্‌সাল (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখিত হইবে। হাদীসটির একাংশ এই ঃ

وعليكم خاصة يهود ان لا تعدوا فى السبت-

'ওহে ইয়াহূদী জাতি। শুধু তোমাদের প্রতি আমার আদেশ যে, তোমরা শনিবারে সীমালংঘন করিও না।'

সূরা বনী ইসরাঈলের সংশ্লিষ্ট আয়াতটি এই ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ-

(١٥٥) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۪

(١٥٦) وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۙ

(١٥٧) وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ

(١٥٨) بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

(١٥٩) وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۚ

১৫৫. "এবং তাহারা অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যান করার জন্য, নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' তাহাদের এই উক্তির জন্য। যদিও তাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ উহা মোহরযুক্ত করিয়াছেন। তাই তাহাদের অল্পই বিশ্বাসী হয়।"

১৫৬. "তাহারা অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য ও মরিয়মের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদের জন্য।"

১৫৭. "আর আল্লাহর রাসূল মরিয়ম-তনয় 'ঈসা মসীহকে আমরা হত্যা করিয়াছি' তাহাদের এই উক্তির জন্য। তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই ও শূলীবিদ্ধও করে নাই; কিন্তু তাহাদের এইরূপ মনে হইয়াছিল। যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয়ই এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল এবং এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই।"

১৫৮. "বরং আল্লাহ তাহাকে তাঁহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন; এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

১৫৯. "কিতাবীদিগের মধ্যে প্রত্যেকে তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে বিশ্বাস করিবেই এবং কিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াত ও উহার পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে ইয়াহূদী জাতির কতগুলি জঘন্যতম পাপের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল পাপ তাহাদের উপর আল্লাহর গযব ও অভিসম্পাত ডাকিয়া আনিয়াছে এবং তাহাদিগকে হিদায়াত ও সত্য পথ হইতে বিভ্রান্ত ও সুদূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। তাহাদের জঘন্যতম কয়েকটি পাপ হইতেছে, তাহাদের নিকট হইতে আল্লাহ কর্তৃক দৃঢ়ভাবে গৃহীত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক প্রদর্শিত মু'জিযাসমূহ ও নিদর্শনাবলীকে অগ্রাহ্য করা।

قَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ-

অর্থাৎ তাহারা নিরতিশয় সত্যদ্বেষী হইবার কারণে বিপুল সংখ্যক নবীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছিল। আর উহার ফলে আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল।

وَقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ -

আর তাহারা অভিশপ্ত হইয়াছিল এই কথা বলিবার কারণে—'আমাদের হৃদয়সমূহ আবৃত রহিয়াছে।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, ইকরিমা, সুদ্দী, কাতাদা (র) প্রমুখ বহু মুফাস্‌সির বলিয়াছেন غُلْفٌ শব্দের অর্থে আবরণে আচ্ছাদিত।

মুশরিকগণও ইয়াহূদীদের অনুরূপ উক্তি করিত। তাহাদের উক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِيْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ-

কেহ কেহ বলেন ঃ غُلْفٌ শব্দের অর্থ (জ্ঞানের) ভাণ্ডার। অর্থাৎ ইয়াহূদীগণ বলিত, 'আমাদের হৃদয়সমূহ হইতেছে আমাদের দ্বারা অর্জিত বিপুল জ্ঞানরাশির ভাণ্ডার।' কালবী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। সূরা বাকারায় ইয়াহূদীদের অনুরূপ উক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ-

পূর্ববর্তী অংশের প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য অংশের তাৎপর্য এই ঃ ইয়াহূদীগণ গর্বের সহিত বলিত, 'আমাদের হৃদয়সমূহ আবৃত রহিয়াছে। উপদেশদাতাদের (নবীদের) কথা মিথ্যা। উহা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।' ইয়াহূদীদের উপরোক্ত দাবির কিয়দংশ সত্য ও কিয়দংশ মিথ্যা ছিল। তাহাদের হৃদয়সমূহ আবৃত রহিয়াছে, তাহাদের এই দাবি ছিল সত্য। উহাতে নবীদের উপদেশ প্রবেশ করিবে না, তাহাদের এই দাবিও সত্য ছিল। কিন্তু নবীদের কথা মিথ্যা, তাহাদের এই দাবি ছিল মিথ্যা। তাই 'তাহাদের অন্তর মিথ্যাকে গ্রহণ করিতে অপ্রস্তুত' তাহাদের এই দাবিও ছিল মিথ্যা। প্রকৃত কথা এই যে, তাহাদের হৃদয় ছিল অত্যন্ত জঘন্যরূপে সত্যদ্বেষী। উহাতে কুফর অত্যন্ত গভীরভাবে অংকিত হইয়া গিয়াছিল। তাহারা ইহা ত্যাগ করত সত্য গ্রহণে কোনক্রমে প্রস্তুত ছিল না। আল্লাহ তাহাদের এই কুফরের কারণে তাহাদের অন্তরসমূহ মোহরাংকিত করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে উহাতে সত্য প্রবেশ করিতে পারিত না।

পূর্ববর্তী অংশের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য অংশের তাৎপর্য এই ঃ ইয়াহূদীগণ সগর্বে দাবি করিত, 'আমাদের অন্তরসমূহ ইল্ম ও জ্ঞানের ভান্ডার। উহা ইলম ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।' ইয়াহূদীদের এই দাবি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাহাদের অন্তর ছিল শূন্যগর্ভ। উহাতে জ্ঞানের লেশমাত্র ছিল না। তাহারা চরম সত্যদ্বেষী ছিল। তাহারা জানিয়া বুঝিয়া সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহাদের এই সত্য বিদ্বেষ ও ও সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে আল্লাহ তাহাদের অন্তরসমূহে মোহর মারিয়া দিয়াছিলেন। উহার ফলে উহাতে জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারিত না–প্রবেশের পথ পাইত না। সুতরাং উহা শূন্যগর্ভ ও জ্ঞানশূন্য ছিল।

সূরা বাকারায় আমি অনুরূপ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছি।

فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً-

অর্থাৎ তাহাদের অন্তরসমূহ কুফর, অবাধ্যতা ও আংশিক সত্য গ্রহণে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

১৫৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীগণ হযরত মরিয়ম (আ)-এর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ তুলিয়াছিল। সুদ্দী, জুয়াইরিব, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) প্রমুখ বহু তাফসীরকার আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আয়াতের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা এই যে, 'তাহারা হযরত মরিয়ম (আ)-কে ব্যভিচারিণী ও তাঁহার পুত্র হযরত ঈসা (আ)-কে জারজ সন্তান বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ আবার ইহাও বলিয়াছিল যে, (হযরত) মরিয়ম স্রাব নির্গমনরত অবস্থায় ব্যভিচার করিয়াছিলেন।' কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের প্রতি আল্লাহর নিরবচ্ছিন্ন অভিশাপ বর্ষিত হউক।

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ

'আর তাহারা অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহাদের এই কথা বলিবার কারণে যে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র রাসূল মাসীহ ঈসা ইব্ন মরিয়মকে হত্যা করিয়াছি।'

অর্থাৎ তাহারা বলিয়াছিল, 'যেই ঈসা ইব্ন মরিয়ম আল্লাহ্‌র রাসূল বলিয়া দাবি করে, আমরা তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছি।' তাহারা হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ)-কে উপহাস করিয়া 'আল্লাহর রাসূল' বলিত। যেমন মুশরিকগণ ঠাট্টাচ্ছলে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-কে বলিত ঃ

يا ايها الذى انزل عليه الذكر انك لمجنون-

অর্থাৎ 'ওহে সেই ব্যক্তি যাহার প্রতি বাণী নাযিল হইয়াছে, নিশ্চয়ই তুমি পাগল।'

অভিশপ্ত ইয়াহূদী জাতির চরিত্র

আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন সহকারে বনী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্যে হযরত ঈসা (আ)-কে নবী বানাইয়া পাঠাইলেন। তিনি আল্লাহর নির্দেশে জন্মান্ধ ব্যক্তিকে দৃষ্টিদান করিতেন, আল্লাহর নির্দেশে কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করিতেন এবং আল্লাহর নির্দেশে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতেন। তিনি কাদামাটি দ্বারা পাখি বানাইয়া উহাতে ফুঁ দিতেন। উহাতে আল্লাহর নির্দেশে প্রাণ সঞ্চার হইত এবং উহা আকাশে উড়িত। মানুষ উহার উড্ডয়ন প্রত্যক্ষ করিত। এইরূপ অন্যান্য মু'জিযা আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে প্রদর্শন করিতেন। তাহারা এতদ্দর্শনে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিবার পরিবর্তে তাঁহার নবুয়াত ও অলৌকিক শক্তিতে তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। তাহারা আল্লাহর নবীকে কোথাও স্থির হইয়া টিকিতে দিল না। তাহাদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি স্বীয় মাতা হযরত মরিয়ম (আ)-কে সঙ্গে লইয়া এক জনপদ হইতে আরেক জনপদে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইলেন। ইহাতেও পাষণ্ড কাফির বনী ইসরাঈলের মনের তৃপ্তি হইত না। মনের ঝাল মিটাইবার জন্যে তাহারা সিরিয়ার তৎকালীন সম্রাটের দ্বারস্থ হইল। সম্রাট ছিল নক্ষত্রপূজক একজন মুশরিক। তাহার স্বজাতীয়গণ 'আল-ইউনান' নামে পরিচিত ছিল। তাহারা সম্রাটকে বলিল, একটা লোক বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় মানুষকে বিপথগামী করিতেছে এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে তাহার প্রজাবৃন্দকে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে। সম্রাট ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইল। সে বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকার প্রতিনিধিকে লিখিত নির্দেশ দিল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিষয়টি যেন সে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। তাহাকে যেন শূলীবিদ্ধ করে ও তাহার মস্তকে যেন কন্টক মুকুট পরাইয়া দেয়। এইভাবে তাহাকে হত্যা করিয়া জনগণকে যেন সে তাহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করে।

রাজ প্রতিনিধির নিকট সম্রাটের নির্দেশ পৌঁছিবার পর সে উহা পালন করিবার নিমিত্ত একদল লোকসহ হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট গমন করিল। তিনি তখন একদল সহচর সহ একটি ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় তাঁহার সহচরের সংখ্যা তখন বার, তের অথবা সতের ছিল। সেদিন ছিল শুক্রবার। সময় অপরাহ্ন আসরের পর। সম্মুখে শনিবারের রাত্রি। তাহারা তখন সেখানে হযরত ঈসা (আ)-কে ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি দেখিলেন, হয় তাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গ্রেফতার করিবে, না হয় তাঁহাকে তাহাদের নিকট গিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তাই তিনি স্বীয় সহচরবৃন্দকে বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আমার আকৃতি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে ? যে ব্যক্তি ইহাতে প্রস্তুত থাকিবে, সে জান্নাতে আমার

সঙ্গী ও বন্ধু হইবে। তাহাদের মধ্য হইতে একটি যুবক এজন্যে নিজেকে পেশ করিল। হযরত ঈসা (আ) তাহাকে ইহার অনুপযুক্ত মনে করিয়া স্বীয় আহবানের পুনরুক্তি করিলেন। এইরূপে তিনি তিনবার শিষ্যদের প্রতি একই আহবান জানাইলেন। প্রতিবার একই যুবক তাঁহার আহবানে সাড়া দিল। অন্য কাহাকেও উহাতে সাড়া দিতে দেখা গেল না। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, 'তুমিই সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই যুবককে হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট করিয়া দিলেন। সে যেন স্বয়ং হযরত ঈসা (আ) হইয়া গেল। ইত্যবসরে ঘরের ছাদে একটা ছিদ্র দেখা দিল। হযরত ঈসা (আ) তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন এবং তদবস্থায় আকাশে উত্তোলিত হইলেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ-

হযরত ঈসা (আ) আকাশে উত্তোলিত হইবার পর তাঁহার সহচরবৃন্দ ঘর হইতে বাহির হইলেন। অবরোধকারী ইয়াহূদীগণ উপরোক্ত যুবককে দেখিয়া মনে করিল, এইই ঈসা ইব্ন মরিয়ম। তাহারা রাত্রিতে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া শূলীবিদ্ধ করিল এবং তাহার মস্তকে কন্টক মুকুট পরাইল। ইয়াহূদীগণ সগর্বে লোকদিগকে বলিল, তাহারা পরিশ্রম করিয়া ঈসা ইব্ন মরিয়মকে শূলীবিদ্ধ করিয়াছে। প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে একদল খ্রিস্টান তাহাদের দাবিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইল। অবশ্য যাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর ঊর্ধ্বগমন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহারা ইয়াহূদীদের উক্ত দাবি সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইয়াহূদীদের দাবিতে বিশ্বাস স্থাপনকারী অজ্ঞ খ্রিস্টানগণ ইহাও রচনা করিয়া লইল যে, ঈসা ইব্ন মরিয়মের শূলীবিদ্ধ অবস্থায় তাঁহার মাতা বিবি মরিয়ম শূলীর নীচে বসিয়া কাঁদিয়াছিলেন। এমন কি কেহ কেহ এই কথাও বানাইয়াছে যে, শূলীবিদ্ধ অবস্থায় হযরত ঈসা (আ) তাঁহার মাতার সহিত কথাও বলিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা।

উপরোক্ত ঘটনা ছিল আল্লাহর তরফ হইতে মানুষের প্রতি আগত পরীক্ষা। উহাতে আল্লাহর সূক্ষ্ম হিকমত ও রহস্য নিহিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দ্বারা সমর্থিত তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ পবিত্র কালামে প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদী, বিশ্বজগতের সকল রহস্য সম্বন্ধে অবগত এবং ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যত সবই তাঁহার অসীম জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি যে ঘটনা অতীতে ঘটে নাই, তাহা ঘটিলে কিরূপে ঘটিত, উহাও সীমাহীন জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) সম্বন্ধে ইয়াহূদীদের আরোপিত মিথ্যার জাল ছিন্ন করিয়া বলিতেছেন ঃ

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ -

অর্থাৎ 'তাহারা তাহাকে হত্যাও করে নাই আর শূলীবিদ্ধও করে নাই; বরং তাহারা সমআকৃতিবিশিষ্ট একটা লোককে দেখিয়া তাহাকেই ঈসা মনে করিয়াছিল।'

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ-

অর্থাৎ 'যে সকল ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান বিশ্বাস করে যে, ঈসা নিহত হইয়াছেন, তাহারা সকলেই ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসের আবর্তে ঘুরপাক খাইতেছে।'

وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا-

অর্থাৎ 'তাহারা সন্দেহমুক্ত হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে নাই; বরং সন্দিগ্ধ মনে তাহাকে হত্যা করিয়াছে।'

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ-

বরং 'আল্লাহ তাঁহাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন....।'

وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا-

অর্থাৎ আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী। তাঁহার ইচ্ছার বাস্তবায়ন রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তিনি স্বীয় কার্যসমূহে মহাপ্রজ্ঞা ও হিকমতের অধিকারী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে উঠাইয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন, হযরত ঈসা (আ) তখন একটি ঘরে তাঁহার বারজন হাওয়ারীর নিকট আগমন করিলেন। তিনি একটি জলাশয় হইতে গোসল করিয়া তাহাদের নিকট গেলেন। তাঁহার মাথা হইতে তখন পানি গড়াইয়া পড়িতেছিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনিবার পর বারোবার আমার প্রতি কুফরী করিবে। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আমার আকৃতি গ্রহণ করত আমার স্থলে নিহত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছে ? যে ব্যক্তি ইহাতে প্রস্তুত থাকিবে, আখিরাতে সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকিবে। একটা যুবক তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দন্ডায়মান হইল। সে ছিল সকলের মধ্যে নবীনতম। তিনি তাহাকে বসিতে বলিলেন এবং পুনরায় একই আহ্বান জানাইলেন। পুনরায় সেই যুবকটিই দন্ডায়মান হইল। তিনি তাহাকে বসিতে বলিলেন এবং পুনরায় একই আহ্বান জানাইলেন। পুনরায় সেই যুবকটিই দন্ডায়মান হইল। তখন হযরত ঈসা (আ) তাহাকে বলিলেন, তুমিই সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যুবকটিকে হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া দিলেন এবং হযরত ঈসা (আ)-কে ঘরের একটি ছিদ্র দিয়া আকাশে তুলিয়া লইলেন। এদিকে ইয়াহূদীগণ তাহাকে খুঁজিতে আসিয়া তাঁহার আকৃতিপ্রাপ্ত যুবকটিকে ধরিয়া লইয়া গেল এবং তাহাকে শূলীবিদ্ধ করিল।

হযরত ঈসা (আ)-এর জনৈক সহচর তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবার পর বারোবার তাঁহার প্রতি কুফরী করিল। খ্রিস্টান জাতি ঈসা (আ)-এর স্বরূপ সম্বন্ধে তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গেল।

প্রথম সম্প্রদায়ের দাবি, ঈসা স্বয়ং আল্লাহ। তিনি যতদিন চাহিয়াছেন ততদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর আকাশে উঠিয়া গিয়াছেন। এই সম্প্রদায় 'ইয়াকূবিয়া' সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের দাবি হইল, ঈসা আল্লাহর পুত্র। তিনি যতদিন চাহিয়াছেন ততদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁহাকে নিজের কাছে উঠাইয়া লইয়াছেন। এই সম্প্রদায় 'নাসতুরিয়া' সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

তৃতীয় সম্প্রদায় বিশ্বাস করে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ যতদিন চাহিয়াছেন, তাঁহার বান্দা ও রাসূল আমাদের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন। এই সম্প্রদায় হইতেছে খ্রিস্টান জাতির মধ্যকার 'মুসলিম' সম্প্রদায়।

প্রথমোক্ত দুই অমুসলিম সম্প্রদায়ের লোক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের উপর বিজয়ী হইয়া তাহাদিগকে হত্যা করে। এইভাবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর আগমন পর্যন্ত ইসলাম কোণঠাসা রহিয়া যায়।

উপরোক্ত হাদীসের সনদ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) পর্যন্ত সীমিত। সনদটি সহীহ। ইমাম নাসাঈও অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত আবূ মুআবিয়া হইতে আবূ কুরায়বের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্বযুগীয় একাধিক মুফাস্সির উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত ঈসা (আ) স্বীয় সহচরবৃন্দকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আমার আকৃতি গ্রহণ করিয়া আমার স্থলে নিহত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছে ? যে ব্যক্তি ইহাতে প্রস্তুত থাকিবে, সে আখিরাতে জান্নাতে আমার সঙ্গী ও বন্ধু হইবে।

ইব্ন জারীর (র)......ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত ঈসা (আ) তাঁহার সতেরজন 'হাওয়ারী' সহচরসহ একটা ঘরে প্রবেশ করিলে ইয়াহূদীগণ তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা ঈসা (আ)-এর নিকট পৌঁছিলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সকল শিষ্যকে তাঁহার সমআকৃতিবিশিষ্ট করিয়া দিলেন। ইয়াহূদীগণ বলিল, তোমরা আমাদের উপর যাদু চালাইয়াছ। হয় ঈসা আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে, নতুবা তোমাদের সকলকে হত্যা করিব। হযরত ঈসা (আ) স্বীয় সহচরবৃন্দকে বলিলেন, আজ তোমাদের মধ্য হইতে কে জান্নাতের পরিবর্তে নিজেকে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত রহিয়াছ ? জনৈক সহচর বলিল, আমি প্রস্তুত আছি। এই বলিয়া সে ইয়াহূদীদের নিকট আসিয়া বলিল, আমিই প্রকৃত ঈসা। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে পূর্বেই হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া শূলীবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। তাহাকে তাহাদের নিকট হইতে ঈসা (আ)-এর আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল আর তাহারা মনে করিল যে, তাহারা ঈসাকেই হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। খ্রিস্টানগণও তাহাদের ন্যায় মনে করিল। তাহারাও ভাবিল যে, ইয়াহূদীগণ কর্তৃক নিহত ব্যক্তিই হযরত ঈসা (আ)। অথচ সেদিনই আল্লাহ তাঁহাকে আকাশে তুলিয়া নিয়াছেন। অবশ্য এই রিওয়ায়াত অনুরূপ অন্য কোনো রিওয়ায়াত দ্বারা সমর্থিত হয় নাই।

ইব্ন জারীর (র)......ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত ঈসা (আ)-কে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার দুনিয়া ছাড়িয়া যাইবার সময় নিকটে আসিয়া গিয়াছে, তখন তিনি মৃত্যুভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিকট ইহা দুঃসহ বোধ হইল। তিনি স্বীয় সহচর হওয়ারীদিগকে আহারের দাওয়াত দিলেন।

তাহাদিগকে বলিলেন, আজ রাত্রিতে তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইবে। তোমাদের নিকট হইতে আমাকে একটি কাজ লইতে হইবে। তাহারা রাত্রিতে তাঁহার নিকট সমবেত হইলে তিনি নিজে খাদ্য পরিবেশন করিয়া তাহাদিগকে আহার করাইলেন। তাহাদের আহার শেষ হইবার পর তাহাদের হাত নিজ হাতে ধৌত করিয়া এবং নিজ বস্ত্রে মুছিয়া দিলেন। তাহাদের নিকট ইহা অস্বস্তিকর ঠেকিল। তিনি বলিলেন, শোন! আজ রাত্রিতে কেহ আমার কোনো কাজে বাধা প্রদান করিলে তাহার সহিত আমার সম্পর্ক থাকিবে না। ইহাতে শিষ্যগণ বাধা প্রদানে বিরত রহিলেন। শিষ্যগণের সেবা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, আজ রাত্রিতে আমি নিজে তোমাদিগকে খাদ্য পরিবেশন করিয়া এবং তোমাদের হাত ধৌত করিয়া দিয়া তোমাদের যে সেবা করিয়াছি, উহা যেন তোমাদের জন্যে আদর্শ হইয়া বিরাজ করে। তোমরা আমাকে তোমাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া থাকো। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি নিজে তোমাদিগকে সেবা করিয়াছি। তোমাদের কেহ যেন অপরের প্রতি শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ প্রকাশ না করে; বরং একজন অপরজনের সেবায় নিজেকে যেন তদ্রূপ বিলাইয়া দেয় যেমন বিলাইয়া দিয়াছি (আজ) আমি নিজেকে তোমাদের সেবায়। এখন আজ রাত্রিতে তোমাদের নিকট হইতে কি কাজ লইতে চাহিয়াছি তাহা শোন। তোমরা কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহর নিকট দু'আ করিবে, তিনি যেন আমার মৃত্যুকে বিলম্বিত করিয়া দেন। শিষ্যগণ কাতর প্রার্থনার জন্যে প্রস্তুত হইলে নিদ্রা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহারা প্রার্থনা করিতে পারিল না। হযরত ঈসা (আ) তাহাদিগকে জাগাইবার কার্যে ব্যাপৃত রহিলেন আর বলিতে লাগিলেন, সুবহানাল্লাহ! তোমরা আমার সাহায্যের জন্য একটা রাত্রিও না ঘুমাইয়া পারিতেছ না ? তাহারা বলিল, আল্লাহর কসম! আমাদের কি হইল বুঝিতে পরিতেছি না। আমাদের রাত্রি জাগরণ করিবার অভ্যাস রহিয়াছে। আমরা অনেকেই রাত্রি জাগরণ করিয়া থাকি। আজ যেন কেন জাগিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের মধ্যে ও আপনার জন্য দু'আর মধ্যে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা দু'আ করিতে পারিতেছি না। হযরত ঈসা (আ) বলিলেন, রাখাল চলিয়া যাইবে আর ছাগপাল ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে। তিনি অনুরূপ আরো কথা বলিলেন। ইহাদ্বারা নিজের প্রস্থানের ইঙ্গিত প্রদান করিতেছিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ শোন, আমি সত্য কথা বলিতেছি। আজ ভোরে মোরগ ডাকিবার পূর্বে তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তিনবার আমার সহিত নিজের সম্পর্ককে অস্বীকার করিবে। তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি স্বল্প কয়েকটা দিরহামের বিনিময়ে আমাকে বিক্রয় করিয়া দিয়া আমার বিক্রয় মূল্য ভক্ষণ করিবে। তাঁহার সহচরবৃন্দ তথা হইতে বিভিন্ন দিকে চলিয়া গেল। এদিকে ইয়াহূদীগণ তাঁহাকে খুঁজিতেছিল। তাহারা শামঊন নামক জনৈক হাওয়ারীকে গ্রেফতার করিয়া বলিল, এই ব্যক্তি তাহার (ঈসার) একজন শিষ্য। সে উহা অস্বীকার করিল। বলিল, আমি তাহার শিষ্য নহি। ইহাতে ইয়াহূদীগণ তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

অন্য একদল তাহাকে ধরিলে সে অনুরূপ অস্বীকার করিল। অতঃপর শামঊন মোরগের ডাক শুনিতে পাইল এবং চিন্তান্বিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রভাতে জনৈক হাওয়ারী ইয়াহূদীদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি মসীহর (ঈসার) সন্ধান দিতে পারিলে তোমরা আমাকে কি পুরস্কার দিবে ? তাহারা তাহাকে ত্রিশটি দিরহাম প্রদান করিল। সে উহা গ্রহণ করত তাহাদিগকে হযরত

ঈসা (আ)-এর সন্ধান জানাইয়া দিল। ইতিপূর্বেই বিষয়টি তাহাদের নিকট ঘোলাটে হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নিশ্চয়তামূলক স্বীকৃতি লইল। তাহারা তাঁহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল এবং উপহাসের সহিত তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'তুমি তো মৃত ব্যক্তিগণকে জীবিত করিতে, জিন্ন তাড়াইতে এবং পাগল ব্যক্তিকে সুস্থ করিতে। আজ তুমি নিজেকে কেন এই রজ্জু হইতে মুক্ত করিতে পারিতেছ না? তাহারা তাঁহার প্রতি থুথু ও কঙ্কর নিক্ষেপ করিতেছিল। এইরূপ করিতে করিতে তাহারা তাঁহাকে নির্দিষ্ট শূলীর নিকট লইয়া আসিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে নিজের দিকে তুলিয়া লইলেন আর ইয়াহূদীগণ তাঁহার আকৃতিপ্রাপ্ত ব্যাক্তিটিকে শূলীবিদ্ধ করিল। শূলীবিদ্ধ লোকটি তদবস্থায় সাতদিন সেখানে রহিল। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা হযরত মরিয়ম (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) কর্ত্তৃক উম্মাদ রোগ হইতে সুস্থ হওয়া একটি স্ত্রীলোক সেখানে আগমন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহাতে হযরত ঈসা (আ) তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আপনারা কেন কাঁদিতেছেন? তাঁহারা বলিলেন, তোমারই জন্যে। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন। মঙ্গল ভিন্ন অন্য কিছু আমাকে স্পর্শ করে নাই আর যে শূলীবিদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছেন, সে প্রকৃতপক্ষে ইয়াহূদীদের দৃষ্টিতে আমার আকৃতিবিশিষ্ট একটি লোক। আপনারা হাওয়ারীদিগকে আমার সহিত অমুক স্থানে স্যাক্ষাত করিতে বলিবেন। উক্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এগারজন হাওয়ারী নির্দিষ্ট স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিল। হযরত ঈসা (আ)-এর যে সহচরটি তাঁহাকে ইয়াহূদীদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল এবং তাহাদিগকে তাঁহার সন্ধান জানাইয়া দিয়াছিল, তাহাকে তথায় দেখা গেল না। তিনি শিষ্যদের নিকট তাহার সংবাদ জাতি চাহিলে তাহারা বলিল,'সে স্বীয় কৃতকর্মে লজ্জিত হইয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। তিনি বলিলেন, সে তওবা করিলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাহার তওবা কবূল করিতেন। অতঃপর ইয়াহিয়া নামক যে যুবক তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, তিনি তাহার সম্বন্ধে কিছু জানিয়া লইয়া বলিলেন, এই যুবকটিও তোমাদের দলভুক্ত। তোমরা চলিয়া যাও। তোমাদের প্রত্যেকেই যেন স্বীয় গোত্রের ভাষা সুন্দররূপে শিখিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করে এবং (আল্লাহ্র দিকে) আহ্বান জানায়।

উপরোক্ত রিওয়ায়াত অনুরূপ অন্য কোনো রিওয়ায়াত দ্বারা সমর্থিত হয় নাই।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

বনী ইসরাঈল গোত্রের যে রাজা হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট একটি লোক পাঠাইয়াছিল, তাহার নাম ছিল দাঊদ। ইয়াহূদীগণ তাঁহাকে হত্যা করিবার আয়োজন সম্পন্ন করিয়া ফেলিলে তিনি মৃত্যুভয়ে এতই ভীত ও অস্থির হইয়া পড়িলেন যে, পৃথিবীতে কোন মানুষ ইতিপূর্বে মৃত্যুভয়ে এত ভীত ও অস্থির হয় নাই। তিনি মৃত্যুকে অপসারণ করিবার বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট এইরূপ কাকুতি মিনতির সহিত দু'আ করিলেন যেমন কোন মানুষ ইতিপূর্বে এই বিষয়ে এইরূপ কাকুতি মিনতির সহিত দু'আ করে নাই। কথিত আছে, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্টির মধ্য হইতে মাত্র একটি প্রাণীর সম্মুখ হইতেও যদি তুমি মৃত্যুর পেয়ালাকে অপসারণ করো, তবে আমার সম্মুখ হইতে উহাকে অপসারণ করিয়া লও।' মৃত্যু ভয়ে তাঁহার শরীর হইতে শোনিত নির্গত হইতে লাগিল।

ইয়াহূদীগণ যে স্থান হইতে তাঁহাকে গ্রেফতার করিবার আয়োজন করে, সে স্থানে তাহাদের উপস্থিতির প্রাক্কালে তাঁহার সহিত বারজন, মতান্তরে তেরজন হওয়ারী ছিল। তাহাদের নাম ছিলঃ (১) ফারতূস, (২) ইয়াকুবাস, (৩) ইয়াকূবের ভ্রাতা ইয়ালা ওয়ানখাস, (৪) ইনদারাইস, (৫) ফীলিবস, (৬) ইব্‌ন ইয়ালমা, (৭) মিনতা, (৮) তুমাস, (৯) ইয়াকূব ইব্‌ন হুলকায়া, (১০) নাদাওসীস, (১১) কুতাবিয়া, (১২) লিওদাস বাকরিয়া ইউতা (মতান্তরে), (১৩) সারজাস।[১]

কথিত আছে, শেষোক্ত ব্যক্তিকে ইয়াহূদীদের দৃষ্টিতে হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য খ্রিস্টানগণ কাহারও হযরত ঈসা (আ)-এর সমআকৃতিবিশিষ্ট হইয়া যাইবার ঘটনা অস্বীকার করে এবং ইয়াহূদীদের ন্যায় বলিয়া থাকে যে, স্বয়ং হযরত ঈসা (আ)-কেই শূলীবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে রাসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) যে সত্য সংবাদ আল্লাহর নিকট হইতে আনিয়াছেন, তাহা তাহারা অস্বীকার করে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আমার নিকট জনৈক খ্রিস্টান নও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহর তরফ হইতে যখন হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট এই সংবাদ আসিল, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইব –তখন তিনি হাওয়ারীদিগকে বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আমার আকৃতি গ্রহণ করিয়া আমার পরিবর্তে নিহত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছ ? যে ব্যক্তি ইহাতে প্রস্তুত থাকিবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হইবে। সারজাস নামক জনৈক হাওয়ারী তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া বলিলেন, হে রূহুল্লাহ! আমি প্রস্তুত রহিয়াছ। হযরত ঈসা (আ) তাঁহাকে বলিলেন, আমার স্থানে উপবেশন করো। সারজাস তাঁহার স্থানে উপবেশন করিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ) আকাশে উত্তোলিত হইলেন। ইয়াহূদীগণ সারজাসকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাকেই শূলীবিদ্ধ করিল। হাওয়ারীগণসহ হযরত ঈসা (আ) যখন সংশ্লিষ্ট ঘরে প্রবেশ করেন, তখন ইয়াহূদীগণ তাহাদিগকে দেখিয়া ফেলে এবং তাহাদিগকে গুনিয়া রাখে। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে ধরিবার জন্যে ঘরে প্রবেশ করিয়া একজন কম দেখিতে পায়। তাহাকে লইয়াই তাহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে চিনিত না। লিওদাস রাকরিয়া ইউতা নামক তাঁহার জনৈক শিষ্য ত্রিশটি দিরহামের বিনিময়ে তাহাদিগকে তাঁহার সন্ধান জানায় এবং তাঁহাকে চিনাইয়া দেয়। সে ইয়াহূদীদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিল, ‘তোমরা ঘরে প্রবেশ করিবার পর আমি ঈসাকে চুম্বন করিব। ইহা দ্বারা তোমরা তাহকে চিনিয়া লইবে। হযরত ঈসা পূর্বেই ঊর্ধ্বলোকে উত্থিত হইয়াছিলেন। লিওদাস রাকরিয়া ইউতা হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিপ্রাপ্ত সারজাস কে ঈসা ভাবিয়া চুম্বন করিল। ইয়াহূদীগণ তাহাকেই ধরিয়া লইয়া গিয়া শূলীবিদ্ধ করিল।

উপরোক্ত ঘটনায় দেখা যাইতেছে, হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি ছিলেন তাঁহার একজন নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত সহচর। একদল খ্রিস্টানের বিশ্বাস এই যে, স্বয়ং বিশ্বাসঘাতক লিওদাস রাকরিয়া ইউতাই হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং ইয়াহূদীগণ তাহাকেই শূলীবিদ্ধ করিয়াছিল। সে বলিতেছিল, আমি তো তোমাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নই। আমি তো তোমাদিগকে ঈসার সন্ধান দিয়াছি। এই সব বর্ণনার কোন্‌টি সত্য, তাহা আল্লাহ্‌ই অধিকতম পরিজ্ঞাত।

ইব্‌ন জারীর (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিপ্রাপ্ত একটি লোককে শূলীবিদ্ধ করিয়াছিল আর হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠাইয়া লইয়াছেন। ইব্‌ন জারীরের নিজস্ব অভিমত এই যে, হযরত ঈসা (আ)-এর সকল শিষ্যই তাঁহার আকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল তাফসীরকার উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে যখন হযরত ঈসা (আ) দাজ্জাল বধের নিমিত্ত আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন এবং অন্যান্য ধর্মের সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করিবার ফলে পৃথিবীতে ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো ধর্মের অস্তিত্ব থাকিবে না, তখন কিতাবধারী প্রত্যেক ব্যক্তিই হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে হযরত ইব্‌ন আব্বাস বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের قبل موته অর্থ হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে। আউফী (র)-ও আয়াতের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ মালিক (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে আকাশ হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হইবার পর প্রত্যেক কিতাবধারীই হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিবে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আয়াতে শুধু ইয়াহূদীদের ঈমান আনিবার কথা বলা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা)-এর যুগে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী ও তাঁহার সহচরবৃন্দের সকলে ঈমান আনিবে। শেষোক্ত দুইটি রিওয়ায়াত ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......হাসান (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর শপথ! হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর নিকট এখনো জীবিত রহিয়াছেন। কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হইবার পর মৃত্যুর পূর্বে সকল আহ্লে কিতাব তাঁহার উপর ঈমান আনিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........জুয়াইরিয়া ইব্‌ন বাশীর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জুয়াইরিয়া ইব্‌ন বাশীর (র) বলেন ঃ একদা আমি জনৈক ব্যক্তিকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসানকে সম্বোধন করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, ওহে আবূ সাঈদ (হাসান)! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি তাঁহাকে একস্থানে পাঠাইবেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে নেককার ও বদকার সকলে তাঁহার উপর ঈমান আনিবে।

কাতাদা, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) প্রমুখ একাধিক তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক। আল্লাহ চাহেন তো অকাট্য প্রমাণ দ্বারা শীঘ্রই ইহা প্রমাণ করিব। আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা রাখি।

ইব্‌ন জারীর বলিয়াছেন ঃ অন্য একদল তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেন ঃ প্রত্যেক আহলে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিবে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, মানুষের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাহার সম্মুখে হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যা উভয়ই পরিষ্কার হইয়া যায়। কোন দীন সত্য এবং কোন দীন মিথ্যা তাহা তাহার দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। সে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারে, কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা। অতএব প্রত্যেক আহলে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কিত নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে এবং এতদসম্পর্কিত সত্য তথ্য দেখিতে পাইবে। আয়াতে তাহাই বলা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কোন ইয়াহূদীই হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান না আনিয়া মরে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ প্রত্যেক কিতাবধারী স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা বলিয়াছেন ঃ যদি তুমি কোন আহলে কিতাবের (খ্রিস্টান ও ইয়াহূদী) গলা কাটিয়া ফেল, তথাপি হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত তাহার প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কোন ইয়াহূদীকে কেহ আকস্মিক আঘাতে হত্যা করিলেও হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল -এই সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত তাহার প্রাণ বাহির হয় না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, হযরত উবাই-এর মতে قبل موته স্থলে قبل موتهم হইবে (তাহাদের মৃত্যুর পূর্বে)।

কোন ইয়াহূদীই হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান না আনিয়া মরে না –এই বর্ণনা প্রসঙ্গে জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, যদি কোন ইয়াহূদী ঘরের ছাদ হইতে পড়িয়া মরিয়া যায়, তবে সে কিরূপে মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিবার সময় পায় ? তিনি উত্তর করিলেন, শূন্যে থাকা অবস্থায়ই সে ঈমানের বাক্য উচ্চারণ করে। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, কেহ কোনো ইয়াহূদীর গলা কাটিয়া ফেলিলে সে কিরূপে ঈমান আনিবার সময় পায় ? তিনি বলিলেন, তাহার জিহ্বা ঈমানের কলেমা উচ্চারণ করে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় সুফিয়ান সাওরী (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ প্রত্যেক ইয়াহূদীই স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনে। এমনকি তরবারি দ্বারা তাহার গর্দান কাটিয়া দেওয়া হইলেও সে মৃত্যুর পূর্বে ঈমানের কলেমা উচ্চারণ করে। তেমনি সে উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া গেলেও পড়ন্ত অবস্থায় সে উহা উচ্চারণ করে।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) পর্যন্ত সীমিত। উপরোক্ত সনদসমূহ সহীহ ও বিশুদ্ধ। মুজাহিদ, ইকরিমা, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, যাহ্হাক এবং জুয়াইবির (র)-ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুদ্দী (র)........হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উবাই ইব্ন কা'ব قبل موته স্থলে قبل موتهم পড়িতেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুর রায্যাক (র)......হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ প্রত্যেক আহলে কিতাব তাহার মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান আনিয়া থাকে। হযরত হাসান বসরীর উক্ত ব্যাখ্যার দুইরূপ তাৎপর্য হইতে পারে। প্রথমত, প্রত্যেক আহলে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান আনিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক আহলে কিতাব হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার উপর ঈমান আনিবে।

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন, অন্য একদল তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন ঃ প্রত্যেক আহ্লে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর উপর ঈমান আনিয়া থাকে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (র).......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইকরিমা বলেন ঃ কোনো ইয়াহূদী ও নাসারাই নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর উপর ঈমান না আনিয়া মরে না।

ইব্ন জারীর (র) মন্তব্য করেন ঃ আলোচ্য আয়াতের উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্য হইতে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই অধিকতম বিশুদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত। উহা এই যে, প্রত্যেক আহলে কিতাবই আকাশ হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হইবার পর তাঁহার ইন্তিকালের পূর্বে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইব্ন জারীরের উপরোক্ত মন্তব্য সঠিক ও সমর্থনযোগ্য। কারণ, আলোচ্য আয়াতের প্রাসঙ্গিকতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইয়াহূদীদের দাবি 'আমরা ঈসাকে হত্যা করিয়াছি' এবং অজ্ঞ ও মূর্খ খ্রিস্টানগণ কর্তৃক উক্ত দাবির প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা তাহাদের দাবি ও বিশ্বাসের ভ্রান্তি বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে বা শূলীবিদ্ধ করিতে পারে নাই; বরং তাঁহার আকৃতিপ্রাপ্ত একটা লোককেই হত্যা করিয়াছে। আর হযরত ঈসা (আ)-কে তিনি নিজের কাছে তুলিয়া লইয়াছেন। অতঃপর ইহাই বর্ণনা করা স্বাভাবিক যে, ঈসা (আ) আকাশে জীবিত রহিয়াছেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি নাযিল হইয়া গুমরাহী ধ্বংস করিবেন, শূলী ধ্বংস করিবেন, শূকর বধ করিবেন এবং জিযিয়া করের ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিবেন। তিনি কাহারও নিকট হইতে জিযিয়া গ্রহণে সম্মত থাকিবেন না। মানুষ হয় ইসলাম গ্রহণ করিবে, নতুবা হযরত ঈসা (আ)-এর তরবারি তাহাদের গর্দান উড়াইয়া দিবে। এইরূপে সকল আহলে কিতাবই আকাশ হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হইবার পর তাঁহার ইনতিকালের পূর্বে তাঁহার উপর ঈমান আনিবে। তাহারা তখন বিশ্বাস করিবে যে, হযরত ঈসা (আ) সম্বন্ধে তাহাদের পূর্ব ধারণা ও বিশ্বাস ভ্রান্ত ও মিথ্যা ছিল। বিপুল সংখ্যক সাহাবী হইতে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও উপরোক্ত বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। আল্লাহ চাহেন তো শীঘ্রই উহা উল্লেখ করিব।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا-

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর আকাশে উত্থিত হইবার পূর্বে এবং পৃথিবীতে তাঁহার পুনরাবির্ভূত হইবার পর আহলে কিতাব তাঁহার প্রতি যে আচরণ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কিয়ামতের দিনে তিনি তাহাদের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

অবশ্য একথা সত্য যে, প্রত্যেক আহ্‌লে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ) এবং নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিয়া থাকে। কারণ প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাহার অজ্ঞাত বা অবিশ্বাস্য সত্য তাহার দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। তখন সে উহা না মানিয়া পারে না। কিন্তু মৃত্যুকালীন তাহার এই ঈমান ও বিশ্বাস কোন কাজে আসিবে না। কেননা মৃত্যুর ফেরেশতা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার পরই ইহা ঘটিয়া থাকে। আর মৃত্যুর ফেরেশতা দৃষ্টিগোচর হইবার পর মানুষের ঈমান তাহার কোনো কাজে আসে না– আসিতে পারে না। এই সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ اُوْلٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا–

অর্থাৎ 'আর তওবার সুযোগ নাই তাহাদের জন্যে যাহারা পাপাচার করিতেই থাকে। এই অবস্থায় তাহাদের কাহারও সম্মুখে মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে বলে, নিশ্চয়ই আমি এখন তওবা করিলাম। আর তাহাদের জন্যেও তওবার কোনো সুযোগ নাই, যাহারা কাফির অবস্থায় মারা যায়। এই সকল লোকের জন্যে আমি যন্ত্রণাময় শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْخَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ–

'অতঃপর তাহারা যখন আমার পাকড়াও (মৃত্যু উপস্থিতি) দেখে, তখন বলে, আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিলাম আর ইতিপূর্বে যাহাকে তাঁহার শরীক বানাইয়াছিলাম, তাহার উপর হইতে বিশ্বাস প্রত্যাহার করিয়া লইলাম। আমার পাকড়াও দেখিবার পর তাহাদের ঈমান আনয়ন তাহাদিগকে কোন ফল প্রদান করে না। ইহাই আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি সতত প্রযোজ্যমান তাঁহার বিধান। কাফিরগণ এই বিধানেই সর্বনাশপ্রাপ্ত হইয়া যায়।'

আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত তিনটি ব্যাখ্যার শেষোক্ত দুইটি ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতে গিয়া ইমাম ইবন জারীর বলিয়াছেন ঃ আহলে কিতাব তাহাদের মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ) অথবা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিয়া থাকে– আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা শুদ্ধ হইলে আমাদিগকে একথা মানিয়া লইতে হয় যে, কোন আহলে কিতাবের মৃত্যুর পর তাহার নিকটাত্মীয়গণ তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। কারণ আলোচ্য আয়াত অনুসারে মৃত্যুকালে সে মু'মিন হইয়া যায়। পক্ষান্তরে তাহার আত্মীয়গণ থাকে কাফির। আর কাফির ব্যক্তি যে মু'মিনের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় না, তাহা স্বীকৃতি বিধান।

শেষোক্ত ব্যাখ্যা দুইটির ভ্রান্তি ও অসারতা প্রদর্শন করিতে গিয়া ইতিপূর্বে আমি যে বিধান উল্লেখ করিয়াছি, উহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়া যায় যে, আয়াতের শেষোক্ত ব্যাখ্যা দুইটি ভ্রান্ত ও অগ্রহণযোগ্য হইলেও উহাদের ভ্রান্তি ও অসারতা প্রমাণের জন্যে ইমাম ইবন জারীর (র) যে যুক্তি উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহা দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। পূর্বেই বলিয়াছি, মৃত্যুর প্রাক্কালে কাফির কর্তৃক আনীত ঈমান আল্লাহর নিকট অগ্রাহ্য ও মূল্যহীন । অতএব এইরূপ ব্যক্তির নিকটাত্মীয় কাফিরগণ কিরূপে তাহার উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারে ? দেখা যাইতেছে, বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি ইমাম ইব্ন জারীর (র) কর্তৃক আরোপিত বাধ্যবাধকতা যুক্তির ধোপে টিকিতেছে না। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

কোন ইয়াহূদী উপর হইতে পড়িয়া নিহত হইলে অথবা কেহ তাহাকে তরবারির আকস্মিক আঘাতে নিহত করিলে অথবা কোনো হিংস্র প্রাণী তাহাকে মারিয়া ফেলিলেও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে নিশ্চয়ই হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান আনে। সহজেই বোধগম্য যে, উপরোক্ত অবস্থায় তাহার সম্মুখে মৃত্যুর ফেরেশতা উপস্থিত হইবার পরই সে ইমান আনিয়া থাকে। অধিকতর সহজবোধ্য যে, উপরোক্ত ঈমান মানুষকে কুফর হইতে মুক্তি দিয়া প্রকৃত মু'মিন বানাইতে পারে না।

গভীর দৃষ্টিতে উপরোল্লিখিত যুক্তি বিবেচনা করিয়া দেখিলে একথা স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে যে, মৃত্যুর প্রাক্কালে প্রত্যেক আহ্লে কিতাব কর্তৃক হযরত ঈসা (আ) ও নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর উপর ঈমান আনিবার বিষয়দি সত্য ও বাস্তব হইলেও উহা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হওয়া যরূরী নহে। বস্তুত উহা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা নহে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করিতেছেন ঃ হযরত ঈসা (আ) মরেন নাই; তিনি আকাশে জীবিত আছেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি আকাশ হইতে পৃথিবীতে নাযিল হইবেন। তখন তিনি খ্রিস্টান ও ইয়াহূদী উভয় জাতির পরস্পর বিরোধী মিথ্যা ও ভ্রান্ত দাবি অপনোদন করিবেন। ইয়াহূদী জাতি হযরত ঈসা (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত মর্যাদা হইতে নামাইয়া দিয়াছে। তাহারা দাবি করে, 'ঈসার মাতা মরিয়ম ব্যভিচারিণী। ঈসা জারজ সন্তান। সে নবী নহে। সে মিথ্যাবাদী। আমরা তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছি।' খ্রিস্টান জাতি তাঁহাকে প্রকৃত স্থান হইতে উর্ধ্বে তুলিয়া দিয়াছে। তাহারা বলে, 'হযরত ঈসা ছিলেন স্বয়ং খোদা বা তাঁহার পুত্র।' হযরত ঈসা (আ) পুনরাবির্ভূত হইয়া উভয় জাতির আকীদা ও বিশ্বাসের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করিয়া দিবেন।

প্রাসংগিক হাদীসসমূহ

ইমাম বুখারী কর্তৃক রচিত ও বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক গৃহীত সহীহ সংকলনের আম্বিয়া সম্পর্কিত আলোচনার অধ্যায়ে তিনি 'ঈসা ইবন মরিয়মের অবতরণ' শিরোনামে বর্ণনা করেন ঃ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে মরিয়ম তনয় অবতীর্ণ হইবেন। তিনি ন্যায় বিচারক হইবেন। ফলত

তিনি শূলী ভঙ্গ করিবেন, শূকর বধ করিবেন, জিযির কর রহিত করিয়া দিবেন এবং এইরূপ বিপুল পরিমাণে ধন বিতরণ করিবেন যে, উহা গ্রহণ করিবার লোক পাওয়া যাইবে না। তখন একটা সিজদা মানুষের নিকট দুনিয়া ও উহার যাবতীয় সম্পদ হইতে শ্রেয়তর বিবেচিত হইবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়া বলিতেন, এই প্রসঙ্গে ইচ্ছা করিলে তোমরা নিম্নের আয়াত পাঠ করিতে পার ঃ

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا-

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) বিভিন্ন সূত্রে ইমাম যুহরী (র)-এর মাধ্যমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ সেই দিন দূরে নহে, যেদিন তোমাদের মধ্যে মরিয়ম পুত্র অবতীর্ণ হইবেন। তিনি ন্যায় বিচারক হইবেন। তিনি দাজ্জাল নিধন করিবেন, শূকর বধ করিবেন, শূলী ভঙ্গ করিবেন, জিযিয়া কর রহিত করিবেন এবং বিপুল পরিমাণে ধন বিতরণ করিবেন। তখন পৃথিবীতে একমাত্র রাব্বুল আলামীন আল্লাহর সিজদা ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিতেন, ইচ্ছা করিলে তোমরা নিম্নের আয়াত পাঠ করিও ঃ

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا-

তিনি তিনবার উপরোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেন। তিনি قبل موته -এর ব্যাখ্যায় বলিতেন ঃ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে।

ইমাম আহ্‌মদ (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই মরিয়ম তনয় ঈসা রাওহা নামক স্থানে পদার্পণ করিবেন এবং সেখান হইতে হজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয় ব্রত পালন করিবেন।

ইমাম মুসলিম (র)-ও এককভাবে উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী যুহরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্‌মদ (র)...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ) অবতীর্ণ হইবেন। অতঃপর তিনি শূকর বধ করিবেন এবং শূলী নিশ্চিহ্ন করিবেন। তাঁহার আগমনে জামা'আতে নামায আদায় হইবে। তিনি এইরূপ বিপুল পরিমাণে ধন বিতরণ করিবেন যে, উহা গ্রহণ করিবার লোক পাওয়া যাইবে না। তিনি জিযিয়া কর রহিত করিয়া দিবেন। তিনি রাওহা নামক স্থানে পদার্পণ করিবেন এবং সেখান হইতে হজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয় ব্রত পালন করিবেন।

উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর হযরত আবূ হুরাইরা (রা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا-

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এর ছাত্র হানযালা বলেন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক আহলে কিতাব হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে। আমি জানি না, ইহা নবী করীম (সা)-এর বাণী, না স্বয়ং আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্তি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা সেই সময়ে কতইনা সৌভাগ্যবান হইবে, যখন মরিয়ম তনয় অবতীর্ণ হইবেন। আর তোমাদের নেতা তোমাদের মধ্য হইতেই হইবেন। উকাইল এবং ইমাম আওযাঈও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র)-ও উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী ইব্ন আবূ যি'ব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নবীগণ একই পিতার ঐরসজাত বিভিন্ন সন্তানের ন্যায়। তাঁহাদের মাতা বিভিন্ন হইলেও দীন এক। আর নবীগণের মধ্য হইতে আমি হযরত ঈসা (আ)-এর অধিকতম নিকটবর্তী। কারণ আমার ও তাঁহার মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবী আগমণ করেন নাই। নিশ্চয়ই তিনি অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহাকে দেখিয়া তোমরা চিনিয়া লইবে। তাঁহার দেহ নাতিদীর্ঘ ও কৃশ হইবে। তাঁহার গাত্র গৌরবর্ণ হইবে। তাঁহার পরিধানে দুইখানা গেরুয়া বস্ত্র থাকিবে। তাঁহার মস্তক বারিসিক্ত না থাকিলেও মনে হইবে, উহা হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পড়িতেছে। তিনি শূলী ভাঙ্গিবেন, শূকর বধ করিবেন, জিযিয়া কর রহিত করিয়া দিবেন এবং মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবেন। তাঁহার যুগে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ভিন্ন অন্য সকল ধর্মসহ দাজ্জালকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। এইরূপে পৃথিবীতে বিষধর কালসর্প ও উষ্ট্র এক সঙ্গে, চিতা বাঘ ও গরু এক সঙ্গে এবং নেকড়ে বাঘ ও ছাগল একসঙ্গে শান্তিতে বসবাস করিবে। এমন কি শিশুগণ সর্পের সহিত খেলা করিবে। অথচ সর্প তাহাদের ক্ষতি করিবে না। হযরত ঈসা (আ) চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবার পর ইন্তিকাল করিবেন এবং মুসলমানগণ তাঁহার নামাযে জানাযা আদায় করিবে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র).......হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে নবী করীম (সা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত ইহাও রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম ইসলামের পক্ষে (কাফির)-দের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। ইব্ন জারীর ভিন্ন অন্য কোনো মুফাস্সির উপরোক্ত হাদীস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন নাই।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমি নবীগণের মধ্যে হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ)-এর অধিকতম নিকটবর্তী। নবীগণ একই পিতার ঔরসজাত সন্তানদের ন্যায়। আমার ও তাহার মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবী আগমণ করেন নাই।

ইমাম বুখারী (র) ......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে নবীগণের মধ্য হইতে আমিই হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ)-এর অধিকতর নিকটবর্তী। নবীগণ একই পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণকারী ভ্রাতৃবৃন্দের সমতুল্য। তাহাদের মাতা বিভিন্ন হইলেও দীন এক।

ইবরাহীম ইব্ন তাহমান (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ (পূর্বোক্ত বর্ণনা)

ইমাম মুসলিম (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামত ঘটিবার পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চয়ই ঘটিবে। রোমকগণ আম্মাক অথবা দামিক নামক স্থানে সমবেত হইবে। তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত একটি মুসলিম বাহিনী মদীনা হইতে সেখানে উপস্থিত হইবে। উক্ত বাহিনীর সদস্যগণ তৎকালীন পৃথিবীবাসীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হইবে। মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের জন্যে শ্রেণীবদ্ধ হইবার পর রোমকগণ মুসলমানদিগকে বলিবে, আমাদের মধ্য হইতে যাহারা ধর্ম ত্যাগ করিয়া তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, আমাদিগকে শুধু তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সুযোগ দাও। মুসলমানগণ বলিবে, না, আল্লাহ্র কসম! আমাদের ভাইদিগকে তোমাদের নিকট অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারিব না। অতঃপর মুসলমানগণ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তাহাদের এক-তৃতীয়াংশ লোক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে। আল্লাহ কখনো তাহাদিগকে কৃপা দৃষ্টিতে দেখিবেন না। তাহাদের এক-তৃতীয়াংশ লোক শহীদ হইবে। আল্লাহর নিকট তাহারা শ্রেষ্ঠতম শহীদ। পরিশেষে তাহাদের এক-তৃতীয়াংশ লোকই যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। তাহারা ঈমানের পরীক্ষায় কখনো অকৃতকার্য হইবে না। তাহারা কন্সট্যান্টিনোপল জয় করিবেন। তাহারা জলপাই বৃক্ষে নিজেদের তরবারিসমূহ লটকাইয়া গনীমতের মাল বন্টনে রত থাকিবে। এমন সময়ে শয়তান তাহাদিগকে চীৎকার করিয়া বলিবে, তোমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে দাজ্জাল আবির্ভূত হইয়াছে। শয়তান কর্তৃক প্রচারিত এই সংবাদটা হইবে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মুসলমানগণ সেখান হইতে গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইবে। সিরিয়ায় পৌঁছিয়া তাহারা দেখিতে পাইবে, সেখানেই দাজ্জাল আবির্ভূত হইয়াছে। তাহারা যুদ্ধের আয়োজনে লিপ্ত হইয়া কাতার বিন্যাস করিতে থাকিবে। এমন সময়ে নামাযের জন্যে ইকামত উচ্চারিত হইবে। অতঃপর হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ) অবতীর্ণ হইবেন। তিনি মুসলমানদের ইমাম হইবেন। আল্লাহর শত্রু (দাজ্জাল) তাঁহাকে দেখিয়া এরূপে গলিয়া যাইবার উপক্রম হইবে যেমন লবণ পানির মধ্যে গলিয়া যায়। তিনি তাহাকে কিছু না বলিলেও সে

গলিয়া ধ্বংস হইয়া যাইত। কিন্তু ঈসা (আ) নিজ হাতে তাহাকে হত্যা করিবেন। তিনি মুসলমানদিগকে স্বীয় অস্ত্রে দাজ্জালের রক্ত প্রদর্শন করাইবেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মিরাজের রাত্রিতে হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাত হইয়াছিল। তাঁহারা কিয়ামত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। সকলে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, এই সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নাই। তাহারা হযরত মূসা (আ)-কে এই সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, এই সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নাই। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে এই সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, কিয়ামতের সঠিক তারিখ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহই জানে না। আমার প্রতিপালক প্রভু আমাকে যে নিশ্চিত বিষয়াবলী জানাইয়াছেন, উহাদের মধ্য হইতে একটি বিষয় এই যে, নিশ্চয়ই দাজ্জাল আবির্ভূত হইবে। তখন আমার নিকট দুইখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি থাকিবে। আমাকে দেখিয়া সে সীসার ন্যায় গলিয়া যাইবে এবং আল্লাহ তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। প্রকৃতিও দাজ্জাল এবং তাহার অনুসারীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সহিত সহযোগিতা করিবে। এমনকি প্রস্তর এবং বৃক্ষ বলিবে, ওহে মুসলিম! আমার আড়ালে একটি কাফির আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে হত্যা করো। এইভাবে আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন। অতঃপর মুসলমানগণ স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করিবে। এই সময়ে ইয়াজূজ মাজূজ আবির্ভূত হইবে। তাহারা প্রত্যেক উচ্চ স্থান হইতে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িবে এবং জনপদসমূহে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। তাহারা প্রত্যেকটি আক্রমণকারী শক্তি ও বস্তুকে ধ্বংস করিয়া দিবে। যে জলাশয়ের নিকট দিয়া তাহারা পথ অতিক্রম করিবে, উহার পানি নিঃশেষে পান করিবে। মুসলমানগণ আসিয়া আমার নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিবে। আমি আল্লাহর নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করিব। আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। তাহাদের পচা লাশের দুর্গন্ধে পৃথিবী দুর্গন্ধময় হইয়া যাইবে। আল্লাহ আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। উহা তাহাদের লাশসমূহ সমুদ্রে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এই সময়ে কিয়ামত আসন্ন প্রসবা নারীর সমতুল্য হইবে। এইরূপ নারী দিনে বা রাত্রিতে সহসা কখন সন্তান প্রসব করিবে, তাহা তাহার পরিবার-পরিজন জানে না। তদ্রূপ তখন কিয়ামত অত্যাসন্ন হইবে।

ইব্‌ন মাজাহ উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী আওয়াম ইব্‌ন হাওশাব হইতে প্রায় অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ নাযরা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে আবূ নাযরা বলেন ঃ একদা আমরা উসমান ইব্‌ন আবুল আসের নিকট রক্ষিত কুরআন মাজীদের সহিত আমাদের প্রাপ্ত কুরআন মাজীদ মিলাইয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে জুমু'আর দিনে তাহার নিকট গমন করিলাম। জুমু'আর নামাযের সময় হইলে তিনি আমাদিগকে গোসল করিতে বলিলেন। আমরা গোসল করিলাম। অতঃপর আমাদের নিকট সুগন্ধি আনয়ন করা হইল। আমরা উহা ব্যবহার করিয়া মসজিদে গেলাম। তথায় জনৈক ব্যক্তির নিকট বসিলে তিনি আমাদিগকে দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীস শুনাইলেন। অতঃপর হযরত উসমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) মসজিদে আগমন

করিলেন। আমরা উঠিয়া গিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, মুসলমানদের অধিকারে তিনটি শহর থাকিবে। উহাদের একটি হইল দুই সাগরের মিলনস্থলে অবস্থিত। অপরটি হিরাত অঞ্চলে এবং তৃতীয়টি সিরিয়ায় অবস্থিত। মানুষ তিনবার মহা ভীতবিহ্বল হইয়া পড়িবে। এই সময়ে লোকদের মধ্যে দাজ্জাল আবির্ভূত হইবে। সে পূর্বদিক হইতে আত্মপ্রকাশ করিবে। সে সর্বপ্রথম দুই সাগরের মিলনস্থলে এক শহরে উপস্থিত হইবে। উহার অধিবাসীগণ তখন তিন দলে বিভক্ত হইয়া যাইবে। তাহাদের একদল বলিবে, আমরা এই স্থানেই থাকিয়া যাইব এবং তাহার বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইব। দেখিব, সে কতটুকু শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। তাহাদের আরেক দল গ্রামাঞ্চলে চলিয়া যাইবে এবং অন্যদল নিকটস্থ শহরে চলিয়া যাইবে। দাজ্জালের সহিত সত্তর হাজার সৈন্য থাকিবে। তাহাদের অধিকাংশ হইবে ইয়াহূদী ও নারী। মুসলমানগণ একটা ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। তাহাদের গৃহপালিত পশু চারণভূমিতে থাকা অবস্থায় মরিয়া যাইবে। ইহা তাহাদের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও অসহনীয় ঘটনা হইবে। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। দুর্ভিক্ষের জ্বালায় তাহারা নিজেদের ধনুকের চর্ম নির্মিত তার আগুনে সেঁকিয়া খাইবে। তখন বৃক্ষ হইতে জনৈক ঘোষক তিনবার ঘোষণা করিবে, লোক সকল! তোমাদের নিকট (আল্লাহ্‌র) সাহায্য আগমণ করিয়াছে। মুসলমানগণ পরস্পর বলাবলি করিবে, ইহা নিশ্চয়ই কোন শান্ত ও তৃপ্ত মানুষের কণ্ঠ। ফজরের নামাযের সময়ে হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ) অবতীর্ণ হইবেন। মুসলমানদের নেতা তাঁহাকে বলিবেন, হে রূহুল্লাহ! নামাযে ইমামতি করুন। তিনি বলিবেন, এই উম্মতের একজন অন্যজনের ইমাম হইবে। অনন্তর মুসলমানদের ইমাম নামাযে ইমামতি করিবেন। নামায সমাপ্তির পর হযরত ঈসা (আ) তরবারি হস্তে দাজ্জালের নিকট গমণ করিবেন। দাজ্জাল তাহাকে দেখিয়া সীসার ন্যায় গলিয়া যাইতে থাকিবে। তিনি তাহার বক্ষে তরবারি বসাইয়া দিবেন। এইভাবে হযরত ঈসা (আ) দাজ্জালকে নিহত ও তাহার বাহিনীকে পরাজিত করিবেন। সেইদিন কোন বস্তুই তাহাদের কাহাকেও নিজের আড়ালে আশ্রয় দিবে না। এমনকি বৃক্ষ ডাকিয়া বলিবে, 'ওহে মু'মিন! (আমার আড়ালে) এই একটি কাফির রহিয়াছে।' প্রস্তর ডাকিয়া বলিবে, ওহে মু'মিন! এই একজন কাফির।

হাদীসটি উপরোক্ত সনদে ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই।

ইব্‌ন মাজাহ (র).......হযরত আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) হইতে তাঁহার 'সুনান' সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার অধিকাংশই দাজ্জাল ও দাজ্জাল হইতে সতর্কীকরণ সম্পর্কিত ছিল। তিনি যাহা বলিলেন, উহার কতকাংশ এই ঃ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির প্রথম হইতে উহার ধ্বংস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনা ও পরীক্ষা হইতে কঠিনতর ফিতনা ও পরীক্ষা মানুষের নিকট আসিবে না। প্রত্যেক নবীই স্বীয় উম্মতকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়াছেন। আমি সর্বশেষ নবী আর তোমরা সর্বশেষ উম্মত। দাজ্জাল নিশ্চিতরূপে তোমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইবে। আমার জীবদ্দশায়ই যদি সে আবির্ভূত হয়, তবে আমিই প্রত্যেক মুসলমানের অভিভাবক হইয়া তাহার মুকাবিলা করিব। আর সে আমার মৃত্যুর পর আবির্ভূত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের অভিভাবক হইতে হইবে।

আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানকে হিফাযত করুন। দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন এক স্থান হইতে আবির্ভূত হইবে। সে ডাইনে-বামে সর্বদিকে ঘুরিতে থাকিবে। ওহে আল্লাহর বান্দাগণ! ওহে লোক সকল! তোমরা সকলে স্বীয় ঈমানে দৃঢ় ও অবিচল থাকিবে। আমি দাজ্জালের এইরূপ কতগুলি চিহ্ন তোমাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি যাহা আমার পূর্ববর্তী কোন নবী বর্ণনা করেন নাই। দাজ্জাল প্রথমে বলিবে, আমি নবী। অথচ আমার পর কোনো নবী আসিবে না। সে আর বলিবে, আমি তোমাদের প্রতিপালক প্রভু। বস্তুত মৃত্যুর পূর্বে তোমরা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুকে দেখিতে পাইবে না। তাহার এক চক্ষু অন্ধ হইবে; অথচ তোমাদের মহান প্রতিপালক প্রভু এক চক্ষুবিশিষ্ট নহেন। দাজ্জালের ললাটে লিখিত থাকিবে 'কাফির'। শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রতেক মু'মিনই উহা পড়িতে পারিবে। দাজ্জালের একটা ফিতনা এই হইবে যে, তাহার সহিত একটা বেহেশত ও একটা দোযখ থাকিবে। তাহার জাহান্নাম প্রকৃতপক্ষে জান্নাত এবং তাহার জান্নাত প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম হইবে। যাহাকে সে স্বীয় দোযখে নিক্ষেপ করিবে, সে ব্যক্তি যেন আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চায় এবং সূরা কাহ্ফের প্রথমদিকের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। ইহা করিলে দাজ্জালের দোযখ সে ব্যক্তির নিকট সেভাবে ঠাণ্ডা ও শান্তিপ্রদ হইয়া যাইবে যেভাবে আগুন হযরত ইবরাহীমি (আ)-এর নিকট ঠাণ্ডা ও শান্তিপ্রদ হইয়া গিয়াছিল। দাজ্জালের একটা ফিতনা এই হইবে যে, কোনো গ্রাম্য লোককে বলিবে, যদি আমি তোমার মৃত মাতা-পিতাকে পুনর্জীবিত করিয়া দেই, তবে কি তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আমি তোমার প্রতিপালক প্রভু ? লোকটি বলিবে, হ্যাঁ! আমি এইরূপ সাক্ষ্য দিব। অতঃপর শয়তান উক্ত লোকটির মাতা ও পিতার রূপ ধরিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তাহারা বলিবে, ওহে বৎস! তাঁহাকে মানিয়া লও। তিনি তোমার প্রতিপালক প্রভু। দাজ্জালের একটা ফিতনা এই হইবে যে, সে একটা লোকের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে করাত দ্বারা চিরিয়া দুই খণ্ড করিয়া ফেলিবে। অতঃপর লোকদিগকে বলিবে, আমার এই বান্দাটির কার্য ও আচরণ তোমরা দেখ। আমি ইহাকে এখনই পুনর্জীবিত করিব। এতদসত্ত্বেও সে দাবি করিবে যে, আমি ভিন্ন তাহার অন্য কোনো প্রতিপালক প্রভু রহিয়াছে। তৎপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিবেন। পাপিষ্ঠ দাজ্জাল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, কে তোমার প্রতিপালক প্রভু ? লোকটা বলিবে, আমার প্রতিপালক প্রভু হইতেছেন আল্লাহ্ আর তুমি হইতেছ আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল। আল্লাহ্র কসম! আমি আজ তোমাকে যতটুকু চিনিতে পারিয়াছি, ইতিপূর্বে আর কখনো ততটুকু চিনিতে পারি নাই।

আবুল হাসান তানাফিসী (র)......হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) অতঃপর বলিলেন ঃ উপরোক্ত ব্যক্তি জান্নাতে আমার উম্মতের মধ্যে অধিকতম মর্যাদাবান হইবে। রাবী আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আল্লহ্র কসম! হযরত উমর (রা)-কেই আমরা তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত অনুরূপ ব্যক্তি মনে করিয়াছি।

সাহাবী হযরত আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অবশিষ্টাংশ হইতেছে এই ঃ নবী করীম (সা) আরো বলিলেন ঃ দাজ্জালের একটি ফিতনা হইবে এই যে, সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে আদেশ করিবে। আকাশ তাহার আদেশ মুতাবিক বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। সে পৃথিবীকে উদ্ভিদ ও ফসল উৎপাদন করিতে আদেশ করিবে, আর পৃথিবী তাহার

আদেশে উদ্ভিদ ও ফসল উৎপাদন করিবে। দাজ্জালের একটি ফিতনা হইবে এই যে, কোনো গোত্র তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাদের সকল গৃহপালিত পশু ধ্বংস হইয়া যাইবে। দাজ্জালের একটি ফিতনা হইবে যে, কোনো গোত্রের লোকেরা তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণ করিলে সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে আদেশ করিবে আর আকাশ তাহার আদেশ মুতাবিক বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। সে পৃথিবীকে উদ্ভিদ ও ফসল উৎপাদন করিতে আদেশ করিবে, আর পৃথিবী তাহার আদেশে উদ্ভিদ ও ফসল উৎপাদন করিবে। তাহাদের গৃহপালিত পশুগুলি সেইদিনেই মোটা-তাজা, উঁচু-লম্বা ও বলিষ্ঠ হইয়া যাইবে। উহাদের উদর ও পার্শ্বদ্বয় প্রশস্ত হইয়া যাইবে এবং উহাদের দুগ্ধবতী পশুও দুগ্ধে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। অথচ ইতিপূর্বে উহারা কখনো এইরূপ ছিল না। দাজ্জালের একটি ফিতনা এই হইবে যে, সে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করিবে এবং পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনা ভিন্ন সমুদয় পৃথিবী সে অধিকার করিয়া লইবে। পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনার যে পথ দিয়াই সে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে, সে পথেই ফেরেশতাগণ সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা তাহাকে প্রতিহত করিবে। অতঃপর সে সাবখা সীমান্তে অবস্থিত 'আয-যরীবুল আহ্মার' নামক স্থানে আগমণ করিবে। এই সময়ে পবিত্র মদীনায় তিনটি ভূমিকম্প সংঘটিত হইবে। ইহাতে সকল মুনাফিক নর-নারী উহা হইতে বাহির হইয়া গিয়া দাজ্জালের সহিত মিলিত হইবে। লৌহকারের হাপর যেরূপ লোহাকে মরিচামুক্ত করিয়া দেয়, সেইরূপ মদীনা তখন অপবিত্র আত্মা হইতে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র করিয়া ফেলিবে। এই যুগটি 'নাজাতের যুগ' নামে অভিহিত হইবে।

হযরত উম্মে শরীক বিন্তে আবুল আকর বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আরবের অধিবাসীগণ তখন কোথায় থাকিবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তাহারা সংখ্যায় স্বল্প হইবে। তাহাদের অধিকাংশ তখন বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করিবে। তাহাদের ইমাম একজন নেককার ব্যক্তি হইবেন। একদা তাহাদের ইমাম ফজরের নামায আদায় করিবার নিমিত্ত সম্মুখে অগ্রসর হইবেন। এমন সময়ে হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ) অবতীর্ণ হইবেন। মুসলমানের ইমাম তাঁহাকে দেখিয়া পশ্চাতে চলিয়া আসিবেন। হযরত ঈসা (আ) সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাঁহার পিঠে হাত রাখিয়া (সস্নেহে) বলিবেন, আপনিই সম্মুখে অগ্রসর হইয়া নামাযে ইমামতি করুন। কারণ আপনারই ইমামতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে ইকামত বলা হইয়াছে। তাহাদের ইমাম নামাযে ইমামতি করিবেন। নামায শেষ হইবার পর হযরত ঈসা (আ) বলিবেন, তোমরা দরজা খোল। দরজা খোলা হইবে। দেখা যাইবে, উহার বিপরীতদিকে দাজ্জাল অবস্থান করিতেছে। তাহার সহিত সত্তর হাজার ইয়াহূদী রহিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট তরবারি ও তাজ রহিয়াছে। হযরত ঈসা (আ) দাজ্জালের দিকে তাকাইতেই সে গলিয়া যাইতে থাকিবে, যেমন গলিয়া যায় পানির মধ্যে লবণ। সে পালাইতে চেষ্টা করিবে কিন্তু হযরত ঈসা (আ) তাহাকে বলিবেন, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই একটি আঘাত করিব। উহা হইতে তুমি কিছুতেই রেহাই পাইবে না। তিনি পূর্বদিকে অবস্থিত 'লুদ' প্রান্তে তাহাকে পাকড়াও করিয়া হত্যা করিবেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদিগকে পরাজিত করিবেন। প্রস্তর, বৃক্ষ, প্রাচীর, চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদি যে কোন বস্তুর আড়ালেই ইয়াহূদীগণ আশ্রয় লউক, আল্লাহ তা'আলা সেইদিন সেইগুলিকে ভাষা দিবেন। উহারা ডাকিয়া বলিবে, ওহে আল্লাহ্র মুসলিম বান্দাগণ! এই

একজন ইয়াহূদী। আইস, উহাকে হত্যা করো। তবে বাবলা বৃক্ষ তাহাদের বৃক্ষ। উহা মুখ খুলিবে না।

নবী করীম (সা) আরো বলিলেন ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর অবস্থান চল্লিশ বৎসর স্থায়ী হইবে। বৎসর তখন অর্ধ বৎসর, এমনকি মাসের সমান এবং মাস তখন সপ্তাহের সমান হইবে। তাহার শেষ দিনগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ক্ষুদ্র হইবে। সকালবেলায় কেহ শহরের একপ্রান্ত হইতে রওয়ানা হইলে উহার অন্য প্রান্তে তাহার পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহর নবী! এত ক্ষুদ্র দিনে আমরা কিরূপে নামায আদায় করিব ? তিনি বলিলেন, এখনকার লম্বাদিনে যেরূপ নামাযের সময় নির্ণয় করিয়া উহা আদায় করিয়া থাকো, তখন সেইরূপে উহা আদায় করিবে।

নবী করীম (সা) আরো বলিলেন ঃ হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ) আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ন্যায়ানুগ বিচারক ও ন্যায়ানুসারী ইমাম হইবেন। তিনি ক্রুশ ভাঙ্গিবেন, শূকর বধ করিবেন এবং জিযিয়া কর রহিত করিবেন। প্রাচুর্যের কারণে সদকা পর্যন্ত অনাদায়ী রহিয়া যাইবে। একটা ছাগল বা উটের জন্যে আজিকার ন্যায় কঠোর পরিশ্রম করা হইবে না। ঈর্ষা ও শত্রুতা মানুষের মধ্যে হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে। বিষধর প্রাণীর বিষ উহার কার্যক্ষমতা হারাইয়া ফেলিবে। শিশুগণ সাপের মুখে আংগুল রাখিবে, কিন্তু উহারা তাহাদের কোনো ক্ষতি করিবে না। বালকগণ সিংহকে তাড়াইয়া বেড়াইবে; কিন্তু উহা তাহাদের কোন ক্ষতি করিবে না। ছাগপালের মধ্যে প্রহরী কুকুরের ন্যায় নেকড়ে বাঘ অবস্থান করিবে। পৃথিবী শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে যেমন পরিপূর্ণ হয় পানিতে পানপাত্র। পৃথিবীতে তখন একটি মাত্র কালেমাই থাকিবে لا اله الا الله محمد رسول الله এবং মানুষ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো কিছুরই ইবাদত করিবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হইয়া যাইবে। কুরাইশ উহার হৃত রাজ্য কাড়িয়া লইবে। পৃথিবী উহার কারণে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। উহাতে হযরত আদম (আ)-এর যুগের ফসলের ন্যায় ফসল উৎপন্ন হইবে। মাত্র একছড়া আংগুর বা একটি ডালিম মানুষের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে। একটি বলদ গরুর মূল্য অনেক বেশি আর একটা ঘোড়ার মূল্য মাত্র কয়েকটি দিরহাম হইবে।

জনৈক সাহাবী বলিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ কারণে ঘোড়ার মূল্য কমিয়া যাইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তখন হইতে আর কখনো যুদ্ধে ঘোড়া ব্যবহৃত হইবে না। জনৈক সাহাবী বলিলেন ঃ কোন্ কারণে বলদ গরুর মূল্য বাড়িয়া যাইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তখন সমুদয় পৃথিবী চাষাবাদের আওতায় আসিবে।

নবী করীম (সা) আরো বলিলেন ঃ দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে তিনটি দুর্ভিক্ষের বৎসর আসিবে। উহাতে মানুষকে দুঃসহ অনাহার ও অনশন ভোগ করিতে হইবে। প্রথম বৎসর আল্লাহর আদেশে আকাশ এক-তৃতীয়াংশ বৃষ্টির বর্ষণ এবং পৃথিবী এক-তৃতীয়াংশ শস্যাদির উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। দ্বিতীয় বৎসর আল্লাহ্র আদেশে আকাশ দুই-তৃতীয়াংশ বৃষ্টির বর্ষণ এবং পৃথিবী দুই-তৃতীয়াংশ শস্যাদির উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। তৃতীয় বৎসর আল্লাহর আদেশে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিবে। উহা হইতে এক বিন্দু বৃষ্টিও বর্ষিত হইবে না। সেই বৎসর আল্লাহ্র আদেশে পৃথিবী শস্যাদির উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া

দিবে। উহা হইতে কোনো সবুজ উদ্ভিদই উৎপন্ন হইবে না। ফলে আল্লাহ যে (স্বল্প সংখ্যক) পশুকে (জীবিত রাখিতে) চাহিবেন, তাহা ব্যতীত সকল তৃণভোজী পশুই ধ্বংস হইয়া যাইবে। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই সময়ে লোকে কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তাহালীল, তাকবীর, তাসবীহ ও তাহমীদ[1] -এর সাহায্যে মানুষ জীবন ধারণ করিব। উহারাই তাহাদের জন্যে খাদ্যের কাজ করিবে।

ইব্‌ন মাজাহ (র)......আবদুর রহ্‌মান আল-মুহারিবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুর রহমান আল-মুহারিবী বলেন ঃ মকতবের বালক- বালিকাদিগকে লিখিতরূপে উপরোক্ত হাদীস শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া উচিত। অবশ্য উপরোক্ত বক্তব্য উপরোল্লিখিত সনদ ভিন্ন অন্য কোনো সনদে বর্ণিত হয় নাই। তবে কোন কোন হাদীস দ্বারা উহার অংশবিশেষ সমর্থিত হইয়াছে। নিম্নে অনুরূপ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হইতেছে ঃ

ইমাম মুসলিম (র) ....হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই তোমরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। নিশ্চয়ই তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবে। এমন কি প্রস্তর তোমাদিগকে ডাকিয়া বলিবে ওহে মুসলিম! এই স্থানে এই একজন ইয়াহূদী রহিয়াছে। এদিকে আসিয়া উহাকে হত্যা করো।

ইমাম মুসলিম (র) ......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে নিশ্চয়ই মুসলমানগণ ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধে মুসলমানগণ তাহাদিগকে হত্যা করিবে। তাহারা আত্মরক্ষার্থে প্রস্তর ও বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় লইবে। কিন্তু প্রস্তর ও বৃক্ষ ডাকিয়া বলিবে ওহে মুসলিম! ওহে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমার আড়ালে একজন ইয়াহূদী রহিয়াছে। এদিকে আসিয়া ইহাকে হত্যা কর। তবে বাবলা বৃক্ষ উহা মুসলমানদিগকে বলিয়া দিবে না। কারণ উহা ইয়াহূদীদের বৃক্ষ।

ইমাম মুসলিম (র) ......হযরত নাওআস ইব্‌ন সামআন আল-কিলাবী (রা) হইতে পূর্বানুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) ......হযরত নাওআস ইব্‌ন সামআন (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত নাওয়াস ইব্‌ন সামআন (রা) বলেন ঃ একদা সকালবেলায় নবী করীম (সা) দাজ্জালের বিষয় বর্ণনা করিলেন। তিনি উহার বর্ণনায় স্বীয় কণ্ঠস্বর কখনো নীচু এবং কখনো উঁচু করিলেন। নবী করীম (সা)-এর বর্ণনায় আমাদের মনে হইল, দাজ্জাল মদীনার খেজুর বাগানে অবস্থান করিতেছে। বিকালবেলায় আমরা নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলে তিনি আমাদের মুখমণ্ডলে উদ্বেগের ছাপ দেখিয়া বলিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে ? আমরা আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সকালবেলায় আপনি দাজ্জালের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আপনার কণ্ঠস্বর কখনো নীচু এবং কখনো উঁচু হইতে শুনিয়াছি। আপনার বর্ণনায় আমাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে, দাজ্জাল মদীনার খেজুর বাগানে অবস্থান করিতেছে। তিনি বলিলেন, দাজ্জাল অপেক্ষা অধিকতর ভীতিকর বস্তু তোমাদের জন্য আর কি রহিয়াছে ? আমার জীবদ্দশায় দাজ্জাল তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলে আমিই তোমাদের পক্ষ হইতে তাহাকে প্রতিহত করিব। আর

---

১. তাহ্‌লীল ঃ لا اله الا الله محمد رسول الله ঃ তাক্‌বীর ঃ الله اكبر। তাস্‌বীহ, سبحان الله এবং তাহমীদ ঃ الحمد لله।

আমার অনুপস্থিতিতে সে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলে প্রত্যেকেই যেন নিজের অভিভাবক হইয়া তাহার আক্রমণ প্রতিহত করে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ যেন প্রত্যেক মুসলমানের অভিভাবক তথা রক্ষণাবেক্ষণকারী হইয়া তাহার প্রতি দাজ্জালের আক্রমণকে প্রতিহত করেন। দাজ্জাল হইবে যুবক। তাহার কেশ হ্রস্ব ও কুঞ্চিত হইবে। তাহার চক্ষু স্ফীত হইবে। তাহাকে 'আবদুল উযযা ইব্ন কুতন' সদৃশ বলা যায়। তোমাদের মধ্য হইতে কাহারো জীবদ্দশায় দাজ্জাল আবির্ভূত হইলে সে যেন তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যে সূরা কাহফের প্রথমদিকের আয়াতসমূহ পাঠ করে। দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান হইতে আবির্ভূত হইবে। সে ডাইনে ও বামে সর্বদিকে গমনাগমন করিবে। ওহে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ঈমানে দৃঢ় ও অবিচল থাকিও। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! দাজ্জাল পৃথিবীতে কতদিন থাকিবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ পৃথিবীতে সে চল্লিশ দিন অবস্থান করিবে। তাহার সময়ের একদিন এক বৎসরের সমান, আরেকদিন এক মাসের সমান, আরেকদিন এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলি তোমাদের এই দিনগুলির সমান দীর্ঘ হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! দাজ্জালের সময়ের যে দিনটি এক বৎসরের সমান দীর্ঘ হইবে, সেই দিনটিতে কি একদিনের নামায আমাদের জন্যে যথেষ্ট হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন, না; সেইদিনের নামাযের ওয়াক্তসমূহ তোমরা আন্দায করিয়া নির্ধারণ করিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে দাজ্জালের গতি কিরূপ হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন, পৃথিবীতে তাহার গতি বাত্যাতাড়িত মেঘের গতির ন্যায় (অত্যন্ত দ্রুত) হইবে। নবী করীম (সা) আরো বলিলেন, দাজ্জাল একদল লোকের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে আহ্বান জানাইবে। তাহারা তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। ইহাতে সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে আদেশ করিবে। আকাশ তাহার আদেশে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। আর সে পৃথিবীকে শস্যাদি উৎপন্ন করিতে আদেশ করিবে। পৃথিবী তাহার আদেশে শস্যাদি উৎপন্ন করিবে। তাহাদের গৃহপালিত পশুসমূহ হৃষ্টপুষ্ট, উঁচু ও লম্বা হইবে। তাহাদের দুগ্ধবতী গৃহপালিত পশুসমূহের ওলান দুগ্ধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। ইতিপূর্বে উহারা কখনো এইরূপ হৃষ্টপুষ্ট ও দুগ্ধবতী ছিল না। দাজ্জাল আরেকদল লোকের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে আহবান জানাইবে। তাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। সে তাহাদের নিকট হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। অনন্তর তাহাদের উপর দুর্ভিক্ষ নামিয়া আসিবে। তাহদের ধন-সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা দৈন্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হইবে। দাজ্জাল অনুর্বর ও বন্ধ্যা ভূখন্ডের নিকট গমন করিয়া উহাকে আদেশ করিবে, তোমার গর্ভস্থ খনিজ সম্পদরাজি বাহির করিয়া দাও। তাহার আদেশে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ খনিজ সম্পদরাজি মৌমাছির ন্যায় বাহির হইতে থাকিবে। দাজ্জাল একটা উচ্ছল তরুণকে তরবারি দ্বারা দ্বিখন্ডিত করিয়া দুইটি খণ্ডকে পরস্পর হইতে নিক্ষিপ্ত তীরের সম দুরত্বে রাখিয়া দিবে। অতঃপর সে তাহাকে ডাক দিবে। অনন্তর যুবকটি জীবিত হইয়া আনন্দপূর্ণ ও হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। দাজ্জালের কার্যকলাপ চলিতে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা হযরত মাসীহ ইব্ন মরিয়ম (আ)-কে প্রেরণ করিবেন। তিনি দুইজন ফেরেশতার ডানায় হাত রাখিয়া দামেশকের পূর্বদিকে অবস্থিত শুভ্রবর্ণ

মিনারের সন্নিকটে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার পরিধানে তখন দুইখণ্ড চাদর থাকিবে। তিনি স্বীয় মস্তক অবনত করিলে উহা হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পতিত হইবে। আবার উহা উন্নত করিলে উহা হইতে মুক্তার দানার ন্যায় বারিবিন্দু বহিয়া পড়িবে। তাঁহার নিশ্বাস কোনো কাফিরের গায়ে লাগিলে সে মরিয়া যাইবে। যতদূর তাঁহার দৃষ্টি পৌঁছিবে, ততদূর তাঁহার নিশ্বাস পৌঁছিবে। তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া 'লুদ' নামক স্থানের উপকণ্ঠে তাহাকে ধরিয়া হত্যা করিবেন। অতঃপর তিনি দাজ্জালের ফিতনা হইতে আল্লাহ কর্তৃক রক্ষিত একদল লোকের নিকট আগমন করিয়া (সস্নেহে) তাহাদের চোখে-মুখে হাত বুলাইবেন এবং জান্নাতে তাহাদের জন্যে নির্ধারিত উচ্চ মর্তবা ও মর্যাদার সুসংবাদ তাহাদিগকে শুনাইবেন।

এই সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ওহীর মাধ্যমে জানাইবেন, আমি আমার এইরূপ কতগুলি বান্দাকে আবির্ভূত করিয়াছি –যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। অতএব তুমি আমার (মু'মিন) বান্দাদিগকে সঙ্গে লইয়া তূর পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করো। আল্লাহ তখন ইয়াজূজ মাজূজকে প্রেরণ করিবেন। আর তাহারা প্রত্যেক উচ্চ স্থান হইতে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহাদের প্রথম দল তিব্‌রিয়া সাগরের উপর দিয়া পথ অতিক্রম করিবে। তাহারা উহার সমুদয় পানিপান করিয়া ফেলিবে। তাহাদের শেষ দল উক্ত স্থান দিয়া পথ অতিক্রম করিবার কালে বলিবে, এককালে এইখানে পানি ছিল।

আল্লাহ্‌র নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় চরম খাদ্যাভাবের মধ্যে দিন কাটাইতে থাকিবেন। আজিকার দিনে একশতটা দীনার তোমাদের নিকট যতটুকু মূল্যবান বিবেচিত হইয়া থাকে, একটা গরুর কল্লা তখন তাহাদের নিকট তদপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হইবে। আল্লাহ্‌র নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ আল্লাহ্‌র নিকট কাকুতি মিনতি সহকারে দু'আ করিবেন। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ মাজূজের প্রতি মহামারী আকারে গলগণ্ড রোগ প্রেরণ করিবোন। উহাতে তাহারা একসঙ্গে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাদের সকলের মৃত্যু যেন মাত্র একটা লোকের মৃত্যু। অতঃপর আল্লাহ্‌র নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ অবরুদ্ধ স্থান হইতে নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিবেন। তাহারা আসিয়া দেখিবেন ইয়াজূজ মাজূজের লাশে পৃথিবী পরিপূর্ণ এবং উহাদের দুর্গন্ধে পৃথিবীর বাতাস দুর্গন্ধময় হইয়া গিয়াছে। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিবেন। আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ মাজূজের লাশগুলির নিকট উটের গলার ন্যায় এক প্রকারের পাখি পাঠাইবেন। উহারা তাহাদের লাশগুলিকে উঠাইয়া লইয়া আল্লাহ যেখানে চাহিবেন, সেখানে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক ও প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া পৃথিবী ধৌত করত উহাকে আয়নার ন্যায় পরিষ্কার করিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীকে আদেশ করিবেন, তোমার বক্ষে অবস্থিত ফল ও শস্যাদি বাহির করিয়া দাও এবং তোমার বৃক্ষের বরকত ফিরাইয়া দাও। এই যুগে একটা ডালিমের মাত্র একাংশ একদল লোককে তৃপ্ত করিবে। মানুষ রৌদ্র হইতে উহার খোসার ছায়ায় আশ্রয় লইয়া ক্লান্তি দূর করিবে। আল্লাহ তা'আলা গৃহপালিত পশুপালের মধ্যে বরকত দান করিবেন। একটামাত্র উষ্ট্রীর দুগ্ধ একদল লোকের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে। এই অবস্থায় একদা আল্লাহ তা'আলা এক প্রকারের সুখকর বাতাস পাঠাইবেন। উহা প্রত্যেক মু'মিনের বগলের নিম্ন দিয়া বহিয়া যাইবে। উহা দ্বারা আল্লাহ

তাহাদের রূহ উঠাইয়া লইবেন। অতঃপর পৃথিবীতে নিকৃষ্টতম আত্মার মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে। তাহারা গর্দভের ন্যায় পরস্পর গুতাগুতিতে লিপ্ত থাকিবে। পৃথিবীতে তাহাদের অবস্থানকালেই কিয়ামত ঘটিবে। ইমাম আহ্মদ এবং সুনান সংকলকগণও উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী আবদুর রহ্মান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির (র) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। 'সূরা আম্বিয়া'র অন্তর্গত–

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ–

–এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আহ্মদের সনদেও উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করিব।

ইমাম মুসলিম (র) ......ইয়াকূব ইব্ন আসিম ইব্ন উরওয়া ইব্ন মাসউদ সাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন আমরের নিকট আসিয়া বলিল, আপনি যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া থাকেন, উহার ভিত্তি কি ? আপনি বর্ণনা করিয়া থাকেন, অমুক অমুক ঘটনা ঘটিবার পর কিয়ামত সংঘটিত হইবে। তিনি বিস্মিত হইয়া سبحان الله। অথবা لا اله الا الله। কিংবা অনুরূপ কোন বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, আমি স্থির করিয়াছি, কখনো কাহারো নিকট হাদীস বর্ণনা করিব না। আমি তো শুধু ইহাই বর্ণনা করিয়াছি, অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তোমরা এক ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবে। বায়তুল্লাহ শরীফে আগুন লাগানো হইবে আর এই এই ঘটনা ঘটিবে। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলিলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জাল আবির্ভূত হইবে। সে চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ মাস অথবা চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবে। এই সময়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করিবেন। তিনি 'উরওয়া ইব্ন মাসউদ'-এর সদৃশ হইবেন। তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন। অতঃপর লোকেরা সাত বৎসর মহাশান্তিতে বাস করিবে। তখন পরস্পর শত্রু দুইটি লোককেও পাওয়া যাইবে না। তৎপর সিরিয়ার দিক হইতে আল্লাহ তা'আলা শীতল বায়ু প্রবাহিত করিলেন। যাহাদের হৃদয়ে সামান্যতম পবিত্রতা বা ঈমান রহিয়াছে, তাহাদের সকলেই উক্ত বায়ুর প্রভাবে মরিয়া যাইবে। কোন ব্যক্তি পর্বত গুহায় প্রবেশ করিলে সেও উহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবে না। অতঃপর পৃথিবীতে নিকৃষ্টতম আত্মার মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে। তাহাদের গতি পাখির গতির ন্যায় দ্রুত এবং তাহাদের বুদ্ধি হিংস্র পশুর বুদ্ধির ন্যায় হিংস্র হইবে। তাহাদের হৃদয়ে না ন্যায়ের প্রতি কোনরূপ ভালবাসা আর না অন্যায়ের প্রতি কোনরূপ ঘৃণা বর্তমান থাকিবে।

এক সময়ে শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করত তাহাদের নিকট আসিয়া বলিবে, তোমরা কি আমার কথা শুনিবে ? তাহারা সম্মতিসূচকভাবে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি আমাদিগকে কি কাজ করিতে বলিতেছ ? ইহাতে সে তাহাদিগকে প্রতিমা পূজা করিতে পরামর্শ দিবে। তাহারা উহাতে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। এতদবস্থায়ও আল্লাহ্র তরফ হইতে তাহাদের রিযক বন্ধ হইবে না; বরং তাহারা প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন যাপন করিবে। পৃথিবীতে এই অবস্থা চলিতে থাকাকালে শিঙ্গায় ফুৎকার পড়িবে। শিঙ্গায় ফুৎকারের শব্দ শ্রবণে প্রত্যেকে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিবে, হায় হায়! কী হইল! শিঙ্গা ফুঁকিবার প্রাক্কালে একটি লোক স্বীয় উটের পানিপান

করিবার হাউয মেরামত করিবার কার্যে রত থাকিবে। সেই সর্বপ্রথম উহার শব্দ শুনিতে পাইবে। শিঙ্গায় ফুৎকারের শব্দে সকল লোক বেহুঁশ হইয়া পড়িবে। সকলের মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা শিশিরের ন্যায় অথবা ছায়ার ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। উহাতে মানুষের দেহ মাটির মধ্য হইতে গজাইয়া উঠিবে। তৎপর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার পড়িবে। উহার ফলে মানুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইয়া রহিবে। অতঃপর আদেশ হইবে, ওহে লোকসকল ! তোমরা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট চলো। অথবা বলা হইবে, তাহাদিগকে থামাও; নিশ্চয়ই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। তৎপর আল্লাহর তরফ হতে ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হইবে, দোযখের জন্যে নির্ধারিত অংশ পৃথক করিয়া ফেল। ফেরেশতাগণ আরয করিবেন– কতজনের মধ্য হইতে কতজনকে পৃথক করিব ? আল্লাহর তরফ হইতে আদেশ হইবে, প্রতি এক হাযারের মধ্য হইতে নয়শত নিরানব্বইজনকে দোযখের জন্যে পৃথক করিয়া ফেল। সেইদিনের ভয়াবহতা শিশুকে বৃদ্ধ করিয়া দিবে। সেইদিন মহা বিপদের দিন।

উপরোল্লিখিত সনদ ব্যতীত অন্য সনদেও ইমাম মুসলিম (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈ (র) উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী শুবা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... হযরত মুজাম্মা ইব্ন জারিয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ) 'লুদ'-এর উপকণ্ঠে অথবা 'লুদ'-এর কাছাকাছি দুরাত্মা দাজ্জালকে বধ করিবেন।

ইমাম আহমদ (র) উপরোক্ত সনদ ভিন্ন নিম্নের সনদেও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উপরোল্লিখিত রাবী যুহরী হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ) 'লুদ'-এর উপকণ্ঠে দাজ্জালকে বধ করিবেন।

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী লায়েস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, উপরোক্ত হাদীস হাসান-সহীহ পর্যায়ের। তিনি আরো মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন, নাফি' ইব্ন উয়ায়না, আবূ বারযা বা হুযায়ফা ইব্ন উসাইদ, আবূ হুরায়রা, কায়সান, উসমান ইব্ন আবুল আস, জাবির, আবূ উমামা, ইব্ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, সামুরা ইব্ন জুনদুব, নাওআস ইব্ন সামআন, আমর ইব্ন আওফ এবং হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবী হইতে এতদ্বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তিরমিযীর উপরোক্ত মন্তব্যের তাৎপর্য এই যে, উপরোল্লিখিত সাহাবীগণ হইতে দাজ্জালের আবির্ভাব ও হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ) কর্তৃক দাজ্জাল বধ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ) কর্তৃক দাজ্জাল বধ সম্পর্কিত নহে; বরং শুধু দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রথমোক্ত শ্রেণীর হাদীসের সংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর। উহার সংখ্যা অগণিত। উহার বিপুল অংশ সহীহ সংকলন বা মুসনাদ সংকলনে স্থানপ্রাপ্ত অথবা হাসান শ্রেণীভুক্ত কিংবা প্রায় অনুরূপ পর্যায়ভুক্ত।

ইমাম আহমদ (র) ......হযরত হুযায়ফা ইব্ন উসায়দ গিফারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফাত হইতে আমাদের নিকট আগমণ করিলেন।

আমরা তখন কিয়ামতের বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, দশটা নিদর্শন দৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না ঃ ১. পশ্চিমদিক হইতে সুর্যোদয় হওয়া; ২. ধোঁয়া দৃষ্ট হওয়া; ৩. 'দাব্বাতুল আরদ'-এর আবির্ভাব; ৪. ইয়াজূজ মাজূজের আবির্ভাব; ৫. হযরত ঈসা ইবন মরিয়ম (আ)-এর অবতরণ; ৬. দাজ্জালের আবির্ভাব; ৭. ৮. ও ৯. তিনটি ভূমি ধস। একটি পূর্বদিকে; একটি পশ্চিমদিকে এবং একটি আরব উপদ্বীপে সংঘটিত হইবে; ১০. এডেন হইতে একটি অগ্নিপ্রবাহ সৃষ্টি। উহা মানুষকে ধাওয়া করিয়া একস্থানে সমবেত করিবে এবং তাহারা যেখানে রাত্রি যাপন করিবে, উক্ত অগ্নি সেখানে তাহাদের সহিত রাত্রি যাপন করিবে। তাহারা যেখানে দ্বীপ্রহর কাটাইবে, উহা সেখানে তাহাদের সহিত দ্বিপ্রহর কাটাইবে।

ইমাম মুসলিম ও সুনান সংকলকগণ উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী ফুরাত হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র)......হুযায়ফা ইব্ন উসায়দ গিফারী (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস সাহাবীর উক্তি (حديث موقوف) হিসাবেও বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ বিপুল সংখ্যক সনদে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসের সনদের সংখ্যা এত অধিক যে, উহার কারণে হাদীসটি মুতাওয়াতির হাদীসের শ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছে। উক্ত হাদীসসমূহ হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত ইব্ন মাসঊদ, হযরত উসমান ইব্ন আবুল আস, হযরত আবূ উমামা, হযরত নাওআস ইব্ন সাম্আন, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস, হযরত মুজাম্মা' ইব্ন জারিয়া, হযরত আবূ শুরায়হ এবং হযরত হুযায়ফা ইব্ন উসায়দ (রা) প্রমুখ সাহাবীর মাধ্যমে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হইবার স্থানসহ বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে। উহাতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি ফজরের নামাযের ইকামতের সময়ে সিরিয়ার দামেশক শহরের পূর্বাঞ্চলীয় এক মসজিদের মিনারে অবতীর্ণ হইবেন।

সাতশত একচল্লিশ হিজ্রীতে 'জামেউল উমাবী' মসজিদের জন্যে শ্বেত পাথরের একটি মিনার নির্মিত হইয়াছে। উক্ত মিনার অভিশপ্ত খ্রিস্টানগণ কর্তৃক সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত একটি মিনারের পরিবর্তে নির্মিত হইয়াছে। অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস, উক্ত মিনারেই অবতীর্ণ হইয়া হযরত ঈসা (আ) শূকর বধ করিবেন, ক্রুশ ভাঙ্গিবেন, জিযিয়া কর রহিত করিবেন এবং ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন দীন গ্রহণ করিতে মানুষকে সুযোগ দিবেন না। বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত উপরে উল্লেখিত হাদীসে উহাই বিবৃত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে নবী করীম (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সংবাদ দিতেছেন যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর আগমণের পর তৎসম্বন্ধীয় সকল সংশয়-সন্দেহসহ কাফিরদের ইসলাম বিরোধী সর্বপ্রকারের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিবে এবং তাহারা কুফর ও শিরক ত্যাগ করিয়া তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিবে। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وانه لعلم للساعة –

'আর নিশ্চয়ই সে (ঈসা) কিয়ামতের নিশ্চিত এক বিজ্ঞপ্তি বটে।' কেহ কেহ 'ইলম' শব্দের পরিবর্তে 'আলাম' পড়িয়াছেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতের একটি নিদর্শন। কারণ তিনি দাজ্জালের আবির্ভাবের পর আবির্ভূত হইয়া তাহাকে বধ করিবেন। যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে, আল্লাহ তা'আলা কোনো রোগই উহার ঔষধ ছাড়া সৃষ্টি করেন নাই। তেমনি তাঁহারই সময়ে আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ মাজূজ সম্প্রদায়কে পাঠাইবেন এবং তাঁহারই দু'আর বরকতে আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। ইয়াজূজ মাজূজের আবির্ভাব সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ- وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ-

'যে পর্যন্ত না ইয়াজূজ মাজূজের পথ উন্মুক্ত হইবে এবং উহারা প্রতিটি উচ্চভূমি হইতে ছড়াইয়া পড়িবে। তখন অমোঘ প্রতিশ্রুতির বিষয়টি (কিয়ামত) আসন্ন হইয়াছে। উহা আসিয়া গেলে অবিশ্বাসীদের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে। উহারা বলিবে, হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! আমার তো এই বিষয়ে উদাসীন ছিলাম; বরং আমরা সীমা লংঘনকারীই ছিলাম।'

হযরত ঈসা (আ)-এর দৈহিক পরিচয়

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ তোমরা তাঁহাকে দেখিয়া চিনিয়া লইবে। তাঁহার দেহ নাতিদীর্ঘ, কৃশ এবং গাত্রবর্ণ গৌর হইবে। তাঁহার গায়ে দুইখানা গেরুয়া বস্ত্র থাকিবে। তাঁহার মস্তক বারিসিক্ত না থাকিলেও মনে হইবে, উহা হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পড়িতেছে।

হযরত নাওআস ইব্‌ন সামআন (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ তিনি দুইজন ফেরেশতার ডানায় হাত রাখিয়া দুইপ্রস্ত বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দামেশক নগরের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত শ্বেত মিনারের উপর অবতীর্ণ হইবেন। তিনি স্বীয় মস্তক উন্নত করিলে উহা হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পতিত হইবে এবং তিনি উহা আনত করিলে উহা হইতে মুক্তার দানার ন্যায় বারিবিন্দু গড়াইয়া পড়িবে। কোন কাফিরের উপর তাঁহার নিশ্বাস পতিত হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য। যতদূর তাঁহার দৃষ্টি পৌঁছিবে, ততদূর তাঁহার নিশ্বাস পৌঁছিবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) ......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মি'রাজের রাত্রিতে আমি হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেখিয়াছি। হযরত মূসা (আ)-এর দৈহিক উচ্চতা মাঝারী এবং কেশরাজি কুঞ্চিত ছিল। শানুআ গোত্রের লোকদের সহিত তাঁহার দৈহিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। হযরত ঈসা (আ)-এর দৈহিক উচ্চতা মাঝারী এবং তাঁহার গায়ের রং লাল। দেখিয়া মনে হয় যেন গোসল করিয়া আসিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত তাঁহার বংশধরদের মধ্য হইতে আমার অধিকতম মিল রহিয়াছে। (অসমাপ্ত)

ইমাম বুখারী (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মিরাজের রাত্রিতে আমি হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দর্শন করিয়াছি। হযরত ঈসা (আ)-এর গাত্রবর্ণ লাল, তাঁহার কেশ ঢেউ তোলা এবং তাহার বক্ষ প্রশস্ত। হযরত মূসা (আ)-এর গাত্রবর্ণ গৌর, তাঁহার দেহ হৃষ্টপুষ্ট এবং তাঁহার কেশদাম সরল। যাত গোত্রের লোকদের সহিত তাঁহার দৈহিক সাদৃশ্য রহিয়াছে।'

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম (সা) জনসমক্ষে দাজ্জালের বিষয় বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা একচক্ষুবিশিষ্ট নহেন। জানিয়া রাখ, অভিশপ্ত দাজ্জালের ডান চক্ষু অন্ধ হইবে। তাহার চক্ষু উদ্‌গত আঙ্গুরের ন্যায় হইবে।

ইমাম মুসলিম (র) হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কাবার নিকট স্বপ্নে আমাকে অত্যন্ত সুশ্রী ও গৌরবর্ণ একটি পুরুষকে দেখাইলেন। তাঁহার বাবড়ী চুল দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার কেশদাম ঢেউ তোলা। তাঁহার মস্তক হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পড়িতেছিল। দুইটি লোকের স্কন্ধে হাত রাখিয়া তিনি পবিত্র কাবা প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি হযরত মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ (আ)। অতঃপর তাঁহার পশ্চাতে কুঞ্চিত ও খর্ব কেশের অধিকারী একটি লোককে দেখিলাম। তাহার ডান চক্ষু অন্ধ ছিল। ইব্‌ন কুতন-এর সহিত তাহার দৈহিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। সে একটি লোকের স্কন্ধে হাত রাখিয়া পবিত্র কাবা প্রদক্ষিণ করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই লোকটি কে ? লোকেরা বলিল, এই লোকটি অভিশপ্ত দাজ্জাল। নাফে' হইতে উবায়দুল্লাহ প্রমুখ রাবীও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......সালিমের পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সালিমের পিতা বলেন ঃ না; আল্লাহর কসম! নবী করীম (সা) হযরত ঈসা (আ)-এর গাত্রবর্ণ লাল বলেন নাই। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ একদা আমি পবিত্র কাবা তাওআফ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। এমন সময়ে দেখিলাম, গৌরবর্ণ সরল কেশবিশিষ্ট একটি লোক দুইটি লোকের উপর ভর করিয়া চলিতেছেন। তাঁহার মস্তক হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পড়িতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ)। অতঃপর আরেকটি বিপুল বপুর কুঞ্চিত কেশ ও লালবর্ণ ব্যক্তিকে দেখিলাম। তাহার ডান চক্ষু অন্ধ। তাহার চক্ষু উদ্‌গত আঙ্গুরের ন্যায়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে ? লোকেরা বলিল, এই ব্যক্তি দাজ্জাল। 'ইব্‌ন কুতন'- এর সহিত তাহার অধিকতম সাদৃশ্য রহিয়াছে।

যুহরী (র) বলিয়াছেন, ইব্‌ন কুতন খুযা'আ গোত্রীয় একটি লোকের নাম। সে জাহিলী যুগে মারা যায়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার পর হযরত ঈসা (আ) এখানে চল্লিশ বৎসর অবস্থান করিবেন। অতঃপর তিনি ইন্তিকাল করিবেন এবং মুসলমানগণ তাঁহার নামাযে জানাযা আদায় করিবে।

পক্ষান্তরে হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-এর মাধ্যমে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ) পৃথিবীতে সাত বৎসর অবস্থান করিবেন। পরস্পর বিরোধী উপরোক্ত দুই হাদীসের মধ্যে এইরূপে সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে তাঁহার চল্লিশ বৎসর অবস্থান করিবার তাৎপর্য এই যে, আকাশে উত্তোলিত হইবার পূর্বে ও পরে মোট চল্লিশ বৎসর তিনি পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। পক্ষান্তরে পৃথিবীতে সাত বৎসর তাঁহার অবস্থান করিবার তাৎপর্য এই যে, পুনরাগমণের পর সাত বৎসর তিনি পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী তেত্রিশ বৎসর বয়সে হযরত ঈসা (আ) আকাশে উত্তোলিত হইয়াছেন। জান্নাতবাসীদের পরিচয়ে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে ঃ জান্নাত-বাসীগণের রূপ হযরত আদম (আ)-এর রূপের ন্যায় এবং বয়সের দিক দিয়া তাহাদের দৈহিক অবস্থা হযরত ঈসা (আ)-এর তেত্রিশ বৎসর বয়সের দৈহিক অবস্থার ন্যায় হইবে।

ইব্‌ন আসাকির (র) জনৈক বর্ণনাকারী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একশত পঞ্চাশ বৎসর বয়সে হযরত ঈসা (আ) আকাশে উত্তোলিত হইয়াছেন। ইব্‌ন আসাকিরের উপরোক্ত বর্ণনা অধিকতর শক্তিশালী বর্ণনার বিরোধী, অসমর্থিত ও অগ্রহণযোগ্য। হাফিয আবুল কাসিম ইব্‌ন আসাকির তাঁহার রচিত ইতিহাস গ্রন্থে হযরত ঈসা (আ)-এর পরিচয়পর্বে জনৈক পূর্বযুগীয় আলিম হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর হযরত ঈসা (আ) নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর হুজরা শরীফে তাঁহার পার্শ্বে সমাধিস্থ হইবেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا– অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।'

কাতাদা বলিয়াছেন ঃ হযরত ঈসা (আ) তাহাদের বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য প্রদান করিবেন যে, তিনি তাহাদের নিকট আল্লাহর তরফ হইতে প্রেরিত রিসালাতের বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার আল্লার বান্দা হইবার বিষয়টি তাহাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সূরা মায়িদার শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَايَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ– مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ–

অর্থাৎ 'আর যখন আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইব্‌ন মরিয়মকে প্রশ্ন করিলেন– তুমি কি এই লোকদিগকে বলিয়াছে যে, আমাকে ও আমার মাতাকে প্রভু বানাও আল্লাহকে বাদ দিয়া ? সে বলিল, তুমি তো পবিত্র, মহান। যে কথা বলার অধিকার আমার নাই, তাহা আমি কি করিয়া বলিব ? যদি আমি বলিতাম, তাহা অবশ্যই তুমি জানিতে পাইতে। আমার মনের কথাও তুমি

জান, অথচ আমি তোমার অন্তরের কথা জানি না। নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্য সবকিছুই সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত। আমি তো তাহাই বলিয়াছি যাহা আমাকে তুমি আদেশ করিয়াছ। তাহা এই যে, সেই আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক প্রভু। আর আমি যতদিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আমাকে তুমি লোকান্তরিত করিয়াছ, তখন তো তুমি তাহাদের পর্যবেক্ষক ছিলে। আর তুমি তো সকল কিছুরই সাক্ষী রহিয়াছ।'

(١٦٠) فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا ۙ

(١٦١) وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

(١٦٢) لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

১৬০. "ভালো ভালো যাহা ইয়াহূদীদের জন্য বৈধ ছিল, তাহা উহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছি তাহাদের সীমা লংঘনের জন্য এবং আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য।"

১৬১. "এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও উহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।"

১৬২. "কিন্তু তাহাদের মধ্যকার যে সকল স্থিত ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ও বিশ্বাসীগণ তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস করে এবং যাহারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাহাদিগকেই পুরস্কার দিব।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ ইয়াহূদীগণ কর্তৃক বিভিন্ন জঘন্য পাপাচার দ্বারা সীমালংঘন করিবার ফলে আমি তাহাদের জন্যে কতিপয় পবিত্র ও হালাল বস্তুকে হারাম করিয়া দিয়াছি।

ইবন আবূ হাতিম (র)......আমর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) اُحِلَّتْ لَهُمْ (যাহা তাহাদের জন্যে হালাল করা হইয়াছে) স্থলে كَانَتْ اُحِلَّتْ لَهُمْ (যাহা তাহাদের জন্যে হালাল করা হইয়াছিল) পড়িয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'হারাম করিয়া দিয়াছি' বাক্যের দুইরূপ তাৎপর্য হইতে পারে। প্রথম তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হইতেই নিশ্চিত ছিলেন যে, তাহারা তাহাদের প্রতি

অবতীর্ণ আসমানী কিতাব ও উহার বিধান বিকৃত এবং পরিবর্তিত করিয়া হালাল বস্তুকে নিজেরাই হারাম করিয়া লইবে এবং এইভাবে নিজেরা নিজেদের উপর অবাঞ্ছিত কঠোরতা চাপাইয়া দিবে। দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, তাওরাতের পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের জন্যে যে সকল বস্তু হালাল করিয়াছিলেন, উহাদের কোন-কোনটি তিনি তাহাদের সীমা লংঘনের কারণে তাওরাতে তাহাদের জন্যে হারাম করিয়া দেন। তাহাদের জন্যে প্রায় যাবতীয় খাদ্য হালাল থাকিবার বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যত্র তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِلاَّ مَا حَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰةَ-

'তাওরাত অবতীর্ণ হইবার পূর্বে যাবতীয় খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্যে হালাল ছিল; তবে যে খাদ্য ইসরাঈল নিজেদের জন্য পরিত্যাজ্য করিয়া লইয়াছিল উহা ব্যতীত।

উপরোক্ত আয়াত সম্বন্ধে ইতিপূর্বেও আলোচনা করিয়াছি। আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়া আসিয়াছি যে, হযরত ইসরাঈল (ইয়াকূব) (আ) নিজেই উটের গোশত ও উহার দুধ পরিহার করিয়া চলিতেন। তাওরাত অবতীর্ণ হইবার পূর্বে উপরোক্ত ব্যতিক্রম ছাড়া যাবতীয় খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্যে হালাল ছিল। তাওরাতে উপরোক্ত খাদ্যসমূহের কোন-কোনটির হারামকরণ সম্বন্ধে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا اِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا اَوِ الْحَوَايَا اَوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ.

অর্থাৎ 'ইয়াহূদীদের জন্যে আমি নখযুক্ত সমস্ত পশু হারাম করিয়াছি। আর গরু ও ছাগলের চর্বি তাহাদের জন্যে হারাম করিয়াছি। তবে পৃষ্ঠে বা অন্ত্রে অবস্থিত অথবা অস্থির সহিত মিলিত চর্বিকে তাহাদের জন্যে হারাম করি নাই। তাহাদের অবাধ্যতার কারণে তাহাদিগকে এই প্রতিফল দিয়াছি। আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী।'

অর্থাৎ উপরোক্ত বস্তুসমূহ শুধু এই কারণে তাহাদের জন্যে হারাম করিয়াছি যে, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য ও বিরুদ্ধাচারী ছিল।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا.

অর্থাৎ যে সকল পবিত্র বস্তু পূর্বে তাহাদের জন্যে হালাল ছিল, উহাদের কতক তাহাদের জন্যে আমি হারাম করিয়া দিয়াছি। কারণ তাহারা সত্যের অনুসরণ হইতে নিজেরা বিরত থাকিত এবং অপরকে বিরত রাখিত। আর ইহা তাহাদের পুরাতন স্বভাব। তাহাদের এই পুরাতন স্বভাবের দরুনই তাহারা নবীদের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, একদল নবীকে হত্যা করিয়াছে এবং হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (স)-কে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ-

অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদিগকে সুদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও তাহারা নানারূপ বাহানা, ছল-চাতুরী ও মিথ্যা যুক্তির আশ্রয় লইয়া উহা গ্রহণ করিয়াছে। আর তাহারা অবৈধ ও অন্যায় পন্থায় মানুষের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করিয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তবে ইয়াহূদীদের মধ্যে হইতে যাহারা আত্মার পবিত্রতার পক্ষে উপকারী গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী, মু'মিন, সালাত আদায়কারী, যাকাত প্রদানকারী, আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী, তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহাদিগকে আমি নিশ্চয়ই মহা পুরস্কার তথা জান্নাত প্রদান করিব।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম, সালাবা ইব্ন সাঈ, আসাদ ইব্ন সাঈ ও আসাদ ইব্ন উবায়দ (রা) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইয়াহূদীদের মধ্য হইতে ইঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী করীম (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব আল-কুরআনের প্রতি ঈমান আনেন।

সকল কিরাআতবিদের নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতেই লিখিত রহিয়াছে ঃ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতেও এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে ইমাম ইব্ন জারীর উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে লিখিত রহিয়াছে ঃ وَالْمُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ। কিন্তু, প্রথম কিরাআতই শুদ্ধ। কেহ কেহ মনে করেন, পাণ্ডুলিপির লেখকের ভুলের দরুন وَالْمُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ এর স্থলে وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ লিখিত হইয়াছে। ইমাম ইব্ন জারীর এইরূপ ধারণার প্রতিবাদই উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন।

ব্যাকরণশাস্ত্রবিদদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, আলোচ্য শব্দের পূর্বে ও পরে সংযোজক অব্যয় দ্বারা যে সকল শব্দকে উহার সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে, উহাদের সহিত কর্তৃকারকের বিভক্তি (رفع) যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ইহার সহিত কর্মকারকের বিভক্তি (نصب) যুক্ত হইবার হেতু কি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে কোনো কোনো ব্যাকরণ বিশারদ বলিয়াছেন, প্রশংসাসূচক কোন উহ্য ক্রিয়ার কর্মকারক হিসাবে আলোচ্য শব্দটি কর্মকারকের বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছে। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে অনুরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে ঃ

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَهَدُوْا وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ-

তাহারা বলেন, আরবী ভাষায় উহার বহুল প্রচলন রহিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশও অনুরূপ প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত ঃ

لا يبعدَنّ قومى الذين هُمُو - اسدُ العداة وافةُ الجُزُر -

النازلين بكل معترك والطَيِّبُون معاقدَ الأزُر-

অর্থাৎ 'আমার গোত্র ধ্বংস হইতে পারে না। শত্রুর মুকাবিলায় তাহারা সিংহের ন্যায় সাহসী। তাহারা অধিক পরিমাণে মাংসাশী। তাহারা প্রতিটি রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে এবং তাহাদের যৌন চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ।'

এখানে اَلنَّازِلِيْنَ। শব্দটি সংযোজক অব্যয় দ্বারা উহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শব্দসমূহ (الطيبون - افة - اسد)-এর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকের সহিত কর্তৃকারকেরই বিভক্তি (رفع) যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও اَلنَّازِلِيْنَ। শব্দের সহিত কর্মকারকের বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। প্রশংসাসূচক কোন উহ্য ক্রিয়ার কর্মকারক হিসাবেই উহা কর্মকারকে বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছে।

অন্যান্য ব্যাকরণ বিশারদ বলেন ঃ আলোচ্য শব্দটি উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী শব্দদ্বয় مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ-এর সহিত সংযোগ অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। আর উহাদের পূর্বে সম্বন্ধ সূচক অব্যয় (حرف العطف) -এর যুক্ত হইবার ফলে যেহেতু উহারা সম্বন্ধ কারকের বিভক্তি (اعراب الجر) গ্রহণ করিয়াছে, তাই আলোচ্য المقيمين। শব্দটাও সম্বন্ধ কারকের বিভক্তি (اعراب الجر) গ্রহণ করিয়াছে।

উপরোক্ত ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ অনুযায়ী আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ঃ 'গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী, মু'মিন, যাকাত প্রদানকারী ও আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগত তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব, তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ ও সালাতের অপরিহার্যতার প্রতি বিশ্বাস রাখে।'

অথবা উহার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় ঃ 'গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী, মু'মিন, যাকাত প্রদানকারী ও আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব, তোমার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ ও সালাম আদায়কারী ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে اَلْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ। শব্দদ্বয়ের মূল অর্থ হইতেছে 'সালাত আদায়কারীগণ'। আয়াতাংশের উপরোল্লিখিত দুই তাৎপর্যের প্রথম তাৎপর্য গ্রহণ করিবার কালে আমাদিগকে উক্ত শব্দদ্বয় হইতে 'সালাত আদায়কারীদের সালাতের অপরিহার্যতা' এই তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) শেষোক্ত তাৎপর্যকেই (সালাত আদায়কারী ফেরেশতা) সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তবে শব্দদ্বয় হইতে এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করা যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয় না। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

আয়াতে উল্লেখিত 'যাকাত' শব্দের অর্থ মালের যাকাত, আত্মার যাকাত এবং মাল ও আত্মা উভয়ের যাকাত—এই ত্রিবিধ হইতে পারে।

اُولٰئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا–

অর্থাৎ 'উপরোল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী বান্দাদিগকে আমি নিশ্চয়ই মহা পুরস্কার তথা জান্নাত প্রদান করিব।'

(١٦٣) اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

(١٦٤) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۝

(١٦٥) رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

১৬৩. "তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি-যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম; যথা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাঊদকে যাবূর দিয়াছিলাম।"

১৬৪. "অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছি- যাহাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রাসূল-যাহাদের কথা তোমাকে বলি নাই। এবং মূসার সহিত আল্লাহ সাক্ষাত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।"

১৬৫. "সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করিয়াছি-যাহাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা সাকান ও আদী ইব্ন যায়দ নবী করীম (স)-কে বলিল, ওহে মুহাম্মদ! হযরত মূসা (আ)-এর পর কোন মানুষের প্রতি আল্লাহ কোন বাণী অবতারণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ الى اخر الايات–

ইব্ন জারীর (র)......মুহাম্মদ ইব্ন কাব আল-কাযী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ الى قوله تعالى وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا

–এই আয়াত চতুষ্টয় নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) ইয়াহূদীগণকে উহা তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন এবং তাহাদের অতীত জঘন্য পাপাচারের কথা তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে তাহারা বলিল, আল্লাহ তা'আলা মূসা, ঈসা এবং অন্য কোন মানুষের উপরই কোন বাণী অবতারণ করেন নাই। নবী করীম (সা) তখন দুই হাতে হাঁটু বাঁধিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি হাঁটু নামাইয়া বলিলেন, কাহারো উপর কি কোন ওহী নাযিল করেন নাই ? এই ঘটনার পর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ – اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কারযী কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনা অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। কারণ, সূরা আন'আমের শেষোক্ত আয়াত পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ। পক্ষান্তরে সূরা নিসার প্রথমোক্ত আয়াত পবিত্র মদীনায় অবতীর্ণ।

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ الى اخر الاية–

-এই আয়াত আহলে কিতাব কাফিরদের অযৌক্তিক আবদারের উত্তরে নাযিল হইয়াছে। তাহারা আবদার জানাইয়াছিল- 'নবী করীম (সা) যেন তাহাদের জন্যে আকাশ হইতে একখানা লিখিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করান।' তাহদের উক্ত আবদানের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَقَدْ سَأَلُوْا مُوْسٰى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ–

অর্থাৎ 'তাহারা মূসার নিকট উহা অপেক্ষা অধিকতর অসম্ভব আবদার জানাইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমাদিগকে প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখাও। অনন্তর তাহাদের সীমা লংঘনের দরুন তাহারা বজ্রাহত হইল।'

অতঃপর, তাহাদের আত্মার বিভিন্ন কলুষতা ও অপবিত্রতা এবং তাহাদের অতীত ও বর্তমান সত্য বিদ্বেষ, মিথ্যাবাদিতা ও আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা ইত্যাদি ঘৃণ্যতম দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপর আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করিতেছেন যে, অতীতে বহু সংখ্যক নবীর প্রতি আল্লাহ যেরূপ ওহী নাযিল করিয়াছেন, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিও সেইরূপ ওহী নাযিল করিয়াছেন।

হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের নাম 'যাবূর'। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত নবীদের প্রত্যেকের পরিচয় আল্লাহ চাহেন তো সূরা আম্বিয়ায় বর্ণনা করা হইবে। আল্লাহরই উপর নির্ভর করি ও ভরসা রাখি।

مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ আলোচ্য আয়াত নাযিলের পূর্বে মাক্কী আয়াত বা মাদানী আয়াতে।

কুরআন মাজীদে নিম্নোক্ত নবীদের উল্লেখ রহিয়াছে ঃ হযরত আদম (আ); হযরত ইদরীস (আ); হযরত নূহ (আ); হযরত হূদ (আ); হযরত সালিহ (আ); হযরত লূত (আ); হযরত ইবরাহীম (আ); হযরত ইসহাক (আ); হযরত ইয়াকূব (আ); হযরত ইউসুফ (আ); হযরত আইয়ূব (আ); হযরত শু'আয়ব (আ); হযরত মূসা (আ); হযরত হারূন (আ); হযরত ইউনুস (আ); হযরত দাউদ (আ); হযরত সুলায়মান (আ); হযরত ইলিয়াস (আ); হযরত আল-ইয়াসা (আ); হযরত যাকারিয়া (আ); হযরত ইয়াহিয়া (আ); হযরত ঈসা (আ); হযরত যুলকিফ্‌ল (আ) এবং সাইয়্যদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহ্‌মদ মুজতাবা (স)।

وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

অর্থাৎ আরেক দল রাসূলের প্রতি ওহী নাযিল করিয়াছি যাহাদের নাম কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয় নাই।

নবীগণের সংখ্যা নিয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তবে হযরত আবূ যর (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষই এক্ষেত্রে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে তাঁহার রচিত তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নবীদের সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন ঃ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁহাদের মধ্যে কতজন রাসূল ছিলেন ? তিনি বলিলেন ঃ তিনশত তেরজনের বিরাট একদল। আরয করিলাম হে আল্লাহর রাসূল! তাহাদের মধ্যে কে প্রথম ছিলেন ? তিনি বলিলেন ঃ (হযরত) আদম (আ)। আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি কি নবী ও রাসূল উভয়ই ছিলেন ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ; আল্লাহ তাঁহাকে স্বীয় বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর

উহাতে তাঁহার সৃষ্ট বিশেষ রূহ সঞ্চার করিয়াছেন। তৎপর তাঁহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন। অতঃপর নবী করীম (স) বলিলেন ঃ ওহে আবূ যর! চারিজন নবী সুরিয়ানী ভাষাভাষী ছিলেন ঃ হযরত আদম (আ), হযরত শীস (আ), হযরত নূহ (আ) এবং হযরত খানূখ অর্থাৎ হযরত ইদরীস (আ)। আর হযরত ইদরীস (আ)-ই সর্ব প্রথমে কলম দ্বারা লিখেন। চারিজন নবী আরবী ভাষাভাষী ছিলেন ঃ হযরত হূদ (আ); হযরত সালিহ (আ); হযরত শু'আয়ব এবং ওহে আবূ যর! তোমার নবী মুহাম্মদ। বনী ইসরাঈল গোত্রের প্রথম নবী হইতেছেন হযরত মূসা (আ) এবং তাহাদের সর্বশেষ নবী হইতেছেন হযরত ঈসা (আ)। আর সর্বপ্রথম নবী হইতেছেন হযরত আদম (আ) এবং সর্বশেষ নবী হইতেছেন তোমার নবী মুহাম্মদ (সা)।

হাফিয আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান আল-বুসতী তাঁহার আল-আনওয়া ওয়াত-তাকাসীম, (প্রকার ও শ্রেণীসমূহ) গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীস উহার পূর্ণ অবয়বে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে 'সহীহ হাদীস' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু আবুল ফারায ইবনুল জাওযী তাঁহার মতের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন। উক্ত হাদীসকে তিনি তাঁহার আল-মাওযূআত (জাল ও মিথ্যা হাদীসসমূহ) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার কারণে তিনি উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম ইব্ন হিশামকে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা সন্দেহাতীত সত্য যে, উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার কারণে হাদীস সমীক্ষাশাস্ত্রের একাধিক ইমাম তাহার (ইবরাহীম ইব্ন হিশামের) সত্যবাদিতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

হযরত আবূ যর (রা) ভিন্ন অন্য এক সাহাবী হইতে উপরোক্ত হাদীস ভিন্ন এক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর নবী! নবীগণের সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন ঃ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তাহাদের মধ্যে তিনশতজনের এক বিরাট দল রাসূল ছিলেন।

উপরোক্ত হাদীসের রাবী মা'আন ইব্ন রিফা'আ আসলামী, আলী ইব্ন ইয়াযীদ এবং কাসিম আবূ আবদির রহমান দুর্বল ছিলেন (হাদীস-সমীক্ষণশাস্ত্রবিদগণের অনুসন্ধানে তাহারা মিথ্যাবাদিতার দোষে অভিযুক্ত হইয়াছেন)। হাফিয আবূ ইয়ালা আল-মূসিলী (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আট হাজার নবী পাঠাইয়াছেন। চারি হাজার পাঠাইয়াছেন বনী ইসরাঈল গোত্রের নিকট এবং চারি হাজার পাঠাইয়াছেন অবশিষ্ট সকল লোকের নিকট......।

উপরোক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল। উহার অন্যতম রাবী মূসা ইব্ন উবায়দ আর-রাব্যী একজন দুর্বল রাবী। তাহার উস্তাদ ইয়াযীদ আর রাক্কাশী অধিকতর দুর্বল রাবী। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

আবূ ইয়ালা (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আট হাজার নবীর আগমণের পর হযরত ঈসা ও আমি আগমণ করিয়াছি।

উপরোক্ত হাদীস হযরত আনাস (রা) হইতে আমার নিকট অন্য এক সনদে পৌছিয়াছে। যেমন ঃ আবূ আবদিল্লাহ যাহাবী (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, নবী

করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আট হাজার নবী প্রেরিত হইবার পর আমি প্রেরিত হইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে চার হাজার নবী বনী ইসরাঈল গোত্র হইতে প্রেরিত হইয়াছেন।

উপরোক্ত হাদীস অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। উল্লেখিত সনদে কোনরূপ দুর্বলতাও নাই। আহ্মদ ইব্ন তারিক ভিন্ন উহার অন্য সকল রাবীই পরিচিত। আহ্মদ ইব্ন তারিক সম্বন্ধে ভালোমন্দ কিছুই আমার জানা নাই। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

আবূ যর (রা) বর্ণিত নবীদের সংখ্যা সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীসটি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

মুহাম্মদ ইব্ন হুসায়ন আল-আজিরী (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, নবী করীম (সা) একাকী বসিয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আমাকে নামায আদায় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিলেন ঃ নামায উত্তম ইবাদত। অতএব উহা বেশি করিয়া হউক অথবা কম করিয়া হউক, আদায় করিবে। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম কার্য কোনটি ? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহার প্রতি বিশ্বাস ও তাঁহার পথে জিহাদ। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! সর্বোত্তম মু'মিন কে ? তিনি বলিলেন ঃ সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী মু'মিনই সর্বোত্তম। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ রাসূল! কোন্ মুসলমান (আযাব হইতে) অধিকতম নিরাপদ ? তিনি বলিলেন ঃ যাহার জিহ্বা (কথা) ও হাত হইতে মানুষ নিরাপদ ও বিপদমুক্ত থাকে। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম হিজরত কোন্টি ? তিনি বলিলেন, গুনাহ হইতে হিজরত সর্বোত্তম হিজরত। আমি আরয কলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ নামায সর্বোত্তম ? তিনি বলিলেন ঃ যে নামাযে দীর্ঘ কিয়াম থাকে, উহা সর্বোত্তম নামায। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ রোযা সর্বোত্তম ? তিনি বলিলেন ঃ সঠিকভাবে আদায়কৃত ফরয রোযা সর্বোত্তম। উহাতে আল্লাহর নিকট অনেক অনেক পুরস্কার রহিয়াছে। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম জিহাদ কোন্টি ? তিনি বলিলেন, যে জিহাদে মুজাহিদের অশ্ব আহত হয় এবং তাহার নিজের রক্ত ক্ষরিত হয়, উহাই সর্বোত্তম জিহাদ। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়া সর্বোত্তম ? তিনি বলিলেন ঃ যে গোলামের মূল্য অধিকতম ও যে গোলাম তাহার মালিকের নিকট অধিকতম প্রিয়, তাহাকে আযাদ করিয়া দেওয়া সর্বোত্তম। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোন্ আয়াতটি সর্বশ্রেষ্ঠ ? তিনি বলিলেন ঃ আয়াতুল কুরসী। অতঃপর বলিলেন, হে আবূ যর! কুরসীর বিশালতার তুলনায় সপ্ত আকাশের বিশালতা হইতেছে মরুভূমির বিশালতার তুলনায় উহাতে নিক্ষিপ্ত একটি ক্ষুদ্র বলয়ের বিস্তৃতির সমতুল্য। আর কুরসীর বিশালতার তুলনায় আরশের বিশালতা হইতেছে উক্ত বলয়ের বিস্তৃতির তুলনায় উক্ত মরুভূমির বিশালতা। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নবীগণের সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন, এক লাখ চব্বিশ হাজার। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁহাদের মধ্য হইতে কতজন রাসূল? তিনি বলিলেন ঃ তিনশত তেরজনের বেশ বিরাট একদল। আমি আরয করিলাম, তাহাদের মধ্যে সর্ব প্রথম কে ছিলেন। তিনি বলিলেন, আদম (আ)। আমি আরয করিলাম, তিনি কি রাসূল ও নবী ছিলেন ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ; তিনি রাসূল ও নবী

ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে স্বীয় বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি আত্মা উহাতে প্রবিষ্ট করিয়াছেন এবং তাঁহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন। অতঃপর বলিলেন, ওহে আবূ যর! চারিজন নবী সুরিয়ানী ভাষাভাষী ছিলেন। হযরত আদম (আ), হযরত শীস (আ), হযরত খানুখ অর্থাৎ ইদরীস (আ), তিনিই সর্ব প্রথম কলম দ্বারা লিখেন এবং হযরত নূহ (আ)। পক্ষান্তরে চারিজন নবী আরবী ভাষাভাষী। যথা ঃ হযরত হূদ (আ), হযরত শুআয়ব (আ), হযরত সালিহ (আ) এবং তোমার নবী মুহাম্মদ (সা)। বনী ইসরাঈল গোত্রের প্রথম নবী ছিলেন হযরত মূসা (আ) এবং তাহাদের শেষ নবী ছিলেন হযরত ঈসা (আ)। সর্বপ্রথম রাসূল ছিলেন হযরত আদম (আ)-এর সর্বশেষ রাসূল হইতেছে মুহাম্মদ (সা)। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাবের সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন ঃ একশত চারিখানা কিতাব আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করিয়াছেন। পঞ্চাশখানা সহীফা হযরত শীস (আ)-এর প্রতি, ত্রিশখানা সহীফা হযরত খানূখ (আ)-এর প্রতি, দশখানা সহীফা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি, দশখানা সহীফা ও স্বতন্ত্র তাওরাত হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি, ইঞ্জীল কিতাব হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি, যাবূর কিতাব হযরত দাঊদ (আ)-এর প্রতি এবং আল ফুরকান মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতারণ করিয়াছেন। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল। ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ সহীফাগুলিতে কি ছিল ? তিনি বলিলেন, "উহাদের মধ্যে ছিল ঃ হে ক্ষমতা প্রদত্ত, পরীক্ষায় নিপতিত, আত্মপ্রতারিত অধিপতি! তুমি পার্থিব সম্পদরাজি একত্রিত করিয়া বেড়াইবে, এই উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে পাঠাই নাই। আমি তোমাকে এই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছি যে, তুমি আমার নিকট মযলুমের ফরিয়াদ না আসিবার ব্যবস্থা করিবে। তাহার প্রতি কৃত অবিচারের প্রতিকার করিবে যাহাতে আমার নিকট তাহাকে ফরিয়াদ করিতে না হয়। কারণ কোন কাফির ব্যক্তিও যদি অত্যাচারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমার নিকট ফরিয়াদ করে, তথাপি আমি উহা প্রত্যাখ্যান করি না। উক্ত সহীফাসমূহে নিম্নোল্লিখিত উপদেশ বাণীও ছিল ঃ জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য হইতেছে স্বীয় সময়কে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া জীবনের করণীয় কার্য সম্পাদন করা। এক ভাগ সময় সে স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট নিজের মনের কথা নিবেদন করিবার কার্যে ব্যয় করিবে। এক ভাগ সময়কে সে নিজের কৃতকর্ম পর্যালোচনা করিয়া দেখিবার এবং উহার হিসাব লইবার কার্যে ব্যয় করিবে। এক ভাগ সময় সে আল্লাহর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করিবার কার্যে ব্যয় করিবে এবং এক ভাগ সময় সে জীবিকা উপার্জনের কার্যে ব্যয় করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য হইতেছে তিনটি কার্য ভিন্ন অন্য কোন কার্যে নিজেকে নিয়োজিত না করা ঃ ১. আখিরাতের জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করা; ২. জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করা এবং ৩. হালাল কার্য বা বস্তু দ্বারা আনন্দ লাভ করা। জ্ঞানী ব্যক্তির আরও কর্তব্য হইতেছে ঃ ১. সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা; ২. কর্তব্য কর্মে নিয়োজিত থাকা এবং ৩. স্বীয় জিহ্বাকে সংযত রাখা। যে ব্যক্তি নিজের কথাকে স্বীয় কার্যের সহিত সামঞ্জস্যশীল করিতে পারে, সে তাহার পক্ষে লাভজনক কথা ব্যতীত অন্যরূপ কথা কমই বলিয়া থাকে। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হযরত মূসা (আ)-এর সহীফাসমূহের মধ্যে কি ছিল ? তিনি বলিলেন ঃ উহাদের সর্বাংশে উপদেশ আর উপদেশ ছিল। উহাদের মধ্যে ছিল ঃ মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও মানুষ স্ফূর্তি ও আনন্দে বিভোর থাকে দেখিয়া বিস্মিত হই। মানুষ তাক্দীরে

দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়াও বিপদ-আপদে ভাঙ্গিয়া পড়ে দেখিয়া বিস্মিত হই। মানুষ দুনিয়ার অস্থায়িত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াও উহাতেই তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত থাকে দেখিয়া বিস্মিত হই। আর মানুষ আখিরাতের হিসাব ও জওয়াবদিহীতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়াও নেক আমল করে না দেখিয়া বিস্মিত হই। আমি আরয করিলাম হে আল্লাহর রাসূল! হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ বাণীসমূহের মধ্যে হইতে কোন বাণী কি আপনার প্রতি অবতীর্ণ বাণীসমূহের মধ্যে রহিয়াছে ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ; ওহে আবূ যর! এই আয়াতসমূহ তিলাওয়াত কর ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى. بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى. اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى. صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى.

যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে পবিত্র করিয়াছে এবং স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নাম লইয়া সালাত আদায় করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই সিদ্ধ মনোরথ হইয়াছে। কিন্তু তোমরা শ্রেষ্ঠত্ব দাও পার্থিব জীবনকে; অথচ আখিরাত হইতেছে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। নিশ্চয়ই ইহা পূর্ববর্তী ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে উল্লেখিত রহিয়াছে।

আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহকে ভয় করিতে তোমাকে উপদেশ দিতেছি। কারণ উহা তোমার মৌলিক কর্তব্য। আমি আরয করিলাম, আরও উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ও আল্লাহ্‌র স্মরণকে আঁকড়াইয়া থাকিও। কারণ উহা আকাশে তোমার সম্বন্ধে আলোচনার হেতু এবং পৃথিবীতে তোমার জন্য নূরের ওসীলা হইবে। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ অতিরিক্ত হাস্য কঠোরভাবে পরিহার করিয়া চলিও। কারণ উহা মানুষের অন্তরকে মারিয়া ফেলে এবং চেহারার নূরকে তিরোহিত করিয়া দেয়। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ জিহাদকে আঁকড়াইয়া থাকিও। কারণ উহাই আমার উম্মাতের জন্যে বৈরাগ্য স্বরূপ। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ মুখ বন্ধ রাখিবার ব্রতকে আঁকড়াইয়া ধরিও। তবে ভাল কথায় মুখ খুলিবার বিষয় স্বতন্ত্র। মুখ বন্ধ রাখিবার ব্রত শয়তানকে তোমার নিকট হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে এবং দীনি ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করিবে। আমি আরয করিলাম আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন "নিজের নিম্নস্থ লোকের দিকে তাকাইও; উপরস্থ লোকের দিকে তাকাইও না। তোমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর নিআমতের প্রতি অকৃতজ্ঞ না হইলে উহা তোমাকে সাহায্য করিবে। আমি আরয করিলাম, আমাকে আরা উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন, অভাবী ও নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে ভালবাসিও এবং তাহাদের সহিত মেলামেশা ও উঠাবসা করিও। তোমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর নিআমতের প্রতি অকৃতজ্ঞ না হইতে উহা তোমাকে সাহায্য করিবে। আমি আরয করিলাম, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ তোমার রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন যদি তোমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে, তথাপি তুমি তাহাদের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিও। আমি আরয করিলাম, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ নিজের দোষ তালাশ করিয়া বাহির করিও। এইরূপ করিলে অপরের বিরুদ্ধে ছিদ্রান্বেষণ করা হইতে তুমি সহজেই বিরত থাকিতে

পারিবে। তোমার ইচ্ছাকে অপরের উপর চাপাইয়া দিও না। নিজের যে দোষ সম্বন্ধে তুমি সতর্ক ও সাবধান নহ, অপরের সেই দোষ লইয়া ঘাঁটাঘাটি করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় কার্য হইবে। অনুরূপভাবে নিজের ইচ্ছাকে অপরের উপর চাপাইয়া দেওয়া তোমার পক্ষে অতিশয় ঘৃণ্য আচরণ হইবে।

অতঃপর নবী করীম (স) স্বীয় হস্ত আমার বক্ষে রাখিয়া বলিলেন ঃ ওহে আবূ যর! কার্য সম্পাদনের যথাযথ উপায় গ্রহণ করিবার সমতুল্য কোন বুদ্ধি নাই; অন্যায় হইতে বিরত থাকিবার সমতুল্য কোন পরহেযগারী নাই এবং সচ্চরিত্রতার সমতুল্য কোন সহায়ক ও অবলম্বন নাই।

ইমাম আহ্মদ (র)......আবূ উমামা হইতে আবূ যর (রা)-এর উপরোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমি আমার পিতার কিতাবে তাঁহার নিজ হাতে লিখিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটি পাইয়াছি ঃ আবুল ওয়াদ্দাক আমার (ইমাম আহ্মদের) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা হযরত আবূ সাঈদ (রা) আমার (আবুল ওয়াদ্দাকের) নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আপনি কি খারিজী সম্প্রদায়কে[১] দাজ্জাল মনে করেন ? আমি বলিলাম, না। ইহাতে তিনি (আবূ সাঈদ) বলিলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি এক হাজার বা ততোধিক নবীর মধ্যে শেষতম নবী। প্রত্যেক নবীই স্বীয় উম্মতকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়াছেন। তাহার যতটুকু পরিচয় আমাকে জানানো হইয়াছে, ততটুকু পরিচয় ইতিপূর্বে কোন নবীকেই জানানো হয় নাই। তাহার একটি চক্ষু অন্ধ হইবে। তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর কোনো চক্ষু অন্ধ নহে। তাহার ডান চক্ষু অন্ধ ও উদ্‌গত হইবে। মানুষের নিকট হইতে তাহার চক্ষুর উক্ত উদ্‌গত অবস্থা গোপন থাকিবে না। তাহার উদ্‌গত ডান চক্ষু যেন চুনকাম করা দেওয়ালে নিক্ষিপ্ত শ্লেষ্মা। তাহার বাম চক্ষু যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সে সকল ভাষায় কথা বলিতে পারিবে। তাহার সহিত জান্নাতের সবুজ চিত্র থাকিবে। উহার মধ্য দিয়া পানি প্রবাহিত হইবে। তাহার সহিত দোযখের কৃষ্ণবর্ণ চিত্র থাকিবে। উহা হইতে ধুম্র নির্গত হইতে থাকিবে।

উপরোক্ত হাদীস আমি নিম্নোক্ত হাদীসের পাশাপাশি অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছি ঃ

আবু ইয়ালা মূসিলী (র)......হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি দশ লক্ষ বা ততোধিক নবীর মধ্যে শেষ নবী। প্রত্যেক নবীই তাহার জাতিকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়াছেন। (অতঃপর হাদীসের অবশিষ্টাংশ পূর্বানুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন)।

লক্ষণীয় যে, শেষোক্ত হাদীসে 'এক হাজার নবী' শব্দের স্থলে 'দশ লক্ষ নবী' শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে। উহা সম্ভবত রাবীর ভ্রান্তি। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। এতদ্ব্যতীত শেষোক্ত হাদীসের বক্তব্যের তুলনায় ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীসের বক্তব্য অধিকতর প্রামাণ্য ও বিশুদ্ধ। উহার রাবীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগও নাই। প্রথমোক্ত হাদীস হযরত জাবির

---

১. খারিজী সম্প্রদায় মুসলমানের একটি চরমপন্থী সম্প্রদায়। হযরত আলী (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ, কবীরা গুনাহের সংঘটক ব্যক্তিকে ইসলাম বহির্ভূত মনে করা এবং প্রতিটি সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাইয়া যাওয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্য।

(রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঃ আবূ বকর আল-বাযযার (র)......হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই আমি এক হাজার বা ততোধিক নবীর মধ্যে সর্বশেষ নবী। প্রত্যেক নবীই তাহার জাতিকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়াছেন। তাহার যতটুকু পরিচয় আমাকে জানানো হইয়াছে, ততটুকু পরিচয় ইতিপূর্বে কোনো নবীকে জানানো হয় নাই। সে এক চক্ষুবিশিষ্ট হইবে। অথচ তোমাদের প্রতিপালক প্রভু এক চক্ষুবিশিষ্ট নহেন।

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا-

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা মূসার সহিত বিশেষভাবে কথা বলিয়াছেন।'

আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সহিত বিশেষভাবে কথা বলিয়াছিলেন। ইহা হযরত মূসা (আ)-এর জন্যে মহান মর্যাদার বিষয়। উক্ত মর্যাদার কারণেই তিনি 'কালীমুল্লাহ' নামে আখ্যায়িত হইয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আবদুল জাব্বার ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি আবূ বকর ইব্ন আইয়াশের নিকট আসিয়া বলিল, আমি একটি লোককে 'কাল্লামাল্লাহু' স্থলে 'কাল্লামাল্লাহা' পড়িতে শুনিয়াছি, যাহার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর সহিত মূসা বিশেষভাবে কথা বলিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ বলিলেন, যে ব্যক্তি এরূপ পড়িয়াছে, সে কাফির ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কারণ নবী করীম (সা) হইতে ধারাবারাহিকভাবে হযরত আলী (রা), আবূ আবদির রহ্মান আস্-সুলামী, ইয়াহিয়া ইব্ন ওয়াসসাব, আ'মাশ ও আমি (আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ) এইরূপ শিখিয়াছি ঃ

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا-

'আল্লাহ তা'আলা মূসার সহিত বিশেষভাবে কথা বলিয়াছেন।'

যে ব্যক্তি আলোচ্য আয়াতাংশকে পূর্বোল্লেখিত উচ্চারণে পড়িয়াছিল, তাহার প্রতি আবূ বকর ইব্ন আইয়াশের অতিশয় উষ্মা প্রকাশ করিবার কারণ এই যে, সে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের শব্দ ও অর্থ উভয়ই বিকৃত করিয়াছিল। উল্লেখ্য যে, উক্ত ব্যক্তি মু'তাযিলা সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছিল। মু'তাযিলা সম্প্রদায়, হযরত মূসা (আ) বা অন্য কোনো সৃষ্টির সহিত আল্লাহ তা'আলার বাক্যালাপ করা অসম্ভব মনে করে। ইতিপূর্বে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করিয়াছি যে, একদা সে জনৈক জ্ঞানবৃদ্ধ সাধকের সম্মুখে এইরূপ পড়িল ঃ

وَكَلَّمَ اللّٰهَ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا-

ইহাতে উক্ত সাধক তাহাকে বলিলেন, ওহে অমুক! নিম্নের আয়াতকে তুমি কি করিবে ?

وَلَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ-

(আর যখন মূসা আমা কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে আগমণ করিল এবং তাহার প্রতিপালক প্রভু তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন) এখানে তো কোনরূপ অর্থ বিকৃতি সম্ভবপর নহে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ)-এর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন, তখন তিনি অন্ধকার রাত্রিতে পরিচ্ছন্ন প্রস্তরের উপর দিয়া কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকার গমন করিবার দৃশ্যও দেখিতেছিলেন।

এই হাদীস উপরোল্লিখিত সনদ ভিন্ন অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। উপরোল্লিখিত সনদও বিশুদ্ধ নহে। তবে উক্ত রিওয়ায়াত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিজস্ব উক্তি বলিয়া প্রমাণিত হইলে উহাকে বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত বলা যাইবে।

হাকিম (র)......হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে তাঁহার 'মুসতাদরাক' সংকলনে এবং ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ)-এর সহিত বাক্যালাপ করেন, তখন তাঁহার পরিধানে একটি পশমী জুব্বা, একটি চাদর, একটি পশমী পায়জামা এবং গাধার কাঁচা চামড়ায় নির্মিত একজোড়া জুতা ছিল।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সহিত তিনদিন ধরিয়া বাক্যালাপ করিয়াছেন এবং উহাতে মোট একলক্ষ চল্লিশ হাজার কালাম বলিয়াছেন। উহার সর্বাংশই উপদেশ ছিল। অতঃপর কোন মানুষের কালাম হযরত মূসা (আ)-এর কানে আসিলে তিনি তাহার উপর রাগান্বিত হইতেন। কারণ ইতিপূর্বে তাঁহার কানে মহান প্রতিপালক প্রভুর কালাম প্রবেশ করিয়াছিল।

উপরোক্ত রিওয়ায়াতের সনদও দুর্বল। কারণ, উহার অন্যতম রাবী জুয়াইরিব অধিকতর দুর্বল। এতদ্ব্যতীত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সহিত যাহ্হাকের সাক্ষাত লাভ ঘটে নাই।

ইব্ন মারদুবিয়া ও আবূ হাতিম (র)......হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যেদিন তূর পর্বতে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত বাক্যালাপ করেন, সেদিনের বাক্যালাপ, যেদিন তাহাকে ডাকিয়া বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, সেদিনের বাক্যালাপ হইতে স্বতন্ত্র ছিল। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার সমীপে নিবেদন করিলেন, এইরূপ দুর্বহই কি তোমার বাক্যালাপ ? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ হে মূসা! আমি তো তোমার সহিত মাত্র দশ হাজার জিহ্বার শক্তি দ্বারা বাক্যালাপ করিয়াছি। অবশিষ্ট সমুদয় জিহ্বার ক্ষমতা আমার অধিকারে রহিয়াছে। আমার বাক্যালাপের গুরুভার আরও বহুগুণ বেশি। বাক্যালাপ শেষে বনী ইসরাঈলের নিকট মূসা (আ) প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাহার বলিল, আমাদিগকে আল্লাহর বাক্যালাপের পরিচয় দিন। তিনি বলিলেন, 'উহা আমার সামর্থ্যের অতীত। তাহারা বলিল, উপমা দিয়া আমাদিগকে বুঝান। তিনি বলিলেন, তোমরা কখনো বজ্রপাতের শব্দ শোন নাই ? উহা তদনুরূপ। তবে হুবহু বজ্রপাত নহে।

উক্ত রিওয়ায়াতের সনদও দুর্বল। কারণ উহার অন্যতম রাবী ফযল ইব্ন ঈসা আর-রাক্কাশী অত্যন্ত দুর্বল।

আবদুর রাযযাক (র)......হযরত কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত কা'ব (রা) বলেন ঃ মূসা (আ)-এর সহিত আল্লাহ তা'আলার বাক্যালাপ করিবার পূর্বে তিনি যত

বাকশক্তি দ্বারা বাক্যালাপ করিয়াছেন, উহার সমুদয় দ্বারা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন। হযরত মূসা (আ) নিবেদন করিলেন, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! এইরূপই কি তোমার বাক্যালাপ ? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, না। যদি আমি সর্বশক্তি প্রয়োগে তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতাম, তবে তুমি উহা সহিতে পারিতে না। হযরত মূসা (আ) নিবেদন করিলেন, পরওয়ারদিগার! তোমার কোন সৃষ্টির সহিত কি তোমার বাক্যালাপের তুলনা চলে ? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, না। তবে প্রচন্ড বজ্রধ্বনির সহিত আমার বাক্যালাপের অধিকতম মিল রহিয়াছে।

উপরোক্ত রিওয়ায়াত হযরত কা'ব আহবারের নিজস্ব উক্তি। উল্লেখ্য যে, তিনি বনী ইসরাঈল গোত্রের ঘটনাবলী সম্বলিত পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী হইতে ঘটনা বর্ণনা করিতেন। উহার মধ্যে সত্য-মিথ্যা সকল শ্রেণীর ঘটনাই সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ-

অর্থাৎ তাঁহারা আল্লাহর অনুগত ও বাধ্য বান্দাদিগকে মহাপুরস্কার জান্নাতের সুসংবাদ দান করিতেন এবং তাঁহার নাফরমান ও অবাধ্য বান্দাদিগকে মহাশাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিতেন।

لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا-

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ ও সতর্কীকরণ বাণীসহ রাসূলদিগকে এই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন যে, কিয়ামতের দিনে যেন কাহারো জন্যে ওযর ও বাহানা উপস্থিত করিবার সুযোগ না থাকে। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلاَ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى.

'যদি আমি তাহাদিগকে ইতিপূর্বেই আযাব দিয়া ধ্বংস করিয়া দিতাম, তবে নিশ্চয়ই তাহারা বলিত, ওহে প্রভু! তুমি কেন আমাদের নিকট কোন রাসূল পাঠাইলেন না ? তুমি উহা করিলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবার পূর্বেই তোমার আয়াতসমূহ অনুসরণ করিতাম।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ لاَاَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلاَ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

'যদি আমি তাহাদের নিকট রাসূল না পাঠাইতাম তবে তাহাদেরই কৃতকর্মের দরুন তাহাদের উপর কেন বিপদ পতিত হইলে তাহারা বলিত, হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! তুমি কেন আমদের নিকট কোন রাসূল পাঠাইলে না ? তুমি উহা করিলে আমরা তোমার আয়াতসমূহ অনুসরণ করিতাম এবং মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বুখারী ও মুসলিম শরীফেও বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তাআলার ঘৃণাশক্তিও সর্বাধিক। তাই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকারের অন্যায়কে হারাম করিয়াছেন। আল্লাহ সর্বাধিক প্রশংসাপ্রিয়। তাই তিনি

নিজেই নিজের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ স্বীয় কার্যে সর্বাধিক যুক্তিধর্মী ও ন্যায়ানুগ। তাই তিনি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী নবীদিগকে পাঠাইয়াছেন।

অন্য এক বর্ণনায় 'তিনি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী নবীদিগকে পাঠাইয়াছেন' এরস্থলে 'তিনি স্বীয় রাসূলগণ ও কিতাবসমূহ পাঠাইয়াছেন' এই বাক্য বর্ণিত রহিয়াছে।

(١٦٦) لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

(١٦٧) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝

(١٦٨) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۝

(١٦٩) اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

(١٧٠) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১৬৬. "কিন্তু তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, আল্লাহ্ই সাক্ষ্য দিতেছেন, তিনি উহা তাঁহার জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসহ নাযিল করিয়াছেন এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষ্য দিতেছেন। আর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।"

১৬৭. "যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথে বাধা দেয়, তাহারা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়াছে।"

১৬৮. "যাহারা কুফরী করিয়াছে ও সীমা লংঘন করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। এবং তাহাদিগকে কোন পথও দেখাইবেন না।"

১৬৯. "জাহান্নামের পথ ব্যতীত। সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে এবং ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ।"

১৭০. "হে মানব! রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্য আনিয়াছে। সুতরাং তোমরা ঈমান আন; ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে এবং তোমরা অস্বীকার করিলেও আসমান-যমীনে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সাইয়িদুল মুরসালীন (সা)-এর নবী হইবার বিষয় এবং তাঁহার নবুওয়াতে অবিশ্বাসী মুশরিক ও আহলে কিতাবের বিশ্বাসের ভ্রান্তি বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি উহার পক্ষে প্রমাণ পেশ করিতেছেন।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ–

অর্থাৎ কাফিরগণ তোমাকে ও তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করিলেও আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তুমি তাঁহার রাসূল এবং তিনি তোমার প্রতি তাঁহার কিতাব আল-কুরআন

নাযিল করিয়াছেন। উহাতে সম্মুখ বা পশ্চাৎ কোন দিক দিয়াই বাতিল ও অসত্য প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ উহা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবতীর্ণ।

اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ -

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার যে ইলম ও জ্ঞান দ্বারা মানুষকে সমৃদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, তৎসহ উহাকে তিনি নাযিল করিয়াছেন। নিজের যে ইলম ও জ্ঞানকে তিনি আল-কুরআনে নাযিল করিয়াছেন উহা হইতেছে হিদায়াত, সত্য-মিথ্যা নির্ণায়ক, যুক্তি-প্রমাণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান। তিনি তাঁহার সন্তোষ ও অসন্তোষের বিষয়ের পরিচয়, অতীত ও ভবিষ্যতের অদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্ঞান এবং স্বীয় পবিত্র গুণাবলীর পরিচয় সহ তাঁহার কিতাব নাযিল করিয়াছেন। অদৃশ্য বিষয়াবলীর যতটুকু জ্ঞান মানুষ ও ফেরেশতাকে তিনি দান করেন, তাহারা শুধু ততটুকুই লাভ করিতে পারে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَاءَ -

'আর তিনি স্বীয় জ্ঞানের যতটুকু তাহাদিগকে জানাইতে চাহেন, তাহারা উহার অতিরিক্ত বিন্দুমাত্র জ্ঞানও অধিকারে আনিতে পারে না।'

অনুরূপভাবে স্বীয় গুণাবলী সম্বন্ধীয় যতটুকু জ্ঞান তিনি তাহাদিগকে দান করেন, তাহারা শুধু ততটুকু লাভ করিতে পারে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ يُحِيطُوْنَ بِهِ عِلْمًا

'তাহাদের জ্ঞান তাঁহাকে আদৌ আয়ত্ত করিতে পারে না।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আতা ইবন সায়িব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবূ আবদির রহমান আস-সুলামী আমাকে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল যে, কেহ তাঁহাকে কুরআন মাজীদ শুনাইলে তিনি বলিতেন, তুমি আল্লাহর জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছ। আজ কেহ তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে। তবে আমল ও কর্ম দ্বারাই কেহ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে পারে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেন ঃ

اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا -

অর্থাৎ 'তিনি নিজ জ্ঞানসমৃদ্ধ করিয়া উহা নাযিল করিয়াছেন এবং ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিতেছে। আর আল্লাহ্র সাক্ষ্যই তো যথেষ্ট।'

وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ.

অর্থাৎ 'যে কিতাব তোমার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার সত্যতা সম্বন্ধে আল্লাহর সহিত ফেরেশতাগণ সাক্ষ্য প্রদান করে।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা একদল ইয়াহূদী নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমণ করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন ঃ আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, তোমরা অবশ্যই জানো, আমি আল্লাহর রাসূল। তাহারা বলিল, 'আমরা ইহা জানি না। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا–

১৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যাহারা নিজেরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানে অপরকে প্ররোচিত করিয়াছে, তাহারা হিদায়াত হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

১৬৮-১৬৯ নং আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যাহারা নিজেরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, তাঁহার কিতাব ও রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং অপরকে উপরোক্ত বিষয়াবলী প্রত্যাখ্যান করিতে প্ররোচনা দিয়াছে, আর এইভাবে আল্লাহর অবাধ্য হইয়া সীমা লংঘন করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে না কোনক্রমে ক্ষমা করিবেন, আর না জাহান্নামের পথ ব্যতীত কল্যাণের কোন পথ দেখাইবেন। তাহারা জাহান্নামে অনন্তকাল ধরিয়া বাস করিবে।

দ্বিতীয় আয়াতের إِلاَّ طَرِيْقَ جَهَنَّمَ (জাহান্নামের পথ ব্যতীত) অংশটি استثناءٌ منقطع। অর্থাৎ জাহান্নামের পথ।

পূর্ব আয়াতে উল্লেখিত কল্যাণের পথসমূহের মধ্য হইতে কোনো পথ নহে; বরং উহা অকল্যাণ ও অমঙ্গলের পথ। প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, তিনি সত্যদ্বেষী কাফিরদিগকে কোনক্রমে কল্যাণের পথ দেখাইবেন না। দ্বিতীয় আয়াতে বলিতেছেন, তবে তিনি জাহান্নামের ভয়াবহ অকল্যাণের পথ তাহাদিগকে দেখাইবেন।

১৭০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের নিকট রাসূল মুহাম্মদ (সা) তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ হইতে হিদায়াত, সত্য দীন ও আত্মার জন্য তৃপ্তিদায়ক বর্ণনাসহ আগমণ করিয়াছেন। তোমরা তাহার আনীত দীনকে গ্রহণ কর এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়া চল। উহা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হইবে। স্মরণ রাখিও, তোমরা আল্লাহর প্রতি কুফর করিলে তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা তাঁহারই। তিনি তোমাদের অথবা তোমাদের ঈমানের মুখাপেক্ষী নহেন। আর তোমাদের মধ্য হইতে কে হিদায়াত পাইবার যোগ্য তাহা তিনি ভালরূপে জানেন এবং তদনুযায়ী তাহাকে হিদায়াত প্রদান করেন। অনুরূপভাবে তোমাদের মধ্য হইতে কে গুমরাহীর যোগ্য, তাহা তিনি বেশ ভালভাবে জানেন এবং তদনুযায়ী তাহাকে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করেন। তিনি তাঁহার সমুদয় কথা, কার্য বিধান ও ব্যবস্থায় অশেষ প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহর প্রতি মানুষের কুফরী করায় যে তাঁহার নিজের কোনো ক্ষতি নাই, একথা ঘোষণা প্রসঙ্গে হযরত মূসা (আ) অনুরূপভাবে বলিয়াছেন ঃ

إِنْ تَكْفُرُوْا أَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَإِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ.

'যদি পৃথিবীর অন্যান্য সকল অধিবাসী ও তোমরা সকলে মিলিত হইয়া কুফরী কর, (তথাপি তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না), আল্লাহ্ স্বয়ম্ভর ও সর্ব প্রশংসিত।'

(١٧١) يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ، اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ز فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ، اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ، سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ م لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۟

১৭১. "হে আহলে কিতাব! তোমাদের দীনের ক্ষেত্রে তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না। আর হক কথা ছাড়া আল্লাহর ব্যাপারে কিছু বলিও না। নিঃসন্দেহে মসীহ ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম আল্লাহর রাসূল ও তাঁহার মূর্ত কালেমা। উহা মরিয়মের নিকট প্রেরিত হইয়াছে ও উহাতে প্রাণ সঞ্চার করা হইয়াছে। তাই তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আন এবং বলিও না তিনজন। নিবৃত্ত হও, তোমাদের জন্য মঙ্গল। নিঃসন্দেহে প্রভু একজন। তাঁহার সন্তান হইবে, তিনি ইহা করিতে পবিত্র। আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সকলই আল্লাহর এবং কর্ম সম্পাদনে আল্লাহই যথেষ্ট।"

তাফসীর ঃ ১৭১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিতাবধারী সম্প্রদায়কে দীনী ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিতে নিষেধ করিতেছেন। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্ত বাড়াবাড়ি অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে নবীর আসন হইতে তুলিয়া খোদার আসনে বসাইয়াছে। তাহারা খোদাকে যেরূপে ইবাদত করে, হযরত ঈসা (আ)-কে সেইরূপে ইবাদত করে। এমনকি তাহারা নিজেদের পাদ্রী-পুরোহিতের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি করিয়াছে। তাহারা তাহাদিগকে নিষ্পাপ মনে করিয়া তাহাদের ন্যায়-অন্যায়, হক-না হক, সত্য-মিথ্যা প্রতিটি কথা ও কাজকে ন্যায় ও সত্য বলিয়া অনুসরণ করিয়া চলে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ

অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের পণ্ডিত-পুরোহিত, সাধু-সন্যাসী এবং মরিয়ম তনয় ঈসাকে রব (প্রতিপালক প্রভু) বানাইয়া লইয়াছে।'

ইমাম আহমদ (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আমাকে আমার প্রকৃত আসন হইতে তদ্রুপ উচ্চতর আসনে বসাইও না, যেরূপে খ্রিস্টানগণ হযরত ঈসা (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আসন হইতে উচ্চতর আসনে বসাইয়াছে। আমি তো একজন বান্দা। অতএব তোমরা বলিও, আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

যুহরী হইতে ইমাম আহমদ ও আলী ইব্‌ন মাদীনীও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইব্‌ন মাদীনী উহাকে বিশুদ্ধ হাদীসরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। যুহরী হইতে ইমাম বুখারীও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই বলিয়া সম্বোধন করিল, হে মুহাম্মদ! হে আমাদের নেতার পুত্র নেতা! হে আমাদের শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির পুত্র শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি! ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ ওহে লোক সকল! নিজেদের কথাবার্তায় সতর্ক থাকিও। শয়তান যেন তোমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতে না পারে। আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। ইহা আমার নিকট বাঞ্ছিত নহে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে মর্যাদা ও আসন প্রদান করিয়াছেন, তোমরা আমাকে তদপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদা ও আসন প্রদান করিবে।

উপরোক্ত হাদীস একমাত্র ইমাম আহমদই উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

لاَ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ-

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিও না এবং তাঁহার জন্যে সহধর্মিণী বা পুত্র গড়িয়া লইও না। আল্লাহ এইরূপ ত্রুটি ও অপূর্ণতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। তিনি মহান। তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। তিনি ভিন্ন অন্য কোনো মা'বূদ বা রব নাই।

اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقهَا اِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ-

অর্থাৎ 'মরিয়াম তনয় ঈসা মাসীহ আল্লাহ তা'আলার একজন বান্দা ও রাসূল বৈ কিছু নহেন। তিনি তাঁহার একটি সৃষ্টিমাত্র। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে হইতে বলিয়াছেন আর তিনি হইয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত মরিয়ম (আ)-এর নিকট প্রেরিত স্বীয় বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহর-নির্দেশে হযরত মরিয়ম (আ)-এর মধ্যে আল্লাহর সৃষ্ট রূহকে ফুৎকারে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর কালেমা অর্থাৎ আদেশমূলক বাক্য 'হও' দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন। তাই তিনি 'কালিমাতুল্লাহ' নামে আখ্যায়িত হইয়াছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট রূহ বলিয়াই 'রূহুল্লাহ' নামে আখ্যায়িত হইয়াছেন।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ

'মরিয়াম তনয় মাসীহ তো রাসূল বৈ কিছু নহে। তাহার পূর্বে বহু রাসূল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। আর তাহার মাতা ছিল মহান সত্যাশ্রয়িণী। তাহারা উভয়ে খাদ্য গ্রহণ করিত।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ.

অর্থাৎ 'ঈসার অবস্থা তো আদমের অবস্থার সমতুল্য। তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর তাহাকে বলিলেন, 'হও' আর তৎক্ষণাৎ হইয়া গেল।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَالَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا اٰيَةً لِّلْعَالَمِيْنَ.

'আর সেই নারীটি, যে স্বীয় গুপ্তাঙ্গকে পবিত্র রাখিয়াছিল, আমি তাহার মধ্যে আমার (সৃষ্ট) একটি (বিশেষ) রূহ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছি। আর আমি তাহাকে ও তাহার পুত্রকে সকল লোকের জন্যে নিদর্শন বানাইয়াছি।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ.

'আর আল্লাহ ইমরান কন্যা মরিয়মকে নিদর্শন হিসাবে উপস্থিত করিতেছেন। সে স্বীয় গুপ্তাঙ্গকে পবিত্র রাখিয়াছিল। তাই আমি তাহার (মরিয়মের) মধ্যে আমার (সৃষ্ট) একটি (বিশেষ) রূহকে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম। আর সে (মরিয়ম) স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর বাণীসমূহকে সত্য জানিয়া সাগ্রহে সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সে অনুগত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلاً لِّبَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ

অর্থাৎ 'সে (ঈসা) তো শুধু এইরূপ এক দাস ছিল যাহার প্রতি আমি বিশেষ কল্যাণ ও নি'আমত নাযিল করিয়াছিলাম এবং যাহাকে বনী ইসরাঈল গোত্রের জন্যে নিদর্শন বানাইয়াছিলাম।'

আবদুর রায্যাক (র)......কাতাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা বলিয়াছেন ঃ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ এই আয়াতাংশ হইতেছে كُنْ فَيَكُوْنُ আয়াতাংশের ন্যায়। অর্থাৎ সকল সৃষ্টির ন্যায় হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আদেশে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... শাযান ইব্‌ন ইয়াহিয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ঈসা (আ) মূলত আল্লাহ তা'আলার كلمه (আদেশ) নহেন; বরং তিনি তাঁহার كلمة (আদেশ) দ্বারা সৃষ্ট বান্দা।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) উহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উক্ত ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন ঃ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ –

অর্থাৎ 'ঈসা আল্লাহর বাণী, যাহা তিনি মরিয়মকে জানাইয়াছিলেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) নিম্নের আয়াতেরও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ –

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাকে তাঁহার একটি বাণী জানাইতেছেন।'

ইমাম ইব্‌ন জারীরের উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিম্নোক্ত আয়াতের সহিত আলোচ্য আয়াতাংশ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ -এর মিল রহিয়াছে ঃ

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ–

'তোমার মনে এইরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল না যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে। কিন্তু তোমার প্রতিপালক প্রভুর তরফ হইতে কৃপা ও রহমত স্বরূপ উহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে।'

এখানে يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابَ অর্থ যেমন তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে, তেমনি وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ এই আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়ায়, 'ঈসা তাঁহার সেই বাণী, যাহা তিনি মরিয়মকে জানাইয়াছেন।'

আলোচ্য আয়াতাংশের সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহ তা'আলার আদেশসহ হযরত মরিয়ম (আ)-এর নিকট আসিলেন এবং উক্ত আদেশকে তাঁহারই নির্দেশে ফুৎকারে হযরত মরিয়ম (রা)-এর মধ্যে প্রবিষ্ট করিলেন। উহাতে হযরত ঈসা (আ) জন্ম লাভ করিলেন।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো মা'বূদ নাই; তিনি এক ও তাঁহার কোনো সমকক্ষ নাই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল; হযরত ঈসা (আ) তাঁহার বান্দা ও রাসূল আর মরিয়মের নিকট অবতীর্ণ ও তাঁহার আদেশে সৃষ্ট আত্মাবিশেষ এবং জান্নাত ও দোযখ সত্য, তাঁহার আমল ও কার্য যাহাই হউক, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। জুনাদা হইতে উপরোক্ত হাদীসের সাহিত অতিরিক্ত ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ সে জান্নাতের আটটি দরওয়াযার মধ্য হইতে যে কোনো দরওয়াযা দিয়া চাহে, প্রবেশ করিতে পারিবে।

উপরোক্ত রাবী ওয়ালীদ হইতে ইমাম মুসলিমও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আওযাঈ হইতে ইমাম মুসলিম (র)-ও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াত ও হাদীসে উল্লিখিত رُوْحٌ مِّنْهُ -এর তাৎপর্য এই যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর সৃষ্ট রূহ এবং তিনি স্বয়ং আল্লাহর রূহের একটি অংশ নহেন। খ্রিস্টানগণ এইরূপই বলিয়া থাকে। তাহাদের উপর আল্লাহর অব্যাহত অভিসম্পাত পতিত হউক। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে উহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে ঃ

وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ

অর্থাৎ 'তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে তোমাদের কার্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন; উহারা তাঁহারই সৃষ্টি।'

উক্ত আয়াতে مِّنْهُ শব্দের তাৎপর্য ইহা নহে যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর বস্তুসমূহ আল্লাহর অংশ; বরং উহার তাৎপর্য এই যে, উহারা তাঁহারই সৃষ্টি।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ رُوْحٌ مِّنْهُ অর্থাৎ তাঁহার একজন রাসূল। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ رُوْحٌ مِّنْهُ অর্থাৎ তাঁহার তরফ হইতে প্রেরিত স্নেহ (স্নেহভাজন ব্যক্তি)।

رُوْحٌ مِّنْهُ এই শব্দগুচ্ছের অধিকতম স্বাভাবিক তাৎপর্য এই ঃ ঈসা (আ) আল্লাহর সৃষ্ট একটি রূহ। এখানে প্রশ্ন জাগে, সকল বস্তুই যখন আল্লাহর সৃষ্টি, তখন ঈসাকে আল্লাহ (সৃষ্ট) রূহ বলিবার তাৎপর্য কি ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, কোন্ বস্তুর সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে উহাকে আল্লাহর সহিত সম্বন্ধযুক্ত (مضاف) করিয়া দেখানো হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ (ইহা আল্লাহর উষ্ট্রী)।

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ অর্থাৎ 'তুমি প্রদক্ষিণকারীদের জন্যে আমার ঘরকে পবিত্র রাখ।'

অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ فادخل على ربى فى داره-

অর্থাৎ 'আমি স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিব।'

উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহে আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, আমার ঘর ও তাঁহার ঘর শব্দগুচ্ছ দ্বারা যেরূপে যথাক্রমে আল্লাহ্‌র সত্তার অংশ উষ্ট্রী ও তাঁহার সত্তার অংশ ঘর- এই তাৎপর্য না বুঝাইয়া উহাদের দ্বারা যথাক্রমে 'আল্লাহ্‌র সম্মানিত উষ্ট্রী' ও 'তাঁহার সম্মানিত ঘর' বুঝানো হইয়াছে, সেইরূপে وَرُوْحٌ مِّنْهُ শব্দগুচ্ছ দ্বারা 'আল্লাহ্‌র সম্মানিত ও মর্যাদাবান রূহ' এই তাৎপর্য বুঝানো হইয়াছে।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ - অর্থাৎ তোমরা এই কথায় বিশ্বাস আনয়ন করো যে, আল্লাহ তা'আলা এক ও একক; তাঁহার না কোন সন্তান আছে আর না কোন স্ত্রী আছে। আর ইহাতেও ঈমান আনো যে, ঈসা আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। ইহাই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিবার তাৎপর্য। এই কারণেই উহার অব্যবহিত পরে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلَاثَةٌ- অর্থাৎ 'তোমরা ঈসা ও তাঁহার মাতাকে আল্লাহ্‌র সহিত শরীক বানাইও না, আল্লাহ উহা হইতে পবিত্র।'

খ্রিস্টান জাতির অনুরূপ আকীদা সম্বন্ধে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

'যাহারা বলিয়াছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তিন ইলাহর তৃতীয়জন, তাহারা নিশ্চয়ই কুফরী করিয়াছে। বস্তুত এক ইলাহ ভিন্ন কোনো ইলাহ নাই।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَءَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ-

'আর সেই সময়ে কথা চিন্তা করো, যখন আল্লাহ বলিবেন, 'হে ঈসা! তুমি কি মানুষকে বলিয়াছ তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বূদ বানাও ? ঈসা বলিবে, তুমি মহান! যে কথা বলিবার অধিকার আমার নাই, তাহা বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। যদি আমি বলিয়াই থাকি, তবে তুমি উহা নিশ্চয়ই জানিয়াছ। আমার অন্তরের কথা তুমি জানো; কিন্তু আমি তোমার অন্তরের কথা জানি না। নিঃসন্দেহে তুমি অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাতা।'

খ্রিস্টানগণ স্বয়ং হযরত ঈসা (আ)-কেই খোদা বলিয়া বিশ্বাস করে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنَ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'যাহারা বলিয়াছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ হইতেছেন স্বয়ং মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ, তাহারা নিশ্চয়ই কুফরী করিয়াছে। তুমি বলো, আল্লাহ যদি মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ, তাহার মাতা ও পৃথিবীর সকল মানুষকে মৃত্যু দিতে ইচ্ছা করেন, তবে কে তাঁহার বিরুদ্ধে সামান্য ক্ষমতা রাখে ? আর আকাশসমূহ, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যে অবস্থিত সমুদয় বস্তুর উপর আল্লাহ্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রহিয়াছে। তিনি যাহা চাহেন, সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতা রাখেন।'

অভিশপ্ত খ্রিস্টান জাতির আকীদা-বিশ্বাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাহাদের ঘৃণ্যতম কুফরের রূপ বিভিন্ন। তাহাদের এক সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ)-কে একক ইলাহ মনে করে; আরেক সম্প্রদায় তাঁহাকে আল্লাহ্র শরীক মনে করে এবং আরেক সম্প্রদায় তাঁহাকে আল্লাহ্র পুত্র মনে করে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও তাহাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ রহিয়াছে। জনৈক যুক্তিবাদী মুসলিম দার্শনিক তাহাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, 'দশজন খ্রিস্টান একত্রিত হইলে একটি বিষয়ে তাহারা এগারটি মত ব্যক্ত করিবে।'

খ্রিস্টান সমাজের নিকট বিখ্যাত 'সাঈদ ইব্ন বিতরিক ইস্কান্দারী নামক জনৈক খ্রিস্টান পণ্ডিত হিজরী চারিশত সন বা উহার পূর্বে লিখিয়াছেন যে, কন্সট্যান্টিনোপল শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট কন্সট্যান্টাইনের যুগে 'খ্রিস্টান জাতির মহা আমানত নির্ধারণ চুক্তি' যাহা প্রকৃতপক্ষে মহা খেয়ানত নির্ধারণ চুক্তি ছিল- সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্য এক মহাসম্মেলনে মিলিত হয়। মহা আমানত নির্ধারণে উক্ত সম্মেলনে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। তাহারা দুই হাজারের অধিক দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। কোন দলে একশতজন, কোন দলে সত্তরজন, কোন দলে পঞ্চাশজন আবার কোন দলে বিশজন লোক ছিল। প্রত্যেক দল ছিল অপর দল হইতে পৃথক মত ও বিশ্বাসের ধারক ও প্রবক্তা। সম্রাট দেখিলেন, তিনশত আঠারজনের একটি দল একটি বিশেষ মত ও বিশ্বাসের অনুসারী। তিনি উক্ত দল এবং উহার মত ও বিশ্বাসকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিলেন। সম্রাট ছিলেন একজন দার্শনিক। তিনি উক্ত দলের মতবাদ ভিন্ন অন্যান্য সকল দলের

মতবাদের প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। উহার সমর্থকদের জন্যে গীর্জা প্রতিষ্ঠিত এবং পুস্তক ও আইন রচিত হইল। এই সম্প্রদায় একটি 'আমানতনামা' রচনা করিয়া লইল এবং সন্তান-সন্ততিকে উহা শিক্ষা দিতে লাগিল। ইতিহাসে এই সম্প্রদায় 'মালাকানিয়া' অর্থাৎ সম্রাট প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

অতঃপর খ্রিস্টান জাতি দ্বিতীয়বার এক মহাসম্মেলনে মিলিত হয়। উক্ত সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে তাহাদের মধ্যে 'ইয়া'কূবিয়া' নামক নূতন এক সম্প্রদায় জন্মলাভ করে। তাহারা তৃতীয়বার এক মহাসম্মেলনে মিলিত হয়। উক্ত সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে তাহাদের মধ্যে 'নাসতূরিয়া' নামক নূতন এক সম্প্রদায় জন্মলাভ করে।

ইহাদের প্রতিটি সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়সমূহের লোকদিগকে কাফির বলে। অবশ্য আমরা সকল সম্প্রদায়কেই কাফির বলি।

اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করো। 'উহা পরিত্যাগ করা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হইবে।'

اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ-

অর্থাৎ 'আল্লাহ একক মা'বূদ। সন্তানের পিতা হইবার ত্রুটি ও অপূর্ণতা হইতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।'

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً-

অর্থাৎ 'সমুদয় জগত আল্লাহ্র সৃষ্টি ও তাঁহার দাস। তিনি তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। সকল বস্তুর উপর তাঁহার পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রহিয়াছে।' অতএব উহাদের কোনো কিছু তাঁহার স্ত্রী বা সন্তান হইতে পারে না। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ- وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ-

'তিনি (আল্লাহ) আকাশসমূহ ও পৃথিবীর উদ্ভাবক স্রষ্টা। তাঁহার কিরূপে সন্তান থাকিতে পারে ? আর তাঁহার কোনো স্ত্রীও নাই। তিনি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তিনি সকল বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا - لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا - تَكَادُ السَّمٰوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا - اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا - وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا - اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا - وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا -

'তাহারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করিয়াছ। ইহাতে যেন আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে; পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হইবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া আপতিত হইবে। যেহেতু তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্যে শোভনীয় নহে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হইবে না। তিনি তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে গুণিয়া রাখিয়াছেন।'

(١٧٢) لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ○

(١٧٣) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

১৭২. "মসীহ্ আল্লাহ্র বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ট ফেরেশতাগণও নহে। পক্ষান্তরে কেহ তাঁহার বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করিলে এবং অহংকার করিলে তিনি তাহাদের সকলকে তাঁহার নিকট সমবেত করিবেন।"

১৭৩"যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তিনি তাহাদিগকে পূর্ণ পুরস্কার দান করিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দিবেন। কিন্তু যাহারা হেয় জ্ঞান করে ও অহংকার করে, তাহাদিগকে তিনি মর্মান্তিক শাস্তি দান করিবেন এবং আল্লাহ ব্যতীত তাহাদের জন্যে অন্য কোন অভিভাবক ও সহায়ক পাইবে না।"

তাফসীর ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ অর্থ لَنْ يَّسْتَكْبِرَ অর্থাৎ 'তাহারা কখনও অবাধ্যতা দেখায় না।'

কাতাদা বলেন ঃ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ অর্থ لَمْ يَحْتَشِمُ অর্থাৎ 'তাহারা কখনও অবাধ্য হয় না।'

যাহারা ফেরেশতাকে মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলেন, তাহাদের কেহ কেহ আলোচ্য আয়াতকে নিজেদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। তাহারা বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, ঈসা মাসীহ আল্লাহ্র দাসত্ব করিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারেন না; এমনকি ফেরেশতারাও না। অর্থাৎ যে ফেরেশতাগণ মর্যাদায় মানুষ ঈসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাহারাও তাঁহার দাসত্ব করিতে অস্বীকৃত হয় না।

প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য আয়াত দ্বারা মানুষ অপেক্ষা ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠতর হওয়া প্রমাণিত হয় না। কারণ ফেরেশতাগণ হযরত ঈসা মসীহ অপেক্ষা আল্লাহ্র দাসত্ব হইতে বিরত থাকিবার অধিকতর ক্ষমতা রাখেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, 'এমনকি ফেরেশতারাও না।' আর আল্লাহ্র অবাধ্য হইবার বিষয়ে মানুষ অপেক্ষা ফেরেশতাদের অধিকতর ক্ষমতা রাখিবার দ্বারা মানুষ অপেক্ষা তাহাদের শ্রেষ্ঠতর হওয়া প্রমাণিত হয় না।

কেহ কেহ বলেন ঃ মানুষে হযরত ঈসা মসীহকে যেরূপ খোদা বানাইয়া লইয়াছে, ফেরেশতাদিগকে তাহারা সেইরূপ খোদা বানাইয়া লইয়াছে বলিয়া আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা মসীহর সহিত ফেরেশতাদিগকে উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রেক্ষিতে আয়াতের তাৎপর্য হইবে এই যে, না ঈসা মসীহ আর না ফেরেশতাগণ, কেহই আল্লাহ্‌র দাসত্ব করিতে অস্বীকৃত হয় না। তাহারা সকলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তাহারা সকলে তাঁহার বান্দা। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا. سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ- لاَ يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَيَشْفَعُوْنَ اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُوْنَ.

'আর তাহারা বলিয়াছে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন! তিনি মহান, পবিত্র; বরং তাহারা (ফেরেশতাগণ) মর্যাদাপ্রাপ্ত বান্দা। তাহারা তাহাদের দয়াময়ের অমতে কোনো কথা বলে না আর তাহারা তাঁহারই নির্দেশ মুতাবিক কাজ করে। তিনি তাহাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সকল প্রকারের খবর জানেন। তিনি যাহার বিষয়ে সম্মত থাকেন, তাহার বিষয়ে ব্যতীত অন্য কাহারো বিষয়ে তাহারা সুপারিশ করিতে পারে না। আর তাহারা তাঁহার ভয়ে ভীত থাকে।'

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا-

অর্থাৎ 'যাহারা তাঁহার দাসত্ব করিতে অস্বীকৃত হইবে ও অবাধ্যতা করিবে, কিয়ামতের দিনে তিনি তাহাদিগকে নিজের নিকট একত্রিত করিবেন এবং ইন্‌সাফের ভিত্তিতে তাহাদের আমল ও কার্যের বিচার করিবেন।'

পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মানুষের ভাল-মন্দ, নেক-বদ ও ন্যায়-অন্যায় আমলের বিচারের পরিণতি বর্ণনা করিতেছেন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ-

অর্থাৎ 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকাজ করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের সৎকাজের যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান করিবেন। অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে স্বীয় রহমত ও কৃপাগুণে উক্ত পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন।'

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ অর্থাৎ 'তাহাদিগকে তাহাদের ঈমান ও নেক আমলের পরিবর্তে জান্নাতে দাখিল করিবেন।'

وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ অর্থাৎ যে সব বদকারের জন্যে দোযখ ওয়াজিব হইয়া যাইবে, তাহারা পৃথিবীতে যে সব নেককারের উপকার করিয়াছিল, তাহারা বদকারের জন্যে সুপারিশ করিতে অনুমতি লাভ করিবে এবং তাহাদের সুপারিশে তাহাদিগকে তিনি দোযখ হইতে মুক্তি দিবেন।

উপরিউক্ত হাদীসের সনদ প্রমাণিত নহে। অবশ্য উহা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব ব্যাখ্যা হিসাবে বর্ণিত হইলে গ্রহণযোগ্য হইবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَلاَ يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيْرًا-

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা হইতে বিরত রহিয়াছে এবং অহংকারের সহিত তাঁহার প্রতি অবাধ্য হইয়াছে, তাহাদিগকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিবেন। তখন তাহারা নিজেদের জন্যে কোনো বন্ধু বা সাহায্যকারী খুঁজিয়া পাইবে না।'

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ

অর্থাৎ 'যাহারা অহংকারে আমার দাসত্ব হইতে বিরত রহিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই নিজেদের উক্ত পাপাচারের কারণে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।'

(١٧٤) يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا○

(١٧٥) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا○

১৭৪."হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রমাণ আসিয়াছে এবং তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করিয়াছি।"

১৭৫. "যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে ও তাঁহাকে অবলম্বন করে, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করিবেন এবং তাহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করিবেন।"

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালক প্রভুর তরফ হইতে মহা প্রমাণ আসিয়াছে। উক্ত প্রমাণ কিয়ামতের দিনে তাহাদের কোনরূপ অজুহাত খাড়া করিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। উহা আগমণের পর তাহারা সেদিন নিজেদের কুফরী ও অবাধ্যতার পক্ষে কোনরূপ বাহানা দেখাইতে পারিবে না। উক্ত প্রমাণ সর্বপ্রকারের সন্দেহ দূর করিয়া দিয়াছে।

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا-

অর্থাৎ 'আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট আলো অবতারণ করিয়াছি।' উহা সত্যকে স্পষ্ট ও আবরণমুক্ত করিয়া দিয়াছে। ইব্ন জুরাইজ প্রমুখ তাফ্সীরকার বলিয়াছেন, نُوْرًا مُّبِيْنًا অর্থ স্পষ্ট আলো অর্থাৎ আল-কুরআন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁহার দাসত্ব ও তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে স্বীয় জান্নাতে দাখিল করিবেন, নিজ কৃপা ও মেহেরবানীতে তাহাদিগকে অতিরিক্ত মর্যাদা প্রদান

করিবেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার দিকে পৌঁছিবার জন্যে আলোকময়, সঠিক, সত্য ও সরল পথ প্রদর্শন করিবেন। বস্তুত ইহাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। তাহারা দুনিয়াতে যেরূপ আকীদা ও আমলে সত্য ও সঠিক পথে বিচরণ করিয়া থাকে, আখিরাতে সেইরূপে জান্নাতের সঠিক ও নির্ভুল পথে চলিয়া উহাতে প্রবেশ করিবে।

ইব্‌ন জুরাইজ বলিয়াছেন ঃ وَاعْتَصِمُوْا بِهِ অর্থাৎ 'যাহারা আল-কুরআনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে।'

হযরত আলী (রা) হইতে হারিস আল-আওয়ার কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল-কুরআন আল্লাহ্‌র সঠিক, সরল ও সত্য পথ এবং তাঁহার মযবূত ও শক্ত রজ্জু। গ্রন্থের প্রথমদিকে উক্ত হাদীস উহার পরিপূর্ণ অবয়বে বর্ণিত হইয়াছে।

(١٧٦) يَسْتَفْتُوْنَكَ ، قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ، اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ، فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ، وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ، يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ، وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۟

১৭৬. "লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানিতে চায়। বল, পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে আল্লাহ ব্যবস্থা জানাইতেছেন ঃ কোন পুরুষ মারা গেলে সে ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় ও তাহার এক ভগ্নি থাকে, তবে তাহার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীন হয়, তবে তাহার ভাই তাহার উত্তরাধিকারী হইবে। আর দুই ভগ্নি থাকিলে তাহাদের জন্য তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ; আর যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে এই আশংকায় আল্লাহ তোমাদিগকে পরিস্কারভাবে জানাইতেছেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র)......হযরত বারা' (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ সর্বশেষে অবতীর্ণ সূরা হইতেছে সূরা বারাআত এবং সর্বশেষে অবতীর্ণ আয়াত হইতেছে ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ- قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ الى اخر الاية-

ইমাম আহ্‌মদ (র)...... হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) আমার নিকট আগমণ করিলেন। আমি তখন রোগে বেহুঁশ ছিলাম। তিনি উযূ করিয়া আমার গায়ে পানি ছিঁটাইয়া দিলেন অথবা অপরকে ছিঁটাইয়া দিতে বলিলেন। ইহাতে আমার হুঁশ ফিরিয়া আসিল। আমি আরয করিলাম, আমি নিঃসন্তান ও মাতৃ-পিতৃহীন অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করিতেছি। আমার সম্পত্তি কোন্ নিয়মে বণ্টিত হইবে ? ইহাতে ফারায়েযের এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ- قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ اِلَى اخر الاية-

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উপরিউক্ত হাদীস রাবী শু'বার সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলকগণ উহা হযরত জাবির (রা) হইতে অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......আবুয-যুবায়র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ- قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ اِلٰى اخر الاية-

এই আয়াত আমার সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইতিপূর্বে الكلالة। শব্দ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। كلالة শব্দটি اكليل। শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। اكليل। শব্দের অর্থ হইতেছে মস্তকের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টনকারী। অধিকাংশ ফকীহ বলিয়াছেন ঃ كلالة শব্দের অর্থ হইতেছে নিঃসন্তান ও মাতৃ-পিতৃহীন ব্যক্তি। কেহ কেহ বলেন, উহার অর্থ হইতেছে 'নিঃসন্তান ব্যক্তি।' যেমন, এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنِ امْرُوٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ-

অর্থাৎ 'যদি কেহ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়।'

كلالة এর বিষয়টি হযরত উমর (রা)-এর নিকট কঠিন ও দুর্বোধ্য ছিল। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ তিনটি বিষয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, নবী করীম (সা) যদি উহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য বিষয় আমাদের নিকট রাখিয়া যাইতেন- ১. দাদার উত্তরাধিকারের বিষয়; ২. كلالة -এর সংজ্ঞা এবং ৩. সুদ সম্পর্কিত মাসআলা।[১]

ইমাম আহ্মদ (র)......মা'দান ইব্ন আবূ তাল্হা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট كلالة সম্বন্ধেই অন্য যে কোন বিষয় অপেক্ষা অধিকতর প্রশ্ন করিয়াছি। একদা আমি এ সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি স্বীয় আঙ্গুলি দ্বারা আমার বুকে খোঁচা মারিয়া বলিলেন ঃ গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ সূরা নিসার শেষাংশের আয়াত (আলোচ্য আয়াত)-ই তোমার জন্যে যথেষ্ট।

ইমাম আহ্মদ উপরিউক্ত হাদীস সংক্ষেপেই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম মুসলিম উহা অধিকতর বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মদ (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট كلالة সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন ঃ গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াতই তোমার জন্যে যথেষ্ট। হযরত উমর (রা) বলেন, যদি আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিতাম, তবে উহা আমার জন্যে লালবর্ণের উষ্ট্রের মালিক হওয়া অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের বিষয় হইত। উক্ত হাদীসের সনদ

---

১. সূরা আলে ইমরানের সুদ সম্বন্ধে এই আয়াত রহিয়াছে ঃ তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাইও না। পক্ষান্তরে পরবর্তীকালে অবতীর্ণ সূরা বাকারার শেষাংশের আয়াতে সাধারণভাবে সূদের নিষিদ্ধ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে হযরত উমর (রা)-এর প্রশ্ন হইতেছে, সূরা বাকারায় যে সুদ নিষিদ্ধ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে, উহা কি শুধু চক্রবৃদ্ধি সুদ, না যে কোন প্রকারের সুদ ? অধিকাংশ ফকীহ অবশ্য বলেন, উহা যে কোন প্রকারের সুদ। সুদ ভিন্ন অন্য দুইটি বিষয়ে হযরত উমর (রা)-এর অজ্ঞতা সম্পর্কিত উৎকণ্ঠা অধিকতর বিখ্যাত।

সহীহ। তবে হযরত উমর (রা)-এর সহিত তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী রাবী ইব্রাহীমের সাক্ষাতলাভ না ঘটিবার দরুন উহা বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস (حديث منقطع)।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমণ করিয়া তাঁহাকে 'কালালা' সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। তিনি বলিলেন ঃ গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াতই তোমার জন্যে যথেষ্ট।

উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তির্মিযী উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সা) যেহেতু হযরত উমর (রা)-এর প্রশ্নের উত্তর প্রসংগে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াত তোমার জন্যে যথেষ্ট, সেহেতু বুঝিতে হইবে যে, কালালার উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর আলোচ্য আয়াতে সন্তোষজনকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। তবে হযরত উমর (রা) শব্দটির অর্থ নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই ভুলের কারণেই তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (সা)-এর নিকট যদি আমি كلالة অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতাম, তবে উহা আমার জন্যে লালবর্ণের (প্রিয়) উষ্ট্রের মালিক হওয়া অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের বিষয় হইত।

ইব্ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট كلالة সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কি উহা বিশদভাবে বর্ণনা করেন নাই ? তৎপর এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ - قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ إِلَى اخر الاية-

কাতাদা (র) বলিয়াছেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) স্বীয় খুত্‌বায় বলিয়াছেন ঃ তোমরা শোন! সূরা নিসার প্রথমাংশের দায়ভাগ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মধ্য হইতে প্রথম আয়াতে মৃতের সন্তান ও মাতাপিতার প্রাপ্য অংশ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আয়াতে মৃতের স্বামী, স্ত্রী ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতৃবৃন্দের প্রাপ্য অংশ বর্ণিত হইয়াছে; উক্ত সূরার শেষ আয়াতে আপন ভ্রাতা ও ভগিনীবৃন্দের প্রাপ্য অংশ বর্ণিত হইয়াছে এবং সূরা আনফালের শেষ আয়াতে মৃতের রক্ত সম্পর্কিত অন্যান্য আত্মীয়ের (আসাবা)[১] মীরাস প্রাপ্তির নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম ইব্ন জারীর উপরিউক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়াতের অর্থ ঃ

إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ। অর্থাৎ 'যদি কোনো লোক মরিয়া যায়।' الهلاك। অর্থ মরিয়া যাওয়া। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সকল বস্তুই ধ্বংসশীল।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থাৎ 'ভূপৃষ্ঠের সকল কিছুই লয়শীল আর মহাপরাক্রমশালী ও সম্মানিত তোমার প্রভুর অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকিবে।'

---

১. রক্ত সম্পর্কিত যে সকল আত্মীয়ের জন্যে উত্তরাধিকারের কোন অংশ নির্দিষ্ট নাই বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট অংশের প্রাপকদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধের পর কিছু থাকিলে যাহারা উহা পায়, তাহাদিগকে আসাবা বলে।

لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ —যাহার কোনো সন্তান নাই।

একদল ফকীহ্ বলেন ঃ যাহার কোনো সন্তান থাকে না, তাহার মাতাপিতা থাকুক অথবা না থাকুক, তাহাকে كلالة বলে। উপরিউক্ত ফকীহগণ আলোচ্য আয়াতের উপরোদ্ধৃত অংশকে নিজেদের দাবির সমর্থনে পেশ করেন। তাহারা বলেন, এখানে كلالة এর পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা শুধু তাহার নিঃসন্তান হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার মাতৃ-পিতৃহীন হইবার কোনো কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। অতএব নিঃসন্তান ব্যক্তি মাতৃ-পিতৃহীন হউক অথবা না হউক, তাহাকে كلالة বলে। ইমাম ইব্ন জারীর (র) কর্তৃক সহীহ সনদে হযরত উমর (রা) হইতেও كلالة -এর উপরিউক্ত সংজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে।

তবে অধিকাংশ ফকীহ বলিয়াছেন ঃ নিঃসন্তান মাতৃ-পিতৃহীন ব্যক্তিকে كلالة বলে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও উহার উপরিউক্ত সংজ্ঞার পক্ষে রায় দিয়াছেন। আয়াতের নিম্নোক্ত অংশ দ্বারা উপরিউক্ত সংজ্ঞাই সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয় ঃ

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

অর্থাৎ 'যদি তাহার কোনো ভগিনী থাকে, তবে সে তাহার রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাইবে।'

পিতা থাকিলেও যদি সন্তানহীন ব্যক্তি كلالة হইত, তবে উপরোদ্ধৃত আয়াতাংশের মর্ম অনুযায়ী كلالة -এর পিতার বর্তমান থাকা অবস্থায়ও তাহার ভগিনী সম্পত্তির অর্ধেকাংশ পাইত। কিন্তু সর্ববাদীসম্মত মত এই যে, পিতার বর্তমান থাকা অবস্থায় ভগিনী কোনো অংশ পাইবে না। অতএব বলা যায়, كلالة -এর দুইটি বৈশিষ্ট্যের উভয়টিই কুরআন মাজীদ দ্বারা প্রমাণিত হয়। প্রথম বৈশিষ্ট্য নিঃসন্তান হওয়া, ইহা সহজেই বোধগম্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য মাতৃ-পিতৃহীন হওয়া। গভীরভাবে চিন্তা করিবার পর ইহাও বোধগম্য হয়।

ইমাম আহমদ (র)......মাকহূল, আতিয়া, হামযা ও রাশেদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রথমোক্ত চারি রাবী বলেন ঃ একদা হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, 'মৃত ব্যক্তির স্বামী ও একটি আপন ভগিনী রহিয়াছে। এই অবস্থায় তাহার সম্পত্তি কিরূপে বণ্টিত হইবে ? তিনি বলিলেন, স্বামী সম্পত্তির অর্ধেকাংশ এবং ভগিনী অর্ধেকাংশ পাইবে। তাঁহার উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা হইল। ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে এইরূপ রায় দিতে শুনিয়াছি।

উপরিউক্ত হাদীস একমাত্র ইমাম আহমদই শুধু উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর (র) প্রমুখ মুহাদ্দিস বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও হযরত ইব্ন যুবায়র (রা) বলিতেন, মৃত ব্যক্তি একটি কন্যা সন্তান ও একটি ভগিনী রাখিয়া গেলে ভগিনীটি তাহার সম্পত্তির কোন অংশ পাইবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنِ امْرَؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

অর্থাৎ 'কোনো ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় একটি ভগিনী রাখিয়া মরিয়া গেলে সে তাহার সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবে।'

তাহারা বলেন ঃ উক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে যে, মৃত ব্যক্তি কোন সন্তান না রাখিয়া একটি ভগিনী রাখিয়া গেলে ভগিনী অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইবে। মৃত ব্যক্তি একটি ভগিনী ও

একটি কন্যা সন্তান রাখিয়া গেলে সে তো সন্তান রাখিয়াই মরিয়া গেল। অতএব ভগিনী তাহার সম্পত্তির কোন অংশ পাইবে না।

অন্যান্য ফকীহগণ বলেন ঃ এইরূপ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবে তাহার কন্যা যাবিল ফুরূয হিসাবে এবং অর্ধাংশ পাইবে তাহার ভগিনী আসাবা হিসাবে। মৃত ব্যক্তির ভগিনী যে তাহার কন্যার ন্যায় তাহার সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবে, তাহা আলোচ্য আয়াত দ্বারা নহে; বরং নিম্নোক্ত ভিন্ন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় ঃ

ইমাম বুখারী (র)......আসওয়াদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা)-এর যুগে হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) আমাদের মধ্যে এই ফায়সালা দিয়াছেন- মৃত ব্যক্তি একটি কন্যা সন্তান ও একটি ভগিনী রাখিয়া গেলে উভয়ের প্রত্যেকে তাহার সম্পত্তির অর্ধাংশ করিয়া পাইবে। এই হাদীসের অন্যতম রাবী সুলায়মান পুনরায় উহা বর্ণনা করিবার কালে 'নবী করীম (সা)-এর যুগে' কথাটি উল্লেখ করেন নাই। হুযায়ল ইব্‌ন শুরাহবীল (র) হইতে ইমাম বুখারী আরো বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) জিজ্ঞাসিত হইলেন যে, কোনো ব্যক্তি একটি কন্যা সন্তান, একটি নাতনী ও একটি ভগিনী রাখিয়া মারা গেলে তাহার সম্পত্তি কিভাবে বণ্টিত হইবে ? তিনি বলিলেন, কন্যা সন্তানটি তাহার সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং ভগিনী অর্ধাংশ পাইবে ? অতঃপর প্রশ্নকারীকে বলিলেন, তুমি ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকটও গমন করিয়া তাঁহাকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করো। তিনি নিশ্চয়ই আমার সহিত একমত হইবেন। প্রশ্নকারী ব্যক্তি হযরত ইব্‌ন মাস্‌ঊদ (রা)-এর নিকট নিজের প্রশ্ন পেশ করিয়া হযরত আবূ মূসা (রা) কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরও তাঁহাকে জানাইল। তিনি বলিলেন, আমি অনুরূপ উত্তর দিলে পথভ্রষ্ট হইব এবং সঠিক পথের বিচরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না। এই বিষয়ে নবী করীম (সা) যে ফয়সালা দিয়াছেন, আমি সেই ফয়সালাই দিতেছি। কন্যাটি পাইবে অর্ধেকাংশ, নাতনী পাইবে এক-ষষ্ঠাংশ। ইহাতে উভয়ের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ দুই-তৃতীয়াংশ হইবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ ভগিনী পাইবে। রাবী বলেন, আমরা হযরত আবূ মূসা (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া হযরত ইব্‌ন মাস্‌ঊদ (রা) কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, এই বিজ্ঞ পণ্ডিত যতদিন তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, ততদিন আমার নিকট নিজেদের প্রশ্ন লইয়া আসিও না।

وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ

অর্থাৎ নিঃসন্তান মাতৃ-পিতৃহীন ভগিনী ভ্রাতা রাখিয়া মারা গেলে ভ্রাতা তাহার সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। মৃত ভগিনীর মাতা বা পিতা থাকিলে ভ্রাতা তাহার সম্পত্তির কোনো অংশ পাইবে না। নিঃসন্তান মাতৃ-পিতৃহীন ভগিনী যদি এইরূপ কোন উত্তরাধিকারী রাখিয়া মারা যায়, যাহার জন্যে তাহার সম্পত্তিতে নির্দিষ্ট অংশ রহিয়াছে যেমন, স্বামী অথবা বৈপিত্রেয় ভ্রাতা, তবে তাহাদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ তাহাদিগকে প্রদান করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, ভ্রাতা তাহাই পাইবে। কারণ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নির্দিষ্ট অংশসমূহ উহাদের প্রাপকদিগকে প্রদান করো। অবশিষ্ট অংশ নিকটতম পুরুষের প্রাপ্য হইবে।

فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

অর্থাৎ নিঃসন্তান মাতৃ-পিতৃহীন ব্যক্তি দুইটি বোন রাখিয়া মরিয়া গেলে তাহারা তাহার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে। বোনের সংখ্যা দুই-এর অধিক হইলে তাহারা এইরূপে দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে।

একদল ফকীহ্ উপরিউক্ত আয়াতাংশের উপর কিয়াস প্রয়োগ করিয়া মৃত ব্যক্তির দুই কন্যা সন্তানের প্রাপ্য অংশ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান বাহির করেন। যেমন, নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত দুইয়ের অধিক কন্যা সন্তানের প্রাপ্য অংশের উপর কিয়াস প্রয়োগ করিয়া ফকীহ্গণ দুই-এর অধিক ভগিনীর প্রাপ্য অংশ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান বাহির করেন ঃ

فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ

অর্থাৎ (মৃত ব্যক্তির) কন্যা সন্তানের সংখ্যা দুই-এর অধিক হইলে তাহারা তাহার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে।

كَلاَلَةٌ ভ্রাতা ও ভগিনী উভয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারী রাখিয়া মরিয়া গেলে তাহাদের প্রাপ্য অংশ কি হইবে এখানে তাহা বর্ণিত হইতেছে ঃ

وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالاً وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

অর্থাৎ কালালার উত্তরাধিকারীগণ ভ্রাতা ও ভগিনী উভয় শ্রেণীর হইলে একজন পুরুষ দুইজন স্ত্রীলোকের প্রাপ্য অংশের সমান অংশ পাইবে। মৃতের পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী বা ভ্রাতা-ভগিনী ইত্যাকার নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণী আসাবা হিসাবে উত্তরাধিকারী হইলেও একজন পুরুষ দুইজন নারীর প্রাপ্য অংশের সমান অংশ পাইবে- এই নীতির ভিত্তিতে তাহাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টিত হইবে।

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ যাহাতে তোমরা সত্য ও ন্যায় হইতে বিচ্যুত না হও, সেই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অনুসরণের জন্যে অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করেন এবং তোমাদের জন্যে সীমা নির্ধারণ করিয়া দেন। তিনি প্রতিটি নির্দেশের সুফল, মংগল ও কল্যাণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। তিনি সঠিকরূপে জানেন, মৃত ব্যক্তির কোন্ আত্মীয় তাহার সম্পত্তির কত অংশ পাইবার যোগ্য।

ইব্ন জারীর (র)......মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) সাহাবীগণসহ সফরে ছিলেন। হযরত হুযায়ফা (রা) নবী করীম (সা)-এর উটের পশ্চাতের উটে এবং হযরত উমর (রা) হযরত হুযায়ফা (রা)-এর উটের পশ্চাতের উটে সওয়ার ছিলেন। এই অবস্থায় নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ – قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ – الى اخر الاية

নবী করীম (সা) উহা হযরত হুযায়ফা (রা)-কে শিখাইলেন এবং হযরত হুযায়ফা (রা) উহা হযরত উমর (রা)-কে শিখাইলেন। এই ঘটনার পর একদিন হযরত উমর (রা) হযরত হুযায়ফা (রা)-কে উক্ত আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। হযরত হুযায়ফা (রা) তাঁহাকে বলিলেন, দেখিতেছি, তুমি তো একজন অবুঝ ব্যক্তি। নবী করীম (সা) উহা আমাকে যেরূপ শিখাইয়াছেন, আমি তোমাকে উহা ঠিক সেইরূপে শিখাইয়াছি। আল্লাহ্র কসম! আমি কখনো উহার অতিরিক্ত

কিছু তোমাকে বলিব না। হযরত উমর (রা) বলিতেন, আয় আল্লাহ। বিষয়টি তুমি আমাদের জন্যে পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিলেও আমার নিকট উহা স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয় নাই।

ইমাম ইব্ন জারীর উপরিউক্ত হাদীস উপরিল্লিখিতরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহা ইব্ন সীরীন (র) হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, হুযায়ফা (রা)-এর সহিত ইব্ন সীরীনের সাক্ষাতলাভ ঘটে নাই বলিয়া ইব্ন সীরীন কর্তৃক বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন।

হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার (র)......হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে তাঁহার 'মুস্নাদ' সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা)-এর সফরের অবস্থায় তাঁহার প্রতি কালালা সম্বন্ধীয় আয়াত নাযিল হইল। তিনি থামিলেন। তাঁহার উটের অব্যবহিত পশ্চাতে হযরত হুযায়ফা (রা)-এর উট ছিল। তিনি উহা হযরত হুযায়ফা (রা)-কে শিখাইলেন। হযরত হুযায়ফা (রা) পশ্চাতে তাকাইয়া হযরত উমর (রা)-কে দেখিলেন। তিনি উহা তাঁহাকে শিখাইলেন। স্বীয় খিলাফতের যুগে হযরত উমর (রা) كلالة সম্বন্ধে গবেষণা করিলেন। এই সময়ে তিনি হযরত হুযায়ফা (রা)-কে ডাকিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। হযরত হুযায়ফা (রা) বলিলেন, নিশ্চয়ই নবী করীম (সা) আমাকে উহা যেভাবে শিখাইয়াছেন, আমি সেইভাবে উহা আপনাকে শিখাইয়াছি। আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। আল্লাহ্র শপথ! আমি কখনো উহার অতিরিক্ত কিছু আপনাকে বলিব না।

হাফিয আবূ বকর আহ্মদ ইব্ন আম্র আল-বায্যার অতঃপর মন্তব্য করিয়াছেন, উপরিউক্ত হাদীস হযরত হুযায়ফা (রা) ভিন্ন অন্য কোন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। তেমনি হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে উপরিউক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে উহা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াও আমার জানা নাই। পরন্তু উপরিউক্ত সনদের রাবী হিশাম হইতে আবদুল আলা ভিন্ন অন্য কোন রাবী উহা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়াও আমার জানা নাই। ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া উহা পূর্বোল্লিখিত রাবী আবদুল আলা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ শায়বা (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, كَلاَلَةٌ -এর রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তি কিরূপে বণ্টিত হইবে? ইহাতে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ - الى اخر الاية

ইহাতেও হযরত উমর (রা) كَلاَلَةٌ -এর বিষয়টি বুঝিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি স্বীয় কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফ্সা (রা)-কে বলিলেন, নবী করীম (সা)-এর মেযাজ মুবারক যখন তুমি হাসি-খুশি অবস্থায় দেখিবে, তখন এই সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিবে। পিতার আদেশ মুতাবিক হযরত হাফ্সা (রা) নবী করীম (সা)-এর হাসি-খুশি অবস্থায় তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, তোমার পিতাই তোমার নিকট এই প্রশ্ন উল্লেখ করিয়াছে। আমার মনে হয়, তোমার পিতা উহা বুঝিবেন না। হযরত উমর (রা) উহার পর বলিতেন, নবী করীম (সা) যে মন্তব্য করিয়াছেন, উহার পর আমি উহা পারিব বলিয়া আমার মনে হয় না।

ইমাম ইব্ন মারদুবিয়াও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া ইব্ন উয়ায়নার মাধ্যমে উমর ইব্ন তাউস হইতে উপরিউক্ত হাদীস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) স্বীয় কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-কে নবী করীম (সা)-এর নিকট

كَلَالَةٌ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ করিলেন। তিনি একখানা অস্থির উপর সংশ্লিষ্ট আয়াত লিখিয়া হযরত হাফ্সা (রা)-এর নিকট দিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন, কে তোমাকে এই প্রশ্ন করিতে বলিয়াছে ? উমর ? আমার মনে হয় যে, উহা সে ভালরূপে বুঝিবে না। গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াতটি কি তাহার জন্যে যথেষ্ট নহে ? গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াতটি হইতেছে সূরা নিসার নিম্নের আয়াত ঃ

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلاَلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَّصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ-

সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট كلالة সম্বন্ধে আরো প্রশ্ন করিলে সূরা নিসার সর্বশেষ আয়াতটি নাযিল হইল। অতঃপর হযরত উমর (রা) উপরিল্লিখিত স্বলিখিত অস্থি ফেলিয়া দিলেন।

বর্ণনাকারী উপরিউক্ত হাদীসে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উক্ত হাদীসের সনদে সাহাবী পর্যায়ের রাবী উহ্য থাকায় উহা বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস।

ইব্ন জারীর (র)......তারিক ইব্ন শিহাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) একটি লিখিত অস্থি লইয়া সাহাবীদিগকে একত্রিত করত বলিলেন, আজ আমি এই বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ ফয়সালা দান করিব যাহা লইয়া পর্দানশীন মহিলাগণও আলোচনা করিবে। এমন সময়ে ঘরের মধ্য হইতে একটি সাপ বাহির হইল। ইহাতে সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা থাকিলে তিনি (আমাদিগকে) এই বিষয়টির শেষ পর্যন্ত পৌঁছিতে দিতেন। উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। হাকিম উহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

আবূ আবদিল্লাহ নিশাপুরী (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তিনটি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতাম, তবে উহা আমার জন্যে লালবর্ণের উটের পালের মালিক হওয়া অপেক্ষা অধিকতর আনন্দায়ক হইত। উহা হইল ঃ ১. নবী করীম (সা)-এর পর কে খলীফা হইবেন; ২. কোনো গোত্র যদি বলে, আমরা স্বীকার করি, আমাদের মালে যাকাত ফরয হইয়াছে; কিন্তু উহা তোমার নিকট (খলীফার নিকট) দিব না, তবে কি তাহাদিগকে হত্যা করা হালাল হইবে? এবং ৩. كَلَالَةٌ -এর অর্থ কি ? অতঃপর আবূ আবদিল্লাহ নিশাপুরী মন্তব্য করিয়াছেন, উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। উহা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের আরোপিত শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট। তবে তাঁহারা উহা বর্ণনা করেন নাই।'

আবূ আবদিল্লাহ নিশাপুরী (র) হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যদি তিনটি বিষয় আমাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া যাইতেন, তবে উহা আমার নিকট দুনিয়া ও উহার যাবতীয় সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর আনন্দদায়ক হইত ঃ ১. খিলাফাত; ২. কালালা এবং ৩. সুদ। অতঃপর আবূ আবদিল্লাহ আন-নিশাপুরী মন্তব্য করিয়াছেন, উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। উহা বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক আরোপিত শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ, তবে তাঁহারা উহা বর্ণনা করেন নাই।

আবূ আবদিল্লাহ নিশাপুরী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যাহারা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের যুগ দেখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমি (এখন) শেষতম ব্যক্তি। একদা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই সঠিক। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি বলিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, "আমি বলিয়াছি, কালালা হইতেছে নিঃসন্তান ব্যক্তি। অতঃপর আবূ আবদিল্লাহ্ নিশাপুরী মন্তব্য করিয়াছেন- উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। উহা বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক আরোপিত শর্তসমূহ অনুযায়ী বিশুদ্ধ। তবে তাঁহারা উহা বর্ণনা করেন নাই।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যাহারা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের যুগ দেখিয়াছে, আমি (এখন) তাহাদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি। হযরত উমর (রা) বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও আমার মধ্যে كَلاَلَةً সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যই সঠিক। রাবী বলেন ঃ কথিত আছে, হযরত উমর (রা) বলিতেন كَلاَلَةً আপন ভ্রাতা ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতা রাখিয়া মরিয়া গেলে উভয় শ্রেণীর ভ্রাতাগণই সম্মিলিতভাবে তাহার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারী হইবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার উক্ত মতের বিরোধী ছিলেন।

ইব্ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) দাদা ও কালালা সম্বন্ধে একটি লিপি লিখিয়া কিছুদিন ধরিয়া তৎসম্বন্ধে আল্লাহ্র নিকট ইস্তেখারা করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, আয় আল্লাহ! যদি তুমি উহার মধ্যে মঙ্গল নিহিত দেখো, তবে উহা প্রচলিত কর। অতঃপর ঘাতক কর্তৃক আহত হইবার পর তিনি উক্ত লিপিটা চাহিয়া আনাইয়া নষ্ট করিয়া দিলেন। উহাতে কি লিখিত ছিল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। তিনি বলিলেন, আমি দাদা ও কালালা সম্বন্ধে একটি লিপি লিখিয়া তৎসম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তেখারা করিয়াছিলাম। দেখিলাম, এই বিষয়ে তোমরা যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থায়ই তোমাদিগকে রাখিয়া দেওয়া সমীচীন হইবে। ইমাম ইব্ন জারীর আরও বলেন, হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, তিনি বলেন ঃ كَلاَلَةً সম্বন্ধে হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর মতের বিরোধিতা করিতে আমার লজ্জাবোধ হয়। হযরত আবূ বক্র সিদ্দীক (রা) বলিতেন, كَلاَلَةً হইতেছে নিঃসন্তান মাতৃ-পিতৃহীন ব্যক্তি।

كَلاَلَةً -এর যে সংজ্ঞা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দিয়াছেন, উহাই অধিকাংশ সাহাবী, তাবিঈ, পূর্বসুরী ও উত্তরসুরী ইমাম, চারি ইমাম, সপ্ত ফকীহ এবং সকল শহরের ফকীহ ও আলিম কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা। কুরআন কারীমের আলোচ্য আয়াত দ্বারা ঐ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কোনো বিষয় অস্পষ্ট, অজ্ঞাত বা অবোধ্য রাখেন নাই। তিনি এতদসম্বন্ধীয় সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই সুস্পষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত করিয়া দিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের সর্বশেষ অংশে উহার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে ঃ

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ–

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে সবিস্তারে বলেন, যেন তোমরা পথহারা না হও। আর আল্লাহ সব ব্যাপারেই সর্বাধিক বিজ্ঞ।'

সূরা নিসা সমাপ্ত

সূরা মায়িদা

১২০ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরিয়া হাঁটিতেছিলাম। এমন সময় সম্পূর্ণ সূরা মায়িদা নাযিল হয়। উহার ভারে উষ্ট্রীর পায়ের গোড়ালী ভাংগিয়া চুরমার হইবার উপক্রম হয়।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......উম্মে আমরের চাচা হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে আমরের চাচা বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে সফরে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হয়। উহার ভারে উষ্ট্রীর পায়ের গোড়ালী ভাংগিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উষ্ট্রীর উপর আরোহণরত অবস্থায় সূরা মায়িদা নাযিল হয়। কিন্তু ওহীর চাপে উষ্ট্রী তাঁহাকে নিয়া অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়া পড়ে। ফলে তিনি উহার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করেন। অবশ্য একমাত্র ইমাম আহমদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি নাযিলকৃত সর্বশেষ সূরাগুলি হইল সূরা মায়িদা ও আল-ফাতহ। তবে তিরমিযী (র) বলেন যে, হাদীসটি গরীব ও হাসান পর্যায়ের।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা হইল –اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

তিরমিযীর রিওয়ায়াতের অনুরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহাবের সূত্রে হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, ইহার সনদ সহীহদ্বয়ের শর্তে সহীহ। কিন্তু তাঁহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

হাকিম (র)......যুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (রা) বলেন ঃ আমি হজ্জ করিতে যাই এবং সেই সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর সংগে সাক্ষাত করি। তখন তিনি আমাকে বলেন, হে যুবায়র! তুমি কি সূরা মায়িদা পড় ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, এইটাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা। সুতরাং ইহার মধ্যে

যাহা তোমরা হালাল হিসাবে পাইবে, তাহা হালাল হিসাবে গ্রহণ করিবে এবং যাহা হারাম হিসাবে পাইবে, তাহা হারাম বলিয়া জানিবে। অতঃপর হাকিম বলেন, হাদীসটি সহীহদ্বয়ের শর্তেও সহীহ বটে, কিন্তু তাঁহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র)......মুআবিয়া ইব্ন সালিহ হইতে বর্ণনা করেন যে, মুআবিয়া ইব্ন সালিহ উপরিউক্ত রিওয়ায়াত অপেক্ষা এইটুকু বেশি বলেন ঃ যুবায়র ইব্ন নুফায়র (রা) হযরত আয়শা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা) চরিত্রের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র হইল হুবহু কুরআন। ইব্ন মাহদীর সনদে নাসাঈ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۬ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

(٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ②

১. "হে ঈমানদারগণ! প্রতিশ্রুতি পালন কর। তোমাদের জন্য হালাল করা হইল সেইগুলি ছাড়া যাহা পরে শুনানো হইবে। তবে ইহরামের অবস্থায় হালাল নহে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাহা চাহেন তাহাই নির্দেশ দেন।"

২. "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র নির্দেশসমূহের অবমাননা করিও না এবং মর্যাদার মাসগুলির মর্যাদা রক্ষা কর। আর কা'বা ঘরের জন্যে উৎসর্গিত পশু এবং বায়তুল হারামের উদ্দেশ্যে আমলকারীদের (নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিও না)। তাহারাও তাহাদের প্রভুর দান ও সন্তুষ্টি চাহিতেছে। যেই সম্প্রদায় তোমাদিগকে মসজিদুল হারামে আসিতে বাধা দিত, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের বাড়াবাড়ির কারণ না হয়। আর পুণ্য ও পরহেযগারীর কাজে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও উৎপীড়নের কাজে সহায়তা করিও না। আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্র শাস্তি সুকঠিন।"

তাফসীর ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মা'আ'ন ও আউফ অথবা উভয়ের যে কোন একজন হইতে বর্ণনা করেন যে, মা'আ'ন অথবা আউফ বলেন, 'কোন এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তদুত্তরে ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ যখন তুমি আল্লাহ্র কালাম يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শুনিবে, তখন কর্ণ সজাগ রাখিবে। কেননা ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কোন সৎকাজের প্রতি আদেশ অথবা কোন অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

আলী ইব্ন হুসায়ন (র)......যুহরী হইতে বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا সম্বোধন বাক্য দ্বারা কোন আদেশ প্রদান করেন, তখন তোমরা তাহা পালন কর। কেননা এইরূপ সম্বোধনের মধ্যে নবী (সা)-ও অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

আহমদ ইব্ন সিনান (র)......খায়সামা হইতে বর্ণনা করেন যে, খায়সামা (র) বলেন ঃ কুরআনে يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাওরাতের يَا اَيُّهَا الْمَسَاكِيْنُ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যায়দ ইব্ন ইসমাঈল আস-সায়িগ আল-বাগদাদী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কুরআনে يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলিয়া যাহাদিকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আলী (রা) সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও সর্বাপেক্ষা উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। কেননা কুরআনে প্রত্যেক সাহাবীকেই ভর্ৎসনা করা হইয়াছে একমাত্র আলী (রা) ব্যতীত। আলী (রা)-এর ব্যাপারে কুরআনের কোথাও ভর্ৎসনা করা হয় নাই। তবে এই রিওয়ায়াতটি দুর্বল, ইহার বিষয়বস্তু বর্জনীয় এবং ইহার সনদে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান।

ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ এই রিওয়ায়াতটির একজন বর্ণনাকারী হইল ঈসা ইব্ন রাশেদ যিনি অপরিচিত ও অজ্ঞাত ব্যক্তি। অতএব তাহার নিকট হইতে বর্ণিত হাদীস বর্জনীয় বা মুনকারের মধ্যে গণ্য।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি যে, ইহার একজন রাবী হইলেন আলী ইব্ন বুযাইমা। যদিও তাহাকে সিকাহ বা নির্ভরশীল রাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়, তবুও কথা হইল যে, তিনি একজন কট্টর শী'আ মতাবলম্বী ব্যক্তি। পরন্তু আলোচ্য রিওয়ায়াতে অন্য সকল সাহাবীকে চতুরতার সহিত হেয় করার প্রয়াস চালান হইয়াছে। অতএব ইহা বর্জনীয়।

উল্লেখ্য যে, কুরআনে আলী (রা) ব্যতীত অন্য সকলকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা সেই আয়াতের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে যাহাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে আলাপ করার পূর্বে সাদকা প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্যাপারে একাধিক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আলী ব্যতীত অন্য কেহ সেই নির্দেশ মুতাবিক আমল করেন নাই। তবে ইহার পরপরই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقٰتٍ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ-

অর্থাৎ 'তোমরা কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত আলোচনা করার পূর্বে সাদকা দিতে ভয় পাও ? যখন তোমরা তাহা কর নাই, তখন আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।'

ইহা দ্বারা অন্য সকল সাহাবীকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই ব্যাপারে মন্তব্যের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতের নির্দেশটি মুস্তাহাব ছিল, ওয়াজিব নয়। উপরন্তু সাহাবীরা সেই আয়াতটির উপর আমল করার পূর্ণ সুযোগের পূর্বেই উহা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। অতএব সাহাবীরা আল্লাহর

নির্দেশকে অমান্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করা যায় না। কেননা সাহাবীরা আমল করার পূর্বেই নির্দেশটি মওকূফ করিয়া দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, পবিত্র কুরআনে হযরত আলী (রা)-কে কখনই ভর্ৎসনা করা হয় নাই বলিয়া যে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে, সেই ব্যাপারেও মন্তব্য করার অবকাশ রহিয়াছে। কেননা সূরা আনফালে যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়ার পক্ষে অভিমত প্রকাশকারী সকলেই সূরা আনফালের তিরস্কারের আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। উমর (রা) শুধু ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া একমাত্র তিনিই সেই আয়াতের লক্ষ্যের বহির্ভূত। অতএব ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, আলোচ্য হাদীসটি নিতান্ত দুর্বল। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্ন জারীর (র)...... ইউনুস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইউনুস (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম (র) বলিয়াছেন, আমর ইব্ন হাযম (রা)-কে নাজরানে প্রেরণ করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে যে চিঠি দিয়াছিলেন, সেই চিঠিটি আমি পড়িয়াছি। চিঠিটি আবূ বকর ইব্ন হাযমের নিকট সংরক্ষিত ছিল। উহাতে ইহা আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ হইতে নির্দেশ' এই শিরোনামসহ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর' হইতে 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণ করিবেন' পর্যন্ত সূরা মায়িদার প্রথম চারিটি আয়াত লিপিবদ্ধ ছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ তাঁহার পিতা আবূ বকর (রা) হইতে বলেন ঃ এইটি হইল সেই চিঠি যাহা রাসূলুল্লাহ (সা) আমর ইব্ন হাযম (রা)-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করার সময় লিখিয়া দিয়াছিলেন। চিঠিটি ইয়েমেনবাসীদের কয়েকটি বিষয়ে অবহিত করা হইয়াছিল এবং সদকা আদায় ও তাহার বিধান সম্পর্কেও লিখা ছিল। উহাতে অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাকিদ দেওয়া হইয়াছিল। চিঠিটির প্রথমাংশ ছিল নিম্নরূপ ঃ

পরম করুণাময় ও দাতা আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। এই পত্রটি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে লিখিত হইল। হে ঈমানদার সকল! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর।

যখন আমর ইব্ন হাযমকে ইয়েমেনে প্রেরণ করা হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হইতে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। কেননা যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাহাদের সহায়ক হন।

أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ অর্থাৎ 'অঙ্গীকার পূর্ণ কর।'

ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ ও আরো বহু মাণীষী বলেন ঃ اَلْعُقُوْدُ মানে অঙ্গীকার। ইব্ন জারীর বলেন ঃ اَلْعُقُوْدُ -এর অর্থের ব্যাপারে সকলে একমত। অর্থাৎ কোন কিছুর ব্যাপারে পরস্পরে শপথ বা অঙ্গীকার করাকে عُقُوْدٌ বলে।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর ভাবার্থে আলী ইব্ন তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ আল্লাহ যে সকল বিষয়কে হালাল বা হারাম এবং যে সকল বিষয়কে ফরয করিয়াছেন। আর وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تَنْكُثُوْا বলিয়া আল্লাহ যে যে ব্যাপারে সাবধান করিয়াছেন عُقُوْدٌ দ্বারা উহাই বুঝায়। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُوْلٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ

অর্থাৎ 'আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করার পর যাহারা উক্ত ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং তিনি যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখিতে বলিয়াছেন, তাহা ছিন্ন করে.......তাহাদের জন্য রহিয়াছে জঘন্য অবস্থানস্থল।'

যাহ্হাক (র) اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর ভাবার্থে বলেন ঃ আল্লাহ যে সকল বিষয়কে বৈধ ও অবৈধ করিয়াছেন এবং তাঁহার কিতাব ও নবী (সা)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের নিকট হইতে তিনি বৈধ ও অবৈধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আবশ্যকীয় যে কাজগুলি সম্পাদন করার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন عُقُوْد দ্বারা উহা বুঝান হইয়াছে।

হযরত যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর ভাবার্থে বলেন যে, উহা হইল ছয়টি ঃ আল্লাহ্র সঙ্গে ওয়াদা, বান্দার সঙ্গে শপথ বা চুক্তি করা, অংশীদারী সংক্রান্ত চুক্তি, ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি, বিবাহ্ সংক্রান্ত অঙ্গীকার ও কসম সংক্রান্ত অঙ্গীকার।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (রা) বলেন ঃ উহা দ্বারা পাঁচটি বিষয় বুঝায়, যাহার একটি হইল জাহিলী যুগের চুক্তি অপর একটি হইল অংশীদারী সংক্রান্ত চুক্তি। যাহারা বলেন, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন হওয়ার পর সেই মজলিসে ক্রয় করা না করার এখতিয়ার থাকে না, তাহারা এই اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ আয়াতাংশ দ্বারা দলীল পেশ করেন। তাঁহারা বলেন, এই আয়াতাংশ দ্বারা উক্ত স্থানে থাকা অবস্থায়ই চুক্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং উহা পালন করার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাঁহারা এই প্রমাণের ভিত্তিতে এইরূপ যে কোন এখতিয়ারকে অস্বীকার করেন। ইহা হইল ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাব। তবে ইমাম শাফিঈ (র), ইমাম আহমদ (র) ও জমহূর ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা সহীহদ্বয়ে বর্ণিত ইব্ন উমর (রা)-এর একটি হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন। হাদীসটি হইল এই ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ البيعان بالخيار مالم يتفرقا

অর্থাৎ 'বিক্রয়স্থল ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার বিক্রয়ের বস্তু গ্রহণ করা না করার এখতিয়ার থাকে।'

সহীহ বুখারীতে অন্যরূপেও একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই ঃ

اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا

অর্থাৎ 'যখন দুইজন লোক ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করে, তখন বিক্রয়স্থল ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের গ্রহণ করা না করার এখতিয়ার থাকে।'

মোট কথা, ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হওয়ার পরেও গ্রহণ করা না করার এখতিয়ার অবশিষ্ট থাকে। উল্লেখ্য, ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধীয় এখতিয়ার ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের পর প্রকাশ পায়। এই এখতিয়ার অস্বীকার করার কোন পথ নাই; বরং ইহা একটি বিধান হিসাবে স্বীকৃত। অতএব চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হইল অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ

'তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হইয়াছে।' অর্থাৎ উট, গরু ও বকরী। আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থে আবূ হাসান, কাতাদা ও আরো অনেকে ইহা বলিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ আরবদের ভাষায় উহা দ্বারা ইহাই বুঝায়।

এই প্রমাণের ভিত্তিতে ইব্‌ন উমর (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন যে, যবেহকৃত গাভীর পেটে যদি মৃত বাচ্চা পাওয়া যায়, তবে উহা খাওয়া জায়েয। এই সম্বন্ধে সুনানসমূহে বহু হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাঊদ (র).......হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা উষ্ট্রী, গাভী ও বকরী যবেহ করিয়া থাকি। কখনো কখনো এইগুলির পেটের মধ্যে বাচ্চা পাওয়া যায়। আমরা কি সেই বাচ্চাগুলি খাইব, না ফেলিয়া দিব ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইচ্ছা করিলে তোমরা সেইগুলিকে খাইতে পার। কেননা মাকে যবেহ করাই বাচ্চাকে যবেহ করা। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি উত্তম।

আবূ দাঊদ (র)......হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মাকে যবেহ করা মানে বাচ্চাকেও যবেহ করা। একমাত্র আবূ দাঊদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ –এই আয়াতাংশের ভাবার্থে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে বলেন ঃ ইহাদ্বারা মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকরের মাংস বুঝান হইয়াছে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ ইহা দ্বারা আলোচ্য পশুসমূহের মধ্যে মৃত পশুর এবং যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নাই, উহা বুঝান হইয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

তবে ইহার এই আয়াতের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ.....

অর্থাৎ 'তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশু, শিংয়ের আঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু।'

উল্লেখ্য, যদিও এইগুলি চতুষ্পদ পশু, তবুও উপরোল্লিখিত কারণে এইগুলি খাওয়া হারাম করা হইয়াছে। কেননা আল্লাহ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ

إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

অর্থাৎ 'তবে তোমরা যেগুলিকে যবেহ করা দ্বারা পবিত্র করিয়াছ, সেইগুলি হালাল; কিন্তু বেদীতে বলি দেওয়া হইয়াছে যাহা উহা ব্যতীত।' মোট কথা ইহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া নিয়া হালাল করার কোন পথ অবশিষ্ট নাই বিধায় ইহাকে হারাম করা হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

'তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হইয়াছে যাহা তোমাদের নিকট বিবৃত হইবে উহা ব্যতীত।' অর্থাৎ কোন্ কোন্ পশু কোন্ কোন্ অবস্থায় হারাম, উহা অতি সত্বরই তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ

কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন ঃ হাল হওয়ার কারণে ইহা জবরযুক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট, গরু ও ছাগল বুঝান হইয়াছে। আর বন্য পশুর মধ্যে হরিণ ও বন্য গরু এবং গাধা বুঝান হইয়াছে। তবে বন্য ও গৃহপালিত হালাল পশুগুলিকে ইহরামের অবস্থায় শিকার করা বৈধ জ্ঞান করিতে বারণ করা হইয়াছে। কেননা ইহরামের অবস্থায় শিকার করা হারাম।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহার অর্থ হইল, আমি তোমাদের জন্য হারামকৃত জন্তু ব্যতীত সকল চতুষ্পদ জন্তু হালাল করিয়াছি। এই হুকুম একমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম বলিয়া মানে। কেননা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَعَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'তবে যে ব্যক্তি জীবন সংকটে পতিত, অথচ অবাধ্য ও সীমা লংঘনকারী নহে, তাহার জন্য হারাম জানোয়ার খাওয়া হালাল। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়াময়।'

অর্থাৎ জীবন-মরণের চরম মুহূর্তে মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করা জায়েয রহিয়াছে। উহাও এই শর্তের উপরে যে, সে আল্লাহ্র অবাধ্য ও তাঁহার সীমালংঘনকারী নহে।

অনুরূপভাবে এইখানেও এই কথা বলা হইয়াছে যে, সকল অবস্থায় হালাল পশু জায়েয করা হইয়াছে কিন্তু ইহরামের অবস্থায় শিকার করা বৈধ নয়। অর্থাৎ যে আল্লাহ্র বিধান অমান্য করে তাহার জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ পাকের নির্দেশের ধরন এইরূপই। আল্লাহ পাক তাঁহার প্রদত্ত প্রত্যেকটি আদেশ-নিষেধের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে একমাত্র তিনিই সম্যক জ্ঞাত। এই কারণেই তিনি বলিয়াছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদার সকল! হালাল মনে করিও না আল্লাহ্র প্রতীক চিহ্নসমূহকে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা দ্বারা হজ্জের নিদর্শনাবলী বুঝান হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইহা দ্বারা সাফা-মারওয়া এবং কুরবানীর পশু ও উটকে বুঝান হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা আল্লাহ পাক যে সকল বস্তুকে হারাম করিয়াছেন, সেইগুলিকে বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ কর্তৃক হারাম ঘোষিত বস্তুগুলিকে হালাল মনে করিও না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ

অর্থাৎ এই মাসগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং এই মাসগুলির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার মত গর্হিত ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিহার কর। দ্বিতীয়ত, ইহা দ্বারা হারাম কাজসমূহ পরিহার করার প্রতি জোর তাকিদ প্রদান করা হইয়াছে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ

অর্থাৎ '(হে নবী) তাহারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তুমি বল, সেই মাসে যুদ্ধ করা বড় গুনাহ।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র নিকট মাসসমূহের সংখ্যা বারটি।'

সহীহ্ বুখারীতে আবূ বাকরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের দিন বলিয়াছিলেন ঃ আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করার প্রাক্কালে আল্লাহ যুগকে যেভাবে যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এখন তাহা আবর্তিত হইয়া অনুরূপ আকার ধারন করিয়াছে। বার মাসে একটি বছর হয়। ইহার মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ। ইহার তিনটি পরস্পর সংযুক্ত। অর্থাৎ যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম। আর অন্যটি হইলো মুযার গোত্রের রাখা নাম অনুযায়ী জমাদিউস-সানী ও শাবানের মধ্যবর্তী রজব মাসটি।

ইহা দ্বারা পূর্ববর্তী মনীষীদের একটি দল দলীল পেশ করেন যে, এই মাসসমূহের সম্মান কিয়ামাত পর্যন্ত সমানভাবে বহাল থাকিবে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ -এর ভাবার্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তোমরা উহার মধ্যে হত্যাযজ্ঞ হালাল মনে করিও না। মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, আবদুল করীম ইব্‌ন মালিক জাযরীও ইহা বলিয়াছেন। ইব্‌ন জাযরী ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। তবে জমহূর উলামা বলেন যে, এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। এখন নিষিদ্ধ মাসগুলিতে কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করা বৈধ। তাঁহাদের দলীল হইল এই আয়াতটি ঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْ تُّمُوْهُمْ

অর্থাৎ 'যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতিবাহিত হইয়া যায়, তখন তোমরা মুশরিকদিগকে যেখানে পাও হত্যা কর।'

এই কথার উদ্দেশ্য হইল এই, যখন হারাম মাসসমূহের সম্মান রহিত হইয়া গিয়াছে, তখন তোমরা সব সময়ে কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে জিহাদ করিতে থাক। ইহা দ্বারা বছরের সকল সময়ে যুদ্ধ করা বৈধ করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর (র) আলিমদের ইজমা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সঙ্গে হারাম মাসসমূহ সহ বছরের সকল মাসে যুদ্ধ করা হালাল করিয়াছেন।

তিনি এই ব্যাপারেও আলিমদের ইজমা উদ্ধৃত করেন যে, যদি কোন মুশরিক হরম শরীফের সকল বৃক্ষের ছাল দিয়া শরীর আবৃত করে এবং পূর্ব হইতে কোন মুসলমান যদি তাহাকে

নিরাপত্তা প্রদান না করে, তবে সে নিরাপত্তা পাইবে না। এখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَائِدَ

অর্থাৎ কা'বাগৃহের দিকে কুরবানীর পশু প্রেরণ করা হইতে তোমরা বিরত হইও না। কারণ ইহা দ্বারা আল্লাহ্র নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়। আর তোমরা কুরবানীর পশুর গলায় কণ্ঠাভরণ পরানো হইতে বিরত থাকিও না। কেননা ইহা দ্বারা অন্যান্য পশু হইতে এইগুলির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়ত, ইহা দ্বারা আরও প্রকাশ পায় যে, পশুগুলি কুরবানীর উদ্দেশ্যে কা'বাগৃহের দিকে আনা হইতেছে। ফলে মানুষ পশুগুলির ক্ষতি সাধন করা হইতে বিরত থাকিবে। এই পশুগুলিকে দেখিয়া অন্যান্যরা এইভাবে কুরবানী করিতে উদ্বুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি অন্যকে কুরবানী করার প্রতি উৎসাহ দান করে, তাহাকে তাহার কথায় উৎসাহিত হইয়া কুরবানীকারীর সমান প্রতিদান দেওয়া হয়। অথচ উহার কুরবানীর সওয়াব হইতে সামান্যও হ্রাস করা হয় না।

তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের সময় যুল-হুলায়ফায় রাত্রি যাপন করেন। এই স্থানটির নামই হইল ওয়াদীউল-আকীক। সকালে তিনি তাঁহার স্ত্রীদের নিকট গমন করেন। তাঁহারা ছিলেন নয়জন। অতঃপর তিনি গোসল করেন এবং খোশবু মাখেন। দুই রাকাআত নামায পড়েন। কুরবানীর পশুগুলিকে চিহ্নযুক্ত করেন এবং কণ্ঠাভরণ পরাইয়া দেন। অবশেষে হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন। তাঁহার সুদর্শন ও আকর্ষণীয় রং ও গড়নের পশুর সংখ্যা ছিল ষাট।

যথা আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

অর্থাৎ 'যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দশনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তবে তাহা তাহার অন্তরে আল্লাহভীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।'

কেহ বলিয়াছেন, কুরবানীর পশুকে সম্মান প্রদর্শন করার মানে হইল ঐগুলিকে উত্তম খাদ্য দেওয়া এবং উত্তম স্থানে রাখা।

হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) কুরবানীর পশুর কর্ণ ও চক্ষু ভালোভাবে দেখিয়া নিতে নির্দেশ দিয়াছেন। সুনান সংকলকগণ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَا الْقَلَائِدَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন ঃ জাহিলী যুগের লোকদের মত কণ্ঠাভরণ ব্যবহার করা বৈধ নয়। কেননা তাহারা যখন হারাম মাসসমূহ ব্যতীত অন্য কোন মাসে হরমের বাহিরের এলাকা হইতে অন্য এলাকায় সফর করিত, তখন তাহারা কণ্ঠাভরণ স্বরূপ পশম ব্যবহার করিত। তেমনি হরম শরীফের মুশরিক অধিবাসীরা যখন তাহাদের গৃহ হইতে বাহির হইত, তখন তাহারা কণ্ঠাভরণ স্বরূপ হরম শরীফের গাছের ছাল ব্যবহার করিত। ইহার ফলে লোকেরা তাহাদিগকে নিরাপত্তা প্রদান করিত। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই সূরার দুইটি আয়াত রহিত হইয়া গিয়াছে। একটি হইল اَلْقَلاَئِدَ। বা কণ্ঠাভরণের আয়াত এবং দ্বিতীয়টি হইল ঃ

فَاِنْ جَاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ

মানযির ইব্‌ন শাবান (র)......ইব্‌ন আউফ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আউফ (র) বলেন ঃ আমি হাসান (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সূরা মায়িদার কোন আয়াত বা উহার কোন অংশ মানসূখ হইয়াছে কি ? তিনি উত্তরে বলিলেন, না।

আতা (র) বলেন ঃ লোকজন হরম শরীফের বৃক্ষের ছাল কণ্ঠাভরণ স্বরূপ ব্যবহার করিত। উহা নিরাপত্তার প্রতীক হিসাবে পরিগণিত হইত। অতএব আল্লাহ তা'আলা হরম শরীফের বৃক্ষ কাটা নিষিদ্ধ করেন। মুতাররিফ ইব্‌ন আবদুল্লাহও এইরূপ বলিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

'এবং সেই সকল লোককে, যাহারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যায়, যাহারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে।'

অর্থাৎ আল্লাহ্র ঘরের উদ্দেশ্যে যাহারা রওয়ানা হয়, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা হালাল মনে করিও না। কারণ সেই ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে সে শত্রু হইতে নিরাপত্তা লাভ করে। এইভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দয়া ও সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে বাহির হয়, তোমরা তাহাকে বাধা দিও না, বিরত রাখিও না এবং তাহার কোন প্রকার কুৎসা রটনা করিও না।

মুজাহিদ, আতা, আবুল আলীয়া, মুতাররিফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উমায়র, রবী ইব্‌ন আনাস, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন ঃ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّهِمْ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল ব্যবসা করা। যথা পূর্ববর্তী لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ এই আয়াত দ্বারা ব্যবসাকে বুঝান হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَرِضْوَانًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল হজ্জ করার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

ইকরিমা, সুদ্দী ও ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ এই আয়াতটি হাতাম ইব্‌ন হিন্দ আল-বাকরীর উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়। সে মদীনার একটি চারণভূমি লুট করিয়াছিল। ইহার পরের বৎসর হজ্জ করিতে আসিলে কতক সাহাবা তাহাকে বাধা দিতে মনস্থ করায় আল্লাহ পাক এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَلاَ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাপারে আলিমদের ইজমা উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ মুশরিকগণকে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় হত্যা করা জায়েয। যদিও সে হরম শরীফের উদ্দেশ্যে বা বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। মোটকথা, মুশরিকদের ব্যাপারে উপরিউল্লিখিত বিধানসমূহ

রহিত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহদ্রোহিতা, শিরক ও কুফরীর উদ্দেশ্যে পবিত্র কা'বাগৃহের দিকে রওয়না হইবে, তাহাকেও বাধা প্রদান করা জায়েয রহিয়াছে। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا

অর্থাৎ 'হে মু'মিন সকল! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র। অতএব তাহারা যেন এই বছরের পর আর কখনো কা'বাগৃহের নিকটবর্তী না হয়।'

তাই রাসূলূল্লাহ (সা) নবম হিজরীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হজ্জের আমীর করিয়া প্রেরণ করার পরপরই হযরত আলী (রা)-কে প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়া তাঁহাকে এই ঘোষণা দানের নির্দেশ করেন যে, মুসলমান ও মুশরিক পরস্পর সম্পর্কে সম্পূর্ণ পৃথক। এই বৎসরের পর যেন কোন মুশরিক হজ্জ করিতে না আসে এবং কেহ যেন উলঙ্গ হইয়া বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করে।

ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, وَلَا اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ এই আয়াতাংশের ভাবার্থে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইসলামের প্রথম যুগে মুমিন ও মুশরিক একত্রে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করিত। তাই এই আয়াত দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহার পরে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র। অতএব তাহারা যেন এই বৎসরের পর কখনো কা'বা গৃহের নিকটবর্তী না হয়।' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, একমাত্র তাহারাই আল্লাহ্‌র ঘরকে আবাদ করিবে।' ইহা দ্বারা হজ্জ করার ব্যাপারে মুশরিকদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইয়াছে।

আবদুর রায্‌যাক (র)......কাতাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ —এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ জাহিলী যুগে কোন ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হইলে বৃক্ষের ছাল দ্বারা কণ্ঠাভরণ তৈরি করিয়া গলায় পরিত। ফলে কেহ তাহাকে পথে বাধা দিত না। আবার ফেরার পথে তাহারা পশমের তৈরি কণ্ঠাভরণ পরিত। ফলে তাহাদিগকে কেহ বাধা বা কষ্ট দিত না। তৎকালে মুশরিকদিগকে হজ্জ করা হইতে বাধা দেওয়া হইত না। তেমনি নিষিদ্ধ ছিল হারাম মাসসমূহ এবং হরমের আশেপাশে যুদ্ধ করা। তবে পরবর্তীতে এই আয়াতটি দ্বারা উহা রহিত করা হয় ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْ تُّمُوْهُمْ

অর্থাৎ 'যেখানে মুশরিকদিগকে পাও, হত্যা কর।'

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ وَلاَ الْقَلاَئِدَ অর্থাৎ হরমের মধ্যেকার বৃক্ষের ছাল দ্বারা কণ্ঠাভরণ পরিলে তাহাকে নিরাপত্তা প্রদান করা। তাই কেহ এই নির্দেশের অমান্য বা অবমাননা করিলে লোকজন তাহাকে লজ্জা দিত। কবি বলেন ঃ

الم نقتلا الحرجين اذاعورالكم – يمران بالايدى اللحاء الضفرا

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا 'যখন তোমরা হালাল হইয়া যাইবে তখন শিকার কর।'

অর্থাৎ যখন তোমরা ইহরাম হইতে মুক্ত হইয়া হালাল হইবে, তখন তোমাদের জন্য ইহরাম অবস্থায় যাহা শিকার করা হারাম ছিল, উহা হালাল করা হইল। এই নির্দেশটি হইল হারামের পর হালাল করার বিধান। উল্লেখ্য যে, যদি কোন বিষয়কে সাময়িকভাবে বৈধ বা অবৈধ করা হয়, তবে উহা পূর্বে যদি ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব থাকিয়া থাকে, পরবর্তীতে উহা বৈধ করিলে পূর্বের বিধানই পুনর্বহাল হয়। কাহারো মতে নির্দেশটি শুধু ওয়াজিবের বেলায় প্রযোজ্য এবং কাহারো মতে শুধু মুবাহ বিষয়ের বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু এই অভিমতদ্বয়ের বিপক্ষে কুরআনে একাধিক আয়াত রহিয়াছে। অতএব আমরা যাহা বলিয়াছি উহাই সত্য ও সঠিক। নীতি-শাস্ত্রবিদগণের অনেকেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا

এখানে اَنْ صَدُّوْكُمْ -এর الف -কে যবর দ্বারা পড়া হইয়াছে। যাহার অর্থ হইল ঃ যে জাতি তোমাদিগকে হুদায়বিয়ার বছর কা'বাগৃহে পৌঁছিতে বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি শত্রুতামূলক প্রতিশোধ গ্রহণের বেলায় আল্লাহ্র হুকুম লংঘন করিও না বরং আল্লাহ তোমাদিগকে প্রত্যেকের সঙ্গে যেভাবে ন্যায় ও ইনসাফমূলক আচরণ করার নির্দেশ দিয়াছেন, উহা যথাযথভাবে পালন কর। নিম্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় এই সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করা হইবে। আয়াতটি হইল এই ঃ

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

'কোন জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদিগকে ন্যায় বিচার করায় নিরুৎসাহিত না করে। তোমরা ন্যায় বিচার কর। আর ইহা হইল আল্লাহ ভীতির অতি নিকটবর্তী।'

অর্থাৎ শত্রুতা যেন ন্যায় ও ইনসাফ হইতে কাহাকেও বিমুখ না করে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেকের ইনসাফের ব্যবহার করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

পূর্ববর্তীকালের জনৈক মনীষী বলিয়াছেন ঃ কেহ যদি তোমার সহিত আল্লাহ্র নাফরমানী-মূলক বেইনসাফের ব্যবহার করে, তবে তোমার উচিত হইবে তাহার সঙ্গে ইনসাফমূলক ব্যবহার করা। কেননা পৃথিবী ও আকাশসমূহ ন্যায়ের উপর ভর করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-সহ সাহাবীগণ যখন মুশরিকগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হুদায়বিয়ার প্রান্তরে এক কঠিন অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন, তখন পূর্বাঞ্চলীয় একদল মুশরিক কা'বাঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল। উহাদিগকে দেখিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, তাহারা যেভাবে আমাদিগকে কা'বাগৃহ যিয়ারত করিতে বাধা দান করিয়াছে, আমরা সেইভাবে ইহাদিগকে বাধা দিব। সেই মুহূর্তে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

الشنأن। অর্থ হিংসা-বিদ্বেষ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। ইহা شنأته হইতে شنؤه। হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ইহা সর্বদা হরকতের সহিত পড়া হয়। যথা ঃ جمز - درج - رقل হইতে যেভাবে رقلان - جمزان - درجان নিঃসৃত হইয়াছে, উহাও এইরূপে নিঃসৃত। ইব্ন জারীর (র) বলেন, আরবী কবিতায় شنأن -কে জযম দিয়াও লিখা হইয়াছে। তবে কোন ক্বারী কুরআনের এই আয়াতটি এইরূপে পড়িয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই। যথা কবি বলেন ঃ

وما العيش الاماتحب وتشتهى - وان لام فيه نو الشنأن وفندا

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে সৎ ও উত্তম কাজে পরস্পরে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। পরন্তু গর্হিত কাজ পরিহার করিয়া তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়াছেন। পক্ষান্তরে অন্যায়, পাপ ও হারাম কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করিতে বারণ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ لاثم। অর্থ আল্লাহ্র আদেশকৃত বিষয়কে অমান্য করা। العدوان। অর্থ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ইসলামের সীমা লঙ্ঘন করা এবং নিজের ও অন্যের বেলায় ইনসাফ পরিহার করিয়া বেইনসাফীর আশ্রয় নেওয়া।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, যদি সে অত্যাচারী অথবা অত্যাচারিতও হয়। তখন জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! অত্যাচারিতকে সাহায্য করার অর্থ তো বুঝিলাম, কিন্তু অত্যাচারীকে সাহায্য করার মানে তো বুঝিলাম না। তাহাকে কিভাবে সাহায্য করিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তাহাকে অত্যাচার করা হইতে নিষেধ করা এবং বাধা প্রদান করা। ইহাই হইল সাহায্য করা। হুশাইমের সনদে ইমাম বুখারীই কেবল এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিমে......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হয় রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তুমি তোমার অত্যাচারী বা অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য কর। জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! অত্যাচারিতকে সাহায্য করার মানে তো বুঝিলাম, কিন্তু অত্যাচারীকে সাহায্য করার অর্থ তো বুঝিলাম না। তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ অত্যাচারীকে তাহার অত্যাচার হইতে বিরত রাখা হইল তাহাকে সাহায্য করা।

ইমাম আহমদ (র)......জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে মু'মিন ব্যক্তি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাহাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করে, সেই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি হইতে উত্তম যে সমাজের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে না এবং তাহাদের দেয়া কষ্টও সহ্য করে না।

শু'বার সনদে তিরমিযী এবং ইসহাক ইব্‌ন ইউসুফের সনদে ইব্‌ন মাজাহ এবং তাঁহারা উভয়ে আ'মাশ হইতে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

হাফিয আবূ বকর বায্যার (র).......আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সৎপথ প্রদর্শনকারী সৎকাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ প্রতিদানপ্রাপ্ত হয়।

এই হাদীসটির সমার্থক নিম্ন হাদীসটি ব্যতীত অন্য কোন সহীহ হাদীস আছে বলিয়া আমার জানা নাই। হাদীসটি হইল এই ঃ

যে ব্যক্তি সৎপথে আহবান করে, সে ব্যক্তির আহবানে সাড়া দিয়া যদি কোন ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, তবে আহ্বানকারী ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত ইহার পুণ্য পাইতে থাকিবে। অথচ সৎপথ অনুসারীর সওয়াব হইতে কোন অংশ হ্রাস করা হইবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে অন্যায় ও অসৎ পথে আহ্বান করে এবং তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়া যে উহা গ্রহণ করত পাপ করিতে থাকে, সেই ব্যক্তির পাপের অংশ আহ্বানকারীও কিয়ামত পর্যন্ত পাইতে থাকিবে, তবে পাপ সম্পাদনকারীর শাস্তি হইতে কোন অংশ হ্রাস করা হইবে না।

তাবারানী (র)......আবুল হাসান সামরান ইব্‌ন সাখার (রা) হইতে বর্ণনা যে, আবুল হাসান সামরান ইব্‌ন সাখার (রা) বলেন, রাসুলূল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি অত্যাচারীর সঙ্গে হাঁটে এবং সে জানে যে, সেই ব্যক্তি অত্যাচার করে, সে ব্যক্তি ইসলাম হইতে বহিষ্কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৩. "তোমাদের জন্য হারাম করা হইল মৃত জীব-জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস ও আল্লাহ ভিন্ন অন্য নামে উৎসর্গিত জীব এবং গলায় ফাঁসের কারণে কিংবা আঘাতে অথবা উঁচু স্থান হইতে পড়িয়া বা শিংয়ের গুতায় মৃত প্রাণী আর হিংস্র প্রাণী যাহার অংশ খাইয়াছে ও যবেহ করার আগেই মরিয়াছে, আর যাহা বেদীতে যবেহ করা হইয়াছে এবং তীরের মাধ্যমে

বন্টনের জন্য যবেহকৃত জীব। এইগুলি পাপ কার্য। আজ তোমাদের দীন হইতে কাফিররা নিরাশ হইয়াছে। তাই তাহাদিগকে ভয় পাইও না, আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি'আমত পূর্ণ করিলাম। আর তোমাদের জন্য একমাত্র ইসলামকে জীবনাদর্শরূপে মনোনীত করিলাম। অতঃপর যে ব্যক্তি পাপমতি ভিন্ন ক্ষুধাতুর হইয়া (হারাম বস্তু) খাইবে, সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও অশেষ দয়ালু।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত জন্তু খাওয়া হারাম, উহার বিবরণ দিয়াছেন। উহা হইল মৃত জন্তু। এইখানে সেই মৃতকে বুঝান হইয়াছে যাহা শিকার বা যবেহ করা ব্যতীত আপনা আপনি মরিয়াছে। কেননা উহার শরীরের প্রবাহিত রক্তের স্খলন ঘটে নাই। তাই উহা স্বাস্থ্য ও দীনের জন্য ক্ষতিকর। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা এই ধরনের মৃত জন্তুসমূহকে খাওয়া নিষিদ্ধ বা হারাম করিয়াছেন। তবে মৃত মাছ এই নিষিদ্ধতার আওতাভুক্ত নয়। যথা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইব্ন খুযায়মা ও ইব্ন হিব্বান স্বীয় সহীহ সংকলনে, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ স্বীয় সুনানে, শাফিঈ ও আহমদ স্বীয় মুসনাদে এবং মালিক স্বীয় মুআত্তায় বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ উহার পানি পবিত্র এবং উহার মৃত মাছও হালাল। এই সম্পর্কে সামনে আরও হাদীস আসিতেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ أَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا অর্থাৎ প্রবাহিত রক্ত। الدم। অর্থ প্রবাহিত রক্ত! হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (রা) বলেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে প্লীহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, তোমরা উহা খাও। তখন লোকজন বলিল, কেন, উহা তো রক্ত। উত্তরে তিনি বলেন যে, তোমাদের জন্য কেবল প্রবাহিত রক্তই হারাম করা হইয়াছে।

হাম্মাদ ইব্ন সালমা (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ কেবল প্রবাহিত রক্তই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

মারফূ' সূত্রে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস শাফিঈ বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ বলিয়াছেন ঃ আমাদের জন্য দুইটি মৃত এবং দুই প্রকারের রক্ত খাওয়া হালাল করা হইয়াছে। মৃত দুইটি হইল, মাছ ও টিড্ডি। আর রক্তের প্রকারদ্বয় হইল, কলিজা ও প্লীহা।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামের সনদে বায়হাকী, দারে কুত্নী, ইব্ন মাজাহ ও আহমদ ইব্ন হাম্বল প্রমুখও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাফিয বায়হাকী (র) বলেন যে, বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম একজন দুর্বল রাবী। অবশ্য মারফূ' সূত্রে ইসমাঈল ইব্ন আবূ ইদরীস, উসামা, আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম প্রমুখ হইতে এবং তাঁহারা হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতেও এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ অবশ্য উসামা, আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম– এই রাবীত্রয় দুর্বল। তবে সকলে সমানভাবে দুর্বল নন।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে যায়দ ইব্‌ন আসলামের সূত্রে সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবূ যুর'আ রাযী বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল বিশ্বস্ত রাবী হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটিকে মওকূফ বলা হইয়াছে। কেননা ইহার সনদের মধ্যে যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) রহিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......সুদাই ইব্‌ন আজলান ওরফে আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কওমকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকে আহবান করার জন্য আমাকে প্রেরণ করেন এবং ইসলামের দাওয়াত তাহাদের নিকট পেশ করার নির্দেশ দেন। আমি তাহাদের মাঝে আমার দায়িত্ব পালন করিতেছিলাম। একদা তাহারা আমার নিকট এক পেয়ালা রক্ত নিয়া উপস্থিত হইল এবং সকলে মিলিয়া উহা পান করার উদ্যোগ নিল। তাহারা আমাকে উহা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাইল। আমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, আফসোস! আমি তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির পক্ষ হইতে আসিয়াছি যিনি তোমাদের জন্য রক্ত হারাম করিয়াছেন। তাহারা সকলে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেই আদেশটি কি ? তখন আমি তাহাদিগকে এই আয়াতটি পড়িয়া শুনাইলাম ঃ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

ইব্‌ন আবূ শাওয়ারিবের সনদে হাফিয ইব্‌ন মারদুবিয়াও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি আরো বাড়াইয়া বর্ণনা করেন যে, সুদাই ইব্‌ন আজলান (রা) বলেন ঃ আমি উহাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত নিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। একদিন আমি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত ছিলাম। তাহাদের কাছে পানি চাহিলে তাহারা বলিল যে, তুমি মরিলেও আমরা পানি দিব না। এমন অবস্থায় আমি মর্মাহত হইয়া জামা শিয়রে দিয়া তপ্ত বালুকার মাঠে শুইয়া পড়িলাম । আমি ঘুমাইয়া পড়িলে স্বপ্নে দেখি যে, সুদর্শন এক ব্যক্তি একটি কাঁচের পেয়ালায় উত্তম সুমিষ্ট পানীয় হাতে করিয়া নিয়া আসিয়া আমাকে দিল। আমি উহা পান করিতেই ঘুম হইতে জাগ্রত হইলাম। তখন আমি অনুভব করিলাম যে, আমার কোন পিপাসাই নাই। উপরন্তু ইহার পর হইতে আজ পর্যন্ত আমি কখনো আর পিপাসার্ত হই নাই।

হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ গালিব, সাদাকা ইব্‌ন হারম, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন আইয়াশ আমিবী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, আলী ইব্‌ন হাম্মাদ ও হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি উপরোক্তরূপ বর্ণনা করার পর আরো বাড়াইয়া বলেন ঃ সুদাই ইব্‌ন আজলান (রা) বলেন, ইহার পর আমি শুনিতে পাইতেছিলাম, তাহারা পরস্পরে বলাবলি করিতেছিল যে, তোমাদের নিকট তোমাদের নেতা আসিয়াছে, কিন্তু তোমরা তাহাকে একঢোক পানিও দিলে না ? অতঃপর তাহারা আমার জন্য পানীয় নিয়া আসিল। তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আমার এখন প্রয়োজন নাই। আল্লাহ আমাকে খাওয়াইয়াছেন। ইহা বলিয়া আমি তাহাদিগকে আমার পেট দেখাইলাম। ফলে তাহারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করিল। এই অবস্থাটির চিত্র কবি 'আশা কত সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন। ঐতিহাসিক ইব্‌ন ইসহাক তাঁহার নিম্ন পংক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

وايك والميتات لا تقربنها - ولا تاخذن عظما حديدا نتفضدا

যাহা হউক, জাহিলী যুগের লোকেরা তৃষ্ণার্ত হইলে উটের রক্ত পান করিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই অপবিত্র বস্তুকে এই উম্মতের জন্য হারাম করিয়াছেন।

আ'শা আরও বলেন ঃ

وذا النصب المنصوب لا تأتينه – ولا تعبد الاوثان والله فاعبدا

ولحم الخنزير অর্থাৎ পালিত ও বন্য উভয় প্রকারের শূকরই হারাম। لحم বা মাংস বলিয়া উহার সর্বাঙ্গকে বুঝান হইয়াছে। এমনকি মাংসের মধ্যে উহার চর্বিও গণ্য। তবে এক প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাধারণত মাংস বলিতে তো চর্বিকে বুঝায় না। যাহিরী সম্প্রদায় ইহার উত্তরে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَانَّه رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا অর্থাৎ উহা অপবিত্র ও পাপের। অন্য আয়াতে ইহার সমর্থনে বলা হইয়াছে ঃ

اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ

অর্থাৎ 'মৃত অথবা উহার প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস ব্যতীত। কেননা ইহা অপবিত্র।' এই স্থানে فَانَّه -এর সর্বনাম দ্বারা শূকর বুঝান হইয়াছে। শূকর বলিলে উহার সর্বাংগ বুঝা যায়। যদিও আরবী ভাষা রীতি অনুযায়ী সর্বনাম সময় مضاف -এর সহিত সংশ্লিষ্ট হয় এবং কখনো مضاف اليه -এর সহিত হয় না। কিন্তু আরবী ভাষাবিদরা কোন জন্তুর গোশ্ত বলিয়া উহার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গকে বুঝিয়া থাকে।

বুরায়দা ইব্ন খুসায়ব আসলামী হইতে মুসলিম স্বীয় সহীহ সংকলনে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি পাশা খেলায় অংশগ্রহণ করে, সে যেন তাহার হস্তকে শূকরের মাংস ও রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করিল।

বলা বাহুল্য, ইহা দ্বারা শূকরের মাংস ও রক্তের প্রতি চরম ঘৃণা ব্যক্ত করা হইয়াছে। অতএব ইহার মাংস ভক্ষণ করার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সুতরাং বুঝা গেলো যে, শূকরের মাংসসহ উহার প্রত্যেকটি অঙ্গ ও অংশই হারাম এবং অপবিত্র।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা শুধু মদ্য, মৃত, শূকর ও মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তখন প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মৃতের চর্বির হুকুম কি ? কেননা উহা দ্বারা নৌকার গাঁথুনী দেওয়া হয়, চামড়া মালিশ করা হয় এবং প্রদীপের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ উহা ব্যবহার করা ঠিক নয়। কেননা উহাও হারাম।

আবূ সুফিয়ানের সনদে সহীহ বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রোম সম্রাটকে বলিয়াছিলেন, তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত পশু ও রক্ত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ অর্থাৎ 'যে জন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা হয় উহা হারাম।' কেননা আল্লাহ তা'আলা যে কোন জন্তুকে তাঁহার মহান নামে যবেহ করা ওয়াজিব করিয়াছেন। অতএব যদি কোন জন্তু তাঁহার নাম ব্যতীত কোন দেব-দেবীর নামে যবেহ করা হয় তবে তাহা হারাম বৈ কি ? উপরন্তু এই ধরনের যবেহকৃত জন্তু হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল যুগের সকল আলিম একমত। তবে ভুলবশত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন হালাল পশু-পাখি যবেহ

করার সময় আল্লাহর নাম বাদ পড়ার ব্যপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এই বিতর্কের উপর সূরা আন'আমে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ তুফাইল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ তুফাইল (রা) বলেন, হযরত আদম (আ)-কে যখন পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়, তখন তাঁহার প্রতি চারটি বস্তু হারাম করিয়া দেওয়া হয়। (সেইগুলি হইল ঃ) মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃত জন্তু। তাই এইগুলি কখনো হালাল ছিল না; বরং আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর হইতেই এইগুলি হারাম হিসাবে গণ্য ছিল। তবে বনী ইসরাঈলদের অপকর্মের কারণে আল্লাহ তাহাদের প্রতি কোন কোন হালাল বস্তুকে হারাম করিয়াছিলেন। ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করার পর আবার আদম (আ)-এর যুগের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং উপরোল্লিখিত বস্তু চতুষ্টয় ব্যতীত সকল কিছু হালাল করা হয়। কিন্তু সেই যুগের লোকেরা তাঁহাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ অমান্য করার অপপ্রয়াস পায়। এই হাদীসটি নিতান্ত দুর্বল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......জারূদ ইব্ন আবূ সবুরা হইতে বর্ণনা করেন যে, জারূদ ইব্ন আবূ সবুরা বলেন ঃ বনী রিবাহ গোত্রের ইব্ন ওয়ায়ল নামের এক ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট কবি আবূ ফারাযদাকের পিতা উভয়ে একশতটি করিয়া উটের পা কাটার বাজি ধরে। কূফা শহরের উপকণ্ঠে একটা ঝরণার কূলে তাহারা উটের পা কাটা শুরু করিলে লোকজন গাধা ও খচ্চরের পিঠে চড়িয়া উটের গোশত নেওয়ার জন্য সেখানে জড়ো হইতে থাকে। হযরত আলী (রা) ইহা দেখিয়া হুযূর (সা)-এর একটি সাদা খচ্চরের পিঠে চড়িয়া উচ্চস্বরে বলিতে থাকে ঃ হে জনমণ্ডলী! তোমরা ইহার গোশত খাইও না। ইহা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

এই হাদীসটিও দুর্বল। তবে আবূ দাউদের একটি রিওয়ায়াত দ্বারা ইহার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

আবূ দাউদ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আরব বেদুঈনদের মত পরস্পর বাজি ধরিয়া উটের পা কাটিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (রা) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন জাফর ওরফে গুন্দরের হাদীসটি একমাত্র বর্ণনাকারী আলী ইব্ন আব্বাসের সূত্রে মওকূফ বলিয়া সাব্যস্ত।

আবূ দাউদ (র)......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করেন যে, যুবায়র ইব্ন হারীস বলেন ঃ আমি ইকরিমার নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে দেওয়া ভোজ গ্রহণ বা ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্ন জারীর ব্যতীত অন্যান্য সকলের রিওয়ায়াতে ইব্ন আব্বাসের উল্লেখ নাই। একমাত্র ইব্ন জারীরই ইব্ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

وَالْمُنْخَنِقَةُ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে যে জন্তুর গলা টিপিয়া মারা হয় অথবা আকস্মিকভাবে যে জন্তু দম বন্ধ হইয়া মারা যায়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য মনীষীগণ বলিয়াছেন

যে, কোন পশুকে খুঁটার সঙ্গে রশি দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে পশুটি ছোটাছুটি করার ফলে রশিতে ফাঁস লাগিয়া যদি দম বন্ধ হইয়া মারা যায়, তবে সেই পশুর মাংস খাওয়া হারাম।

কাতাদা (র) বলেন ঃ জাহিলী যুগের লোকেরা পশুকে লাঠিপেটা করিয়া মারিয়া উহার মাংস ভক্ষণ করিত।

সহীহ্ হাদীসে আসিয়াছে যে, হযরত আদী ইব্ন হাতিম (র) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমি এমন এক প্রকার অস্ত্র দ্বারা শিকার করি যাহার একধার ধারালো আর অন্য ধার ধারহীন। এমন অস্ত্রের আঘাতের শিকার কি খাওয়া জায়েয ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ যদি উহার ধারালো পার্শ্ব দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে উহা খাইবে আর যদি ধারহীন পার্শ্বের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে উহা খাইবে না।

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ধারালো এবং ধারহীন অস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। তিনি ধারালো অস্ত্রের দ্বারা আঘাতকৃত জন্তু খাওয়া হালাল বলিয়াছেন এবং ধারহীন অস্ত্রের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জন্তু খাওয়া হারাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে ফিকহশাস্ত্রবিদগণ একমত। আর যদি ক্ষত না হইয়া কেবল অস্ত্রের ভারের কারণে জন্তু নিহত হয়, তবে এই ব্যাপারে ইমাম শাফিঈর দুইটি অভিমত রহিয়াছে। এক, ধারহীন অস্ত্রের আঘাতে মারা জন্তু হালাল নহে। এই হাদীস দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। দুই, কুকুর দ্বারা শিকারকৃত জন্তু খাওয়া যেহেতু হালাল, তাই ভারী অথচ ধারহীন অস্ত্রের আঘাতে মারা জন্তুও খাওয়া হালাল। এই বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

পরিচ্ছেদ ঃ এই বিষয়ে আলিমগণের মধে মতভেদ রহিয়াছে যে, যদি শিকারী কুকুরকে শিকারের জন্য পাঠান হয় এবং সেই কুকুর যদি ক্ষত সৃষ্টি না করিয়া কোন জন্তুকে শিকার করে বা শিকারী কুকুরের শরীরের ভারে যদি জন্তুটি নিহত হয়, তবে সেই শিকার খাওয়া হালাল কি হালাল নয়, এই ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে। এক মতানুসারে বলা হইয়াছে যে, উহা খাওয়া হালাল। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ 'কুকুর তোমাদের জন্য যাহা শিকার করে উহা তোমরা খাও।' এই আয়াতে ক্ষত ও অক্ষত কোন বিষয় নির্দিষ্ট না করিয়া সাধারণভাবে শিকার খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আদী ইব্ন হাতিমের হাদীসেও অনির্দিষ্ট সাধারণ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর সহচরগণ ইমাম শাফিঈ (র) হইতে এই মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম নববী (র) এবং ইমাম রাফিঈ (র) ইমাম শাফিঈর এই মতকে সঠিক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আমার কথা হইল যে, ইমাম শাফিঈর الام ও المختصر নামক কিতাবদ্বয়ের দ্বারা উপরোক্ত উদ্ধৃতির সত্যতা প্রমাণিত হয় না। তবে তাঁহার অভিমত দ্ব্যর্থবোধক। তাঁহার অনুসারীগণ তাঁহার মতকে কেন্দ্র করিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং উভয় দল তাঁহার বক্তব্যকে নিজ নিজ দলের পক্ষে ব্যবহার করিয়াছেন। মূলত তাঁহার বক্তব্যে উহা হালাল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত খুবই ক্ষীণ। মোটকথা এই জাতীয় শিকারকৃত পশু হালাল কি হারাম, এই ব্যাপারে তিনি খোলাখুলি কোন মন্তব্য করেন নাই। তবে হাসান ইব্ন যিয়াদের রিওয়ায়াতে আবূ হানীফা (রা) হইতে ইব্ন সাব্বাগ উদ্ধৃত করেন যে, আবূ হানীফা (র) বলেন, উহা হালাল। আবূ জাফর ইব্ন জারীর (র) স্বীয় তাফসীরে উদ্ধৃত করেন যে, সালমান ফারসী (রা), আবূ হুরায়রা (রা), সা'দ

ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ও ইব্ন উমর (রা) প্রমুখও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বর্ণনাটি দুর্বল। কেননা তাঁহাদের পক্ষ হইতে এই ব্যাপারে কোন স্পষ্ট মন্তব্য পাওয়া যায় না। ইব্ন জারীরের এই রিওয়ায়াতের ব্যাপারে আমারও সন্দেহ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় মতে বলা হয়, উহা হালাল নয়। ইহা হইল ইমাম শাফিঈ (র)-এর দ্বিতীয় উক্তি। ইমাম মুযানী (র)-ও এই অভিমত পসন্দ করিয়াছেন। ইব্ন সাব্বাগও এই মতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। আল্লাহ ভালো জানেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই জাতীয় পশু হালাল নয়। তেমনি ইমাম আহমদ হইতেও তাঁহার প্রসিদ্ধ মত হিসাবে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাই সত্যের অধিক কাছাকাছি। ইসলামী আইনের নীতিমালার সঙ্গে ইহাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইব্ন সাব্বাগ এই মতের পক্ষে রাফি ইব্ন খাদীজ (রা)-এর হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। হাদীসটি হইল এই ঃ

রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হইব। আমাদের নিকট কোন ছুরি থাকিবে না। তখন আমরা বাঁশের ধারালো ফালি দিয়া যবেহ করিতে পারিব কি? তিনি বলিলেন ঃ যাহা দ্বারা যবেহ করিলে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যাহা আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়, তাহা তোমরা খাও।

সম্পূর্ণ হাদীসটি সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসটি যদিও বিশেষ একটি অবস্থাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছিল, কিন্তু জমহূর উলামা এবং অধিকাংশ মূলনীতিবিদ ও আইনবিদগণ হাদীসটিকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বাতা নামক মধুর তৈরি এক জাতীয় পানীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ যে সকল পানীয় পান করিলে মাতলামী আসে, তাহা হারাম। যদিও কোন কোন ফকীহ বলেন, ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) মধুর তৈরি এক জাতীয় মদের কথা নির্দিষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন। ঠিক তেমনিভাবে উপরোল্লিখিত হাদীসটিতে যদিও বিশেষ অবস্থায় বিশেষ যবেহের কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) উহার উত্তর এমন ভাষায় দিয়াছেন যাহা উক্ত বিশেষ যবেহসহ সকল প্রকারের যবেহকে শামিল করে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অল্প কথায় ব্যাপক ভাব প্রকাশের ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যদি শিকারী কুকুর আঘাত করিয়া বা চাপ দিয়া কোন পশু হত্যা করে এবং যদি উহাতে রক্ত প্রবাহিত না হয়, তবে উক্ত পশু খাওয়া হালাল নয়। কেননা উপরোক্ত হাদীসে যেভাবে যবেহ করা পশুকে হালাল বলা হইয়াছে, উহার বিপরীত যে কোন পন্থায় যবেহকৃত পশু খাওয়া নিশ্চিত হারাম বলিয়া গণ্য হইবে।

অবশ্য যদি কেহ বলে যে, এই হাদীসটি তো শিকারী কুকুর সম্পর্কে নয়; বরং যবেহ করার অস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। অতএব দাঁত ও নখ দ্বারা যবেহ করাও নিষিদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ দাঁত ও নখ অস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য দাঁত, হাড় এবং নখ দ্বারা হাবশীরা যবেহ করে। উল্লেখ্য যে, কোন বিষয় বা বস্তু নিষিদ্ধ করা হইলে সেই জাতীয় সকল বস্তুই নিষিদ্ধতার মধ্যে গণ্য হয়। অতএব ইহা অস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অস্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কুকুর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় নাই।

ইহার জবাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, যাহার রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যাহা আল্লাহ্র নামে যবেহ করা হয়, উহা তোমরা খাও। এই হাদীসে এই কথা বলা হয় নাই যে, যে অস্ত্র রক্ত প্রবাহিত করে উহা দ্বারা যবেহ কর। ইহার মধ্যে একই সঙ্গে দুইটি হুকুম পাওয়া যাইতেছে। একটি অস্ত্র সম্পর্কিত এবং অপরটি রক্ত প্রবাহিত হওয়া সম্পর্কিত। তবে যবেহ করার বস্তু অবশ্যই দাঁত বা নখ না হওয়া উচিত। এই হইল একদলের অভিমত।

দ্বিতীয় অভিমত পোষণকারী হইলেন ইমাম মুযানী (র)। তিনি বলেন, হাদীসে তীরের ব্যাখ্যা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখিত হইয়াছে যে, যদি উহার ধারহীন চওড়ার দিক দিয়া আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে উহা খাইও না এবং যদি উহার ধারালো অংশের আঘাতে মারা যায়, তবে উহা খাও। পক্ষান্তরে কুকুর সম্পর্কে ভিন্নভাবে সাধারণ হুকুম দেওয়া হইয়াছে। তবে এই হুকুমের সম্পর্ক যখন একই শিকারের সহিত সংযুক্ত, তখন কুকুরের সাধারণ হুকুমও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। মোটকথা দুইটি ভিন্ন জাতীয় বস্তু দ্বারা শিকারের কথা বলা হইলেও নির্দেশটি শিকার সম্পর্কিত।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যা, যিহারের বিধান সম্পর্কে একস্থানে কেবল গোলামের কথা বলা হইয়াছে এবং অন্যস্থানে মু'মিন গোলামের কথা বলা হইয়াছে। তবে এখানে মু'মিন গোলাম আযাদ করার বিধান করা হইয়াছে এবং ইহাই উত্তম। বিশেষ করিয়া যাহারা এই যুক্তিটিকে মৌলিকভাবে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের নিকট ইহা সর্বোত্তম বলিয়া সাব্যস্ত। পক্ষান্তরে যাহারা ইহার বিরোধিতা করেন, তাহাদের উচিত ইহার জবাবে মযবূত দলীল ও যুক্তি পেশ করা।

ইহা ব্যতীত আরও কথা হইল যে, কুকুর চাপ দিয়া কোন শিকারকে হত্যা করিলে তাহা খাওয়া হারাম। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই বলা হইয়াছে যে, তীরের চওড়া দিক দিয়া আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত জন্তুও খাওয়া হারাম। তবে উভয়টিই শিকারের অস্ত্র হিসাবে গণ্য। আর উভয়টিই এই অবস্থায় উহার ভারত্বের দ্বারা শিকার হত্যা করিয়াছে। আলোচ্য আয়াতাংশে সাধারণ নির্দেশ বিধৃত হইয়াছে, কোন শর্তারোপ করা হয় নাই। আর আয়াতের সার্বজনীনতা এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা ক্ষুণ্ণও হয় নাই। কেননা কিয়াসের জন্য সাধারণ অর্থ সম্বলিত আয়াতই অগ্রগণ্য। ইমাম চতুষ্টয় এবং জমহূরের মতও ইহা। মোটকথা এইটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যাখ্যা ও অভিমত।

অপর এক দলের কথা হইল এই ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ 'শিকারী কুকুর তোমাদের জন্য যাহা শিকার করে উহা ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য হালাল।'

ইহা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে শিকারীর আহত শিকার ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে বিধানের মধ্যে বিশৃংখলা এবং মূল বিষয়ের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়। কেননা এই অর্থ গ্রহণ করিলে শিকারীর গলা চাপিয়া হত্যাকৃত শিকারও হালালের মধ্যে গণ্য হইয়া যায়।

তাই যে কোন অবস্থায় আলোচ্য আয়াতটি দৃষ্টির সম্মুখে রাখিতে হইবে। ইহার ব্যাখ্যার বিভিন্ন দিক রহিয়াছে। যেমন ঃ

এক. বিধানের প্রবক্তা এই আয়াতটি শিকার সম্পর্কেই প্রবর্তন করিয়াছেন। কেননা হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ যদি শিকার তীরের চওড়া প্রান্ত দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মারা যায়, তবে উহা অপবিত্র হইয়া যায়। উহা খাইবে না।

যাহা হউক, আমাদের জানামতে এমন কোন আলিম নাই যিনি এই সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করিয়া তাহার আলোকে এই কথা বলিয়াছেন যে, অস্ত্রের ধারহীন চওড়া অংশ এবং শিং-এর আঘাতে মৃত জন্তু বৈধ শিকারের অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাই এইসবকে হালাল বলা হইলে ইজমার বিরোধিতা করা হয়। অথচ ইজমার বিরোধিতা করা যায় না। উপরন্তু বহু আলিম এইসবকে বিধি-বহির্ভূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দুই. فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ এই আয়াতটি আলিমদের ইজমা অনুযায়ী সাধারণ নির্দেশ সম্বলিত নয়; বরং ইহার দ্বারা শুধু সেই ধরনের জন্তুকে বুঝান হইয়াছে যাহা শরী'আতের দৃষ্টিতে হালাল। সুতরাং ইহা দ্বারা হারাম জন্তু বাদ পড়িয়া যায়। কেননা নীতি অনুযায়ী সাধারণ বিধান প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তিন. অপর এক মতে বলা হইয়াছে যে, এই ধরনের শিকার মৃত জন্তুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এইভাবে মৃত জন্তুর মধ্যকার রক্ত ও যাবতীয় জলীয় পদার্থ উহার মধ্যে থাকিয়া যায়। আর এইজন্যই মৃত জন্তু হারাম হইয়াছে। তাই যুক্তিমতে সেই সকল শিকারকৃত জন্তুও হারাম বলিয়া সাব্যস্ত।

চার. অন্য আর এক অভিমতে বলা হইয়াছে যে, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ এই আয়াতটি হারাম জন্তু সম্পর্কে 'মুহকাম' আয়াত। ইহার কোন নির্দেশ অন্য আয়াত দ্বারা বাতিল হয় না। ঠিক এইভাবেই হালাল জন্তুর বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা 'মুহকাম' স্বরূপ বলিয়াছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

অর্থাৎ 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তাহাদের জন্য কি কি হালাল করা হইয়াছে ? তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, সমস্ত পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল।'

অতএব উল্লেখিত আয়াত দুইটি যখন 'মুহকাম' এবং দ্ব্যর্থহীন, তখন উভয়ের মধ্যে সংঘাতের কোন অবকাশ নাই। ফলে হাদীসকে ইহার ব্যাখ্যা হিসাবে জানিতে হইবে। তীর দ্বারা শিকার সম্পর্কিত হাদীসটি ইহার উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। কেননা এই হাদীসে হালাল জন্তু সম্পর্কে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অস্ত্রের ধারালো অংশ দ্বারা যাহা শিকার করা হয়, তাহা হালাল। কারণ তাহা পবিত্র বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে ইহার অন্তর্ভুক্ত যাহা নয়, তাহা হারাম জন্তু সম্পর্কিত আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ অস্ত্রের ধারহীন অংশ দ্বারা যে জন্তু শিকার করা হয়, তাহা হারাম। কারণ তাহা অপবিত্র। আর অপবিত্রতা হইল হারাম সম্পর্কিত বিধানের একট উপকরণ।

অতএব কুকুর যে শিকারকে ক্ষত করিয়া মারিয়া ফেলে, তাহা হালাল সম্পর্কিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে কুকুর যে শিকার আঘাত বা ভারের দ্বারা হত্যা করিয়াছে, তাহা শিং বা সেই জাতীয় বস্তুর আঘাতে মৃত জন্তু সম্পর্কিত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাহা খাওয়া হারাম।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কুকুরের শিকার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্নভাবে কেন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই? এইভাবে কেন বলা হয় নাই যে, যদি কুকুর শিকারকে ক্ষত সৃষ্টি করিয়া মারে তবে তাহা হালাল আর যদি ক্ষত সৃষ্টি না করিয়া মারে, তবে তাহা হারাম ?

ইহার উত্তর হইল যে, শিকারীর ভারত্ব বা উহার আঘাতের দ্বারা শিকার করার উদাহরণ খুবই বিরল। কেননা শিকারী কুকুর সাধারণত নখ বা থাবা অথবা একযোগে উভয়ের সাহায্যেই শিকার করিয়া থাকে। ক্ষত সৃষ্টি না করিয়া চাপিয়া মারিয়া ফেলার মত ঘটনা ঘটে না বলিয়াই ধরা যায়। তাই কুকুর সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিধানেরও প্রয়োজন ততো তীব্র নয়। আর যদি এমন ঘটিয়াই যায় যে, কুকুর তার ভারত্বের দ্বারা চাপিয়া বা আঘাত করিয়া কোন শিকার করে, তবে ইহা হালাল বা হারাম হওয়া সম্পর্কে কুকুর দ্বারা শিকারকারীর স্বচ্ছ ধারণা থাকে। কেননা সে জানে যে, ইহার হুকুম স্বাভাবিকভাবে মৃত জন্তু, দমবন্ধ হইয়া মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু এবং শিং-এর আঘাতে মৃত জন্তুর হুকুমের মত।

অবশ্য শিকারী অনেক সময় নিশানা ব্যর্থ হওয়ায় বা হেলায় ফেলায় সঠিকভাবে তীর শিকারের গায়ে লাগাতে পারে না। তখন শিকার আঘাতের যন্ত্রণায় বা চাপে মারা যায়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) আলোচ্য উভয় বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া নির্ধারিত বিধান দিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

ঠিক এমনিভাবে কুকুর উহার অভ্যাসবশত কখনো কখনো শিকার খাইয়া ফেলে। তাই এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, শিকারী জন্তু যদি উহার শিকারকৃত জন্তুর কিছুটা খাইয়া ফেলে, তবে তোমরা তাহা খাইও না। কারণ আমার ভয় হয় যে, কুকুর তাহার নিজের জন্যেই শিকার করিয়াছে। হাদীসটি সহীহ। বুখারী এবং মুসলিমে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ আলিমের মতে এই আয়াতটি কুকুরের শিকার হালাল হওয়া সম্পর্কিত। অবশ্য যদি শিকারী কুকুর তাহার শিকারের কোন অংশ খাইয়া ফেলে, তবে সেই শিকার খাওয়া হারাম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হাসান (র), শা'বী (র) ও নাখঈ (র) প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মুহাম্মদ (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর প্রসিদ্ধ অভিমতও এইরূপ।

ইব্‌ন জারীর স্বীয় তাফসীরে আলী (রা), সাঈদ (রা) ও সালমান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কুকুরের শিকার খাওয়া যাইবে, যদিও সে শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেলে।

এমনকি সাঈদ (রা), সালমান (রা) এবং আবূ হুরায়রা (রা)-সহ বহু সাহাবীর মতে শিকারী কুকুর তাহার শিকারের এক টুকরা গোশ্‌ত ব্যতীত সবটুকুও যদি খাইয়া ফেলে, তবুও সেই গোশ্‌তের টুকরা খাওয়া যাইবে। ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর পূর্ব মতও ছিল ইহা। তবে ইমাম শাফিঈ (র) নতুনভাবে দুইটি অভিমতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। আবূ মনসূর ইব্‌ন সাব্বাগ ও অন্যান্য শাফিঈ মাযহাব অবলম্বী ইমামগণ ইমাম শাফিঈ হইতে তাঁহার এই অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র) উত্তম ও জোরালো সনদ দ্বারা আবূ সালাবা আল-খুশানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুকুরের শিকার সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ যদি তুমি শিকারী কুকুর শিকারের জন্য পাঠাইবার সময় আল্লাহ্র নাম উল্লেখ কর, তবে শিকারীর শিকার তুমি খাও, যদিও শিকারী কুকুর শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেলে। তেমনি তোমার হাত তোমার প্রতি যাহা ফিরাইয়া দেয়, তাহাও খাও।

আমর ইব্ন শু'আয়বের দাদা হইতে নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমর ইব্ন শু'আইবের দাদা বলেন ঃ আবূ সালাবা নামক জনৈক বেদুঈনের প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ (পূর্বোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ)।

অন্য একটি হাদীসে ইব্ন জারীর তাবারী (র)......হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তাহার শিকারী কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ করে এবং শিকারের কিছু অংশ যদি সে শিকারী কুকুর কর্তৃক খাওয়া পায়, তবে বাকী অংশ সে খাইতে পারিবে।

অবশ্য ইব্ন জারীর সালমান (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটিকে 'মওকূফ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ আলিম কুকুরের শিকার সম্পর্কিত বিধানের ক্ষেত্রে আদী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন এবং আবূ সা'লাবা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে দুর্বল বলিয়া মনে করেন।

তবে কোন কোন আলিম আবূ সা'লাবার বর্ণিত হাদীসটি এই অর্থে ব্যবহার করেন যে, কুকুর শিকার করার পর যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মালিকের অপেক্ষা করিয়া ক্ষুধার তাড়নায় বা এই জাতীয় কোন প্রয়োজনে শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেলে, তবে শিকারের অবশিষ্টাংশ খাওয়াতে কোন দোষ নাই। কারণ এই অবস্থায় এই আশংকা বা সন্দেহ করা যায় না যে, কুকুর তাহার নিজের জন্যেই শিকার করিয়াছিল। কিন্তু কুকুর যদি শিকার করামাত্রই উহা খাইতে শুরু করে, তবে এই অবস্থায় বুঝা যায় যে, সে উহা নিজের জন্যেই শিকার করিয়াছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

শিকারী পাখির শিকার সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ বলেন যে, ইহার শিকার কুকুরের শিকারের ন্যায়। জমহূরের মতে শিকারী পাখি তাহার শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেলিলে তাহা খাওয়া হারাম। কতক আলিম বলেন, উহা খাওয়া হারাম নহে।

ইমাম মুযানী (র) বলেন ঃ শিকারী পাখি যদি তাহার শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেলে, তবে তাহা খাওয়া হারাম নহে।

ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের মতও ইহা। ইহার কারণ বা যুক্তি হিসাবে তাঁহারা বলেন যে, কুকুরকে যেমন পিটাইয়া বা সাথে সাথে রাখিয়া বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ রহিয়াছে, পাখিকে সেইভাবে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ নাই। মোটকথা শিকার ধরিয়া খাওয়ান ব্যতীত পাখিকে শিকার করা শিখানো যায় না। তাই শিকারী পাখি শিকার খাইয়া ফেলিলে দূষণীয় মনে করা হয় না। দ্বিতীয়ত কুকুরের শিকার সম্পর্কে শরী'আতের স্পষ্ট বিধি-বিধান রহিয়াছে কিন্তু পাখির শিকার সম্পর্কে শরী'আতে কোন নির্দেশ নাই।

শায়খ আবূ আলী স্বীয় 'ইফসাহ' নামক গ্রন্থে লিখেন ঃ শিকারী কুকুর যদি তাহার শিকার খাইয়া ফেলে, তবে উহা স্পষ্ট হারাম বলিয়া আমরা মনে করি। পক্ষান্তরে শিকারী পাখি যদি তাহার শিকারের কিয়দংশ খাইয়া ফেলে, তবে উহার হারাম হওয়ার ব্যাপারে দুইটি দিক রহিয়াছে।

কিন্তু কাযী আবূ তাইয়েব এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, এই ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোন অবকাশ নাই। কেননা ইমাম শাফিঈ কুকুর ও পাখির শিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় একই ধরনের মন্তব্য করিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

اَلْمُتَرَدِّيَةُ। অর্থাৎ যে জন্তু পাহাড় বা উঁচু কোন স্থান হইতে পতিত হইয়া মারা যায়, উহা খাওয়া হালাল নয়।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ পাহাড়ের চূড়া হইতে পতিত হইয়া মৃত জন্তুকে 'মুতারাদ্দিয়া' বলা হয়।

কাতাদা (র) বলেন ঃ যে জন্তু কূপের মধ্যে পতিত হইয়া মারা যায় উহাকে 'মুতারাদ্দিয়া' বলা হয়।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ যে জন্তু পাহাড় হইতে পড়িয়া বা কূপে পতিত হইয়া মারা যায় উহাকে 'মুতারাদ্দিয়া' বলা হয়।

اَلنَّطِيْحَةُ। যাহা অন্য জন্তুর শিং-এর আঘাতে মারা যায়। যদি উহার শিং দ্বারা আহত হইয়া রক্ত প্রবাহিত হয় এবং সেই আঘাত যদি নির্দিষ্ট যবেহ করার স্থানেও লাগে, তবুও উহা হারাম।

উল্লেখ্য যে, نَطِيْحَةٌ পদটি مَنْطُوْحَةٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য আরবী ভাষায় এইরূপ শব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার শেষের স্ত্রীলিঙ্গের ة ব্যতীত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা عين كحيل অর্থাৎ সুরমা লাগানো চোখ কিংবা كف خضيب অর্থাৎ খেযাব মাখানো হাত। ইহা কখনো عين كحيلة এবং كف خضيبة রূপে ব্যবহৃত হয় না।

কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন ঃ এই স্থানে উক্ত শব্দগুলি اسم। এর স্থানে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে ইহার শেষে تانيث এর ة ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আরবী ভাষাভাষীগণ বলিয়া থাকেন, طريقة طويلة

কেহ বলেন ঃ এই শব্দগুলি تانيث -এর জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাতে দেখামাত্রই বুঝে আসে যে, এইগুলি مؤنث বা স্ত্রীলিঙ্গ। পক্ষান্তরে عين كحيل এবং كف حضيب -এর বেলায় ة চিহ্ন ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই। কেননা ইহা যে স্ত্রীলিঙ্গবাচক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَا أَكَلَ السَّبُعُ 'যাহা হিংস্র জন্তুতে ভক্ষণ করিয়াছে'।

অর্থাৎ সিংহ, বাঘ, চিতা ও কুকুর যদি কোন জন্তুকে শিকার করিয়া উহার কিছু অংশ খাইয়া ফেলার কারণে উহা মারা যায়, তবে উহা খাওয়া হারাম। যদিও আঘাতের কারণে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং আঘাত যদি যবেহের স্থানেও লাগে, তবুও আলিমদের ইজমামতে উহা হারাম।

উল্লেখ্য যে, জাহিলী যুগের লোকেরা হিংস্র জন্তু কর্তৃক শিকারকৃত ছাগল, উট, গরু বা এই জাতীয় কোন প্রাণীর কিয়দংশ যদি উহা কর্তৃক ভক্ষিতও হইত, তবুও তাহারা উহার অবশিষ্টাংশ

নির্দ্বিধায় হালাল করিয়া ফেলিত। তাই আল্লাহ পাক মু'মিনদের জন্য উহা হারাম করিয়া দিয়াছেন।

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ। —'তবে তোমরা যাহা যবেহ দ্বারা পবিত্র করিয়াছ।'

অর্থাৎ দম আটকিয়া পড়া, প্রহারে আহত, পতনে কিংবা শিংয়ের আঘাতে বা হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মৃতপ্রায় জন্তুকে যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় এবং উহা যদি যবেহ করার সময় পাওয়া যায়, সেই সম্পর্কে এইখানে বলা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বলেন ঃ যদি এই ধরনের আহত জন্তুগুলি তোমরা প্রাণ থাকিতে যবেহ করিতে পার, তবে উহা খাও। কেননা উহা পবিত্র।

সাঈদ ইব্ন যুবায়র, হাসান বসরী এবং সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রা) বলেন, যদি উহা যবেহ করার পর লেজ বা পা নাড়ায় বা চোখে পলক দেয়, তবে উহা খাও।

ইব্ন জারীর (র)...... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ যদি তোমরা প্রহারে, পতনে বা শিংগাঘাতে মৃতপ্রায় জন্তুকে হাত-পা নাড়াচাড়া করার অবস্থায় প্রাপ্ত হও, তবে উহা খাও।

তাউস, হাসান, কাতাদা, উবায়দ ইব্ন উমায়র, যাহ্হাক এবং আরো অনেকে বলেন যে, আহত জন্তুর যদি বুঝা যায় যে, এখনও প্রাণ আছে বা যবেহ করার পর যদি উহা নড়াচড়া করে, তবে উহা হালাল। ইহা হইল জমহূরের মাযহাব।

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) প্রমুখও এই মত পোষণ করেন।

ইব্ন ওয়াহাব (র) বলেন ঃ হিংস্র জন্তুর আঘাতের ফলে নাড়িভুড়ি বাহির হইয়া যাওয়া বকরী সম্পর্কে ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ আমার মতে উহা যবেহ করার প্রয়োজন নাই। কোন স্থান দিয়া উহা যবেহ করিবে ?

আশ'হাব বলেন ঃ ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি কোন হিংস্র জন্তু কোন বকরীকে আঘাত করিয়া উহার পিঠ ভাংগিয়া ফেলে, তবে উহা মারা যাওয়ার পূর্বে কি যবেহ করা যাইবে ? তিনি উত্তরে বলিলেন, আঘাত যদি গলা পর্যন্ত হয়, তবে আমার মতে উহা খাওয়া ঠিক নয়। হ্যাঁ, যদি উহার দেহের একাংশে আঘাত লাগে, তাহা হইলে আমার মতে উহা খাওয়া যাইবে। তাঁহাকে আরো প্রশ্ন করা হয় যে, কোন হিংস্র জানোয়ার যদি বকরীর উপর লাফাইয়া পড়িয়া আক্রমণ করিয়া উহার মাজা ভাংগিয়া ফেলে, তবে কি উহা খাওয়া হালাল ? তিনি জবাবে বলিলন, আমার মতে উহা খাওয়া ঠিক নয়। কেননা এতবড় আঘাতের ভারে তাহা জীবিত থাকিতে পারে না। তাঁহাকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি কোন হিংস্র জানোয়ার কোন বকরীর পেট চিরিয়া ফেলে, অথচ যদি উহার নাড়িভূঁড়ি বাহির না হয়, তবে কি উহার খাওয়া হালাল হইবে ? তিনি উত্তর বলিলেন, আমার মতে উহা হালাল হইবে না। ইহাই হইল মালিকী মাযহাবের অভিমত।

যাহা হউক, আলোচ্য আয়াতাংশ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ ইমাম মালিক অনেক বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই ইহার সমর্থনে মযবূত দলীলের প্রয়োজন রহিয়াছে। অথচ মযবূত দলীলের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

সহীহদ্বয়ে হযরত রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হইব। এমতাবস্থায় আমাদের সঙ্গে যদি কোন চাকু না থাকে, তবে বাঁশের ধারালো অংশ দ্বারা আমরা যবেহ করিতে পারিব কি? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ যদি উহা দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যবেহ করার সময় যদি আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয়, তবে উহা খাইবে। কিন্তু দাঁত বা নখ দ্বারা যবেহ না হওয়া উচিত। ইহার কারণ সম্পর্কে তোমাদিগকে বলিতেছি যে, দাঁত হইল হাড় জাতীয়, আর নখ হইল সিরিয়ার অমুসলিমদের অস্ত্র।

এই সম্পর্কে দারে কুতনী যে 'মারফূ' হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, উহার সত্যতার ব্যাপারে প্রচুর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। এই ব্যাপারে হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত 'মাওকূফ' হাদীসটিই সর্বাপেক্ষা পরিশুদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত। হাদীসটি হইল এই ঃ হলক এবং কণ্ঠনালির মধ্য দিয়া যবেহ করিতে এবং উহার প্রাণ নির্গত করিতে ব্যস্ত হইবে না।

এই সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র)......আবুল আসারা দারেমীর পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল আসারা দারেমীর পিতা বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কণ্ঠনালি এবং হলকের মধ্য দিয়া কি যবেহ করিতে হয়? তিনি জবাবে বলিয়াছিলেন, রানে আঘাত করিয়া ক্ষত করিলেও যথেষ্ট হইবে।

হাদীসটি সহীহ। তবে এই হাদীসের বিধান সেই সময় প্রযোজ্য হইবে যখন জন্তুটির হলকে বা কণ্ঠনালিতে যবেহ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ অর্থাৎ 'মূর্তিপূজার বেদীর উপর যাহা যবেহ করা হয়।'

মুজাহিদ ও ইব্‌ন জুরাইজ বলেন ঃ কা'বাঘরের পার্শ্বে অবস্থিত একটি পাথরকে 'নুসুব' (نصب) বলা হয়।

ইব্‌ন জুরাইজ আরও বলেন ঃ আরবের জাহিলিয়াতের সময় সেখানে ৩৬০ টি পূজার বেদী ছিল। উহার উপরে তাহারা পশু বলি দিত এবং তাহারা কা'বার নিকটবর্তী বেদীগুলিতে বলিকৃত পশুর রক্ত কা'বায় ছিটাইয়া দিত। উক্ত পশুগুলির মাংস তারা বেদীমূলে রাখিয়া দিত। আরও অনেক মুফাস্‌সির এই ধরনের বর্ণনা দিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে এই কাজ করিতে নিষেধ করেন এবং পূজার বেদীমূলে বলিকৃত পশুগুলি খাওয়া হারাম করিয়া দেন।

উল্লেখ্য যে, পূজার বেদীমূলে বলিদানকৃত পশু যদি আল্লাহর নামেও যবেহ করা হয়, তবুও উহা খাওয়া হারাম। কেননা উহা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল এই জাতীয় কাজ হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা হারাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু খাওয়া তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছি।

وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ

অর্থাৎ 'হে মু'মিনগণ! জুয়ার তীরের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা তোমাদের জন্য হারাম।' 'আযলাম'-এর একবচন হইল যুলাম। কখনো যুলামকে 'সালাম' পড়া হয়। জাহিলী যুগের লোকেরা ইহা দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করিত। একস্থানে তিনটি তীর রাখিত। একটিতে লেখা থাকিত اِفْعَلْ (কর), দ্বিতীয়টিতে লেখা থাকিত لَا تَفْعَلْ (করিও না) আর তৃতীয়টি খালি থাকিত।

কেহ বলিয়াছেন, প্রথমটি লেখা থাকিত اَمَرَنِىْ رَبِّىْ (প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন)। দ্বিতীয়টিতে লেখা থাকিত نَهَانِىْ رَبِّىْ (প্রভু আমাকে নিষেধ করিয়াছেন) আর তৃতীয়টি খালি থাকিত।

যখন তাহাদের কোন কাজে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইত, তখন ইহা নিক্ষেপ করিত। যদি নির্দেশসূচক তীরটি উঠিত তবে তাহারা উহা করিত। নিষেধসূচক তীরটি উঠিলে উহা হইতে বিরত থাকিত এবং খালি তীরটি উঠিলে পুনরায় নিক্ষেপ করিত।

الاستقسام। (ইস্‌তিকসাম)-এর পারিভাষিক অর্থ হইল তীর দ্বারা ভাগ্য অন্বেষণ করা। ইহা আবূ জাফর ইব্‌ন জারীরের অভিমত।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ আয়াতাংশে উল্লেখিত اَزْلَامِ সম্পর্কে বলেন যে, اَزْلَامِ সেই তীরকে বলা হয় যদ্বারা বিভিন্ন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মুজাহিদ (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আযলাম সেই তীরকে বলে যা দ্বারা বিভিন্ন কাজের সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক সহ আরও অনেকে বলেন ঃ কুরায়শদের সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তিটির নাম ছিল هبل (হুবল)। উহা কাবাগৃহের মধ্যের কূপের ভিতর সংস্থাপিত ছিল। কাবার জন্যে যে সমস্ত জিনিসপত্র উপঢৌকন স্বরূপ আসিত। তাহা উক্ত কূপের মধ্যে রাখা হইত। হুবলের নিকট সাতটি তীর রাখা হইত। এই তীরগুলিতে কিছু কথা লিখা থাকিত। মক্কাবাসীদের যখন কোন ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইত, তখন তাহারা তীর নিক্ষেপ করিত এবং উহার নির্দেশ অনুযায়ী তাহারা কাজ করিত।

সহীহদ্বয়ে উল্লেখিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) যখন কাবাগৃহে প্রবেশ করেন, তখন তিনি তথায় হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রতিকৃতি দেখিতে পান এবং তাঁহাদের উভয়ের হস্তদ্বয়ে তীর ছিল। নবী করীম (সা) তখন বলেন ঃ তাহাদিগকে আল্লাহ তাআ'লা ধ্বংস করুন! তাহাদের ভালো করিয়াই জানা আছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) কখনো ইহা দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করেন নাই।

সহীহদ্বয়ে আরো আসিয়াছে ঃ যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা) মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করিয়া চলিয়া যান এবং সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শুম তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে যাত্রা করেন, তখন সুরাকা বলেন যে, আমি তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিব কি পারিব না, তাহা তীরের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তীর আমার মনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ আমি তাহাদের ক্ষতি করিতে সমর্থ হইব না বলিয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ইঙ্গিত প্রকাশ

করিয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারেও সেই একই অনাকাঙ্ক্ষিত ইঙ্গিত দিয়াছিল যে, আমি তাহাদের ক্ষতিসাধন করিতে পারিব না। এতদসত্ত্বেও তিনি অবদমিত না হইয়া তাঁহাদের অন্বেষণে বাহির হইলেন। সেই সময় সুরাকা অমুসলিম ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সেই ব্যক্তি জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারিবে না, যে ভবিষ্যদ্বাণী করে অথবা তীরের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করে কিংবা শুভাশুভের বিশ্বাসে সফর হইতে বিরত থাকে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আরবে জুয়ার তীরকে ازلام (আযলাম) বলা হইত এবং রোম ও পারস্যে বলা হইত كعاب বা বর্শা। ইহা দ্বারা তাহারা জুয়া খেলিত।

মুজাহিদ (র) এই স্থানে ازلام দ্বারা জুয়া অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার এই অর্থের মধ্যে ব্যাপক সন্দেহের অবকাশ রহিছে। কেননা এখানে اَزْلاَمِ দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় পদ্ধতিকে বুঝান হইয়াছে, যদিও তাহারা ইহা দ্বারা কখনো কখনো জুয়াও খেলিত। আল্লাহই ভালো জানেন।

অবশ্য আল্লাহ তা'আলা اَلْمَيْسِرِ দ্বারা জুয়া এবং তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় উভয়কে বুঝাইয়াছেন।

এই সূরার শেষের দিকে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

'হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চায় এবং তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবু কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না ?'

অনুরূপভাবে এইখানেও আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلاَمِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ

অর্থাৎ 'তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা পাপ, ভ্রষ্টতা, মূর্খতা এবং শিরকের কাজ।'

তবে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের এই আদেশ করিয়াছেন যে, তাহারা যখন কোন কাজে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, তখন যেন তাহারা বঞ্চিত কাজের জন্য ইবাদতের দ্বারা ইস্তেখারা করে এবং তাহারা যেন বাঞ্ছিত কাজের জন্য আল্লাহর নিকট মঙ্গল কামনা করে।

সুনান সংকলকগণ এবং বুখারী ও ইমাম আহমদ (র)......হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ

(সা) তাহাদিগকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দেয়ার মত যাবতীয় কাজে ইস্তেখারা করা শিক্ষা দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন ঃ যখন তোমরা গুরুত্বপুর্ণ কাজের সম্মুখীন হইবে, তখন দুই রাকাআত নফল নামায পড়িয়া এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ. فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هٰذَا الْاَمْرِ وَيُسَمِّيْهِ بِاِسْمِهٖ- خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَابِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةَ اَمْرِىْ اَوْ عَاجِلْ اَمْرِىْ وَاٰجِلَهُ-فَاَقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ اَللّٰهُمَّ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهٗ شَرٌّلِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَابِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةُ اَمْرِىْ فَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاَقْدُرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِىْ بِهٖ-

ইহা মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হইয়াছে। তিরমিযী (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব এবং আমাদের জানামতে এই হাদীসটি একমাত্র ইব্ন আবূ মাওয়ালীর সনদে পাওয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ

অর্থাৎ 'আজ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হইয়াছে।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাহারা তোমাদের দীনের মধ্যে মিথ্যা সংযোজন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে।

আতা ইব্ন আবূ রিবাহ, সুদ্দী ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ানের সূত্রেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার সমার্থক বক্তব্য সহীহ হাদীসে পাওয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আরব উপদ্বীপের নামাযীগণ হইতে শয়তান পূজা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। তবে সে তাহাদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকিবে।

অবশ্য আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের রূপ ধারণ করার সুযোগ হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। কেননা ইসলামের আদর্শ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

এই জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়াছেন ও কাফির সম্প্রদায় কর্তৃক বিরোধিতা আসিলে নির্ভয় থাকিতে বলিয়াছেন এবং একমাত্র তাঁহাকে ভয় করিতে আদেশ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِىْ

অর্থাৎ 'তাহাদের বিরোধিতায় তোমরা ভীত হইও না; বরং আমাকে ভয় কর।' তাহা হইলে আমি তাহাদের মুকাবিলায় তোমাদিগকে সাহায্য করিব এবং তোমাদিগকে বিজয় দান করিব। পরন্তু তাহাদের চক্রান্ত হইতে আমি তোমাদিগকে সংরক্ষণ করিব এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদিগকে প্রদান করিব শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا.

অর্থাৎ 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদেরকে দীনরূপে মনোনীত করিলাম।'

ইহা এই উম্মতের জন্য আল্লাহর মহা দান। তিনি তাহাদের জীবন বিধানকে পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করিয়াছেন। ফলে তাহারা অন্য কোন সংবিধানের মুখাপেক্ষী নয়। ইহা ছাড়া তাহারা অন্য কোন নবীর মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নবীকে সর্বশেষ নবীর সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। এই নবীকে সমগ্র জিন্ন ও মানব জাতির নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি যাহা হালাল করিয়াছেন উহাই হালাল, যাহা হারাম করিয়াছেন উহাই হারাম। তিনি যে দীন প্রবর্তন করিয়াছেন উহাই একমাত্র জীবন বিধান এবং তিনি যে সংবাদ দিয়াছেন উহা সন্দেহাতীতভাবে সত্য ও ন্যায্য। তাঁহার কথার মধ্যে মিথ্যা ও বৈপরীত্যের কোন অবকাশ নাই।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً

অর্থাৎ 'তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ডে চূড়ান্ত।'

আল্লাহ তা'আলা দীনকে পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিয়ামতকেও সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا.

অর্থাৎ ইহা তোমরা নিজেদের জন্য সাগ্রহে বরণ কর। কেননা ইহা সেই দীন যাহা আল্লাহ ভালবাসেন এবং যাহার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। আর এই দীনের জন্যই আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং এই দীনের জন্যে তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (আল-কুরআন)।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতাংশে 'দীন' শব্দদ্বারা ইসলামকে বুঝানো হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে তাঁহার নবী এবং মু'মিনদিগকে এই কথা অবহিত করিতেছেন যে, তিনি তোমাদের জন্য ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। ফলে ইহা হইতে অধিক আর কিছুর প্রতি তোমাদের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। তেমনি তিনি যখন ইহাকে একবার পূর্ণতা দান করিয়াছেন, তখন তিনি আর ইহার অঙ্গহানি করিবেন না। আল্লাহ একবার যখন ইহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন আর অসন্তুষ্ট হইবেন না।

আসাবাত (র) সুদ্দী (র) হইতে বলেন ঃ এই আয়াতটি আরাফাত ময়দানে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হালাল ও হারাম সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয় নাই এবং হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করেন।

আসমা বিন্‌তে উমাইয়া (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে হজ্জ করিয়াছিলাম। যখন আমরা সফরের অবস্থায় ছিলাম, তখন একদা আকস্মিকভাবে জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমণ করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) বাহনের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় একটু

নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। বাহনটি ওহীর ভার সহ্য করিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আমার চাদরটি জড়াইয়া দিলাম।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফাত হইতে বিদায় গ্রহণ করার ৮১ (একাশি) দিন পর ইন্তিকাল করেন। উভয় রিওয়ায়াত ইব্‌ন জারীর (র) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......হারূন ইব্‌ন আনতারার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হারূন ইব্‌ন আনতারার পিতা বলেন ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এই আয়াতটি হজ্জে আরাফাতের দিন যখন অবতীর্ণ হইল, হযরত উমর (রা) কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কাঁদিতেছ কেন ? তিনি বলিলেন, আমরা এই দীন সম্পর্কে আরো বেশি আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন উহা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়াছে, তখন তো আর ইহার চেয়ে বেশি আশা করা যায় না; বরং ক্রমান্বয়ে ইহার অবনতিই আশা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ।'

এই হাদীসটির সমর্থনে অন্য আর একটি হাদীস আসিয়াছে। হাদীসটি এই ঃ ইসলাম অপরিচিতের বেশে যাত্রা করিয়াছিল, আবার সত্বর সে অপরিচিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিবে। তাই সুসংবাদ সেই অপরিচিত সংখ্যক লোকদের জন্য।

ইমাম আহমদ (র)......তারিক ইব্‌ন শিহাব হইতে বর্ণনা করেন যে, তারিক ইব্‌ন শিহাব বলেন ঃ একজন ইয়াহূদী আসিয়া হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট বলিল ঃ হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনারা আপনাদের গ্রন্থে এমন একটি আয়াত পাঠ করেন, তাহা যদি ইয়াহূদীদের উপর অবতীর্ণ হইত, তাহা হইলে আমরা সেই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে ঈদ হিসাবে উদ্‌যাপন করিতাম। উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই আয়াত কোন্‌টি ? ইয়াহূদী বলিল, উহা হইল ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ

উমর (রা) বলিলেন ঃ আল্লাহর কসম! যেদিন ও যে সময়ে এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেই সম্পর্কে আমি যথাযথ অবহিত রহিয়াছি। ইহা আরাফার দিন শুক্রবার বিকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ হয়।

জাফর ইব্‌ন আওনের সূত্রে ইমাম বুখারী এবং কায়স ইব্‌ন মুসলিমের সূত্রে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (র)......তারিক হইতে বর্ণনা করেন যে, তারিক বলেন ঃ ইয়াহূদীরা উমর (রা)-কে বলিয়াছিল যে, আপনারা কুরআনে এমন একটি আয়াত পাঠ করেন, যদি উহা আমাদের প্রতি নাযিল হইত তাহা হইলে উহা নাযিলের দিনটিকে আমরা ঈদ হিসাবে উদ্‌যাপন করিতাম। তখন উমর (রা) বলেন, আমার সঠিকভাবে জানা আছে যে, সেই আয়াতটি কখন, কোথায় এবং কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর নাযিল হইয়াছিল। সেই দিনটি ছিল আরাফার দিন। আল্লাহর শপথ! আমি সে সময় আরাফায় ছিলাম।

সুফিয়ান (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি শুক্রবার দিন অবতীর্ণ হইয়াছিল কিনা এই ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি শুক্রবার দিন অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সুফিয়ানের সন্দেহ পোষণ করা মানে, এই হাদীসটি বর্ণনা করার বেলায় তাঁহার অসতর্কতা। কারণ তিনি সন্দেহ করিতেছেন যে, তাঁহার শায়খ তাঁহাকে শুক্রবারের কথা বলিয়াছিলেন কিনা। অবশ্য সুফিয়ান সাওরীর এই ব্যাপারে সন্দেহ করাটা আশ্চর্য ব্যাপার। কেননা ইহা এমন একটি প্রসিদ্ধ কথা যে, এই ব্যাপারে প্রত্যেক ইতিহাস লেখক একমত। এমনকি ফকীহগণের মধ্যেও এই ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নাই। মূলত এই ব্যাপারে এত অধিক সংখ্যক সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। হযরত উমর (রা) হইতেও এই হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্‌ন আবূ যি'ব ওরফে কবীসা হইতে.....ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইবনে আবূ যি'ব বলেন ঃ উমর (রা)-কে কা'ব বলেন যে, যদি এই আয়াতটি অন্য কোন উম্মতের প্রতি নাযিল হইত, তবে যেদিনে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে, সেই দিনটিকে তাহারা ঈদ হিসাবে পালন করিত। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ আয়াতটি ? তিনি বলিলেন ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এই আয়াতটি। উমর (রা) বলিলেন, ইহা কোন দিন কোন স্থানে নাযিল হইয়াছিল সে সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত রহিয়াছি। ইহা আরাফার দিন শুক্রবার নাযিল হইয়াছিল। আল্লাহর শোক্‌র, আরাফা এবং শুক্রবার উভয়টিই আমাদের ঈদের দিন।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন হাশিমের গোলাম আম্মার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আম্মার (রা) বলেন ঃ একদা ইব্‌ন আব্বাস (রা) اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এই আয়াতটি পাঠ করিলে জনৈক ইয়াহূদী বলিল, যদি এই আয়াতটি আমাদের প্রতি নাযিল হইত তবে আমরা ইহা নাযিলের দিনটিকে ঈদ হিসাবে পালন করিতাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাহাকে বলিলেন, ইহা দুইটি ঈদের মধ্যে নাযিল হইয়াছে। একটি হইল ঈদ, অপরটি হইল শুক্রবার।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দন্ডায়মান অবস্থায় বিকালে আরাফায় নাযিল হইয়াছিল।

ইব্‌ন জারীর (র)......আমর ইব্‌ন কায়স সকুনী হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন কায়স সকুনী বলেন ঃ তিনি মুআবিয়া (রা)-কে মিম্বারে বসিয়া এই আয়াতটি পাঠ করিতে শুনিয়াছেন। আয়াতটি শেষ করিয়া মুআবিয়া (রা) বলেন, এই আয়াতটি আরাফা ও জুমু'আর দিনে অবতীর্ণ হয়।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত সামুরা (রা) বলেন ঃ এই আয়াতটি আরাফার দিন অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মাওকাফে অবস্থান করিতেছিলেন।

অন্য রিওয়ায়াতে তাবারানী, ইব্‌ন মারদুবিয়া ও ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন, সোমবার দিন মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন, সোমবার দিন মদীনায় প্রবেশ করেন, সোমবার দিন বদরে বিজয় লাভ করেন এবং সূরা মায়িদার اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এই আয়াতটিও নাযিল হয় সোমবার দিন। তাই সোমবার দিনের ইবাদতে বহু ফযীলত ও অধিক নেকী রহিয়াছে। তবে এই হাদীসটি গরীব এবং ইহার সনদ দুর্বল।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সোমবার দিন নবুয়াতপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সোমবার দিন মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন, সোমবার দিন মদীনায় পৌঁছেন, সোমবার দিন ইন্তিকাল করেন এবং সোমবার দিন হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদের এই বর্ণনায় সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াতটি সোমবারে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কিছু বলা হয় নাই। আল্লাহই ভালো জানেন।

তবে ইব্ন আব্বাস (রা) সম্ভবত اِثْنَيْنِ -এর দ্বারা দুই ঈদের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ণনাকারী ভুল বশত اِثْنَيْنِ দ্বারা সোমবার বুঝিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ কাহারো মতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিন সম্পর্কে সকলেই অজ্ঞাত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীর সূত্রে ইব্ন জারীর (র) আরো বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কাহারো মতে ইহার অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে সকলে অজ্ঞাত। কাহারো মতে ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিদায় হজ্জের দিন নাযিল হইয়াছিল। ইব্ন জারীর (র) এই হাদীসটি রবী ইব্ন আনাস হইতে আবূ জাফর রাযী সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর 'গাদীরে খুম'-এর দিন অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেদিন তিনি হযরত আলী (রা)-কে বলিয়াছিলেন যে, 'আমি যাহার মাওলা আলীও তাহার মাওলা।'

দ্বিতীয়ত, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই দিনটি ছিল যিলহজ্জের ১৮ তারিখ অর্থাৎ বিদায় হজ্জ হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রত্যাবর্তনের দিন।

আমার দৃষ্টিতে এই উভয় মতের একটিও সঠিক নয়। কারণ এই কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, এই আয়াতটি আরাফায় জুমু'আর দিন নাযিল হইয়াছিল। ইহা আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা), আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা), ইসলামের ইতিহাসের প্রথম বাদশাহ মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা), কুরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) ও সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে এবং শা'বী, কাতাদা ইব্ন দি'আমা ও শাহর ইব্ন হাওশাবসহ একাধিক প্রভাবশালী আলিম মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীরও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ 'আল্লাহ যে সকল বস্তু হারাম করিয়াছেন, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে যদি কেহ উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তবে সে উহা গ্রহণ করিতে পারিবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।' কারণ আল্লাহ জানেন যে, সে অক্ষমতাবশত অগত্যা হারাম বস্তু গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাই তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন।

সহীহ ইব্ন হিব্বান ও মুসনাদে (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তাঁহার বান্দাকে যে কাজে অবকাশ প্রদান করিয়াছেন তাহা গ্রহণ বা পালন করাকে তিনি সেই রকম পসন্দ করেন যেমন তিনি তাঁহার অবাধ্য পথে চলাকে অপসন্দ করেন। ইহা ইব্ন হিব্বানের বর্ণনা।

আহমাদের বর্ণনায় রহিয়াছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশ গ্রহণ না করিবে, তাহার আরাফার পাহাড় সমান পাপ হইবে।

কাতর অবস্থায় মৃত জন্তুর গোশ্ত খাওয়া তখন ওয়াজিব হইয়া দাঁড়ায়, যখন কেহ ক্ষুধাতুর অবস্থায় হালাল কোন বস্তু না পায়। আবার অবস্থার প্রেক্ষিতে ইহা কখনো মুবাহ হয়।

প্রশ্ন জাগে, বাঁচার তাগিদে অপারগ ব্যক্তি কতটুকু পরিমাণ হারাম বস্তু গ্রহণ করিতে পারিবে? যতটুকু খাইলে প্রাণ বাঁচে ততটুকু খাইবে, না পেট পুরিয়া খাইবে ? এই ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে কিতাবুল আহকামে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, যদি কোন ব্যক্তি ক্ষুধার যন্ত্রণায় বিব্রত হইয়া পড়ে, তবে এমতাবস্থায় সে কি মৃত জন্তু খাইবে, না ইহরাম অবস্থায় শিকার পাইলে শিকার করিয়া খাইবে, না অন্যের খাদ্য অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া খাইয়া নিবে এবং পরে মালিককে অবহিত করিয়া সমপরিমাণের খাদ্য দিয়া দিবে ?

এই বিষয়ে আলিমদের দুইটি অভিমত রহিয়াছে। ইমমাম শাফিঈ হইতেও দুই ধরনের দুইটি উক্তি প্রচলিত রহিয়াছে। সাধারণ লোকের ধারণা হইল, মৃত জন্তু খাওয়া হালাল হওয়ার জন্যে পূর্বে তিন দিন ক্ষুধার্ত থাকা শর্ত। এই ধারণা সঠিক নয়; বরং যখনই কোন ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় বিব্রতবোধ করিবে, তখনই তাহার জন্যে উহা গ্রহণ করা জায়েয হইবে।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ ওয়াকিদ লাইসী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়াকিদ লাইসী বলেন ঃ সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কখনো কোথাও উপস্থিত হইয়া ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়ি, তখন কি আমাদের জন্য মৃত জন্তু খাওয়া হালাল ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ যদি তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় কোন খাদ্য বস্তু বা তরকারি না পাও, তবে তখন উহা খাইতে পারিবে। এই সূত্রে হাদীসটি ইমাম আহমদই কেবল বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদ সহীহদ্বয়ের শর্তে বিশুদ্ধ।

ইব্ন জারীর (র).......আওযাঈ হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ আবার আবূ ওবায়কিদ হইতেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......জনৈক রাবী হইতে এবং হাসান হইতেও মুরসাল সূত্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আওন হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আওন বলেন ঃ আমি হাসানের নিকট সামুরার একটি পাণ্ডুলিপি পাইয়াছিলাম। আমি তাঁহাদের সামনে উহা পড়িলাম। উহাতে লিখা ছিল যে, সকাল বা সন্ধ্যার খাদ্য সংগ্রহীত না হইলে উহা ক্ষুধার চরম অবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে।

আবূ কুরাইব (র)......হযরত হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ অবস্থায় হারাম বস্তু খাওয়া হালাল ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ যখন তুমি তোমার পরিবারবর্গের জন্যে দুধ বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারিবে, তখন উহা খাওয়া হালাল হইবে।

ইব্‌ন হুমাইদ (র)......উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রের দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রের দাদা বলেন ঃ জনৈক বেদুঈন আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হালাল ও হারাম বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, পবিত্র বস্তু হালাল এবং অপবিত্র বস্তু হারাম। তবে তুমি যদি কখনো অনন্যোপায় হইয়া কোন বস্তু খাইতে বাধ্য হও, তখন হালাল- হারাম বিবেচনা না করিয়া খাইতে পারিবে। সেই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল, উক্ত অনন্যোপায় অবস্থাটি কি ? তেমনি সেই অবস্থাটিই বা কি, যে অবস্থায় আমাকে হারাম বস্তু খাওয়া হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলিলেন ঃ যখন তুমি কোন হালাল বস্তু সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইবে ও হারাম বস্তু খাইতে বাধ্য হইবে, তখন তুমি প্রয়োজনমত তোমার পরিবার-পরিজনকে উহা হইতে খাওয়াইবে এবং যখন উহা পরিহার করার অবস্থা সৃষ্টি হইবে তখন পরিহার করিবে। তুমি যদি তোমার পরিবার-পরিজনকে রাতেরবেলায় যৎসামান্য পরিমাণ পানীয় দিয়াও ক্ষুধা ও পিপাসার জ্বালা নিবারণ করিতে পার, তবে হারাম বস্তু গ্রহণ করা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে।

আবূ ওয়াকিদ লাইসীর হাদীসে উল্লেখিত مالم تصطبحوا -এর অর্থ হইল সকালের খাদ্য এবং مالم تغتبقوا অর্থ সন্ধ্যার খাদ্য। او تحتفؤا بقلافشائكم بها অর্থাৎ অথবা যদি কোন তরি-তরকারি না পাও, তবে হারাম খাদ্য হইতে ভক্ষণ করিবে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ او تحتفؤا -কে চারভাবে পড়া যায়। অর্থাৎ تحتفوأ হামযা দ্বারা, تحتفيوا – يا সাকিন ও حا সাকিন দ্বারা এবং তাশদীদ দ্বারা। ইব্‌ন জারীর স্বীয় তাফসীরে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র).......নাজীহ আমিরী হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা নাজীহ আমিরী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন্ অবস্থায় আমাদের জন্য মৃত জন্তু খাওয়া হালাল? রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদের খাদ্য কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমরা সকালে এবং বিকালে এক পেয়ালা করিয়া দুধ খাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, এই অবস্থা ক্ষুধার্ত অবস্থা। এই অবস্থায় তোমাদের জন্য মৃত জন্তুর গোশ্ত খাওয়া হালাল। একমাত্র আবূ দাউদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, তাঁহারা সকাল বিকালে যাহা খাইত তাহা তাহাদের জন্য ছিল খুবই অপ্রতুল, প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। এই জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে মৃত জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন।

কোন কোন ফিকহবিদ ইহা হইতে দলীল গ্রহণ করেন যে, এই জাতীয় লোকদের জন্য পেট পুরিয়া হারাম বস্তু খাওয়া জায়েয। কেননা এই হাদীসে 'জীবন বাঁচানোর জন্যে সামান্য পরিমাণ খাওয়া যাইতে পারে'- এই ধরনের কোন শর্তারোপ করা হয় নাই। আল্লাহই ভালো জানেন।

আবূ দাউদ (র)......হযরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত সামুরা (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি সপরিবারে 'হাররা' নামক স্থানে অবতরণ করে। এক লোক তাহাকে বলিল, আমার উটটা হারাইয়া গিয়াছে। যদি তুমি আমার উটটা পাও, তবে তোমার কাছে রাখিয়া দিও। লোকটি উটটি পাইল কিন্তু মালিককে আর পাইল না। এমন সময় উটটা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। তখন তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিল, উটটা যবেহ কর। কিন্তু সে যবেহ করিতে অস্বীকার করিল এবং পরে উটটা মারা গেল। অতঃপর তাহার স্ত্রী তাহাকে উটটার চামড়া ছাড়াইতে এবং খাওয়ার জন্য গোশ্‌ত ও চর্বি শুকাইতে বলিল। কিন্তু লোকটি অস্বীকার করিয়া বলিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি উহা করিব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন ঃ তোমার নিকট কি এতটুকু পরিমাণ খাদ্য নাই যে, উহা খাইলেও তোমার চলিবে ? লোকটি বলিল, না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তবে তোমরা উহা খাও। রাবী বলেন, এমন সময় উটটির মালিক আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে সেই লোকটি সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল। উটের মালিক বলিল, কেন আপনারা যবেহ করিলেন না ? সে উত্তরে বলিল, আপনার নিকট লজ্জিত হইব বলিয়া যবেহ করি নাই। একমাত্র আবূ দাউদই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে কেহ কেহ বলেন যে, এই ধরনের লোকদের জন্য হারাম বস্তু পেট ভরিয়া খাওয়া এবং প্রয়োজনমত কিছুদিনের জন্য সঞ্চিত রাখাও জায়েয। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত হয় না, তাহাদের জন্য অপারগ অবস্থায় হারাম বস্তু ভক্ষণ করা বৈধ।

এই আয়াতে আল্লাহ তাঁহার অনুগত বান্দাদের জন্য অপারগ অবস্থায় উহা খাওয়া জায়েয হওয়ার কথা বলিয়াছেন এবং অন্যান্যদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রহিয়াছেন। তবে সূরা বাকারার এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ 'যাহারা অনন্যোপায় হয়, অথচ অন্যায়কারী ও সীমালংঘনকারী নয়, তাহাদের কোন পাপ হইবে না।'

এই আয়াতের ভিত্তিতে ফিকহবিদগণের একটি দল বলেন ঃ সফরে নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত ব্যক্তি সফর সংক্রান্ত ব্যাপারে শরী'আতের কোন সুযোগ পাওয়ার যোগ্য নয়। পাপকার্যে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য শরী'আতের সুযোগ ও শিথিলতা প্রয়োজ্য নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

(٤) يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۭ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۡ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

৪. "তোমাকে কি তাহারা প্রশ্ন করিতেছে যে, তাহাদের জন্য কি কি জিনিস হালাল করা হইল ? তুমি বল, তোমাদের জন্য যাহা কিছু পবিত্র, তাহা হালাল করা হইল। আর আল্লাহ্র শিখানো পদ্ধতিতে তোমরা শিকারের জন্য শিক্ষা দিয়া যে পশু-পাখি নিয়োগ করিয়াছ, উহারা তোমাদের জন্য যাহা শিকার করে, তাহা এবং উহাতেও আল্লাহ্র নাম লইবে। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতে স্বাস্থ্য অথবা দীন কিংবা উভয়ের জন্য ক্ষতিকর অপবিত্র বস্তুনিচয়কে হারাম করিয়াছেন। আবার প্রয়োজনের তাগিদে সময় সাপেক্ষ সেইগুলিকে হালাল করিয়াছেন। যথা অন্যত্র আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতি হারামকৃত বস্তুগুলির বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু যদি তোমরা অনন্যোপায় হইয়া পড়, তবে তখন উহা তোমাদের জন্য হালাল।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

অর্থাৎ 'লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাহাদের জন্য কি কি বৈধ করা হইয়াছে ? বল, সমস্ত পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে।'

যথা সূরা আরাফে মুহাম্মদ (সা)-এর গুণাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার উম্মতের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করিয়াছেন এবং অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......যায়দ ইব্ন মুহালহাল তায়েঈন ও আদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যায়দ ইব্ন মুহালহাল তায়েঈন ও আদী ইব্ন হাতিম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ পাক মৃত জন্তু আমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন। আমাদের জন্য হালাল বস্তু কোন্গুলি ? তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

সাঈদ (রা) বলেন ঃ الطيبات -এর অর্থ হইল হালাল ও যবেহকৃত জন্তুসমূহ। উহাই হইল তাহাদের জন্য পবিত্র।

মুকাতিল (রা) বলেন ঃ প্রত্যেক হালাল জিনিসই হইল পবিত্র। ইহাকেই বলে রিযকে হালাল।

ইমাম যুহরী (র)-কে ঔষধ হিসাবে পেশাব খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন যে, 'উহা পবিত্র জিনিসের মধ্যে গণ্য নয়।' ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন ওয়াহাব (র) বলেন ঃ যে মাটি মানুষ খায়, উহার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে ইমাম মালিক (র) জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন, উহা পবিত্র বস্তুর মধ্যে গণ্য নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ

অর্থাৎ যে জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম লওয়া হইয়াছে উহা হালাল এবং পবিত্র। আর শিকারী কুকুর, চিতাবাঘ ও বাজপাখি প্রভৃতি তোমাদের জন্য যাহা শিকার করিবে, উহাও তোমাদের জন্য হালাল। ইহা হইল জমহূর সাহাবা, তাবিঈন ও ইমামগণের অভিমত।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ উহা হইল শিকারী কুকুর, বাজপাখি এবং প্রত্যেক পাখি যাহাকে শিকার শিক্ষা দেওয়া হয়। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন যে, খায়সামা, তাউস, মুজাহিদ, মাকহূল ও ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ বাজপাখি ও কুকুরই হইল কেবল শিকারীর অন্তর্ভুক্ত। আলী ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি অন্যান্য পাখির শিকারকে মাকরূহ বলিয়া এই আয়াতটি পড়েন ঃ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যাহ্হাক এবং সুদ্দী (র) হইতে ইব্ন জারীর (র)-ও ইহা নকল করিয়াছেন।

হান্নাদ (র)......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ বাজ বা অন্যান্য শিকারী পাখির শিকার যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায়, তবে উহা যবেহ করিয়া খাওয়া হালাল। অন্যথায় উহা খাইবে না, হালাল নয়।

জমহূর হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, শিকারী কুকুর যেমন থাবা দ্বারা যখম করে, শিকারী পাখিও তেমনি থাবা দ্বারা যখম করে। সুতরাং পাখি এবং কুকুরের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন পার্থক্য নাই। ইমাম চতুষ্টয় এবং অন্যান্যদের মতও এইরূপ। ইব্ন জারীর (র)-ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্ন হাদীসটি হইল তাঁহাদের মতের দলীল ঃ

হান্নাদ (র)......হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বাজপাখির শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ উহা তোমার জন্য যাহা শিকার করে তাহা খাইতে পার।

ইমাম আহমদ (র) এই প্রসঙ্গে কালো কুকুর সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, উহার শিকার খাওয়া জায়েয নয়। কেননা তাঁহার মতে কালো কুকুর হত্যা করা ওয়াজিব। তিনি দলীল হিসাবে সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আবূ বকর (রা)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাদীসটি এই ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তিনটি জিনিস নামায ভঙ্গ করে। গাধা, স্ত্রীলোক ও কালো কুকুর। রাবী তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, লাল কুকুর হইতে কালো কুকুরকে পার্থক্য করার কারণ কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন যে, কালো কুকুর শয়তানের দোসর।

অন্য একটি হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেন। পরে বলেন যে, সাধারণভাবে সকল কুকুর হত্যা করার প্রয়োজন নাই। উহা হইতে কালো কুকুরগুলি হত্যা কর।

শিকারী হায়েনাকে جَوَارِح বলা হয়। جَوَارِح নিষ্পন্ন হইয়াছে جرح হইতে। ইহার অর্থ হইল অর্জন করা। যথা আরবীভাষীরা বলে ঃ فلان جرح اهله خيرا —'অমুক তাহার পরিবার-পরিজনের জন্য ভাল উপার্জন করিয়াছে।' আরও বলা হয় ঃ فلان لا جارح له 'অমুক ব্যক্তির কোন উপার্জনকারী নাই।' আল্লাহ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ

অর্থাৎ 'তোমরা দিবাভাগে ভাল-মন্দ যাহা কর তাহা সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত রহিয়াছেন।'

এই বিধান সম্বলিত আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ স্বরূপ হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, ইব্ন আবূ হাতিম (র)....আবূ রাফি' (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোলাম আবূ রাফি' (রা) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সা) পাইকারিভাবে কুকুর হত্যার আদেশ করেন। অতঃপর লোকজন আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যাহা হত্যা করার আদেশ করিয়াছেন উহা দ্বারা কি আমাদের কোন ধরনের উপকার গ্রহণ করা বৈধ ? রাসূলুল্লাহ (সা) চুপ করিয়া রহিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ

ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কেহ যখন তাহার শিকারী কুকুর আল্লাহর নাম নিয়া শিকারে পাঠায় এবং শিকারী কুকুর যদি শিকার করিয়া নিজে না খাইয়া মালিকের জন্য রাখিয়া দেয়, তবে উহা খাইবে।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ রাফি (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ রাফি (র) বলেন ঃ একদা জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাহিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও ভিতরে না আসায় রাসূলুল্লাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অনুমতি প্রদান করা সত্ত্বেও আপনি আসিতেছেন না কেন ? তখন জিবরাঈল (আ) বলিলেন, যে ঘরে কুকুর থাকে, সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।

আবূ রাফি (র) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে মদীনার সকল কুকুর হত্যা করার জন্য আদেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি কুকুর হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক পর্যায়ে এক বৃদ্ধা মহিলার একটি কুকুর হত্যা করিতে উদ্যত হইলে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করিয়া দৌঁড়াইয়া তাহার মনিবের নিকট আশ্রয় নিলে কুকুরটির প্রতি আমার দয়ার উদ্রেক হয়। আমি উহাকে হত্যা করা হইতে নিবৃত্ত হই। ইহার পর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া এই কুকুরটি সম্পর্কে বলিলে তিনি আমাকে উহাও হত্যা করিতে আদেশ করেন এবং আমি দ্বিতীয়বার আসিয়া বৃদ্ধার সেই কুকুরটি হত্যা করি। ইহার পর লোকজন আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে জন্তু হত্যা করার আদেশ করিয়াছেন উহা দ্বারা কি আমরা কোন উপকার লাভ করিতে পারি ? রাসূলূল্লাহ (সা) চুপ করিয়া রহিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ

হাকিম (র) মুসতাদারাকে (র)......আবান ইব্ন সালেহ হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম বলিয়াছেন, হাদীসটি সহীহ বটে, কিন্তু সহীহদ্বয়ে ইহা বর্ণিত হয় নাই।

ইব্ন জারীর (র).....ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে ইকরিমা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ রাফিকে কুকুর হত্যা করার জন্য আদেশ করিলে তিনি হত্যা করিতে করিতে মদীনার উঁচু এলাকায় চলিয়া যান। অতঃপর আসিম ইব্ন আদী, সা'দ ইব্ন খায়সামা ও উইয়াম ইব্ন যায়িদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উহা দ্বারা কি আমরা কোন উপকার লাভ করিতে পারি ? তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

ইকরিমা (রা) হইতে সিমাকের সূত্রে হাকিম (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব কারযী বলেন ঃ এই আয়াতটি কুকুর হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে।

مُكَلِّبِيْنَ শব্দটি عَلَّمْتُمْ -এর ضمير -এর حال হইয়াছে। আর حال কর্তার অবস্থা বর্ণনা করে। অবশ্য ইহা কখনো مفعول বা কর্মকারকের অবস্থাও বর্ণনা করে। অর্থাৎ যে সমস্ত শিকারী তাদের নখ বা থাবা দ্বারা শিকার করে, উহা তোমরা খাইতে পারিবে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শিকারী জন্তু যদি আঘাত করিয়া শিকার করে, তবে উহা খাওয়া নাজায়েয। ইমাম শাফিঈর এক অভিমত ইহার অনুরূপ এবং আলিমদের একদলও এইমত পোষণ করেন।

তাই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ

'শিকারী পশুপক্ষী যাহাদিগকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়াছ, যেভাবে আল্লাহ তোমাদিকে শিক্ষা দিয়াছেন।'

শিকারী পশুপক্ষীর পরিচয় হইল, যখন তাহাকে শিকারের জন্যে প্রেরণ করা হইবে, তখন ছুটিয়া যাইবে। যখন তাহাকে ডাকা হইবে, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে। শিকার করার পর মালিক তাহার কাছে না যাওয়া পর্যন্ত শিকারী তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে, নিজের জন্য গ্রহণ করিবে না। সেই কথাই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ 'উহারা যাহা তোমাদের জন্য শিকার করে, তাহা খাইবে এবং ইহাতে আল্লাহর নাম লইবে।'

শিকার করিয়া মালিকের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল শিকারী পশুপক্ষীর বিশেষ লক্ষণ। তখন বুঝিতে হইবে, শিকার সিদ্ধ হইয়াছে। তবে উহাকে শিকারের জন্য প্রেরণ করার সময় আল্লাহ্র নাম লইতে হইবে। তখন সেই শিকার খাওয়াও হালাল হইবে যাহা শিকারী শিকার করিয়া মারিয়া ফেলে। সকল ইমাম এই কথার উপর একমত।

আলোচ্য আয়াতের সমর্থনে সহীহদ্বয় আদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি শিকারী কুকুরকে আল্লাহ্র নামে শিকারে পাঠাই এবং তখন আল্লাহ্র নাম স্মরণ করি। রাসূলুল্লাহ (সা)

বলেন ঃ শিকারী কুকুর শিকারের জন্যে প্রেরণ করা সময় আল্লাহ্র নাম নিলে উহার শিকার খাইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি সে শিকার মারিয়া ফেলে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, যদি শিকারের সময় অন্য কোন কুকুর না থাকে, তবে খাইবে। কেননা তুমি তোমার কুকুর প্রেরণ করার সময় বিসমিল্লাহ বলিয়াছ, অন্যগুলির বেলায় তুমি তো আর বিসমিল্লাহ বল নাই। আমি বলিলাম, আমি ধারালো ছুরি নিক্ষেপ করিয়া যদি শিকার করি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ যদি উহার ধারালো প্রান্ত দ্বারা নিহত হয়, তবে উহা খাইবে। কিন্তু যদি ধারহীন ভোতা প্রান্ত দিয়া নিহত হয়, তবে উহা খাইবে না।

অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে ঃ যখন তুমি তোমার কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ করিবে, তখন আল্লাহ্র নাম লইবে। অতঃপর যদি শিকার করিয়া তোমার জন্য রাখিয়া দেয় এবং যদি তুমি উহা জীবিত পাও, তবে যবেহ কর। আর যদি শিকারটি মৃত পাও এবং শিকারী যদি উহার কোন অংশ হইতে না খায়, তবে উহা খাইতে পারিবে। কেননা কুকুরের শিকারই হইতেছে যবেহ সমতুল্য।

সহীহদ্বয়ের অন্য এক রিওয়ায়াতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ যদি সে উহা খায়, তবে তুমি উহা আহার করিও না। কেননা আমার আশংকা হয়, সে উহার নিজের জন্য ধরিয়াছিল।

ইহাই হইল জমহূরের দলীল। শাফিঈদেরও শেষ মতও ইহাই। কেননা শিকারী কুকুর যদি তাহার শিকার হইতে কিছু অংশ খাইয়া ফেলে, তবে উহা সাধারণভাবে হারাম হইয়া যায়। আলোচ্য হাদীসে যেভাবে উল্লেখিত হইয়াছে, এই ব্যাপারে ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নাই। তবে পরবর্তী আলিমদের অনেকে বলেন, শিকারী কুকুর কর্তৃক আংশিকভাবে ভক্ষিত শিকার সাধারণভাবে হারাম নয়।

তাঁহাদের দলিলসমূহ

ইব্ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) বলেন ঃ হযরত সালমান ফারসী (রা) বলিয়াছেন ঃ শিকারী কুকুর যদি তাহার শিকারের এক-তৃতীয়াংশ খাইয়া ফেলে, তবুও উহা তোমরা খাও।

কাতাদা হইতে সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা বর্ণনা করিয়াছেন, সালমান (রা) হইতে মুহাম্মদ ইব্ন যায়দ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ......কাসিম ও বাক্র ইব্ন আবদুল্লাহ মুযানী হইতে বর্ণনা করেন যে, কাসিম ও বাক্র ইব্ন আবদুল্লাহ মুযানী বলেন ঃ হযরত সালমান (রা) বলিয়াছেন, কুকুর যদি এক-তৃতীয়াংশ খাইয়া ফেলে, তবুও তোমরা উহা খাও।

ইব্ন জারীর (র)......হুমাইদ ইব্ন মালিক ইব্ন খায়সামা (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ হুমাইদ ইব্ন মালিক ইব্ন খায়সামা দুয়ালী (র) সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে শিকারী কুকুর কর্তৃক ভক্ষিত শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, খাও, যদিও উহার একটি টুকরা ব্যতীত অন্য কোন অংশ অবশিষ্ট না থাকে।

শু'বা (র)......হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ কুকুর যদি এক-তৃতীয়াংশও খাইয়া ফেলে, তবুও খাও।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ যদি তুমি শিকারী কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ কর এবং সে যদি উহার এক- তৃতীয়াংশ খাইয়া ফেলে, তবে তুমি অবশিষ্টাংশ খাইতে পারিবে।

ইব্‌ন জারীর (র)......নাফি' হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ যখন তুমি তোমার শিকারী কুকুর বিসমিল্লাহ বলিয়া শিকারের জন্য প্রেরণ কর, তখন উহা তোমার জন্য যাহা শিকার করিবে, তাহা হইতে সে ভক্ষণ করুক বা উহা অভক্ষিত রাখুক, তাহা খাইতে পারিবে।

নাফি', ইব্‌ন আবূ যি'ব, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর, ইব্‌ন আব্বাস, আলী ইব্‌ন উমর, আবূ হুরায়রা, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস এবং সালমান (রা) হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে আতা ও হাসান বসরী এই ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন। যুহরী, রবী'আ ও মালিক (র) এইমত পোষণ করিয়াছেন। ইমাম শাফিঈর পূর্বের মত ছিল ইহা, ইমাম শাফিঈর এক নতুন মতেও ইহার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তাহার শিকারী কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ করে এবং শিকার এমন অবস্থায় পায় যে, শিকারী উহা হইতে কিছুটা খাইয়া ফেলিয়াছে, তবে বাকী অংশ খাইবে।

অতঃপর ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ ইহার সনদে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে এবং সালমান ফারসী (রা) হইতে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব হাদীসটি শুনিয়াছেন কিনা তাহা আজো অজ্ঞাত। বিশ্বস্ত রাবীগণ ইহা উদ্ধৃত করেন বটে, কিন্তু মারফূ' সনদে নয়, বরং সালমান ফারসীর অভিমত হিসাবে। এই ভিত্তিতে ইব্‌ন জারীর (র) ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসের সমর্থক হাদীস অন্য সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

আবূ দাঊদ (র)......আবূ সা'লাবা হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবূ সা'লাবা নামক এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার শিকারী কুকুর রহিয়াছে। সে সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত কি ? নবী (সা) বলিলেন ঃ তোমার কুকুর যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী হইয়া থাকে, তবে সে তোমার জন্য যাহা ধরিয়া আনে তাহা তুমি খাইবে। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যবেহ করিতে যদি না পারি এবং উহা হইতে যদি সে খাইয়া ফেলে ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ হ্যাঁ, যদি উহা হইতে খাইয়াও ফেলে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তীর দ্বারা শিকার সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তোমার তীর যাহাকে বিদ্ধ করিবে, উহাই খাইবে। বেদুঈন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যবেহ করিতে পারি বা না পারি উভয় অবস্থায় কি খাইব ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ তোমার দৃষ্টির আড়াল হইতেও যদি লাগে এবং তালাশ করার পর যদি পাও, তবুও খাইবে। কিন্তু উহাতে অন্য কোন শিকারীর তীরের আঘাত না থাকা উচিত। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রয়োজনবোধে মূর্তি পূজারীদের তৈজসপত্র ব্যবহার করা সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত কি ?

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ ধৌত করার পর উহাতে তুমি খাও। নাসাঈ এবং আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র)......আবূ সা'লাবা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সা'লাবা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমার শিকারী কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ করার সময় যদি তুমি আল্লাহ্র নাম লও, তবে তুমি উহা খাও। যদিও উহার কোন অংশ শিকারী খাইয়া ফেলে। আর খাও তোমার হাত তোমার জন্য যে শিকার নিয়া আসে।

উল্লেখিত উভয় হাদীসের সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী। আদী (রা) হইতে সাওরী বর্ণনা করেন যে, আদী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ তোমার শিকারী কুকুর তোমার জন্য যাহা শিকার করে, উহা খাও। আমি বলিলাম, যদি সে উহা হইতে খায় ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তবুও।

আদী (রা) হইতে হাবীবের রিওয়ায়াতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, শিকারী কুকুর তাহার শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেলিলেও বাকী অংশ খাওয়া জায়েয। তাই ইহা হইল তাঁহাদের দলীল, যাহারা শিকারী কুকুরের শিকারকৃত জন্তুর কিছু অংশ শিকারী কর্তৃক ভক্ষিত হইলেও তাহা খাওয়া জায়েয বলেন। এমন কি যাহারা তাঁহাদের সমর্থনে আছেন এবং প্রায় এইরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহারাও এইগুলি দলীল হিসাবে পেশ করেন। তাঁহাদের সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীগণ বলেন ঃ শিকারী কুকুর যদি তাহার শিকার করার সাথে সাথেই খাইয়া ফেলে, তবে তাহা খাওয়া হারাম। আদী ইব্ন হাতিম (রা)-এর হাদীস ইহার প্রমাণ স্বরূপ। কারণ নবী (সা)-এর 'যদি শিকারী শিকার খাইয়া ফেলে, তবে উহা খাইও না, কেননা আশংকা হয় যে, হয়ত শিকারী উহা তাহার নিজের জন্য শিকার করিয়াছিল'-এই কথা উহার ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু যদি শিকারী শিকার করিয়া স্বীয় প্রভুর জন্যে অপেক্ষা করে এবং দীর্ঘ অপেক্ষার পরও যদি প্রভুকে না পায়, তারপর যদি সে ক্ষুধার তাড়নায় উহা খাইয়া ফেলে, তবে এই অবস্থায় অবশিষ্টাংশ খাওয়া হালাল। এই কথার দলীল হইল আবূ সালাবার হাদীস। এই ব্যাখ্যাটি খুবই উত্তম। ইহা দ্বারা দ্বিমুখী দুই হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করা যাইতেছে।

উপরোল্লেখিত দলের ব্যাখ্যার উপর মন্তব্য করিয়া নিহায়ার লেখক আবূ মা'আলী জাওনী বলেন ঃ যদি কেহ এমন ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, তবে তাহা আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে। কেহ বলিয়াছেন, উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যা তাঁহার শিষ্যগণই করিয়াছেন।

চতুর্থ মত স্বরূপ অন্য আর একদল বলেন ঃ শিকারী কুকুরের ভক্ষিত শিকার খাওয়া হারাম। দলীল হইল আদী (রা)-এর হাদীস। তবে বাজপাখি ইত্যাদি ভক্ষিত শিকার খাওয়া হারাম নয়। কেননা উহাদিগকে শিকার করিয়া ভক্ষণের দ্বারা শিকার শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) পাখি দ্বারা শিকার সম্পর্কে বলেন ঃ শিকারের জন্যে প্রেরণ করিবার পর যদি উহা শিকার হত্যা করিয়া ফেলে, তবুও উহা খাইবে। কেননা শিকারী কুকুর শিকার করিয়া উহা নিয়া মালিকের নিকট আসে না। অন্যদিকে শিকারী পাখি শিকার করিয়া উহা নিয়া মালিকের নিকট

চলিয়া আসে এবং শিকারকে আঘাত করে না। তাই শিকারী পাখি যদি শিকারের কোন অংশ খায় এবং নখ দ্বারা আহত করে, তবুও উহা খাইবে।

ইব্রাহীম নাখঈ, শু'বা এবং হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান (র)-ও ইহা বলিয়াছেন।

ইঁহাদের দলীল হইল ইব্ন আবূ হাতিম (র)-এর বর্ণিত হাদীসটি। তিনি আদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আ'দী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কুকুর ও বাজপাখি দ্বারা শিকার করিয়া থাকি। উহা কি আমাদের জন্য হালাল ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে কোন শিকারী জন্তু যদি শিকার করিয়া উহা তোমার জন্য রাখিয়া দেয় এবং যদি উহা প্রেরণ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়া থাক, তাহা হইলে উহার শিকার খাইবে। ইহা বলার পর তিনি আরও বলিলেন যে, তুমি যে কুকুরকে আল্লাহ্র নাম নিয়া ছাড়িয়া দিবে এবং সে যে জন্তুকে ধরিয়া রাখিবে, উহা তুমি খাইবে। আমি বলিলাম, যদি সে শিকার মারিয়া ফেলে ? তিনি বলিলেন ঃ যদি মারিয়া ফেলে তবে তুমি কেন খাইবে না ? মারিয়া যদি ফেলেও এবং যদি না খায়, তবে তুমি খাইবে। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কুকুরের সঙ্গে যদি অন্য কুকুরের মিশ্রণ ঘটে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হ্যাঁ, তখন খাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আশ্বস্ত না হইতে পারিবে যে, উহা তোমার কুকুরই শিকার করিয়াছে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের গোত্রের লোকেরা তীর দ্বারা শিকার করে, উহা কি আমাদের জন্য হালাল ? তিনি বলিলেন ঃ যে তীর শিকারকে আহত করে এবং যাহা নিক্ষেপ করার সময় আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়, উহা খাইবে।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুকুরের শিকার না খাওয়ার বেলায় শর্তারোপ করিয়াছেন। কিন্তু বাজপাখির বেলায় কোন শর্তারোপ করেন নাই। সুতরাং ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, এতদুভয়ের মধ্যে আল্লাহ্র বিধানেই পার্থক্য রহিয়াছে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

'উহারা যাহা তোমাদের জন্য ধরিয়া আনে তাহা ভক্ষণ করিবে এবং ইহাতে আল্লাহর নাম লইবে।'

অর্থাৎ যখন শিকারে পাঠাইবে তখন। যথা হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা)-কে রাসুলূল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন যে, শিকারী কুকুর যদি আল্লাহর নাম নিয়া ছাড়া হয় এবং সে যদি শিকার ধরিয়া আনে, তবে উহা খাইবে।

আবূ সা'লাবার হাদীসে সহীহদ্বয়েও বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তুমি কুকুরকে শিকারের জন্য পাঠাইবে, তখন আল্লাহর নাম লইবে এবং যখন তুমি শিকার লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিবে, তখনও আল্লাহর নাম লইবে।

ইহার ভিত্তিতে ইমামগণ যথা ইমাম আহমদ (র) গুরুত্বের সঙ্গে শর্তারোপ করিয়াছেন যে, শিকারের উদ্দেশ্যে শিকারী কুকুর প্রেরণ করার সময় এবং শিকারের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করার সময় অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলিতে হইবে। কেননা আলোচ্য আয়াত এবং হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়।

জমহূরের নিকটও এই মত অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হিসাবে পরিগণিত। আয়াতের উদ্দেশ্যই হইল শিকারী প্রেরণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলার নির্দেশ দেওয়া। সুদ্দী প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের প্রেক্ষিতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ যখন শিকারী জন্তু শিকারের জন্য পাঠাইবে, তখন বিসমিল্লাহ বলিবে। তবে যদি বলিতে ভুলিয়া যাও, তবে তাহাতে দোষের কিছু নাই।

কেহ বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের মাধ্যমে খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যথা সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উমর ইব্ন আবূ সালমার পালিত মেয়েকে বলিয়াছিলেন যে, (খাওয়ার সময়) আল্লাহর নাম লও, ডান হাতে এবং সামনের দিক হইতে খাওয়া শুরু কর।

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমন অনেক লোক আমাদের জন্য গোশ্ত নিয়া আসে যাহারা নও মুসলিম। তাহারা উহা যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয় কি না তাহা কে জানে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম লইয়া উহা খাইও।

ইমাম আহমদ (র) ......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ছয়জন সাহাবীর ছোট একটি জামাত নিয়া খানা খাইতেছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন আসিল এবং সে উহা হইতে দুই লোকমা খাইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যদি লোকটি বিস্মিল্লাহ বলিত, তবে এই খাদ্য তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হইত। তাই তোমাদের কেহ যখন খানা খাইতে বসিবে, তখন বিসমিল্লাহ বলিয়া নিবে এবং যদি শুরুতে বলিতে ভুলিয়া যাও, তবে যখনই স্মরণ আসিবে তখনই বলিবে– বিসমিল্লাহি আউয়ালিহি ওয়া আখিরিহী।

ইব্ন মাজাহ (র)...... ইয়াযীদ ইব্ন হারূনের সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই হাদীসটির সনদে হযরত আয়েশা (রা) হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমায়রের মধ্যে ছেদ পড়িয়াছে। অর্থাৎ তিনি সরাসরিভাবে আয়েশা (রা) হইতে ইহা শুনেন নাই।

উপরোল্লেখিত সনদে এইরূপ যে ছেদ রহিয়াছে, উহার প্রমাণ হইল ইমাম আহমদের বর্ণিত হাদীসটি। উহা এই ঃ

ইমাম আহমদ......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ছয়জন সাহাবীর ছোট একটি জামাত নিয়া খাইতে বসেন। এমন সময় ক্ষুধার্ত এক বেদুঈন আসে এবং সে উহা হইতে দুই লোকমা খায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, লোকটি যদি বিসমিল্লাহ বলিত, তাহা হইলে উক্ত খাদ্য তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হইত। অতএব তোমরা যখন খাইতে বসিবে, তখন বিসমিল্লাহ বলিয়া নিবে। যদি খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলিতে ভুলিয়া যাও, তবে যখন স্মরণ আসিবে তখন বলিবে– بِاسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ প্রমুখ হিশাম দাস্তওয়াই হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ পর্যায়ের।

ইমাম আহমদ (র)......মুসান্না ইব্ন আবদুর রহমান খুযাঈ হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন সাহাব বলেন ঃ একদা আমি মুসান্না ইব্ন আবদুর রহমান খুযাঈর সঙ্গে 'ওয়াসিত' নামক

স্থানের উদ্দেশ্যে সফরে বাহির হই। তিনি সর্বদা খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলিতেন এবং শেষ লোকমায় বলিতেন ঃ بِاسْمِ اللّٰهِ اَوَّلِهٖ وَاٰخِرِهٖ আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলিয়া থাকেন এবং শেষ লোকমায় বলেন, بِاسْمِ اللّٰهِ اَوَّلِهٖ وَاٰخِرِهٖ তদুত্তরে তিনি আমাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ খাইতে বসিয়া যতক্ষণে বিসমিল্লাহ না বলা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান সঙ্গে খাইতে থাকে। যখন বিসমিল্লাহ বলা হয়, তখন আর শয়তান তাহার পেটে উহা রাখিতে পারে না, বমি করিয়া ফেলিয়া দেয়।

জাবির ইব্‌ন সুবাইহ রাগবী ও আবূ বাশার বসরীর সূত্রে নাসাঈ ও আবূ দাউদ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মুঈন বলেন, হাদীসটির রাবী নির্ভরযোগ্য। তবে আবুল ফাতাহ আযদী বলেন, ইহা দ্বারা দলীল দেওয়া যাইব না।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে খাইতে বসিতাম, তখন তিনি খাদ্যে হাত না দেওয়ার পূর্বে আমরা কেহ হাত দিতাম না। একদা আমরা তাঁহার সঙ্গে খানা খাইতেছিলাম, এমন সময় একটি মেয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে আসিল এবং (মনে হইল) কে যেন তাহাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিতেছিল। আসিয়াই সে খানা উঠাইয়া মুখে দিতে চাহিল। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) মেয়েটির হাত ধরিয়া ফেলেন। ইত্যবসরে একজন বেদুঈন আসিল। আসিয়াই সে খাদ্যে হাত দিতে উদ্যত হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যদি আহারের সময় বিসমিল্লাহ বলা না হয়, তবে শয়তান সেই খাদ্য তাহার জন্য হালাল করিয়া নেয়। সে আমাদের সঙ্গে খাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে এই বাচ্চা মেয়েটার সঙ্গে আসিয়াছে, আমি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়াছি। তারপর সে এই বেদুঈনের সঙ্গে আসিয়াছে। আমি তাহার হাতও ধরিয়া ফেলিয়াছি। যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার কসম! এই দুইজনের হাতের সাথে শয়তানের হাতও আমার হাতের মধ্যে রহিয়াছে। আ'মাশের সনদে মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে...... ইব্‌ন জুবাইজ (র)-এর সূত্রে মুসলিম এবং তিরমিযী ব্যতীত সকল আহলে সুনান বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন কোন লোক বাড়িতে প্রবেশ করার সময় ও আহার করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তখন শয়তান (তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গদিগকে) বলে, তোমাদের জন্য না আছে রাত্রি কাটানোর জায়গা, আর না আছে রাত্রের আহারের ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে কেহ যদি বাড়িতে প্রবেশ করার সময় ও আহারের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে, তবে শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি কাটানোর এবং রাত্রের আহারের সংস্থান পাইয়াছ। ইহা হইল আবূ দাউদের রিওয়ায়াত।

ইমাম আহমদ (র)......জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসিয়া তাঁহাকে বলেন, আমরা আহার করি কিন্তু আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হই না। রাসুলূল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর। তোমরা সকলে মিলিয়া একত্রে আহার করিবে এবং বিসমিল্লাহ বলিবে। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের খাদ্যে বরকত দিবেন।

ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিমের সূত্রে ইব্ন মাজাহ এবং আবূ দাউদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫) اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ، وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ، وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍ ، وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ، وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৫. "আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হইল। আর আহলে কিতাবদের খাদ্যও তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাহাদের জন্য হালাল ; আর পবিত্র ঈমানদার নারী ও আহলে কিতাবদের পবিত্র নারী এই শর্তে হালাল, যখন তোমরা তাহাদের মাহর আদায় করিবে এবং উহা বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে হইবে, স্ফূর্তির জন্য ও গোপন প্রেমের জন্য হইবে না। যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়া কুফরী করিল, সে তাহার আমল বরবাদ করিল। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্যতম হইল।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইতিপূর্বে তাঁহার মু'মিন বান্দাদের জন্য অপবিত্র জিনিসসমূহ হারাম এবং পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল বলিয়া ঘোষণা দেওয়া পর বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার লক্ষ্যে বলেন ঃ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

অর্থাৎ 'আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস বৈধ করা হইল।'

ইহার পর ইয়াহূদী ও নাসারাদের যবেহকৃত জন্তু সম্পর্কে বলেন ঃ

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُو الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ

অর্থাৎ 'যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ।'

ইব্ন আব্বাস, আবূ উমামা (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, ইকরিমা, আতা, হাসান, মাকহূল, ইবরাহীম নাখঈ, সুদ্দী ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) প্রমুখ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের মধ্যে উল্লেখিত طعام -এর অর্থ হইল তাহাদের যবেহকৃত জন্তুসমূহ।

এই ব্যাপারে সকল আলিম একমত যে, তাঁহাদের যবেহকৃত জন্তু মুসলমানদের জন্য হালাল। কেননা তাহারাও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করাকে হারাম মনে করে এবং তাহারা যবেহ করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো নাম নেয় না। যদিও আল্লাহ সম্বন্ধে তাহাদের অমূলক কিছু আকীদা রহিয়াছে যাহা হইতে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) হইতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ খায়বারের যুদ্ধে আমি চর্বি ভর্তি একটা মশক পাইয়াছিলাম। আমি উহা নিজের অধিকারে নিয়া বলিলাম যে, আজ আমি ইহার অংশ কাহাকেও দিব না। তারপর আমি এদিক ওদিক তাকাইতেছিলাম। এমন সময় দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং মৃদু হাসিতেছেন।

ইহা দ্বারা ফিকহবিদগণ দলীল দেন যে, গনীমতের মালের মধ্য হইতে বন্টনের পূর্বে পানাহারের কোন বস্তু ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করা জায়েয রহিয়াছে। আলোচ্য হাদীসের নিরিখে ইহা প্রমাণিত হয় বটে।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে হানাফী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারীগণ মালিকীদের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, 'তোমরা যে বল, কিতাবীদের জন্য যে খাদ্য হালাল, আমাদের জন্যও তাহা হালাল। অথচ ইয়াহূদীরা চর্বিকে হারাম মনে করে এবং মুসলমানরা উহাকে হালাল বলিয়া খায়। তবে কি তোমরা উহা মুসলমানদের জন্যও হারাম বলিয়া বিশ্বাস কর ? কারণ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল। অথচ ইহা তাহাদের খাদ্য নয়।' অবশ্য জমহূরও এই হাদীস দ্বারা দলীল দিয়াছেন।

তবে এই ব্যাপারে আরও কথা রহিয়াছে। কেননা হাদীসে উল্লেখিত ব্যাপারটা হইল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। ইহাও হইতে পারে যে, উহাতে যে চর্বি ছিল তাহা তাহাদের বিশ্বাসমতে বৈধ মেরুদণ্ড ও আঁত সংলগ্ন চর্বি ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইহা হইতেও অধিক শক্তিশালী ও সহীহ হাদীস হইল এইটি যে, খায়বারবাসী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাজা রোষ্ট করা একটি বকরী হাদীয়া স্বরূপ দিয়াছিল। উহারই সিনার গোশ্তে বিষ মাখানো ছিল। কেননা তাহারা জানিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সিনার গোশত বেশি ভালবাসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সেই গোশত মুখে দিয়া দাঁত দ্বারা স্পর্শ করামাত্র বিষযুক্ত বকরীর সিনা বলিয়া উঠিল, আমাতে বিষ মিশ্রিত রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা থু থু করিয়া ফেলিয়া দিলেন। তবুও উহার ক্রিয়া তাঁহার সামনের দাঁতে তিনি অনুভব করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বাশার ইব্ন বাররা ইব্ন মা'রূরও খাইতে বসিয়াছিলেন। তিনি বিষক্রিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তবে যে ইয়াহূদী মহিলা এই দুষ্কর্ম করিয়াছিল, তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল যয়নব।

এই হাদীস হইতে দলীল নেওয়া হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং তাঁহার সঙ্গীদের নিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং উহার যে যে অংশের চর্বি তাহারা হারাম মনে করে, উহা বাহির করা হইয়াাছে কিনা তিনি তাহাও জিজ্ঞাসা করেন নাই।

অন্য হাদীস হইতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, একদা জনৈক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দাওয়াত করিয়া তাঁহাকে যবের রুটি এবং পুরাতন শুকনা চর্বি খাইতে দেয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মাকহূল হইতে বর্ণনা করেন যে, মাকহূল (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

এই আয়াতটি নাযিল করার পর উহা রহিত করেন এবং মুসলমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া নাযিল করেন ঃ

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ

অর্থাৎ ইহা নাযিল করিয়া আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের খাদ্যকে মুসলমানদের জন্য হালাল করিয়া দিয়াছেন।

এই সম্পর্কে মাকহূল (র) বলেন ঃ আহলে কিতাবদের যবেহকৃত জন্তু খাওয়ার অর্থ এই নয় যে, যে জন্তুর বেলায় তাহারা আল্লাহর নাম স্মরণ না করিবে, উহাও হালাল হইবে। কেননা কিতাবীদের মধ্যে মুশরিকও রহিয়াছে যাহারা যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয় না। এমনকি তাহাদের মাংস খাওয়া কেবল যবেহ করার উপরই নির্ভরশীল নয়; বরং তাহারা মৃত জন্তুর মাংসও ভক্ষণ করে। কিন্তু যথার্থ আহলে কিতাবরা এমন নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে সামিরা, সায়িবা এবং ইবরাহীম (আ) ও শীষ (আ)-এর ধর্মানুসারীগণও অন্তর্ভুক্ত।

ইহাদের আহলে কিতাব হওয়া সম্পর্কে আলিমদের একটি দলের সমর্থন রহিয়াছে। তেমনি আরবের খ্রিস্টান যথা বনূ তাগলিব, বনূ তানুখ, বনূ বাহরা, বনূ জুযাম, বনূ লাখমা ও বনূ আমিলা প্রভৃতি।

তবে জমহূরের (র) মতে ইহাদের যবেহকৃত জন্তু খাওয়া যাইবে না।

ইব্ন জারীর (র)........ মুহাম্মদ ইব্ন উবাইদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দা (র) বলেন ঃ আলী (রা) বলিয়াছেন, তোমরা বনূ তাগলিব গোত্রের যবেহকৃত জন্তু খাইও না। কেননা তাহারা খ্রিস্টানদের আদর্শ হইতে মদ্যপান ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করে নাই।

পূর্বসুরী এবং উত্তরসূরী বহু মনিষী এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

তবে কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব ও হাসান বসরীর মত হইল, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বনূ তাগলীবের যবেহকৃত জন্তু খাওয়াতে কোন দোষ নাই।

এখন কথা হইল মজূসীদের ব্যাপারটা। মজূসীদের নিকট হইতে খ্রিস্টানদের মত যদিও জিযিয়া নেওয়া হয় এবং যদিও আহলে কিতাবদের সমান মর্যাদা তাহাদের দেওয়া হয়, তবুও তাহাদের যবেহকৃত জন্তু খাওয়া যাইবে না এবং তাহাদের মহিলাদিগকে বিবাহও করা যাইবে না।

এই মতের একমাত্র বিরোধিতা করিয়াছেন ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর অন্যতম অনুগামী আবূ সাওর ইবরাহীম ইব্ন খালিদ কালবী। তিনি ইহার বিপরীত মন্তব্য করার পর ইমামদের মধ্যে সমালোচনার ব্যাপক ঝড় উঠে। ফকীহগণ তাহার কথার তীব্র প্রতিবাদ জানান। এমন কি ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বাল (র) তো বলিয়াই ফেলিলেন যে, তাহার নাম যথার্থই আবূ সাওর। অর্থাৎ বলদের বাবা।

অবশ্য আবূ সাওর (র) একটি মুরসাল হাদীসকে সামনে রাখিয়া এই মন্তব্য করিয়াছিলেন। হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা তাহাদের সাথে (মজূসীদের সাথে) আহলে কিতাবদের ন্যায় ব্যবহার কর।

কিন্তু আবূ সাওর যে ভাষ্যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন উহা প্রমাণিত নয়। তবে সহীহ বুখারীতে আবদুর রহমান ইব্ন আওফের রিওয়ায়াতে এইটুকু পাওয়া যায় যে, রাসূল (সা) হিজরের মজূসীদের নিকট হইতে জিযিয়া গ্রহণ করিতেন।

যদি আমরা এই হাদীসটি সহীহ হিসাবে ধরিয়া নিই এবং উহার সাধারণ অর্থ গ্রহণ করি, তবুও বলার থাকে যে, আলোচ্য আয়াতাংশের উল্লেখিত বিশিষ্ট কিতাবী ব্যতীত অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বীদের যবেহ আমাদের জন্য হারাম।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

অর্থাৎ 'তোমাদের যবেহকৃত জন্তুর গোশত তাহাদিগকে খাওয়ান তোমাদের জন্য বৈধ।'

তবে ইহা দ্বারা এই অর্থ গ্রহণ করা ঠিক হইবে না যে, তাহাদের ধর্মে তোমাদের যবেহকৃত জন্তু তাহাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে। হ্যাঁ, বেশি হইলে ইহা বলা যায় যে, তাহাদিগকে তাহাদের কিতাবে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যে জীব আল্লাহর নামে যবেহ করা হইবে, উহা খাইবে। হউক তাহা তোমাদের ধর্মের অনুসারী কেহ বা অন্য ধর্মের কোন ব্যক্তির যবেহ।

অবশ্য প্রথম উক্তিটি সুন্দর অর্থাৎ তোমরা কিতাবীদিগকে তোমাদের যবেহকৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করাও, যেমন তোমরা তাহাদের যবেহকৃত জন্তুর গোশ্ত খাইতে পার।

আসলে ব্যাপারটা অদল-বদলের মত প্রায়। যথা নবী (সা) মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সুলূলকে নিজের জামা দ্বারা কাফন দিয়াছিলেন এবং সেই কাফনেই তাহাকে দাফন করা হইয়াছিল।

ইহার কারণ স্বরূপ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা) যখন মদীনায় আগমন করিয়াছিলেন, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই তাঁহাকে নিজের জামাটি প্রদান করিয়াছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) উহার বিনিময় স্বরূপ তাহার কাফনের জন্য নিজের জামা প্রদান করেন।

একটি হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাহারো সঙ্গে উঠাবসা করিবে না এবং আল্লাহ ভীরু মুত্তাকী ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিজেদের খাদ্য খাইতে দিবে না।

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটি উপরে উল্লেখিত অদল–বদলের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো ঠিক হইবে না। কেননা হয়ত মুস্তাহাব হিসাবে এই হুকুম দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ

অর্থাৎ 'সতী-সাধ্বী মুসলিম মহিলা বিবাহ তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে।'

অবশ্য উল্লেখিত আয়াতাংশটিকে আলোচ্য বিষয়ের অবতরণিকা হিসাবে ধরা যাইতে পারে। কেননা ইহার পরই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ 'তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে।'

কেহ কেহ বলেন ঃ এই স্থানে مُحْصَنَاتُ -এর অর্থ হইল আযাদ মহিলা, দাসী নয়।

ইব্ন জারীর (র) ইহা মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদের পূর্ণ বক্তব্য হইল এই ঃ مُحْصَنَاتُ অর্থ আযাদ মহিলা। তাই বুঝা যায় যে, দাসীরা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার এই অর্থ করা যাইতে পারে যে, ইহা দ্বারা সতী-সাধ্বী সচ্চরিত্রা স্বাধীন নারীদিগকে বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ হইতে অন্য আর একটি রিওয়ায়াতে এইরূপ উল্লেখিত হইয়াছে। জমহূরেরও এই মত। তাই ইহাই সঠিক মত। তাহা না হইলে যিম্মী এবং এবং অসতী দুশ্চরিত্রা নারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে এবং ইহার ফলে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হইবে। সমাজের সুস্থ পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে পাল্টাইয়া যাইবে। স্বামী তখন সাক্ষী গোপালে পরিণত হইবে।

আলোচ্য আয়াতাংশের প্রকাশ্য অর্থে সেই সব নারীকে বুঝান হইয়াছে যাহারা ব্যভিচারিণী নহে; বরং সতী নারী। যথা আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَّلاَ مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ

অর্থাৎ 'মুহসিনাত হইল তাহারা, যাহারা উপপতি গ্রহণ করে না এবং ব্যভিচারিণী নয়।'

এখন কথা হইল যে, আহলে কিতাবদের স্বাধীন নারী ও দাসী সকলেই কি ইহার অন্তর্ভুক্ত ?

ইব্ন জারীর পূর্ববর্তী মনিষীদের একদলের অভিমত উদ্ধৃত করেন যে, مُحْصَنَاتُ -এর অর্থ হইল সচ্চরিত্রা মহিলা।

কেহ কেহ বলেন ঃ ইহা দ্বারা বনী ইসরাঈলী কিতাবীদের কথা বলা হইয়াছে। ইমাম শাফিঈর মতও ইহা।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা আযাদ নয়; বরং যিম্মী নারীকে বুঝান হইয়াছে। ইহার দলীল হইল এই, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ 'যাহারা পরকাল ও আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তাহাদের সাথে যুদ্ধ কর।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) খ্রিস্টান নারী বিবাহ করা নাজায়েয বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, তাহাদের অপেক্ষা বড় মুশরিক আর কে হইতে পারে, যাহারা ঈসা (আ)-কে রব বলিয়া বিশ্বাস করে ? কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتُ حَتّٰى يُؤْمِنَّ। অর্থাৎ 'মুশরিক নারীগণ যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتُ حَتّٰى يُؤْمِنَّ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণ মুশরিকা মহিলা বিবাহ করা হইতে বিরত থাকেন। ইহার পর যখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ তখন হইতে আবার সাহাবীগণ কিতাবী মহিলাদেরকে বিবাহ করা শুরু করেন এবং ইহাকে তাহারা আলোচ্য আয়াতাংশের দলীলে নির্দোষ এবং জায়েয বলিয়া মনে করিতে থাকেন।

তবে এই আয়াতটিকে সূরা বাকারার নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বে কিতাবী মহিলারাও وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتُ حَتّٰى يُؤْمِنَّ আয়াতের সাধারণ অর্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ব্যতীত উল্লেখিত আয়াতাংশদ্বয়ের মধ্যে অন্য কোন বৈপরীত্য দেখা যায় না।

অবশ্য আরো বহু আয়াতের মধ্যে মুশরিক এবং আহলে কিতাবদেরকে পৃথক করিয়া দেখান হইয়াছে। যথা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

অর্থাৎ 'কিতাবী ও মুশরিকদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, তাহারা আপন আপন মতে অবিচলিত ছিল যতক্ষণ না তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে।'

অন্য আরও একস্থানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিক ও আহলে কিতাবদেরকে পৃথক করিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا

অর্থাৎ 'তুমি কিতাবী ও উম্মীগণকে বল, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিবে ? যদি মুসলিম হও তাহা হইলে পথপ্রাপ্ত হইবে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

'যখন তোমরা তাহাকে তাহাদের নির্দিষ্ট মাহর দিয়া দাও।' অর্থাৎ যেহেতু তাহারা নিজেদেরকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাই তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য মাহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়া দাও।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ, আমের, শা'বী, ইব্রাহীম নাখঈ ও হাসান বসরী প্রমুখের ফতওয়া হইল এই যে, যদি কোন লোক বিবাহ করার পর তাহার স্ত্রী তাহার সঙ্গে সহবাস করার পূর্বে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাহাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে এবং স্ত্রীকে দেয়া স্বামীর পূর্ণ মাহর ফেরত দিতে হইবে। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِىْ اَخْدَانٍ

অর্থাৎ 'তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ কর বিবাহের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার বা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নহে।' মানে নারীদের ব্যাপারে যেমন সচ্চরিত্রবতী এবং ব্যভিচারিণী না হওয়ার শর্তারোপ করা হইয়াছে, তেমনি পুরুষদের বেলায়ও সচ্চরিত্রের শর্তারোপ করা হইয়াছে।

এই জন্য আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ 'ব্যভিচারের জন্য নহে।' তাহারা যেন অসৎ উদ্দেশ্যে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে এবং কোন সম্পর্কের কারণে যেন নির্লজ্জ কার্যে লিপ্ত না হয়। وَلَا مُتَّخِذِىْ اَخْدَانٍ 'আর না উপপত্নী গ্রহণের জন্য।' অর্থাৎ প্রেমিকারা বিশেষত তাহার প্রেমিকের সাথে অবৈধভাবে যৌনকর্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। সূরা নিসায় এই বিষয় বিশদ আলোচনা হইয়াছে।

এই কারণেই ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রা) বলিয়াছেন যে, ব্যভিচারিণী নারী যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার জঘন্য ও নির্লজ্জ ব্যভিচারকর্ম হইতে তওবা না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে কোন সৎপুরুষের জন্য বিবাহ করা জায়েয নহে।

অনুরূপভাবে কোন ব্যভিচারী পুরুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার ব্যভিচারকর্ম হইতে তওবা না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার জন্য কোন চরিত্রবতী নারীকেও বিবাহ করা জায়েয নহে।

হাদীসেও রহিয়াছে ঃ 'বেত্রাঘাতে সাজাপ্রাপ্ত ব্যভিচারী একমাত্র তাহার মত ব্যভিচারিণীকেই বিবাহ করিতে পারিবে।'

ইব্ন জারীর (র).......হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন ঃ একদা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছিলেন যে, কোন মুসলমান ব্যভিচারীর সাথে আমি কোন সতী-সাধ্বী মুসলমান নারীর বিবাহ হইতে দিব না। ইহা শুনিয়া উবাই ইব্ন কা'ব (রা)

বলিয়াছিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! শিরক তো ইহা হইতে বড় পাপ। তথাপি মুশরিকদের তওবাও তো কবূল করা হয়।

এই সম্বন্ধে আমরা নিম্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব ঃ

اَلزَّانِىْ لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

'ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী মহিলা কিংবা মুশরিক নারী ছাড়া বিবাহ করিবে না এবং ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক নারী ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা মুশরিক ভিন্ন বিবাহ করিবে না। মু'মিনদের জন্য ইহাই শাস্তি।'

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ঈমান প্রত্যাখ্যান করিবে, তাহার আমল নিস্ফল হইবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

(٦) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৬. "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের প্রস্তুতি নাও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত কর, আর তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং তোমাদের পদদ্বয় গোড়ালী পর্যন্ত; এবং যদি তোমরা অপবিত্র থাক তাহা হইলে পবিত্রতা অর্জন কর। আর যদি তোমরা রুগ্ন হও কিংবা সফরে থাক কিংবা তোমাদের কেহ বাহ্যক্রিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন কর অথবা তোমরা নারী স্পর্শ কর, তারপর পানি না পাও, তাহা হইলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় উহা দ্বারা মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদিকে কষ্ট দিতে চাহেন না এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে চাহেন। আর তোমাদের উপর তাঁহার নিআমত পূর্ণ করিতে চাহেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী অধিকাংশ মুহাদ্দিস বলেন ঃ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ অর্থ হইল, যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াইবার ইচ্ছা করিবে, তখন যদি অপবিত্র থাক তবে উযূ করিবে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ঘুম হইতে উঠিয়া যদি নামাযে দাঁড়াইবার ইচ্ছা কর, তবে তখন উযূ করিবে। অবশ্য উল্লেখিত উভয় উক্তির ভাবার্থ প্রায় একই।

কেহ বলিয়াছেন ঃ আয়াতটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা নামাযে দাঁড়াইবার পূর্বে উযূ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাই যদি কেহ পবিত্র না থাকে, তবে তাহার জন্য নামাযের পূর্বে উযূ করা ফরয এবং যদি পবিত্র থাকে, তবে তাহার জন্য উযূ করা মুস্তাহাব।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ইসলামের প্রথমদিকে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযূ করা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু পরে এই নির্দেশ রহিত করা হয়।

ইমাম আহমদ (র)......সুলায়মান ইব্‌ন বুরাইদার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইব্‌ন বুরাইদার পিতা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযূ করিতেন। তবে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি উযূ করিয়া মোজার উপর মাসেহ করিয়াছিলেন এবং একই উযূতে বেশ কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়েন। ইহা দেখিয়া উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যাহা করিলেন এমন তো আর কখনো করিতে দেখি নাই! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে উমর! ইহা আমি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাকৃতভাবেই করিয়াছি।

আলকামা ইবনে মারসাদ (র) হইতে সুফিয়ান সাওরীর সনদে মুসলিম এবং আহলে সুনানগণও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্‌ন মাজাহয় সুফিয়ান হইতে আলকামা ইব্‌ন মারসাদের স্থলে মুহাবির ইব্‌ন দিসারের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। অবশ্য উভয়ে সুলায়মান ইব্‌ন বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইব্‌ন জারীর (র)......ফযল ইব্‌ন মুবাশশার হইতে বর্ণনা করেন যে, ফযল ইব্‌ন মুবাশশার (র) বলেন ঃ আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহকে এক উযূতে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়িতে দেখিয়াছি। তবে পেশাব করিলে বা অন্য কারণে উযূ ভাঙ্গিয়া গেলে উযূ করিতেন। আর উযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারাই মোজা মাসেহ করিতেন। তাঁহার এইরূপ আমল দেখিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি ইহা নিজের মতানুসারে করিতেছেন? তিনি বলিলেন, না, আমি নবী (সা)-কে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। তাই আমিও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করিতেছি।

যিয়াদ বাকাই হইতে ইব্‌ন মাজাহও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর হইতে বর্ণনা করেন ঃ উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি কি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরকে উযূ থাকুক বা না থাকুক প্রত্যেক নামাযে উযূ করিতে দেখিয়াছেন ? অন্যথায় এই হাদীসটি আপনি কাহার সনদে বর্ণনা করেন ? তিনি বলিলেন, আমাকে আসমা বিনতে যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, তাঁহাকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হানযালা ইব্‌ন গাসীল (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক নামাযে উযূ করিতে আদেশ করিয়াছেন, চাই উযূ থাকুক বা না থাকুক। কেহ যদি প্রত্যেক নামাযে উযূ করিতে অপারগ হয়, তবে উযূ থাকা অবস্থায় তাহাকে মিসওয়াক করার আদেশ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) দেখেন যে, তাঁহার ইহা করার শক্তি রহিয়াছে, তাই তিনি আমৃত্যু প্রত্যেক নামাযের বেলায় নতুন করিয়া উযূ করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র)......উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাঊদ (র) আরো বলেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর সূত্রে ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ (র)-ও ইহা উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে পূর্বানুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদও সহীহ। সনদের ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ নাই। ইব্ন আসাকির (র) বলেন, ইহার সনদ সকল দুর্বলতা হইতে মুক্ত। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন হিব্বান সালমা ইব্ন ফযল (র)-এর সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

যাহা হউক, এই ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের আমৃত্যু আমলের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক নামাযে নতুনভাবে উযূ করা মুস্তাহাব। জমহূরের মাযহাবও ইহা বটে।

ইব্ন জারীর (র).......ইব্ন সিরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন সিরীন (র) বলেন ঃ খুলাফায়ে রাশেদীন প্রত্যেক নামাযে নতুন উযূ করিতেন।

ইব্ন জারীর (র).......ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইক্রিমা (রা) বলেন ঃ হযরত আলী (রা) প্রত্যেক নামাযে উযূ করিতেন এবং এই আয়াতটি পড়িতেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا......

ইব্ন মুসান্না (র)......নিযাল ইব্ন সাবুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নিযাল ইব্ন সাবুরা (রা) বলেন ঃ একদা আমি দেখিলাম, আলী (রা) যোহরের নামায পড়িলেন। অতঃপর জনসমক্ষে বসিলেন। ইতিমধ্যে পানি নিয়া আসা হইলে তিনি মুখ ও হাত ধৌত করেন। ইহার পর তিনি মাথা এবং দুই পা মাসেহ করেন। অবশেষে তিনি বলেন, ইহা হইল তাহার উযূ যাহার উযূ নষ্ট হয় নাই।

ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম (র)......ইব্রাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আলী (রা) হালকাভাবে উযূ করিয়া বলেন যে, যাহাদের উযূ নষ্ট হয় নাই, ইহা হইল তাহাদের উযূ।

হযরত আলী (রা) হইতে রিওয়ায়াতকৃত আসারগুলির একটি অপরটির সাহায্যে মযবূত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। ফলে ইহা শক্তিশালীরূপে পরিগণিত হইতেছে।

ইব্ন জরীর (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ উমর (রা) একদা সংক্ষিপ্তভাবে উযূ করিয়া বলেন যে, যাহাদের উযূ বিনষ্ট হয় নাই, ইহা তাহাদের উযূ। ইহার সনদ সহীহ।

মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন (র) বলেন ঃ খলীফাদের প্রত্যেকে প্রত্যেক নামাযে নতুনভাবে উযূ করিতেন।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ উযূ নষ্ট না হইলেও উযূ করাটা বাড়াবাড়ি। তবে ইহার সনদ দুর্বল। অবশ্য যাহারা মনে করে যে, উযূ নষ্ট হউক বা না হউক, প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুন উযূ করা জরুরী, তাহারা বাড়াবাড়িই করেন বটে। কেননা প্রত্যেক নামাযে নতুন উযূ করা মুস্তাহাবের পর্যায়ভুক্ত। হাদীস দ্বারাও এই কথা প্রমাণিত হয়।

ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ নবী (সা) প্রত্যেক নামাযে নতুন করিয়া উযূ করিতেন। আমর ইব্ন

আমের আনসারী বলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারাও কি সেইরূপ করিতেন ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমরা উযূ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এক উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়িতাম। বুখারী (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং সুনান রচয়িতাগণ আমর ইব্‌ন আমির (রা) হইতে অন্য সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ থাকিতে উযূ করিবে, তাহার জন্য দশটি নেকী লিখা হইবে।

আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে আফ্রিকীর সনদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, ইহার সনদ দুর্বল।

ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদল লোক বলেন ঃ এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে এই কথা অবহিত করানোর জন্য যে, নামায ব্যতীত অন্য কোন কাজে উযূ করা ওয়াজিব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূ ভাঙ্গিয়া গেলে আবার উযূ না করিয়া কোন আমলই করিতেন না।

আবূ কুরাইব (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আলাকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাসের পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাসের পিতা বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ (সা) পেশাব করার ইচ্ছা করিতেন, তখন আমরা তাঁহার সাথে কথা বলিলে তিনি কথা বলিতেন না এবং সালাম দিলেও সালামের জবাব দিতেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই কঠোরতা হইতে অবকাশ দিয়া এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ .

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... আবূ কুরাইব হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীসটি নিতান্ত দুর্বল এবং এই হাদীসের সনদে যে জাবিরের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি হইলেন জাবির ইব্‌ন যায়দ জু'ফী। তিনি দুর্বল রাবী বলিয়া চিহ্নিত।

আবূ দাউদ (র)...... হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) শৌচ করিয়া আসিলে তাঁহার সামনে খানা হাযির করা হয় এবং বলা হয় যে, উযূ করার জন্য পানি আনিব কি? উত্তরে তিনি বলেন আমি একমাত্র নামায পড়ার বেলায় উযূ করিতে নির্দেশিত হইয়াছি।

ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি আহমদ ইব্‌ন মুনীয়ের সূত্রে এবং নাসাঈ ইসমাঈল হইতে যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ূবের সূত্রে ইহা রিওয়ায়াতে করিয়াছেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

মুসলিম (র)...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি শৌচকার্য হইতে ফিরিয়া আসেন এবং তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জন্য খানা নিয়া আসা হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উযূ করিবেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ খুব কম, নামাযের ওয়াক্তেই আমি উযূ করিয়া থাকি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় একদল আলিম বলেন ঃ উযূর মধ্যে নিয়্যত ফরয। কেননা বলা হইয়াছে যে, اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ অর্থাৎ 'যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করিয়া নাও।' যথা আরবরা বলেন ঃ اذا رائيت الامير فقم - 'যখন আমীরকে দেখ তখন দাঁড়াইয়া যাও', অর্থাৎ আমীরের জন্য দাঁড়াও। সহীহদ্বয়ে আসিয়াছে যে,

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى .

অর্থাৎ 'প্রত্যেক আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি উহাই পাইবে যাহা সে নিয়্যত করিয়াছে।'

উযূর সময় মুখমণ্ডল ধৌত করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। কারণ হাদীসে শক্তিশালী সূত্রে একদল সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূতে বিসমিল্লাহ বলে নাই, তাহার উযূই হয় নাই।

তেমনি উযূর পানি রাখা পাত্রে হাত দেওয়ার পূর্বে হাত ধুইয়া নেওয়া মুস্তাহাব। বিশেষত ঘুম হইতে উঠিয়া উযূ করার পূর্বে হাত ধুইয়া নেওয়ার ব্যাপারে তাগিদ রহিয়াছে।

এই বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমাদের কেহ ঘুম হইতে সজাগ হইবে, তখন যেন সে তাহার হাত তিনবার না ধোয়ার পূর্বে উযূর পানির পাত্রে হাত না দেয়। কেননা কে জানে রাত্রে তাহার হাত কোথায় গিয়াছিল।

ফিকহবিদদের নিকট মুখমণ্ডলের দৈর্ঘ্যসীমা হইল কপালের চুলের প্রথম ভাগ হইতে থুতনি পর্যন্ত এবং প্রস্থের সীমা হইল দুই কানের লতি পর্যন্ত।

অবশ্য কপালের চুলের শুরুটা মুখমণ্ডলের মধ্যে শামিল কি না, এই বিষয়ে ইখতিলাফ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া দাড়ির প্রলম্বিত অংশের লোমগুলি মুখমণ্ডল ধৌত করার ফরযিয়াতের মধ্যে শামিল কিনা, এই বিষয়ে দুইটি উক্তি রহিয়াছে।

এক, উহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পানি পৌঁছান ওয়াজিব। কেননা উহা মুখমণ্ডলে শামিল এবং মুখমণ্ডলের সাথে অবিচ্ছেদ্য।

হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তির দাড়ি ঢাকা অবস্থায় দেখিয়া বলেন, উহা খুলিয়া ফেল। কেননা দাড়ি মুখমণ্ডলের সঙ্গে সংযুক্ত।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ দাড়ি চেহারার অংশবিশেষ। আরবীভাষীরা যুবকের দাড়ি গজাইলে বলে যে, তাহার চেহারা প্রকাশিত হইয়াছে।

দাড়ি ঘন হইলে উযূর সময় উহা খেলাল করাও মুস্তাহাব।

ইমাম আহমদ (র)...... শাকীক হইতে বর্ণনা করেন যে, শাকীক বলেন ঃ আমি উসমান (রা)-কে উযূ করিতে দেখিয়াছি। তিনি উযূর মধ্যে মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় তিনবার দাড়ি খেলাল করেন। অতঃপর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উসমান (রা) বলেন, তোমরা আমাকে যেইভাবে উযূ করিতে দেখিলে, ঠিক এইভাবেই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উযূ করিতে দেখিয়াছি। আবদুর রাযযাকের সনদে ইব্‌ন মাজাহ ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (রা) বলেন, ইহা হাসান-সহীহ পর্যায়ের এবং বুখারীও ইহাকে হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র)...... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) উযূ করার সময় অঞ্জলী ভরিয়া থুতনির নিচে পানি দিতেন এবং দাড়ি খেলাল করিতেন। একদা তিনি বলেন, এইভাবে করিতে আল্লাহ্ পাক আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন।

একমাত্র আবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহা আনাস (রা) হইতে অন্য সূত্রেও বর্ণনা করা হইয়াছে।

বায়হাকী বলেন ঃ হুযূর (সা)-এর দাড়ি খেলাল করার ব্যাপারে আম্মার, আয়েশা এবং উম্মে সালমা (রা) হইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। আলী (রা) প্রমুখ হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা তরক করার ব্যাপারে বর্ণিত হইয়াছে ইব্‌ন উমর ও হাসান ইব্‌ন আলী (রা) হইতে এবং ইমাম নাখঈ ও তাবিঈদের একটি দলও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ্ হাদীসে বিভিন্ন সূত্রে হযরত রাসূল (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি যখন উযূ করিতেন, তখন কুলি করিতেন এবং নাকে পানি দিতেন।

এই বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রহিয়াছে যে, উযূ এবং গোসলের মধ্যে কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব, না মুস্তাহাব ?

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের মতে উযূ এবং গোসল উভয়ের মধ্যে ইহা ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম মালিকের মতে উভয় সময়ে ইহা মুস্তাহাব। ইমামদ্বয়ের দলীল হইল সুনানসমূহে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি, যাহাকে ইব্‌ন খুযায়মা সহীহ্ বলিয়াছেন।

হাদীসটি হইল এই যে, রিফা'আ ইব্‌ন রাফি যারকী (র) হইতে ইব্‌ন খুযায়মা বর্ণনা করেন ঃ তাড়াহুড়া করিয়া নামায আদায়কারী এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে যেইভাবে উযূ করার নির্দেশ দিয়াছেন, তুমি সেইভাবে উযূ কর।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ গোসলে ইহা ওয়াজিব কিন্তু উযূতে ওয়াজিব নয়।

ইমাম আহমদ (র) হইতে অন্য রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, উভয়ক্ষেত্রে নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব, কুলি করা ওয়াজিব নয়। তাঁহার দলীল হইল এই ঃ সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উযূ করিবে সে নাকে পানি দিবে।

অন্য রিওয়ায়াত আসিয়াছে যে, তোমাদের কেহ যখন উযূ করিবে, তখন নাকের ছিদ্র দুইটির মধ্যে পানি প্রবেশ করাইবে, তাহার পর নাক ঝাড়িয়া ফেলিবে।

الإِنْتِثَار। অর্থ হইল নাকের ছিদ্রের মধ্যে পানি ঢুকাইয়া উত্তমরূপে উহা পরিষ্কার করা।

ইমাম আহমদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) উযূ করিতে বসিয়া হস্তদ্বয় ধৌত করিলেন, ইহার পর এক অঞ্জলি পানি নিয়া কুলি করিলেন এবং এক হাত দিয়া নাকে পানি দিয়া অন্য হাতের সাহায্যে নাক পরিষ্কার করিলেন। অতঃপর মুখমণ্ডল ধৌত করিলেন। অতঃপর অঞ্জলিপূর্ণ পানি নিয়া ডানহাত ধৌত করিলেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নিয়া বাম হাত ধৌত করিলেন। ইহার পর মাথা মাসেহ করিলেন। আরেক অঞ্জলি পানি নিয়া ডান পায়ে ঢালিয়া দিয়া উহা ধৌত করিলেন। পরিশেষে আর এক অঞ্জলি পানি নিয়া বাম পা ধৌত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এইভাবে উযূ করিতে দেখিয়াছি।

আবূ সালমা মানসূর ইব্ন সালমা খুযাঈ হইতে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম ও বুখারী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ – 'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করিবে', অর্থাৎ কনুইসহ।
যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا.

অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের মালসহ ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করিও না।'

হাফিয দারে কুতনী এবং আবূ বকর বায়হাকী (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করার সময় স্বীয় কনুইদ্বয়ের উপর দিয়া পানি বহাইতেন।

কিন্তু এই হাদীসের রাবী কাসিম অগ্রহণযোগ্য এবং তাহার দাদা দুর্বল রাবী হিসাবে প্রসিদ্ধ। আল্লাহ ভাল জানেন। যে উযূ করে, তাহার জন্য উত্তম হইল উযূর সময় কনুইর সহিত বাহুদ্বয়ও ধুইয়া নেওয়া।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে নুআইম আল-মুজমির সনদে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন উযূর চিহ্নগুলি উজ্জ্বল অবস্থায় আনীত হইবে। সুতরাং তোমাদের সম্ভব হইলে ঔজ্জ্বল্যের সীমা বৃদ্ধি করিয়া নিবে।

মুসলিম (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি আমার বন্ধু রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ মু'মিনকে সেই স্থান পর্যন্ত অলংকার পরানো হইবে, যে স্থান পর্যন্ত তাহার উযূর পানি পৌছিবে।

وَامْسَحُوْا بِرُوُسِكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের মাথা মাসেহ করিবে।' স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, ইহার মাধ্যমে بِ অক্ষরটি সম্পৃক্ততা বা মিলাইয়া দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা আংশিক অর্থ বুঝানোর জন্যও ব্যাবহৃত হইতে পারে। তবে এই অর্থ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। এই বিষয়ে দুইটি অভিমত রহিয়ছে।

উসূলবিদগণের কেহ কেহ বলিয়াছেন, যেহেতু আয়াতের বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত, তাই হাদীসে ইহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছে, তাহাই কর্তব্য।

সহীহদ্বয়ে......আমর ইব্ন ইয়াহিয়া মুযানীর পিতা হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ জনৈক ব্যক্তি আমর ইবনে ইয়াহিয়ার দাদা বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন কাসিমকে বলেন, আপনি উযূ করিয়া আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূ দেখাইয়া দিবেন কি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, পানি নিয়া আইস । সে পানি নিয়া আসিলে তিনি প্রথমে হস্তদ্বয় দুইবার করিয়া ধুইলেন। ইহার পর তিনবার কুলি করিলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করিলেন ও হাতের কনুই সমেত দুইবার ধুইলেন। ইহার পর দুই হাতের তালু দিয়া মাথা মাসেহ করিলেন অর্থাৎ হাতের তালুদ্বয় মাথার প্রথমাংশ হইতে শুরু করিয়া গ্রীবা পর্যন্ত নিলেন ও সেখান হইতে আবার মাথার সামনের দিকের প্রথমাংশে নিয়া আসিলেন। তারপর পদদ্বয় ধৌত করিলেন।

হযরত আলী (রা) হইতে আব্দে খায়রের রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূর বিবরণ প্রায় একইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মুআবিয়া ও মিকদাদ ইব্ন মাদী কারিব (রা) হইতে আবূ দাউদের অন্য একটি হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূর বিবরণে প্রায় একইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

যাহারা বলেন যে, সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয, উল্লেখিত হাদীসসমূহ তাঁহারা দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন। যথা ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল। আর যাহারা কুরআনের আয়াতকে সংক্ষিপ্ত মনে করিয়া হাদীসকে উহার ব্যাখ্যা হিসাবে গণনা করেন, তাঁহাদের মাযহাবও ইহা।

হানাফীগণ বলেন, মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয। উহার পরিমাণ হইল ললাটের সমান।

আমাদের শাফিঈদের অভিমত হইল যে, সাধারণতভাবে মাথা মাসেহ ফরয। উহার কোন নির্ধারিত পরিমাণ নাই। মাথার চুলের একাংশের উপর মাসেহ করিলেই হইল। অথচ উভয় পক্ষের দলীল হইল হইল মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর হাদীসটি। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সফরে চলার পথে পিছনে থাকিয়া যান। আমিও তাঁহার সঙ্গে পিছনে থাকিয়া যাই। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রাকৃতিক কার্য সারিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কাছে পানি আছে কি ? আমি পাত্রে করিয়া তাঁহার নিকট পানি নিয়া আসিলাম। অতঃপর তিনি দুই পাঞ্জা ও মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর হাতের উপর হইতে জুব্বা সরাইয়া উভয় হাত ধুইলেন। অতঃপর ললাট সমেত চুল ও পাগড়ি এবং মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করিলেন। মুসলিম ইত্যাদিতে পূর্ণ হাদীসটি রহিয়াছে।

ইহার উত্তরে ইমাম আহমদ ও তাঁহার সঙ্গীগণ বলেন ঃ এই স্থানে তিনি মাথার প্রথমাংশের উপর মাসেহ করিয়া অবশিষ্টাংশ পাগড়ির উপরে পূর্ণ করেন। আমাদের কথাও ইহাই। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বহু হাদীস রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বরাবরই পাগড়ি এবং মোজার উপর মাসেহ করিতেন। এই ব্যাখ্যাই উত্তম। ইহা দ্বারা কখনো প্রমাণিত হয় না যে, মাথার কিয়দংশ বা শুধুমাত্র কপাল সমেত চুল মাসেহ করিলেই হইল এবং পাগড়ির উপর মাসেহ করিতে হইবে না। আল্লাহ ভাল জানেন।

দ্বিতীয়ত, মাথার তিনবার মাসেহ করা মুস্তাহাব, না একবার করিলেই যথেষ্ট ? এই ব্যাপারে ইখতিলাফ রহিয়াছে।

ইমাম শাফিঈর মতে তিনবার মাসেহ করিতে হইবে। আর যাহারা একবার মাসেহ করাই যথেষ্ট মনে করেন, তাহারা হইলেন ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল ও তাঁহার সঙ্গীগণ।

দলীল

আবদুর রাযযাক ......হুমরান ইব্ন আবান হইতে বর্ণনা করেন যে, হুমরান ইব্ন আবান বলেন ঃ আমি উসমান ইব্ন আফ্ফানকে দেখিয়াছি যে, তিনি উযূ করিতে বসিয়া প্রথমে দুই কব্জি পর্যন্ত তিনবার করিয়া ধৌত করেন। তারপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। তারপর ডান হাতের কনুইসহ তিনবার ধৌত করেন। তারপর বাম হাতের কনুইসহ সেই রকম ধৌত করেন। তারপর মাথা মাসেহ করেন। তারপর ডান পায়ের গোড়ালীসহ তিনবার ধৌত করেন। তারপর বাম পায়ের গোড়ালীসহ তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই রকম উযূ করিতে দেখিয়াছি। তাই

এখন আমি সেই রকম উযূ করিলাম। এই রকম উযূ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আমার মত উযূ করিয়া দুই রাকাআত নামায পড়িবে এবং উযূ ও নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে যদি কোন না বলে, তবে তাহার পিছনের সকল পাপ মাফ হইয়া যায়।

যুহরীর সূত্রে সহীহদ্বয়ও এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

উসমান হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কার সনদে সুনানে আবূ দাঊদও একবার মাথা মাসেহ করার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আলী (রা) হইতে আব্দে খায়রের রিওয়ায়াতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে যাহারা একাধিকবার মাথা মাসেহ করার কথা বলেন, তাহাদের দলীল হইল উসমান (রা) হইতে বর্ণিত মুসলিমের হাদীসটি। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উযূর প্রত্যেক অঙ্গকে তিনবার করিয়া ধৌত করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র)......হুমরান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুমরান বলেন ঃ 'আমি উসমান (রা)-কে উযূ করিতে দেখিয়াছি। অর্থাৎ তিনিও পূর্বোল্লিখিত রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাঁহার বর্ণনায় কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়ার কথা উল্লেখ নাই। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, উসমান (রা) তিনবার মাথা মাসেহ করেন এবং উভয় পা তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এইরূপে উযূ করিতে দেখিয়াছি। উযূ শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি এইরূপে উযূ করিবে, তাহার জন্য ইহাই যথেষ্ট। একমাত্র দাঊদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত উসমান (রা) হইতে যে সকল সহীহ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বারা একবার মাথা মাসেহ করাই প্রমাণিত হয়।

وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ-'এবং পায়ের গিরা পর্যন্ত ধৌত করিবে।' فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ -এর উপর عطف করিয়া اَرْجُلَكُمْ -কে যবর দেওয়া হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) اَرْجُلَكُمْ -কে যবর দিয়া পড়িয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন যে, ইহাকে فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ -এর উপর عطف করা হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা), উরওয়া, আতা, ইকরিমা, হাসান, মুজাহিদ, ইব্রাহীম, যাহ্হাক, সুদ্দী, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, যুহরী ও ইব্রাহীম তাইমী (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পা ধোয়া ওয়াজিব। পূর্ববর্তী মনিষীদের কথাও ইহা। জমহূর উলামা ইহা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, উযূর মধ্যে তারতীবও ওয়াজীব।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ইহা বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন যে, উযূর মধ্যে তারতীব ওয়াজীব নয়; বরং যদি কেহ প্রথমে পায়ের গ্রন্থিদ্বয় ধৌত করে এবং ইহার পর যদি মুখমণ্ডল ধৌত করে, তবুও তাহার উযূ হইয়া যাইবে। কেননা আয়াতের মধ্যে অঙ্গগুলি ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। আয়াতের মধ্যকার واو তারতীবের জন্য নয়।

জমহূর উলামা উহার কয়েকটি জবাব দিয়াছেন। একটি হইল যে, এই আয়াতটি দ্বারা নামাযে দাঁড়াইবার সময় প্রথমে মুখমণ্ডল ধুইতে বলা হইয়াছে। আর فا এইস্থানে تعقيب -এর

জন্য আসিয়াছে। অর্থাৎ ইহা তারতীব বা ধারাবাহিকতার দাবিদার। সেক্ষেত্রে এই কথা কেহই বলিতে পারিবে না যে, প্রথমে মুখমণ্ডল ধৌত করা ওয়াজিব নয়। প্রথমটিকে যখন প্রথম স্থানে রাখা হইতেছে, তখন অন্যগুলি বিচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন করিবে, ইহা কেমন কথা ? তাই বলা যায় যে, আয়াতের বিবরণের ধারা অনুযায়ী উযূর অঙ্গগুলি ধোয়া ওয়াজিব।

ইহার জবাবে অপর একদল বলেন ঃ সাধারণ অর্থে কোন তারতীব নাই তাহা আমরা মানি না। কেননা অঙ্গগুলি ধোয়ার ব্যাপারে প্রথমে মুখমণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমে যখন মুখমণ্ডল ধোয়ার কথা বলিয়াছেন তখন বুঝা যায়, উহার বিবরণ অনুসারে ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও ওয়াজীব। পরন্তু সকলে সর্বসম্মতিক্রমে এই কথার উপর একমত।

ইহার জবাবে কেহ কেহ বলেন ঃ واو যে তারতীবের জন্য নয়, এই কথা অসমর্থনযোগ্য। বরং ইহা তারতীবের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা বহু ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ এবং আইন শাস্ত্রবিদ এখানে واو তারতীবের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত দিয়াছেন।

অবশ্য যদি আমরা মানিয়াও নিই যে, আভিধানিক অর্থে واو তারতীবের জন্য নয়; তবুও বলার থাকে যে, শরী'আতের পরিভাষা, ইহার শৃংখলা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য হইলেও তারতীব বজায় রাখা কর্তব্য।

ইহার দলীল স্বরূপ পেশ করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিয়া সাফা নামক তোরণ দিয়া বাহির হইয়া আসেন, তখন তিনি পাঠ করিতে ছিলেন ঃ انَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰه

অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি সেখান দিয়া শুরু করিব যেখান দিয়া আল্লাহ শুরু করিয়াছেন। ইহা হইল মুসলিমের বর্ণনা। নাসাঈর বর্ণনায় এইরূপ রহিয়াছে যে, তোমরা সেখান হইতে শুরু কর, যেখান দিয়া আল্লাহ শুরু করিয়াছেন। ইহাতে তারতীবের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার সনদও সহীহ। অর্থাৎ ইহা দ্বারা এই কথা বুঝা যায় যে, তারতীবের সঙ্গে কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ হাত এবং পা ধৌত করার মধ্যভাগে যখন মাসেহ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝা যায় যে, এইভাবে বলার উদ্দেশ্য হইল তারতীব বজায় রাখা।

কেহ বলেন ঃ ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন শুআয়বের দাদা ও তাঁহার পিতা হইতে আমর ইব্ন শুআয়বের সূত্রে আবূ দাউদ প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উযূর অঙ্গগুলি একবার একবার ধৌত করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন ঃ এই হইল উযূ, ইহা ব্যতীত আল্লাহ নামায কবূল করেন না।

এই হাদীসটির বিশ্লেষণের দুইটি দিক হইতে পারে। এক, হয়ত রাসূলুল্লাহ (সা) তারতীবের সঙ্গে উযূ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (রা) যদি তারতীবের সঙ্গে উযূ করিয়া থাকেন তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তারতীব ওয়াজীব।

দুই, পক্ষান্তরে যদি তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তারতীব ছাড়া উযূ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তারতীব ওয়াজীব নয়। অথচ রাসূলুল্লাহর (সা)-এর এলোমেলোভাবে উযূ করার কথা কেহ বলেন নাই। তাই বুঝা যায় যে, উযূর মধ্যে তারতীব ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, وَاَرْجُلَكُمْ -কে وَاَرْجُلِكُمْ -ও পড়া হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাই শী'আ সম্প্রদায় দলীল গ্রহণ করিয়াছেন যে, পায়ের উপরও মাসেহ করা ওয়াজিব। কেননা তাহারা বলেন যে, ইহার সংযোগ হইল মাথা মাসেহ করার সঙ্গে। তাই মাথার পরে পা মাসেহ করিতে হইবে। পূর্ববর্তী কোন কোন মনিষী হইতে এইরূপ বর্ণিত হওয়ার কারণে পা মাসেহ করার পক্ষেও একটা দল গজাইয়া উঠে।

ইব্ন জারীর (র)......হুমাইদ হইতে বর্ণনা করেন যে, হুমায়দ (র) বলেন ঃ এক মজলিসে মূসা ইব্ন আনাস হযরত আনাস (রা)-কে বলেন, একদা হাজ্জাজ আহওয়ায নামক স্থানে পবিত্রতার উপর এক ভাষণ দেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, পবিত্রতা অর্জনের জন্যে মুখমণ্ডল ধৌত করিবে, উভয় হাত ধুইবে, মাথা মাসেহ করিবে এবং পা ধুইবে। সাধারণত পায়ের তলায় ধুলা-ময়লা বেশি লাগিয়া থাকে। তাই উহার উপর, নীচ এবং গোড়ালী সুন্দর করিয়া ধৌত করিবে। ইহা শুনিয়া আনাস (রা) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা সত্য বলিয়াছেন, কিন্তু হাজ্জাজ মিথ্যা বলিয়াছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা মাথা এবং পা মাসেহ করিতে বলিয়াছেন। অবশ্য আনাস (রা) পা মাসেহ করার পূর্বে উহা তিনি পানিতে ভিজাইয়া নিতেন। ইহার সনদ সহীহ।

ইব্ন জারীর (র)......আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ কুরআনে পা মাসেহ করার নির্দেশ আসিয়াছে, কিন্ত সুন্নাত হইল ধৌত করা। ইহার সনদও সহীহ।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উযূর মধ্যে দুইটি অঙ্গ ধুইতে হয় এবং দুইটি অঙ্গ মাসেহ করিতে হয়। কাতাদা হইতে সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

অর্থ হইল, মাথা এবং পা মাসেহ করা।

এক রিওয়ায়াতে ইব্ন উমর, আলকামা, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী, হাসান ও জাবির ইব্ন যায়দ (র) হইতে এবং অন্য রিওয়ায়াতে মুজাহিদ (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)...... আইয়ূব হইতে বর্ণনা করেন যে, আইয়ূব বলেন ঃ আমি ইকরিমাকে পদদ্বয় মাসেহ করিতে দেখিয়াছি।

ইব্ন জারীর (র)......শা'বী হইতে বর্ণনা করেন যে, শা'বী বলেন ঃ জিবরাঈলের মাধ্যমে পা মাসেহ করার হুকুম নাযিল হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা দেখিতেছ না কি, যে অঙ্গগুলি ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তায়াম্মুমের মাধ্যমে উহা ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে।

ইসমাঈল হইতে ইয়াযীদ সূত্রে ইব্ন আবূ যিয়াদ বর্ণনা করেন যে, ইসমাঈল একদা আমর (রা)-কে বলেন যে, লোকে বলে, জিবরাঈল (আ) পা ধোয়ার নির্দেশ নিয়া অবতরণ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ) পা মাসেহ করবার হুকুম নিয়া নাযিল হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, এই সকল অভিমত ও মন্তব্যসমূহ খুবই দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। তবে তাহারা হয়ত মাসেহ দ্বারা হালকাভাবে ধোয়ার কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কেননা হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত সত্য যে, পদদ্বয় ধৌত করা ওয়াজিব।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আলোচ্য বাক্যাংশকে যের দিয়া পড়ার অর্থ হইল বাক্যের সৌন্দর্য ও সংগতি বজায় রাখা। যথা আরবরা বলিয়া থাকে ঃ جحر صب خرب তেমনি কুরআনেও রহিয়াছে ঃ وَعَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُس خُضْرٌ وَّاسْتَبْرَقَ মোট কথা আরবরা ভাষার সৌন্দর্যের খাতিরে একইভাবে হরকত দিয়া থাকে।

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ শাফিঈ বলিয়াছেন ঃ মাসেহ করার অর্থ হইল যখন পায়ে মোজা থাকিবে, তখন মাসেহ করা।

কেহ বলিয়াছেন ঃ যদিও আয়াতের দ্বারা মাসেহ করার কথা বুঝায়, তবুও এই মাসেহর উদ্দেশ্য হইল হালকাভাবে ধৌত করা। এই সম্বন্ধে উল্লেখিত প্রত্যেকটি হাদীসের মর্মার্থও ইহা।

মোট কথা আয়াতের অর্থমতে পা ধোয়া ফরয বুঝায়। পরন্তু যে সমস্ত হাদীস ইতোপূর্বে পেশ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা এই কথা বুঝান হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে হাফিয বায়হাকী একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা এইরূপ ঃ আবূ আলী রোযবাদী (র)......হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নাযাল ইব্ন সাবুরা বলেন ঃ একদা আলী (রা) কূফায় বসিয়া যোহরের নামাযের পর জনসাধারণের বিভিন্ন কাজে বসিলে কাজ করিতে করিতে আসরের ওয়াক্ত হইয়া যায়। তখন তাঁহার জন্য পানি আনা হইলে তিনি উহা হইতে অঞ্জলি ভরিয়া মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, মাথা ও পদদ্বয় মাসেহ করেন এবং অবশিষ্ট পানি দাঁড়াইয়া পান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, লোকেরা দাঁড়াইয়া পানিপান করাকে অপসন্দনীয় মনে করে। অথচ আমি যাহা করিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও উহা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ এই ধরনের উযূ হইল সেই ব্যক্তি জন্য, যাহার উযূ নষ্ট হয় নাই। প্রায় একই অর্থে সহীহ মুসলিমেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, শী'আদের মধ্যে যাহারা পা মাসেহ করা মোজা মাসেহ করার মতই মনে করে, তাহারা ভুল বুঝিয়াছে এবং ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছে। তেমনি যাহারা উযূর মধ্যে পা মাসেহ করা বা ধৌত করা উভয়ই জায়েয মনে করেন, তাহারাও ভুলের মধ্যে রহিয়াছেন।

যাহারা আবূ জাফর ইব্ন জারীরের উদ্ধৃতি দিয়া এই কথা বলেন যে, হাদীসের অর্থে পা ধোয়া ওয়াজিব বলিয়া বুঝা যায় এবং কুরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মাসেহ করা ওয়াজিব, তাহারাও শব্দের অর্থের বিভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। কেননা এই ব্যাপারে ইব্ন জারীর স্বীয় তাফসীরে যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ হইল, উযূর মধ্যে বিশেষত পদদ্বয়কে ডলিয়া ডলিয়া ধোয়া। কেননা উহাতে ময়লা মাটি ইত্যাদি জড়ায়। তাই উহা রগড়াইয়া ধোয়া ওয়াজিব। এই কথাটি বুঝাইতে ইব্ন জারীর মাসেহ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার ফলে অনেকে বুঝিয়াছেন যে, তিনি মাসেহ করা এবং ধৌত করাকে এইভাবে সামঞ্জস্য দান করিয়াছেন। মূলত মাসেহ দ্বারা তিনি ইহা বুঝান নাই। তিনি বুঝাইয়াছেন রগড়াইয়া ধোয়া। তাহা মূল ধৌতের আগে হউক বা পরে।

অনেক ফিকহবিদ ইমাম ইব্‌ন জারীরের মাসেহ শব্দের সঠিক অর্থ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া ইহাকে মুশকিল বা অমীমাংসিতব্য বিষয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের দোষ নয়। কেননা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। মোটকথা আমি আয়াতের যে অর্থ করিয়াছি, ইমাম ইব্‌ন জারীর তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

অবশেষ আমি চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখিলাম যে, তিনি উভয় পঠনরীতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ ارجلكم -কে যের দিয়া পড়ার ক্ষেত্রে মাসেহর অর্থ হইল রগড়ান এবং যবর দিয়া পড়ার ক্ষেত্রে অর্থ হইল ধোয়া। মানে পদদ্বয় ভাল করিয়া রগড়াইয়া ধৌত করা।

পা ধোয়া ওয়াজিব সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

ইতোপূর্বে আমীরুল মু'মিনীন উসমান, আলী, ইব্‌ন আব্বাস, মু'আবিয়া, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসিম, মিকদাদ ইব্‌ন মাদীকারাব (রা) প্রমুখ হইতে মতান্তরে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উযূর মধ্যে একবার, দুইবার অথবা তিনবার পা ধুইয়াছেন। অন্য আর একটি হাদীসে আমর ইব্‌ন শু'আয়বের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার পিতা ও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার দাদা বলেন ঃ হুযূর (সা) উযূতে পা ধৌত করেন এবং বলেন- এই হইল উযূ যাহা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা নামায কবূল করেন না।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে আওয়ানার সূত্রে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ একদা এক সফরে রাসূল (সা) আমাদের হইতে কিছুটা পিছনে পড়িয়া যান। এমন সময় আসরের ওয়াক্ত সমাগত হইলে আমরা উযূ করিতে প্রবৃত্ত হই। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়েন এবং আমাদের পা ধোয়া দেখিয়া তিনি উচ্চস্বরে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ যথাযথভাবে উযূ কর। অগ্নি পায়ের গোড়ালীর জন্য অমঙ্গল করিবে।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে মুসলিম এবং আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহদ্বয়ের বর্ণিত হইয়াছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যথাযথভাবে উযূ কর। পায়ের গোড়ালির জন্য অগ্নির অমঙ্গল রহিয়াছে।

লায়স ইব্‌ন সা'দ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিরয হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিরয বলেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, পায়ের গোড়ালী এবং পায়ের পাতার জন্য অগ্নির অমঙ্গল রহিয়াছে। বায়হাকী ও হাকিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদও বিশুদ্ধ।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) পাহাড়ের উপর উঠিয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, পায়ের গোড়ালির জন্য আগুনের শাস্তি রহিয়াছে।

আসওয়াদ ইব্‌ন আমির (র)...... হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক ব্যক্তির উযূর মধ্যে

পায়ের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুষ্ক দেখিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, পায়ের গোড়ালির জন্য আগুনের অমঙ্গল রহিয়াছে।

ইব্‌ন মাজাহ ও ইব্‌ন জারীর (র) আবূ ইসহাকের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আলী ইব্‌ন মুসলিম (র)......জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এক সম্প্রদায়কে উযূ করিতে দেখেন। অথচ তাহাদের পায়ের গোড়ালিতে পানি না পৌঁছার কারণে তিনি তাহাদিগকে বলেন, পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য জাহান্নামের আগুনের শাস্তি রাহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......মুআইকিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুআইকিব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য জাহান্নামের আগুনের শাস্তি অবধারিত রহিয়াছে। এই হাদীসটি একমাত্র আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য অমঙ্গল রহিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা বলার পর বিশিষ্ট কি সাধারণ, এমন কোন লোক ছিলেন না যিনি মসজিদে ঢুকিয়া নিজের পায়ের গোড়ালি যথাযথভাবে ধোয়া হইয়াছে কিনা তাহা না দেখিতেন।

আবূ কুরাইব (র)......আবূ উমামা (রা) অথবা আবূ উমামার ভাই হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) অথবা তাঁহার ভাই বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক সম্প্রদায়কে নামায পড়িতে দেখেন। তাহাদের একজনের পা অথবা পায়ের গোড়ালির এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুকনা ছিল অথবা নখের গোড়ায় পানি পৌঁছে নাই। তখন তিনি বলিলেন ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য আগুনের অমঙ্গল রহিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর হইতে কোন লোক যদি দেখিত যে, তাহার পায়ের সামান্য পরিমাণ জায়গা শুকনা রহিয়াছে, তাহা হইলে সে পুনরায় উযূ করিত।

ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উযূর মধ্যে পদদ্বয় ধৌত করা ফরয। যদি তাহা না হইয়া মাসেহ ফরয হইত, তবে রাসূলুল্লাহ (সা) সামান্য একটু জায়গা শুষ্ক থাকিলে জাহান্নামের এমন কঠিন ভীতি প্রদর্শন করিতেন না। অথচ মাসেহর সময় সমস্ত পা মাসেহ করা হয় না। মোজার উপর যেমন মাসেহ করা হয়, অনুরূপভাবে পায়ে উপর হাত বুলান হয় মাত্র। ইহাতে পায়ের অনেকাংশই শুষ্ক থাকে। শী'আদের মুকাবিলায় ইমাম আবূ জাফর ইব্‌ন জারীরও এই দলীল ও যুক্তি পেশ করিয়াছেন।

মুসলিম (র)......হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে সহীহ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি উযূ করিলে হুযূর (সা) লক্ষ্য করেন যে, তাহার পা নখ পরিমাণ শুষ্ক রহিয়াছে। হুযূর (সা) তখন তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, যাও, দ্বিতীয়বার সুন্দর করিয়া উযূ করিয়া আইস।

বায়হাকী (র)......হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি উযূ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) লক্ষ্য করেন যে, তাহার পায়ের এক নখ পরিমাণ জায়গা শুকনা রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন ঃ যাও, দ্বিতীয়বার সুন্দর করিয়া উযূ কর।

আবূ দাউদ হারূন ইব্ন মারূফ হইতে ইব্ন মাজাহ হারমালা ইব্ন ইয়াহিয়া হইতে ইহারা উভয়ে ইব্ন ওয়াহাবের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদ অতি চমৎকার এবং ইহার প্রত্যেক রাবী বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। কিন্তু আবূ দাউদ বলেন, এই হাদীসটি পরিচিত নয়। একমাত্র ইব্ন ওয়াহাবের রিওয়ায়াত ব্যতীত ইহা অন্য কোন রিওয়ায়াতে পাওয়া যায় না। অবশ্য ইব্ন ওয়াহাব ...... হাসান হইতে কাতাদার অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......খালিদ ইব্ন মা'দান হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জনৈক স্ত্রী বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক ব্যক্তিকে নামায পড়িতে দেখেন যাহার পায়ের উপরিভাগে এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুষ্ক ছিল ও সেখানে পানি পৌঁছে নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সেই লোকটিকে পুনরায় উযূ করার জন্য আদেশ করেন। বাকীয়ার সনদে আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি الصلوة। শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন ইহার সনদ সহীহ, উত্তম ও শক্তিশালী। আল্লাহই ভাল জানেন।

উসমান (রা) হইতে হুমরান সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি উযূর সময় পায়ের অংগুলি খেলাল করিতেন।

আহলে সুনান (র)......আসিম ইব্ন লাকীত ইব্ন সিবরার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আসিম ইব্ন লাকীত ইব্ন সিবরার পিতা বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উযূ সম্পর্কে বলুন! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ উযূকে পূর্ণতায় পৌঁছাও। অঙ্গুলী খেলাল কর। যদি রোযাদার না হও তো নাকের ভিতরে পানি পৌঁছাও।

ইমাম আহমদ (র)......আমর ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন আব্বাস বলেন ঃ আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উযূ সম্পর্কে বলুন। তখন রসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ যখন কেহ উযূ করিতে প্রবৃত্ত হয় ও কুলি করে এবং নাকে পানি দেয়, তখন তাহার কুলি ও নাকের পানির সাথে নাক ও মুখের পাপসমূহ ঝরিয়া পড়িয়া যায়। অতঃপর সে যখন আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তাহার দাড়ি বাহিয়া মুখমণ্ডলের সমস্ত পাপ ঝরিয়া যায়। যখন সে হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত করে, তখন উযূর পানির সাথে তাহার হাতের পাপসমূহ বাহিয়া পড়িয়া যায়। যখন সে মাথা মাসেহ করে, তখন মাথার সমস্ত পাপ মাসেহের পানির সাথে চলিয়া আসে। অতঃপর যখন সে পদদ্বয় আল্লাহ্র আদেশমত ধৌত করে, তখন তাহার পদদ্বয়ের আংগুল বাহিয়া পায়ের পাপরাশি ঝরিয়া পড়িয়া যায়। অবশেষে সে যখন উযূ শেষ করিয়া আল্লাহ্র যথাযোগ্য প্রশংসা পূর্বক দুই রাকাআত নামায সমাপ্ত করিয়া বাহির হয়, তখন সে পাপ হইতে এমনভাবে পবিত্রতা লাভ করে যেন সে আজ মাত্র তাহার জননীর উদর হইতে ভূমিষ্ট হইয়াছে।

ইহা শুনিয়া আবূ উমামা আমর ইব্ন আবাসাকে বলিলেন, হে আমর! আপনি আরও চিন্তা করুন। সত্যিই কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা বলিয়াছিলেন ? মানুষ কি একই সময় এত কিছু লাভ করিবে ? উত্তরে আমর ইব্ন আবাসা বলিলেন, হে আবূ উমামা! আমি এখন বয়োবৃদ্ধ, আমার অস্থি দুর্বল হইয়া গিয়াছে, আমি এখন প্রায় মৃত্যুর কোলে শায়িত। এমতাবস্থায় আল্লাহর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করিয়া আমার কি লাভ ? আমি ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট

একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, বরং ইহা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সাতবার অথবা উহার অধিকবার শুনিয়াছি। ইহার সনদ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।

অন্য সূত্রে এই হাদীসটি মুসলিমেও বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে এই কথাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর তিনি স্বীয় পদদ্বয় সেভাবে ধৌত করেন যেভাবে আল্লাহ্পাক আদেশ করিয়াছেন।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন পদদ্বয় ধৌত করার নির্দেশ দিয়াছে।

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে আবূ ইসহাক সাবীঈ বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের পদদ্বয় গোড়ালী সমেত সেভাবে ধৌত কর যেভাবে তোমরা আদিষ্ট হইয়াছ।

ইহা দ্বারা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, আলী (রা) হইতে যে হাদীসে তাঁহার পদদ্বয় জুতার মধ্যে ধৌত করার কথা উল্লেখিত হইয়াছে, উহার মর্মার্থ হইল জুতার মধ্যে হালকাভাবে ধুইয়া নেওয়া। তবে যদি চপ্পল থাকে তবে তো উহা পায়ে দিয়াও উত্তমরূপে পায়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পানি পৌঁছান যায়। আলোচ্য হাদীসসমূহ পদদ্বয় ধৌত করার সপক্ষে শক্ত দলীল। অথচ যাহারা পদদ্বয় ধৌত করার ব্যাপারে সংশয়ে পতিত এবং যাহারা সীমাতিরিক্ত শংকিত, ইহা তাহাদের সংশয় নিরসনের অব্যর্থ দলীল।

ইব্ন জারীর (র)......হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জনবিবর্জিত একটা ময়লাপূর্ণ জায়গায় আসেন এবং তথায় তিনি দাঁড়াইয়া পেশাব করেন। অতঃপর পানি চাহিয়া উযূ করেন এবং জুতার উপর মাসেহ করেন। হাদীসটি সহীহ।

ইহার উত্তরে ইব্ন জারীর (র) বলেন, অন্য একটি বিশুদ্ধ সূত্রে হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযায়ফা বলেন ঃ তথায় রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইয়া পেশাব করার পর উযূ করেন এবং মোজার উপরে মাসেহ করেন। ইহার সামঞ্জস্য বিধান এইভাবে করা যাইতে পারে যে, তখন পায়ে মোজা ছিল এবং মোজার উপরে ছিল চপ্পল। এমতাবস্থায় তো মাসেহ করা সুপ্রমাণিত।

এইভাবে ইমাম আহমদ (র)......আউস ইব্ন আবূ আউস হইতে বর্ণনা করেন যে, আউস ইব্ন আবূ আউস বর্ণনা করেন ঃ আমি দেখিয়াছি রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করেন এবং জুতার উপরে মাসেহ করেন। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া যান।

অন্য একটি সূত্রে আবূ দাউদ (র)......আউস ইব্ন আবূ আউস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আউস ইব্ন আবূ আউস বলেন ঃ আমি দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) জনবিবর্জিত একটি জায়গায় আসেন এবং তথায় পেশাব করার পর উযূ করেন। উযূর মধ্যে তিনি জুতা ও পায়ের উপরে মাসেহ করেন।

ইব্ন জারীরও ইহা শু'বা এবং হুশাইমের সূত্রে বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূ ছিল। মানে তিনি উযূর উপরে উযূ করিয়া ছিলেন। অন্যথায় আল্লাহ্র নির্দেশ ও রাসূলের হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্যমূলক ব্যাখ্যা করা কোন মুসলমানের পক্ষে উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, সাধারণ উযূর মধ্যে পায়ের উপরিভাগ ধৌত করা

ফরয। আয়াতের সঠিক অর্থও ইহা। যে একবার ইহা ফরয বলিয়া শুনিবে, তাহার জন্য ইহা পালন করা ফরয।

যবর দিয়া পড়ার সময় পা ধৌত করারই অর্থ বুঝায় এবং যের দিয়া পড়ার সময়ও এই ব্যাখ্যা হওয়ার কারণে ইহা ফরয হিসাবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

উপরন্তু কোন কোন মনিষী এই কথাও বলিয়াছেন যে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর মোজার উপর মাসেহ করার হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে। আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে ইহা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার সনদ বিশুদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত, স্বয়ং আলী (রা) হইতেই ইহার বিপরীত মত প্রমাণিত হইয়াছে। তবে যে যাহাই বলুক, এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর ইহার বিপরীত কোন মন্তব্য কোনক্রমেই আর গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম আহমদ (র)......জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) বলেন ঃ সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। ইহার পরে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মোজার উপর মাসেহ করিতে দেখিয়াছি। একমাত্র আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহদ্বয়ে আ'মাশের সূত্রে হাম্মাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হাম্মাম বলেন ঃ একদা জারীর (র) পেশাব করেন, তারপর উযূ করেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেন। জনৈক ব্যক্তি তাহাকে ইহা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এইরূপ কেন করিতেছেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পেশাব করিয়া উযূ করার সময় মোজার উপর মাসেহ করিতে দেখিয়াছি।

বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। কেননা জারীর ঠিকই সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। এই অংশটি ইমাম মুসলিমের কথা।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত কাজ ও কথার হাদীসে শরঈ দৃষ্টিতে মোজার উপর মাসেহ করা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা ইসলামী আইনের বড় বড় কিতাবে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

এখন আলোচনা করা হইবে মাসেহ কার্যকারিতার সীমা ও সময় নিয়া। যথাস্থানে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। অবশ্য রাফিযীরা এই বিষয়েও বিরোধিতা করিয়াছেন। তবে তাহাদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ নাই; বরং ইহা তাহাদের ভ্রান্তি ও অজ্ঞতার ফল মাত্র।

কেননা আমাদের সপক্ষে সহীহ মুসলিমে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা)-এর রিওয়ায়াত রহিয়াছে। কিন্তু রাফিযীরা ইহা মানেন না।

যেমন হযরত নবী (সা) হইতে আলী (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত সহীহদ্বয়ের হাদীসে প্রমাণিত যে, মুত'আ বিবাহ নিষিদ্ধ, অথচ শী'আরা ইহা মানেন না। তাহারা মুত'আ বিবাহ জায়েয বলিয়া মনে করেন।

এইরূপ এই স্থানেও আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উভয় পা ধোয়া ফরয। একাধারে সহীহ হাদীসের মধ্যেও ইহার মযবূত প্রমাণ রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, হাদীস ও কুরআনে এই ব্যাপারে কোন বৈপরীত্যও নাই। কিন্তু রাফিযী ও শী'আরা ইহা মানেন না। অথচ তাহাদের সপক্ষে সহীহ কোন দলীলও নাই। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য।

এইভাবে তাহারা পায়ের গোড়ালির ব্যাপারেও ইমামগণের মতের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, গোড়ালি হইল পায়ের উপরিভাগে আর প্রত্যেক গোড়ালির একটি গিরা রহিয়াছে।

রাবী বলেন ঃ ইমাম শাফিঈ বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে কাহারো মতবিরোধ নাই যে, উযূর মধ্যে কুরআনে বর্ণিত 'কা'বাইন' ধৌত হইল সেই উঁচু হাড় বা গিরাদ্বয়, যাহা পায়ের গোছা ও গোড়ালির মধ্যভাগে অবস্থিত।

ইমামগণ বলেন যে, প্রত্যেক পায়ে দুইটি করিয়া গিরা রহিয়াছে। উহা সকলেরই সুবিদিত।

যথা সহীহদ্বয়ে উসমান (রা) হইতে হুমরানের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুমরান বলেন ঃ উসমান (রা) উযূ করিবার সময় ডান পা গোড়ালি সমেত ধৌত করেন এবং বাম পাও অনুরূপ ধৌত করেন।

নু'মান ইব্ন বাশীর (র) হইতে আবুল কাসিম হুসাইনী ইব্ন হারিস জাদলীর রিওয়ায়াতে ইব্ন খুযায়মা স্বীয় সহীহ সংকলনে এবং আবূ দাউদ তাঁহার সুনানে বর্ণনা করেন যে, নুমান ইব্ন বাশীর (র) বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। ইহা তিনবার বলিলেন। আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। না হয় আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে বক্রতা সৃষ্টি করিয়া দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন হইতে প্রতিটি লোক তাহার পাশের লোকের গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি, জানুর সঙ্গে জানু এবং কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া নামাযে দাঁড়াইত। ইহা হইল ইব্ন খুযায়মার বর্ণনা।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, 'কা'বাইন' বলা হয় সেই গিরাদ্বয়কে, যাহা পায়ের গোছার একেবারে নিম্ন প্রান্তে অবস্থিত অর্থাৎ পায়ের গোছা এবং গোড়ালীর মধ্যস্থলে বিদ্যমান। কেননা তাহা না হইলে পাশাপাশি দুইটি লোকের পক্ষে উহা মিলান সম্ভব নয়। ইহা হইল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইয়াহিয়া ইব্ন হারিস তাইমী ওরফে খাবির হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহিয়া ইব্ন হারিস তাইমী (র) বলেন ঃ আমি যায়দের নিহত সঙ্গীটির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি। তাহার গোড়ালি পায়ের পিঠের উপর পাইয়াছি। সত্যের বিরোধিতা এবং শী'আ মতবাদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও বাড়াবাড়ি করার কারণে তাহার এই কঠিন শাস্তি হইয়াছিল।

ইহার পর আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ.

অর্থাৎ 'তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সহিত মিলিত হও এবং পানি না পাও, তবে বিশুদ্ধ মাটির চেষ্টা করিবে এবং উহা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাইবে।'

এই সম্বন্ধে সূরা নিসায় আলোচনা করা হইয়াছে। এখন আবার আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, কিতাবের কলেবর ইহাতে বৃদ্ধি পাইবে। তায়াম্মুমের আয়াতের শানে নুযূলও সেখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

তবে এই আয়াত সম্পর্কে ইমাম বুখারী বিশেষত এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহিয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমার গলার হারটি বায়দা নামক স্থানে পড়িয়া যায়। আমরা মদীনায় যাইতেছিলাম। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার বাহন থামাইয়াছিলেন এবং আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়েন। ইতোমধ্যে আবূ বকর (রা) আসিয়া আমাকে তিরস্কার করিয়া বলেন, তুমি হার হারাইয়া সকলের যাত্রা বিরতি করিয়াছ। এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে প্রহার করিতে শুরু করেন। উহার ফলে আমার কষ্টবোধ হইতেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে ভাবিয়া আমি নড়াচড়া করিলাম না। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা) সজাগ হন। এইদিকে ফজরের নামাযের সময় হইয়া যায়। তাই তিনি পানি খোঁজ করিতে থাকেন। কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া যাইতেছিল না। তখন এই আয়াতটির শেষ পর্যন্ত নাযিল হয় ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الخ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

আল্লাহ তোমাদিগকে কষ্ট দিতে চাহেন না। তাই আল্লাহ তা'আলা সহজ ও সরল পন্থা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং কাঠিণ্য হইতে মুক্তি দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি রোগে পতিত হইলে এবং পানিহীন হইয়া পড়িলে তায়াম্মুমের অনুমতি দিয়াছেন। আল্লাহপাক দয়া করিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তায়াম্মুমকে উযূর স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। তবে অনেক সময় ইহা করা যাইবে না। এই সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ইসলামী বিধান সম্পর্কীয় কিতাবসমূহেও এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। তাই এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আহকামের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

'বরং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে চাহেন ও তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে চাহেন, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।'

অর্থাৎ তোমাদের প্রতি শরী'আতের সংকীর্ণতামুক্ত বিধান, দয়া, রহমত, সহজসাধ্যতা এবং অবকাশ দানের জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

উযূর পরে পড়ার জন্য হাদীসে একটি দু'আ আসিয়াছে। পবিত্রতা লাভ করার পর দু'আটি পাঠ করা হয়। দু'আটি প্রায় আলোচ্য আয়াতের মর্মানুরূপ। যথা ঃ

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও আহলে সুনান (র).....উকবা ইব্‌ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উকবা ইব্‌ন আমির (রা) বলেন ঃ আমরা পালা করিয়া উট চরাইতাম। আমার পালার দিন আমি ইশার সময় দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইয়া লোকদের সামনে বক্তব্য

রাখিতেছেন। আমি যখন উপস্থিত হইলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেছিলেন, যে মুসলমান যথাযথভাবে উযূ করিয়া আন্তরিকতার সহিত দুই রাকাআত নামায পড়িবে, তাহার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, চমৎকার কথা তো। এমন সময় সামনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি বলিলেন, ইহার পূর্বে যে কথাটি বলিয়াছেন তাহা ইহা হইতেও উত্তম। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম লোকটি উমর (রা)। তিনি বলিলেন, তুমিতো কেবল এখন আসিলে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করার পর বলিবে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

—তাহার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলিয়া যাইবে। যেইটা দিয়া তাহার ইচ্ছা, প্রবেশ করিতে পারিবে। ইহা হইল মুসলিমের রিওয়ায়াত।

ইমাম মালিক (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন কোন মুসলিম অথবা মু'মিন বান্দা মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তাহার চোখের দ্বারা সংঘটিত সকল পাপ উযূর পানির সাথে অথবা শেষ ফোঁটার সাথে ঝরিয়া যায়। যখন সে হস্তদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার হস্তদ্বয় দ্বারা সংঘটিত সমুদয় পাপ পানির সাথে অথবা শেষ ফোঁটার সাথে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। যখন সে পদদ্বয় ধৌত করে, তখন উযূর পানির সাথে অথবা শেষ ফোঁটার সাথে পদদ্বয়ের পাপ ঝরিয়া পড়িয়া যায়। অবশেষে সে পাপসমূহ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়া যায়।"

মুসলিম (র)......মালিক হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র).....কা'ব ইব্ন মুররা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, কা'ব ইব্ন মুররা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি উযূ করার সময় যখন কব্জিদ্বয় অথবা বাহুদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার হস্তদ্বয়ের সমুদয় পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন সে মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তাহার মুখমণ্ডলের সমুদয় পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন মাথা মাসেহ করে, তখন তাহার মাথার সকল পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন সে পদদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার পদদ্বয়ের সকল পাপ বিমোচিত হইয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র)......কা'ব ইব্ন মুররা সুলামী অথবা মুররা ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা উভয়ে বলেন ঃ হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি উযূর মধ্যে যখন কব্জিদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার কব্জিদ্বয় দ্বারা সংঘটিত সকল পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন সে মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তাহার মুখমণ্ডল দ্বারা সংঘটিত সকল পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন সে হস্তদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার হস্তদ্বয় দ্বারা সংঘটিত সকল পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন সে পদদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার পদদ্বয় দ্বারা সংঘটিত সকল পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। শু'বা বলেন, এই হাদীসে মাসেহর কথা উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার সনদ বিশুদ্ধ।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করার পর নামাযে দাঁড়ায়, তখন তাহার পাপসমূহ কান, চোখ, হাত ও পা দিয়া বাহির হইয়া যায়।

মুসলিম স্বীয় সহীহ সংকলনে......আবূ মালিক আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ! 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা দ্বারা পুণ্যের পাল্লা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। 'সুবহানাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবর' বলায় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান পুণ্য দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। রোযা হইল ঢালস্বরূপ, 'সবর' হইল জ্যোতিস্বরূপ। 'সাদকা' হইল দলীল স্বরূপ। অবশ্য কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষী দিবে। প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে উঠিয়া স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়। অতঃপর সে উহাকে মুক্ত করিয়া দেয় অথবা ধ্বংস করিয়া ফেলে।

মুসলিম স্বীয় সহীহ সংকলনে ......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ পাক হারাম মালের সাদকা গ্রহণ করেন না এবং পবিত্রতা ব্যতীত নামাযও কবূল করেন না।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)......আবূ মুলীহ হুযালীর পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মুলীহ হুযালী বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে তাঁহার ঘরে ছিলাম। তখন তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবূল করেন না।

শু'বার সনদে আহমদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٧) وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖۤ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۫ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

(٩) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

(١٠) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

(١١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

৭. "আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতকে ও আল্লাহ্‌র সেই প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ কর যদ্বারা তিনি তোমাদিগকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়াছেন। তখন বলিয়াছিলে, আমরা শুনিলাম ও মানিলাম। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহের পর্যবেক্ষক।"

৮. "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ইনসাফ সহকারে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনও যেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তোমাদিকে ইনসাফ হইতে বিচ্যুত না

করে। ইনসাফ কর, উহা আল্লাহ্-ভীরুতার সর্বাধিক সমীপবর্তী। আর আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের কৃত কার্যাবলী সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।"

৯. "যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা করিয়াছেন।"

১০. "আর যাহারা কুফরী করিয়াছে ও আমার আয়াতকে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহারা জাহান্নামের বাসিন্দা।"

১১. "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সেই নি'আমত স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের উপর হাত বাড়াইতেছিল, তখন তিনি তাহা ঠেকাইয়া ছিলেন। আর আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ঈমানদারদের উচিত আল্লাহ্র উপর ভরসা করা।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জীবন বিধান স্বরূপ দীনের প্রবর্তন এবং বিশ্বনবীকে প্রেরণ করিয়া যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তাই তাহারা আল্লাহ্র অনুগত হইবে, তাহারা দীনের সকল প্রকারের সহযোগিতা করিবে, দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ও নিজেরা তাহা গ্রহণ করিবে এবং অপরের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। এইসব অঙ্গীকার তাহারা যে করিয়াছিল, তিনি তাহাও স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

'তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁহাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি স্মরণ কর এবং তোমরা যখন বলিয়াছিলে, শ্রবণ করিলাম এবং মান্য করিলাম।'

অর্থাৎ পূর্ববর্তী-উম্মতরাও ইসলাম গ্রহণ করিয়া সকলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে এই শপথ করিত যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাঁহার প্রত্যেকটি আদেশ শ্রবণ ও মান্য করার শপথ করিতেছি। এমন কি তাহা আমাদের মনের সপক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক। আর যে কাহাকে ও আমাদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হউক, তাহা আমরা মানিয়া নিব এবং কোন যোগ্য লোকের নিকট হইতে আমরা নেতৃত্ব ছিনাইয়া নিব না। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ 'কি হইয়াছে তোমাদের যে তোমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিতেছ না? অথচ রাসূল তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনার জন্য আহ্বান করিতেছেন। আর তিনি তোমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছেন; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।'

কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতে ইয়াহূদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, তোমরা তো আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর আনুগত্য স্বীকার করার জন্য কথা দিয়াছিলে। ইহার পরও তাঁহাকে

মান্য না করার কি অর্থ ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা আদম (আ)-এর পৃষ্ঠ হইতে বনী আদমকে নির্গত করিয়া যে অঙ্গীকার নেওয়া হইয়াছিল اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰى شَهِدْنَا 'আমি কি তোমাদের প্রভু নহি ? সকলে বলিয়াছিল হ্যাঁ, আমরা ইহার সাক্ষী থাকিলাম।' সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মুজাহিদ এবং মুকাতিল ইব্‌ন হইয়ান ইহা বলিয়াছেন।

তবে প্রথম উক্তিটিই গ্রহণযোগ্য। আর উহা বর্ণিত হইয়াছে ইব্‌ন আব্বাস ও সুদ্দী হইতে। ইব্‌ন জারীরও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ 'আল্লাহকে ভয় কর।'

অর্থাৎ তাগিদ দিয়া বলা হইয়াছে যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা উচিত। কারণ তিনি অন্তরের অন্তঃস্থলের সকল গোপনীয় কথাও জানেন।

তাই তিনি বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

অর্থাৎ 'অন্তরে যাহা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।'

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ

অর্থাৎ 'হে মু'মিন সকল! তোমরা লোক দেখানোর জন্য নয়, বরং আল্লাহ্‌র জন্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।' شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

'ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকিবে।' অর্থাৎ ন্যায়ের সহিত সত্য সাক্ষ্য দিবে, অন্যায়ভাবে নহে।

নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে একটি অনুদান দিয়াছিলেন। তখন আমার মা আমরাহ বিনতে রাওয়াহা (রা) বলেন, আমি এই ব্যাপারে ততক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত হইতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই ব্যাপারে সাক্ষী না করা হইবে। ইহার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিলে তিনি বলেন ঃ তুমি কি তোমার প্রত্যেক সন্তানকে এইরূপ দান করিয়াছ ? তিনি বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম কর। তিনি আরও বলেন ঃ আমি কোন অন্যায়ের সাক্ষী হইতে পারি না। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর আমার পিতা আমাকে দেওয়া অনুদান প্রত্যাহার করিয়া নেন।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا

'কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনো সুবিচার না করার জন্যে প্ররোচিত না করে।'

অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদিগকে ইনসাফ হইতে বিচ্যুত না করে; বরং শত্রু হোক কি মিত্র হোক, সকলের সঙ্গে ইনসাফ অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

'সুবিচার করিবে, ইহা আল্লাহভীরুতার নিকটতর।' অর্থাৎ অন্যায়-অবিচার ত্যাগ করিয়া ইনসাফ ও সুবিচার করা হইল তাকওয়ার কাজ।

এই স্থানে فعل সেই مصدر -এর উপর دلالت করিয়াছে, যাহার দিকে ضمير -টি প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে। কুরআন মজীদে ইহার একাধিক প্রমাণ রহিয়াছে। যথা কুরআনের একস্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা যদি কোন বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর, আর যদি উত্তর আসে যে, ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে তোমরা ফিরিয়া যাইবে। ইহা তোমাদের পবিত্র থাকার জন্য উত্তম পন্থা।'

এই স্থানেও هو ضمير -এর مرجع উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু فعل -এর دلالت বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে, এইখানে اقرب শব্দটি اسم تفضيل এবং এমন স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, ইহার প্রতিপক্ষ স্বরূপ কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ مُّسْتَقَرًّا وَاَحْسَنُ مَقِيْلاً.

অর্থাৎ 'জান্নাতবাসী সেদিন উত্তম বাসস্থান ও উত্তম কথাবার্তার অধিকারী হইবে।'

কোন এক মহিলা সাহাবী উমর (রা)-কে বলিয়াছিলেন ঃ

انت اشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ 'আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে অত্যন্ত শক্ত ও কঠোর ভাষী।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

'আর আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার খবর রাখেন।' অর্থাৎ তোমরা যে কাজ কর তাহা যদি ভাল হয় তাহা হইলে উত্তম প্রতিদান পাইবে। আর যদি মন্দ হয় তাহা হইলে মন্দ প্রতিদান পাইবে। তাই ইহার পরেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ

অর্থাৎ 'যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে, আল্লাহ তাহাদের জন্য ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।'

اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন মহা পুরস্কার প্রদানের, আর উহা জান্নাত। উহা কোন বান্দা শুধু আমল ও ইবাদতের মাধ্যমে লাভ করিতে পারে না, একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহ ও মহানুভবতা ব্যতীত। তবে আমলের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কারণে তাঁহার অনুগ্রহ লাভ হয়। ইহার ফলে সে আল্লাহ্র অনুগ্রহ, দয়া, ক্ষমা ও তাঁহার সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হয়। তাই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার সত্যিকার যোগ্য ও প্রাপক একমাত্র আল্লাহ।

ইহার পর তিনি বলেন ঃ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

'যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির অধিবাসী।'

অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যান ও আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের দোযখে প্রবিষ্ট করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবি। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ-

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিতে চাহিয়াছিল। তখন আল্লাহ তাহাদের হাত সংযত করিয়াছিলেন।'

আবদুর রাযযাক (র)......হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ এক সফরে কোন একস্থানে চলার পথে রাসূলুল্লাহ (সা) অবতরণ করেন। অবতরণ করার পর অন্যান্য সঙ্গীরা ছায়াময় বৃক্ষের খোঁজে বিক্ষিপ্তভাবে এদিক সেদিক চলিয়া যান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার তরবারি একটি গাছের সাথে ঝুলাইয়া রাখেন। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরবারিখানা হাতে নিয়া তাঁহার মুখামুখি হইয়া বলিল ঃ আমার হাত হইতে আপনাকে এখন কে বাঁচাইবে ? তিনি বলিলেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ। এইভাবে তরবারি হাতে নিয়া বেদুঈনটি তাঁহার সামনে গিয়া তিনবার বলিলে প্রত্যেকবার তিনি উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ আমাকে বাঁচাইবেন।

রাবী বলেন, ইহার ফলে সঙ্গে সঙ্গে বেদুঈনের হাত হইতে তরবারিখানা মাটিতে পড়িয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদেরকে ডাকিলেন এবং ঘটনা সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিলেন। সাহাবীগণ আসার পরও সেই লোক তথায় পাংশুমুখে বসিয়াছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এই লোকটির ঔদ্ধত্যের কোন প্রতিশোধ নিলেন না।

মা'মার (র) বলেন ঃ কাতাদা (র) হইতেও প্রায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ আরবের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার জন্য গুপ্ত বাহিনী গঠন করিয়াছিল। তাহারাই উক্ত বেদুঈনকে গুপ্ত ঘাতক হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার জন্য পাঠাইয়াছিল।

কাতাদা আরও বলেন, এই আয়াত দ্বারা একটি দল বা বাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সহীহ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, উক্ত বেদুঈনের নাম ছিল 'গাওরস ইব্ন হারিস'।

আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে আওফী ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণকে মারিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দাওয়াত করে। কিন্তু আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইহা জানাইয়া দেন। সুতরাং তাঁহারা সেই খাদ্য গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকেন এবং সকলে বাঁচিয়া যান। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ মালিক বলেন ঃ কা'ব ইব্ন আশরাফ ও তাহার সঙ্গীরা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণকে কা'ব ইব্ন আশরাফের ঘরে ডাকিয়া হামলা করার যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার, মুজাহিদ, ইকরিমা প্রমুখ বলেন ঃ ইহা বনী নযীর সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বনী আমিরদের দিয়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন দুশমনরা আমর ইব্ন জাহাশ ইব্ন কা'বকে উত্তেজিত করিয়া বলিয়াছিল যে, আমরা এই ব্যাপারে আলোচনার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেওয়ালের নীচে দাঁড় করাইয়া রাখিব। এই ফাঁকে তুমি দেওয়ালের উপর হইতে তাঁহার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সঙ্গীগণকে নিয়া যখন রওয়ানা হন তখন পথিমধ্যে আমিরদের প্রতারণার কথা অবহিত করাইয়া আল্লাহ পাক ওহী নাযিল করেন। ফলে তাঁহারা সকলে মদীনায় ফিরিয়া আসেন। আল্লাহ তা'আলা তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

'মু'মিনদের উচিত আল্লাহর উপর নির্ভর করা।' অর্থাৎ আল্লাহর উপর যে ভরসা করে, আল্লাহ তাহার শত কঠিন কাজ সহজ করিয়া দেন এবং তিনিই মানুষের ষড়যন্ত্র ও অনিষ্ট হইতে তাহাকে রক্ষা করেন।

এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর নির্দেশে বনী নযীরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধে বনী নযীরদের কিছু লোককে হত্যা করা হয় এবং কিছু লোককে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

(١٢) وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۗ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

(١٣) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

(١٤) وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

১২. "আর আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন। আর আমি তাহাদের মধ্য হইতে বারজন সর্দার নিয়োজিত করিয়াছিলাম। আর আল্লাহ বলিলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সহিত রহিয়াছি যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার নবীদের উপর ঈমান আন ও তাহাদিগকে সাহায্য কর এবং আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা করযে হাসানা দাও; তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করিব এবং

নিশ্চয়ই তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব যাহার নিম্নে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। ইহার পরেও যাহারা কুফরী করিল, তাহারা সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইল।"

১৩. "সুতরাং তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছি ও তাহাদের অন্তর কঠিন করিয়াছি। তাহারা বাক্যের তাৎপর্য বিকৃত করিতেছে এবং তাহাদিগকে প্রদত্ত উপদেশ হইতে কিছু অংশ বিস্মৃত হইয়াছে। তুমি সর্বদা উহাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতক পাইবে। সুতরাং উহাদিগকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর; আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।"

১৪. "যাহারা বলে, 'আমরা নাসারা' তাহাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল তাহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি তাহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রাখিয়াছি।"

তাফসীর ঃ পূর্বোল্লেখিত আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের নিকট হইতে তাঁহার নেওয়া মৌখিক অঙ্গীকার এবং নবী (সা) কর্তৃক নেওয়া শপথ পূর্ণ করা এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও ইনসাফের সাথে সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। উহাতে তিনি প্রকাশ্য ও গোপন নি'আমতসমূহ যাহা দ্বারা হক ও হিদায়াতের উপর অবিচল থাকা সম্ভব হইয়াছে, তাহার কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী কিতাবধারী ইয়াহূদী ও নাসারাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা বর্ণনা করিয়া বলেন, অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে তাহারা লা'নত ও অভিশাপের মধ্যে পতিত হইয়াছে এবং সত্য ও ন্যায়ের উপর চলিতে তাহাদের হৃদয় কঠিন ও বিমুখ হইয়াছে। সেই কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا

'আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইস্রাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে বারজন নেতা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।'

অর্থাৎ তাহাদের নেতাদের নিকট হইতে আল্লাহ্ ও রাসূলের এবং কিতাবের আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলার অঙ্গীকার নেওয়া হইয়াছিল।

ইব্ন ইসহাক (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত মূসা (আ) যখন তাঁহার অবাধ্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করার নিমিত্ত প্রস্তুতি নিতেছিলেন, তখন বনী ইস্রাঈলের প্রত্যেক গোত্র হইতে একজন করিয়া নেতা নির্বাচন করার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ রুবেল গোত্রের নেতা ছিলেন শামুন্ ইব্ন রাকুন, শামউন গোত্রের নেতা ছিলেন শাফাত ইব্ন হুর্রী, ইয়াহূযা গোত্রের নেতা ছিলেন কালিব ইব্ন ইউফান্না, তীনের নেতা ছিলেন মিখাইল ইব্ন ইউসুফ, ইউসূফ গোত্র তথা ইফ্রাইমের নেতা ছিলেন ইউশা ইব্ন নূন, বিনইয়ামীনের নেতা ছিলেন ফালতুম ইব্ন দাফূন, যাবুলুনের নেতা ছিলেন জুদাই ইব্ন শুরা, মানশা ইব্ন ইউসূফের নেতা ছিলেন জুদাই ইব্ন মূসা, দান গোত্রের নেতা ছিলেন খামলাঈল ইব্ন হামল, আশারের নেতা ছিলেন সাতূর ইব্ন মালাকীল, নাফ্সালীর নেতা ছিলেন বাহার ইব্ন ওয়াকসী, ইয়াসাখিরের নেতা ছিলেন লাঈল ইব্ন মাকীদ।

তবে তাওরাতের চতুর্থ পর্বে বনী ইস্রাঈলের গোত্রগুলির নেতাদের যে নাম উল্লেখিত হইয়াছে, উহার সহিত এই রিওয়ায়াতের নামের বেশ গরমিল পরিলক্ষিত হইতেছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

তাওরাতে রহিয়াছে যে, বনী রুবেলের নেতা ছিলেন ইয়াসুর ইব্ন সাদূন, বনী শামউনের নেতা ছিলেন শামওয়াল ইব্ন সুরকাকী, বনী ইয়াহূযার নেতা ছিলেন হাশওয়ান ইব্ন আমীযাব, বনী ইয়াসাখিরের নেতা ছিলেন শাল ইব্ন মাউন, বনী যাবুলুনের নেতা আলইয়াব ইব্ন হালুব, বনী ইফ্রাঈমের নেতা মানশা ইব্ন আমনাহূর, বনী মানশার নেতা হামলাঈল ইব্ন ইয়ারসুন, বনী বিনইয়ামীনের নেতা আবীদান ইব্ন জাদাউন, বনী দানের নেতা জয়ীযর ইব্ন আমিশযা, বনী আশারের নেতা নাহাঈল ইব্ন আজরান, বনী কানের নেতা সাইফ ইব্ন দাওয়ায়ীল, বনী নাফতালীর নেতা আজযা ইব্ন আমইয়ানান।

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন লায়লাতুল আকাবায় আনসারদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, তখনও তাঁহাদের বারজন সর্দার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা হইলেন আউস গোত্রের উসায়দ ইব্ন হুযায়র, সা'দ ইব্ন খায়সামা ও রিফা'আ ইব্ন আব্দে মুন্যির। কেহ রিফা'আ ইব্ন আবদে মুন্যিরের স্থলে আবুল হাইসাম ইব্ন তাইহান (রা) বলিয়াছেন।

অন্য নয়জন ছিলেন খাযরাজ গোত্র হইতে। তাঁহারা হইলেন ঃ আবূ উমামা আস'আদ ইব্ন যুরারা, সা'দ ইব্ন রবী', আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা, রাফি ইব্ন মালিক ইব্ন আজলান, বারা' ইব্ন মা'রূর, উবাদা ইব্ন সামিত, সা'দ ইব্ন উবাদা, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম, মুনযির ইব্ন উমর ইব্ন হুনাইশ রাযি আল্লাহু তা'আলা আনহুম।

কা'ব ইব্ন মালিক তাঁহার কবিতায়ও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইহারা সকলে ছিলেন তাঁহাদের গোত্রের সর্দার ও মান্যবর ব্যক্তি। তাঁহারা সকলে নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাঁহার কথা শোনা এবং মান্য করার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র).......মাসরূক হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক বলেন ঃ একদা আমরা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি আমাদিগকে কুরআন পাঠ শিখাইতেছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূ আবদুর রহমান! এই উম্মতের কয়জন খলীফা হইবে তাহা কি আপনারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ? আবদুল্লাহ বলিলেন, আমি ইরাকে আসার পরে আর কেহ আমাকে এই প্রশ্ন করে নাই। অতঃপর তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ বনী ইসরাঈলের দলপতিদের মত বারজন খলীফা হইবে।

হাদীসটি দুর্বল বটে। কিন্তু সহীহদ্বয়ে জাবির ইব্ন সামুরা (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মানব জীবন ততদিন সচল থাকিবে যতদিন তাহাদের দ্বাদশ ওলী অতিবাহিত না হইবে। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) যে কথাটি বলেন, তাহা আমি শুনি নাই। তাই পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কি বলিলেন ? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, তাহারা সকলে কুরায়শ হইবে। ইহা হইল মুসলিমের রিওয়ায়াত।

অর্থাৎ বারজন যথার্থ খলীফা হইবেন। তাঁহারা সকলে হক প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং আদল ও ইনসাফ কায়েম করিবেন। অবশ্য ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁহারা এক এক করিয়া পর্যায়ক্রমে আসিবেন। তবে ইহাদের মধ্যে চারজন তো পর্যায়ক্রমেই হইয়াছেন। তাঁহারা হইলেন আবূ বকর , উমর, উসমান ও আলী রাযী আল্লাহু তা'আলা আনহুম। অতঃপর ইমামগণ এই ব্যাপারে একমত যে, নিঃসন্দেহে উমর ইব্ন আবদুল আযীয যথার্থ খলীফা ছিলেন। বনী আব্বাসের মধ্যেও কেহ কেহ যথার্থ খলীফা ছিলেন। ইহাদের আগমন যতদিনে সমাপ্ত না হইবে, ততদিনে কিয়ামত সংঘটিত হইবে না। হাদীসের পূর্বাভাস অনুযায়ী একথা স্পষ্ট যে, মাহদী (আ)-ও ইহাদের মধ্যে একজন। হাদীসে এই কথাও বলা হইয়াছে যে, তাঁহার নাম নবী (সা)-এর নাম হইবে; তাঁহার পিতার নাম নবী (সা)-এর পিতার নাম হইবে। তাঁহার আবির্ভাবের পরে বিশ্বময় শান্তি ও সমৃদ্ধি আসিবে এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তবে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে বিশ্বময় অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজিত থাকিবে।

অবশ্য রাফিযী সম্প্রদায় যে ইমামের অপেক্ষা করিতেছেন, সেই ইমাম ইমাম মাহদী (আ) নন। মূলত তাহাদের কল্পিত ইমামের কোন অস্তিত্ব ইসলামে নাই। ইহা শুধু তাহাদের ধারণা ও কল্পনা মাত্র।

এই হাদীস দ্বারা তাহাদের বার ইমামকে বুঝায় না। এই হাদীস দ্বারা তাহাদের বার ইমামের পক্ষে দলীল দেওয়া বোকামী ও অজ্ঞতা বৈ কিছু নহে।

তাওরাতে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ উল্লেখিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তাঁহার বংশ হইতে বারজন মহান ব্যক্তি সৃষ্টি করিবেন।

ইহা দ্বারা ইব্ন মাসউদ ও জাবির ইব্ন সামূরা (রা)-এর হাদীসে উল্লিখিত খলীফাদেরকে বুঝান হইয়াছে।

মুলত ইয়াহূদী হইতে ইসলামে দীক্ষিত কতক মূর্খ লোক তাওরাতের বর্ণিত বারজন মহান ব্যক্তির অবির্ভাবের কথা গোপনে শী'আদের নিকট বলিয়া দিলে শী'আরা অজ্ঞতা ও অল্পবিদ্যার কারণে এই কথা বুঝিয়া নেয় যে, ইহা দ্বারা তাহাদের কল্পিত বার ইমামের কথাই বলা হইয়াছে। অথচ শী'আরা এইদিকে লক্ষ্য করে না যে, হাদীসের বক্তব্যের সাথে তাহার বিশ্বাসের কতটুকু মিল রহিয়াছে। হাদীসে তো পরিষ্কারভাবে তাহাদের বিশ্বাসের উল্টা বক্তব্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مَعَكُمْ 'আর আল্লাহ বলিয়াছেন, আমি তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছি।' অর্থাৎ-তিনি রক্ষণাবেক্ষণে ও সাহায্য-সহযোগিতায় সর্বক্ষণ সঙ্গে রহিয়াছেন।

لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ -'যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আমার রাসূলগণকে বিশ্বাস কর।' অর্থাৎ রাসূলগণের নিকট যে সকল ওহী পাঠান হইয়াছে তাহা যদি বিশ্বাস কর।

وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ -'যদি উহাদিগকে সম্মান কর', অর্থাৎ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে সমীহ কর এবং সাহায্য-সহযোগিতা আগাইয়া আস।

وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا -'আর আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর।' অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার পথে ব্যয় কর।

لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ –'তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করিব।' অর্থাৎ তোমাদের পাপসমূহ মাফ করা হইবে।

وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ –'এবং নিশ্চয়ই তোমাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।' অর্থাৎ তোমদের ভয়-ভীতি দূর করিয়া দেওয়া হইবে এবং পূর্ণ করা হইবে তোমাদের মনোবাঞ্ছা।

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ –'ইহার পরও কেহ সত্য প্রত্যাখান করিলে সে সরল পথ হারাইবে।'

অর্থাৎ যদি কেহ এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, ইহার প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে এবং যদি ইহা প্রত্যাখ্যান করে, সে নিশ্চিত সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইল এবং হিদায়াত হইতে গুমরাহীর দিকে ধাবিত হইল।

অতঃপর যাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া ভিন্ন পথ অবলম্বন করিবে فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ –'তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমি তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিলাম।' অর্থাৎ যে অঙ্গীকার তাহারা করিয়াছিল, তাহা ভঙ্গ করার কারণে তাহাদের প্রতি অভিশাপ আপতিত হইল এবং তাহাদিগকে সত্য হিদায়াত হইতে বিদুরীতে করিয়া দেওয়া হইল।

وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً –'তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়া দিলাম।' অর্থাৎ হৃদয়ের বক্রতা ও কাঠিণ্যের কারণে কোন উপদেশে তাহারা উপকৃত হইবে না।

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهٖ –'তাহারা শব্দগুলির আসল অর্থ বিকৃত করে।' অর্থাৎ তাহারা শব্দের অর্থ বিকৃত করে, আল্লাহ নাযিলকৃত আয়াতসমূহ পরিবর্তন করে, ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা করে এবং তাহারা আল্লাহর কালামের প্রকৃত ব্যাখ্যা পরিবর্তন করিয়া মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া মানুষকে বুঝাইতে থাকে। নাউযুবিল্লাহ।

وَنَسُوْا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ –'তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল তাহার একাংশ ভুলিয়া গিয়াছে।' অর্থাৎ উহার আমল তাহারা ত্যাগ করিল এবং উহা হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

হাসান (রা) বলেন ঃ দীনের মূল বিষয় পরিত্যাগ করিলে শত ওযীফা ও আমল কোন কাজে আসে না।

কেহ কেহ বলেন ঃ মূল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া জালিয়াতির আশ্রয় নিলে হৃদয়ের দৃঢ়তা বিনষ্ট হয়, চরিত্র নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদের আমলের গ্রহণযোগ্যতা হারাইয়া যায়।

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ 'তুমি সর্বদা উহাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দেখিবে।' অর্থাৎ তাহারা তোমার সাথে এবং তোমার সাহাবীদের সাথে গাদ্দারী এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা তাহারা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত করিয়া নিয়াছিল।

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ সুতরাং 'উহাদিগকে ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর।' ইহাই হইবে তাহাদের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার।

কোন এক মনিষী বলিয়াছেন ঃ কেহ যদি তোমার সঙ্গে আল্লাহর নাফরমানীমূলক ব্যবহার করে, তবে তুমি তাহার সঙ্গে আল্লাহর ফরমাঁবরদারীমূলক ব্যবহার কর। ইহার কারণে হয়ত সে মহিমাময় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। ফলে হিদায়াতও তাহার নসীব হইতে পারে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ 'আল্লাহ সদাচারী লোকদিগকে ভালবাসেন।' অর্থাৎ যাহারা অপরের দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করিয়া তাহার সাথে সৎব্যবহার করে, আল্লাহ তাহাদিগকে ভালবাসেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ এই আয়াতটি রহিত হইয়াছে قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এই আয়াতটি দ্বারা। রহিতকারী আয়াতটির অর্থ হইল, 'তাহাদিগকে হত্যা কর যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং বিশ্বাস করে না পরকালকে।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصَارٰى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ

অর্থাৎ যাহারা দাবি করিয়া বলে, আমরা খ্রিস্টান এবং মাসীহ ইব্ন মরিয়মের অনুসারী, অথচ সত্যিকার অর্থে তাহারা তাহাকে অনুসরণ করে না, আমি তাহাদের নিকট হইতেও তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলের অনুসরণ, আনুগত্য ও সহযোগিতা এবং পৃথিবীতে প্রেরিত প্রত্যেক নবীর প্রতি ঈমান আনার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারাও ইয়াহূদীদের মত কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ 'ইহার শাস্তি স্বরূপ আমি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে স্থায়ী শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং তাহা কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত খ্রিস্টানদের একদল অন্যদলকে গির্জায় প্রবেশ করিতে বাধা দেয় এবং অভিসম্পাত করে। একদল অন্য দলকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে ও কাফির বলিয়া ফতওয়া দেয়। নাসতুরীয়া ও আবূ ইউদিয়ারা পরস্পর পরস্পরকে কাফির বলিয়া থাকে। এইভাবে কিয়ামত অবধি তাহাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চলিতে থাকিবে। কখনো সংঘাত ও অনৈক্যের অবসান ঘটিবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ -অর্থাৎ 'তাহারা যাহা করিত অচিরেই আল্লাহ তাহাদিগকে তাহা জানাইয়া দিবেন।'

এই কথা দ্বারা আল্লাহ পাক খ্রিস্টানদিগকে হুশিয়ারী এবং ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। কেননা তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করিয়াছে। তাহারা মহামহিমান্বিত পবিত্র সত্তা আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করিয়াছে। অথচ আল্লাহ ইহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি একক ও অনন্য, তিনি সন্তানও নহেন, জনকও নহেন, কেহ তাঁহার সমকক্ষও নহে।

(১৫) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۬ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ○

(১৬) يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

১৫."হে আহলে কিতাব! অবশ্যই তোমাদের নিকট আমার রাসূল আসিয়াছে ও তোমাদের জন্য অনেক কিছু প্রকাশ করিতেছে। অথচ তোমরা ঐশী কিতাবের সেই কথাগুলি গোপন করিতেছিলে এবং কিছু কিছু বিলুপ্ত করিয়াছ। নিঃসন্দেহে তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ হইতে নূর ও সুস্পষ্ট ঐশীগ্রন্থ আসিয়াছে।"

১৬. "উহা দ্বারা আল্লাহ তাঁহার সন্তোষ অনুসারীগণকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং তাহাদিগকে নিজ অভিপ্রায় মতে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়া আসেন এবং তাহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তিনি তাঁহার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে হিদায়াত ও সত্য দীন সহ আরব, আজম, কিতাবী ও অকিতাবী, এক কথায় পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়া সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন।

সেই কথা আল্লাহ কুরআনের ভাষায় বলেন ঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থাৎ 'হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের কিতাবের যাহা পরিবর্তন করিয়াছ, ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যা করিয়াছ, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছ এবং কিতাবের যে অংশটুকু তোমাদের মনমত নয় তাহা গোপন করিয়াছ, এই সব কিছু আমার রাসূল প্রকাশ করিয়া দিবেন।

হাকিম (র)......ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রজমের শাস্তি (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড) অস্বীকার করিল, প্রকারান্তরে সে কুরআনকেই অস্বীকার করিল। কেননা–

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ

-এই আয়াতে রজমের বিধান গোপন করার কথা বলা হইয়াছে। ইহার সনদ সহীহ কিন্তু সহীহদ্বয়ে ইহা বর্ণিত হয় নাই।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা মহানবীর প্রতি নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনের পরিচিতি দান করিয়া বলেন ঃ

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ يَهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ

অর্থাৎ 'আল্লাহর নিকট হইতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে। যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহে, ইহা দ্বারা তিনি তাহাদিগকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন।' অর্থাৎ ইহা হইল মুক্তি, শান্তি ও কল্যাণের শীর্ষে আরোহণের সিঁড়ি স্বরূপ।

وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

অর্থাৎ 'নিজ মরযী মুতাবিক অন্ধকার হইতে তিনি বাহির করিয়া আলোর দিকে নিয়া আসেন এবং তাহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করেন।' ফলে সত্য উদ্ভাসিত হয়, পার্থিব ভীতি দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দেওয়া সংবিধান মুতাবিক জীবন পরিচালনা করা যায়। পরন্তু ইহা গুমরাহী হইতে মুক্তি দিয়া পরিচালিত করে সত্য সঠিক পথে।

(١٧) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ، قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ اُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ، وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ، وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(١٨) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ، بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ، يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ، وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

১৭."যাহারা বলিল, নিশ্চয়ই মসীহ ইব্‌ন মরিয়ম আল্লাহ, তাহারা কুফরী করিল। তুমি বল, যদি আল্লাহ মসীহ ইব্‌ন মরিয়ম, তাহার মাতা ও পৃথিবীর সকল কিছু ধ্বংস করিতে চাহেন, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় ব্যত্যয় ঘটাইবার অধিকার কাহার আছে ? আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর মালিকানা আল্লাহর। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন আর আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

১৮. "ইয়াহূদী ও নাসারাগণ বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁহার প্রিয়পাত্র। তুমি বল, তাহা হইলে কেন তোমাদের পাপের জন্য তিনি শাস্তি দিবেন? বরং তোমরা তাঁহার সৃষ্ট মানব বৈ নহ। তিনি যাহাকে চাহেন শাস্তি দিবেন এবং যাহাকে চাহেন ক্ষমা করিবেন। আসমান ও যমীন এবং উহার মধ্যকার সকল বস্তুরই মালিক আল্লাহ। আর তাঁহার নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন।"

তাফসীর ঃ খ্রিস্টানরা কুফরী করিয়া মসীহ ইব্‌ন মরিয়মকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করিয়াছে। অথচ তিনি আল্লাহর বান্দাদের একজন এবং তিনি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিসমূহের একটি সৃষ্টিমাত্র। আর সেই সৃষ্টিকর্তা হইলেন আল্লাহ। আল্লাহ তাহাদের এই অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সেই কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন ঃ মহাবিশ্বের সমুদয় বস্তু তাঁহার কুদরত মাত্র এবং প্রত্যেকটি বস্তু তাঁহার প্রতাপ ও রাজত্বের অধীনে। তাই আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

অর্থাৎ 'বল, আল্লাহ মরিয়ম তনয় মসীহ, তাঁহার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহার আছে?' অর্থাৎ তিনি যদি এইরূপ করার ইচ্ছা করেন তবে কে তাঁহাকে বাধা দিতে পারে? কারণ তিনি সকল বিষয়ের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

অর্থাৎ 'সমুদয় সৃষ্টির তিনি অধিকর্তা ও সৃষ্টিকর্তা। তিনি যাহা ইচ্ছা, তাহা করার অধিকার রাখেন।' তাঁহাকে জবাবদিহি করার অধিকার কাহারো নাই। তিনি সর্ববিষয়ের একচ্ছত্র অধিকর্তা, শাসনকর্তা, ইনসাফকর্তা এবং মহাপ্রতাপান্বিত একক সত্তা। ইহা তিনি বলিয়াছেন খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের প্রতিবাদ স্বরূপ। তাই খ্রিস্টানরা কিয়ামত অবধি তাঁহার অভিশাপ বহনকারী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টান ও ইয়াহূদী উভয় সম্প্রদায়ের জালিয়াতি ও মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ

অর্থাৎ 'তাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করিয়া বলে, তাহারা আল্লাহর সন্তান, তাই তাহাদের প্রতি আল্লাহর সুদৃষ্টি রহিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগকে ভালবাসেন।' তাহারা তাহাদের কিতাব হইতে ইসরাঈল (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলা আল্লাহর কথা انت ابنى بكرى। উদ্ধৃত করে ও ইহার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া তাহারা দাবি করে যে, তিনি যখন আল্লাহর পুত্র তখন আমরাও তাঁহার পুত্র; অথচ তাহাদের উলামায়ে হক্কানী তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছিল যে, ইহার অর্থ আল্লাহ কর্তৃক পুত্র স্বীকার করা নয়; বরং ইহা ইসরাঈল (আ)-এর সম্মান ও মর্যাদার প্রেক্ষিতে বলা হইয়াছে মাত্র।

খ্রিস্টানরা তাহাদের কিতাব হইতে ঈসা (আ)-এর কথা নকল করিয়া বলে যে, তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ

انى ذاهب الى ابى وابيكم يعنى ربى وربكم

অর্থাৎ 'আমি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা অর্থাৎ আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট চলিয়াছি।'

উল্লেখ্য, এই বক্তব্যও তাহাদের দাবি সমর্থন করে না। ঈসা (আ) ইহা দ্বারা নিজেকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেন নাই; বরং আল্লাহর সম্মানার্থে তাহাদের পরিভাষায় এইরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়। অথচ অজ্ঞ লোকগুলি ভুল অকীদাবশত আল্লাহর সঙ্গে ঈসা (আ)-কে সম্পৃক্ত করিয়া নিজেরাও তাঁহার সন্তান হইবার দাবি করিতেছে।

খ্রিস্টানদের এই অমূলক দাবির প্রতিবাদ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ -'বল, তবে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন কেন?'

অর্থাৎ তোমাদের দাবি মাফিক তোমরা যদি আল্লাহর সন্তান এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে তবে তিনি কেন তোমাদের কুফর, মিথ্যারোপ ও অন্যান্য অপরাধের জন্য জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি দিবেন?

কোন একজন সূফী ব্যক্তি একজন ফিকহবিশারদকে জিজ্ঞাসা করেন, কুরআনের কোথাও কি আছে যে, বন্ধু তাহার বন্ধুকে শাস্তি দিবেন না ? ফকীহ্ ব্যক্তি ইহার কোন উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। অতঃপর সূফী ব্যক্তি এই আয়াতটি পাঠ করিলেন ঃ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ অর্থাৎ 'বল, কেন তোমাদের শাস্তি দেওয়া হইবে তোমাদের পাপের জন্য?'

এই উক্তিটি খুবই চমৎকার।

ইহার সমর্থনে হাদীসও রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একদল সাহাবীসহ পথ চলিতেছিলেন। সেই পথে একটা বাচ্চা ছিল। বাচ্চার মা পথ দিয়া বিরাট একদল লোককে হাঁটিয়া আসিতে দেখিয়া শংকিত হইল যে, হয়ত তাহারা পদদলিত করিয়া বাচ্চা মারিয়া ফেলিবে। তাই মা 'বাচ্চা! আমার বাচ্চা!' বলিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া বাচ্চাটিকে কোলে তুলিয়া নিল। তখন সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই মহিলাটি দ্বারা কখনো তাহার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করা সম্ভব নহে। তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাঁহার প্রিয় বান্দাকেও কখনো জাহান্নামের নিক্ষেপ করিবেন না। একমাত্র আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ 'বরং তোমরা তাহাদেরই মত মানুষ যাহাদিগকে আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ সকল সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক আল্লাহ সকল মানুষকে একই কাঠামো দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ -'যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন।' অর্থাৎ তিনি স্বেচ্ছায় স্বাধীন মতে কাজ করেন, কাহারো নিকট তিনি জবাবদিহি করেন না এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا 'আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার মালিকানা আল্লাহরই।' অর্থাৎ মহাবিশ্বের সবকিছু তাঁহার প্রতাপ ও রাজত্বাধীনে।

وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ 'সকলকে তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।' তিনি নিজ ইচ্ছামত তাঁহার বান্দাদিগকে আদেশ করিয়া থাকেন। তিনি ন্যায় বিচারক এবং অন্যায়কারী নহেন।

ইব্ন ইসহাক (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নুমান ইব্ন আসা, বাহারী ইব্ন আমর ও শাশ ইব্ন আদী প্রমুখ (ইয়াহূদীদের বড় বড় আলিম) আসেন। তাহাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) অনেক আলাপ- আলোচনার পর তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এক পর্যায়ে তিনি তাহাদিগকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিলে তাহারা খ্রিস্টানদের মত বলিল, হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদিগকে কিসের ভয় দেখান ? আমরা তো আল্লাহর সন্তান এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্বন্ধে নাযিল করেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهُ

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে সুদ্দী হইতে আসবাতের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান বলিয়া দাবি করে এবং ইহা বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইসরাঈল (আ)-এর প্রতি এই ওহী নাযিল করিয়াছিলেন যে, তোমার প্রথম সন্তান আমার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা আরও দাবি করে যে, চল্লিশ দিন তাহারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলিবে এবং সেই কয়দিনে আগুন তাহাদের সমস্ত পাপ দূরীভূত করিয়া পুত-পবিত্র করিয়া দিবে। অতঃপর একজন তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবে, ইসরাঈলের সন্তানদের মধ্যে যাহারা খৎনাকৃত, তাহারা বাহির হইয়া আস। তখন তাহারা সকলে জাহান্নাম হইতে বাহির হইয়া আসিবে। তাহাদের কথা হইল, তাহারা মাত্র নির্দিষ্ট কয়দিন জাহান্নামে থাকিবে।

(١٩) يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ؗ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۟

১৯."হে আহলে কিতাব! নিঃসন্দেহে তোমাদের নিকট আমার রাসূল আসিয়াছে। সে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে সত্য প্রকাশ করিতেছে, অন্যান্য রাসূলের আগমনধারা বিচ্ছিন্ন থাকিবার পর; যদি তোমরা বল যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসে নাই; অনন্তর অবশ্যই তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসিয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ আমি তোমাদের সকলের নিকট মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছি। তিনি হইলেন শেষ নবী। তাঁহার পরে আর কোন নবী বা রাসূল প্রেরিত হইবে না। তিনি হইলেন নবুয়াতের ধারা সমাপ্তকারী।

তাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ 'সুদীর্ঘ বিরতির পর রাসূলের আগমন ঘটিয়াছে।' অর্থাৎ ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের মাঝখানে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই দুই নবীর আগমনের মধ্যে কতকাল অতিবাহিত হইয়াছে, সেই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে।

আবূ উসমান নাহ্দী ও কাতাদা (র) এক রিওয়ায়াত অনুসারে বলেন ঃ ঈসা (আ)-এর পর ছয়শত বৎসর নবুয়াতের ধারা বন্ধ ছিল।

সালমান ফারসী (রা) ও কাতাদা (র) হইতে বুখারী (র) বর্ণনা করেন ঃ পাঁচশত ষাট বৎসর।

কোন এক সাহাবী হইতে মা'মার (র) বলেন ঃ পাঁচশত চল্লিশ বৎসর।

যাহহাক বলেন ঃ চারশত ত্রিশ বৎসর।

শা'বী (র) হইতে ঈসা (আ) সম্পর্কে ইব্ন আসাকির বলেন ঃ ঈসা (আ)-কে আকাশে উঠাইয়া নেওয়া হইতে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর হিজরত পর্যন্ত নয়শত তেত্রিশ বৎসর ব্যবধান ছিল।

কিন্তু প্রথম উক্তিটি সঠিক যে, তাঁহাদের উভয়ের আগমনের মধ্যে ছয়শত বৎসর ব্যবধান ছিল। অবশ্য ইহাদের মধ্যে কেহ বলিয়াছেন যে, ছয়শত বিশ বৎসর ব্যবধান ছিল। তবে এই দুই মতের কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা যিনি ছয়শত বৎসরের কথা বলিয়াছেন, তিনি সৌর মাস হিসাবে বলিয়াছেন এবং অন্য দল চান্দ্রমাস হিসাবে ছয়শত বিশ বৎসর বলিয়াছেন। মূলত বৎসরসমূহ সৌর ও চান্দ্র উভয় হিসাবে গণনা করা হইয়া থাকে। এক-একটি শতাব্দীতে সৌর বৎসর হইতে চান্দ্র চৎসরে তিন বৎসরের ব্যবধান হইয়া থাকে।

তাই আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহফ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا

অর্থাৎ 'তাহারা তাহাদের গুহায় তিনশত বৎসর অবস্থান করে এবং আরো নয় বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দেয়।' অর্থাৎ চান্দ্র বছরের হিসাবে তাহাদের অবস্থান হয় তিনশত নয় বৎসর এবং সৌর বৎসর হিসাবে তিনশত বৎসর। আসহাবে কাহফ সম্বন্ধে আহলে কিতাবদের নিকট সৌর বৎসরের হিসাব ছিল।

বনী ইস্রাঈলদের মধ্যে শেষ নবী ঈসা ইব্ন মরিয়ম (রা) এবং নবুওয়াতী ধারার সমাপ্তকারী নবী মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যকার যুগ ছিল নবীশূন্য যুগ।

যথা আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অন্যান্যদের তুলনায় ইব্ন মরিয়মের সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। কেননা আমার ও তাঁহার মাঝে কোন নবী নাই।

এই হাদীস দ্বারা তাহাদের মতকে খন্ডন করা হইয়াছে যাহারা বলেন যে, এতদুভয় নবীর মাঝখানে খালিদ ইব্ন সিনান নামে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। কুযাঈ প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মোট কথা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ রাসূল প্রেরণে দীর্ঘ বিরতির এমন পর্যায়ে আবির্ভূত করিয়াছেন যখন পৃথিবী ছিল জাহিলিয়াতের প্রভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। রাসূলদের পদচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ও ধর্মে চরম বিকৃতি ঘটিয়াছিল এবং রাসূলদের শিক্ষা বিদায় হইয়া দেব-দেবী পূজার ব্যাপক মহড়া চলিতেছিল। আগুন ও ক্রুশ দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন তীব্রভাবে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল। বিশ্বময় ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আদল-ইনসাফ এমনকি মানুষ্যত্ব পর্যন্ত ধরা হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। বর্বরতা ও অজ্ঞতার রাজত্ব চলিতেছিল। মাত্র মুষ্টিমেয় লোক তাহাদের পূর্বের দীনের উপর অটল ছিল। ইহাদের কিছু ছিল ইয়াহূদী, কিছু ছিল খ্রিস্টান এবং কিছু ছিল সাবিঈ।

ইমাম আহমদ (র)......ইয়ায ইব্ন হিমার মুজাশিঈ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়ায ইব্ন হিমার মুজাশিঈ (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবার মধ্যে বলেন ঃ আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমরা যাহা জান না তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। আজ আল্লাহ আমাকে জানাইয়াছেন ঃ "আমি আমার বান্দাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছিলাম, সব হালাল করিয়াছিলাম। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সরল পথ বা তাওহীদের উপর সৃষ্টি করিয়াছিলাম। কিন্তু শয়তান তাহাদিগকে প্ররোচনা দিয়া বিভ্রান্ত করে এবং যাহা তাহাদের জন্য হালাল করিয়াছি,

শয়তান তাহা তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছে। এমনকি তাহাদিগকে অন্ধভাবে আমার সঙ্গে শরীক করিতে প্ররোচিত করিয়াছে।

যাহা হউক, আল্লাহ্ পাক পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আরব-আজমের সকলকে অপসন্দ করিয়াছেন। শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলদের সেই কয়েকজন লোক ব্যতীত, যাহারা আজও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি বলেন ঃ আমি তোমার মাধ্যমে সকলকে পরীক্ষা করার জন্য তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি। আমি তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা পানি দিয়া ধুইয়া ফেলার নহে। উহা তুমি ঘুমন্ত ও জাগ্রতাবস্থায় পাঠ করিতে থাক।

অতঃপর আল্লাহ পাক আমাকে কুরায়শদের নিকট পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়ার আদেশ করেন। তখন আমি বলিলাম, হে আল্লাহ! তাহা হইলে ইহারা আমার মাথা রুটির মত টুকরা টুকরা ফেলিবে। আল্লাহ্ পাক উত্তরে বলিলেন ঃ তুমি তাহাদিগকে বহিষ্কার করিয়া দাও, যেভাবে তোমাকে তাহারা বহিষ্কার করিয়াছিল এবং তুমি তাহাদের সাথে যুদ্ধ কর, আমি তোমার সঙ্গে থাকিব। তাহাদের ব্যাপারে ব্যয় কর, আমি তোমার ব্যাপারে ব্যয় করিব। তুমি তাহাদের মুকাবিলায় সৈন্য প্রেরণ কর, আমি তাহার সঙ্গে আরো পাঁচগুণ সৈন্য প্রেরণ করিব। অতএব তুমি তোমার অনুগতদের নিয়া তোমার অবাধ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

দ্বিতীয়ত, তিন প্রকারের লোক বেহেশতী ঃ ১. ন্যায়পরায়ণ, সদাচারী ও দানশীল বাদশাহ; ২. যেই দয়াশীল ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজন ও মুসলমানদের সাথে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করে; ৩. যেই দরিদ্র ব্যক্তি তাহার পরিবার-পরিজন ভূখা থাকা সত্ত্বেও হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকে।

পাঁচ প্রকারের লোক দোযখী ঃ ১ সেই ইতর ব্যক্তি যে ধর্ম মানে না, অথচ সে কাহারো অধীনস্থ নহে এবং তাহার কোন পরিবার-পরিজনও নাই; ২. সেই খিয়ানতকারী ব্যক্তি, যে ক্ষুদ্রতম জিনিসের ব্যাপারেও লোভ সংবরণ করিতে পারে না এবং অতি তুচ্ছ জিনিসও সে তসরুপ করিতে কসূর করে না; ৩. সেই ব্যক্তি, যে প্রত্যেক সকাল ও বিকালে জনগণকে তাহার জমাজমি, ধন-সম্পদ ও ঘর-সংসার লইয়া প্রতারণা করে; ৪. যে ব্যক্তি কৃপণ ও মিথ্যাবাদী; ৫. অশালীন ভাষা প্রয়োগকারী।

মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন শুআয়ব (র) হইতে কাতাদার সূত্রে ইমাম আহমদ, মুসলিম ও নাসাঈ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ বলেন, এই হাদীসটি কাতাদা মুতাররিফ হইতে শোনেন নাই। ইয়ায ইব্ন হিমার হইতে রাওহ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আওফ আরাবী হইতে গুন্দুরের সনদে নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ان الله نظر الى اهل الارض فمنهم عجمهم وعربهم الابقايا من بنى اسرائيل

এই হাদীসটিতে বলা হইয়াছে যে. রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করার সময় সত্য ধর্মের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বনী ইসরাঈলের মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন লোকই অবশিষ্ট ছিল না। অবশেষে স্বীয় প্রেরিত নবীর মাধ্যমে মানুষকে অন্ধকার ও ভ্রান্ত পথ হইতে আলো ও হিদায়াতের পথে নিয়া আসেন। তাহাদিগকে তিনি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট শরী'আত দান করেন, যাহাতে কাহারও অভিযোগ করার কোন অবকাশ না থাকে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَنْ تَقُوْلُوْا مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ

–যাহাতে তোমরা বলিতে না পার, কোন সুসংবাদবাহী সাবধানকারী আমাদের নিকট আসে নাই। অর্থাৎ দীন বিকৃত হওয়ার পর তাহারা যাহাতে এই কথা বলিতে না পারে যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাবাহী ও সাবধানকারী আসে নাই । তিনি তাহাদের নিকট সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী হিসাবে মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করিয়াছেন।

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ 'আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ ইহাতে আল্লাহ বলিয়াছেন যে, আমি আমার অনুগত বান্দাদিগকে পুরস্কৃত করিতে এবং অবাধ্য বান্দাদিগকে শাস্তি প্রদানে পূর্ণ সক্ষম ।

(٢٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ○

(٢١) يَٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ○

(٢٢) قَالُوا يَٰمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ○

(٢٣) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

(٢٤) قَالُوا يَٰمُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ○

(٢٥) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ○

(٢٦) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ○

২০."আর যখন মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নি'আমত স্মরণ কর। তিনি তোমাদের ভিতর নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ করিয়াছেন। আর তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা নিখিল সৃষ্টির আর কাহাকেও দেন নাই।"

২১. "হে আমার জাতি! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেই পবিত্র শহর নির্ধারিত করিয়াছেন তোমরা সেখানে প্রবেশ কর এবং উহা হইতে পশ্চাৎপদ হইও না; তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।"

২২. "তাহারা বলিল, হে মূসা! সেখানে এক দুর্ধর্ষ জাতির বাস। তাহারা বাহির হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করিব না। যদি তাহারা চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা সেখানে প্রবেশ করিব।"

২৩."তাহাদের আল্লাহ্-ভীরু দুই বান্দা, যাহাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছিল, তাহারা বলিল, তোমরা শহরের দরজা ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া পড়। যখন তোমরা প্রবেশ করিবে, তোমরা নিশ্চয়ই বিজয়ী হইবে। আর তোমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা কর, যদি তোমরা ঈমানদার হইয়া থাক।"

২৪. "তাহারা বলিল, হে মূসা! আমরা কিছুতেই কোনদিনই উহাতে প্রবেশ করিব না, যতদিন তাহারা সেখানে থাকিবে। তাই তুমি ও তোমার প্রভু গিয়া লড়াই কর, আমরা এখানে বসিয়া থাকিব।"

২৫. "সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত কাহারও উপর আমার আধিপত্য নাই। তাই তুমি আমার ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও।"

২৬. "আল্লাহ্ বলিলেন, তবে ইহা চল্লিশ বৎসর তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিল। তাহারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। সুতরাং তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগকে ও রাসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া বর্ণনা করেন যে, মূসা ইব্ন ইমরান (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে আল্লাহর নি'আমতসমূহ স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা যদি আল্লাহ্প্রদত্ত সরল বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, তবে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে কল্যাণপ্রাপ্ত হইবে। আলোচ্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰاقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْجَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ

'যখন মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে নবী বানাইয়াছেন।'

অর্থাৎ পূর্বের নবীগণ তিরোহিত হওয়ার পর তিনি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্য হইতে একের পর এক নবী প্রেরণ করিতে রহিয়াছেন। তাহারা তোমাদিগকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করিত এবং পরকালের ভীতি প্রদর্শন করিত। অতঃপর ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ) পর্যন্ত আসিয়া ইস্রাঈলী নবুওয়াতী ধারার অবসান ঘটে। অবশেষে আল্লাহ পাক শেষনবী ও রাসূল মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। এই শেষনবী হইলেন পূর্বের সকল নবী হইতে পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম।

وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكًا -অর্থাৎ 'তোমাদিগকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছিলেন।'

আবদুর রাযযাক (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكًا-এর অর্থ হইল 'আল্লাহ তাহাদিগকে পরিচারক, পত্নী ও ঘরবাড়ি দান করিয়াছিলেন।'

হাকিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তাহাদিগকে পত্নী ও পরিচারক দেওয়া হইয়াছিল।

وَاٰتَاكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ -'এবং বিশ্বজগতে কাহাকেও যাহা তিনি দেন নাই তাহা তোমাদিগকে দিয়াছিলেন।' অর্থাৎ তৎকালে তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল অন্য কোন সম্প্রদায়কে তাহা দেন নাই। তৎকালে তাহারাই ছিল পৃথিবীর উন্নত ও সমৃদ্ধশালী জাতি। হাকিম বলেন, হাদীসটি সহীহ সংকলকদ্বয়ের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ বটে; কিন্তু তাঁহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

মাইমূন ইব্ন মিহরান (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বনী ইস্রাঈলদের কাহারো যদি পত্নী, পরিচারক এবং ঘর থাকিত, তাহাকেই বাদশাহ বলা হইত।

ইব্ন জারীর (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আসকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি দরিদ্র মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ? আবদুল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্ত্রী আছে? লোকটি বলিল, হ্যাঁ আছে। আবদুল্লাহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ঘর আছে ? লোকটি বলিল, হ্যাঁ, আছে। আবদুল্লাহ তাহাকে বলিলন, তবে তো তুমি ধনীদের অন্তর্ভুক্ত। লোকটি বলিল, আমার একটি খাদিমও আছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, তবে তো তুমি বাদশাহদের অন্তর্ভুক্ত।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ যাহার সওয়ারী, খাদিম এবং ঘর রহিয়াছে, সে ধনীদের অন্তর্ভুক্ত। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম, মুজাহিদ, মানসূর ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ হইতেও এইরূপ রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। মাইমূন ইব্ন মিহরান (র) হইতে ইব্ন আবূ হাতিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন শাওয়াব (র) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলদের কাহারো ঘর ও পরিচারক থাকিলে তাহাকে বাদশাহ বলিয়া ডাকা হইত।

কাতাদা (র) বলেন ঃ পূর্ব যুগে বনী ইস্রাঈলীদের কেহ খাদিম গ্রহণ করিলে তাহাকে বাদশাহ বলা হইত।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিচারক, সম্পদ এবং পত্নীর অধিকারী হইত, তাহাকে বাদশাহ বলা হইত। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ বনী ইস্রাঈলদের মধ্যে কাহারো খাদিম, সওয়ারী ও পত্নী থাকিলে বাদশাহদের খাতায় তাহার নাম লিখা হইত। তবে এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল।

ইব্ন জারীর (র)......যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন ঃ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا আয়াতাংশ সম্বন্ধে ততটুকু জানি যাহা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়ছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, যাহার ঘর ও খাদিম থাকিবে, সেই বাদশাহ। হাদীসটি মুরসাল ও গরীব পর্যায়ের।

মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যাহার ঘর, খাদিম ও পত্নী থাকিবে, সেই বাদশাহ।

হাদীসে আসিয়াছে যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে সকালে জাগিল ও যাহার হৃদয়ে প্রশান্তি বিরাজিত, যদি তাহার নিকট সেইদিনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য মওজুদ থাকে, তবে দুনিয়ার সব সুখ তাহার হস্তগত হইল।

وَاٰتَاكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ 'তৎকালীন সময়ে গ্রীক ও মিসরীয়সহ সকল জাতি হইতে তাহারা শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধশালী ছিল।'

যথা আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ-

অর্থাৎ 'আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং পবিত্র বস্তু হইতে তাহাদিগকে খাদ্য দিয়াছিলাম। আর সমগ্র বিশ্বে তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করিয়াছিলাম।'

বনী ইস্রাঈলরা যখন মূসা (আ)-কে বলিয়াছিল ঃ

اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ-

'আমাদের জন্য তদ্রূপ এক দেবতা বানাইয়া দাও যেরূপ তাহাদের দেব-দেবী রহিয়াছে, মূসা বলিলেন, তোমরা তো এক গণ্ডমূর্খ জাতি।' তখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে উহা জানাইয়াছিলেন।

অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে তাহারা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। তবে বর্তমান উম্মতে মুহাম্মদী তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহারা আল্লাহর নিকটও মর্যাদাবান । ইহাদের শরী'আত পূর্ণাঙ্গ, জাতিগতভাবে ইহারা সুশৃঙ্খল। ইহাদের নবী সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। ইহাদের খলীফা সব রাষ্ট্রপ্রধান হইতে শ্রেষ্ঠ । অতি উন্নত ও পবিত্র বস্তু ইহাদের খাদ্য। ইহাদের সম্পদ অফুরন্ত এবং জনসংখ্যায় ইহারা অসংখ্য। ইহাদের খিলাফত সুপ্রশস্ত, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনে ইহারা অধিষ্ঠিত। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا كُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

'আর এইভাবেই আমি তোমাদিগকে মধ্যস্থতাকারী উম্মত বানাইয়াছি যেন তোমরা মানবজাতির ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা হও।'

যথা সূরা আলে ইমরানে বলা হইয়াছে ঃ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ 'তোমরাই উত্তম উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদিগকে বাছাই করা হইয়াছে।'

ইব্ন আব্বাস (রা) আবূ মালিক ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন ঃ وَاٰتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ আয়াতাংশের বক্তব্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদীও অন্তর্ভুক্ত।

জমহূর বলেন ঃ বিশেষত ইহাতে মূসা (আ)-এর জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু বিষয়টি সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

কেহ বলেন ঃ ইহা দ্বারা বনী ইস্রাইলদের প্রতি নাযিলকৃত মান্না-সালওয়া এবং মেঘমালার ছায়াদান ইত্যাদি অস্বাভাবিক বস্তুসমূহের কথা বলা হইয়াছে। উহা আল্লাহ শুধু বনী ইস্রাঈলকে দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, মূসা (আ) বনী ইস্রাঈলদিগকে জিহাদ করিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। উহা তাহাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকূব (আ)-এর সময় তাহাদের দখলে ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার পুত্র ইউসুফ (আ)-এর নিকট মিসর চলিয়া যাওয়ার পর আস্তে আস্তে বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে তাহাদের কর্তৃত্ব লোপ পায়। যখন তাহারা মূসা (আ)-এর সঙ্গে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারকল্পে অগ্রসর হয়, তখন আমালিকা নামক শক্তিশালী এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাহাদের মুকাবিলা হয়। বায়তুল মুকাদ্দাস তখন আমালিকাদের দখলে ছিল। মূসা (আ) বনী ইস্রাঈলদিগকে আমালিকাদের হটাইয়া বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিতে এবং শত্রুদিগকে হত্যা করিতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্র মদদে অবশ্যই বিজয়ী হইবে। কিন্তু তাহারা ভীতিগ্রস্ত হইয়া মূসা (আ)-এর নির্দেশ অমান্য করিল। ইহার ফলস্বরূপ তাহাদিগকে তীহ ময়দানে উদ্ভ্রান্তের মত অবস্থান করিতে হইল। তাহাদিগকে সেই ময়দানের চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ইহা ছিল আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি শাস্তি স্বরূপ।

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ। অর্থাৎ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর।'

সুফিয়ান সাওরী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ সম্পর্কে বলেন ঃ উহা হইল তূর পাহাড় এবং উহার পার্শ্ববর্তী ভূমি। মুজাহিদ (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উহা হইল আরীহা ময়দান। আরও অনেক মুফাস্সির হইতে এই ধরনের অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।

তবে ইহার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা, 'আরীহা' জয় করার উদ্দেশ্য মূসা (আ)-এর ছিল না এবং আরীহা বায়তুল মুকাদ্দাসের পথেও নয়। তবে উহা সেই ময়দান হইতে পারে যেখানে তাহারা ফিরাউনকে ধ্বংস করার পর ঘোরাফেরা করিতেছিল। অথবা আরীহা বায়তুল মুকাদ্দাসের কোন এলাকার নাম হইবে।

ইব্ন জারীর (র)......সুদ্দী হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইহা সেই প্রসিদ্ধ শহর যাহা বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্বদিকে তূর পাহাড়ের সন্নিকটে অবস্থিত।

اَلَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ -'উহা তোমাদের জন্য আল্লাহ নির্দিষ্ট করিয়াছেন।' অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইস্রাঈল (আ)-এর সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, তোমাদের যাহারা ঈমান আনিবে, তাহাদিগকে তিনি এই ভূমির উত্তরাধিকারী বানাইবেন।

وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ অর্থাৎ 'তোমরা জিহাদ হইতে পশ্চাদপসরণ করিও না।'

فَتَنْقَلِبُوْا خَاسِرِيْنَ- قَالُوْا يَامُوْسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دَاخِلُوْنَ

অর্থাৎ তাহারা অজুহাত তুলিয়া মূসা (আ)-কে বলিল যে, আপনি আমাদিগকে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিতে বলিয়াছেন এবং সেখানে দখলদার শক্তিশালী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সেখানে পৌঁছিতে অক্ষম। যতক্ষণ তাহারা সেখানে অবস্থান করিবে, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া উহা দখল করা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে। সেই শক্তি আমাদের নাই।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মূসা (আ) তাঁহার সঙ্গীদিগকে শক্তিশালী সম্প্রদায়ের শহরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীদের সহ রওয়ানা করিয়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান গ্রহণ করিলেন। সেই শহরটির নাম হইল আরীহা। সেখানে তিনি বারজন গুপ্তচর প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি উহাদের সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানিতে পারেন। এই লোকগুলি সেখানে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বিশাল দেহ এবং অসাধারণ শক্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া পার্শ্ববর্তী একটা ফলের বাগানে আশ্রয় নেয়। ইতিমধ্যে বাগানের মালিক ফল পাড়িতে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া ফেলে এবং ফলের ঝুড়ির মধ্যে তাহাদিগকে ভরিয়া বাদশাহর সামনে নিয়া হাযির হয়। তাহাদিগকে দেখিয়া বাদশাহ বলিলেন, দেখিলে তো তোমরা আমাদের শক্তি ও সাহস! এখন তোমরা গিয়া তোমাদের অন্যান্য সাথীদিগকে আমাদের সম্পর্কে অবহিত কর। অতঃপর তাহারা ফিরিয়া গিয়া মূসা (আ)-কে সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল।

অবশ্য ইহার সনদে যথেষ্ট দুর্বলতা রহিয়াছে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মূসা (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায় শহরের উপকণ্ঠে অবতরণ করিয়া নিজেদের মধ্য হইতে বারজন লোককে গুপ্তচর হিসাবে উহাদের সকল সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য পাঠান। তাহারা শহরে গিয়া উপস্থিত হইলে 'জাব্বারীনদের' একজনের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। সে তাহাদের সকলকে গাঁঠুরি বাঁধিয়া শহরের মধ্যে নিয়া আসিয়া সকলকে ডাক দেয়। অনেক লোক জমা হইয়া যায়। তাহারা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের পরিচয় কি ? তাহারা বলিল, আমরা মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়। তিনি আমাদিগকে তোমাদের সংবাদ সংগ্রহ করিতে এখানে পাঠাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া তাহারা তাহাদিগকে আংগুর জাতীয় একটি ফল দিল, যে ফলটি একটি লোকের জন্য যথেষ্ট ছিল। অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে বলিল, তোমরা মূসা এবং তাহার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া দেখাও যে, এই হইল তাহাদের এক-একটি ফলের পরিমাণ যাহা তাহারা খায়। তাহারা মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া সকল ঘটনা বলিল। ইহার পরও যখন মূসা (আ) তাহাদিগকে সেই শহরে প্রবেশ করিতে এবং তাহাদিগকে হত্যা করিতে আদেশ করিলেন, তখন তাহারা বলিল, আপনি এবং আপনার প্রভু তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন, আমরা এইখানে বসিলাম। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইয়াহিয়া ইব্ন আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহিয়া ইব্ন আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ একদা আমি দেখি যে, হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) একটি বাঁশ মাপেন। তবে উহা কত হাত তাহা আমার জানা ছিল না। অতঃপর তিনি উহার পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন হাত মাটিতে রাখেন। অবশেষে বলেন, আমালিকরা এতটা লম্বা ছিল।

এই বিষয়ে মুফাসসিরগণ হইতে বহু ইসরাঈলী মওযূ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে ঊজ ইব্ন উনুক বিনতে আদম সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তিন হাজার তিনশত তেত্রিশ গজ লম্বা ছিলেন এবং তাহার শরীরের প্রস্থ ছিল তিনশত গজ। এইসব হাস্যকর কথার কোন ভিত্তি নাই। এই সব রিওয়ায়াত বর্ণনা করাটা লজ্জার বিষয়।

কেননা সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে ষাট হাত লম্বা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই হইতে মানুষের দৈর্ঘ্য লোপ পাইতে পাইতে এই পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

ইসরাঈলী রিওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত ঊজ ইব্ন উনুক বিনতে আদম কাফির এবং জারজ ছিল। সে নূহ (আ)-এর কিশতিতে উঠিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিল। সেই তুফানের পানি তাহার হাঁটু পর্যন্ত হইয়াছিল। অবশ্য এই সব কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

কেননা আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তিনি পৃথিবীর কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন ঃ 'হে প্রতিপালক! ভূপৃষ্ঠে একজন কাফিরও যেন রক্ষা না পায়।' যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِيْنَ-

অর্থাৎ 'আমি নূহকে এবং তাহার কিশতির আরোহীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম! অবশিষ্ট সকলকে আমি ডুবাইয়া দিয়াছিলাম।'

আল্লাহ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ

অর্থাৎ 'যাহাদের উপর আল্লাহর রহমত রহিয়াছে, তাহারা ব্যতীত আজ কেহ রক্ষা পাইবে না।'

স্বয়ং নূহ (আ)-এর পুত্র কাফির ছিল বলিয়া সেও রক্ষা পায় নাই। অথচ কাফির ও জারজ ঊজ ইব্ন উনুক কিভাবে রক্ষা পাইল ? কেনইবা তাহাকে নূহ (আ) নৌকায় উঠিতে বলিবেন ? ইহা শরী'আত এবং যুক্তি কোনটায় খাটে না। উপরন্তু ঊজ ইব্ন উনুকের অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا

'যাহারা ভয় করিতেছিল তাহাদের মধ্যে দুইজন, যাহাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।'

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁহার নবী মূসা (আ)-এর অনুসরণ অস্বীকার করিয়াছিল, তখন যে দুই ব্যক্তির উপর আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ ছিল, তাহারা তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। সেই ব্যক্তিদ্বয়ের অন্তরে এই ভয় ছিল যে, না জানি উহাদের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহর কোন শাস্তি ও গযব আপতিত হয়।

কেহ কেহ يَخَافُوْنَ কে يُخَافُوْنَ পড়িয়াছেন। যাহার অর্থ দাঁড়ায় তাহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তির অগাধ প্রভাব ও ইয্যত ছিল। তাহাদের নাম হইল ইউশা ইব্ন নূন এবং কালিব ইব্ন ইউফনা। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, আতীয়া, সুদ্দী, রবীআ ইব্ন আনাস (র) এবং পূর্ব ও পরের বহু মনীষী ইহা বলিয়াছেন।

তাহারা উভয়ে বনী ইসরাঈলগণকে বলিয়াছিলেন ঃ

اُدْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غَالِبُوْنَ . وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

–'তোমরা প্রবেশ দ্বারে তাহাদের মুকাবিলা কর, প্রবেশ করিলেই তোমরা জয়ী হইবে আর তোমরা বিশ্বাসী হইলে আল্লাহর উপর নির্ভর কর।'

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা কর, তাঁহার আনুগত্য কর এবং যদি তাঁহার রাসূলের অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগর্কে শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করিবেন এবং স্বয়ং তিনি তোমাদিগকে শক্তি ও বিজয় দান করিবেন। তোমরা মাত্র প্রবেশ দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হও এবং এই বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য শক্তি আমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।

তখন বনী ইসরাঈলরা বলিল ঃ

قَالُوْا يَا مُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ.

–তাহারা বলিল, হে মূসা! তাহারা যতদিন সেখানে থাকিবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করিবই না। সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব।

অর্থাৎ তাহারা জিহাদ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিল। আর তাহারা কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিল। উপরন্তু তাহারা জিহাদের ময়দান হইতে ভাগিয়া মিসরের দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ) তাহাদিগকে অনেক অনুনয় করিয়া বুঝাইলেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না। বরং তাহারা তাহাদের ইচ্ছাকে আরও মযবূত ভাষায় পুনর্ব্যক্ত করিল। তাহাদের এই আচরণ দেখিয়া ইউশা ইব্ন নূন এবং কালিব ইব্ন ইউফনা রাগে নিজেদের জামা ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং অনেক করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইল। কিন্তু প্রত্যুত্তরে তাহারা তাহাদিগকে পাথর মারিয়া হত্যা করার হুমকি দিল। এই ঘটনা হইতে মূসা (আ)-এর সঙ্গে বনী ইসরাঈলদের হঠকারিতার সূত্রপাত ঘটে।

পক্ষান্তরে দেখা যায়, বদরের যুদ্ধের প্রারম্ভে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আবূ সুফিয়ানসহ মক্কার কাফিরদের বাণিজ্য কাফেলার উপর হামলা করার ইচ্ছা করেন, যাহারা সংখ্যায় হাজারের মত ছিল, তখন সর্বপ্রথম আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইচ্ছার সমর্থন করিয়া এক ভাষণ দেন। মুহাজিরদের আরো কয়েকজন ইহার সমর্থনে ভাষণ দেওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ (সা)

সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ হে মুসলমানগণ! আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন। মুহাজিরদের সকলের সমর্থন পাওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক সকলের পরামর্শ আহ্বান করার উদ্দেশ্য ছিল আনসারদের মন-মানসিকতা সম্পর্কে অবগত হওয়া। কেননা কাফিররা সংখ্যায় অধিক ছিল। তখন সা'দ ইব্ন মা'আয (রা) বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! মনে হয় আপনি আমাদের মনের ইচ্ছা জানিতে চাহিতেছেন। সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, যদি আপনি আমাদিগকে সমুদ্রের তীরে সারিবদ্ধ করিয়া উহাতে ঝাঁপ দেওয়ার নির্দেশ দেন, তাহা হইলেও আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িব। একজন আনসারও আপনার নির্দেশ অমান্য করিবে না। আমাদের কাহারো কোন অজুহাত নাই, আপনি আমাদিগকে শত্রুর মুকাবিলায় নিয়া চলুন। আমরা ধৈর্যের সঙ্গে শত্রুর মুকাবিলায় স্থির থাকি কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখুন। আমরা আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাত হওয়াকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। আমাদের স্থিরতা ও দৃঢ়তা দেখিয়া সত্যিই আপনার হৃদয়ে প্রশান্তি আসিবে। সা'দ (রা)-এর ভাষণ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত খুশি হন।

অন্য আর একটি রিওয়ায়াতে ইব্ন মারদূবিয়া (র)...... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বদরের যুদ্ধ করার ব্যাপারটি স্থির করিয়া প্রথমে উমর (রা)-এর নিকট পরামর্শ চাহিলেন। অতঃপর আনসারদের মতামত চাহিলে তাহাদের একজন আনসারদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ হে আনসারগণ! রাসূলুল্লাহ (সা) এই ব্যাপারে আপনাদের মনোভাব সম্পর্কে অবগত হইতে চাহেন। তাহারা সকলে সমস্বরে বলিল, আমরা বনী ইস্রাঈলদের মত নহি যে, এই কথা বলিব, তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব। সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, যদি আপনি আমাদিগকে একে একে গভীর কূপে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বলেন, তবুও আমরা আপনার নির্দেশ মান্য করিব।

ইমাম আহমদ (র), নাসাঈ ও ইব্ন হিব্বান (র) হুমাইদ-এর সনদে হযরত আনাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদূবিয়া (র)......উতবা ইব্ন উবায়দ সুলামী হইতে বর্ণনা করেন যে, উতবা ইব্ন উবায়দ সুলামী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সাহাবীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা কি শত্রুদের মুকাবিলায় জিহাদ করিবে না ? সাহাবীগণ উত্তরে বলিয়াছিলেন ঃ মূসা (আ)-কে বনী ইসরাঈলরা বলিয়াছিল, যে, তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসিয়া থাকিব। আমরা তদ্রূপ বলিব না; বরং আমাদের কথা হইল, আপনি ও আপনার প্রতিপালক যুদ্ধ করিবেন এবং আমরাও আপনাদের সঙ্গে সমভাবে যুদ্ধ করিব। হুযূর (সা)-এর উপরোক্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে সেইদিন মিকদাদ ইব্ন আমর কিন্দী (রা) এই কথা বলিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র)......তারিক ইবনে শিহাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তারিক ইব্ন শিহাব (র) বলেন ঃ বদরের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মিকদাদ (রা) বলিয়াছেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! মূসা (আ)-কে বনী ইসরাঈলরা যেরূপ বলিয়াছিল, তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানে বসিয়া থাকিব, আমরা আপনাকে অমন কথা বলিব না; বরং

আমাদের কথা হইল, আমরা আপনার এবং আপনার প্রতিপালকের সঙ্গে থাকিয়া সমানভাবে যুদ্ধ করিব। এই সূত্রে ইমাম আহমদ (র)-ও হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

তারিক ইব্‌ন শিহাব হইতে অন্য সূত্রে ধারাবাহিকভাবে মুখারিক, ইসরাঈল ও আসওয়াদ ইব্‌ন আমের বর্ণনা করেন যে, তারিক ইব্‌ন শিহাব বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) মিকদাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আমিও যদি মিকদাদের অনুরূপ একটি অঙ্গীকার ব্যক্ত করার সুযোগ পাইতাম, যাহাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সকল সাহাবী হইতে প্রিয়পাত্র হইতাম! যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলকে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানান, তখন তিনি (মিকদাদ) বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ)-কে নির্লজ্জের মত যেমন বলিয়াছিল, তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব, আমরা তেমন বলিব না; বরং আমাদের কথা হইল, আমরা আপনার ডাইনে, বামে, সামনে ও পিছনে থাকিয়া মরণপণ যুদ্ধ করিয়া যাইব। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার এই কথার ফলে খুশিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

মুখারিকের সূত্রে 'তাফসীর ও মাগাযী' উভয় অধ্যায়ে ইমাম বুখারীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহর সূত্রে ইমাম বুখারী তাফসীর অধ্যায়ে বর্ণনা করেন ঃ বদরের দিন মিকদাদ (রা) বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বনী ইসরাঈলরা যেভাবে মূসা (আ)-কে বলিয়াছিল, তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব, আমরা আপনাকে সেরূপ বলিব না; বরং আমাদের কথা হইল, আপনি যুদ্ধে অগ্রসর হউন, আমরা আপনার সঙ্গে থাকিব। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তারিক হইতে ধারাবাহিকভাবে মুখারিক, সুফিয়ান ও ওয়াকীর সূত্রে বুখারী বলেন ঃ মিকদাদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন (পূর্ব বর্ণনা)।

কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইয়াযীদ, বিশর ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, কাতাদা বলেন ঃ আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উমরা করিতে কুরবানীর পশুসহ মুশরিকদের হাতে হুদায়বিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন ঃ আমি কুরবানীর পশুসহ মক্কায় পৌঁছিয়া বায়তুল্লাহর নিকটে কুরবানী করিতে চাই। তখন তাঁহাকে মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা আপনার সঙ্গে বনী ইসরাঈলদের মত ব্যবহার করিব না। তাহারা তাহাদের নবীকে বলিয়াছিল, তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর; আমরা এইখানেই বসিযা থাকিব। পক্ষান্তরে আমরা আপনার ও আপনার রবের সঙ্গে থাকিয়া প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় সমানভাবে যুদ্ধ করিব। মিকদাদের এই ভাষণ শুনিয়া অন্যান্য সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করিতে শুরু করেন।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মিকদাদ (রা) এই কথা হুদায়বিয়ায় বলিয়াছিলেন। তবে অন্যান্য রিওয়ায়াতে বদরের দিনের কথা উল্লেখ থাকার কারণে প্রমাণিত হয় যে, বদরের দিনও তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِيْ وَأَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরা মূসা (আ)-এর কথার অবাধ্যতা করিলে তিনি তাঁহার উম্মতের উপর ভীষণ রাগান্বিত হইয়া আল্লাহ্র নিকট আবেদন করেন ঃ رَبِّ إِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِيْ وَأَخِيْ – 'হে রাব্বুল আলামীন! আমার ও আমার ভাই ব্যতীত অপর কাহারো উপর আমার আধিপত্য নাই। অতএব فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ –'আপনি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিন।'

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন ঃ অর্থাৎ আমাদের ও উহাদের ব্যাপারে বিচার অনুষ্ঠান করুন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইবনে আবূ তালহাও এই অর্থ বলিয়াছেন।

যাহহাক ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমাদের ও তাহাদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দিন এবং আমাদের ও তাহাদের মাঝের ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া ফেলুন।

কেহ বলেন ঃ আমাদিগকে এবং তাহাদিগকে পৃথক করিয়া ফেলুন। যথা কোন কবি বলিয়াছেন ঃ

يارب فافرق بيني وبينه – اشد ما فرقت بين اثنين

হে প্রভু! তাহার ও আমার ভিতর এমন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি কর যাহা দুইজনের বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক কঠোর হইয়া থাকে।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِي الْأَرْضِ

'আল্লাহ বলিলেন, তবে ইহা চল্লিশ বৎসর তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিল। তাহারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে।' অর্থাৎ মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলগণকে জিহাদের জন্য আহ্বান করিয়াছিল, তখন তাহারা তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করার ফলে তীহ ময়দানে তাহাদিগকে প্রায় বন্দী করিয়া রাখা হয় এবং চল্লিশ বৎসরের মধ্যে অন্য কোথাও বাহির হওয়া তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে তাহারা উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরিতে থাকে। সীমানা পার হইয়া বাহির হওয়া তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ ও অসাধ্য ছিল।

তবে সেখানে অস্বাভাবিক কতগুলি ঘটনা ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষগুলি হইল, তীহ ময়দান জুড়িয়া কালো মেঘের ছায়া, মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, তাহাদের সওয়ারীতে করিয়া বহন করা নিজস্ব একটি পাথরখণ্ড হইতে পানি নিঃসৃত হওয়া ইত্যাদি। হযরত মূসা (আ) তাঁহার লাঠি দিয়া সেই পাথরের উপর আঘাত করামাত্র পানির বারটি ধারা প্রবাহিত হয়। বনী ইসরাঈলদের বারটি গোত্রের জন্য বারটি ধারার সৃষ্টি হয়। মূসা ইব্ন ইমরান (আ)-এর হাতে সেখানে বহু মু'জিযা প্রকাশিত হয়। উক্ত তীহ ময়দানে তখন তাওরাত নাযিল হয় এবং তখন হইতে তাহাদের উপর শরী'আতের বিধি-বিধান মানার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই সময়টাকে কিবতীদের শাসনকাল বলা হয়।

ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র) ....সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে– فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِي الْأَرْضِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ তাহারা উহার মধ্যে উদ্ভ্রান্তের মত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ঘুরিতেছিল। প্রত্যেক দিন প্রত্যূষে উঠিয়া তাহারা

অস্থিরচিত্তে পদচারণা করিত। অতঃপর তীহ ময়দান মেঘমালা দ্বারা ছায়াময় করিয়া দেওয়া হইল এবং তাহাদের প্রতি নাযিল করা হইল মান্না ও সালওয়া। ইহা পরীক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়ের একাংশ মাত্র। ইহার পর হযরত হারূন (আ) ইন্তিকাল করেন। ইহার মাত্র তিন বৎসর পর হযরত মূসা (আ)-ও ইন্তিকাল করেন। হযরত মূসা (আ)-এর মৃত্যুর পরে হযরত ইউশা ইব্‌ন নূনকে নবী হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এই সময়ের মধ্যে বনী ইসরাঈলের অনেক লোক মারা যায়।

কেহ বলেন ঃ হযরত ইউশা (আ) এবং কালিব ব্যতীত বনী ইস্‌রাঈলের আর কোন লোক বাঁচিয়া ছিল না।

কোন এক মুফাসসির বলেন قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ বলিয়া পূর্ণমাত্রায় থামিতে হইবে এবং اَرْبَعِيْنَ سَنَةً -কে يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ-এর কারণে যবর দিয়া পড়িতে হইবে।

যাহা হউক, এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর ইউশা ইব্‌ন নূন (আ) অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলদেরকে নিয়া নতুন আর এক যুগে প্রবেশ করেন। প্রথমে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস দখলে আনার ইচ্ছা করেন এবং একদিন উহা অবরোধ করেন। এক শুক্রবার আসরের সময় তাহাদের বিজয় অত্যাসন্ন হইয়া আসিল। একদিকে সূর্য অস্তের দিকে চলিয়াছে, আর একদিকে তাহারা বিজয়ের দোর গোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনকার দিনে শনিবার যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। তাই ইউশা (আ) ভয় পাইতেছিলেন যে, সূর্যটা ডুবিয়া যায় কিনা। আর সূর্য ডুবিয়া যাওয়া মানে নতুন দিনের শুরু হওয়া। তখন ইউশা (আ) সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তুমিও আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত আর আমিও তাই। অতঃপর বলেন, হে আল্লাহ! দিনের অবসান না ঘটাইয়া আরও কিছুক্ষণ দীর্ঘ কর। আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে সূর্য স্থির হইয়া গেল। ফলে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করিয়া নেন। তখন ইউশা ইব্‌ন নূন (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করিলেন, তুমি বনী ইসরাঈলকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন মাথা অবনত অবস্থায় বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে এবং তাহারা যেন বলিতে থাকে حِطَّةٌ মানে 'আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দাও।' কিন্তু তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করিয়া নিতম্বের উপর বুক টান করিয়া প্রবেশ করিল এবং মুখে বলিতেছিল حَبَّةٌ فِى شَعْرَةٍ অর্থাৎ 'গমের বীজ চাই।' এই ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা বাকারায় অতিবাহিত হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তাহারা দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিতেছিল। মূসা এবং হারূন (আ) তীহ ময়দানে ইনতিকাল করেন। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে অনেক লোক মারা যায়। চল্লিশ বৎসরের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইউশা ইব্‌ন নূন নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন এবং মূসা (আ)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেন। সেই দিনটি ছিল জুমু'আর দিন। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন সেই দিনের মধ্যে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করিবেন। কিন্তু যুদ্ধ করিতে করিতে একেবারে বিজয়ের মুহূর্তে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। তিনি শনিবারের আগমন অত্যাসন্ন দেখিয়া শংকিত হইয়া পড়েন। তখন তিনি সূর্যকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তুমিও আল্লাহ্‌র নির্দেশে পরিচালিত আর আমিও আল্লাহ্‌র নির্দেশে পরিচালিত (তাই স্থির হইয়া থাক)। অতঃপর সূর্য স্থির হইয়া রহিল এবং শনিবার দিন প্রবেশের আগে তাহারা বায়তুল

মুকাদ্দাস বিজয় করে। তাহারা বায়তুল মুকাদ্দাসে এত পরিমাণ ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হইল যাহা তাহারা কোন দিন চোখে দেখে নাই। পরে উহা অগ্নিসিদ্ধ করার আয়োজন করা হয়, কিন্তু আগুন জ্বালাইয়া দেওয়ার পর উহা স্পর্শ করিতেছিল না। তখন ইউশা (আ) বলেন, এই সম্পদ হইতে কোন না কোন কিছু চুরি গিয়াছে। ফলে বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র হইতে বারজন ডাকিয়া তাহার হাতে বায়'আত করান হইল। কিন্তু একজনের হাত তাঁহার হাতের সঙ্গে লাগিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের গোত্রে এই মাল রহিয়াছে। অবশেষে মাল পাওয়া গেল। চুরি যাওয়া মালটি ছিল স্বর্ণ নির্মিত একটি গরুর মাথা। যাহার চোখ দু'টি ছিল ইয়াকূত খচিত এবং দাঁতগুলি ছিল মুক্তার। যখন এই মালটি অন্য সকল মালের সঙ্গে রাখা হইল, তখন আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং সবকিছু গ্রাস করিল। ইহার সত্যতা সম্পর্কে সহীহ হাদীসের স্বীকৃতি রহিয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন ঃ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً -এর عامل হইল فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের সেই দলটি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে তীহ ময়দানে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে। উক্ত ময়দান হইতে তাহাদের বাহির হওয়ার কোন অবকাশ ছিল না। ইব্ন জারীর (র) আরও বলেন, মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাহারা মূসা (আ)-এর সঙ্গে বাহির হইয়া আসে এবং মূসা (আ) তাহাদের সকলকে নিয়া বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করেন।

প্রাথমিক যুগের ইয়াহূদী আলিমদের মতৈক্যই হইল এই কথার দলীল। কেননা উজ ইব্ন উনুককে হযরত মূসা (আ)-ই হত্যা করিয়াছিলেন। যদি বনী ইসরাঈলদের তীহ প্রান্তরে বন্দী হওয়ার পূর্বে তাহাকে হত্যা করা হইত, তাহা হইলে বনী ইসরাঈলের আমালিকাদের বিরুদ্ধে মূসা (আ)-এর নির্দেশে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করার কোন কারণই থাকিত না। ইহা দ্বারা প্রামণিত হয় যে, ইহা তীহ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনা।

ইয়াহূদী আলিমগণ এই ব্যাপারেও একমত যে, বালআম ইব্ন বাউর আমালিকাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল এবং সে মূসা (আ)-এর অমঙ্গল কামনা করিয়াছিল। এইসব ঘটনা তীহ হইতে মুক্তিপ্রাপ্তির পরবর্তী সময়ের। কেননা ইহার পূর্বে তো আমালিকাদের মূসা (আ)-এর ব্যাপারে কোন আশঙ্কা ছিল না। বায়তুল মুকাদ্দাস যে মূসা (আ)-ই জয় করেন ইহা হইল ইব্ন জারীরের সপক্ষের দলীল।

আবূ কুবাইর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মূসা (আ)-এর লাঠিটি দশহাত লম্বা ছিল এবং মূসা (আ)-ও দশ হাত লম্বা ছিলেন। তিনি ভূমি হইতে দশ হাত লাফাইয়া উঠিয়া উজকে আঘাত করিয়াছিলেন যাহা উজের পায়ের গিরায় লাগিয়াছিল। সেই আঘাতে সে মারা গিয়াছিল। এই উজের কংকাল দ্বারা নীল দরিয়ার উপর পুল নির্মাণ করা হইয়াছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র)......নওফা বাক্কালী হইতে বর্ণনা করেন যে, নওফ বাক্কালী বলেন ঃ উজের সিংহাসনটি আটাশ হাত উঁচু ছিল। অথচ মূসা (আ) দশ হাত লম্বা ছিলেন এবং তাঁহার লাঠিটিও লম্বা ছিল দশ হাত। তিনি লাফাইয়া দশহাত উপরে উঠিয়া উজকে তাহার হাঁটুতে আঘাত করিয়াছিলেন। এই আঘাতেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার কংকাল দিয়া সাঁকো তৈরি করা হইয়াছিল। উহার উপর দিয়া লোকজন পারাপার হইত।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ অর্থাৎ 'সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।'

ইহাতে মূসা (আ)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলা হইয়াছে যে, তুমি সত্যত্যাগীদের জন্য আফসোস করিও না। কেননা তাহারা ইহারই উপযুক্ত।

এই ঘটনা দ্বারা ইয়াহূদীদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সঙ্গে তাহাদের বিরোধিতা ও অসদাচরণের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা রাসূলের আনুগত্য মানিয়া জিহাদ করিতে অস্বীকার করিতেছিল। যে সম্মানিত রাসূলের সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, সেই রাসূলের উপস্থিতিতেই তাঁহার অঙ্গীকার ও আদেশের কোনই গুরুত্ব দিতেছিল না। অথচ তাহারা তাহাদের রাসূলকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার ওয়াদা করিয়াছিল। উপরন্তু তাহারা তাঁহার মু'জিযা দেখিয়াছ এবং ফিরাউনের ধ্বংসলীলাও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে যে, আল্লাহ ফিরাউনের ন্যায় প্রতাপশালী ও শক্তিধর বাদশাহকে তাহার সেনা-সামন্তসহ ডুবাইয়া মারিয়াছেন। অথচ তাহারা তো ফিরাউনের সেন্য সংখ্যার দশভাগের একভাগও ছিল না। তথাপি তাহারা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয় নাই এবং মিসরের দিকে ধাবিত হয় নাই। ফলে তাহারা সকলে আল্লাহ্র ক্রোধে নিপতিত হইল। তাহাদের ঈমানী দুর্বলতা মানব সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া গেল। ক্রমান্বয়ে তাহাদের লাঞ্ছনা গঞ্জনা বৃদ্ধি পাইল। তাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করিলেও প্রকৃত অবস্থা ছিল ইহার বিপরীত। আল্লাহর করুণার দৃষ্টি হইতে তাহারা ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়া গেল। তাহাদিগকে বানরে পরিণত করা হইয়াছিল। তাহারা চিরস্থায়ী অভিশাপে পতিত হইয়া পরকালের স্থায়ী শাস্তির শিকারে পরিণত হইল। পরিশেষে সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যাঁহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলাই হইল সকল কল্যাণের চাবিকাঠি।

(২৭) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

(২৮) لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(২৯) اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۝ۚ

(৩০) فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

(৩১) فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰۤى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ۝ۚۛ

২৭. "আর তাহাদিগকে আদমের দুই পুত্রের সত্য ঘটনাটি শোনাও। যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করিল, একজনের কুরবানী কবূল হইল ও অপরটি কবূল হইল না। দ্বিতীয় পুত্র বলিল, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করিব। প্রথম পুত্র বলিল, আল্লাহ্ শুধু মুত্তাকীরটি (কুরবানী) কবূল করেন।"

২৮. "তুমি যদি আমাকে হত্যার জন্য হাত বাড়াও, আমি তোমাকে হত্যার জন্য হাত বাড়াইব না, আমি কুল মাখলুকাতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।"

২৯. "নিশ্চয়ই আমি চাই, তুমি আমার ও তোমার উভয়ের পাপের বোঝা সামাল দাও। তারপর জাহান্নামের সহচর হও। ইহাই যালিমদের প্রতিফল।"

৩০. "অতঃপর তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে ভ্রাতৃহত্যার জন্য উদ্বুদ্ধ করিল। তাই সে তাহাকে হত্যা করিল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।"

৩১. "তারপর আল্লাহ্ একটি কাক পাঠাইলেন মাটি খুঁড়িয়া ভ্রাতৃলাশকে সমাহিত করার পদ্ধতি দেখাইবার জন্য; সে বলিল, হায়! আমি ভ্রাতৃলাশের সৎকারের ক্ষেত্রে কাকের চাইতেও অধম হইলাম! এইভাবে সে অনুতাপ করিতে লাগিল।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা হিংসা-বিদ্বেষ, ঔদ্ধত্য ও অহংকারের মন্দ পরিণামের বিবরণ দিতে গিয়া কিভাবে আদম (আ)-এর দুই পুত্রের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়, তাহা বর্ণনা করেন। জমহূর উলামা বলেন, তাহাদের দুই সহোদর ভ্রাতার নাম ছিল হাবীল ও কাবীল। তাহাদের একভাই আল্লাহ্‌র বিশেষ নি'আমতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে অন্যভাই বিদ্বেষবশত তাহাকে নৃসংশভাবে হত্যা করে। তাহার এই নিহত হওয়ার মধ্যে কোন রকমের পার্থিব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল না। ফলে নিহত ভাই নিজেকে বেহেশতের স্থায়ী বাসিন্দা বানাইয়া নেয়। পক্ষান্তরে অপর ভাই অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করিয়া বিনা অপরাধে তাহাকে হত্যা করার কারণে তাহার উভয় জগতের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। ফলে সে স্থায়ী ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই কথাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ

অর্থাৎ 'হাবীল ও কাবীল ভ্রাতৃদ্বয়ের একের প্রতি অপরের হিংস্র পশুর মত হিংসা ও জীঘাংসা চরিতার্থের কথা তুমি (নবী) তাহাদিগকে যথাযথভাবে শোনাও।'

بِالْحَقِّ -এর অর্থ হইল, এই ঘটনার মধ্যে কোন মিথ্যা সংশয় ও অতিরঞ্জনের লেশমাত্র নাই। যথা অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ 'নিশ্চয়ই ইহা অবশ্যই সত্য কাহিনী।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ 'আমি তোমাকে বর্ণনা করিতেছি তাহাদের সত্য খবর।'

অন্যস্থানে বলিয়াছেন ঃ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ 'এই হইল ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম সম্পর্কিত সত্য বাণী।'

উল্লেখ্য যে, হাবীল ও কাবীল সম্পর্কীয় ঘটনাটি পূর্ব ও পরের বহু ইয়াহূদী আলিম হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ঘটনাটি সন্দেহাতীতভাবে সত্য।

স্মরণীয় যে, আদম (আ)-এর শরী'আতে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে সহোদর ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ বৈধ ছিল। আদম (আ)-এর স্ত্রীর গর্ভে প্রত্যেকবার একটি পুত্র এবং একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিত। এক গর্ভের মেয়ের সঙ্গে অন্য গর্ভের ছেলের বিবাহ হইত। হাবীলের যমজ বোন ছিল অসুন্দরী এবং কাবীলের যমজ বোন ছিল সুন্দরী। তাই কাবীল ইচ্ছা করিয়াছিল, সে তাহার যমজ সুন্দরী বোনকে বিবাহ করিবে। কিন্তু আদম (আ) ইহা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, তোমরা প্রত্যেকে কুরবানী কর। যাহার কুরবানী কবূল হইবে, তাহার সঙ্গে সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ দেওয়া হইবে । হাবীলের কুরবানী কবূল হইল ও কাবীলের কুরবানী কবূল হইল না। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা কুরআনে বর্ণিত রহিয়াছে।

মুফাস্সিরদের প্রাসঙ্গিক মতামত

ইব্ন আব্বাস, ইবন মাসউদ, মুররা, আনাস ও জনৈক সাহাবী (রা) হইতে আবূ মালিক ও আবূ সালিহের সনদে সুদ্দী বর্ণনা করেন ঃ জনৈক সাহাবী হইতে রিওয়ায়াত করা হইয়াছে যে, হযরত আদম (আ)-এর প্রত্যেকবার একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে জন্ম নিত। তিনি এক গর্ভের ছেলের সঙ্গে অন্য গর্ভের মেয়ের বিবাহ দিতেন। এইভাবে দুই গর্ভে দুইটি পুত্র সন্তান হয়। একজনের নাম হাবীল ও অন্যজনের নাম কাবীল। কাবীল কৃষিকাজ করিত এবং হাবীল পশুপালন করিত। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিল কাবীল। কাবীলের যমজ বোনটি ছিল হাবীলের যমজ বোনটির চেয়ে সুন্দরী। বিধিমত হাবীল কাবীলের যমজ বোনের পাণিপ্রার্থী হইল। কিন্তু কাবীল বাধা দিল। সে বলিল, এইটি আমার বোন। আমার যমজ বোন তোমার যমজ বোনের চেয়ে অনেক সুন্দরী। অতএব আমিই তাহার পাণিপ্রার্থী হওয়ার অধিকারী। কিন্তু তাহার পিতা কাবীলের ইচ্ছায় বাধা দিয়া বলিলেন যে, তোমরা উভয়ে কুরবানী কর। যাহার কুরবানী কবূল হইবে, সে সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। ইহা বলিয়া আদম (আ) তাহাদের অগোচরে মক্কার দিকে রওয়ানা হইয়া যান এই উদ্দেশ্যে যে, তাঁহার অবর্তমানে উহারা কি করে, তাহা দেখিবেন।

মূলত আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ ভূপৃষ্ঠে আমার যে ঘরটি রহিয়াছে তাহা কি তুমি চিন ? তিনি বলিলেন, না। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, উহা মক্কায়; তুমি সেখানে চলিয়া যাও। সেই সময় আদম (আ) আকাশকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তুমি আমার বিবাদমান দুই সন্তানকে আমানত হিসাবে সংরক্ষণ কর। আকাশ অস্বীকার করিল। পৃথিবীকে বলিলে পৃথিবীও অস্বীকৃতি জানাইল। পাহাড়কে বলিলে পাহাড়ও অস্বীকৃতি জানাইল। অতঃপর কাবীলকে বলা হইলে সে সম্মত হইল এবং পিতাকে বলিল, আমি আমানত রক্ষা করিব। আপনি ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবেন।

আদম (আ) চলিয়া যাওয়ার পর তাহারা উভয়ে কুরবানীর জন্য প্রস্তুতি নিল। তখনও কাবীল গর্ব করিয়া বলিত, আমিই এই বোন বিবাহ করার হকদার। কেননা সে আমার যমজ বোন। দ্বিতীয়ত, আমি হাবীলের চেয়ে বড় এবং পিতা আমাকেই ওসীয়ত করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর হাবীল মোটাতাজা একটি গরু কুরবানী করিল এবং কাবীল তাহার শস্যক্ষেত্রের একাংশ উৎসর্গ করিল। আসমান হইতে অগ্নি অবতরণ করিয়া হাবীলের কুরবানী গ্রাস করিয়া নিল এবং কাবীলের কুরবানী অগ্রাহ্য হইল। ইহাতে কাবীল রাগান্বিত হইয়া হাবীলকে হত্যার

হুমকি দিল। তখন হাবীল বলিল, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করিয়া থাকেন। ইবনে জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আদম (আ)-এর এক পুত্র তাহার সদোহরা যমজ বোন বিবাহ করিতে চাহিলে তাহাকে নিষেধ করা হয় এবং তাহাকে তাহার পরবর্তী গর্ভের বোনকে বিবাহ করার আদেশ করা হয়। আদম (আ)-এর একেকবার একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করিত। অবশ্য যাহাকে তাহার যমজ বোনকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা হয়, তাহার যমজ বোনটি ছিল সুন্দরী এবং যে বোনটি বিবাহ করিতে বলা হয়, সেটি ছিল অসুন্দরী। তাই সুন্দরী বোনের যমজ ভাই বলে যে, আমি আমার যমজ বোনকে বিবাহ করিব। আমি তাহার পাণিগ্রহণের অধিকতর দাবিদার। আমিই তাহাকে বিবাহ করিব। অতঃপর তাহাদের মধ্যকার বিবাদের অবসানকল্পে উভয়কে কুরবানী করিতে আদেশ করা হয়। কিন্তু যে ভেড়া কুরবানী করে, তাহার কুরবানী কবূল হইল এবং যে কৃষিজাত দ্রব্য উৎসর্গ করে, তাহার উৎসর্গ কবূল হয় নাই। ফলে যাহার উৎসর্গ কবূল হয় নাই, সে অন্য ভাইকে হত্যা করে। এই হাদীসটির সনদ খুব চমৎকার।

আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 'যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করিয়াছিল।' অর্থাৎ যে পশুপালন করিত, সে একটি মোটাতাজা ভেড়া কুরবানী করে এবং যে কৃষিকাজ করিত সে মন্দ ধরনের কতগুলি কৃষিদ্রব্য উৎসর্গ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা ভেড়া কুরবানী কবূল করেন। সেই ভেড়াটি তখন হইতে বেহেশ্‌তে প্রতিপালিত থাকে। ইব্‌রাহীম (আ) যখন কুরবানী করিয়াছিলেন, তখন বেহেশ্‌ত হইতে তাঁহাকে সেই ভেড়াটি আনিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার বর্ণনা সূত্রও অতি উত্তম।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ আদম (আ)-এর দুই পুত্রের এক পুত্রের কুরবানী কবূল হয় এবং অন্য পুত্রেরটি কবূল হয় না। তাহাদের একজন কৃষিকাজ করিত এবং দ্বিতীয়জন পশুপালন করিত। তাহাদের উভয়কে কুরবানী করার জন্য আদেশ করা হইল। পশুপালক একটি মোটাতাজা উত্তম পশু কুরবানী করিল এবং কৃষক নিকৃষ্ট ধরনের কিছু ফসল উৎসর্গ করিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পশুপালকের উৎসর্গীকৃত পশু কবূল করেন এবং শষ্য উৎসর্গকারীর উৎসর্গ আল্লাহ উপেক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এই ঘটনাই বলিয়াছেন। অবশ্য যে নিহত হইয়াছিল, সে হত্যাকারী অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। এতদসত্ত্বেও সে আল্লাহ্‌র ভয়ে স্বীয় ভ্রাতা কাবীলের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিল এবং ভাইয়ের উপর হস্ত উত্তোলন করা হইতে বিরত ছিল।

ইসমাঈল ইব্‌ন রাফি মাদানী বলেন ঃ আদম (আ)-এর দুই পুত্রকে কুরবানী করার জন্য আদেশ করা হয়। তাহাদের একজন পশুপালন করিত। সে তাহার পশুর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও হৃষ্টপুষ্ট পসন্দনীয় পশুটি কুরবানী করে এবং তাহার কুরবানী আল্লাহ তা'আলা কবূল করেন। উক্ত কুরবানীকৃত পশুটি জান্নাতে তুলিয়া রাখা হয়। অতঃপর ইবরাহীম (আ) যখন কুরবানী করেন, তখন সেই পশুটি আনিয়া দেওয়া হয়। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন বলেন ঃ আদম (আ) হাবীল এবং কাবীলকে বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উভয়কে কুরবানী করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। তোমাদের যাহার কুরবানী কবূল হইবে, সে উহার পাণিগ্রহণের অধিকার লাভ করিবে। হাবীল বকরী পালন করিত। সে তাহার বকরী হইতে সবচেয়ে উত্তম বকরীটি কুরবানীর জন্য মনোনীত করে। কাবীল কৃষিকাজ করিত। সে তাহার শষ্য হইতে নিকৃষ্ট ধরনের কিছু শষ্য অত্যন্ত মনোকষ্টের সঙ্গে উৎসর্গ করার জন্য নির্বাচন করে। তাহাদের উভয়ের কুরবানীর বস্তু নিয়া আদম (আ) তাহাদের সহ পাহাড়ের উপর উঠেন এবং সেখানে উহা রাখিয়া বসিয়া থাকেন। তাহারা উভয়ে কুরবানী কবূল হওয়ার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় আল্লাহপাক আগুন প্রেরণ করেন এবং সেই আগুন আসিয়া হাবীলের কুরবানীর বস্তুর উপর ভর করে এবং উহা আকাশে তুলিয়া নিয়া যায়। অথচ কাবীলের কুরবানীর বস্তু উপেক্ষিত হইয়া তথায় পড়িয়া থাকে। ইহা দেখিয়া আদম (আ) কাবীলকে বলিলেন, তোমার কুরবানীর বস্তু উপেক্ষিত হইয়াছে, তোমার অমঙ্গল হউক। কাবীল তখন বলিল, আপনি হাবীলকে ভালবাসেন বিধায় আপনি তাহার জন্য দু'আ করিয়াছেন। তাই তাহার কুরবানী গৃহীত হইয়াছে এবং আমার কুরবানী উপেক্ষিত হইয়াছে। তখন কাবীল হাবীলকে ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, আমি তোকে হত্যা করিব। তোর জন্য আব্বা দু'আ করিয়াছেন, তাই তোর কুরবানী কবূল হইয়াছে আর আমার কুরবানী উপেক্ষিত হইয়াছে।

কাবীল সেই হইতে হাবীলকে হত্যা করার সুযোগ সন্ধান করিতেছিল। একদা হাবীলের পশুপালনশেষে ঘরে ফিরিতে বিলম্ব হইল। তখন আদম (আ) কাবীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে কাবীল! তোমার ভাই কোথায়? কাবীল বলিল, সে তো বকরী চরাইতে গিয়াছিল। এখন আমি কি বলিব ? আদম (আ) বলিলেন, তোমরা অমঙ্গল হউক। যাও, এখনই তাহাকে খোঁজ করিয়া নিয়া আস। তখন কাবীল মনে মনে বুদ্ধি আঁটিল যে, এই সুযোগে তাহাকে হত্যা করিব। তাই সে সঙ্গে করিয়া ধারালো একটি চাকু নিল। পথে উভয়ের সাক্ষাত হয়। হাবীলকে দেখিয়াই কাবীল তাহাকে বলিল, তোমার কুরবানী কবূল হইয়াছিল আর আমরা কুরবানী উপেক্ষিত হইয়াছিল। তাই তোমাকে আমি হত্যা করিব। উত্তরে হাবীল বলিল, আমি উত্তম বস্তু কুরবানী করিয়াছিলাম বলিয়া আমার কুরবানী কবূল হইয়াছিল। অথচ তুমি নিকৃষ্ট বস্তু কুরবানীর জন্য নিয়াছিলে। আল্লাহ পবিত্র ও উত্তম কুরবানী ব্যতীত কবূল করেন না। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করিয়া থাকেন। হাবীল ইহা বলাতে কাবীল অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাহার ধারালো চাকুটি বাহির করিয়া হাবীলের শরীরে বসাইয়া দিল। তখন হাবীল কাবীলকে বলিল, হে কাবীল! তোমার অমঙ্গল হউক, তুমি তোমার এই জঘন্য হত্যার জন্য আল্লাহর নিকট কি জবাব দিবে ? তথাপি নিষ্ঠুর কাবীল তাহাকে হত্যা করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া উপর দিয়া ধূলা-মাটি রাখিয়া দিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)......আহলে কিতাবদের কোন এক আলিম হইতে বর্ণনা করেন ঃ আদম (আ) তাঁহার পুত্র কাবীলকে হাবীলের যমজ বোন এবং হাবীলকে কাবীলের যমজ বোন বিবাহ করার আদেশ করিয়াছিলেন। হাবীল তাহার আদেশ মানিয়া নিল। কিন্তু কাবীল আদম

(আ)-এর আদেশ মানিতে অস্বীকৃতি জানাইল। অবশ্য হাবীলের যমজ বোনের চেয়ে কাবীলের যমজ বোন সুশ্রী ছিল। তাই কাবীল তাহার যমজ বোনের প্রতি ছিল খুবই দুর্বল। এই আদেশ অমান্য করার পক্ষে সে যুক্তি উত্থাপন করিল যে, আমরা দুই যমজ ভাইবোন জান্নাতে জন্মলাভ করিয়াছি। অতএব আমিই আমার যমজ বোনের পাণি গ্রহণের উপযুক্ত দাবিদার।

কোন কোন ইয়াহূদী আলিম ইহাও বলিয়াছেন যে, কাবীলের যমজ বোন অতি সুশ্রী ছিল। বিধানমত কাবীলের অন্য ভাইয়ের জন্য তাহাকে বিবাহ করা বৈধ। কিন্তু কাবীল তাহার রূপের কারণে তাহাকে নিজের জন্য কামনা করিয়াছিল। আল্লাহই ভালো জানেন্।

যাহা হউক, তাহার পিতা তাহাকে বলিয়াছিল, হে বৎস! সে তোমার জন্য বৈধ নয়। কিন্তু কাবীল তাহার পিতার কথা উপেক্ষা করিল। অতঃপর তাহার পিতা তাহাদের উভয়কে বলিল, তোমরা কুরবানী কর। যাহার কুরবানী গৃহীত হইবে, সেই উক্ত বোনকে বিবাহ করিবে। কাবীল কৃষিকাজ করিত এবং হাবীল পশুপালন করিত। কাবীল গম উৎসর্গ করিল এবং হাবীল তাহার পশুপাল হইতে উত্তম হৃষ্টপুষ্ট একটি গরু কুরবানী করিল। কেহ বলেন, হাবিল একটি গাভী কুরবানী করিয়াছিল। অতঃপর আসমান হইতে উজ্জ্বল অগ্নি আসিয়া হাবীলের কুরবানী গ্রাস করিয়া নেয় এবং কাবীলের কুরবানীর বস্তু সেইভাবেই থাকিয়া যায়। পূর্ব যুগে কুরবানী কবূল হওয়া না হওয়ার এইটাই ছিল আলামত। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহাদের সম্পর্কে আওফী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ তখনকার দিনে কোন গরীব-মিসকীন না থাকার কারণে কুরবানীর বস্তু ফেলিয়া রাখা হইত এবং যাহার কুরবানী গৃহীত হইত, তাহার কুরবানী আসমান হইতে আগুন আসিয়া গ্রাস করিয়া নিত। আদম (আ)-এর পুত্রদ্বয়ের ব্যাপারেও ইহা হইয়াছিল। তাঁহার এক পুত্র পশুপালন করিত এবং অন্য পুত্র কৃষিকাজ করিত। যে পশুপালন করিত, সে হৃষ্টপুষ্ট একটি বকরী কুরবানী করে এবং অন্য ভাই নিকৃষ্ট ধরনের কিছু শষ্য কুরবানী দেয়। ফলে আসমান হইতে আগুন আসিয়া তাহাদের কুরবানীর বস্তুর মাঝখানে অবতরণ করে এবং বকরীটি খাইয়া ফেলে ও শষ্যগুলি রাখিয়া যায়। তখন আদম (আ)-এর এক পুত্র অন্য পুত্রকে অর্থাৎ যাহার কুরবানী কবূল হইয়াছে তাহাকে বলিল, তুমি লোকজনের কাছে যাইবে এবং তাহাদিগকে তোমার কুরবানী কবূল হওয়ার কথা বলিবে। এমন কি এই কথাও বলিবে যে, আমার চেয়ে তুমি উত্তম এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় ব্যক্তি। তাই তোমাকে আমি হত্যা করিয়া ফেলিব। তখন অন্য ভাই তাহাকে বলিল, আমার কি অপরাধ ? আল্লাহ তো মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করিয়া থাকেন। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কাবীল তাহার ভাই হাবীলকে হত্যা করিয়াছিল একমাত্র হাবীলের কুরবানী কবূল হওয়ার কারণে, মহিলাঘটিত কোন ব্যাপারে নয়। পূর্বেও এই কথার সমর্থনে রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। কুরআন দ্বারাও এই কথাই বুঝা যায়। যেমন ঃ

اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ.

অর্থাৎ 'যখন তাহার উভয় কুরবানী করিয়াছিল, তখন তাহাদের একজনের কুরবানী কবূল হইল এবং অন্যজনের কবূল হইল না। তাহাদের একজন বলিল, আমি তোমাকে হত্যা করিবই। অপরজন বলিল, আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করেন।'

ইহার বাহ্যিক অর্থ দ্বারাও এই কথা বুঝায় যে, সে তাহার ভাইয়ের কুরবানী সফল হওয়ার কারণে রাগ ও হিংসাবশত তাহাকে হত্যা করিয়াছে, অন্য কোন কারণে নয়।

জমহূর আলিমদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ যে, হাবীল একটি বকরী কুরবানী করিয়াছিল এবং কাবীল খাদ্যশষ্য কুরবানী করিয়াছিল। হাবীলের কুরবানীর বকরী কবূল হইয়াছিল।

ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন ঃ হাবীলের কুরবানীর বস্তু ছিল ভেড়া যাহা পরবর্তীতে ইব্রাহীম (আ) কুরবানী করিয়াছিলেন। তবে এই উভয় অভিমতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই। আল্লাহই ভাল জানেন।

মোট কথা কাবীলের কুরবানী কবূল হয় নাই। মুজাহিদসহ বিভিন্ন ইয়াহূদী বা কিতাবী আলিমদের মতামত দ্বারা উহা প্রমাণিত। অথচ ইব্ন জারীর মুজাহিদ হইতে একটি রিওয়ায়াতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাবীলের কুরবানী কবূল হইয়াছিল। ইহা প্রসিদ্ধ বা জমহূরের মতের বিপরীত। আমাদের মনে হয়, বর্ণনাকারী মুজাহিদের কথা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে পারেন নাই। আল্লাহই ভাল জানেন।

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ এর মর্মার্থ হইল কার্যত আল্লাহকে ভয় করা। ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন মালিক আল-মুক্‌রী ওরফে তামীম হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মালিক আল-মুকরী ওরফে তামীম বলেন, আমি আবূ দারদা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন ঃ ইয়াকীনের অবস্থায় আমার এক রাকা'আত নামায কবূল হওয়া আমার জন্য পৃথিবী ও উহার মধ্যবর্তী সকল সম্পদের চেয়ে বহু প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ 'আল্লাহ মুত্তাকীদের কার্য কবূল করেন।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মাইমূন ইব্ন আবূ হামযা হইতে বর্ণনা করেন যে, মাইমূন ইব্ন আবূ হামযা (র) বলেন ঃ একদা আমি আবূ ওয়ায়লের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় আমাদের নিকট মু'আযের শাগরিদগণের মধ্য হইতে আবূ আকীক নামক এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। তাহাকে শাকীক ইব্ন সালমা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবূ আকীক। আপনি মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর নিকট হইতে শ্রুত একটি হাদীস আমাদিগকে বলুন। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ লোকজন কিয়ামতের মাঠে একত্রে জমায়েত হইবে। তখন তাহাদিগকে কেহ ডাকিয়া বলিবেন, আল্লাহভীরুরা কোথায়? তখন আল্লাহভীরুরা আল্লাহ্র ডানার নীচে দাঁড়াইয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের হইতে কোন পর্দা করিবেন না। ইহা শুনিয়া আবূ আকীক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, মুত্তাকী কাহারা ? তিনি বলিলেন, যাহারা শিরক ও প্রতিমা পূজা হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করে। অতঃপর আল্লাহ্র ডানার নীচে দাঁড়ানো মুত্তাকীগণ বেহেশতের দিকে যাত্রা করিবে।

আল্লাহ তা'আলা অতঃপর বলেন ঃ

لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لاَقْتُلَكَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

Contents

অর্থাৎ 'তাহার সেই নেককার ভাই, তাকওয়ার জন্য যাহার কুরবানী আল্লাহ কবূল করিয়াছিলেন, তাহাকে যখন তাহার ভাই বিনা অপরাধে হত্যার হুমকি দিল, তখন বলিল, আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত বাড়াইলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত বাড়াইব না। তোমার নিকৃষ্টতম বস্তুর কুরবানীর মত আমার কুরবানীও যদি গৃহীত না হইত, তবে তুমি ও আমি উভয়েই পাপিষ্ঠের দলে অন্তর্ভুক্ত হইতাম। অথচ আমি তো বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা আমাকে করিতে পার। কিন্তু আমি সংযম ও ধৈর্য ধারণ করিব। কারণ 'আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।'

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ কাবীল অপেক্ষা হাবীল অধিক শক্তিশালী ছিলেন। তবুও বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক কাবীলকে এই কথা বলেন।

কেননা সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যদি দুইজন মুসলমান একে অপরকে হত্যা করার জন্য তরবারি নিয়া উদ্যত হয়, তবে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হইবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। হত্যাকারী না হয় অপরাধী, নিহত ব্যক্তির কি দোষ ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ নিহত ব্যক্তিরও তাহার হত্যাকারীকে হত্যা করার ইচ্ছা ছিল।

ইমাম আহমদ (র)......বিশর ইব্ন সাঈদ হইতে বর্ণনা করেন যে, বিশর ইব্ন সাঈদ বলেন ঃ বিদ্রোহীরা যখন হযরত উসমান (রা)-এর বাসভবন অবরোধ করিয়াছিল, তখন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াককাস (রা) বলিয়াছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ অচিরেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হইবে। তখন দণ্ডায়মান ব্যক্তি অপেক্ষা উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তম হইবে, চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা দণ্ডায়মান ব্যক্তি উত্তম হইবে এবং দৌড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা চলমান ব্যক্তি উত্তম হইবে। জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, যদি কোন ব্যক্তি আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়, তখন আমি কি করিব ? তিনি বলিলেন, তখন তুমি আদম (আ)-এর পুত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

কুতায়বা ইব্ন সাঈদের সূত্রে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি হাদীসটিকে উত্তম বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অধিকন্তু আবূ হুরায়রা, খাব্বাব ইব্ন আরাত, আবূ বকর, ইব্ন মাসউদ, আবূ ওয়াকিদ, আবূ মূসা ও খুরশাহ (রা) প্রমুখ হইতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। কেহ ইহা লাইস ইব্ন সা'দের সনদেও রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

হাফিয ইব্ন আসাকির (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার নাম হইল হুসায়ন আল-আশাজাঈ।

আবূ দাউদ (র)......সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) উপরোল্লিখিত হাদীসটি সম্পর্কে বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমি কাহাকেও আমার ঘরে ঢুকিয়া আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত দেখি, তখন কি করিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ তখন তুমি আদম (আ)-এর পুত্রের ভূমিকা অবলম্বন করিবে। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

لَئِنْ بَسَطْتَ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لاَقْتُلَكَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থাৎ 'আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুলিলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলিব না, আমি তো রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্কে ভয় করি।'

আইউব সাখতিয়ানী (রা) বলেন ঃ সর্বপ্রথম এই আয়াতটির উপর যিনি আমল করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন হযরত উসমান (রা)। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) গাধার উপর সওয়ার হইয়া কোথাও চলিলেন এবং আমি তাঁহার পিছনে বসিয়াছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আবূ যর! তুমি যদি মানুষের এমন দারিদ্র্য ও অভাব দেখ যে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাহারা বাড়ির বিছানা হইতে উঠিয়া মসজিদেও না আসিতে পারে, তখন তুমি কি করিবে ? আবূ যর (রা) বলিলেন, ইহার সমাধান সম্বন্ধে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন যে কোন ধরনের পাপ হইতে সজাগ ও সংযত থাকিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে আবূ যর! তুমি যদি দেখ, মহামারীর প্রকোপে ঘরে ঘরে কবরের চিহ্ন, তখন তুমি কি করিবে ? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তখন সবর করিবে। ইহার পর আবার তিনি বলিলেন, হে আবূ যর! তুমি যদি দেখ, মানুষের মধ্যে পরস্পরে হানাহানি ও খুনাখুনি শুরু হইয়া যায়, এমনকি মরুভূমির পাথরগুলিও যদি রক্তাক্ত হয়, তখন তুমি কি করিবে ? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (রা) উত্তরে বলিলেন, তখন তুমি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া উহার মধ্যে বসিয়া থাকিবে। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, আমি যদি উহাতে অংশগ্রহণ না করি, তবুও কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার সমমনাদের কাছে চলিয়া যাইবে এবং তাহাদের নিকট অবস্থান করিবে। তিনি বলিলেন, আমি যদি অস্ত্র ধারণ করি তবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তবে তুমি যাহাদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে, তাহাদের দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। তখন যদি কাহারো তরবারির ঝলক তোমাকে শংকিত করে, সেক্ষেত্রে তুমি তোমার মুখের উপর কাপড় ঢাকিয়া দিবে। যাহাতে সে তোমার ও তাহার পাপগুলি একাই নিয়া যায়।

আবদুল্লাহ ইব্ন সামিত (রা) হইতে আবূ ইমরানের সূত্রে আহলে সুনান এবং মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাঊদ (র)......আবূ যর (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......রিবঈ হইতে বর্ণনা করেন যে, রিবঈ বলেন ঃ আমরা হুযায়ফার জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, আমি এই হুযায়ফার নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি লোকদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস বলার সময় বলিয়াছেন ঃ তোমরা যদি পরস্পরে হানাহানি কর, তবে আমি আমার সবচেয়ে দূরের বাড়িতে চলিয়া যাইব। যদি সেখানেও যাইয়া আমাকে কেহ হত্যা করিতে উদ্যত হয়, তবে আমি

তাহাকে বলিব, তুমি তোমার এবং আমার পাপরাশি নিজের কাঁধে তুলিয়া নাও। আমি আদম (আ)-এর দুই পুত্রের মধ্যে যিনি উত্তম, তাহার মত হইয়া যাইব।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ

إِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ تَبُوْءَاْ بِإِثْمِىْ وَإِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذٰلِكَ جَزَؤُاْ الظَّالِمِيْنَ.

অর্থাৎ 'তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং অগ্নিবাসী হও, ইহাই আমি চাহি এবং ইহাই যালিমদের কর্মফল।'

ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, যাহহাক, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ إِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ تَبُوْءَاْ بِإِثْمِىْ আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ আমাকে হত্যা করার পাপ এবং ইহার পূর্বেকৃত সকল পাপ তুমি বহন কর এবং ইহাই আমি কামনা করি। ইব্ন জারীর (র) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'আমার পাপ এবং আমাকে হত্যা করার সমুদয় পাপ নিয়া তুমি কিয়ামতের দিন উপস্থিত হও।'–মুহাজিদ (র) হইতে উহার এই অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

তবে মুজাহিদের এই অর্থের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা ইহার বিপরীতে মুজাহিদ (র) হইতে একাধারে মানসূর ও সুফিয়ান সাওরীর সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, إِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ تَبُوْءَاْ بِإِثْمِىْ অর্থ তাহাকে হত্যা করার পাপ এবং إِثْمِكَ অর্থ হত্যার পূর্বেকার নিজের সকল পাপ। ঈসা ইব্ন আবূ নাজীহও মুজাহিদ হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে একাধারে ইব্ন নাজীহ ও শিবল-এর রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, إِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ تَبُوْءَاْ অর্থ 'আমি কামনা করি আমার পূর্বের সমুদয় পাপ এবং আমাকে হত্যা করার কঠিন পাপের বোঝা তুমি বহন কর।'

অনেকেই উক্ত অর্থের সমর্থনে এই হাদীসটি উত্থাপন করিয়াছেন যে, 'হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপ নিজের কাঁধে বহন করে।' তবে এই হাদীসটির কোন ভিত্তি নাই। যদিও হাফিয আবূ বকর বায্যারের সূত্রে প্রায় এই ধরনের একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

আমর ইব্ন আলী (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, নিরপরাধী নিহত ব্যক্তির সকল পাপ হত্যার সাথে সাথে মিটিয়া যায়।

এই হাদীসটির অর্থ এবং উপরের হাদীসের অর্থ এক নয়; আর হাদীসটি ততটা বিশুদ্ধও নয়। অবশ্য যদি বিশুদ্ধ হয় তবে ইহার অর্থ দাঁড়াইবে যে, আল্লাহ তা'আলা নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপ হত্যাজনিত কষ্টের কারণে ক্ষমা করিয়া দেন।

ইহার অর্থ এই হইতে পারে না যে, নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপ হত্যাকারীর মাথায় চাপিবে। মাত্র কয়েক ব্যক্তি ছাড়া এই কথা আর কেহ বলেন নাই।

তবে কথা থাকে যে, কিয়ামতের দিন কতক নিহত ব্যক্তি তাহাদের হত্যাকারীকে খুঁজিয়া হত্যার বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে পুণ্য আদায় করিবে। যদি হত্যাকারীর পুণ্য নিহত ব্যক্তির প্রতি অত্যাচারের পরিমাণ হইতে কম হয়, তবে নিহত ব্যক্তি তাহার পাপ হত্যাকারীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির পাপ হইতে

হত্যাকারীর কাঁধে কিছু কিছু যাইবে। কেননা অত্যাচারের বদলা নেওয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীসে ইহাও আসিয়াছে যে, 'অত্যাচার করা পাপ। তাহার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হইল হত্যা করা।' আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ ইহার সঠিক অর্থ হইল, আমি কামনা করি তুমি তোমার নিজের পাপ এবং আমাকে হত্যা করার পাপ বহন কর। অর্থাৎ তোমার অন্যান্য পাপের সঙ্গে এই পাপটি যুক্ত হউক। কখনো ইহার অর্থ এই নয় যে, আমার সমুদয় পাপ তোমার ঘাড়ে চাপিয়া বসুক। কেননা আল্লাহ পাক আমাদিগকে বলিয়াছেন, 'প্রত্যেক আমলকারীকে তাহার নিজ নিজ আমলের প্রতিফল দান করা হইবে।' তাই কখনো এই কথা বলা যায় না যে, নিহত ব্যক্তির সারা জীবনের সকল পাপ হত্যাকারীর কাঁধে চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

এখন কথা হইল যে, হাবীল তাহার ভাইকে এই কথা কেন বলিয়াছিলেন।

হাবীল তাহার ভাইকে এই কথা বলিয়া উপদেশ দেন এবং ভীতি প্রদর্শন করেন যে, সে যেন এই মহাপাপ হইতে বিরত থাকে। নতুবা সে পাপী হইয়া জাহান্নামের অধিবাসী হইবে। কারণ সে তো তাহার মুকাবিলা করিতেছে না। সুতরাং সকল পাপ তাহারই কাঁধে চাপিবে।

সেই কথাই এই আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْءَاْ بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ অর্থাৎ 'তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর।'

فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ وَذٰلِكَ جَزٰؤُا الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থাৎ 'তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং ইহা হইল যালিমদের কর্মফল।'

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা দ্বারা তাহাকে দোযখের ভীতি প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু ইহাতে সে ভয় পায় নাই এবং হত্যা করা হইতে নিরস্ত হয় নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَطَوَّعَتْ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَه فَاَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

'অতঃপর তাহার মন ভ্রাতৃহত্যায় তাহাকে উত্তেজিত করিল এবং সে তাহাকে হত্যা করিল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।'

অর্থাৎ তাহার চিত্ত ইহাকে উত্তম মনে করিয়াছে এবং উন্মত্ত বাহাদুরী তাহাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন বলেন ঃ সে তাহাকে চাকুর আঘাতে হত্যা করিয়াছিল।

জনৈক সাহাবী হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন মুররা এবং ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আবূ সালিহ ও আবূ মালিক প্রমুখের সূত্রে সুদ্দী (র) বলেন ঃ কাবীল তাহার ভাই হাবীলকে হত্যা করার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিল। একদিন হাবীল পাহাড়ের উপর পশু চরাইতে চরাইতে ঘুমাইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে কাবীল আসিয়া তাহাকে ঘুমন্ত দেখিয়া একটা পাথর উঠাইয়া তাহার মাথায় নিক্ষেপ করে এবং তৎক্ষণাৎ তিনি সেই স্থানে মারা যান। তাহাকে ঐভাবে মৃত রাখিয়া কাবীল সেখানে হইতে পালাইয়া যায়। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন ইয়াহূদী আলিম বলিয়াছেন ঃ তাহাকে পশুর মত গলা কাটিয়া হত্যা করা হইয়াছিল অথবা তাহার গলা কাটিয়া শরীর হইতে আলাদা করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ যখন সে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে তাহার গলা মোচড়াইতেছিল। ইতিমধ্যে ইবলিস আসিয়া একটি পশু ধরিয়া আনিয়া একটি পাথরের উপর উহার মাথা রাখিয়া অপর একটি পাথর দিয়া আঘাত করিয়া পশুটিকে মারিয়া ফেলে। আদম (আ)-এর পুত্র এই কর্ম দেখিয়া তাহার ভাইকেও সেইরূপে হত্যা করে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহাব (র)......যায়দ ইব্‌ন আসলাম হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন ঃ সে তাহাকে হত্যা করার জন্য মাথায় আঘাত করে, গালে থাপ্পড় মারে ও ঘুষি মারিতে থাকে। আসলে কিভাবে হত্যা করিতে হয় তাহা কাবীলের জানা ছিল না। ইতিমধ্যে ইবলিস আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ইহাকে হত্যা করিতে চাও ? সে বলিল, হ্যাঁ, আমি ইহাকে হত্যা করিতে চাই। ইবলিস বলিল, তাহা হইলে একটি পাথর উঠাইয়া উহার মাথায় আঘাত কর। অতঃপর সে একটা পাথর উঠাইয়া তাহার মাথায় সজোরে আঘাত করিলে তাহার মাথা থেতলাইয়া যায়। ইহা সংঘটিত হওয়ার পরই ইবলিস হাওয়া (আ)-এর নিকট গিয়া বলিল, হে হাওয়া! কাবীল হাবীলকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। সে ইবলিসকে বলিল, হত্যা আবার কি ? ইবলিস বলিল, সে আর খাইতে পারিবে না, পান করিতে পারিবে না এবং নড়াচড়া করিতে পারিবে না। হাওয়া (আ) বলিলেন, ইহাকে তো মৃত্যু বলে। ইবলিস বলিল, হ্যাঁ, সে মারা গিয়াছে। ইহা শুনিয়া হাওয়া (আ) কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। ইতিমধ্যে হযরত আদম (আ) আসিয়া পড়েন ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কি হইয়াছে তোমার ? কিন্তু তিনি শোক-ব্যথায় কোন কথা বলিতে পরিতেছিলেন না। হযরত আদম (আ) আবার আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও কোন কথা না বলার পর তাহাকে ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, আচ্ছা, তুমি তোমার মেয়েদিগকে নিয়া কাঁদিতে থাক। আমি আমার ছেলেদেরসহ ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ। 'অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইল।' অর্থাৎ নিজের যমজ বোন বিবাহ করিতে না পারার ক্ষতি হইতে ইহা অধিক ও অনন্তকালের জন্য ক্ষতি।

ইমাম আহমদ (র).......আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা অন্যায়ভাবে হত্যা করিও না। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাহার খুনের পাপ আদম (আ)-এর প্রথম সন্তানের উপর বর্তায়। কেননা সে পৃথিবীতে প্রথম অন্যায়ভাবে হত্যার সূত্রপাত করিয়াছে। আবূ দাঊদ সহ আমাশের সূত্রে একটি দল এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন জুরাইজ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন জুরাইজ বলেন ঃ মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, উক্ত হত্যাকারীর একটি পা অন্য পায়ের গোছার মধ্য দিয়া ঢুকাইয়া তাহার মুখ সূর্যের দিকে করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। সূর্যের গতির সাথে সেও ঘুরিতে থাকে এবং শীতকালে বরফের গর্তে এবং গ্রীষ্মকালে আগুনের গর্তে রাখিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

ইব্‌ন জুরাইজ বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলিয়াছেন ঃ আদম (আ)-এর হন্তা পুত্র প্রত্যেক হত্যাকারীর হত্যার পাপের একটা নির্দিষ্ট অংশ অবশ্য পাইবে এবং তাহাদের আযাবের একাংশও সে ভোগ করিবে।

বলিতে লাগিল, হায়! এই কাকটির মত কাজ করার বুদ্ধিও আমার হইল না! অতঃপর সে কাকের কাছে শিখিয়া তাহার ভাইয়ের শবদেহ অনুরূপভাবে কবরস্থ করিয়া রাখিল।

লাইস ইব্ন আবূ আলীম (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন, সে তাহার ভাইয়ের শবদেহ কোলে নিয়া একশত বৎসর পর্যন্ত বসিয়া ছিল। কেননা মাটি খনন করিয়া শবদেহ কবরস্থ করার কৌশল তাহার জানা ছিল না। অতঃপর যখন একটি মৃত কাককে একটি জীবিত কাক কর্তৃক সমাধিস্থ হইতে দেখিল, তখন সে বলিয়া উঠিল, হায়! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারিলাম না, যাহাতে আমার ভ্রাতার শবদেহ সমাহিত করিতে পারি ? অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আতীয়া আওফী (র) বলেন ঃ সে তাহার ভাইকে হত্যা করায় ভীষণভাবে মর্মাহত হয়। নিহতের শবদেহের আঁশে পাশে পাখি ও জীবজন্তু আসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে যে, কোথায় শবদেহ ফেলিবে এবং সেখানে গিয়া উহারা শবদেহ ভক্ষণ করিবে। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সম্পর্কীয় কোন বিজ্ঞ আলিম হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন ঃ পৃথিবীর প্রথম নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করার পর হত্যাকারীর হাত হইতে তাহার শবদেহ মাটিতে পড়িয়া যায় এই ভাবনায় যে, কিভাবে ইহাকে গোপন করা যায় ? প্রথম হত্যাকারী আদম (আ)-এর এক সন্তান এবং প্রথম নিহতও আদম (আ)-এর এক সন্তান।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ তাওরাত অনুসারীদের ধারণা যে, কাবীল যখন তাহার ভাই হাবীলকে হত্যা করে, তখন আল্লাহ পাক ডাকিয়া বলেন, হে কাবীল ঃ তোমার ভাই হাবীল কোথায় ? কাবীল উত্তরে বলে, আমি কি জানি ? আমি কি তাহার পাহারাদার নাকি ? তখন আল্লাহ পাক বলেন, তোমার ভাইয়ের রক্ত আমাকে পৃথিবী হইতে ডাকিতেছে। যে যমীনের মুখ খুলিয়া দিয়া তুমি তোমার নিষ্প্রাণ ভাইয়ের রক্ত তাহার মুখে ঢালিয়াছ, সেই যমীন তোমাকে অভিশাপ দিতেছে। তুমি সেই যমীনে চাষাবাদ করিলে উহাতে আর ফসল পাইবে না, যে পর্যন্ত না তুমি অনুতপ্ত হইবে।

فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيْنَ -'অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল।' হাসান বসরী (র) বলেন, ইহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর প্রকাশ্য অনুতাপ প্রকাশের কথা বলিয়াছেন।

এই কথার উপর সকল মুফাসসির একমত যে, হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়েই হযরত আদম (আ)-এর ঔরসজাত সন্তান ছিল। যথা হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত হত্যাকাণ্ড ঘটিবে, উহার পাপের একাংশ হযরত আদম (আ)-এর প্রথম পুত্রের উপর বর্তাইবে। কারণ সেই প্রথম হত্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে।

কিন্তু ইব্ন জারীর (র) ...... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ কুরআনের এই আয়াতাংশে যে আদম (আ)-এর দুই পুত্রের কথা বলা হইয়াছে, এই দুই পুত্র হইল বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি, আদম (আ)-এর ঔরসজাত সন্তান নয়। কেননা প্রথম কুরবানী তাহাদের হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তিনি হইলেন আদম (আ)। তবে ইহার সনদে যথেষ্ট দুর্বলতা ও সন্দেহ রহিয়াছে।

বলিতে লাগিল, হায়! এই কাকটির মত কাজ করার বুদ্ধিও আমার হইল না! অতঃপর সে কাকের কাছে শিখিয়া তাহার ভাইয়ের শবদেহ অনুরূপভাবে কবরস্থ করিয়া রাখিল।

লাইস ইব্ন আবূ আলীম (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন, সে তাহার ভাইয়ের শবদেহ কোলে নিয়া একশত বৎসর পর্যন্ত বসিয়া ছিল। কেননা মাটি খনন করিয়া শবদেহ কবরস্থ করার কৌশল তাহার জানা ছিল না। অতঃপর যখন একটি মৃত কাককে একটি জীবিত কাক কর্তৃক সমাধিস্থ হইতে দেখিল, তখন সে বলিয়া উঠিল, হায়! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারিলাম না, যাহাতে আমার ভ্রাতার শবদেহ সমাহিত করিতে পারি ? অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আতীয়া আওফী (র) বলেন ঃ সে তাহার ভাইকে হত্যা করায় ভীষণভাবে মর্মাহত হয়। নিহতের শবদেহের আঁশে পাশে পাখি ও জীবজন্তু আসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে যে, কোথায় শবদেহ ফেলিবে এবং সেখানে গিয়া উহারা শবদেহ ভক্ষণ করিবে। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সম্পর্কীয় কোন বিজ্ঞ আলিম হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন ঃ পৃথিবীর প্রথম নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করার পর হত্যাকারীর হাত হইতে তাহার শবদেহ মাটিতে পড়িয়া যায় এই ভাবনায় যে, কিভাবে ইহাকে গোপন করা যায় ? প্রথম হত্যাকারী আদম (আ)-এর এক সন্তান এবং প্রথম নিহতও আদম (আ)-এর এক সন্তান।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ তাওরাত অনুসারীদের ধারণা যে, কাবীল যখন তাহার ভাই হাবীলকে হত্যা করে, তখন আল্লাহ পাক ডাকিয়া বলেন, হে কাবীল ঃ তোমার ভাই হাবীল কোথায় ? কাবীল উত্তরে বলে, আমি কি জানি ? আমি কি তাহার পাহারাদার নাকি ? তখন আল্লাহ পাক বলেন, তোমার ভাইয়ের রক্ত আমাকে পৃথিবী হইতে ডাকিতেছে। যে যমীনের মুখ খুলিয়া দিয়া তুমি তোমার নিষ্প্রাণ ভাইয়ের রক্ত তাহার মুখে ঢালিয়াছ, সেই যমীন তোমাকে অভিশাপ দিতেছে। তুমি সেই যমীনে চাষাবাদ করিলে উহাতে আর ফসল পাইবে না, যে পর্যন্ত না তুমি অনুতপ্ত হইবে।

فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيْنَ -'অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল।' হাসান বসরী (র) বলেন, ইহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর প্রকাশ্য অনুতাপ প্রকাশের কথা বলিয়াছেন।

এই কথার উপর সকল মুফাসসির একমত যে, হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়েই হযরত আদম (আ)-এর ঔরসজাত সন্তান ছিল। যথা হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত হত্যাকাণ্ড ঘটিবে, উহার পাপের একাংশ হযরত আদম (আ)-এর প্রথম পুত্রের উপর বর্তাইবে। কারণ সেই প্রথম হত্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে।

কিন্তু ইব্ন জারীর (র) ...... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ কুরআনের এই আয়াতাংশে যে আদম (আ)-এর দুই পুত্রের কথা বলা হইয়াছে, এই দুই পুত্র হইল বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি, আদম (আ)-এর ঔরসজাত সন্তান নয়। কেননা প্রথম কুরবানী তাহাদের হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তিনি হইলেন আদম (আ)। তবে ইহার সনদে যথেষ্ট দুর্বলতা ও সন্দেহ রহিয়াছে।

আবদুর রাযযাক (র)...... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ এই ঘটনাটি বনী আদমের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাহারা যেন ইহার ভালটি গ্রহণ করে এবং মন্দটি পরিত্যাগ করে।'

অন্য রিওয়ায়াতে ইব্ন মুবারক (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইহা বনী আদমের জন্য উপমা স্বরূপ। তাহারা যেন ইহার ভালটি গ্রহণ করে এবং মন্দটি পরিত্যাগ করে।

বুকাইর ইব্ন আবদুল্লাহ মুযানীও ইহা মুরসাল সূত্রে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। এই রিওয়ায়াত ইব্ন জারীরও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সালিম ইব্ন আবুল জা'আদ (র) বলেন ঃ 'আদমের পুত্র তাহার ভাইকে হত্যা করিলে আদম (আ) একশত বৎসর পর্যন্ত বিষন্নতা ও শোকে অভিভূত হইয়া থাকেন। দীর্ঘ একশত বৎসর তাঁহার মুখে কখনো হাসি ফোটে নাই। অতঃপর ফেরেশ্তারা আসিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহার বিষন্ন মুখে হাসি ফোটান। ইহাও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন হুমাইদ (র)......আবূ ইসহাক হামদানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ইসহাক হামদানী (র) বলেন ঃ আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলিযাছেন, আদম (আ)-এর পুত্র তাহার ভাইকে হত্যা করিয়া ফেলিলে তিনি শোকে মূহ্যমান হইয়া বলিতে থাকেন ঃ

تغيرت البلاد ومن عليها + فلون الارض مغير قبيح

تغير كل ذى لون وطعم + وقل بشاشة الوجه المليح

অর্থাৎ 'শহর ও শহরের সবকিছু বদলাইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর রংও বদলাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সব কিছুর রং ও স্বাদ বিদায় নিয়াছে এবং প্রত্যেক আকর্ষণীয় চেহারার লালিত্য হ্রাস পাইয়াছে।'

আদম (আ)-এর শোকগাঁথার উত্তরে বলা হয় ঃ

اخا هابيل قد قتلا جميعا + وصار الحى بالميت الذبيح

وجاء بشرة قد كان منه + على خوف فجاء بها يصبح

অর্থাৎ 'হাবীলের ভাই সব কিছুকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে, জীবিত ব্যক্তিকেও মৃতদের কাতারে ঠেলিয়া দিতেছে। সুসংবাদ আসিল, হত্যাকারী তাহার হত্যার দায়-দায়িত্ব নিজেই বহন করিবে।'

এই কথা স্পষ্ট যে, কাবীলকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

মুজাহিদ ও ইব্ন জারীর (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার এক পা অন্য পায়ের গোছার মধ্যে ঢুকাইয়া তাহাকে সূর্যমুখী করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে এবং সূর্যের সাথে সাথে সেও ঘুরিতে থাকে।

হাদীসে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কতগুলি পাপের জন্য আল্লাহ পৃথিবীতেই শাস্তি প্রদান করেন এবং পরকালেও তাহার জন্য শাস্তি নির্ধারিত থাকে। তাহার মধ্যে বিশেষ

পাপ দুইটি হইল শাসনকর্তার বিরুদ্ধাচরণ করা এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটান। উল্লেখ্য, কাবীল এই উভয় পাপই করিয়াছিল- اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

(٣٢) مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ○

(٣٣) اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

(٣٤) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩২. "এই কারণেই আমি বনী ইসরাঈলকে লিখিত (বিধান) দিয়াছি যে, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি কোন হত্যাকারী কিংবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী ছাড়া কাহাকেও হত্যা করিবে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করিল। আর যে ব্যক্তি একটি প্রাণ বাঁচাইল, সে যেন সকল মানুষকে বাঁচাইল। আর অবশ্যই তাহাদের নিকট আমার রাসূল দলীল-প্রমাণসহ আসিয়াছে। অতঃপর তাহাদের অধিকাংশই পৃথিবীতে নিশ্চিত পাপাচারী।"

৩৩. "নিঃসন্দেহে যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা বিপরীত দিকের একটি হাত ও একটি পা কাটা হইবে কিংবা দেশ হইতে নির্বাসন দেওয়া হইবে। ইহা তো তাহাদের পৃথিবীর লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহা শাস্তি।"

৩৪. "কিন্তু যাহারা তোমাদের পাকড়াও-এর আগেই তওবা করিল, অনন্তর জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"

তাফসীর ঃ আদম (আ)-এর পুত্র কর্তৃক তাহার ভাইকে অন্যায়ভাবে ও শত্রুতাবশত হত্যা করার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ অর্থাৎ 'আমি বনী ইসরাঈলদিগকে জানাইয়া দিয়াছি এবং বিধান করিয়াছি যে,

اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কাহাকেও হত্যার কিসাস ব্যতীত অথবা দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কার্য ঘটানো ব্যতীত বিনা কারণে ও বিনা অপরাধে হত্যা করে, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করিল। কেননা আল্লাহর নিকট সমস্ত জীবিত মানুষ সমান। এই হিসাবে যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে

হত্যা করাকে হারাম মনে করে ও উহা হইতে দূরে থাকে এবং যদি কোন লোকের প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল।

তাই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا 'সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল।'

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যেদিন বিদ্রোহীরা উসমান (রা)-এর বাসভবন অবরোধ করে, সেদিন আমি তাহার নিকট গিয়া বলিলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনার পক্ষ হইয়া আপনার বিরুদ্ধাচরণকারীদের মুকাবিলায় লড়িতে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া উসমান (রা) বলিলেন, হে আবূ হুরায়য়া! তুমি কি সমস্ত লোককে হত্যা করিতে আসিয়াছ ? আমিও সমস্তের মধ্যে একজন। আমি বলিলাম, না। তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তুমি যদি একজন লোককে হত্যা কর, তবে যেন তুমি সমস্ত লোককেই হত্যা করিলে। তাই যাও, ফিরিয়া যাও, আমি চাই তোমার মঙ্গল হউক। আল্লাহ তোমাকে পাপকার্যে লিপ্ত না করুন। ইহার পর আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিলাম।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম, এমন ব্যক্তিকে যদি কেহ হত্যা করে, তবে সে যেন সমস্ত মানব জাতিকেই হত্যা করিল। মুজাহিদও অনুরূপ বলিয়াছেন।

আওফী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই সম্পর্কে বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাহকেও হত্যা করিল, সে যেন বিশ্বমানবকে হত্যা করিল। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, যাহাকে হত্যা করা অবৈধ এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা অর্থ বিশ্বের সকল মানুষকে হত্যা করা।

সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ মনে করে, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই নিহত করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করা হারাম মনে করে, সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করে। একথা অবশ্য সর্বজন স্বীকৃত সত্য।

আওফী ও ইকরিমা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি কোন নবী অথবা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহকে হত্যা করে, সে যেন মানবকুলকে হত্যা করিল। পক্ষান্তরে কোন নবী বা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর বাহুকে মযবূত করা যেন বিশ্ববাসীর জীবন রক্ষা করা। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য আর একটি রিওয়ায়াতে মুজাহিদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি হত্যার কিসাস ব্যতীত কাহাকেও হত্যা করে, সে যেন বিশ্বের সকল মানুষকে হত্যা করিল এবং যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিবে, সে জাহান্নামী হইবে। কেননা একজন লোককে হত্যা করা সমস্ত লোককে হত্যা করার শামিল।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে মুজাহিদ (র) হইতেও ইব্ন জুরাইজ বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিবে, সে যেন বিশ্বের সকল মানুষকে হত্যা করিল। ইহার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাহাকে জাহান্নামে প্রেরণ করিবেন এবং তাহার উপর অব্যাহত থাকিবে আল্লাহর গযব, লা'নত ও ভীষণ আযাব।

আরও বলা হইয়াছে যে, সমস্ত মানুষকে হত্যা করিলে যে শাস্তি দেওয়া হইবে, একজন মানুষকে হত্যা করিলেও সেই শাস্তি দেওয়া হইবে।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন যে, মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ যে এক ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিল, সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাহাকেও হত্যা করিল না, তাহার হইতে সকলেই রক্ষা পাইয়া গেল।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করিল, সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করিল। তাহার উপর কিসাস ওয়াজিব। তাহা কোন ব্যক্তি বা দল যাহা দ্বারা সংঘটিত হউক না কেন। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তাহা হইলে সমস্ত মানুষই ক্ষমা পাইয়া গেল। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) এক রিওয়ায়াতে বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি পানিতে বা আগুনে পড়িয়া যাওয়া কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করিল, সে যেন বিশ্বের সকল মানুষকেই রক্ষা করিল।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে কাতাদা ও হাসান (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হত্যার বদলা ব্যতীত অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিল, সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করিল। অর্থাৎ ইহা দ্বারা মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও সমবেদনা প্রকাশ করা হইয়াছে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ হত্যা করা হইতে বিরত থাকা মহাপুণ্যের কাজ এবং হত্যা করা মহাপাপ।

ইব্ন মুবারক (র)......সুলায়মান ইব্ন আলী রাবয়ী হইতে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইব্ন আলী রাবয়ী বলেন ঃ আমি এই আয়াত সম্পর্কে হাসান বসরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, বনী ইস্রাঈলের মত আমরাও কি এই আয়াতের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! বনী ইসরাঈলদের রক্ত আল্লাহর নিকট আমাদের রক্তের চেয়ে বেশি মূল্যবান নহে।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ একজন মানুষকে হত্যা করা সমস্ত মানুষকে হত্যা করার সমান পাপ এবং একটি মানুষকে বাঁচানো সমস্ত মানুষকে বাঁচানোর সমান সওয়াব।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ একদা হযরত হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজ বলিয়া দিন যাহাতে আমার জীবন সুখের হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে হামযা! মানুষের জীবন রক্ষা করা কি আপনি পসন্দ করেন, না হত্যা করা আপনি পসন্দ করেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, মানুষের জীবন রক্ষা করা আমি পসন্দ করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তাহা হইলে আপনি এই কাজ করিতে থাকুন।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَلَقَدْ جَاۤئَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ অর্থাৎ 'তাহাদের নিকট আমার রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল-প্রমার্ণ নিয়া আসিয়াছিল।'

ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ.

'কিন্তু ইহার পরও তাহাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালংঘনকারী রহিয়া গেল।'

যেমন বনী কুরায়যা এবং বনী নাযীর গোত্রদ্বয় মদীনার পার্শ্ববর্তী ইয়াহূদী বনী কায়নুকার আউস ও খায়রাজ শাখাদ্বয়ের সঙ্গে জাহিলী যুগে যুদ্ধ করিত এবং একে অপরের নিকট হইতে মুক্তিপণ আদায় করিত। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তি সৃষ্টি করিতে বারণ করিয়াছিলেন। যথা সূরা বাকারায় বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ- ثُمَّ اَنْتُمْ هٰؤُلاَءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفَادُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ 'যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত ঘটাইবে না এবং তোমাদের আপনজনকে তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কার করিবে না। অতঃপর তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে, আর এই বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী। তোমরাই তাহারা, যাহারা একে অন্যকে হত্যা করিতেছ এবং তোমাদের একদলকে তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতেছ। তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধ অন্যায়ভাবে সীমা লঙ্ঘনপূর্বক তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছ এবং তাহারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তোমরা মুক্তিপণ লেন-দেন কর; অথচ তাহাদিগকে বহিষ্কার করা তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মান্য কর ও কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ? সুতরাং তোমাদের যাহারা এইরূপ করে, তাহাদের একমাত্র প্রতিফল হইল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির অঙ্কে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে, আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।'

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّمَا جَزَؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ

অর্থাৎ 'যাহার আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে, তাহাদের শাস্তি হইল তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা শূলীবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে।'

محاربة অর্থ হইল বিরুদ্ধাচরণ করা, বিপরীত করা। ভাবার্থ হইল, কুফরী করা, ডাকাতি করা, জনপথে ত্রাসের সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাবসহ পূর্ববর্তী বহু মনীষী বলিয়াছেন ঃ فَسَادٌ -এর তাৎপর্য হইল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা মুষ্টিমেয়ের হাতে বিপুল পরিমাণ পুঁজি করার মাধ্যমে সমাজে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

অর্থাৎ 'যদি কাহাকেও কোন কাজের দায়িত্বশীল করা হয়, তবে সে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শষ্য ও মানব সম্পদ ধ্বংস করিয়া ফেলে। অথচ আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে পসন্দ করেন না।'

কেহ বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইকরিমা ও হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা উভয়ে বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতটি মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাই কোন মুশরিক ইহা করার পর গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে যদি তাওবা করে, তবে সে মুক্তি পাইবে। পক্ষান্তরে যদি কোন মুসলমান এমন ধরনের কাজ করিয়া পালাইয়া কাফিরদের কাছে আশ্রয় নেয়, তবুও তাহাকে ইহার শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। কোনমতেই তাহার পরিত্রাণ নাই।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরিমার সূত্রে আবূ দাউদ এবং নাসাঈও বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতটি মুশরিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাই যদি কোন মুশরিক ইহা করার পর গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে তাওবা করে, তবুও তাহাকে উপরোক্ত অপরাধের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আহলে কিতাবদের কোন দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্পাদিত চুক্তি তাহারা ভঙ্গ করিলে তাহাদিগকে তিনি হত্যা করিতে পারেন, নতুবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলিতে পারেন। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মানসূর (র)......সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন ঃ এই আয়াতটি হারূরীয়াদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সঠিক কথা হইল যে, এই আয়াত মুশরিক ও মুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান। যে কেহ এই সব করিবে, তাহার উপরই এই শাস্তি প্রযোজ্য হইবে।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ আল-জারামী আল-বসরী ওরফে আবূ কিলাবার সনদে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, বনী উক্‌লের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করে এবং ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। ফলে তাহাদের পেট মোটা হইয়া যায়। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া অভিযোগ করিলে তিনি তাহাদিগকে বলেন ঃ তোমাদের ইচ্ছা হইলে আমাদের রাখালদের সঙ্গে মদীনার বাহিরে চলিয়া যাও এবং তথায় গিয়া উটের প্রস্রাব এবং দুধ পান কর। তাহারা রাখালদের সঙ্গে মদীনার বাহিরে গিয়া উটের দুধ এবং প্রস্রাব পান করিতে থাকিলে তাহাদের রোগ সারিয়া যায়। কিন্তু একদিন তাহারা রাখালদিগকে মারিয়া ফেলিয়া উটগুলি নিয়া চলিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে

তিনি সাহাবাদিগকে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বন্দী করিয়া আনার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে হাযির করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের হাত-পা কাটিয়া চোখে গরম শীসা ঢালিয়া রৌদ্রে ফেলিয়া রাখার নির্দেশ দেন। এইভাবে তাহারা সবাই মারা যায়। ইহা মুসলিমের রিওয়ায়াত।

উল্লেখ্য যে, ইহারা বনী উক্ল বা বনী উরায়নার লোক ছিল। বুখারী শরীফে রহিয়াছে যে, তাহাদের তপ্ত রৌদ্রে রাখা হইলে তাহারা পানি চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে পানি দেওয়া হয় নাই। ইমাম বুখারী (র) বলেন যে, তাহারা চুরি ও হত্যা করা এবং মুরতাদ হওয়ার মত জঘন্য অপরাধ করিয়াছিল। পরন্তু আল্লাহ ও রাসূলের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল।

আনাস (রা) হইতে মুসলিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) হইতে কাতাদাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদার সনদে সাঈদ (র) বলেন যে, উহারা উক্ল এবং উরায়না গোত্রের লোক ছিল।

আনাস (রা) হইতে সুলায়মান তায়মীর সূত্রে মুসলিম রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, আনাস (রা) বলিয়াছেন ঃ হযরত নবী (সা) তাহাদের চোখে গরম লৌহ শলাকা ঢুকাইয়াছিলেন। কেননা রাখালদের চোখেও তাহারা গরম লৌহ শলাকা ঢুকাইয়াছিল।

আনাস (রা) হইতে মু'আবিয়া ইব্ন কুররার সনদে মুসলিম (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ উরায়না গোত্রের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করে। তখন মদীনায় ভীষণভাবে বসন্ত মহামারী দেখা দিয়াছিল। এইভাবে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে বলা হয়, প্রায় বিশজন আনসারকে তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিয়া গ্রেপ্তার করিয়া নিয়া আসার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে এমন একজন লোককে দেওয়া হইয়াছিল যিনি পদচিহ্ন দেখিয়া তাহাদের গতিবিধি আঁচ করিতে পারেন।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে হাম্মাদ ইব্ন সালমা বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ উরায়না গোত্রের কতিপয় লোক মদীনায় আগমন করে এবং তাহারা জলোদর রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে সাদকার উটের চারণভূমিতে পাঠাইয়া দেন এবং সাদকার উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করার পরামর্শ দেন। তাহারা তাহাই করে এবং পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। ইহার পরে তাহারা ইসলাম ত্যাগ করিয়া তথাকার রাখালদের হত্যা করিয়া উটগুলি তাড়াইয়া নিয়া যায়। এই সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসার জন্য পিছনে পিছনে লোক পাঠান। তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসা হইলে তাহাদের বিপরীত দিক হইতে হাত-পা কাটিয়া দেওয়া হয় এবং গরম লৌহ শলাকা দিয়া তাহাদের চোখ উপড়িয়া ফেলা হয়। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখিয়াছি তাহাদের একজন পিপাসায় মাটি চাটিতেছিল। এইভাবে তাহারা সকলে মারা যায়। আল্লাহ তখন এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ الخ

আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইব্ন মারদুবিয়া (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ পর্যায়ের।

ইব্ন মারদুরিয়া (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে একাধিক সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাবিত ও সালিমা ইব্ন আবূ সামারাও দুইটি সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ আমি কোন ধরনের হাদীস বলিতে লজ্জাবোধ করি না। কেননা হাজ্জাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) সবচেয়ে কঠোর কোন্ শাস্তি দিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বাহরাইন হইতে বনী উরায়না গোত্রের কিছু লোক আসিয়াছিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাহাদের পেটের রোগ সম্পর্কে অভিযোগ করিল। তাহাদের গায়ের রং ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল। তাহারা কঠিন আমাশয়ে আক্রান্ত হইয়াছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে সাদকার উটের চারণভূমিতে যাইয়া উহার দুধ ও প্রস্রাব পান করিতে আদেশ করেন। সেখানে গিয়া উহা পান করার পরে তাহাদের গায়ের ফ্যাকাশে রং দূরীভূত হইয়া পেট সম্পূর্ণ ভাল হইয়া যায়। কিন্তু তাহারা সুস্থ হইয়া দুরভিসন্ধি করিয়া সেখানকার রাখালদের হত্যা করে এবং উটগুলি হাঁকাইয়া নিয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া নিয়া আসার জন্য তাহাদের অনুসন্ধানে লোক পাঠান। অতঃপর তাহাদের প্রত্যেকের হাত-পা কাটিয়া পরে তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়া চোখ ঝলসাইয়া দেওয়া হয়। সেই অবস্থায় তাহারা মারা যায়। ইহার পরে হাজ্জাজ একদা মিম্বারে উঠিয়া বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) কতিপয় লোককে তাহাদের হাত-পা কাটিয়া চোখে গরম লোহা ঢুকাইয়া ঝলসাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে তাহারা মারা গিয়াছিল। কারণ তাহারা উটের রাখালদিগকে এইভাবে মারিয়াছিল। তখন হইতে এই ধরনের অপরাধের বিচারের বেলায় হাজ্জাজ এই হাদীসটি দলীল পেশ করিতেন।

ইব্ন জারীর (র)......আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যে আনাস (রা) বলেন ঃ তাহারা ছিল বনী উরায়নার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারটি দল এবং বনী উক্লের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটি দল। তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসার পর তাহাদের হাত-পা কাটিয়া দেওয়া হয় এবং শলাকা দ্বারা চোখ উপড়িয়া ফেলা হয়। উপরন্তু তাহাদিগকে তপ্ত পাথরের উপরে রাখিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

إِنَّمَا جَزَوُاْ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ الخ

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ বনী উরায়না গোত্রের কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসে। তাহাদের শরীরের রং হলূদ বর্ণের হইয়া গিয়াছিল এবং পেট হইয়াছিল মোটা ও ভারী। ফলে তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা) উটের দুধ এবং প্রস্রাব পান করার জন্য আদেশ করেন। তাহারা তাহাই করিলে শরীর এবং পেট ঠিক হইয়া যায়। কিন্তু তাহারা সুস্থ হইয়া উটের রাখালদিগকে হত্যা করিয়া উটগুলি তাড়াইয়া নিয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের সন্ধানে লোক প্রেরণ করে এবং তাহারা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসে। অতঃপর তাহাদের কতককে হত্যা করা হয় এবং কতকের চোখ তুলিয়া ও হাত-পা কাটিয়া দেওয়া হয়। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব বলেন ঃ আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান এই আয়াতটি সম্পর্কে জানিতে চাহিয়া আনাসের নিকট পত্র লিখিলে তিনি উত্তরে লিখেন যে, এই আয়াতটি বনী উরায়নার একটি দল সম্পর্কে নাযিল হয়। তাহারা ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া উটের রাখালদের হত্যা করে এবং উটগুলি নিয়া পালাইয়া যায়। পরন্তু যাবার পথে ত্রাস সৃষ্টি করিয়া জনপদ লুণ্ঠন করে।

ইউনুস (র)......আমর অথবা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর অথবা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য মুহারিবার আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি উরায়নাদের ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে। তবে আবুয্‌-যানাদের সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) হইতে নাসাঈ ও আবূ দাঊদ (র) ইহা বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যুবায়র (রা) বলেন ঃ বনী উরায়নার কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করে। তাহারা ছিল রোগাক্রান্ত এবং তাহাদের পরণের কাপড়গুলি ছিল জীর্ণশীর্ণ। কিন্তু তাহারা পূর্ণ সুস্থ হইয়া যাওয়ার পর উটের রাখালদিগকে হত্যা করিয়া ভাগিয়া যায়। তাহারা নিজেদের দেশের দিকে যাইতেছিল। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনার জন্য মুসলমানদের একটি দল পাঠান। তাহারা এমন মুহূর্তে তাহাদিগকে বন্দী করে, যখন তাহারা তাহাদের নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়। শেষ পর্যন্ত তাহারা তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বন্দী করিয়া নিয়া আসে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের বিপরীত দিক হইতে হাত-পা কাটিয়া দেন এবং তাহাদের চোখ উপড়াইয়া ফেলেন। তাহারা যন্ত্রণায় পানি পানি করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলিতেছিলেন, অল্পক্ষণ পরেই তোমরা পানির পরিবর্তে আগুনের দহনে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

রাবী বলেন, তাহাদের চোখ উপড়ানো আল্লাহর নিকট পসন্দ হয় নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন। তবে এই হাদীসটি দুর্বল।

উল্লেখ্য যে, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসার জন্য যে দলটি প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাদের দলনেতা ছিলেন যুবায়র ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা)। ইতিপূর্বে সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই দলটিতে বিশজন ঘোড়সওয়ার আনসার ছিলেন। যাহা হউক, উপরিউক্ত রিওয়ায়াতে যে বলা হইয়াছে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তাহাদের চোখ উপড়িয়া ফেলা পসন্দ হয় নাই বলিয়া এই আয়াটি নাযিল করা হইয়াছে, এই কথা অসমর্থনযোগ্য। কেননা মুসলিমের সহীহ রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কিসাস স্বরূপই তাহাদের চোখ উপড়াইয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

আবদুর রাযযাক (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ বনী ফাযারা গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করে। দুর্বলতার কারণে তাহারা মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে উটের দুধ এবং প্রস্রাব পান করার জন্য আদেশ করেন এবং ইহা পান করার পরে তাহারা পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। ইহার পর তাহারা দুষ্টবুদ্ধি করিয়া যে উটগুলির দুধ ও প্রস্রাব পান করিয়াছিল, সেইগুলি চুরি করিয়া নিয়া পালাইয়া যায়। তালাশ করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া

নিয়া আসা হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের হাত-পা কাটিয়া লৌহ শলাকা দিয়া চোখ উপড়াইয়া দেন।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল করা হয়। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) এই ধরনের অপরাধীদের চোখ উপড়ানো হইতে বিরত থাকেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অন্য সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......সালমা ইব্‌ন আকওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্‌ন আকওয়া (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইয়াসার নামক একটি দাস ছিল। পাবন্দির সাথে তাহার নামায পড়া লক্ষ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে আযাদ করিয়া দেন। অতঃপর স্বীয় উটের পাল দেখাশুনা করার জন্য তাহাকে তথায় প্রেরণ করা হয়। উক্ত ধর্মত্যাগী দুর্বৃত্তরা তাহাকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, বনী উরায়নার লোকগুলি আসিয়া নিজেদেরকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করে। ব্যধির কারণে তাহাদের পেটগুলি বড় হইয়া গিয়াছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে উটের প্রস্রাব এবং দুধপান করার জন্য ইয়াসারের নিকট পাঠাইয়া দেন। উহা পান করিয়া তাহারা সুস্থ হইয়া যায়। অতঃপর তাহারা পাষণ্ডের মত কাঁটা দিয়া ইয়াসারের চোখ উপড়াইয়া ফেলে এবং তাহাকে হত্যা করিয়া সেই উটগুলি নিয়া পালাইয়া যায়। এই সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) কুরয ইব্‌ন জাবির আল-ফিহ্‌রীর নেতৃত্বে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসার জন্য অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করেন। তাহারা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সোপর্দ করিলে তিনি তাহাদের হাত-পা কাটিয়া দেন এবং লৌহ শলাকা দিয়া তাহাদের চোখ উপড়িয়া ফেলেন। হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। অবশ্য হাফিয আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) এই হাদীসটি হযরত যুবায়র (রা), হযরত আয়েশা (রা)-সহ বহু সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবদুল করীম হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা আবদুল করীম উটের প্রস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর সূত্রে উক্ত বিদ্রোহীদের ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ একদল লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, আমরা ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করিব। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বায়'আত করান। মূলত তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়াছিল। আন্তরিকভাবে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই। এই ঘটনার পর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মদীনার আবহাওয়া তাহাদের জন্য উপযোগী নয় বলিয়া অভিযোগ করিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে উক্ত ময়দানে গিয়া থাকার এবং সেখানের উটের প্রস্রাব ও দুধ পান করার পরামর্শ দেন। তাহারা তাহাই করিল। কিন্তু একদিন এক ব্যক্তি ক্রন্দনরত অবস্থায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানাইল যে, সেই লোকগুলি উটের রাখালকে হত্যা করিয়া উটসহ পালাইয়া গিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-সকলকে আহবান করিয়া বলেন ঃ হে আল্লাহর পথের অশ্বারোহীগণ! অশ্বে আরোহণ পূর্বক বাহির হইয়া পড়। এই কথা শুনিয়া প্রত্যেক অশ্বারোহী অন্যের অপেক্ষা না করিয়া উহাদিগকে বন্দী করিয়া আনার জন্যে বাহির হইয়া পড়েন। সকলের পিছনে পিছনে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও রওয়ানা হন। বিদ্রোহী ডাকাত দল প্রায় নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছিল, এমন সময়

সাহাবাগণ কর্তৃক তাহারা পরিবেষ্টিত হইয়া ধৃত হয়। উহাদিগকে বন্দী করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যখন উপস্থিত করা হয়, তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

اِنَّمَا جَزٰؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

বর্ণনাকারী বলেন, তাহাদিগকে দেশান্তরিত করা হইয়াছিল। ইহার অর্থ হইল, তাহাদিগকে ইসলামী হুকুমতের সীমানা হইতে বাহিরে রাখিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের কতককে হাত-পা কাটিয়া চোখ তুলিয়া শূলীবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আর কখনো রাসূলুল্লাহ (সা) এমন কঠোর শাস্তি কাহাকেও দেন নাই। উল্লেখ্য যে, ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হাত-পা কাটিয়া অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন, তোমরা কাহাকেও হাত-পা সহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তনের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করিবে না।

বর্ণকারী বলেন, আনাস (রা)-এর সূত্রে কেহ বলিয়াছেন যে, তাহাদিগকে হত্যা করার পর আগুনে ভস্ম করা হইয়াছিল।

কেহ বলিয়াছে, সেই লোকগুলির কতক ছিল বনী সলীম, কতক ছিল উরায়না এবং কতক ছিল বাজীলা গোত্রের ।

ইমামগণের মধ্যে এই বিষয়ে মতদ্বন্দ্ব রহিয়াছে যে, উরায়নাদের ব্যাপারে যে বিধান কার্যকরী করা হইয়াছিল উহা কি রহিত হইয়া গিয়াছে, না উহার কার্যকারিতা এখনো অবশিষ্ট রহিয়াছে ?

আবার কেহ বলেন, এই আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ

অর্থাৎ 'তুমি তাহাদের ব্যাপারে যাহা অনুমোদন করিয়াছ, তাহা আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।'

কেহবা বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক 'মুসলা' নিষিদ্ধ করার দ্বারা এই শাস্তির বিধান রহিত হইয়া গিয়াছে। তবে এই মতের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা এই শাস্তি কার্যকরী করার পর কোন আয়াত দ্বারা ইহা রহিত করা হইয়াছে কি ?

কেহ বলিয়াছেন, শাস্তির বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহা মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীনের অভিমত। এই অভিমতের মধ্যেও সন্দেহ রহিয়াছে। কেননা এই ঘটনা শাস্তির বিধান নাযিল হওয়ার পরে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেননা উহার একজন বর্ণনাকারী হইলেন জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ। অথচ যে সূরায় এই শাস্তির বিধান নাযিল হইয়াছে, সেই সূরা মায়িদা নাযিল হওয়ার পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

আবার কেহ বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়া উহাদের চোখ উপড়াইয়া ফেলার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হইলে তিনি উহা করা হইতে নিরস্ত হন। এই কথার মধ্যেও সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা ইতিপূর্বে সহীহদ্বয়ের হাদীসের বরাতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উহাদের চোখ উপড়াইয়াছিলেন।

সহীহদ্বয়ের রিওয়ায়াতে ইহাও রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) গরম লৌহ শলাকা দিয়া উহাদের চোখ উপড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন।

ইব্ন জারীর (র)......ওলীদ ইব্ন মুসলিম হইতে বর্ণনা করেন যে, ওলীদ ইব্ন মুসলিম (র) বলেন ঃ যে লোকগুলিকে রাসূলুল্লাহ (সা) হাত-পা কাটিয়া চোখ উপড়াইয়া ফেলিয়া রৌদ্রতপ্ত পাথরের উপরে ফেলিয়া রাখার কারণে তাহারা ধুকিয়া ধুকিয়া মরিয়াছিল, তাহাদের প্রসঙ্গে আমি মুহাম্মদ ইব্ন আজলানকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক সেই লোকগুলিকে হাত-পা, নাক-কান কাটিয়া মুসলা করিয়া হত্যা করা আল্লাহ তা'আলার পসন্দ হয় নাই বলিয়াই এই আয়াতটি নাযিল করা হইয়াছে। কারণ ইহার পর আর কাহাকেও এইরূপ শাস্তি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

কিন্তু আবূ আমর আওযাঈ বলেন ঃ যে জঘন্য অপরাধ তাহাকে করিয়াছিল, উহার যথাযোগ্য শাস্তিই তাহারা পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে এই আয়াতের মাধ্যমে এই ধরনের অপরাধীদের জন্য প্রায় অনুরূপ বিধান নাযিল করা হইয়াছে এবং এই আয়াতে গরম শলাকা দিয়া চোখ উপড়াইয়া ফেলার শাস্তি বর্ণনা না করার মাধ্যমে উহা বাদ দেওয়ার কথা প্রমাণিত হইয়াছে।

জমহূর উলামা ইহার ভিত্তিতে এই কথা প্রমাণ করিয়াছেন যে, শহরের মধ্যে হাইজ্যাক, হত্যা করা এবং পথে-প্রান্তরে রাহাজানী, খুন-খারাবী করা সমান পাপ। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাহাই বলিয়াছেন ঃ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا

অর্থাৎ 'যাহারা পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে।'

ইহা হইল ইমাম মালিক, আওযাঈ, লাইস ইব্ন সা'দ, শাফিঈ ও আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) প্রমুখের মাযহাব।

ইমাম মালিক (র) আরো বলিয়াছেন যে, কোন লোক অপর কোন লোককে তাহার বাড়িতে গিয়া প্রতারণাপূর্বক এই ধরনের জঘন্য হত্যা সংঘটিত করিলে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে চোরাই মালপত্র নিয়া তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং ইহার ব্যবস্থা করিবেন। নিহত ব্যক্তির অভিভাবক দ্বারা এই কার্য সমাধা করা যাইবে না। এমনকি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা যদি ক্ষমা করার মনস্থ করে, তবে তাহাদের ক্ষমার অধিকার হরণ করা হইবে। এমন জঘন্য অপরাধী কোনমতেই মাফ পাইতে পারে না।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব হইল যে, এই ধরনের বিদ্রোহীর জন্য এই শাস্তি তখন কার্যকরী হইবে যখন সে শহরের উপকণ্ঠে বা বাহিরে বসিয়া এইরূপ জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করিবে। কেননা শহরে আক্রান্ত ব্যক্তির অপরের সাহায্য পাওয়ার অবকাশ থাকে। কিন্তু এই অবকাশ শহরের বাহিরে থাকে না।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে, শূলীবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে।'

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ তালহা (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ কেহ যদি ইসলামের ক্ষতি সাধনকল্পে তরবারি উত্তোলন করে এবং যদি জনপথকে নিরাপত্তাহীন ও বিপজ্জনক করিয়া তোলে, তবে তাহাকে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করিলে হত্যা করিতে পারিবেন অথবা শূলীবিদ্ধ করিতে পারিবেন অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া দিতে পারিবেন।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, মুজাহিদ, আতা, হাসান বসরী, ইব্রাহীম নাখঈ ও যাহহাক (র) প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন আবূ জাফর ইব্ন জারীর। মালিক ইব্ন আনাস (র) হইতেও এইরূপ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

অন্যান্য আয়াতে এই ধরনের বিভিন্ন দণ্ডবিধি বর্ণিত হইয়াছে। যথা ইহরাম অবস্থায় শিকার সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا-

অর্থাৎ 'অনন্তর যেরূপ জীব হত্যা করিবে তদ্রূপ ইনসাফমতে কাবায় কুরবানী দিবে কিংবা কতিপয় মিসকীন খাওয়াইবে অথবা কয়েকটি রোযা রাখিবে।'

মাথা মুণ্ডন না করার ফিদয়া সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.

অর্থাৎ 'তোমাদের যাহারা অসুস্থ কিংবা মাথায় ঘা রহিয়াছে, তাহারা বিনিময় স্বরূপ রোযা রাখিবে অথবা সাদকা দিবে কিংবা কুরবানী করিবে।'

কসম ভঙ্গের কাফফারা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ

اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ.

অর্থাৎ 'দশজন মিসকীনকে সেই খাদ্য দিবে যাহা তোমার পরিবারকে স্বভাবত খাওয়াইয়া থাক অথবা তাহাদের পোশাক দিবে কিংবা ক্রীতদাস মুক্ত করিবে।'

এই সকল আয়াতে যেমন কাফফারা ও ফিদয়া প্রদানের বেলায় যে কোন একটিকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা রহিয়াছে, তেমনি আলোচ্য আয়াতেও বিদ্রোহীর শাস্তি বিধানের বেলায় যে কোন একটিকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা রহিয়াছে।

জমহূর উলামার বক্তব্য হইল যে, এই আয়াতটি কয়েকটি অবস্থার সঙ্গে জড়িত। যথা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আবদুল্লাহ আল-শাফিঈ বর্ণনা করেন যে, ডাকাতদের সম্পর্কে ইব্ন

আব্বাস (রা) বলেন ঃ যদি ডাকাতরা হত্যা করে এবং মালামাল নিয়া যায়, তবে সেই ডাকাতদিগকে হত্যা করিতে হইবে এবং শূলীবিদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি ডাকাতরা মালমাল না নিয়া শুধু হত্যা করে, তবে তাহাদিগকে শূলীবিদ্ধ করা হইবে না, কেবল হত্যা করিতে হইবে। আর যদি কেবল মালামাল ডাকাতি করে, হত্যাকাণ্ড না ঘটায়, তবে তাহাদিগকে বিপরীত দিক হইতে হাত ও পা কাটিয়া দিতে হইবে। আর যদি ডাকাতরা কেবল পথরোধ করে ও মালামাল ডাকাতি না করে, তবে তাহাদিগকে দেশান্তরিত করা হইবে।

ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ মুজাল্লাহ, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, ইবরাহীম নাখঈ, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী ও আতা খুরাসানী প্রমুখের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বসূরী বহু মনীষী এবং ইমামগণও এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

তবে এই ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে ইখতিলাফ রহিয়াছে যে, তাহাকে কি খানাপিনা সরবরাহ ব্যতীত শূলীবিদ্ধ করিয়া মারা হইবে, না তাহাকে বর্শার আঘাতে প্রথমে হত্যা করিয়া পরে শূলে চড়ান হইবে ও যাহাতে ইহা দ্বারা অন্যদের শিক্ষা হয় সেই জন্য তিনদিন শূলে রাখা হইবে ? অতঃপর তাহাদিগকে কি সেইভাবেই রাখা হইবে, না নামাইয়া ফেলা হইবে ? অবশ্য এই সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়া আলোচনা করার স্থান ইহা নহে।

তবে এই সম্বন্ধে ইব্‌ন জারীর (র) স্বীয় তাফসীরে একটি হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য উহার সনদ সহীহ কিনা, এতে সন্দেহ রহিয়াছে। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

ইব্‌ন জারীর (র)......ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব (র) বর্ণনা করেন ঃ আনাস ইব্‌ন মালিককে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মারওয়ান এই আয়াত সম্পর্কে জানিতে চাহিয়া পত্র লিখিলে তিনি তাহাকে অবহিত করেন যে, এই আয়াতটি বাজীলা বংশোদ্ভূত সেই উরায়না দলটি সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছিল, যাহারা ইসলাম ত্যাগ করে এবং উটের রাখালকে হত্যাপূর্বক উটের পাল নিয়া পালাইয়া যায়। পরন্তু তাহারা পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং মহিলাদিগকে ধর্ষণ করে।

আনাস (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইহার বিচার কি হইবে ?

জিবরাঈল (আ) বলেন, যাহারা চুরি করিয়া পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের চুরি করার কারণে হাত কাটিয়া দিতে হইবে এবং পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য পা কাটিয়া দিতে হইবে। আর যাহারা হত্যা করিয়াছে ও পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছে এবং মহিলাদিগকে ধর্ষণ করিয়াছে, তাহাদিগকে শূলে চড়াইতে হইবে। ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَيُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ –অথবা 'তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে।'

কেহ বলিয়াছেন, তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের প্রতি হদ কায়েম করিতে হইবে অথবা তাহাদিগকে ইসলামী রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কার করা হইবে। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা ইব্‌ন আব্বাস, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, যাহহাক, রবী'আ ইব্‌ন আনাস, যুহরী, লাইস ইব্‌ন সা'দ ও মালিক ইব্‌ন আনাস (র) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একদল বলিয়াছেন ঃ তাহাকে এক শহর হইতে অন্য শহরে নির্বাসিত করা হইবে অথবা রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তাঁহার প্রতিনিধি রাষ্ট্রের সকল কার্যধারা হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ বিরত রাখিবে।

শাবী বলেন ঃ তাহাকে নির্বাসিত করা হইবে। যেমন ইব্ন হুবায়রা বলিয়াছেন, তাহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।

আতা খুরাসানী বলেন ঃ তাহাকে এক এলাকা হইতে অন্য এলাকায় নির্বাসিত করা হইবে। অবশ্য দারুল ইসলাম হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে না।

সাঈদ ইব্ন যুবায়র, আবূ শা'সা, হাইয়ান প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ তাহাকে অন্য স্থানে নির্বাসিত করা হইবে বটে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে না।

কেহ বলিয়াছেন ঃ নির্বাসিত করা অর্থ জেলে বন্দী করা। ইহা হইল আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সাথীদের অভিমত।

ইব্ন জারীর (র) এই মত পসন্দ করিয়া বলেন ঃ নির্বাসনে দেওয়ার অর্থ হইল এক শহর হইতে অন্য শহরে নির্বাসিত করিয়া সেই শহরে কারাবন্দী করা।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

'ইহকালের জন্য ইহাই তাহাদের লাঞ্ছনা এবং পরকালে রহিয়াছে তাহাদের জন্য মহা শাস্তি।'

অর্থাৎ শাস্তিমূলকভাবে যাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে, শূলীবিদ্ধ করা হইয়াছে এবং বিপরীত দিক হইতে যাহাদের হাত-পা কাটা হইয়াছে, সামাজিকভাবে তাহারা লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে এবং পরকালেও রহিয়াছে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি।

অবশ্য যাহারা বলেন যে, এই আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং মুসলমানেরাও ইহার হুকুমের আওতায় রহিয়াছে, তাহাদের দলীল হইল উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসটি। উহাতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদের নিকট হইতে শিরক, চুরি, ব্যভিচার, সন্তান হত্যা এবং একে অপরের উপর অত্যাচার না করার যেমন অঙ্গীকার নিয়াছিলেন, আমাদের নিকট হইতেও তেমন অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহারা উক্ত অঙ্গীকার জীবনে পূর্ণ বাস্তবায়িত করিবে, তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করা আল্লাহর দায়িত্ব। আর যাহারা ইহার কোন একটিতে লিপ্ত হইবে, তাহারা নির্ধারিত শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। আর যদি আল্লাহ অন্যায়কারী ব্যক্তির পাপ গোপন রাখেন তবে উহা সবই আল্লাহর এখতিয়ারাধীন, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে শাস্তি দিতে পারেন।

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যাহাকে অন্যায় কাজ করার জন্য পার্থিব বিধান মুতাবিক শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় পরকালে শাস্তি দেওয়া হইতে আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা বহু উঁচু স্তরে রহিয়াছে। যদি কাহারো সংঘটিত পাপকার্য আল্লাহ গোপন করিয়া রাখেন এবং পার্থিব শাস্তি হইতে তাহাকে রক্ষা করেন, তবে পরকালে

পুনরায় তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতে আল্লাহর করুণা ও ক্ষমাশীলতা বহু উর্ধে অবস্থান করে। ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-গরীব পর্যায়ের। জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক হাফিয দারাকুতনী এই হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন, হাদীসটি মারফূ এবং মাওকূফ উভয় সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহার মারফূ সূত্রটি সহীহ।

ইব্‌ন জারীর (র) ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অন্যায় সংঘটিত করার পর যদি লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিয়া ইহকালে শাস্তি দেওয়া হয়, তথাপি যদি সে ইহা হইতে তওবা করার পূর্বে মারা যায়, তবে তাহাকে وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ পার্থিব শাস্তির পরও পরকালে জাহান্নামের কঠিন আযাব ভোগ করিতে হইবে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ 'তবে তোমাদের আয়ত্বাধীনে আসিবার পূর্বে যাহারা তাওবা করিবে, তাহাদের জন্য নহে। সুতরাং জানিয়া রাখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

যাহারা বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে, তাহাদের কথা গ্রহণযোগ্য। তবে যদি কোন মুসলমান বিদ্রোহী হয় এবং ইসলামী সরকারের আয়ত্বে আসার পূর্বেই যদি সে তওবা করে, তাহা হইলে এই অবস্থায় তাহার উপর হইতে হত্যা ও শূলীবিদ্ধ করার এবং পা কাটার শাস্তি রহিত হইয়া যায়। অবশ্য তাহার হাত কাটা হইবে কি না, এই ব্যাপারে আলিমদের দুইটি মত রহিয়াছে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থে তাহাদের উপর হইতে যে ধরনের শাস্তি মওকূফ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, সাহাবীগণের কার্যকলাপই উহার পরিচয়বাহী।

ইবন আবূ হাতিম (র)......শা'বী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, শা'বী বলেন, বসরার অধিবাসী হারিসা ইব্‌ন বদর তামিমী বিদ্রোহী হয় এবং সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। অতঃপর হযরত হাসান ইব্‌ন আলী, ইব্‌ন আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর (র) প্রমুখ হযরত আলী-এর নিকট গিয়া তাহার নিরাপত্তার ব্যাপারে সুপারিশ করেন। কিন্তু তিনি তাহাকে নিরাপত্তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। ইহার পর হারিসা ইব্‌ন বদর তামিমী হযরত সাঈদ ইব্‌ন কায়সের নিকট আগমন করেন এবং তিনি তাহাকে নিজের বাড়িতে গোপন করিয়া রাখিয়া হযরত আলীর নিকট গিয়া বলেন, আমীরুল মুমিনীন! কেহ যদি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সঙ্গে বিদ্রোহ করিয়া সমাজে বিশৃখলা ও অনিষ্ট সৃষ্টি করার পর اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ এই আয়াত অনুসারে তওবা করে, তাহা হইলে তাহার ব্যাপারে আপনার কি ফয়সালা ? আলী (রা) বলিলেন, এইরূপ বিদ্রোহীর জন্য নিরাপত্তা রহিয়াছে। তখন সাঈদ ইব্‌ন কায়স বলেন, হারিসা ইব্‌ন বদরের বেলায়ও ইহা ঘটিয়াছে।

অন্য সূত্রে শাবী হইতে মুজালিদের রিওয়ায়াতে ইব্‌ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি তাঁহার রিওয়ায়াতে এতটুকু বৃদ্ধি করিয়াছেন যে, তখন হারিসা ইব্‌ন বদর হযরত আলীর শানে এই পংক্তিগুলি পাঠ করেন ঃ

الا بلغن همدان اما لقيتها - على النأى لا يسلم عدو يعيبها

لعمر ابيها ان همدان تتقى ال - إله ويقضى بالكتاب خطيبها

আমর শা'বী হইতে আশ'আসের সূত্রে এবং আমর শাবী হইতে একাধারে সুদ্দী ও সুফিয়ান (র) বর্ণনা করেন যে, আমর শাবী বলেন ঃ মুযার গোত্রের এক ব্যক্তি আবূ মূসা (রা)-এর নিকট আসে। তখন হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকাল এবং তিনি তাঁহার পক্ষের কূফার গভর্নর। লোকটি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে আবূ মূসা। আমি মুযার গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক। আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলাম এবং সমাজে ত্রাস ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আমি আপনাদের আয়ত্বাধীনে আসার পূর্বে উহা হইতে তওবা করিয়াছি। তখন আবূ মূসা (রা) উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, এই ব্যক্তি সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। তবে সে আমাদের হাতে পাকড়াও হওয়ার পূর্বে উহা হইতে তওবা করিয়াছে। তাই তোমরা কেহ তাহার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিবে না; বরং সদ্ব্যবহার করিবে। যদি সে তাহার কথায় সত্যবাদী হইয়া থাকে, তবে তো ভাল কথা। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে, তবে তাহার পাপই তাহাকে ধ্বংস করিবে। অবশ্য লোকটি বহুদিন পর্যন্ত তওবার উপর স্থির ছিল। পরে তাহার পূর্ব চরিত্র প্রকাশিত হয়। ফলে তাহাকে হত্যা করা হয়।

ইব্ন জারীর (র)...... আলী ইব্ন মুসলিম হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন মুসলিম (র) বলেন ঃ লাইস বলিয়াছেন, মূসা ইব্ন ইসহাক মাদানী এক এলাকার আমীর ছিলেন। তিনি বলেন, একবার আলী আসাদী নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহ করিয়া জনপদ বিপন্ন করিয়া তোলে। সে মানুষ হত্যা করে এবং লুটপাট শুরু করে। প্রশাসন সেই স্থানে তাহাকে বন্দী করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য হইল না। এমন পরিস্থিতিতে সেই বিদ্রোহী তওবা করিয়া তাহাদের নিকট ধরা দিল। কারণ সে এক ব্যক্তিকে এই আয়াতটি পড়িতে শুনিল ঃ

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

বল, হে আমার আত্মপীড়ক (পাপী) বান্দারা! আল্লাহর করুণা হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই তিনি সকল পাপ মাফ করিবেন। নিশ্চয়ই তিনি শ্রেষ্ঠতম ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

ইহা শোনার পর সে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং পাঠকারীকে বলিল, হে আল্লাহর বান্দা! এই আয়াতটি আবার পাঠ কর তো ? সে পুনরায় পাঠ করিল। ইহা শোনার পর বিদ্রোহী তাহার তরবারি কোষবদ্ধ করিল এবং তৎক্ষণাৎ সে একাগ্র মনে তওবা করিয়া মদীনায় রওয়ানা হইল। ফজরের সময় সে মদীনায় পৌঁছিল। সেখানে পৌঁছিয়া সে গোসল করিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদে আসিয়া ফজরের নামায আদায় করিল। নামায সমাপনান্তে অন্যান্য সাহাবীর সঙ্গে সেও হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। আস্তে আস্তে

ফর্সা হইয়া গেলে লোকেরা তাহাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলিল এবং গ্রেফতার করিতে উদ্যত হইল। তখন লোকটি বলিয়া উঠিল, দেখুন, আমার উপর আপনাদের হস্তক্ষেপ হওয়ার পূর্বেই আমি তওবা করিয়াছি এবং তওবা করার পর আপনাদের নিকট আসিয়াছি। সুতরাং আমার উপর আপনাদের বল প্রয়োগ করার কোন অধিকার নাই। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, লোকটি সত্য বলিয়াছে। অতঃপর তিনি তাহার হাত ধরিয়া তৎকালের মদীনার আমীর মারওয়ান ইব্ন হাকামের কাছে নিয়া যান। তখন ছিল মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামল। মারওয়ান তাহাকে বলেন, এই হইল আলী আসাদী। সে তওবা করিয়াছে। সুতরাং তাহার উপর আপনার শাস্তি প্রয়োগের কোন অধিকার নাই এবং তাহাকে হত্যাও করিতে পারিবেন না। তাহাকে তাহার সকল অপরাধ হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। ফলে কেহ তাহার সাথে কোন প্রকারের দুর্ব্যবহার করিল না। অতঃপর তিনি একজন খাঁটি তওবাকারী হইয়া রোম অভিযাত্রী মুজাহিদ বাহিনীর সাথে মুজাহিদ হিসাবে যোগ দেন। নদীপথে চলার সময় রোমকদের কতকগুলি নৌকা তাহাদের সামনে পড়ে। তিনি লাফাইয়া গিয়া রোমকদের এক নৌকায় উঠিয়া তরবারির চমকে তাহাদিগকে হতবাক করিয়া দেন। ফলে রোমকরা দিগ্বিদিক হারাইয়া পালে টান দিল এবং নৌকাটি ভারসাম্য হারাইয়া ডুবিয়া গেল। সেই নৌকার সকল যাত্রীই মারা গেল। তাহাদের সাথে হযরত আলী আসাদীও ডুবিয়া শাহাদাত বরণ করেন।

(৩৫) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

(৩৬) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُوا۟ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

(৩৭) يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ○

৩৫. "হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁহার পথে সংগ্রাম কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।"

৩৬. "যাহারা কুফরী করিয়াছে, কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য যদি তাহারা পৃথিবীর সমুদয় বস্তুর দ্বিগুণও বিনিময় হিসাবে প্রদান করে, তাহা কবূল করা হইবে না এবং তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে।"

৩৭. "তাহারা জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিবে এবং উহা হইতে তাহারা মুক্তি পাইবে না। আর তাহাদের জন্য স্থায়ী আযাব রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদিগকে তাকওয়া অবলম্বন করার মাধ্যমে তাঁহার নৈকট্য লাভের জন্য নির্দেশ দান করিয়াছেন। তাকওয়ার মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করার অর্থ হইল তাঁহার নিষিদ্ধকৃত বিষয়সমূহ তথা হারাম হইতে দূরে থাকা।

ইহার একটি অংশে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ –'তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর।'

সুফিয়ান সাওরী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ الوسيلة। অর্থ القربة। অর্থাৎ নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা।

মুজাহিদ, আবূ ওয়ায়ল, হাসান, কাতাদা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাছীর, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখও এই অর্থ করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ ইহার ভাবার্থ হইল, তাঁহার আনুগত্য এবং সাধ্য মুতাবিক আমল দ্বারা তাঁহার নৈকট্য লাভ করা। ইব্‌ন যায়দ (র) আলোচ্য আয়াতাংশ এইভাবে পাঠ করেন ঃ

اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ

অর্থাৎ 'এই ধরনের লোকই তাহাদের প্রভুর নৈকট্য অনুসন্ধান করিয়া থাকে।'

উল্লেখিত ইমামগণ وَسِيْلَةَ শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন তাহার উপর সকল মুফাসসির একমত রহিয়াছেন।

এই বিষয়ের উপর ইব্‌ন জারীর (র) কবিতার একটি পংক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

اذا غفل الواشون عدنا لو صلنا + وعاد التصادق بيننا والوسائل

এই পংক্তিটির মধ্যেও وَسِيْلَةَ শব্দটি নৈকট্য লাভ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

وَسِيْلَةَ সেই বিষয়কে বলা হয় যাহার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ হয়।

وَسِيْلَةَ জান্নাতের সেই উন্নততম স্থানের নাম যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) অবস্থান করিবেন। সেই স্থানটি আরশের খুব নিকটে অবস্থিত। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদিরের সূত্রে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া ইহা বলিবে-

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدان الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودان الذى وعدته

–সে নিজের জন্য আমার শাফা'আত হালাল করিয়া নিয়াছে।

সহীহ মুসলিমে......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর আস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন ঃ "যখন তোমরা মুআযযিনকে আযান দিতে শুনিবে, তখন মুআযযিন যাহা বলিবে, তোমরাও তাহা বলিবে। অতঃপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে। কেননা আমার প্রতি যে ব্যক্তি একবার দরূদ পাঠ করিবে, তাহার প্রতি আল্লাহ দশবার রহমত নাযিল করেন। অতঃপর আমার জন্য তোমরা ওসীলা প্রার্থনা কর। কেননা ওসীলা হইল জান্নাতের এমন একটি স্থান, যাহা কেবল একজন বান্দা লাভ করিবেন। আশা করি সেই বান্দা আমি। তাই যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করিবে, তাহার জন্য আমার শাফাআত করা ওয়াজিব হইয়া দাঁড়াইবে।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে, তখন আমার

জন্য ওসীলা প্রার্থনা করিবে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওসীলা কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, উহা জান্নাতের সর্বোত্তম মনযিল। উহার অধিকারী হইবেন মাত্র এক ব্যক্তি। আশা করি সেই ব্যক্তি আমিই।

ইমাম তিরমিযী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বলিয়া বক্তব্য করিয়াছেন। ইহার কা'ব নামক বর্ণনাকারী অপরিচিত ব্যক্তি।

অন্য একটি মারফূ' রিওয়ায়াতে ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওসীলা প্রার্থনা কর। তখন ওসীলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) অবহিত করেন যে, ওসীলা জান্নাতের সর্বোত্তম মনযিল। উহা এক ব্যক্তি ব্যতীত কেহ পাইবে না। সম্ভবত সেই ব্যক্তিটি আমি।

অপর একটি হাদীসে তাবারানী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওসীলা প্রার্থনা কর। যে দুনিয়াতে আমার জন্য উহা প্রার্থনা করিবে, আমি কিয়ামতের দিন তাহার জন্য সাক্ষী অথবা সুপারিশকারী হইয়া দাঁড়াইব।

অন্য এক হাদীসে ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ওসীলা জান্নাতের এমন একটি স্থান যাহার উপরে আর কোন স্থান নাই। তাই তোমরা প্রার্থনা কর যেন আমি সেই স্থানটি প্রাপ্ত হই।

অন্য একটি হাদীসে ইব্‌ন মারদুরিয়া (র)......আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে আলী (রা) বলেন, হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে ওসীলা নামক একটি স্থান রহিয়াছে। তোমরা যখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তখন আমার জন্য 'ওসীলা' প্রাপ্তির প্রার্থনা করিবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেখানে আপনার সঙ্গে কে অবস্থান করিবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়ন। এই হাদীসটি এই সূত্রে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি কূফার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়াইয়া জনগণের উদ্দেশ্যে বলিতেছিলেন ঃ হে লোকসকল! জান্নাতের মধ্যে দুইটি মুক্তা রহিয়াছে। একটি সাদা রংয়ের, অপরটি হলুদ রংয়ের। হলুদ রংয়ের মুক্তাটি আরশের নীচে অবস্থিত। মাকামে মাহমূদ হইল সাদা রংয়ের মুক্তার তৈরি একটি প্রাসাদ যাহার সত্তর হাজার প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। উহার প্রত্যেকটির আয়তন তিন মাইল। উহার দরজা, জানালা, কেদারা ইত্যাদি একই ধাতুর তৈরি। উহার নাম হইল 'ওসীলা'। উহা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার আহ্‌লে বায়তের জন্য। আর হলুদ রংয়ের মুক্তা নির্মিত প্রসাদটিও অনুরূপ ধরনের। উহা হইল ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁহার আহলে বায়তের জন্য। তবে এই রিওয়ায়াতটি দুর্বল পর্যায়ের।

ইহারা পর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হইতে বিরত থাকা এবং আদিষ্ট বিষয়সমূহ মানিয়া চলার নির্দেশ দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা যাহারা সহজ সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং সত্য দীন পরিহার করিয়াছে, সেই সকল দীনের শত্রুদের মুকাবিলায় আল্লাহর রাহে জিহাদ করিয়া সফলতা ও বিপুল কল্যাণের অধিকারী হওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছেন। ইহার ফলে মু'মিনগণ এমন এক বেহেশতের অধিবাসী হইতে পারিবে যাহার প্রাসাদগুলি সুউচ্চ ও কারুকার্য খচিত, চির অমলীন ও অবিনশ্বর। উহার নিআমত অফুরন্ত। সেখানে দুঃখ, ব্যাধি ও মৃত্যুর আশংকা নাই। উহার পরিধেয় বস্ত্র চির পরিচ্ছন্ন ও উহার অধিবাসীরা চির তরুণ।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের শত্রু কাফিরদের প্রাপ্য কিয়ামতের আযাব ও লাঞ্ছনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

'নিশ্চয়ই যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে মুক্তিপণ স্বরূপ দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে যদি উহা তাহাদের অধিকারে থাকে এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আরও সম্পদ থাকে, তবুও তাহাদের নিকট হইতে তাহা গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।'

অর্থাৎ জাহান্নামের শাস্তিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দিন সেই শাস্তি হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে উহা এবং উহার সমপরিমাণ আর এক পৃথিবীর সম্পদ মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করিতে চায়, তবুও তাহাকে রেহাই দেওয়া হইবে না। তাহাকে অবশ্যই আযাব গ্রাস করিয়া লইবে। সে নিঃসন্দেহে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। শুধু তাহাই নহে, জাহান্নাম হইবে তাহার জন্য খুবই সংকীর্ণ, পরিত্রাণ পাওয়ার অবকাশমুক্ত এবং সুরক্ষিত।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অর্থাৎ 'জাহান্নামীদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ আযাব।'

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ.

অর্থাৎ 'তাহারা অগ্নি হইতে বাহির হইতে চাহিবে, কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার নহে এবং তাহাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রহিয়াছে।'

যথা অন্যত্র আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا

'অনন্তর তাহারা যখন দোযখ হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখন পুনরায় তাহাদিগকে দোযখের মধ্যে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।'

অর্থাৎ দোযখীরা যখন দোযখের মর্মন্তুদ আযাব ও দহন হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখন তাহাদের জন্য বাহির হইয়া আসার কোন পথ থাকিবে না। পরন্তু দোযখের লেলিহান শিখার

উত্তাপ শক্তি যখন তাহাদিগকে উপরে তুলিবে, তখন তাহাদিগকে লোহার বিশাল হাতুড়ীর ভীষণ আঘাতে পুনরায় দোযখের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হইবে।

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ অর্থাৎ 'উহার মধ্যে তাহাদিগকে অনন্তকাল থাকিতে হইবে।' কোন অবস্থায়ই তাহারা উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।

হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ দোযখ হইতে এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, হে আদম সন্তান! কেমন স্থান তুমি প্রাপ্ত হইয়াছে ? সে বলিবে, অত্যন্ত জঘন্য স্থান আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার পর বলা হইবে, তুমি কি ইহা হইতে মুক্তির পণ হিসাবে পৃথিবী সমান স্বর্ণ প্রদান করিতে সম্মত রহিয়াছে ? সে বলিবে, হ্যাঁ প্রভু, সম্মত রহিয়াছি। তখন আল্লাহ পাক বলিবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। আমি তো তোমার নিকট ইহা হইতে বহু কম চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহাও দাও নাই। অবশেষে তাহাকে পুনরায় দোযখে নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দিবেন।

হাম্মাদ ইব্‌ন সালমার সূত্রে মুসলিম এবং নাসাঈও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) হইতে সহীহদ্বয়ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে মুসলিম ও বুখারী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মাতার আল-ওরাক এবং ইবন মারদুবিয়াও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ একদল লোককে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করান হইবে। তখন বর্ণনাকারীর ইয়াযীদ ইব্‌ন সুহাইব আল-ফকীর জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলেন, তবে আল্লাহ যে বলিয়াছেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا

'তাহারা অগ্নি হইতে বাহির হইতে চাহিবে, কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার নহে।' ইহার অর্থ কি হইবে ? জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) তাহাকে বলিলেন, ইহার আগের আয়াতটি পড়, যাহাতে রহিয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْاَنَّ لَهُمْ مَّافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ-

'যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়া কাফির হইয়াছে, তাহারা যদি কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে মুক্তির জন্য পণ স্বরূপ দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে তাহা সমস্ত, এমনকি উহার দ্বিগুণও প্রদান করে ....।' অর্থাৎ ইহাতে শুধু কাফিরদের জন্য অনন্ত শাস্তির কথা বলা হইয়াছে।

জাবির ও ইয়াযীদ আল-ফকীর হইতে অন্য সূত্রে ইমাম আহমদ এবং মুসলিমও ইহা একটু দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইয়াযীদ আল-ফকীর বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ আল-ফকীর (র) বলেন ঃ একদা আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম। তখন তিনি বলেন, একদল লোককে দোযখ হইতে বাহির করিয়া মুক্তি দেওয়া হইবে। ইয়াযীদ আল-ফকীর বলেন, একবার যাহাদেরকে দোযখে প্রবেশ করান হইবে তাহাদিগকে যে পুনরায় বাহির করা হইবে এই

কথার উপর আমার তখনো বিশ্বাস ছিল না। তাই আমি তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলাম এবং বলিলাম, সাধারণ লোকের উপর আমার কোন ক্ষোভ নাই, আমার ক্ষোভ হইল আপনার মত সুযোগ্য সাহাবীর উপর। হে মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবী! আপনি কি এই ধারণা পোষণ করেন যে, লোকদিগকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া মুক্তি দেওয়া হইবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا

'তাহারা অগ্নি হইতে বাহির চাহিবে কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার নহে।'

আমি এই কথাগুলি উত্তেজিত স্বরে বলিতে থাকিলে তাহার শাগরিদগণ আমাকে ধমক দিয়া নিশ্চুপ করিয়া দেন। তবে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন খুবই সহিষ্ণু ও মিষ্টি স্বভাবের ব্যক্তি। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি যে আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছ, উহাতে কাফিরদের কথা বলা হইয়াছে। অতঃপর তিনি কুরআনের اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّافِى الْاَرْضِ হইতে পরবর্তী আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত পাঠ করেন। ইহার পর আমাকে বলেন, তুমি কি কুরআন পড় নাই ? আমি বলিলাম হ্যাঁ পড়িয়াছি, সম্পূর্ণ কুরআন আমার মুখস্ত। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আল্লাহ কি এই কথা বলেন নাই–

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

–এই আয়াতে সেই মাকামে মাহমূদের কথা উল্লেখিত হইয়াছে যখানে বসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সুপারিশ করিবেন। যাহা হউক, আল্লাহ তা'আলা একদল লোককে তাহাদের পাপের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন এবং সেই ব্যাপারে কাহারো বলার কিছু থাকিবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তাহাদিগকে উহা হইতে নিষ্কৃতিও দিতে পারেন।

ইয়াযীদ আল-ফকীর (র) বলেন, ইহার পর হইতে এই ব্যাপারে আমার ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া যায়।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......তালক ইব্ন হাবীব হইতে বর্ণনা করেন যে, তালক ইব্ন হাবীব (র) বলেন ঃ জাহান্নামীদের জন্য সুপারিশ করার বিষয়ে আমি চরম বিরোধী ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং যে সকল আয়াতে জাহান্নামীদের অনন্ত শাস্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল আয়াত তাঁহাকে শুনাই। তখন তিনি আমাকে বলেন, হে তালক! তুমি কি আল্লাহর কিতাব ও তাঁহার রাসূলের সুন্নাতের ব্যাপারে আমার চেয়ে নিজেকে বেশি জ্ঞানী মনে কর ? তুমি যে সকল আয়াত আমাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছ উহাতে মুশরিকদের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু যাহারা একদিন জাহান্নামের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে তাহারা মুশরিক নয়, বরং পাপী। তাহারা তাহাদের পাপের নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করিয়া মুক্তি পাইবে।

পরিশেষে তিনি হস্তদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয়ের প্রতি ইশারা করিয়া বলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই কথা বলিতে না শুনিয়া থাকি যে, জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর কতক লোককে উহা হইতে বাহির করা হইবে, তাহা হইলে আমার কর্ণদ্বয় যেন শ্রবণশক্তি হারাইয়া বধির হইয়া যায়। কুরআন তোমরা যেমন পাঠ কর, আমরা তেমনি পাঠ করি।

(৩৮) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

(৩৯) فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

(৪০) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ○

৩৮. "পুরুষ কিংবা নারী চুরি করিলে তাহাদের হস্তচ্ছেদন কর, উহা তাহাদের কৃত-কর্মের ফল ও আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

৩৯. "কিন্তু সীমা লংঘন করার পর কেহ্ তওবা করিলে ও নিজকে সংশোধন করিলে আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হইবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

৪০. "তুমি কি কি জান না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই ? যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন ও যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ স্বয়ং বিচারক এবং নির্দেশক হিসাবে পুরুষ অথবা নারী চোরের হাত কাটিয়া দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

সাওরী (র)......আমর ইব্ন শুরাহীল আশ্-শাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা) আয়াতটি এইভাবে পাঠ করিয়াছেন ঃ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا ايمانهما -তবে এই পঠন খুবই বিরল।

অবশ্য এইভাবে পড়িলে যে অর্থ দাঁড়ায়, আলিমদের মতে সেই ধারায় বিচার করা হয়। তবে আলিমদের মতের ভিত্তি ইহা নয়; বরং অন্য দলীল-প্রমাণের দ্বারা চোরকে অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হয়। জাহিলিয়াতের যুগেও চোরের হাত কাটার বিধান ছিল। ইসলাম আসিয়া উহাকে স্পষ্ট ও সুনির্ধারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছে এবং হাত কাটার ব্যাপারে বহু শর্তারোপ করিয়াছে। ইনশা আল্লাহ্ আমরা এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

অনুরূপভাবে কসম, দিয়াত এবং কুরায প্রভৃতির বিচার এবং চর্চা ইসলামপূর্বকালেও ছিল। তবে ইসলাম আসিয়া উহাকে সুসংহত ও সুশৃঙ্খলিত করিয়াছে। এই সকল বিষয়ের কল্যাণ-অকল্যাণ আনুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করিয়াছে।

কথিত আছে যে, জাহিলিয়াতের যুগে সর্ব প্রথম কুরায়শরা বনী মালীহা ইব্ন আমরের গোলাম দুয়াইককে চুরির অপরাধে হাত কাটিয়া দিয়াছিল। সে কাবার সংগৃহীত অর্থ চুরি করিয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন যে, মূলত সেই ব্যক্তি চুরি করে নাই, অন্য কেহ চুরি করিয়া উহার নিকট রাখিয়াছিল।

আহলে জাহির সম্প্রদায়ের কতক ফিকহশাস্ত্রবিদ বলিয়াছেন, যে, চোর চুরি করিলেই হাত কাটিয়া দিতে হইবে। চাই চুরিকৃত মাল অল্প হউক বা বেশি পরিমাণে হউক। ইহাই এই

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বুঝায়। চুরিকৃত বস্তুর নির্ধারিত কোন পরিমাণের দরকার নাই এবং ইহা দেখারও দরকার নাই যে, চোর অরক্ষিত সম্পদ চুরি করিল, না সুরক্ষিত সম্পদ চুরি করিল।

ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... নাজদা আল হানাফী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, এই আয়াতটি ব্যাপকার্থক, না বিশেষার্থক ? তিনি জবাবে বলিয়াছেন, ব্যাপকার্থক।

তাঁহার এই মন্তব্য উপরোক্ত দলের কথার সম্পূরক বলিয়াও ধরা যাইতে পারে এবং অন্য অর্থ করারও অবকাশ রহিয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তবে তাহাদের দলীল হইল আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হাদীসটি। উহাতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ চোরের উপর আল্লাহ্ অভিসম্পাত। সে একটি ডিম চুরি করিলে তাহার হাত কাটা যায় এবং এক গোছা রশি চুরি করিলে তাহার হাত কাটা যায়।

জমহূরের নিকট চোরাই মালের একটা পরিমাণ রহিয়াছে, যদিও এই পরিমাণের ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান।

মালিক ইব্‌ন আনাসের মতে তিনটি খাঁটি দিরহাম বা রৌপ্য মুদ্রা অথবা উহার সমপরিমাণ মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে হাত কাটা হইবে। তাহার দলীল হইল ইব্‌ন উমর (রা) হইতে নাফে'র সনদে বর্ণিত হাদীসটি। উহাতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তিনটি দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তি হাত কাটিয়াছিলেন।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ একব্যক্তি তিন দিরহাম মূল্যের জানালার একফালি কাঠ চুরি করার অভিযোগে হযরত উসমান (রা) তাহার হাত কাটিয়া দিয়াছিলেন।

ইমাম মালিক (র)......আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করেন যে, আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান বলেন ঃ উসমান (রা)-এর শাসনামলে এক ব্যক্তি দরজার একফালি কাঠ চুরি করে। উসমান (রা) উহার মূল্য নির্ধারণ করিতে আদেশ দেন এবং উহার মূল্য দাঁড়ায় মাত্র তিন দিরহাম। অতঃপর হযরত উসমান (রা) তাহার হাত কাটিয়া দেন।

ইহার ভিত্তিতে মালিক (র)-এর বিজ্ঞ অনুসারীরা বলেন ঃ উসমান (রা) এই ফয়সালা প্রকাশ্যে দিয়াছিলেন। কেহই তাঁহার এই ফয়সালার বিরোধিতা করেন নাই। তাই বুঝা যায়, এই ফয়সালার উপর তৎকালীন সকল সাহাবার মৌন সমর্থন রহিয়াছে। এই কথা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ফল চুরি করিলেও হাত কাটা যাইবে। তবে হানাফীগণ এই মতের সমর্থক নহেন। তাহাদের মতে চোরাই মাল কমপক্ষে দশ দিরহাম মূল্যের হইতে হইবে। শাফিঈদের মতে উহার পরিমাণ এক দীনার বা একটি স্বর্ণমুদ্রার এক-চতুর্থাংশ বরাবর হইতে হইবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

শাফিঈ (র)-এর ব্যক্তিগত অভিমত হইল যে, একটি স্বর্ণমুদ্রার এক-চতুর্থাংশ বা উহার সমপরিমাণ মূল্যে দ্রব্য বা উহা হইতে বেশি পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্য চুরি করিলে হাত কাটা যাইবে।

তাঁহার দলীল হইল সহীদ্বয়ের উদ্ধৃত হাদীসটি। উহা এই ঃ হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ একটি দীনারের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ বা উহার বেশি পরিমাণ চুরি করিলে হাত কাটিব।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযমের সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যদি চোর এক দীনারের চতুর্থাংশ পরিমাণ বা উহা হইতে বেশি পরিমাণ চুরি না করে, তবে হাত কাটা যাইবে না।

তাই ইমাম শাফিঈর সঙ্গীদের ধারণামতে এই হাদীসটি তাঁহাদের অভিমতের স্পষ্ট প্রমাণ। পরন্তু এই হাদীসটি এই কথাও প্রমাণ করে যে, উহার পরিমাণ হইল একটি দীনারের এক-চতুর্থাংশ এবং অন্য কিছু দ্বারা উহার পরিমাণ ধার্য করা চলিবে না। যথা তিন দিরহাম মূল্যের ঢালের হাদীসটিও নয়। তবে কথা হইল যে, তিন দিরহাম দ্বারা এক দীনারের এক-চতুর্থাংশের উল্টা বুঝায় না, বরং উভয়ের পরিমাণ একই। কারণ এক দীনার সমান বার দিরহাম। আর বার দিরহামের এক-চতুর্থাংশ হইল তিন দিরহাম। অতএব বুঝা গেল যে, এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ এবং তিন দিরহামের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই; বরং একই কথা।

উমর ইব্ন খাত্তাব, উসমান ইব্ন আফফান ও আলী ইব্ন আবূ তালিব রাযী আল্লাহ তা'আলা আনহুমের মাযহাবও ছিল ইহা।

ইঁহাদের মতই উমর ইব্ন আবদুল আযীয, লাইস ইব্ন সা'দ, আওযাঈ ও তাঁহার সঙ্গীগণও এইমত পোষণ করেন। ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া, আবূ সাওর, দাউদ ইব্ন আলী জাহিরী (র) প্রমুখের মতও ইহাই।

এক রিওয়ায়াতে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ এবং তিন দিরহাম পরিমাণ অথবা উহার যে কোন একটি নিসাবের সমপরিমাণ চুরি করিলে হাত কাটা হইবে। উহা ইব্ন উমর এবং আয়েশা (রা)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

উপরন্তু আয়েশা (রা) হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ চুরি করিলে তাহার হাত কাটিয়া দাও এবং যদি উহা হইতে কম পরিমাণে চুরি করে, তবে হাত কাটিও না।

মূলত এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ সমান তিন দিরহাম এবং এক দীনার সমান বার দিরহাম।

নাসাঈর হাদীসে রহিয়াছে যে, একটি ঢালের সমপরিমাণ মূল্যের দ্রব্য চুরি না করিলে হাত কাটিবে না। আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, একটি ঢালের মূল্য কত ? তিনি বলিয়াছিলেন, এক-চতুর্থাংশ দীনার। অতএব ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চুরির জন্য হাত কাটার শর্ত দশ দিরহাম নহে, তিন দিরহাম। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার সঙ্গী আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ও সুফিয়ান সাওরীর মতে চোরের হাত কাটার নিসাব হইল নিখুঁত দশ দিরহাম।

তাঁহাদের দলীল হইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে একটি ঢালের সমপরিমাণ মূল্যের দ্রব্য চুরি করার অভিযোগে হাত কাটা হইয়াছিল। তখন একটি ঢালের দাম ছিল দশ দিরহাম।

ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত নবী আকরাম (সা)-এর সময়ে একটি ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

অন্য একটি হাদীসে আবদুল আলা (র)......আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ একটি ঢালের সমপরিমাণ মূল্য ব্যতীত চোরের হাত কাটিবে না।

একটি ঢালের নূন্যতম মূল্য হইল দশ দিরহাম। ইহা বলিয়াছেন, ইব্‌ন আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)। তবে ইব্‌ন উমর ঢালের মূল্য নির্ধারণে ইহাদের মতের বিরোধিতা করিয়াছেন।

তাই যখন ইহার মূল্য নির্ধারণে সংশয় ও দ্বিমত দেখা দিয়াছে, তখন সতর্কতামূলকভাবে বেশি মূল্য বর্ণিত রিওয়ায়াতটিই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। আর ইহার মূল্য বেশি নির্ধারণ করার মধ্যে সংশয় ও সন্দেহ হইতে অধিক মুক্ত থাকা যায়।

পূর্বসুরী কোন কোন মনীষী বলিয়াছেন ঃ দশ দিরহাম অথবা দশ দীনার অথবা উহার যে কোন একটির সমপরিমাণ মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে হাত কাটা বিধেয়।

ইহা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে আলী, ইব্‌ন মাসউদ (রা), ইব্‌রাহীম নাখঈ, আবূ জাফর আল-বাকের (র) প্রমুখ হইতে।

কোন এক মনীষী বলিয়াছেন ঃ পাঁচ ব্যতীত পাঞ্জা কাটা যাইবে না। অর্থাৎ পাঁচ দীনার বা পঞ্চাশ দিরহাম চুরি না করিলে চোরে হাত কাটা যাইবে না। ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে।

জাহিরী আলিমগণ আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের ভিত্তিতে বলিয়াছেন যে, একটি ডিম চুরি কিংবা একটি রশি চুরির অপরাধে হাত কাটা যাইবে। -এই দলীলের জবাবে জমহূর উলামা বলিয়াছেন ঃ

এক. ইহা আয়েশা (রা)-এর হাদীস দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। তবে এই যুক্তির মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে। কেননা রহিত হওয়া নির্ধারণের তারিখ অজ্ঞাত।

দুই. ডিম দ্বারা বুঝান হইয়াছে লোহার ডিম এবং রজ্জু দ্বারা বুঝান হইয়াছে জলতরীর মূল্যবান রশি। আ'মাশ (র) ইহা বলিয়াছেন এবং বুখারী প্রভৃতি গ্রন্থে উহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

তিন. মূলত ইহা দ্বারা এই কথা বুঝান হইয়াছে যে, এই ধরনের ক্ষুদ্র দ্রব্য চুরি করিতে করিতে চোর একদিন বড় ধরনের মূল্যবান কিছু চুরি করিয়া ফেলে। ফলে তাহার হাত কাটা যায়।

চার. উহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা জাহিলিয়াতের যুগের ঘটনার দৃষ্টান্ত হিসাবে বলিয়াছেন। কেননা সেই যুগে অল্প-বেশি যেন কোন পরিমাণে চুরি করিলেই হাত কাটিয়া দেওয়া হইত। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহারা অল্পসল্প দ্রব্যের কারণে মূল্যবান হাত কাটিয়া দেয়।

বর্ণিত হইয়াছে যে, আবুল আলা আল-মুআরা যখন বাগদাদে আসেন, তখন তিনি এই ব্যাপারে সেখানকার বড় বড় ফিকহবিশারদের নিকট চুরির নিসাব বা পরিমাণ এক দীনারের

এক-চতুর্থাংশ নির্ধারণের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কিন্তু কেহ তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারিলে তিনি এই বিষয়ের উপর জিজ্ঞাসামূলক কয়েকটি পংক্তি রচনা করেন।

يد بخمس مئين عسجد وديت + ما بالها قطعت فى ربع دينار
تناقض مالنا الا السكوت له + وان نعوذ بمولانا من النار

অর্থাৎ 'একটি হাতের সম্মানী যেখানে পাঁচশত দীনার হয়, সেখনে এই হাতকে এক-চতুর্থাংশ দীনার চুরির কারণে কাটা হইবে ? এটা এমন একটা স্ববিরোধী কথা, যাহা আমার বোধগম্য নয়। কাজেই আমার নীরব থাকা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আমি আমার মাওলার নিকট জাহান্নামের আগুন হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।'

যখন তাহার এই কথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন ফিকহবিদগণ ইহর জবাব দেওয়ার জন্য তাহাকে খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু তিনি ততদিনে অন্যত্র চলিয়া যান।

ইহার জবাবে কাযী আবদুল ওয়াহাব আল-মালিকী বলেন ঃ যতদিন হাত বিশ্বস্ত ছিল, ততদিন পর্যন্ত তাহা মূল্যবান ছিল। কিন্তু যখন সে বিশ্বাসঘাতকতা করিল, তখন তাহার মূল্য কমিয়া গেল।

কেহ আবার উহার জবাবে বলিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে শরী'আতের ও জনগণের হিকমত ও কল্যাণ লুক্কায়িত রহিয়াছে। হাতের মূল্য নিঃসন্দেহে পাঁচশত দীনার হইবে। কিন্তু উহা না কাটিলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তাই এই ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে যাহাতে অপরাধ নির্মূল হইয়া যায়। দ্বিতীয়ত, সামান্য জিনিস চুরি করার অপরাধে হাত কাটিয়া দেওয়ার নির্দেশটি দেওয়া হইয়াছে চৌর্যবৃত্তি নির্মূল করার লক্ষ্যে। তাই মাত্র এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ চুরি করিলেই হাত কাটিতে হইবে। যদি চুরিতে একটা বড় পরিমাণের অংক নির্ধারণ করা হইত, তবে চৌর্যবৃত্তি বন্ধ হইত না। বুদ্ধিজীবিদের জন্য ইহার মধ্যে গবেষণার খোরাক রহিয়াছে। তাই আল্লাহপাক বলিয়াছেন ঃ

جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

'ইহা তাহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

মূলত উচিত বিচার ইহাই যে, যেই হাত দিয়া অন্যায় বা অপরাধ সংঘটিত হয়, সেই হাত কাটিয়া দেওয়া যাহাতে তাহার উপযুক্ত শিক্ষা হয় এবং অন্যের জন্যও যেন ইহা শিক্ষণীয় হইয়া থাকে।

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অর্থাৎ প্রতিকার গ্রহণে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত এবং তিনি স্বীয় আদেশ নিষেধ প্রদানে ও বিধান প্রণয়নের ব্যাপারে মহা প্রজ্ঞাময়।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

'সীমা লংঘন করার পর কেহ তাওবা করিলে ও নিজেকে সংশোধন করিলে আল্লাহ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'

অর্থাৎ কেহ যদি চুরি করার পরে উহা হইতে তওবা করে এবং নিজের চরিত্রকে সংশোধন করিয়া নেয়, তবে আল্লাহ তাঁহার ওয়াদামাফিক তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

তবে চোরাইমাল বা উহার সমপরিমাণ মূল্য অবশ্য তাহার মালিকের নিকট পৌঁছাইতে হইবে। ইহা হইল জমহূর আলিমদের অভিমত।

আবূ হানীফা (রা) বলেন ঃ চুরির অপরাধে যদি হাত কাটা হয় এবং চোর যদি চোরাই মাল ব্যয় করিয়া ফেলে, তবে তাহাকে উহার বিনিময় মূল্য মালিককে প্রদান করা জরুরী নহে।

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে হাকিম আবুল হাসান দারাকুতনী (র) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একটি চোরকে হাযির করা হয়। লোকটি একটি চাদর চুরি করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ আমার.মনে হয় তুমি চুরি কর নাই। চোর ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ, আমি চুরি করিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ ইহাকে নিয়া হাত কাটিয়া দাও। আর হাত কাটা হইলে ইহাকে আমার নিকট নিয়া আসিও। তাই হাত কাটার পর তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়া আসা হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন ঃ আল্লাহর নিকট তওবা কর। লোকটি বলিল, আমি আল্লাহর নিকট তওবা করিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ তোমার তওবা কবূল করিয়াছেন।

আলী ইব্ন মাদানী এবং ইব্ন খুযায়মার রিওয়ায়াতে এই হাদীসটি মুরসাল সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন মাজাহ (র)......আবদুর রহমান ইব্ন সা'লাবা আনসারীর পিতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ উমর ইব্ন সামুরা ইব্ন হাবীব ইব্ন আবদে শাম্স রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক গোত্রের উট চুরি করিয়াছি। আপনি আমাকে পবিত্র করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সেই গোত্রে লোক পাঠান। তাহারা তত্ত্বানুসন্ধানকারীর নিকট বলেন যে, আমাদের একটি উট চুরি হইয়া গিয়াছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার হাত কাটার জন্য নির্দেশ দান করেন এবং তাহার হাত কাটা হয়। তখন সে বলিতেছিল, আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি যিনি তোমা (হাত) হইতে আমাকে পবিত্র করিয়াছেন। তুমি তো আমার সমস্ত শরীরটাকে নিয়া জাহান্নামে যাইতে চাহিয়াছিলে।

ইব্ন জারীর (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ এক মহিলা অলংকার চুরি করে। তাহাকে চোরাই মালসহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়া বলা হয়, হে আল্লাহর রাসূল! এই মহিলা আমাদের মাল চুরি করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা উহার ডান হাত কাটিয়া ফেল। হাত কাটার পর সেই মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, ইহা দ্বারা কি আমার তওবা হইয়া গেল ? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি এখন পাপ হইতে এমন পবিত্রতা লাভ করিয়াছ যেন আজ তুমি তোমার মায়ের গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াছ। রাবী বলেন, তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করার পর তাওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে, তাহার প্রতি আল্লাহ ক্ষমাপরবশ হইবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে উপরিউক্ত হাদীসটি এইভাবে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে জনৈক মহিলা চুরি করে। যাহাদের মাল চুরি করিয়াছিল, তাহারা তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আনিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এই মহিলাটি আমাদের মাল চুরি করিয়াছে। তখন মহিলার বংশের লোকেরা আসিয়া বলিল, আমরা ইহার ক্ষতি পূরণ দিব। তথাপি রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ইহার হাত কাটিয়া দাও। ইহার পর মহিলার বংশের লোকেরা পাঁচশত দীনার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আবেদন করিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ইহার তোয়াক্কা না করিয়া বলিলেন ঃ ইহার হাত কাটিয়া দাও। ফলে তাহার ডান হাত কাটিয়া দেওয়া হয়। তখন মহিলাটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কি আমার জন্য তওবা স্বরূপ ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ এখন তুমি পাপ হইতে এমন পবিত্রতা লাভ করিয়াছ যেন তুমি আজ তোমার মায়ের গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়াছ। অতঃপর আল্লাহ সূরা মায়িদার নিম্ন আয়াত নাযিল করেন ঃ

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

উল্লেখ্য যে, উক্ত মহিলাটি ছিল মাখযুমিয়া গোত্রের। এই হাদীসটি সহীহদ্বয়ে একাধারে আয়েশা (রা)-ও উরওয়া (র) হইতে যুহরীর রিওয়ায়াতেও বর্ণিত হইয়াছে। তবে কথা হইল যে, সেই মহিলাটি কুরায়শদের মধ্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিল। তাহার বিষয়ে হাত কাটা ফয়সালা হওয়ার কারণে কুরায়শরা সকলে দুশ্চিন্তায় পড়িয়া যায়। এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল মক্কা বিজয়ের সময়। তখন কুরায়শরা পরামর্শ করিতে লাগিল, এই মহিলার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কাহার দ্বারা সুপারিশ করা যায়। সবাই ভাবিয়া দেখিল, ইহা একমাত্র উসামা ইব্ন যায়দের দ্বারাই সম্ভব। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত মুতাবিক উসামা ইব্ন যায়দ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া তাঁহার ব্যাপারে সুপারিশ করিলেন। যখন তিনি সুপারিশ করিতেছিলেন, তখন তাহার কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তেজিত স্বরে তাহাকে বলেন, তুমি আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান বা হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করিতেছ! ইহা শুনিয়া উসামা ঘাবড়াইয়া যান এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ক্ষমার জন্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন। অতঃপর সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইয়া আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতিবাদের পর এক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীরা এই জন্য ধ্বংস হইয়াছে যে, যদি তাহাদের মধ্যে কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করিত তবে তাহাদের হাত কাটা হইত না এবং তাহাকে রেহাই দেওয়া হইত। অথচ যদি সমাজের অপাঙক্তেয় দুর্বল কোন ব্যক্তি চুরির অপরাধে ধৃত হইত, তবে তাহার উপর হাত কাটা বিধানের যথাযোগ্য প্রয়োগ করা হইত। যাঁহার অধিকারে আমার আত্মা, তাঁহার শপথ! যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করে, তবে আমি তাহারও হাত কাটিয়া দিব। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশক্রমে সেই মহিলার হাত কাটা হয়।

আয়েশা (রা) বলেন ঃ ইহার পর সে একাগ্রচিত্তে তওবা করে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই ঘটনার পর হইতে সেই মহিলা কোন সমস্যায় পড়িলে আমার নিকট আসিত। আমি তাহার সমস্যার কথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তুলিয়া ধরিতাম।

আয়েশা (রা) হইতে মুসলিমের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মাখযুমীয়া গোত্রের জনৈক মহিলা লোকজনের কাছ হইতে জিনিসপত্র ধার নিত এবং পরবর্তী সময়ে সে উহা অস্বীকার করিত। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার হাত কাটার নির্দেশ দেন।

ইব্‌ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, মাখযুমীয়া গোত্রের জনৈক মহিলা তাহার পড়শীদের নিকট হইতে মৌখিক চুক্তিতে ধার গ্রহণ করিত; কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে উহা অস্বীকার করিত। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার হাত কাটিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসাঈ প্রমুখ।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, জনৈক মহিলা লোকদের নিকট হইতে অলংকারাদি ধার হিসাবে নিত, কিন্তু পরবর্তী সময়ে উহা অস্বীকার করিত। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, উক্ত মহিলার উচিত আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং যাহাদের নিকট হইতে ধার আনিয়াছিল, তাহাদিগকে উহা ফেরত দেওয়া। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হে বিলাল! উঠ, মহিলাটির হাত কাটিয়া দাও।

চুরির বিধান সম্পর্কিত আরো বহু হাদীস আহকামের কিতাবসমূহে রহিয়াছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই।'

অর্থাৎ তিনিই মহাবিশ্বের একমাত্র অধিকর্তা এবং তাঁহার নির্দেশ সর্বত্র প্রযোজ্য। কেহ তাহার নির্দেশের মুকাবিলায় বাধ সাধিতে পারে না। তিনি যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করেন।

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থাৎ 'যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।'

(٤١) يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖۚ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

(٤٢) سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

(٤٣) وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(٤٤) اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৪১. "হে রাসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যাহারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়, যাহারা মুখে বলে ঈমান আনিয়াছে; অথচ তাহাদের অন্তর ঈমান আনে না; এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে যাহারা অসত্য শ্রবণে তৎপর, তোমার নিকট আসে না এমন এক ভিন্ন দলের পক্ষে যাহারা কান পাতিয়া থাকে; শব্দগুলি যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরেও তাহারা সেগুলির অর্থ বিকৃত করে; তাহারা বলে, এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করিও, উহা না দিলে বর্জন করিও; আর আল্লাহ যাহার পথচ্যুতি চাহেন, তাহার জন্য আল্লাহর নিকট তোমার কিছুই করিবার নাই। তাহাদের জন্য আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও পরকালে শাস্তি।"

৪২. "তাহারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী ও অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত। তাহারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিও। তুমি যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তবে তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না; আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর, তবে ন্যায় বিচার করিও। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ-দিগকে ভালবাসেন।"

৪৩. "তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাওরাত, যাহাতে আল্লাহর আদেশ আছে। ইহার পরও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাহারা মু'মিন নহে।"

৪৪. "তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম উহাতে ছিল পথ-নির্দেশনা ও আলো, নবীগণ, যাহারা আল্লাহর অনুগত ছিল, তাহারা ইয়াহূদীদিগকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত রব্বানীগণ ও আলিমগণ; কারণ তাহাদিগকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল এবং তাহারা ছিল উহার সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারা কাফির।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতসমূহ সেই সকল লোকের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে যাহারা কুফরের দিকে ধাবিত এবং যাহারা আল্লাহর আনুগত্য হইতে মুক্ত এবং পূর্ববর্তী রাসূলগণের আনীত বিধানের উপর যাহারা নিজেদের মতকে প্রাধান্য দান করে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ

অর্থাৎ 'মুখে তাহারা ঈমান প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় ঈমানশূন্য, ইহারা হইল মুনাফিক।'

وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا

'আর তাহাদের মধ্যে যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে।' অর্থাৎ তাহারা সকলে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু। তাহাদের স্বভাব হইল ঃ سَمّٰعُوْنَ الْكَذِبِ

অর্থাৎ 'মিথ্যা ও বাজে কথা তাহাদের নিকট খুব মজাদার।'

سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَأْتُوْكَ

অর্থাৎ তাহাদের একদল যদি আসিয়া রাসূল (সা)-এর মজলিসে বসে তবে অন্য দলের ব্যাপারে নবী (সা)-কে হঠকারিতা করিয়া বলে, হে মুহাম্মদ (সা)! অমুক সম্প্রদায় আজ মজলিসে আসে নাই।

কেহ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল তাহারা মজলিসে বসিয়া কথা শোনে, কিন্তু তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দল হইতে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মজলিসে শোনা মূল্যবান কথাগুলো গোপন করে। তাহাদিগকে গিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী পৌঁছায় না।

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِه

'আর তাহারা অর্থ ও ব্যাখ্যা বদলাইয়া বিকৃত করে।' বিকৃত করার পর যাহা তাহাদের পসন্দসই হয়, উহার উপর আমল করে।

يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا

–'আর তাহারা লোকদের বলে, এই প্রকারের বিকৃত বিধান দিলে গ্রহণ করিও এবং উহা বিকৃত না হইলে প্রত্যাখ্যান করিও।'

কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতটি ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছিল। তাহারা একটা হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছিল। অতঃপর তাহারা এই ব্যাপারে ফয়সালার জন্য একে অপরকে বলে যে, চল, মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট ইহার ফয়সালার জন্য যাই। তিনি যদি রক্তপণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেন, তবে আমরা তাহাই গ্রহণ করিব, আর যদি কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যর সিদ্ধান্ত দেন, তবে আমরা তাঁহার ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করিব।

সঠিক ঘটনা হইল এই, আয়াতটি দুই ইয়াহূদী ব্যভিচারী সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইয়াহূদীরা তাহাদের গ্রন্থের বিবাহিত ব্যভিচারীর বিধান বিকৃত করিয়া ফেলে। তাহাদের গ্রন্থে বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে পাথর মারিয়া হত্যা করার নির্দেশ ছিল। কিন্তু তাহারা উহা বিকৃত করিয়া একশত বেত্রাঘাত এবং মুখে চুনকালি মাখিয়া গাধার উল্টাদিকে সওয়ার করানোর লাঞ্ছনা ও শাস্তির বিধান নির্ধারিত করিয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরত করার পর এই ব্যভিচারের ঘটনাটি ঘটে। ইয়াহূদীরা যুক্তি করিয়া ইহার ফয়সালার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসার মনস্থ করে এবং বলে, যদি তিনি তাহাদের ব্যাপারে বেত্রাঘাত ও চুনকালি মাখার লাঞ্ছনা ও শাস্তি প্রদান করেন, তবে তাঁহার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করিব। তিনি যদি বিবাহিত ব্যভিচারীদের উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তবে তাহা আমাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষের একটি মযবূত দলীল হইয়া যাইবে। কেননা ইহা আমরা একজন নবীর সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা বলিয়া চালাইতে পারিব। এইটা হইবে

আমাদের জন্য একটা বাড়তি সুযোগ। আর যদি রজমের হুকুম দেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া আসিব।

এই প্রসঙ্গে হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে নাফে'র সূত্রে মালিক (র) বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলে যে, তাহাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচার করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলিলেন ঃ রজমের ব্যাপারে তোমাদের তাওরাতে কি বলা হইয়াছে ? তাহারা বলিল, ব্যভিচারীকে লাঞ্ছিত করা ও চাবুক মারার কথা বলা হইয়াছে। তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) বলেন, তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ। উহাতে পাথর মারিয়া হত্যা করার কথা বলা হইয়াছে। যাও, তাওরাত নিয়া আস। তাহারা তাওরাত নিয়া আসিয়া খুলিল বটে, কিন্তু তাহাদের একজন রজমের আয়াতের উপর হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। সেই আয়াতটি বাদ দিয়া তাহারা আগে-পরে পড়িতেছিল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম তখন তাহাকে বলিলেন, তোমার হাত সরাও তো। সে তাহার হাত সরাইয়া নিলে রজমের আয়াত বাহির হইয়া যায়। তখন তাহারা অগত্যা বলিল যে, হে মুহাম্মদ! আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, তাওরাতে রজমের হুকুম রহিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদী ব্যভিচারীদ্বয়কে পাথর মারিয়া হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) বলেন, আমি লক্ষ্য করিলাম যে, ব্যভিচারী পুরুষ লোকটি ব্যভিচারিণী মহিলাকে পাথর হইতে বাঁচাইবার জন্য আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বুখারীতে আসিয়াছে যে, ইয়াহূদীদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তোমরা ব্যভিচারের ব্যাপারে কি বিচার কর ? তাহারা বলিয়াছিল, আমরা ব্যভিচারীদের মারপিট করি এবং মুখে চুনকালি মাখিয়া দেই। তখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, তোমরা যদি সত্য কথা বলিয়া থাক, তবে তাওরাত আনিয়া প্রমাণ দেখাও।

অতঃপর তাহারা গিয়া তাওরাত নিয়া আসিয়া এক টেরা ব্যক্তিকে বলিল, পড়। সে পড়িয়া যখন রজমের আয়াত পর্যন্ত পৌঁছিল, তখন উক্ত আয়াতের উপর হাত দিয়া চাপিয়া রাখিল। তখন তাহাকে হাত উঠাইয়া নিতে বলা হয়। সে হাত উঠাইয়া নিলে রজমের আয়াতটি বাহির হইয়া যায়। তখন তাহারা গত্যন্তর না দেখিয়া বলে, হে মুহাম্মদ! তাওরাতে রজমের আয়াত রহিয়াছে কিন্তু আমরা উহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। অতঃপর তাহাদের উভয়কে রজম মারিয়া হত্যা করা নির্দেশ দেওয়া হয়।

মুসলিমে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ এক ইয়াহূদী ব্যভিচারী ও এক ইয়াহূদী ব্যভিচারিণী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বিচারের জন্য আসে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদীদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে তোমরা তাওরাতে কি পাইয়াছ ? তাহারা বলিল, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়ের চেহারায় কালি মাখিয়া দিয়া কিছু মারপিট করা এবং উভয়কে উল্টা করিয়া বাঁধিয়া অলি-গলিতে ঘুরান। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তাওরাত আন এবং উহা পড়িয়া শুনাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। তাই তাহারা তাওরাত আনিয়া উহা পড়িতে থাকে। যখন রজমের আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে, তখন পাঠকারী যুবক রজমের আয়াতের উপর হাত রাখে এবং উহার পর হইতে পড়িতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) ছিলেন। তিনি তখন যুবকটিকে বলিলেন, তুমি হাত সরাও। সে হাত সরাইয়া ফেলিলে রজমের আয়াতটি প্রকাশিত হইয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের উভয়কে রজম মারিয়া হত্যা

করার নির্দেশ প্রদান করেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রজম নিক্ষেপকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, ব্যাভিচারী পুরুষটি মহিলাটিকে রজমের আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য নিজের শরীরকে ঢাল করিয়া দেয়।

আবূ দাঊদ (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ একজন ইয়াহূদী আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আহ্বান করিয়া নিয়া যায়। তাহারা তাঁহাকে নিয়া একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বসিতে আসন দেয়। অতঃপর তাহারা বলে, হে আবুল কাসিম! আমাদের এক ব্যক্তি এক মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছে। এই ব্যাপারে আপনি বিচার করুন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য তাহারা গদিতে বসিবার ইন্তেজাম করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) উহার উপরে বসে। অতঃপর বলিলেন ঃ তাওরাত আন। তাহারা তাওরাত আনিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বসার গদি সরাইয়া উহার উপর তাওরাতখানা রাখিয়া বলিলেন ঃ আমি তাওরাত এবং এই তাওরাত যাহার উপর নাযিল হইয়াছে, তাঁহার উপর ঈমান রাখি। অতঃপর বলেন, তোমরা তোমাদের মধ্যে একজন আমলদার ব্যক্তিকে ডাক। তাহারা একজন যুবককে ডাকিল। নাফি হইতে মালিকের উদ্ধৃত হাদীসে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ এক ইয়াহূদী পুরুষ এক ইয়াহূদী মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করিলে তাহারা পরস্পরে ইহার বিচারের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যাওয়ার পরামর্শ করিল। ইহার কারণ হইল শাস্তি কিছুটা হালকা করা। অর্থাৎ তিনি যদি রজম ব্যতীত অন্য কোন শাস্তি দেন, তাহা হইলে গ্রহণ করিবে এবং উহাকে তাহারা একজন নবীর ফয়সালা বলিয়া দলীল হিসাবে গ্রহণ করিবে। তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, হে আবুল কাসিম! ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের ব্যাপারে আপনার কি সিদ্ধান্ত ? তিনি তাহাদের কথার ততক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না যতক্ষণে গিয়া তাহাদের শিক্ষাগারে না পৌঁছিলেন। তিনি তাহাদের শিক্ষাগারের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! বল, তোমরা বিবাহিত ব্যভিচারীদের ব্যাপারে তোমাদের তাওরাতে কি পাইয়াছ ? তাহারা বলিল, মুখে চুনকালি মাখিয়া বেত্রাঘাত করা এবং উভয় ব্যভিচারীকে উল্টা করিয়া গাধার পিঠে চড়াইয়া আলিতে-গলিতে ঘুরান। কিন্তু একজন যুবক নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিল। সে কিছুই বলিতেছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নীরবতা লক্ষ্য করেন এবং তাহার সততা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে কসম দিয়া সঠিক কথা প্রকাশের জন্য বলেন। যুবকটি বলিল, আপনি যখন কসম দিয়া আমার নিকট উত্তর চাহিয়াছেন, তখন আমি মিথ্যা বলিব না। আমরা তাওরাতে বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম মারার কথা পাইয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা, তাহা হইলে এই কথাও সত্য করিয়া বল যে, তোমরা সর্ব প্রথম ইহা কাহার ব্যাপারে উঠাইয়া দিয়াছিলে ? যুবক বলিল, আমাদের বাদশাহর নিকটাত্মীয় এক ব্যক্তি ব্যাভিচার করিলে তাহার পদমর্যাদা এবং বাদশাহী প্রভাবের ফলে তাহাকে রজম করা সম্ভব হয় নাই। ইহার পর এক সাধারণ ব্যক্তি ব্যভিচার করে এবং তাহাকে রজম করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু তাহার গোত্রের সকল লোক এই বলিয়া প্রতিবাদে ফাটিয়া পড়ে যে, সেই লোকটিকে রজম না করা হইলে ইহাকেও রজম করা যাইবে না। তখন আমরা সবাই মিলিয়া নতুন ধরনের শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অতঃপর হযরত নবী আকরাম (সা) বলেন ঃ আমি তোমাদের তাওরাত মুতাবিকই শাস্তির নির্দেশ দিতেছি। ফলে তাহাদের উভয়কে রজম মারিয়া হত্যা করা হয়।

যুহরী (র) বলেন ঃ আমি অবগত হইয়াছি যে,

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَّنُورًا يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا

-এই আয়াতটি ইহাদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। নবী (সা) তখন ইহাদের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। ইমাম আহমদ ও আবূ দাঊদ ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

ইব্ন জারীরের তাফসীর গ্রন্থে রহিয়াছে যে, ইমাম আহমদ (র)...... বারা' ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা' ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দিয়া ইয়াহূদীরা একটি লোককে চুনকালি মাখিয়া চাবুক মারিতে মারিতে নিয়া যাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কিতাবে কি ব্যভিচারীর জন্য এই শাস্তি দেওয়া হইয়াছে ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। তিনি তখন তাহাদের একজন আলিমকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ মূসার প্রতি নাযিলকৃত তাওরাতের শপথ! তুমি সত্য কথা বলিও। তোমরা কি তোমাদের কিতাবে ব্যাভিচারীর জন্য এই শাস্তি পাইয়াছ ? লোকটি বলিল, না, আপনি যদি আমাকে এমন কঠিন শপথ দিয়া না বলিতেন তাহা হইলে আমি সত্য কথা বলিতাম না। আমাদের কিতাবে ব্যাভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার নির্দেশ রহিয়াছে। কিন্তু সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে এই পাপাচার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা ইহার শাস্তির জন্য ধৃত হইলে তাহাদের প্রভাবে আমাদের তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। অবশ্য কোন দুর্বল সাধারণ ব্যক্তি এই পাপ করিলে তাহাকে আমরা যথাযথ শাস্তি দিতাম। অতঃপর আমরা এই বৈষম্যমূলক শাস্তির অবসানকল্পে ইতর-ভদ্র সবার জন্য চুনকালি মাখিয়া চাবুক মারার শাস্তি নির্ধারণ করি। তখন নবী করীম (সা) বলেন ঃ আমি প্রথম ব্যক্তি যিনি তোমাদের মৃতবৎ বিধানকে পুনরায় জীবিত করিলাম। পরিশেষে এই ব্যক্তিকে রজম মারার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাহাকে রজম মারিয়া হত্যা করা হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.

অর্থাৎ 'আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই কাফির।' এই আয়াতাংশও ইয়াহূদীদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

অর্থাৎ 'আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম।' এই আয়াতাংশেও ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

অর্থাৎ 'আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই ফাসিক।' এই সকল আয়াতে কাফির ও ইয়াহূদীদের কথা বলা হইয়াছে। উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষে একই সময় এই সমস্ত আয়াত নাযিল হয়।

আ'মাশের বরাতে মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন যুবায়র হুমাইদী (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ ফাদাক নিবাসী এক ব্যক্তি ব্যাভিচার সংঘটিত করে। অতঃপর ফাদাকবাসীরা মদীনার ইয়াহূদীদেরকে পত্রের মাধ্যমে জানায় যে, তাহারা যেন মুহাম্মদ (সা)-কে যিনার শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তবে স্মরণ রাখিবে, তিনি যদি চাবুক মারার নির্দেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা উহা গ্রহণ করিব। আর যদি রজম করার নির্দেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে গ্রহণ করিব না। সেমতে মদীনার ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করার জন্য দুইজন বিদ্বান লোককে পাঠায়। তাহাদের একজন ছিল টেরা। তাহার নাম ছিল ইব্ন সুরিয়া। হযরত নবী করীম (সা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমরা হয়ত তোমাদের অন্যাদের চেয়ে বিজ্ঞ। তাহারা উভয়ে বলিল, আমাদের ব্যাপারে আমাদের লোকেরা এই ধারণা পোষণ করে। নবী (সা) তাহাদিগকে বলিলেন ঃ তোমাদের তাওরাতে কি ইহার শাস্তির বিধান সম্পর্কে আলোচনা হয় নাই ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বিশেষ উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ তোমাদের প্রতি সেই আল্লাহর শপথ, যিনি বনী ইসরাঈলকে নদীর মধ্য দিয়া রাস্তা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের উপর মেঘমালা দ্বারা ছায়া দান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ফিরাউনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি মান্না ও সালওয়া নাযিল করিয়াছিলেন। এখন বল, রজম সম্বন্ধে তোমরা তাওরাতে কি পাইয়াছ ? তখ্ন তাহারা পরস্পর বলাবলি করে যে, ইহা তো কঠিন শপথ। এমন শপথ তো কখনও শুনি নাই ? অতঃপর তাহারা উভয়ে বলে, আমরা তাওরাতে পাইয়াছি যে, আড় চোখে দেখাও যিনা, আলিঙ্গন করাও যিনা এবং চুম্বন করাও যিনা। যদি চারজন ব্যক্তি ব্যাভিচারীদ্বয়কে স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে পুংলিঙ্গকে এমনভাবে উঠানামা করিতে দেখে, যেমন সুরমাদানীর শলাকা উহার মধ্যে উঠানামা করে, তবে তাহাদের উপর রজম করা ওয়াজিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ এই হইল সত্য কথা। ফলে তাহাদের উভয়কে রজমের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাহাদেরকে রজম করিয়া হত্যা করা হয়। তখন নাযিল হয় ঃ

فَاِنْ جَاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

অর্থাৎ 'তাহারা যদি তোমার নিকট আসে, তবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিও। তুমি যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তবে তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর, তবে ন্যায় বিচার করিও। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন। মুজালিদের সনদে আবূ দাউদ এবং ইবনে মাজাহও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র)......হযরত জাবির (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীরা একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচারীকে নিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিলে তাহাদিগকে তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যের দুইজন আলিমকে নিয়া আস। সেই মতে তাহারা সুরিয়ার দুই পুত্রকে

নিয়া আসে। তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা) শপথ দিয়া বলেন, তোমরা এই সম্বন্ধে তাওরাতে কি বিধান পাইয়াছ ? তাহারা উভয়ে বলিল, উহাতে আছে, যদি চারজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, তাহারা পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে সুরমাদানীর শলাকার মত যাতায়াত করিতে দেখিয়াছে, তবে তাহাদের উভয়কে রজম করিয়া হত্যা কর। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে ইহাদেরকে রজম করিতে তোমাদের বাধা কিসে ? তাহারা বলিল, আমাদের শাসন ক্ষমতার অবলুপ্তি ঘটিলে আমরা রজম করিয়া হত্যা করাকে অসমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত নিই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সাক্ষী তলব করেন এবং এমন চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন যাহারা উহাদিগকে অনুরূপ অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিতে পাইয়াছে, যেমন সুরমাদানীর মধ্যে শলাকা যাতায়াত করে। ফলে তাহাদের উভয়কে রজম করিয়া হত্যা করা হয়।

আবূ দাঊদ (র)........শাবী ও ইবরাহীম নাখঈ (র) হইতে মুরসাল সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহার ভিতর সাক্ষী তলব করা এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করার কথা উল্লেখিত হয় নাই।

উল্লেখ্য যে, এই সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাওরাতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। তবে এই কথা সত্য যে, ইয়াহূদীদের যাহারা সঠিক আকীদা পোষণ করিত, তাহাদের নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জানার কিছু ছিল না। কেননা তাওরাতে যে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে, তাহা তিনি ওহীর মাধ্যমে পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন। তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের মুখে সেই সত্যের স্বীকৃতি আদায় করা যাহা তাহারা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত যে বিধানের উপর তাহারা বিচার নিষ্পত্তি করে নাই। দ্বিতীয়ত, তাহাদের স্বীকার করার পর এই কথা প্রমাণিত হইল যে, তাহারা মিথ্যাবাদী এবং আল্লাহর বিধান গোপনকারী। পরন্তু তাহারা মনগড়া বিধান ও যুক্তির উপর আমলকারী। এই কথাও প্রমাণিত হইল যে, তাহারা সরল মনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসে নাই; বরং তাহাদের মনে ছিল কপটতা ও মিথ্যাকে বলিষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা।

তাই তাহারা বলিয়াছিল ঃ إِنْ أُوْتِيْتُمْ هٰذَا অর্থাৎ 'তোমাদিগকে বেত্রাঘাত এবং চুনকালি মাখার বিধান দিলে গ্রহণ করিও' এবং وَإِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا অর্থাৎ 'যদি এমন বিধান না দেয় তবে উহা বর্জন করিও।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

অর্থাৎ 'আল্লাহ যাহার পথচ্যুতি চাহেন তাহার জন্য আল্লাহর নিকট তোমার কিছুই করিবার নাই। তাহাদের হৃদয়কে আল্লাহ বিশুদ্ধ করিতে চাহেন না। তাহাদের জন্য রহিয়াছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও পরকালে মহা শাস্তি।'

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ অর্থাৎ 'তাহারা বাতিল ও অসত্য শ্রবণে আগ্রহশীল।'

اَكّٰالُوْنَ لِلسُّحْتِ অর্থাৎ 'হারাম উৎকোচ গ্রহণে তাহারা অভ্যস্ত।'

ইব্ন মাসউদ (রা) প্রভৃতি মনীষী এই প্রসংগে বলেন ঃ তাহাদের এমন ধরনের পংকিল অন্তর কিরূপে আল্লাহ পবিত্র করিবেন এবং কিভাবে আল্লাহ তাহাদের প্রার্থণা গ্রহণ করিবেন ?

অতঃপর আল্লাহ তাঁহার নবীকে বলেন ঃ فَاِنْ جَاؤُكَ অর্থাৎ 'যদি তাহারা তোমার নিকট বিচার নিষ্পত্তির জন্য আসে।'

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْئًا

'তবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিও। তুমি যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তবে তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।'

অর্থাৎ তাহারা যদি তোমার নিকট মীমাংসার জন্য আসে, তবে তাহাদের মীমাংসা করা না করা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কেননা তাহাদের উদ্দেশ্য সত্যের অনুসরণ করা নয়; বরং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।

ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী, যায়দ ইব্ন আসলাম, আতা খুরাসানী ও হাসান (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ আয়াতটি এবং فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ আয়াতটি দ্বারা। ইহার অর্থ হইল ঃ হে নবী! তুমি যদি তাহাদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায়ের সহিত বিচার মীমাংসা কর। অর্থাৎ হক ও ইনসাফের সহিত তাহাদের বিচার মীমাংসা কর, যদিও তাহারা ইনসাফ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছে।

তাই বলা হইয়াছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায় পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।'

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের বিশৃংখলাসুলভ কর্মকাণ্ড, কপট আচরণ ও অন্তরের কলুষতার বিবরণ দিয়া বলেন ঃ তাহাদের নিকট যে বিকৃত কিতাব রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা হইল যে, যদি এই কিতাবের সংগে সামঞ্জস্যমূলক কোন বিধান তাহারা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা উহা গ্রহণ করিবে। নতুবা কোন সঠিক বিধান পাইলেও তাহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে। মিথ্যার উপরেই তাহাদের আস্থা। সেই কথাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اُوْلٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ 'তাহারা তোমার উপর কিরূপে বিচারভার ন্যস্ত করিবে ? তাহাদের নিকট তাওরাত রহিয়াছে যাহাতে আল্লাহ্র বিধান রহিয়াছে। ইহার পরও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাহারা মুমিন নহে।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দা ও রাসূল মূসা (আ)-এর উপর যে তাওরাত নাযিল করিয়াছিলেন তাহার প্রশংসায় বলেন ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا-

'আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম, উহাতে ছিল পথ-নিদের্শনা ও আলো, নবীগণ, যাহারা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিলেন, তাহারা ইয়াহূদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিতেন। অর্থাৎ তাহারা তাওরাতের কোন হুকুমকে পরিবর্তনও করিতেন না, পরিবর্ধনও করিতেন না।

وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ অর্থাৎ 'রব্বানী ও আহ্‌বাররাও তদনুসারে বিধান দিত।'

উল্লেখ্য যে, রব্বানী বলা হইত আল্লাহ্‌ওয়ালা সাধক আলিমদেরকে এবং আহবার বলা হইত তাওরাত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদেরকে।

بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ —'কারণ তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল।' অর্থাৎ তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র কিতাব তাওরাতের প্রচার ও প্রসার এবং জীবন বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল।

وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِيْ

'আর তাহারা ছিল উহার সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর।' অর্থাৎ ইয়াহূদীদেরকে ভয় করিও না, আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ.

'এবং আমার আয়াতসমূহ নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই কাফির।'

এই সম্বন্ধে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। যাহার আলোচনা অল্প পরেই আসিতেছে।

শেষাংশের শানে নুযূল

ইমাম আহমদ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ. وَاُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ. وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

—এই আয়াতাংশত্রয় আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের দুইটি গোত্র সম্পর্কে নাযিল করিয়াছেন। জাহিলিয়াতের যুগে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইত। তাহাদের এক গোত্র ছিল দুর্বল এবং অন্য গোত্র ছিল সবল। অবশেষে তাহারা সন্ধি স্থাপন করে যে, সবল গোত্র যদি দুর্বল গোত্রের কোন লোককে হত্যা করে, তবে পঞ্চাশ আওসাক প্রদান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি দুর্বল গোত্র সবল গোত্রের কোন লোককে হত্যা করে, তবে একশত আওসাক প্রদান করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে এই সন্ধি কার্যকরী হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় হযরত নবী (সা)-এর আবির্ভাব ঘটে। এই সময় সবল গোত্র দুর্বল গোত্রের নিকট রক্তপণ হিসাবে একশত আওসাক চাহিয়া পাঠায়। তখন দুর্বল গোত্র বলে যে, আমরা তো একই ধর্ম, একই বংশ এবং একই শহরের লোক। অথচ আমরা রক্তপণ পাইব কম আর তোমরা পাইবে

বৈশি ? এতদিন পর্যন্ত তোমরা আমাদের উপর অন্যায় করিয়ে আসিয়াছ। আমরা অপারগ হইয়া নীরবে তোমাদের অন্যায় সহ্য করিয়াছি। এখন আমাদের মধ্যে ন্যায় পরায়ণ মুহাম্মদ (সা) আবির্ভূত হইয়াছেন। তাই ইনসাফমত আমাদিগকে যে পরিমাণ রক্তপণ তোমরা প্রদান কর, আমরাও তোমাদিগকে সেই পরিমাণ রক্তপণ প্রদান করিব। এই ব্যাপার নিয়া উভয় গোত্রের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অতঃপর সিদ্ধান্ত হইল যে, ইহার ফয়সালার জন্য মুহাম্মদ (সা)-কে নিযুক্ত করা হউক। কিন্তু সবল গোত্র নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিল যে, যদি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট ইহার ফয়সালার জন্য যাওয়া হয়, তবে আল্লাহর কসম, তিনি এই অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না। আর আমরা যাহা করিতেছি তাহা স্পষ্টতই অন্যায়। যখন তোমরা মুহাম্মদ (সা)-কে মীমাংসার জন্য নির্ধারণ করিয়াছ, তখন অবশ্যই তোমাদের নির্ধারিত অংশ মারা যাইবে। তখন তাহারা গোপনে একজন মুনাফিককে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই জন্য পাঠাইল যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া আগাম এই বিবাদের ফয়সালা সম্পর্কে অবগত হইবে। যদি ফয়সালা তাহাদের অনুকূলে যায়, তবে তো ভাল কথা, আর যদি ফয়সালা তাহাদের প্রতিকূলে যায়, তবে তাহাদের দূরে থাকাই উচিত হইবে। এই পরামর্শ মত তাহারা মদীনায় এক মুনাফিককে প্রেরণ করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে এই ঘটনাটি অবহিত করার জন্য يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ হইতে الْفَاسِقُوْنَ। পর্যন্ত আয়াত নাযিল করেন। ইব্‌ন আবূ যিনাদের পিতা হইতে ইব্‌ন আবূ যিনাদের সূত্রে আবূ দাউদও এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা মায়িদার এই আয়াতটির فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ হইতে المقسطين। পর্যন্ত নাযিল হইয়াছিল বনী নযীর এব বনী কুরায়যা সম্পর্কে। বনী নযীররা ছিল বনী কুরায়যা অপেক্ষা শক্তিশালী এবং সম্মানের দাবিদার। তাই বনী নযীরের কোন লোককে বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তি হত্যা করিলে তাহার রক্তপণ পূর্ণমাত্রায় আদায় করা হইত। কিন্তু যদি বনী কুরায়যার লোককে হত্যা করিত, তবে তাহাদিগকে বনী নযীররা রক্তপণের পূর্ণমাত্রার অর্ধেক দিত। অবশেষে তাহারা ইহার ফয়সালার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসে। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) ইনসাফের সহিত ফয়সালা করেন। অর্থাৎ এই উভয় গেত্রের যে কোন ব্যক্তি অন্য গোত্রের যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিলে উভয় গোত্রকে সমান পরিমাণে রক্তপণ আদায় করিতে হইবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ইব্‌ন ইসহাকের সূত্রে আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসাঈও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কুরায়যা ও নযীর নামে দুইটি গোত্র ছিল। নযীর গোত্র কুরায়যার চেয়ে প্রভাবশালী এবং সম্মনিত ছিল। নযীর গোত্রের কোন লোককে যদি কুরায়যার কেহ হত্যা করিত তবে তাহারা হত্যার বদলে হত্যা করিত। পক্ষান্তরে যদি নযীর গোত্রের কোন লোক কুরায়যার কাউকে হত্যা করিত তবে নযীররা উহার রক্তপণ হিসাবে একশত ওসাক খেজুর দিত মাত্র। যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাব হয়, তখন কুরায়যা গোত্রের এক লোক নযীর গোত্রের এক লোককে হত্যা করে। ফলে তাহারা হত্যাকারীকে তাহাদের নিকট সোপর্দ করিতে বলে। তখন কুরায়যারা বলে,

এখন আমাদের মধ্যে রাসূল আসিয়াছেন। তিনি ইহার ফয়সালা করিবেন। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসার সূত্রে আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইব্‌ন হিব্বান ও হাকিম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

আওফী (র) ......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এই আয়াতগুলি ব্যভিচারী দুই ইয়াহূদী সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে এবং উহা ইতিপূর্বে একাধিক হাদীসে আলোচিত হইয়াছে। অথচ উপরোক্ত হাদীসগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিবাদমান দুই গোত্র বনূ নযীর ও বনী কুরায়যা সম্পর্কে এই আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে। তাই ইহার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এইভাবে করা যাইতে পারে যে, এই ঘটনা দুইটি একই সময় ঘটিয়াছিল। ফলে উভয় ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই আয়াতগুলি নাযিল করা হয়। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

কেননা ইহার পরে বলা হইয়াছে ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ অর্থাৎ 'আমি ইয়াহূদীদের জন্য তাওরাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ।' ইহা দ্বারা এই কথাই মযবূতভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই আয়াতগুলি হত্যার বদলা সম্পর্কীয় ঘটনা প্রসংগে নাযিল হইয়াছে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.

হযরত বা'রা ইবনে আযিব, হুযাইফা, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আবূ মিজলায, আবূ রিযা আল-আউরিদী, ইকরিমা, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও হাসান বসরী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতাংশটি আহলে কিতাবদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। হাসান বসরী (র) বলেন, তবে ইহার হুকুম আমাদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইব্‌রাহীম (র) হইতে আবদুর রায্‌যাক (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌রাহীম বলেন ঃ এই আয়াতাংশটি বনী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে বটে, কিন্তু এই উম্মতের জন্যও এই হুকুম বলবৎ ও কার্যকর। ইব্‌ন জারীর ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......আলকামা ও মাসরূক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলকামা ও মাসরূক (র) ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে উৎকোচ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, উহা অপবিত্র উপার্জন। তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করেন, উৎকোচ গ্রহণ করার ব্যাপারে হুকুম কি ? তিনি বলেন, উহা কুফরী। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ. অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হুকুম দেয় না তাহারা কাফির।

আলোচ্য আয়াতাংশ প্রসংগে সুদ্দী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অথবা জবরদস্তিমূলক আল্লাহ্‌র বিধানের বিপরীত হুকুম দেয়, অথচ সে আল্লাহ্‌র বিধানের সুফল সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত, সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।

৪৫. "তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহার পাপ মোচন হইবে। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখাইয়া দিতেছেন যে, তাহাদের কিতাব তাওরাতে হত্যার বদলে হত্যার হুকুম ছিল, কিন্তু তাহার বেপরোয়াভাবে উহা অমান্য করিয়াছে। যথা বনী নযীরদের কোন লোক বনী কুরায়যারা কোন লোককে হত্যা করিলে তাহারা উহার বদলে হত্যা করিয়াছে। পক্ষান্তরে বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তি বনী নযীরের কোন লোককে হত্যা করিলে তাহার বদলে তাহারা রক্ত দিত না। বিচারের বেলায় তাহারা এই ধরনের বৈষম্য প্রদর্শন করিত। অনুরূপভাবে তাহারা ব্যভিচারের জন্যে তাওরাতের রজম করার নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া চুনকালি মাখিয়া বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিত। এইজন্যে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী হুকুম করে না, তাহারা কাফির।' কেননা তাহারা বেপরোয়াভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম অস্বীকার করিয়াছে। অপর এক স্থান তাহাদিগকে যালিম বলা হইয়াছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফ করার হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা ইনসাফ তো দূরের কথা, বরং তাহারা এক অপরের প্রতি যুলুম করিয়া ফিরিত।

ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) আয়াতে العين -কে পেশ দ্বারাও পড়িয়াছেন। আবদুল্লাহ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান-গরীব পর্যায়ের। বুখারী (র) বলেন, একমাত্র ইব্‌ন মুবারকের সূত্রেই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার ভিত্তিতে বহু উসূলবিদ এবং ফিকহবিদ বলিয়াছেন ঃ পূর্ববর্তী শরী'আতের যে সকল বিধান সম্পর্কে কুরআনে আলোচনা করা হইয়াছে, ইহা আমাদের জন্য প্রযোজ্য। উহা রহিত বা বর্তমানে অকার্যকর নয়। জমহূর উলামার পক্ষ হইতে এই মত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যথা শা'বী (র) হইতে শায়খ আবূ ইসহাক ইসফারাইনীও এই ধরনের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাসান বসরী (র) বলেন, ইহা তাহাদের জন্য যেমন প্রয়োজন, আমাদের জন্যও তেমনি প্রয়োজন। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

শায়খ আবূ যাকারিয়া নববী (র) বলেন ঃ এই মাসআলায় মধ্যে তিনটি ধারা বা বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে। যাহার তৃতীয়টি হইল ইব্‌রাহীম (আ)-এর শরী'আত। ইহাই কেবল আমাদের জন্য প্রামাণ্য ও প্রযোজ্য। ইহা ব্যতীত পূর্বেকার অন্য কোন শরী'আত আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ইমাম শাফিঈ (র)-ও তাঁহার অধিকাংশ সাথী-শিষ্যদের সূত্রে শায়খ আবূ ইসহাক ইসফারাইনী (র)-ও এইরূপ অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

৪৫. "তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহার পাপ মোচন হইবে। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখাইয়া দিতেছেন যে, তাহাদের কিতাব তাওরাতে হত্যার বদলে হত্যার হুকুম ছিল, কিন্তু তাহার বেপরোয়াভাবে উহা অমান্য করিয়াছে। যথা বনী নযীরদের কোন লোক বনী কুরায়যারা কোন লোককে হত্যা করিলে তাহারা উহার বদলে হত্যা করিয়াছে। পক্ষান্তরে বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তি বনী নযীরের কোন লোককে হত্যা করিলে তাহার বদলে তাহারা রক্ত দিত না। বিচারের বেলায় তাহারা এই ধরনের বৈষম্য প্রদর্শন করিত। অনুরূপভাবে তাহারা ব্যভিচারের জন্যে তাওরাতের রজম করার নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া চুনকালি মাখিয়া বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিত। এইজন্যে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী হুকুম করে না, তাহারা কাফির।' কেননা তাহারা বেপরোয়াভাবে আল্লাহ্র হুকুম অস্বীকার করিয়াছে। অপর এক স্থান তাহাদিগকে যালিম বলা হইয়াছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফ করার হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা ইনসাফ তো দূরের কথা, বরং তাহারা এক অপরের প্রতি যুলুম করিয়া ফিরিত।

ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ আয়াতে العين -কে পেশ দ্বারাও পড়িয়াছেন। আবদুল্লাহ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান-গরীব পর্যায়ের। বুখারী (র) বলেন, একমাত্র ইব্ন মুবারকের সূত্রেই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার ভিত্তিতে বহু উসূলবিদ এবং ফিকহবিদ বলিয়াছেন ঃ পূর্ববর্তী শরী'আতের যে সকল বিধান সম্পর্কে কুরআনে আলোচনা করা হইয়াছে, ইহা আমাদের জন্য প্রযোজ্য। উহা রহিত বা বর্তমানে অকার্যকর নয়। জমহূর উলামার পক্ষ হইতে এই মত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যথা শা'বী (র) হইতে শায়খ আবূ ইসহাক ইসফারাইনীও এই ধরনের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাসান বসরী (র) বলেন, ইহা তাহাদের জন্য যেমন প্রয়োজন, আমাদের জন্যও তেমনি প্রয়োজন। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

শায়খ আবূ যাকারিয়া নববী (র) বলেন ঃ এই মাসআলায় মধ্যে তিনটি ধারা বা বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে। যাহার তৃতীয়টি হইল ইব্রাহীম (আ)-এর শরী'আত। ইহাই কেবল আমাদের জন্য প্রামাণ্য ও প্রযোজ্য। ইহা ব্যতীত পূর্বেকার অন্য কোন শরী'আত আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ইমাম শাফিঈ (র)-ও তাঁহার অধিকাংশ সাথী-শিষ্যদের সূত্রে শায়খ আবূ ইসহাক ইসফারাইনী (র)-ও এইরূপ অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

ইমাম আবূ নসর ইব্ন সাব্বাগ স্বীয় 'আশ-শামিল' কিতাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, এই আয়াতের দলীলে সকল আলিম এবং ইমামগণ প্রমাণ করেন যে, নারীকে হত্যার বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করা হইবে।

যথা নাসাঈর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমর ইব্ন হাযমকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, স্ত্রীলোককে হত্যার বিনিময়ে পুরুষ লোককে হত্যা করা হইবে।

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে যে, মুসলমানদের রক্ত তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সমান। জমহূর উলামারও এই মত।

আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে রিওয়ায়াত করা হইয়াছে যে, কোন পুরুষ যদি কোন মহিলাকে হত্যা করে তবে তাহার বিনিময়ে পুরুষ ব্যক্তিকে হত্যা করা হইবে না। তদস্থলে নিহত মহিলার অভিভাবকদিগকে অর্ধেক রক্তপণ আদায় করিতে হইবে। কেননা পুরুষের তুলনায় মহিলাদের রক্তপণ অর্ধেক। ইমাম আহমদ (র)-ও এই মত পোষণ করেন। হাসান, আতা ও উসমান বুস্তী (র) হইতেও এইরূপ অভিমত বর্ণনা করা হইয়াছে।

এক রিওয়ায়াতে ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে হত্যা করে, তাহার বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করা হইবে না; তাহাকে দিয়াত দিতে হইবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) এই আয়াতের দলীলে বলেন ঃ যদি কোন মুসলমান কোন কাফিরকে হত্যা করে এবং যদি কোন আযাদ ব্যক্তি কোন গোলামকে হত্যা করে, তবুও হত্যার বিনিময়ে হত্যা কার্যকর হইবে।

তবে জমহূর উলামা ইমাম আবূ হানীফার এই অভিমতের বিরোধিতা করিয়া আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত এক হাদীসের বরাত দিয়া বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কাফিরকে হত্যার বিনিময় স্বরূপ কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাইবে না।

পূর্ববর্তী মনীষীদের বিচার নিষ্পত্তির বিশ্লেষণে পাওয়া যায় যে, তাহারা হত্যাকারী গোলামের নিকট হইতে রক্তপণ গ্রহণ করিতেন না এবং গোলাম হত্যা করিলেও আযাদ ব্যক্তির নিকট হইতে কিসাস গ্রহণ করা হইত না। ইহার সমর্থনেও বহু হাদীস রহিয়াছে, কিন্তু তাহা সহীহ নহে।

উল্লেখ্য যে, শাফিঈদের ইজমা হানাফীদের বিপরীত। কিন্তু তাহা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় না যে, হানাফীরা বাতিল বা অযৌক্তিক। যতক্ষণে না তাহাদের মুকাবিলায় আয়াতে কারীমার সুস্পষ্ট দলীল পেশ করা যাইবে, ততক্ষণ উহা জোরদার থাকিবে।

আলোচ্য আয়াতের দলীল প্রসংগে ইব্ন সাব্বাগ যে হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই ঃ ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আনাসের ফুফু রবীআ একটি দাসীর দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়েছিলেন। তখন তাহারা সেই দাসীর নিকট উহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু দাসীটির অভিভাবকেরা ক্ষমা করিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে উভয় পক্ষ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহার ফয়সালার জন্য আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ (ইহার ফয়সালা হইল) কিসাস (গ্রহণ করা)। তখন তাহার ভাই আনাস ইব্ন নযর বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিসাস হিসাবে কি তাহার সম্মুখের দাঁতই ভাঙ্গিতে হইবে ? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আনাস! আল্লাহ্র বিধান হইল কিসাস গ্রহণ করা। তখন আনাস (রা) বলেন,

যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন সেই আল্লাহ্র কসম! তাহার সামনের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে না। ইত্যবসরে দাসীর অভিভাবকরা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেয়। ফলে তিনি কিসাস হইতে পরিত্রাণ পান। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্র এমন কতক বান্দা রহিয়াছে, তাহারা যদি কোন বিষয়ে আল্লাহ্র উপর কসম গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্ তাহাদের কসম পূর্ণ করেন। সহীহদ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুসান্না আল-আনসারী (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ একটি হাদীসের একাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, আনাসের ফুফু রুবাইয়া বিনতে নযর চপেটাঘাতে জনৈক দাসীর দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ফলে দাসীর অভিভাবকের নিকট তাহারা দিয়াত দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু দাসীর অভিভাবকরা তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দিয়াত গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তাহারা এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে। ফলে তাহারা উভয় পক্ষ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহার বিচার নিষ্পত্তির জন্য আসিলে তিনি কিসাস গ্রহণের আদেশ দেন। তখন তাহার ভাই আনাস ইব্ন নযর (রা) আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রুবাইয়ার কি সামনের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে? যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, সেই আল্লাহ্র শপথ! রাবীআর সামনের দাঁত ভাঙ্গা হইবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হে আনাস! আল্লাহ্র বিধান হইল কিসাস গ্রহণ করা। ইত্যবসরে সেই দাসীর অভিভাবকরা রুবাইয়াকে ক্ষমা করিয়া দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্র এমন কতক বান্দা রহিয়াছে, তাহারা যদি আল্লাহ্র উপর কোন বিষয়ে কসম করে, তবে আল্লাহ্ তাহাদের কসম পূর্ণ করেন। আনাসের সূত্রে বুখারীও এই হাদীসটি প্রায় এইরূপে রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন বলেন ঃ এক গরীব যুবক এক ধনী যুবকের কান কাটিয়া দেয়। অতঃপর গরীব ছেলের অভিভাবকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা দরিদ্র। উহার দিয়াত আদায় করার সামর্থ্য আমাদের নাই। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের কোন ধরনের জরিমানা করিলেন না।

নাসাঈ (র)......কাতাদা হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদ খুবই শক্তিশালী এবং ইহার প্রত্যেক রাবী বিশ্বস্ত। তবে হাদীসটির ভাব খুবই অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত।

অর্থাৎ কোন রকমের জরিমানা এবং কিসাস গ্রহণ না করার কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, এই ছেলেটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের প্রতি কিসাস প্রযোজ্য নয়। অথবা হয়ত রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের পক্ষ হইতে সেই ছেলের দিয়াত আদায় করিয়া দিয়েছিলেন। অথবা ধনী যুবকটির অভিভাবকরা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ

ইহার ভাবার্থে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলিয়াছেন ঃ হত্যার বদলে হত্যা, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে সমান যখম করিয়া বদলা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা প্রত্যেক আযাদ মুসলিম নর-নারীর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য, যদি ইহা ইচ্ছাপূর্বক সংঘটিত হয়। গোলাম নারী-পুরুষদের ব্যাপারেও

তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এই বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য, অবশ্য যদি ইহা ইচ্ছাপূর্বক তাহারা সংঘটিত করে। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

এতদসম্পর্কিত মৌলিক নীতিমালা

দেহের যে কোন জোড়ার উপরে যদি যখম করা হয় বা কাটা হয়, তখন ইজমামতে কিসাস গ্রহণ করা ওয়াজিব। যথা হাত, পা, কব্জি ও পায়ের পাতা ইত্যাদি।

তবে যদি যখম জোড়ায় না হইয়া হাড়ের উপর হয়, তখন ইমাম মালিকের মতে উরু এবং উরুর ন্যায় অন্যান্য অংগের অস্থি ব্যতীত সকল অস্থিতে কিসাস নিতে হইবে। কেননা শরীরের উক্ত স্থানসমূহের আঘাত খুবই বিপদজ্জনক।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সংগীরা বলেন ঃ দাঁত ব্যতীত শরীরের অন্য কোন হাড়ের আঘাতের বেলায় কিসাস গ্রহণ করা ওয়াজিব নহে।

ইমাম শাফিঈ বলেন ঃ সাধারণভাবে কোন হাড়ের আঘাতের বেলায় কিসাস গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এবং ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এই ধরনের অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। আতা, শা'বী, হাসান বসরী, যুহরী, ইব্রাহীম, উমর ইব্ন আবদুল আযীয, সুফিয়ান সাওরী এবং লাইস ইব্ন মা'আয (র) প্রমুখও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ মতও ইহা।

ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁহার মতের দলীল হিসাবে রুবাইয়া বিনতে নযর-এর হাদীসটি গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ একমাত্র দাঁত ব্যতীত অন্য কোন হাড়ের বেলায় কিসাস প্রযোজ্য নয়। তবে উহা তাঁহার মতের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কেননা উহাতে দাঁতটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। হইতে পারে যে, দাঁতটি না ভাঙ্গিয়া উপড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত।

অবশ্য তাঁহার বিশেষ দলীল হইল ইব্ন মাজাহর রিওয়ায়াতটি। উহা নামরান ইব্ন জারীয়ার পিতা জারীয়া ইব্ন জুফর আল-হানাফী হইতে ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির বাহু তরবারির আঘাতে যখম করে। ফলে তাহার বাহু কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। ইহার বিচারের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করা হইলে তিনি আঘাতকারীকে দিয়াত প্রদানের নির্দেশ দেন। তখন আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, আমি তো কিসাস চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন, তুমি দিয়াত গ্রহণ কর। ইহার মধ্যেই আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দান করিবেন। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই আঘাতের জন্য কিসাসের নির্দেশ দেন নাই।

শায়খ আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার বলেন ঃ এই হাদীসটি এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ইহার রাবী দাহশাম ইব্ন কিরান দুর্বল। তাহার কোন হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তেমনি নামরান ইব্ন জারীয়াও দুর্বল রাবী। তহার পিতা জারীয়া ইব্ন জুফর সাহাবী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

তাহারা আরও বলেন ঃ ক্ষতস্থান পূর্ণ ভাল না হওয়ার পূর্বে তাহার কিসাস নেওয়া জায়েয নয়। যদি ক্ষত ভাল হইয়া যাওয়ার পূর্বে কিসাস নেওয়া হয় এবং পরে যদি ক্ষত বৃদ্ধি পায়, তবে পুনরায় কিসাস নেওয়া যাইবে না।

ইহার দলীল হইল এই হাদীসটি ঃ ইমাম আহমদ (র)......আমর ইব্ন শুআইবের দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একটি লোক অন্য একটি লোকের জানুতে আঘাত করে। ফলে সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া মুকাদ্দমা দায়ের করিয়া ইহার বদলা দাবি করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন, যখম ভাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। কিন্তু লোকটি অপেক্ষা না করিয়া আবার গিয়া কিসাস বা বদলা দাবি করে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও অপেক্ষা না কারিয়া তাহার দাবি মতে কিসাস আদায় করিয়া দেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সেই লোকটি আসিয়া বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো খোঁড়া হইয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি তোমাকে সুস্থ হওয়া পূর্বে কিসাস নিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আমার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া পূর্বেই কিসাস আদায় করিয়াছ। তাই তোমার খোঁড়া হওয়ার কিসাস বাতিল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কাহারো যখম ভাল না হওয়ার পূর্বে কিসাস গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। একমাত্র আহমদ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মাসআলা ঃ আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি আঘাতকারীর নিকট হইতে কিসাস গ্রহণ করে এবং কিসাস গ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করে, তবে বিবাদী বা আঘাতকারীর উপর এই জন্য দ্বিতীয়বার কোন জরিমানা বর্তাইবে না। ইহা হইল ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমদ ইব্ন হাম্বলের অভিমত। জমহূর সাহাবা ও তাবিঈদের অভিমতও ইহা।

আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ বিবাদীকে এই জন্য তাহার সম্পদ হইতে দিয়াত আদায় করিতে হইবে।

আমের, শা'বী, আতা, তাউস, আমর ইব্ন দীনার, হারিস উকালী, ইব্ন আবূ লায়লা, হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান, যুহরী ও সাওরী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ বিবাদীর অভিভাবকদের উপর দিয়াত ওয়াজিব হইবে।

ইব্ন মাসঊদ (র), ইব্রাহীম নাখঈ, হাকাম ইব্ন উতবা, উসমান আল-বুস্তী প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ বিবাদীকে দ্বিতীয়বার আঘাতের দিয়াত দিতে হইবে না বটে কিন্তু তাহাকে তাহার সম্পদ হইতে জরিমানা হিসাবে অর্থ দণ্ড দিতে হইবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াতংশের ভাবার্থে বলেন ঃ যে ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দিবে, তাহা তাহার যখমকারীর জন্য কাফফারা স্বরূপ হইবে এবং তাহার জন্য হইবে পুণ্যের কাজ।

সুফিয়ান সাওরী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যখমের ক্ষতিপূরণ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইলে উহা যখমকারীর জন্য উহা কাফফারা স্বরূপ পরিগণিত হইবে এবং ক্ষমা করার কারণে যখমওয়ালা ব্যক্তির জন্য উহা আল্লাহ্র নিকট পুণ্যের কাজ হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

খায়সামা ইব্ন আবদুর রহমান, মুজাহিদ, ইব্রাহীম নাখঈ (র) প্রমুখের একটি অভিমতে এবং আমির শা'বী ও জাবির ইব্ন যায়দ (র) হইতে এইরূপ অভিমত বর্ণনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ ক্ষমা করিয়া দিলে যখমকৃত ব্যক্তির জন্য উহা কাফফারা হইবে।

হাসান বসরী ও ইব্রাহীম নাখঈর একটি মতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে এবং আবূ ইসহাক হামদানী হইতেও এইরূপ রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। আমির শা'বী এবং কাতাদা (র) হইতেও ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হাইসাম ইব্ন উরিয়ান নাখঈ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাইসাম ইব্ন উরিয়ান বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-কে একদা মুআবিয়ার নিকট দেখিয়াছিলাম। তখন একটি গোলাম হত্যার বদলা নেওয়া হয়। আমি তাকে সেই সময় فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ এই আয়াতাংশের ভাবার্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ হত্যাকারী বা যখমকারীর সেই পরিমাণ পাপ মোচন হইবে যে পরিমাণ তাহাকে ক্ষমা করা হইবে।

ইব্ন জারীর (র)......কায়স ইব্ন মুসলিম হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়েছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......জনৈক আনসার হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক আনসার রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বলেন ঃ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ অর্থ হইল, যদি কেহ কাহারো দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে অথবা হাত কাটিয়া ফেলে অথবা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ কাটিয়া ফেলে, অথবা শরীরের কোথাও আঘাত করে, তবে যখমকারী ব্যক্তির জন্য উহা মাফ হইবে যদি যখমওয়ালা ব্যাক্তি মাফ করিয়া দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরাতে রাবী আরও বলেন ঃ যতটুকু পরিমাণ দিয়াত আদায় করিবে, ততটুকু পরিমাণ ক্ষমা পাইবে। যদি পূর্ণ দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ আদায় করে, তবে সে পূর্ণ পাপের এক-চতুর্থাংশ মাফ পাইবে; যদি সে পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ আদায় করে, তবে সে পূর্ণ পাপের এক-তৃতীয়াংশ ক্ষমা পাইবে। এইভাবে সে যদি পূর্ণ দিয়াত আদায় করে, তবে সে পূর্ণ পাপ হইতে ক্ষমা পাইবে।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ সফর হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সফর বলেন ঃ একজন কুরায়শ একজন আনসারকে সজোরে ধাক্কা দিলে তাহার সামনের দাঁত ভাংগিয়া যায়। আনসার ইহার বিচারের জন্য হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নিকট আরযী পেশ করেন। মুআবিয়া (রা) তখন আনসারকে বলিলেন, তুমি তোমার বিবাদের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পার (ইচ্ছা হয় তুমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পার, না হয় কিসাসও গ্রহণ করিতে পার)। তখন হযরত আবূ দারদা (রা) হযরত মুআবিয়ার নিকট ছিলেন। আবূ দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন ঃ যদি কোন মুসলমানকে কেহ আঘাত করে এবং আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি আঘাতকারীকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তবে আল্লাহ্ তাহার মরতবা বুলন্দ করিয়া দেন এবং তাহার সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। আনসার লোকটি আবূ দারদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যিই কি আপনি ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছেন ? আবূ দারদা (রা) উত্তরে বলিলেন, আমি ইহা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি এবং হৃদয়ে প্রোথিত করিয়া নিয়াছি। তৎক্ষণাৎ আনসার ব্যক্তি আঘাতকারী কুরায়শ ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দেন। আনসারের এই ব্যবহারে খুশি হইয়া মুআবিয়া (রা) তাহকে আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করেন। ইব্ন জারীর এবং ইমাম আহমদও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ওয়াকী (র)......আবূ সফর হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সফর বলেন ঃ কুরায়শের এক ব্যক্তি এক আনসার ব্যক্তির দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে। মুআবিয়া (রা)-এর নিকট ইহার বিচারের জন্য মুকাদ্দমা দায়ের করা হয়। মুআবিয়া (রা) আনসারকে বলেন, তুমি তোমার বিবাদীর বেলায় স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পার। আবূ দারদা (রা)-ও সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। আবূ দারদা (রা) আনসারকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ যে মুসলমান ব্যক্তি অন্যের দ্বারা শারীরিক আঘাত পায় এবং আঘঅতকারীকে ক্ষমা করিয়া দেয়, আল্লাহ্ তাহার দরজা বুলন্দ করিয়া দেন এবং সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আনসার বলেন, আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

ইব্ন মুবারকের সনদে তিরমিযী এবং ওয়াকীর সনদে ইব্ন মাজাহও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাদের উভয়ের বর্ণনার সূত্র হইল ইউনুস ইব্ন আবূ ইসহাক। তিরমিযী (র) বলেন, এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল এবং আবূ দারদা হইতে আবূ সফর যে ইহা শুনিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আদী ইব্ন সাবিত হইতে বর্ণনা করেন যে, আদী ইব্ন সাবিত বলেন ঃ মুআবিয়ার যুগে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির মুখাবয়বে আঘাত করিয়া মুখ থেতলাইয়া দেয়। ফলে আঘাতকারী ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট উহার দিয়াত নিয়া যায়। কিন্তু সে উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত জানায়। পরে আঘাতকারী ব্যক্তি দ্বিগুণ দিয়াত নিয়া যায়। কিন্তু সে ইহাও গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন জনৈক সাহাবী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি রক্তপণ কিংবা তদপেক্ষা কম মূল্যের দিয়াত ক্ষমা করিয়া দিবে, উহা তাহার জন্ম হইতে নিয়া মৃত্যু পর্যন্ত কাফফারা স্বরূপ গণ্য হইবে।

ইমাম আহমদ (র)......উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তির দেহ যদি কাহারো দ্বারা যখম হয় এবং সেই যদি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তবে সে যে পরিমাণ ক্ষমা করিয়া দিবে, আল্লাহও তাহার সেই পরিমাণ পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ইব্ন জারীর (র)......জারীর ইব্ন আবদুল হামীদ হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের উভয়ের বর্ণনার সূত্র হইলেন মুগীরা (রা)।

ইমাম আহমদ (র)......জনৈক সাহাবী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক সাহাবী (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কাহারো দ্বারা দেহে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া আঘাতকারীকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে ক্ষমা করিয়া দিবে, ইহা তাহার জন্য কাফফারা স্বরূপ পরিগণিত হইবে।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তাহারা যালিম।

এ সম্বন্ধে তাউস ও আতা হইতে পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা উভয়ে বলিয়াছেন ঃ কুফরের মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে, যুলমের মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে এবং ফিস্কের মধ্যেও প্রকারভেদ এবং পার্থক্য রহিয়াছে।

(٤٦) وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

(٤٧) وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

৪৬. "মরিয়ম তনয় ঈসাকে তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে উহাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। আর তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সত্যায়করূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাহাকে ইঞ্জীল দিয়াছিলাম। উহাতে ছিল পথ-নির্দেশ ও আলো।"

৪৭. "ইঞ্জীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহার বিধান দেয় না, তাহারা সত্য ত্যাগী।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَقَفَّيْنَا অর্থাৎ 'আমি তাহকে বনী ইসরাঈলদের অন্যান্য নবীগণের উত্তরসুরী করিয়াছিলাম।' بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ অর্থাৎ 'মরিয়ম তনয় ঈসা (আ) তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতকে বিশ্বাস করিতেন এবং উহার হুকুম অনুযায়ী লোকদের বিচার নিষ্পত্তি করিতেন।'

وَاٰتَيْنَاهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ অর্থাৎ 'তাহাকে ইঞ্জীল দিয়াছিলাম যাহাতে ছিল পথ-নির্দেশনা ও আলো।' অর্থাৎ তাহাতে ছিল সত্যের প্রতি হিদায়াত এবং উহার আলো দ্বারা উদ্ভাসিত কঠিন ও জটিল বিষয়সমূহের সমাধান।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ -'উহা পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সত্যতা সমর্থন করিত। অর্থাৎ ইঞ্জীলের সংগে বৈপরীত্যহীন তাওরাতের সকল বিষয় তাহারা অনুসরণ করিত। ইয়াহূদীদের সংগে মাত্র কতিপয় ব্যাপারে তাহাদের মতভেদ ছিল। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ 'আমি তোমাদের জন্য এমন কতগুলি বস্তু হালাল করিব যাহা পূর্বে তোমাদের প্রতি হারাম ছিল।'

ইহার ভিত্তিতে আলিমদের একটি মশহূর উক্তি রহিয়াছে যে, ইঞ্জীল তাওরাতের কতিপয় নির্দেশকে রহিত করিয়াছিল।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ 'ইঞ্জীলকে আমি হিদায়াত স্বরূপ দিয়াছিলাম, উহা দ্বারা লোকজনকে হিদায়াত করিত। পরন্তু তাহাকে আমি ইঞ্জীল দিয়াছিলাম উপদেশ স্বরূপ, যদ্বারা অবৈধকর্মে লিপ্তজনদের জন্য ভীতি প্রদর্শন করিত এবং মুত্তাকীগণ উহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করিত।' অর্থাৎ যাহারা

আল্লাহ্কে ভয় করিত এবং তাঁহার সাবধান বাণী ও আযাবের ভয়ে ভীতিগ্রস্ত থাকিত, ইঞ্জীল তাহাদের পথের দিশা ছিল।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ অর্থাৎ 'ইঞ্জীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয়।' কেহ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ আয়াতাংশের اهل -এর লামের উপর যবর দিয়াছেন এবং وليحكم -এর 'লামকে' লামে كى -এর অর্থে ব্যবহার করিয়অছেন। তখন অর্থ দাঁড়ায়, আমি ঈসাকে এই জন্যই ইঞ্জীল প্রদান করিয়াছি যে, সে যেন তাহার অনুসারীদিগকে তদনুযায়ী পরিচালিত করে।

পক্ষান্তরে যদি প্রসিদ্ধ পঠনরীতি অনুযায়ী وليحكم -এর লামকে জযম দ্বারা পড়া হয়, তবে উহা লামে امر -এর অর্থ দেয়। তখন অর্থ দাঁড়ায় যে, তাহাদের উচিত তাহারা যেন ইঞ্জীলের সকল হুকুমের উপর ঈমান আনে এবং যেন সেই অনুযায়ী ফয়সালা করে। পরন্তু উহাতে মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের যে সুসংবাদ আসিয়াছে, তাঁহার আবির্ভাব ঘটিলেই যেন তাহারা তাঁহার সত্যতা স্বীকার করে এবং তাঁহাকে অনুসরণ কেরে।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

অর্থাৎ 'হে আহলে কিতাব! যে পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিকট হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইবে, সে পর্যন্ত তোমরা কিছুরই বিশ্বাসী নহ।'

অন্যাত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَ هُمْ فِى التَّوْرَاةِ

অর্থাৎ 'যাহারা এই রাসূল ও উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যাহার সম্পর্কে তাহারা তাহাদের নিকট লিখিত তাওরাতে সুসংবাদ পাইয়াছে।'

এই আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছে ঃ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ 'তাহারাই সফলকাম।'

তাই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَا سِقُوْنَ.

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তাহারা আল্লাহ্র আনুগত্য হইতে বহির্গত, মিথ্যার চক্রে তাহারা আবর্তিত এবং সত্য তাহাদের নিকট পরিত্যাক্ত। পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, এই আয়াতটি নমরূদ সম্বন্ধেও নাযিল হইয়াছিল।

(٤٨) وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۙ

(٤٩) وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۝

(٥٠) اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۠

৪৮. "তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তদ্দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।"

৪৯. "আর তুমি তদ্দ্বারা বিচার নিষ্পত্তি কর যাহা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তোমাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না। আর তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক যাহাতে আল্লাহ্ যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহারা তাহার কিছু হইতে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ যে, তাহাদের কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহেন এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্য-ত্যাগী।"

৫০. "তবে কি তাহারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে ? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে উত্তম ?"

তাফসীর ঃ এতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা সেই তাওরাত সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন যাহা মূসা কালীমুল্লাহর প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল। উহাতে তিনি ইয়াহূদীগণকে উহার যথাযথ অনুসরণ করার আদেশ করিয়াছিলেন। তখন ইঞ্জীলের প্রসঙ্গ শুরু করিয়া বলা হইয়াছে যে, উহার অনুসারীদিগকে উহার নির্দেশসমূহের যথাযথ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন যাহা তিনি স্বীয় বান্দা ও রাসূলের উপর নাযিল করিয়াছেন। তাই বলেন ঃ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ –'তোমার

প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করিয়াছি।' অর্থাৎ উহা যে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ –'উহা পূর্বে অবতীর্ণ সকল কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক।' অর্থাৎ ইহার পূর্বেকার কিতাবসমূহে ইহার আলোচনা ও প্রশংসা করা হইয়াছিল যে, উহা অতি সত্বর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাঁহার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ হইবে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার পূর্বাভাস অনুসারেই কুরআন অবতীর্ণ হয়। ফলে প্রত্যেক বিশ্বাসী, যাহারা আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ করে এবং তাঁহার রাসূলগণের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ও দূরদৃষ্টির অধিকারী, কুরআনের প্রতি স্বভাবতই তাহাদের বিশ্বাস বাড়িয়া যায়।

যেমন তিনি অন্যত্র বালিয়াছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً.

অর্থাৎ 'ইহার পূর্বে যাহাদিগকে ইলম দান করা হইয়াছিল তাহাদের সামনে যখন উহা পাঠ করা হয়, তখন থুতনি ভর করিয়া তাহারা সিজদায় লুটিয়া পড়ে এবং বলিতে থাকে, আমাদের প্রভু পবিত্র এবং আমাদের প্রভুর কৃত ওয়াদা অবশ্যই বাস্তব।'

وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ বলিয়াছেন যে, কুরআন (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের) সংরক্ষক স্বরূপ।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ المهيمن। অর্থ الامين। অর্থাৎ কুরআন শরীফ তাহার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সংরক্ষক।

ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, আতীয়া, হাসান, কাতাদা, আতা খুরাসানী, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ ভাবার্থ বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জুরাইজ বলেন ঃ কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সংরক্ষক। তাই পূর্ববর্তী গ্রন্থ-সমূহের যে অংশ ইহার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে, সেইটুকু সত্য এবং যে অংশ অসামঞ্জস্যপূর্ণ দেখা যাইবে, তাহা বাতিল ও পরিত্যাজ্য হইবে।

ওয়ালিবী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ اَلْمُهَيْمِنُ। অর্থ شَهِيْدٌ অর্থাৎ সাক্ষীস্বরূপ। মুজাহিদ, কাতাদা এবং সুদ্দীও ইহা বালিয়াছেন।

আওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ مُهَيْمِنًا মানে حَاكِمًا অর্থাৎ ইহা পূর্ববর্তী সকল কিতাবের বিচারক স্বরূপ।

উল্লেখ্য যে, আলোচিত শব্দগুলি প্রায় সমার্থক। কেননা মুহাইমিন দ্বারা আমীন, শাহিদ এবং হাকিম সবই বুঝায়। অর্থাৎ কুরআনে কারীমই সর্বশেষ, চূড়ান্ত ও সুনিপুণভাবে বিন্যস্ত এক পরিপূর্ণ কিতাব। ইহার পূর্ববর্তী কিতাবগুলির যত বৈশিষ্ট্য ছিল, একক কুরআনের মধ্যে উহার সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে। উপরন্তু উহার মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে যাহা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে ছিল না। তাই এই কুরআন একাধারে সাক্ষী, সংরক্ষক ও সমন্বয়কারী বলিয়া খ্যাত। এই পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ্ স্বয়ং সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বালিয়াছেন ঃ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ।

'এই উপদেশময় কিতাব আমিই অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই ইহার সংরক্ষণকারী।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহারা সকলে বলিয়াছেন ঃ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থ হইল, মুহাম্মদ (সা) কুরআনের সংরক্ষক। অবশ্য অর্থগতভাবে কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু ভাষাগতভাবে কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হয়। পরন্তু এমন অভিনব অর্থ করার বেলায়ও সন্দেহ থাকিয়া যায়। সর্বোপরি প্রথম অর্থটিই সহীহ। মুজাহিদ (র) হইতে আবূ জাফর ইব্ন জারীর (র) এই অর্থ বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করেন যে, আরবী ভাষার গতি-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া উক্ত আয়াতাংশের ভাবার্থ ইহা হইতে পারে না। তাই এমন অর্থ করা ভুল হইবে। কেননা مهيمن এর عطف হইয়াছে مصدق -এর উপর। সুতরাং مصدق যাহার বিশেষণ مهيمن -ও তাহার বিশেষণ হইবে। আর যদি মুজাহিদের অর্থ সঠিক বলিতে হয়, তবে কুরআনের বাক্যটি এমন হওয়া উচিত ছিল ঃ

وانزلنا اليك الكتاب بلحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه

অর্থাৎ 'আতফ' ছাড়া হওয়া উচিত ছিল।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

'সুতরাং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদুনসারে তুমি তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও।'

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আরব, আজম, উম্মী, কিতাবী যে স্থান বা যে সম্প্রদায়ের লোকই হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার নিষ্পত্তি কর। উক্ত বিধান তোমার পূর্ববর্তী নবীদের মাধ্যমে প্রদত্ত হউক বা তোমার প্রতি নাযিলকৃত শরীআত হউক। তবে যাহা রহিত করা হইয়াছে তাহা নহে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী (সা)-কে এই আয়াতের মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, আপনি ইচ্ছা করিলে তাহাদের ব্যাপারে বিচার করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে নাও করিতে পারেন। কিন্তু এই নির্দেশ পরিবর্তন করিয়া পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَائَهُمْ -

'কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি কর।' অর্থাৎ ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একমাত্র কুরআন অনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَائَهُمْ 'তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না।' অর্থাৎ তাহাদের বিধানে তাহারা নিজেদের পক্ষ হইতে যাহা সংযোজন করিয়াছে সেই অনুসারে বিচার করিয়া এবং তাহাদের খেয়াল-খুশির বশবর্তী হইয়া আল্লাহর বিধানের বরখেলাফ করিও না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَائَهُمْ عَمَّا جَائَكَ مِنَ الْحَقِّ -

অর্থাৎ 'অজ্ঞরা নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী যে বিধান তৈরি করিয়াছে, কোন কারণেই তুমি তাহা অনুসরণ করিতে গিয়া আল্লাহর নির্দেশিত বিধান হইতে বিচ্যুত হইও না।'

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا

তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করিয়াছি।'

ইবন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ مِنْهَاجًا মানে سبيلا অর্থাৎ পথ।

আবূ সাঈদ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ مِنْهَاجًا মানে سنة অর্থাৎ পন্থা।

আওফী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا -এর অর্থ হইল سبيلا وسنة অর্থাৎ পথ ও পন্থা।

মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান বসরী, কাতাদা, যাহ্‌হাক, সুদ্দী ও আবূ ইসহাক, সুবাইয়া (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا এর অর্থ হইল سبيلا وسنة অর্থাৎ পথ ও পন্থা।

আতা খুরাসানী ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ شرعة অর্থ سنة এবং منهاجا অর্থ سبيلا

তবে প্রথমোক্ত অর্থই গ্রহণযোগ্য। মূলত شرعة ও شريعة একই। উহা কোন কিছু শুরু করাকে বলা হয়। যথা বলা হয়, شرع অর্থাৎ শুরু করিয়াছে। নদীর তীরবর্তীদের জন্য নির্মিত ঘাট বা পানির তীর হইতে শুরু হওয়া কোন জিনিসকে شريعة বলে।

منهاج অর্থ সহজ ও সুস্পষ্ট পথ। পথ চলার বিভিন্ন পদ্ধতি অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়। মোট কথা شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا -এর অর্থ দাঁড়ায় পথ ও পদ্ধতি। এই অর্থই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উম্মতের বিভিন্নতা এবং দীনের বিভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়া বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলগণের প্রতি যে বিভিন্ন আইন ও বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন, উহার মূল ভিত্তি ছিল একই তাওহীদের উপর।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর রিওয়ায়াতে সহীহ বুখারীতে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'আমরা নবীর দল পরস্পরের বৈমাত্রেয় ভাই। আমাদের সকলের দীন এক।' অর্থাৎ তাওহীদের দাওয়াত নিয়েই তাঁহারা প্রেরিত হইতেন এবং প্রত্যেকটি কিতাবের মূল বিষয় এই তাওহীদই ছিল। যথা আল্লাহর তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّه لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বে আমি যত রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদের প্রতি এই প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, আমি ছাড়া কোন প্রভু নাই। সুতরাং তোমার আমারই ইবাদত কর।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠাইয়া এই নির্দেশ দিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবে এবং তাগূতের আনুগত্য হইতে বিরত থাকিবে।'

অবশ্য প্রত্যেক শরী'আতের মধ্যে আদেশ ও নিষেধের পার্থক্য ছিল। যেমন এক শরী'আতের একটি বিষয় হারাম ও অন্য শরী'আতে তাহা হালাল ছিল। অথবা ইহার উল্টা ছিল। অথবা এক শরী'আতে কোন বিষয় হালকা ছিল অন্য শরীআতে উহার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এই বিভিন্নতার মধ্যে ছিল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইহা প্রমাণিত ছিল সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা।

কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবাহ আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ প্রত্যেকটি পথ ও পদ্ধতি ভিন্ন ছিল। তাওরাতের শরী'আত এক ধরনের ছিল, ইঞ্জীলের শরী'আত এক ধরনের ছিল এবং কুরআনের শরী'আত অন্য ধরনের। প্রত্যেক গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছামত হালাল-হারাম বিধান করিয়াছেন যাহাতে তিনি প্রত্যেক যুগে তাঁহার অনুসারী ও বিরোধীদেরকে চিহ্নিত করিতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, তাওহীদ বিরোধী কোন দীন আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। প্রত্যেক নবী তাওহীদের বাণী নিয়াই প্রেরিত হইয়াছিলেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতাংশে এই উম্মতকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ইহার যথার্থ অর্থ হইল, হে উম্মত সকল! আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য কুরআনকে শরী'আত তথা মুক্তির চাবিকাঠি হিসাবে প্রণয়ন করিয়াছি। তাই প্রত্যেকের উহা অনুসরণ করা অবশ্য জরুরী।

এই ব্যাখ্যামতে لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ -এর جعلناهُ -তে هُ সর্বনাম উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ কুরআনই জীবন ব্যবস্থা এবং জীবন পরিচালনার পন্থা। উহা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার একমাত্র সঠিক উপায় তথা একমাত্র সুস্পষ্ট তরীকা ও মাসলাক। মুজাহিদ হইতে ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে প্রথম উক্তিটিই সঠিক। কেননা ইহার পরেই বলা হইয়াছে ঃ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً অর্থাৎ 'ইচ্ছা করিলে আল্লাহ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন।'

যদি এই আয়াতাংশ বর্তমান উম্মতকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইত, তবে আয়াতাংশটি وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَهُمْ أُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ এই ধরনের হইত। কিন্তু ইহাতে সর্বকালের সকল জাতিকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে সর্বকালের সকল জাতিকে একই ধারায় ও বিধানে একত্রিত ও পরিচালিত করিতে পরিতেন, এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার অসীম ক্ষমতার কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাহা করেন নাই। তিনি প্রত্যেক রাসূলকে পৃথক সংবিধান দিয়াছেন এবং পরবর্তী রাসূলকে পূর্ববর্তী রাসূলের সংবিধান হইতে কিছুটা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিয়া প্রদান করিয়াছেন। কোন রাসূলকে পূর্ববর্তী সকল রাসূল হইতে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত এক স্বতন্ত্র ধরনের সংবিধান প্রদান করিয়াছেন। যেমন শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ সংবিধান প্রদান করিয়াছেন এবং মুহাম্মদ (সা)-কে খাতামুল আম্বিয়া হিসাবে মনোনীত করা হইয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا اٰتَاكُمْ -

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের সংবিধান প্রদান করিয়াছেন যাহাতে তিনি প্রত্যেক যুগে তাঁহার অনুসারী ও বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে চিহ্নিত করিতে পারেন এবং তাহাদিগকে শাস্তি দিতে ও পুরস্কৃত করিতে পারেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন কাছীর فِيْ مَا اٰتٰكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ এখানে 'যাহা দিয়াছেন' অর্থ হইল কিতাবে যাহা দিয়াছেন। তাই সকলের উচিত নেকী ও কল্যাণের দিকে দৌড়াইয়া আসা। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ 'সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর।' তাহা হইল আল্লাহর আনুগত্য করা এবং পূর্বাদেশ রহিতকারী আয়াতসমূহের নির্দেশ মান্য করা। আর কুরআনের উপর এই বিশ্বাস রাখা যে, ইহা সর্বশেষ আসমানী কিতাব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ। অর্থাৎ হে লোকসকল! তোমাদের সকলকে আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে এবং তাঁহার নিকটে কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হইতে হইবে।

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ –

অর্থাৎ 'তোমাদের মতভেদের মধ্যে সত্য মতটি সম্পর্কে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন। অতঃপর সত্যাবাদীদেরকে তাহাদের সত্যের জন্য পুরস্কৃত করিবেন এবং প্রমাণহীন বাতিলপন্থী ও সত্য উপেক্ষাকারী কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করিবেন। শুধু তাহাই নহে, বরং সেই দিন তিনি সত্যের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ পেশ করিবেন।

যাহহাক (র) বলেন ঃ فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ আয়াতাংশে উম্মতে মুহাম্মদীকেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে প্রথমোক্ত অর্থটিই উত্তম ও স্পষ্ট।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ

অর্থাৎ 'আর আমি নির্দেশ দিতেছি যে, তুমি তাহাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এই কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করিবে এবং তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবে না।' ইহা দ্বারা পূর্ববর্তী বক্তব্যকে জোরদার করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধানের বিপরীত কোন মীমাংসা করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

অর্থাৎ তুমি তোমার শত্রু ইয়াহূদীদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। কেননা তাহারা সত্য গোপন করে এবং আদেশকে নিষেধে রূপান্তরিত করে। তাই তাহাদের চক্রান্তে পতিত হইও না। তাহারা মিথ্যাবাদী কাফির এবং খেয়ানাতকারী।

فَاِنْ تَوَلَّوْا - 'তাহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয়।' অর্থাৎ এই বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা হইলে তাহা তাহারা যদি না মানে এবং যদি শরী'আতের বিরোধিতা করে-

فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ

অর্থাৎ তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ স্বীয় কুদরত ও হিকমতের দ্বারা তাহাদেরকে হিদায়াত হইতে বিচ্যুত করিবেন এবং তাহাদের কলংকময় কার্যের কারণে তাহাদিগকে অবশ্যই তিনি শাস্তি দিবেন। ফলে তাহারা অন্ধকার ও ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হইবে।

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُوْنَ

অর্থাৎ 'সত্যের বিরোধিতা করার কারণে অধিকাংশ লোক আল্লাহর আনুগত্য হইতে বিদূরীত হইতেছে।'

যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ 'তুমি অধিকাংশ লোক মু'মিন হওয়ার লোভ করিলেও তাহারা মু'মিন নয়।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'তুমি যদি বিশ্বের অধিকাংশ লোকের কথা মানিয়া চল তাহা হইলে তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবে।'

ইব্‌ন ইসহাক (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ কা'ব ইব্‌ন আসাদ, ইব্‌ন সালুবা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সূরিয়া ও শাম ইব্‌ন কায়স প্রমুখ ইয়াহূদীদের কয়েকজন নেতা তাহাদের একটি বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য পরামর্শ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলে, হে মুহাম্মদ! আপনি জানেন যে, আমরা ইয়াহূদীদের পুরোহিত এবং তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত। আমরা যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি তবে ইয়াহূদীদের সকলেই আপনার আনুগত্য স্বীকার করিবে; কেহই আর বিরোধিতা করিবে না। তাই বলিতেছি, আমাদের মধ্যে একটি বিবাদ রহিয়াছে, যদি আপনি সেই বিবাদটির ফয়সালা আমাদের মতানুসারে করেন, তাহা হইলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব এবং আপনার সত্যতা স্বীকার করিয়া নিব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইহার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَائَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

ইব্‌ন জারীর এবং ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ.

'তবে কি তাহারা জাহিলী যুগের বিচার ব্যবস্থা কামনা করে ? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে উত্তম ?'

ইহা দ্বারা সেই সব লোকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে যাহারা আল্লাহর বিধান হইতে দূরে থাকে। অথচ বিধানে রহিয়াছে সকল অন্যায় ও অবৈধতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মীমাংসা এবং সকল অকল্যাণ ও অমঙ্গল সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা। এই কল্যাণময় বিধান উপেক্ষা করিয়া যাহারা খেয়াল-খুশি ও প্রচলিত সামাজিক নিয়মানুযায়ী লোকদের জন্য ভিত্তিহীন ও শরী'আত বিরোধী আইন-কানুন রচনা করে, তাহারাই বিভ্রান্ত। যথা জাহিলী যুগে মুশরিকরা অজ্ঞতা ও খেয়াল-খুশিমত আইন তৈরি করিত। তাতাররা রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে চেংগিজ খানের অনুসরণ করে। তাহাদিগকে আল-ইয়াসিক আইন তৈরি করিয়া দিয়াছিল। উহা ইয়াহূদী, নাসারা এবং ইসলামী বিধানসমূহ হইতে নির্বাচন করিয়া তৈরি করা হইয়াছিল। তবে কিছু বিধান উহার মস্তিষ্কপ্রসূত

ছিল। উহাকে তাহারা ইসলামী বিধানের মুকাবিলায় প্রাধান্য ও যথেষ্ট উন্নত এবং যুগোপযোগী বলিয়া মনে করিত। তাই যে বা যাহারা তদ্রূপ করিবে, তাহারা কাফির বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। তাহাদিগকে হত্যা করা ওয়াজিব হইয়া দাঁড়াইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল নির্দেশিত পথে প্রত্যাবর্তন না করিবে এবং ছোট-বড় সকল ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আইন মুতাবিক বিচার নিষ্পত্তি না করিবে, ততক্ষণ তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালাইতে হইবে।

তাই আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ অর্থাৎ 'তবে তাহারা কি আল্লাহর বিধান ছাড়িয়া অকল্যাণময় জাহিলী বিধানের সন্ধান করে ?'

وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে বুঝে, উহার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে জানে যে, আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম বিচারক এবং আল্লাহ তাঁহার বান্দার প্রতি এতটা করুণাশীল যতটা কোন মা তাহার সন্তানের প্রতিও নহে। তদুপরি সমস্ত বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁহার রহিয়াছে সম্যক জ্ঞান, সমস্ত বস্তুর উপর তাঁহার রহিয়াছে একচ্ছত্র অধিকার এবং প্রত্যেক ব্যাপারে তিনি ন্যায়পরায়ণ। তাঁহার চেয়ে ন্যায়বিচারক আর কে হইতে পারে ?

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বলেন ঃ যে লোক আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধানমতে বিচার নিষ্পত্তি করে, সে মূর্খদের মত বিচার করে।

ইউনুস ইব্ন আবদুল্লাহ (র)......ইব্ন আবূ নাজীহ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবূ নাজীহ বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি তাউসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি কি আমার সন্তানদের কাহাকেও বেশি দান করিতে পারি ? তখন তিনি তাহার জিজ্ঞাসার জবাবে এই আয়াতাংশ পাঠ করেন ঃ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ 'তবে কি তাহারা প্রাক-ইসলামী যুগের বিচার ব্যবস্থা কামনা করে ?'

আবুল কাসিম তাবারানী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় শত্রু যে ব্যক্তি ইসলামী বিধানের মধ্যে জাহিলিয়াতের নিয়ম-কানুন সন্ধান করে এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। আবুল ইয়ামানের সনদে বুখারী এই হাদীসটি কিছুটা বর্ধিত আকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫১) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(৫২) فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰۤى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَاۤ اَسَرُّوْا فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۝

(৫৩) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

৫১. "হে মুমিনগণ! ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই একজন হইবে। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

৫২. "আর যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে, তাহাদিগকে তুমি শীঘ্রই তাহাদের সহিত এই বলিয়া মিলিত হইতে দেখিবে যে, আমাদের আশংকা হয়, আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিবে। হয়ত আল্লাহর তরফ হইতে বিজয় অথবা এমন কিছু দিবেন যাহাতে তাহাদের অন্তরে যাহা গোপন রাখিয়াছিল, তজ্জন্য অনুতপ্ত হইবে।"

৫৩. "এবং মু'মিনগণ বলিবে, ইহারাই কি আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে, তাহারা আমাদের সঙ্গেই আছে! তাহাদের আমল বরবাদ হইয়াছে। ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহারা মু'মিন বান্দাদিগকে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়া বলেন ঃ কেননা তাহারা ইসলামের শত্রু। তাহারা তোমাদের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করে।

এই জন্য আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ 'তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই একজন হইবে।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইয়ায (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

হযরত উমর (রা) আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ ফিরিস্তি একটি চামড়ায় লিখিয়া পাঠাইবার নির্দেশ দিলেন। তাহার একজন খ্রিস্টান কেরাণী ছিল। সে সেই ফিরিস্তি লিখিয়া তাহার সঙ্গে নিয়া গেল। উমর (রা) অবাক হইলেন। তিনি বলিলেন, এই হইল বিশ্বস্ত দপ্তর সংরক্ষক! তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমিই কি মসজিদে গিয়া সিরিয়া হইতে পাঠানো ফরমান পড়িয়া শুনাইয়াছ ? আবূ মূসা বললেন, না, সে তাহা পারে না। তিনি প্রশ্ন করিলেন, সে কি অপবিত্র ছিল ? আবূ মূসা বলিলেন, না বরং সে খ্রিস্টান। তখন উমর (রা) তাহাকে ধমকাইলেন এবং তাহার পশ্চাতে থাপ্পড় দিয়া বলিলেন, উহাকে বহিষ্কার কর। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! ইয়াহূদী ও নাসারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান (র)......মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতবা প্রত্যেককে ইয়াহূদী ও নাসারাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়িতে নিষেধ করিয়া বলেন, যে উহাদের সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করিবে, সে তাহার অজ্ঞাতে তাহাদের দলভুক্ত হইয়া যাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা ধারণা করিয়া নিই যে, তিনি يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ এই আয়াতের আলোকেই ইহা বলিয়াছেন।

আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইব্‌ন আব্বস (রা) আরবের খ্রিস্টানদের যবেহকৃত পশু খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন, খাও। তবে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের

মধ্যে যে ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে, নিশ্চয়ই সে তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইবে।' আবূ-যিনাদ হইতেও এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

অর্থাৎ 'যাহাদের অন্তরে সন্দেহ ও নিফাক রহিয়াছে, তাহারা গোপনে ও প্রকাশ্যে তাহাদের বন্ধু ও সমমনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে।'

يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ 'তাহারা গিয়া বলে, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিবে।' অর্থাৎ তাহারা এই বলিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যে, দুর্ভাগ্যবশত যদি কাফিররা মুসলমানদের উপর বিজয়ী হয়, তখন ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা তাহাদের উপকারে আসিবে। ইহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ অর্থাৎ 'হয়ত আল্লাহ অচিরেই মুসলমানদেরকে বিজয় দান করিবেন।'

সুদ্দী (র) ইহার ভাবার্থে বলেন ঃ ইহা দ্বারা মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

অনেকে বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা মুসলমানদের হাতে শাসনভার আসার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ 'অথবা তিনি মুসলমানদের বিশেষ কিছু ক্ষমতা দিবেন।'

এই আয়াতাংশের ভাবার্থে সুদ্দী (রা) বলেন ঃ ইহা দ্বারা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের নিকট হইতে মুসলমানদের জিযিয়া আদায়ের ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে।

فَيُصْبِحُوْا অর্থাৎ মুনাফিকদের যাহারা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সহিত সম্পর্ক রাখিবে।

عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ আজ যে সকল মুনাফিকের চক্রান্ত ধরা পড়িতেছে না, মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত লিপ্ত থাকিয়াও যাহারা বহাল তবিয়াতে রহিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগকে শোনিতাশ্রু বহাইতে হইবে। সেই দিন আল্লাহ তাহাদের চক্রান্ত মু'মিনদের নিকট ফাঁস করিয়া দিবেন। তখন মুসলমানরা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিবে, ইহারা কি তাহারা, যাহারা শপথ করিয়া আমাদিগকে বলিত, আমরা তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছি! শেষ পর্যন্ত তাহাদের মিথ্যা ভেল্কীবাজী ও চক্রান্তসমূহ প্রকাশ হইয়া যাইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خَاسِرِيْنَ

উল্লেখ্য যে, وَيَقُوْلُ -এর পঠন নিয়া ইখতিলাফ রহিয়াছে। জমহূরের মত হইল واو সহ يَقُوْلُ পড়া। কেহ মুবতাদা হিসাবে লাম-এর উপর পেশ দিয়া পাঠ করেন। কেহ আতফ হিসাবে যবর দিয়া পাঠ করেন এবং فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ -এর উপর আতফ করেন। মদীনাবাসীরা واو বাদ দিয়া يَقُوْلُ الَّذِيْنَ পাঠ করেন। এই পঠন রীতি মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন জুরাইজ (র) বর্ণনা করেন।

এই আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধেও মতভেদ রহিয়াছে। সুদ্দী (র) বলেন ঃ ইহা দুইটি লোককে লক্ষ্য করিয়া নাযিল করা হইয়াছে। তাহাদের একজন ওহুদের যুদ্ধের পর তাহার এক

সাথীকে বলে, আমি ইয়াহূদীদের সহিত সম্পর্ক রাখি, যাহাতে ভবিষ্যতে কোন সুযোগমত আমি উহাদের সহযোগিতা পাই। অন্যজন বলে যে, আমি সিরিয়ার অমুক খ্রিস্টানের সহিত যোগাযোগ রাখি, যাহাতে সুযোগমত তাহার সাহায্য-সহযোগিতা পাইতে পারি। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاۤءَ

অর্থাৎ 'হে মু'মিন সকল ! ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।'

ইকরিমা (রা) বলেন ঃ 'এই আয়াতটি আবূ লুবাবা ইব্ন মুনযির সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে পাঠাইয়া বনী কুরায়যাদেরকে ডাকিয়াছিলেন, তখন বনী কুরায়যারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবেন ? তিনি তখন স্বীয় হস্তদ্বারা গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহাদেরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তোমাদিগকে তিনি হত্যা করিবেন। ইব্ন জারীর (র) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইব্ন সলূল সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। যথা ইব্ন জারীর (র)......আতীয়া ইব্ন সা'দ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আতীয়া ইব্ন সা'দ (র) বলেন ঃ উবাদা ইবনে সামিত (রা) বনী হারিস ইব্ন খাযরাজ গোত্র হইতে প্রস্থান করিয়া সোজা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বহু ইয়াহূদী বন্ধু রহিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়া দিলাম! কেননা তাহাদের বন্ধুত্ব অপেক্ষা আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বন্ধুত্ব শ্রেষ্ঠ মনে করি। উহার প্রেক্ষিতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলূল বলে, আমি অবশ্য ভূত-ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তাই আমি আমার পূর্বের বন্ধুদেরকে ত্যাগ করিতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, হে আবুল হুবাব! তুমি এই ব্যাপারে উবাদা ইব্ন সামিত হইতে কেন পিছপা হইতেছ ? অথচ তোমারও উহা করা উচিত। অতঃপর আলোচ্য আয়াত দুইটি নাযিল হয়।

ইব্ন জারীর (র)......যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন ঃ যখন বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয় ঘটে, তখন মুসলমানরা তাহাদের ইয়াহূদী বন্ধুদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, বদরের মত বিপর্যয় তোমাদের ভাগ্যেও ঘটিবে। উহার উত্তরে ইয়াহূদী নেতা মালিক ইব্ন সাইফ বলে যে, যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ কতক কুরায়শদের উপর বিজয় লাভ করিয়া অহংকারে মাতিয়া উঠিও না। যদি কখনো আমাদের সহিত তোমাদের যুদ্ধ হয়, তখন যুদ্ধ কাহাকে বলে দেখিবে। তখন উবাদা ইবনে সামিত (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের ইয়াহূদী বন্ধুদের অন্তর বড় কঠিন। যদিও তাহাদের অস্ত্র শানিত এবং তাহারা যুদ্ধবাজ, তবুও আমি তাহাদের বন্ধুত্ব ছিন্ন করিয়া আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতেছি। এখন হইতে একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই আমার প্রকৃত বন্ধু। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলে, আমি ইয়াহূদীর সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন করিব না। আমি ভাবিয়া কাজ করি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আবুল হুবাব! তুমি ইয়াহূদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া উবাদা হইতে নিচে নামিয়া গিয়াছ। অথচ তোমারও ইহা করা উচিত! এই কথোপকথনের প্রেক্ষিতে নাযিল হইল ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ প্রথম ইয়াহূদীদের বনূ কাইনুকা গোত্র তাহাদের এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা বলিয়াছেন যে, সেই গোত্রের বহু লোককে তাহাদের বিচারের ব্যাপারে নির্দেশ নাযিল না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (রা) বন্দী করিয়া রাখেন। যখন তাহাদের শাস্তি নির্ধারিত হয়, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূল তাহাদের পক্ষে সুপারিশ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আমার বন্ধুদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। ইহারা খাযরাজদের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করেন। সে আবারো বলিল, হে মুহাম্মদ! ইহাদের ব্যাপারে অনুগ্রহ করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করেন। সে আবারো বলিল, হে মুহাম্মদ! ইহাদের ব্যাপারে অনুগ্রহ করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া নিলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জামার এক প্রান্ত টানিয়া ধরে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ছাড়িয়া দাও। এই ধরনের আচরণের ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলেন, তোমার অমঙ্গল হউক, আমাকে রেহাই দাও। সে বলিল, না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বন্ধুদের ব্যাপারে অনুগ্রহ না করিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হইব না। তাহারা দলে বৃহৎ এবং এই পর্যন্ত তাহারা আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। আজ একদিনে এই বৃহৎ দলটি ধ্বংস হইয়া যাইবে শুনিয়া আমি ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভীষণভাবে শঙ্কিত। পরিশেষে হুযূর (সা) বলেন ঃ যাও, সব কিছু তোমার জন্যই হইল।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......উবাদা ইব্ন ওলীদ ইব্ন উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন ঃ যখন বনূ কাইনুকা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই তাহাদের পক্ষে সুপারিশ করে। কিন্তু উবাদা ইব্ন সামিত (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কোন রকমের সুপারিশ করিতে অস্বীকৃতি জানান। যদিও তিনি উবাই ইব্ন সলূলের মত বনী আউফ ইব্ন খাযরাজদের একজন বন্ধু ছিলেন। উপরন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ইচ্ছানুযায়ী উহাদের সহিত সম্পর্কে ছিন্ন করিয়াছি এবং আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছি। আজ হইতে আমি কাফিরদের বন্ধুত্ব সম্পর্ক হইতে মুক্ত ও পবিত্র। উবাদা ইব্ন সামিতের এই সিদ্ধান্ত এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইর উপরোক্ত ভূমিকার প্রেক্ষিতে সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াত তিনটি নাযিল করা হয়।

ইমাম আহমদ (র)......উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই রোগ শয্যায় শায়িত অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে তাহাকে দেখিতে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন, আমি তোমাকে ইয়াহূদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। উত্তরে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলে, আসআদ ইব্ন যুরারা ইয়াহূদীর প্রতি চরম শত্রতা পোষণ করিত। কিন্তু তাহাকেও মরিতে হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের সনদে আবূ দাউদ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٥٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

(٥٥) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ○

(٥٦) وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○

৫৪. "হে মু'মিনগণ! তোমাদের কেহ দীন হইতে ফিরিয়া গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন ও তাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে। তাহারা মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হইবে। তাহারা আল্লাহর পথে জিহাদ করিবে ও কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করিবে না। ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।"

৫৫. "তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণ, যাহারা বিনীতভাবে সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়।"

৫৬. "কেহ আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মুমিনদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হইবে।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অসীম শক্তির সংবাদ দিয়া বলেন, যদি কেহ তাঁহার দীনের সহযোগিতা করিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং দীন প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, তবে আল্লাহ অতি সত্বর তাহার পরিবর্তে এমন কতক লোক নিয়োজিত করিবেন যাহারা বাতিলের মুকাবিলায় লৌহ প্রাচীরের ন্যায় মযবূত হইবে এবং দীন প্রতিষ্ঠায় প্রাণপাত করিবে।

যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ

অর্থাৎ 'যদি তোমরা মুখ ফিরাও তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে ভিন্ন সম্প্রদায় আনিবেন। তাহারা তোমাদের মত হইবে না।'

আল্লাহ অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ -وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

অর্থাৎ 'তিনি যদি চাহেন তো তোমাদিগকে সরাইয়া নতুন সৃষ্টি নিয়া আসিবেন এবং তাহা করিতে তিনি অক্ষম নহেন।'

এই স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَاۤ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ
'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে যদি কেহ দীন হইতে বিমুখ হয়।' অর্থাৎ হক ত্যাগ করিয়া যদি বাতিলের দিকে ধাবিত হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব বলেন, ইহা কুরায়শ নেতৃবর্গের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ এই আয়াতটি সেই ধরনের লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে যাহারা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে বিদ্রোহ করিয়াছিল। তাই এই আয়াতের দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ 'তাহা হইলে আল্লাহ সত্বর এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং তাহারাও তাঁহাকে ভালবাসিবে।'

হাসান বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! এই আয়াতাংশে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-সহ অন্যান্য সাহাবীদের কথা বলা হইয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) বলেন যে, আমি আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ فَسَوْفَ يَاْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ এই আয়াতাংশে আহলে কাদিসিয়ার কথা বলা হইয়াছে।

মুজাহিদ হইতে লাইস ইব্‌ন আবূ সুলায়ম বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতাংশে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা হইল বৃহত্তর সাবা গোত্রের কোন এক সম্প্রদায়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লেখিত সম্প্রদায় প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহারা হইল ইয়েমেনের কিনদাহ ও সুকুন গোত্রের লোক।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ ইহারা হইল ইয়েমেনের কিনদাহ, সুকুন ও তুজীব গোত্রসমূহের লোকজন। তবে এই হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ যখন فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ –আয়াতাংশ নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, উহারা এই লোকটির কওমের লোক। শু'বার সনদে ইব্‌ন জারীরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পরের আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ.

'তাহারা মুমিনের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হইবে।'

এই আয়াতাংশে পরিপূর্ণ মুমিনের দুইটি বৈশিষ্ট্য বলা হইয়াছে। এক, তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী থাকিবে। দুই, তাহারা কাফিরদের প্রতি থাকিবে অত্যন্ত কঠোর। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-ও তাঁহার সঙ্গীরা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেরা একে অপরের প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র।'

ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি তাঁহাদের অনুগামীদের সামনে সদা হাসিমুখে থাকেন এবং শত্রুদের সামনে থাকেন বীরোচিত গাম্ভীর্য নিয়া।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ

'তাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করিবে না।'

অর্থাৎ মুমিনরা আল্লাহ্র আনুগত্য পালন করিতে, দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করিতে, শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধ করিতে, ন্যায়ের আদেশ করিতে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে ভীরুতা প্রকাশ করে না। তেমনি তাহারা জিহাদের ময়দান হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না, কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না এবং তাহারা সত্যের পথে অগ্রসর হইতে ক্লান্তি অনুভব করে না।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ আমাকে আমার প্রিয়তম বন্ধু রাসূল (সা) সাতটি কাজের আদেশ করিয়াছেন। তিনি আমাকে মিসকীনদিগকে ভালবাসিতে ও তাহাদের সঙ্গে উঠাবসা করিতে, নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি দৃষ্টি দিতে ও নিজের চেয়ে উপরস্থ লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিতে, আত্মীয়রা সম্পর্ক না রাখিলেও তাহাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখিতে, কাহারও নিকট ভিক্ষা না চাহিতে, তিক্ত হইলেও সত্য কথা প্রকাশ করিতে, আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করিতে, আর অধিক হারে لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছেন। কেননা ইহার ভাণ্ডার হইল আরশের নীচে অবস্থিত।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ মুসান্না (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মুসান্না (র) বলেন ঃ আবূ যর (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে সাতটি বিষয়ের উপর পাঁচবার দীক্ষা দিয়াছেন। সাতবার আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া আমি এই কথাটি বলিয়াছি যে, আল্লাহর পথে চলিতে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করিব না। আবূ যর (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ডাকিয়া বলেন ঃ বেহেশতের বিনিময়ে তুমি কি আমার হাতে দীক্ষা নিবে ? আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়া হাতখানা তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিলে তিনি বলেন ঃ শর্ত হইল, তুমি কাহারো নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিবে না। আমি বলিলাম, হ্যাঁ, ঠিক আছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমার সাওয়ারীর পিঠ হইতে যদি একটি চাবুকও পড়িয়া যায়, তবুও না। অর্থাৎ সামান্য একটি চাবুকও যদি সাওয়ারীর উপর হইতে নীচে পড়িয়া যায়, তবুও কাহারো সাহায্য নিবে না, বরং নিজেই নামিয়া উহা তুলিয়া লইবে।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সাবধান! চক্ষুলজ্জা ও সমালোচনার ভয়ে কেহ যেন সত্য বলা হইতে বিরত না থাকে। কেননা মৃত্যুকে কেহ আগাইয়া নিয়া আসিতে পারে না এবং রিযিককে বাধা দিতে পারে না। অর্থাৎ সময়-সুযোগে সত্য বলিবে এবং আল্লাহর গুণগান করিবে – কাহারো এই অপেক্ষা না করা উচিত। একমাত্র আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর বিধান বিরোধী কোন কাজ করিতে কাহাকেও দেখার পর নিজেকে দুর্বল মনে করিয়া যদি উহার প্রতিবাদ না করে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, উহার প্রতিবাদ করিতে তোমাকে কে বিরত রাখিয়াছিল ? সে বলিবে, মানুষের ভয়ে আমি প্রতিবাদ করি নাই, নীরব ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমার ভয় করার বিষয়ে আমি বেশি হকদার ছিলাম। আমর ইব্‌ন মুররা হইতে আ'মাশের হাদীসে ইব্‌ন মাজাহও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন মাজাহ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (া) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে বহু প্রশ্ন করিবেন। উহার মধ্যে এই প্রশ্নটিও করা হইবে যে, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার চোখের সামনে অন্যায় সংঘটিত হইতে দেখিয়াছ, কিন্তু তুমি উহার প্রতিবাদ করো নাই কেন ? তখন সে উত্তরে দলীল হিসাবে দাঁড় করাইবে যে, হে প্রতিপালক! আমি আপনার প্রতি ভরসা করিয়াছিলাম এবং লোক ভয়ে নীরব ছিলাম।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, কোন মুমিনের জন্য উচিত নয় যে, নিজেকে লাঞ্ছিত করিবে। তখন এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিজেকে লাঞ্ছিত করা অর্থ কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ অর্থ হইল, এমন ধরনের বিপদ নিজের কাঁধে তুলিয়া নেওয়া যাহা বহন করিবার শক্তি তাহার নিজের না থাকে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

'ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন।' অর্থাৎ কাহারো মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী বিদ্যমান থাকা মানে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাওফীকপ্রাপ্ত হওয়া।

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহ অতি প্রশস্ত এবং তিনি স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা অবৈধ বিষয় প্রত্যাখ্যানকারীকে তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ দানে সিক্ত করেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ 'তোমাদের বন্ধু ইয়াহূদীরা নয়; বরং তোমাদের বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদের সহিত।'

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ 'যাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে।' অর্থাৎ সেই সকল মুমিন যাহাদের মধ্যে নামায কায়েম করার মত বিশেষ গুণ থাকে এবং যে ইবাদতের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার করে আর যাকাত প্রদান করে যাহা অক্ষম ও মিসকীনদের হক ও তাহাদের প্রয়োজন পূরণ করে।

وَهُمْ رَاكِعُوْنَ 'বিনত হইয়া।' কেহ ধারণা করেন যে, এই বাক্যটি وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ -এর حال হিসাবে আসিয়াছে। তখন অর্থ দাঁড়ায় যে, যাহারা রুকূ অবস্থায় যাকাত প্রদান করে।

যদি এই অর্থ নেওয়া হয় তবে রুকূর অবস্থায় যাকাত দেওয়া উত্তম বলিয়া প্রমাণিত হয়। অথচ কোন আলিম ও মুফতী এই অবস্থায় যাকাত দেওয়া উত্তম বলিয়া মনে করেন না।

এই অর্থ গ্রহণকারীরা একটি ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, এই আয়াতটি হযরত আলী (রা)-এর ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ একদা হযরত আলী (রা) রুকূ অবস্থায় থাকিতে এক ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলে তিনি সেই অবস্থায় তাঁহার আংটিটি খুলিয়া ভিক্ষুককে দিয়া দেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......উতবা ইব্ন আবূ হাকিম হইতে বর্ণনা করেন যে, উতবা ইব্ন আবূ হাকিম বলেন ঃ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই আয়াতটি হযরত আলী (রা)-সহ সকল মুমিনের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে।

আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)......সালমা ইব্ন কুহাইল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্ন কুহাইল (র) বলেন ঃ আলী (রা) রুকূ অবস্থায় একটি আংটি দান করিলে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

ইব্ন জারীর (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এই আয়াতটি আলী (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। কেননা তিনি একদা রুকূ অবস্থায় দান করিয়াছিলেন।

আবদুর রাযযাক (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আয়াতটি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদ হইতে বাহির হন। তখন বহু লোকজন নামায পড়িতেছিল। কেহ ছিল রুকূ অবস্থায়, কেহ ছিল সিজদা অবস্থায়, কেহ ছিল দাঁড়ান অবস্থায় এবং কেহ ছিল বসা অবস্থায়। ইতিমধ্যে একজন ভিক্ষুক আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ভিক্ষা চাহে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কেহ কি তোমাকে কিছু দিয়াছে ? ভিক্ষুক বলিল, হ্যাঁ, দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে দিয়াছে ? ভিক্ষুক বলিল, এই দাঁড়ান লোকটি দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) আবার জিজ্ঞাসা করেন, সে কোন্ অবস্থায় তোমাকে ভিক্ষা দিয়াছে ? ভিক্ষুক বলিল, তখন সে রুকূ অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে তোমাকে ভিক্ষা দিয়াছে সে তো আলী ইব্ন আবূ তালিব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নিকট বসিয়াই জোরে জোরে পড়িতেছিলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ

ইহার সনদ অসমর্থনযোগ্য।

উল্লেখ্য যে, আলী (রা), আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রা) ও আবূ রাফি (রা) প্রমুখের সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া এই সম্বন্ধে যত হাদীস রিওয়ায়াত করিয়াছেন, উহার প্রত্যেকটি রাবী অযোগ্যতা, অজ্ঞতা, মিথ্যাশ্রয়িতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে প্রত্যাখ্যাত এবং অসমর্থনযোগ্য।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মায়মূন ইব্ন মিহরানের সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, আলোচ্য আয়াতটি সকল মুমিনকে উদ্দেশ্য করিয়া নাযিল হইয়াছে বটে, তবে সর্বপ্রথম আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ জাফর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাফরের নিকট এই আয়াতটি উদ্ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই ঈমানদার কাহারা ? তিনি বলেন, যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা। অতঃপর তাহাকে বলা হয়, আমরা শুনিয়াছি যে, এই আয়াতটি আলী (রা)-এর ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। তিনি বলেন, হ্যাঁ, যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তিনিও তাহাদের একজন।

আসবাত (র)......সুদ্দী (র) হইতে বলেন ঃ অবশ্য এই আয়াতটি সকল মু'মিনকে উদ্দেশ্য করিয়াই নাযিল করা হইয়াছিল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল এই, তখন আলী (রা) মসজিদের মধ্যে রুকূ অবস্থায় ছিলেন। এমন অবস্থায় এক ভিক্ষুক গিয়া তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিলে তিনি তাঁহার হাতের আংটিটি খুলিয়া ভিক্ষুককে দিয়া দেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ইহাতে তাহাদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহা হউক, ইতিপূর্বে আমরা একাধিক হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছি যাহাতে দেখা যায় যে, এই আয়াতগুলি উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর ব্যাপারে তখন নাযিল হইয়াছিল, যখন তিনি ইয়াহূদীদের হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একমাত্র আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। আর এইজন্য আল্লাহ তা'আলা এই আলোচনার সর্বশেষে বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখিবে আল্লাহ্র সাথে, তাঁহার রাসূলের সাথে এবং মুমিনদের সাথে, সে আল্লাহ্র দলভুক্ত হইল। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দল বিজয়ী।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ - لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَائَهُمْ اَوْ اَبْنَائَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا - رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

অর্থাৎ আল্লাহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি ও আমার রাসূলগণই জয়যুক্ত থাকিব। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত। যাহারা আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, তাহাদিগকে তুমি এমন পাইবে না যে, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, যদিও উহারা তাহাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও আত্মীয় হইয়া থাকে। তাহাদের অন্তরে

আল্লাহ শুধু ঈমান লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং স্বীয় রূহ (জিবরাঈল) দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। আর তাহাদিগকে আল্লাহ এমন বেহেশতসমূহে প্রবিষ্ট করাইবেন যেইগুলির নিম্নদেশ দিয়া নহর প্রবাহিত। সেখানে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে। আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। আর তাহারাই আল্লাহর দল, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হইবে।

অর্থাৎ যে আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মুমিনদের বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট, সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলকাম এবং উভয় জগতে সে প্রাপ্ত হইবে আল্লাহ্র মদদ। সেই কথাই এখানে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখিবে আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদের সাথে, সে আল্লাহর দলভুক্ত হইল এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দল বিজয়ী।'

(৫৭) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(৫৮) وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ○

৫৭. "হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে, তাহাদিগকে ও কাফিরগণকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, আর যদি তোমরা মু'মিন হও, আল্লাহকে ভয় কর।"

৫৮. "তোমরা যখন সালাতের জন্য আহ্বান জানাও, তখন তাহারা উহাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাহা এইজন্য যে, তাহারা এমন এক সম্প্রদায়, যাহাদের বোধশক্তি নাই।"

তাফসীর ঃ ইহা দ্বারা ইসলামের শত্রু আহলে কিতাব ও মুশরিকদের প্রতি মুসলমানদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করা হইয়াছে। কেননা মুসলমানরা সর্বোত্তম একটি বিধানের অনুসরণ করে যাহা হইল পবিত্র ইসলামী শরী'আত। উহার মধ্যে রহিয়াছে পার্থিব-অপার্থিব সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম ও আনুপুঙ্খ সমাধান। অথচ এমন শরী'আতকে নিয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং ভ্রান্তির বশবর্তী হইয়া তাহারা মনে করে যে, ইহা একটা খেল-তামাশার বিষয়। আল্লাহ তাহাদের এমন আচরণের সমালোচনা করিয়াছেন। যথা কোন কবি বলিয়াছেন ঃ

وكم من عائب قولا صحيحا + وافته من الفهم السقيم

আর বোধশক্তি যদি ব্যধিগ্রস্ত হয়, তবে খাঁটি কথায়ও অনেক ত্রুটি পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ

অর্থাৎ 'তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে এবং কাফিরদিগকে।'

এখানে 'মিন' শব্দটি بيان جنس -এর জন্য আসিয়াছে। যথা– فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ। এখানে من শব্দটি بيان جنس -এর জন্য আসিয়াছে।

কেহ وَالْكُفَّارِ -কে জের দিয়া পড়িয়াছেন। পক্ষান্তরে যাহারা যবর দিয়া وَالْكُفَّارَ পড়িয়াছেন তাহারা لاَ تَتَّخِذُوْا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ -কে উহার معمول হিসাবে অর্থ করিয়াছেন। তখন ইহার উহ্য বাক্যটি হইবে وَالاَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ

অর্থাৎ ইহাদিগকে এবং উহাদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিও না। এইখানে 'কুফফার' দ্বারা মুশরিকদিগকে বুঝান হইয়াছে।

ইব্ন মাসউদের কিরাআতে– لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَّمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا –এইরূপ রহিয়াছে। ইহা ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে, وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ তোমরা যদি মুমিন হইয়া যাও, তবে তাহাদিগকে তোমাদের এবং তোমাদের দীনের শত্রু মনে কর। কেননা তাহারা তোমাদের শরী'আতের ব্যাপারে ঠাট্টা-তামাশা করে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ.

অর্থাৎ 'মুমিনদের উচিত মুমিন ব্যতীত কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করা। অতঃপর যে ইহা করিবে, তাহার সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এমন অবস্থায়, যখন তোমরা তাহাদের হইতে কোন প্রকার আশঙ্কা কর। আর আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তার ভয় দেখাইতেছেন এবং আল্লাহর নিকটই সবাইকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا

'তোমরা যখন সালাতের জন্য আহ্বান কর, তখন তাহারা ইহাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে।'

অর্থাৎ এইভাবে যখন মুআযিযন নামাযের জন্য আযানের মাধ্যমে আহ্বান করে, যাহা আলিমদের নিকট এবং বুদ্ধিমানেরা যাহার মর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল, তাহাদের নিকট সর্বোত্তম আমল সেই আযানকে নিয়া তাহারা ঠাট্টা-তামাশা করে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُوْنَ 'ইহা এই কারণে যে, তাহারা এমন এক সম্প্রদায়, যাহাদের বোধশক্তি নাই।'

এই সকল হইল শয়তানের খাসলত। শয়তান যখন আযান শোনে, তখন সে গুহ্যদ্বার দিয়া বায়ু ছাড়িতে ছাড়িতে পলায়ন করে এবং সেখানে গিয়া থাকে যেখানে আযানের শব্দ পৌঁছে না। যখন আযান শেষ হইয়া যায়, তখন সে আবার আসে এবং তাকবীর শুরু হইলে আবার পালাইয়া যায়। তাকবীর দেওয়া শেষ হইলে সে পুনরায় আসে এবং নামাযীকে বিভ্রান্ত করার ব্রতে লিপ্ত হয়। নামাযীকে সে ভুলিয়া যাওয়া কথা মনে করাইয়া দেয়। ফলে কত রাকাআত নামায হইল, তাহাও নামাযী ভুলিয়া যায়। যদি কাহারো এমন অবস্থা হয়, তবে তাহাকে শেষ সিজদার পূর্বে দুইটি সাহু সিজদা দিতে হইবে। (বুখারী ও মুসলিম)

যুহরী (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের মধ্যেও আযানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُوْنَ.

ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে আসবাত (র) সুদ্দী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সুদ্দী (র) বলেন ঃ মদীনায় একজন খ্রিস্টান ছিল। সে যখন প্রথম আযানে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه এই বাক্যটি শোনে, তখন বলে, মিথ্যাবাদী জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাক। অতঃপর সেইদিন রাতেই তাহার পরিচারিকা ঘরে আগুন নিয়া আসিতে লাগিলে এক ধরনের পতঙ্গ উড়িয়া আসিয়া আগুনের উপর পড়ে এবং কিভাবে যেন ঘরে আগুন লাগিয়া যায়। তখন সেই ব্যক্তি এবং ঘরের সকলে ঘুমাইয়া ছিল। ফলে ঘরের সকলে পুড়িয়া মারা যায়। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) স্বীয় সীরাত গ্রন্থে লিখেন ঃ মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ (সা) বিলালকে নিয়া কাবায় প্রবেশ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বিলালকে আযান দিতে আদেশ করেন। তখন আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব, আত্তাব ইব্ন আসীদ ও হারিস ইব্ন হিশাম কাবার পাশে বসা ছিলেন। আত্তাব ইব্ন আসীদ আযান শুনিয়া বলেন যে, (আমার পিতা) আসীদের প্রতি আল্লাহর অপার অনুগ্রহ ছিল। কেননা তাহাকে এই ক্রোধ উদ্রেককারী কথাগুলি শুনিতে হয় নাই। পূর্বেই তিনি ইহধাম হইতে সৌভাগ্যময় বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। হারিস ইব্ন হিশাম বলেন, আল্লাহর কসম! ইহাকে যদি সত্যই মনে করিতাম তাহা হইলে ইহার অনুসরণ করিতাম। আবূ সুফিয়ান বলেন, এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করিতেই আমার ভয় হয়। না জানি এই উৎপলগুলি আমার মন্তব্যের কথা তাহাকে জানাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে হুযূর (সা) আসিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন ঃ তোমরা যাহা বলিয়াছ তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। অর্থাৎ তোমরা এই এই কথা বলিয়াছ। তৎক্ষণাৎ হারিস ও আত্তাব বলেন, আমরা

সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। তাহা না হইলে কে আপনাকে আমাদের কথা জানাইল! এখানে তো চতুর্থ কোন ব্যক্তি ছিল না।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবূ মাহযূরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল মালিক ইব্ন আবূ মাহযূরা (রা) বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাইরীয বরিয়াছেন ঃ (আবূ মাহযূরা আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাইরীয-এর পালিত পুত্র ছিলেন) আমি যখন সিরিয়া গমনোদ্দেশ্যে রওয়ানা হই, তখন আমি তাহাকে বলি, সেখানকার লোকেরা আমাকে অবশ্যই আপনার আযানের ঘটনাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে; তাই সেই ঘটনাটি আমাকে বলুন। তখন তিনি বলেন, হ্যাঁ, শোন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হুনায়নের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন আমরা পথে এক জায়গায় অবস্থান করি। নামাযের সময় হইলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুআযযিন আযান দেন। আমরা আযান শুনিয়া হাসি-তামাশা করিতে থাকি। আমাদের এই তামাশা করার কথা কিভাবে যেন রাসূলুল্লাহ (সা) জানিতে পারেন। ফলে তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির এত উচ্চ আওয়ায আমি শুনিতে পাইলাম ? সকলে আমার প্রতি ইংগিত করিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে উদ্দেশ্যে করিয়া বলেন, দাঁড়াও, আযান দাও। আমি দাঁড়াইলাম বটে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশ মান্য করিতে আমি অপারগ ছিলাম। তবুও তাঁহার সামনে দাঁড়াইলাম। অতঃপর তিনি বলিতেছিলেন আর আমি তাহা মুখে মুখে বলিতেছিলাম। অর্থাৎ তিনি আমাকে বলেন ঃ

اللّٰه اكبر اللّٰه اكبر – اشهد ان لا اله الا اللّٰه اشهد ان لا اله الاّ اللّٰه – اشهد ان محمدا رسول اللّٰه اشهد ان محمدا رسول اللّٰه – حىّ على الصلاة حىّ على الصلاة – حىّ على الفلاح حىّ على الفلاح – اللّٰه اكبر اللّٰه اكبر–لا اله الا اللّٰه–

অবশেষে আমি আযান সমাপ্ত করিলে তিনি আমাকে একটি থলে দেন যাহার মধ্যে রৌপ্য-মুদ্রা ছিল। ইহার পর তিনি আমার মাথায়, চেহারায়, বুকে এবং কাঁধের উপর হাত বুলান এবং বলেন ঃ আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দান করুন। তখন আমি অনুরোধ জানাইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে মক্কায় আযান দেওয়ার জন্য অনুমতি দান করুন। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আমি তোমার মক্কায় আযান দেওয়ার আবেদন মঞ্জুর করিলাম। সেই সময় আমার অন্তর হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায় এবং আমার অন্তর তাঁহার প্রেমে আপ্লুত হইয়া ওঠে। যাহা হউক, আমি মক্কায় গিয়া সেখানকার শাসনকর্তা আত্তাব ইব্ন আসীদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া ঘটনা বলিলে তিনি আমাকে মুআযযিন পদে নিয়োগ দান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ মাহযূরাকে তাঁহার পরিবারবর্গ এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাইরীযের বর্ণনার অনুরূপ তাহাদিগকে বলেন। উল্লেখ্য, যে আবূ মাহযূরার মূল নাম হইলে সামুরা ইব্ন মুআঈর ইব্ন লুওযান। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চার মুআযযিনের একজন। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত মক্কায় মুআযযিনী করেন।

(٥٩) قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ○

(٦٠) قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ○

(٦١) وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ○

(٦٢) وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(٦٣) لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

৫৯. "বল, হে পূর্ব গ্রন্থানুসারীগণ! তোমরা কি আমাদের উপর এই জন্য প্রতিশোধ নিতে চাও যে, আমরা আল্লাহ্ এবং তিনি যাহা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তীগণের প্রতি নাযিল করিয়াছেন তাহার উপর ঈমান আনিয়াছি ? আর তোমাদের অধিকাংশই পাপাচারী।"

৬০. "বল, আমি কি তোমাদিগকে সেই দুঃসংবাদ দিব যাহা আল্লাহর নিকট তোমরা কিয়ামতের দিন প্রতিদান হিসাবে প্রাপ্ত হইবে ? যাহাকে আল্লাহ্ লা'নত করিয়াছেন, যাহার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাহাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর করিয়াছেন এবং যাহারা তাগূতের ইবাদত করে, মর্যাদায় তাহারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হইতে সর্বাধিক বিচ্যুত।"

৬১. "তাহারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি। কিন্তু তাহারা কুফর লইয়াই আসে এবং উহা লইয়াই বাহির হইয়া যায়। তাহারা যাহা গোপন করে, আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।"

৬২. "তাহাদের অনেককেই তুমি দেখিবে পাপে, সীমালংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর। তাহারা যাহা করে নিশ্চয়ই তাহা নিকৃষ্ট।"

৬৩. "রব্বানিগণ ও পণ্ডিতগণ কেন তাহাদিগকে পাপ কথা বলিতে ও অন্যায় ভক্ষণে নিষেধ করে না ? ইহারা যাহা করে, নিশ্চয়ই তাহাও নিকৃষ্ট।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে মুহাম্মদ ! কিতাবীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দীনকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাহাদিগকে বলিয়া দাও ঃ

هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّا اِلاَّ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ

তোমরা আমাদের মধ্যে কোন্ কাজটি দূষণীয় পাইয়াছ ইহা ব্যতীত যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং ঈমান আনিয়াছি সেই কিতাবের প্রতি, যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে আর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে অতীতে।

অর্থাৎ ইহা ব্যতীত আমাদের প্রতি তোমাদের অন্য কোন নিন্দা বা অভিযোগ নাই তো ? তবে ইহা দোষ বা নিন্দার বিষয় নয়। অর্থাৎ এই স্থানে اِلاَّ বাক্যটি استثناء منقطع অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ -

অর্থাৎ 'তাহারা মহাপ্রতাপান্বিত, সর্বপ্রশংসিত আল্লাহর উপর ঈমান আনার কারণেই শুধু উহাদের প্রতিশোধ গ্রহণের শিকার হইয়াছে।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا نَقَمُوْا اِلاَّ اَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ

অর্থাৎ 'তাহারা শুধু এই দোষে প্রতিশোধ নিয়াছে যে, আল্লাহ করুণা দ্বারা তাঁহার রাসূল এবং তাহাদিগকে ধনী বানাইয়াছেন।'

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্‌ন জামীলের উপর এই দোষে তাহারা প্রতিশোধ নিয়াছিল যে, সে দরিদ্র ছিল, আল্লাহ তাহাকে ধনী বানাইয়াছিলেন।

ইহার পরের আয়াতাংশে বলা হইয়াছে ঃ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فَاسِقُوْنَ 'এবং তাহাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী ফাসিক।'

এই আয়াতাংশটি পূর্ববর্তী আয়াতাংশের উপর عطف হইয়াছে। অর্থাৎ তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক। কারণ, তোমরা সরল সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'তোমাদিগকে এমন দুঃসংবাদ দিব কি যাহা প্রতিদান হিসাবে তোমাদের ধারণা হইতেও বর্ধিতরূপে কিয়ামতের দিন প্রাপ্ত হইবে ?'

অতঃপর এই সকল লোকদিগকে চিহ্নিত করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাহারা হইল ঃ

وَلَعَنَهُ اللّٰهُ অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহর করুণা হইতে বিদূরীত' এবং وَغَضِبَ عَلَيْهِ অর্থাৎ যাহাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত বর্ষণের পর আর কখনো তাহাদের উপর সন্তুষ্ট হইবেন না। وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ অর্থাৎ 'যাহাদিগকে আল্লাহ বানর ও শূকর বানাইয়াছেন।' এই সম্পর্কে পূবে সূরা বাকারায়ও আলোচনা করা হইয়াছে। অবশ্য সূরা আরাফেও এই সম্পর্কে আলোচনা আসিবে।

এই সম্পর্কে সুফিয়ান সাওরী (র)......ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বর্তমানের শূকর-বানরগুলি কি উহাদের বংশধর, যাহাদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছিলেন ?

উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকে ধ্বংস করেন না। অথবা তিনি বলিয়াছিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সহসা কোন জাতির প্রতি অভিসম্পাত দেন না। অবশ্য যদি আল্লাহ কোন জাতি বা প্রজাতির প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন, তবে তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন। ইহার পূর্বেও শূকর ও বানরের অস্তিত্ব ছিল।

এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম সুফিয়ান সাওরী ও মিস'আরের সনদে রিওয়ায়াত করিয়াছেন এবং তাহারা উভয়ে রিওয়ায়াত করিয়াছেন মুগীরা ইব্ন আল-ইয়াশকরী হইতে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)......ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শূকর ও বানর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিরাম যে, এইগুলি কি ইয়াহূদীদের কোন বংশধর ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন, না, আল্লাহ যদি কোন জাতির প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন তবে তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন। তাহাদের বংশ বিস্তারের সূত্র পর্যন্ত বিনষ্ট করিয়া দেন। আসলে শূকর ও বানর আল্লাহর সৃষ্ট জীব। ইহাদের অস্তিত্ব পূর্ব হইতেই ছিল। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ ইয়াহূদীদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে শূকর ও বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। দাউদ ইব্ন আবুল ফুরাতের সনদে আহমদ (র)ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ জিন্নদের একটি সম্প্রদায়কে সাপে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল যেমন ইয়াহূদীদের একটি সম্প্রদায়কে শূকর ও বানরে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। তবে এই হাদীসটি অত্যন্ত গরীব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَعَابَدَالطَّاغُوْت 'তাহারা শয়তানের পূজা করিয়াছে।' এই অর্থ হিসাবে عَبَدَ হইল অতীত ক্রিয়া এবং الطَّاغُوْت উহার কর্মকারক। কেহ عَبَدَالطَّاغُوْت অর্থাৎ اضافت সহকারে পড়িয়াছেন। তখন অর্থ দাঁড়ায়, তাহাদিগকে তাগূতের গোলাম বানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কেহ ইহাকে বহুবচনরূপে পড়িয়াছেন। ইহা আমাশ হইতে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

বুরাইদা আসলামী (রা) হইতে ইহার وعبدالطاغوت পঠন নকল করা হইয়াছে।

উবাই ও ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে উহার পঠন বর্ণনা করা হইয়াছে وعبدوا الطاغوت রূপে।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ জাফর আল-কারী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি وَعُبِدَالطاغوت অর্থাৎ কর্তা অনুল্লেখিত কর্ম (مجهول) অর্থে পড়িয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, এইরূপ পঠনে আয়াতের মর্মার্থ ও বাহ্যরূপের মধ্যে বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়। কেননা এখানে মূল উদ্দেশ্য হইল উহাদিগকে কটাক্ষ করা। অর্থাৎ তোমরা সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত যাহারা শয়তানের গোলামী করিয়া থাকে।

তবে যে যাহা পড়ুক, সকলের পড়ার তাৎপর্য এই যে, হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন আমাদিগকে আমাদের দীনের ব্যাপারে ভর্ৎসনা কর যাহা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ধর্ম এবং যে ধর্মে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করা হয় না ? তোমরা কোন মুখে এই

একত্ববাদী ধর্মের সমালোচনা কর ? অথচ তোমরা তো এমন ধর্ম অনুসরণ কর যাহার মধ্যে বহু খোদার সমাগম রহিয়াছে। তাই বলা হইয়াছে ঃ

أُوْلٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا 'মর্যাদায় তাহারাই নিকৃষ্ট।' অর্থাৎ তাহারা ধারণা করিতেছে মু'মিনরা নিকৃষ্ট; কিন্তু মূলত নিকৃষ্ট হইল তাহারা, যাহারা তাহাদিগকে নিকৃষ্ট বলে। আর

أَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ অর্থাৎ 'সরল পথ হইতে সর্বাধিক বিচ্যুত।'

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতাংশে আধিক্যবোধক বিশেষ্য ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের অপেক্ষা আদর্শ বিচ্যুত আর কেহই নহে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيْلاً

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ

'তাহারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু তাহারা অবিশ্বাসসহ আসে এবং উহা লইয়া বাহির হইয়া যায়।'

অর্থাৎ ইহা হইল মুনাফিকদের গুণাবলীর একটি। তাহারা বাহ্যত মু'মিন বলিয়া নিজেদেরকে প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে থাকে কুফর ও কুটিলতা। এই কারণে বলা হইয়াছে ঃ وَقَدْ دَخَلُوْا অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ! তাহারা তোমার নিকট যখন আসে', তখন তাহাদের অন্তরে কুফরী থাকে এবং তাহারা যখন চলিয়া যায়, তখন তাহারা অন্তরে কুফরী লইয়া বিদায় হয়। তাই তুমি তাহাদিগকে যতই ভীতি প্রদর্শন কর না কেন, তোমার কোন কথাই তাহাদের অন্তরে ক্রিয়াশীল হয় না।

অবশেষে বলা হইয়াছে ঃ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত গায়রুল্লাহকে অন্তরে নিয়াই তাহারা বাহির হইয়া যায়।' অথচ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ 'তাহারা যাহা গোপন করে, আল্লাহ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।' অর্থাৎ তিনি তাহাদের সকল গোপনীয়তা সম্পর্কে অবগত। তাহাদের অন্তরে যাহা রহিয়াছে তাহা তিনি জানেন। তবে আল্লাহর নিয়ম হইল তিনি কাহারো মনের কথা প্রকাশ করিয়া দেন না।

যাহা হউক, তিনি গায়েব সম্পর্কে অবগত বিধায় পরকালে ইহার যথার্থ প্রতিফল তাহাদিগকে দান করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ

'তাহাদের অনেককেই তুমি পাপে, সীমা লংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর দেখিবে।'

অর্থাৎ তাহারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে পাপ, হারাম কার্য, সীমা লংঘন, অত্যাচার এবং হারাম ভক্ষণে মাতিয়া রহিয়াছে। তাই তাহারা যাহা করিতেছে, নিশ্চয়ই তাহা নিকৃষ্ট ও গর্হিত। মোট কথা তাহাদের কৃতকর্মসমূহ ভীষণভাবে গর্হিত। আর পাপের প্রতিযোগিতায় তাহাদের সীমা লংঘন করা হইল সর্বাপেক্ষা ধিক্কারজনক কর্ম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ –

রব্বানীগণ এবং পণ্ডিতগণ কেন তাহাদিগকে পাপ কথা বলিতে ও অবৈধ বস্তু ভক্ষণ করিতে নিষেধ করে না ? ইহারা যাহা করে, নিশ্চয়ই তাহাও নিকৃষ্ট।

অর্থাৎ তাহাদের আহবার এবং রব্বানীগণ কেন তাহাদিগকে গর্হিত কাজ হইতে বিরত রাখিতেছে না ?

রব্বানী বলা হয় আহলে কিতাবের উলামা ও আমলদার লোকদিগকে। আর আহবার বলা হয় তাহাদের ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গকে।

لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَصْنَعُوْنَ 'বাস্তবিকই তাহাদের এই অভ্যাস নিন্দনীয়।' অর্থাৎ যাহারা এই পন্থায় সত্যের বিকৃতি ঘটায়। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ যাহারা ইহার প্রতিবাদ করে না এবং যাহারা শুধু নিজেরা আমল করে কিন্তু অন্যের কথা ভাবে না, তাহাদের সকলের জন্য এই আয়াতটি প্রযোজ্য। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)........ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, পবিত্র কুরআনে এই আয়াতটির চেয়ে অধিকতর ধমকিমূলক দ্বিতীয় কোন আয়াত নাই।

যাহ্হাক বলেন ঃ কুরআনে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ভীতিপ্রদ আয়াত হইল এইটি। তাই আমি এই ব্যাপারে খুবই সতর্ক। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......সাবিত আবূ সাঈদ আল-হামদানী হইতে বর্ণনা করেন যে, সাবিত আবূ সাঈদ আল- হামদানী বলেন ঃ একদা আমার সঙ্গে রায নামক স্থানে সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়ামারের বরাতে বলেন যে, হযরত আলী (রা) একবার তাঁহার ভাষণে আল্লাহর প্রশংসা পূর্বক বলেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এই কারণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা পাপাচার করিত কিন্তু তাহাদের আহ্বার ও রব্বানীগণ উহার প্রতিবাদ করিত না। যখন ইহা তাহাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়, তখন তাহাদের উপর মুসীবত অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে কারণে মুসীবত আপতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে শিক্ষা নিয়া. সেই ধরনের মুসীবত আপতিত হওয়ার পূর্বে সতর্ক হওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজের প্রতিবাদ করা। স্মরণ রাখিবে, সৎকাজের আদেশ প্রদান করিলে ও অসৎকাজ হইতে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করিলে তোমাদের হায়াত কমিবে না এবং রিযিকও হ্রাস পাইবে না।

ইমাম আহমদ (র)......মুনযির ইব্‌ন জারীর তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, মুনযির ইব্‌ন জারীরের পিতা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন বংশের কোন লোক যদি বংশের অন্যদের সামনে পাপাচারে লিপ্ত হয়, যতই সে সম্মানিত ব্যক্তি হউক না কেন, তাহাকে বাধা প্রদান করা অন্য সকলের নৈতিক দায়িত্ব। যদি তাহাকে বাধা প্রদান করা না হয় তবে

সকলের উপর আযাব আসিয়া বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। এই হাদীসটি এই সূত্রে একমাত্র আহমদ (র) রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র)......জারীর হইতে বর্ণনা করেন যে, জারীর (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ কোন কওমের কোন লোক যদি পাপাচারে লিপ্ত থাকে এবং সেই কওমের অন্য লোক উহা হইতে তাহাকে বিরত রাখার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি তাহারা তাহাকে বিরত না রাখে, তাহা হইলে মৃত্যুর পূর্বে তাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলা আযাব অবতীর্ণ করিবেন।

ইব্‌ন মাজাহ (র)......ইব্‌ন জারীর হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আল-মিয্‌যী বলেন, আবূ ইসহাক হইতে শু'বাও এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

(٦٤) وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ ، غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا م بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوطَتٰنِ لا يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ، وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ، وَ اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ، كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللهُ لا وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ، وَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○

(٦٥) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

(٦٦) وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ، مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ، وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ○

৬৪. "ইয়াহূদীগণ বলে, আল্লাহর হাত রুদ্ধ; উহারাই রুদ্ধহস্ত এবং উহারা যাহা বলে, তজ্জন্য উহারা অভিশপ্ত এবং আল্লাহর উভয় হস্তই প্রসারিত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিবেই। তাহাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করিয়াছি। যতবার তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, অতঃপর আল্লাহ উহা নির্বাপিত করেন এবং তাহারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করিয়া বেড়ায়। আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্তদিগকে ভালবাসেন না।"

৬৫. "কিতাবীগণ যদি ঈমান আনিত ও ভয় করিত, তাহা হইলে তাহাদের দোষ অপনোদন করিতাম এবং তাহাদিগকে নি'আমতপূর্ণ জান্নাতে দাখিল করিতাম।"

৬৬. "তাহারা যদি তাওরাত, ইঞ্জীল ও তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের উর্ধ্বস্থল ও পদতল হইতে আহার্য লাভ করিত। তাহাদের মধ্যে একদল রহিয়াছে যাহারা মধ্যপন্থী। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে, তাহা নিকৃষ্ট।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সম্পর্কে ইয়াহূদীদের একটি উক্তি নকল করিয়াছেন। তাহারা আল্লাহর প্রতি যে অপবাদ দিত, তাহা হইতে আল্লাহ পবিত্র। তাহাদের মন্তব্যমতে আল্লাহ ভীষণ কৃপণ। অর্থাৎ তাহাদের কথামতে আল্লাহ দরিদ্র আর তাহারা ধনী। এই ভাবকে তাহারা مَغْلُوْلَةٌ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইকরিমা বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, مَغْلُوْلَةٌ অর্থ কৃপণ।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ। এর দ্বারা এই কথা বুঝান হয় নাই যে, আল্লাহর হস্ত আড়ষ্ট বা শৃংখলাবদ্ধ। বরং উহা দ্বারা তাহারা বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, তিনি বখীল। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, সুদ্দী ও যাহ্হাক প্রমুখ হইতে এইরূপ অর্থ রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا

অর্থাৎ 'স্বীয় হস্তকে গর্দানের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিও না এবং প্রশস্ততার সীমাও অতিক্রম করিও না। তাহা হইলে লজ্জিত হইয়া বসিয়া পড়িবে।'

এই আয়াতে একদিকে কৃপণতা হইতে এবং অন্যদিকে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

লক্ষণীয় যে, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কৃপণদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ অর্থাৎ 'স্বীয় হাতকে গর্দানের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিও না।' মোটকথা, আল্লাহ কৃপণতা এবং অতিরিক্ত ব্যয় করা হইতে বিরত থাকার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

সুতরাং এই আয়াতে আল্লাহর ব্যবহৃত مَغْلُوْلَةٌ শব্দ দ্বারা বুঝা গেল যে, ইয়াহূদীরা مَغْلُوْلَةٌ বলিয়া আল্লাহর হাতকে ব্যয়কুণ্ঠ বা তাঁহাকে কৃপণ বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছে।

ইকরিমা বলেন ঃ এই আয়াতটি ফিনহাস নামক অভিশপ্ত ইয়াহূদীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে নাযিল করা হইয়াছে। পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, সে বলিয়াছিল ঃ

اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ। অর্থাৎ 'আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনী।' ফলে আবূ বকর (রা) তাহাকে প্রহার করিয়াছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ শাস ইব্ন কায়স নামক এক ইয়াহূদী (মুসলমানদেরকে) বলিয়াছিল যে, তোমাদের প্রভু কৃপণ, তিনি কখনো ব্যয় করেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

অর্থাৎ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের আরোপিত অপবাদের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, মূলত তাহাদের হাত ব্যয়কুণ্ঠ, তাহারাই অভিশপ্ত এবং মিথ্যা অপবাদকারী। এই ভাষায় তিনি ইহা বলিয়াছেন ঃ

غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا অর্থাৎ 'উহারাই ব্যয়কুণ্ঠ এবং উহারা যাহা বলে, তজ্জন্য উহারা অভিশপ্ত।' আর বাস্তবিকই উহারা ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ, অশান্তি সৃষ্টিকারী, মিথ্যা অপবাদকারী এবং চির অভিশপ্ত।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لاَّيُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا-اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

অর্থাৎ 'তাহারা যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা পায় তাহা হইলে তাহারা জনসাধারণকে কিছুই দিবে না। উপরন্তু তাহারা অন্যের প্রাচুর্য দেখিলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।'

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিযাছেন ঃ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ অর্থাৎ 'তাহাদের জীবনের সংগে লাঞ্ছনা অবধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

'বরং আল্লাহর উভয় হস্ত প্রশস্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন।'

অর্থাৎ আল্লাহর দানের হস্ত খুবই প্রশস্ত। উপরন্তু এমন কোন জিনিস নাই যাহা তাঁহার ভাণ্ডারে না আছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তু তাঁহার দান ও অনুগ্রহে সিক্ত। অথচ তিনি একক এবং শরীকমুক্ত। আমাদের যত কিছু দরকার, তা তিনি তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন। সমস্ত সৃষ্ট জীব দিনে-রাতে, আবাসে-সফরে, এক কথায় যে কোন অবস্থায় তাঁহার প্রতি মুখাপেক্ষী।

তাই অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارًا

অর্থাৎ 'তোমরা যাহা চাহিয়াছ তাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন। যদি তোমরা আল্লাহর নি'আমত গণনা করিতে চাও তবে তাহা গুণিয়া শেষ করিতে পারিবে না। অবশ্য মানুষ আত্মপীড়ক ও অকৃতজ্ঞ।' এই ধরনের একাধিক আয়াত রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর হস্ত পরিপূর্ণ। দিনরাত ব্যয় করিয়াও উহার মধ্যে এতটুকু কমতি আসে না। আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন হইতে এই পর্যন্ত তিনি যত ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের পরিপূর্ণতা এতটুকু হ্রাস পায় নাই। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর আরশ পানির উপরে। তাঁহার অন্য হাতে রহিয়াছে দান অথবা অধিকার। উহা

দ্বারা তিনি মানুষকে উঁচু করেন এবং নীচু করেন। তিনি আরও বলেন ঃ তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, তোমরা আমার পথে ব্যয় কর, আমি তোমাদের চাহিদা পূরণ করিব।

সহীহদ্বয়ে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন আলী ইব্ন মাদীনীর সূত্রে এবং মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ ইব্ন রাফি'র সূত্রে। অবশ্য এই উভয় রিওয়ায়াতের মূল সূত্র হইলেন আবদুর রাযযাক।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا

'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিবেই।'

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তোমাকে আল্লাহ যে নি'আমত দিয়াছেন উহাতে তোমার শত্রু ইয়াহূদী ও নাসারাদের শত্রুতা বৃদ্ধি পাইবে। তদ্রূপ এই নি'আমত দেওয়ার কারণে তোমার ভক্ত মু'মিনদের তোমার প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তাহাদের আমলও বৃদ্ধি পাইবে। উপরন্তু কাফিরদের হঠকারিতা, অবাধ্যতা ও হিংসা-বিদ্বেষের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُولٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ.

অর্থাৎ 'তুমি বলিয়া দাও, ইহা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত এবং প্রতিষেধক স্বরূপ আর যাহারা বেঈমান, তাহারা ইহা হইতে অন্ধ ও বধির থাকিবে যেন ইহাদিগকে দূর হইতে আহবান করা হইয়াছে।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلاَّ خَسَارًا

অর্থাৎ 'আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও করুণাস্বরূপ এবং যাহারা অত্যাচারী, ইহা দ্বারা তাহাদের কোন উপকার হয় না; বরং লোকসান বৃদ্ধি পায়।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'তাহাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করিয়াছি।'

অর্থাৎ তাহারা কখনো ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিবে না। উপরন্তু সব সময় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ ও বিদ্বেষ সক্রিয় থাকিবে। তাই কখনো তাহারা সত্য ও ন্যায়ের উপর ঐকমত্যে পৌঁছিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা সর্বকালে একে অপরের বিরোধিতা করিতে থাকিবে এবং একে অপরের প্রতি মিথ্যারোপ করিতে ব্যস্ত থাকিবে।

ইবরাহীম নাখঈ (র) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ যে বলিয়াছেন, 'আমি তাহাদের অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করিয়াছি', ইহার অর্থ হইল তাহারা সর্বকালে তাহাদের ধর্মের ব্যাপারে ঝগড়া ও বিতর্কে লিপ্ত থাকিবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

كُلَّمَا اَوْ قَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَأَهَا اللّٰهُ

'যতবার তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে, ততবার আল্লাহ উহা নির্বাপিত করেন।'

অর্থাৎ যতবার তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে ও যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিবে, প্রত্যেকবার আল্লাহ তাহাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করিয়া দিবেন। উপরন্তু তাহাদের ষড়যন্ত্র তাহাদের উপরই প্রত্যাবর্তিত হইবে।

وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ 'এবং তাহারা দুনিয়ার বুকে ধ্বংসাত্মক কার্য করিয়া বেড়ায়। আর আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্তদিগকে ভালবাসেন না।'

অর্থাৎ তাহাদের মজ্জাগত অভ্যাস হইল পৃথিবীর বুকে ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করা। আর আল্লাহ তা'আলা এমন বিশেষণে বিশিষ্ট লোকদিগকে ভালবাসেন না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا وَاتَّقُوْا

'কিতাবীগণ যদি বিশ্বাস করিত ও ভয় করিত।' অর্থাৎ তাহারা যদি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখিত এবং যদি তাহাদিগকে ভয় করিত, তাহা হইলে তাহাদের সকল পাপ ও হারামকার্য তিনি ক্ষমা করিয়া দিতেন।

لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ 'তাহা হইলে তাহাদের দোষ অপনোদন করিতাম এবং অবশ্যই তাহাদিগকে নি'আমতপূর্ণ জান্নাতে দাখিল করিতাম।'

অর্থাৎ তাহা হইলে আমি তাহাদের কৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিতাম এবং তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতাম। ইহার পর তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ

'তাহারা যদি তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, উহার অর্থ হইল যদি তাহারা কুরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত তাহা হইলে তাহারা সকল দিক দিয়া প্রাচুর্য লাভ করিত।

لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ

অর্থাৎ তাহারা যদি তাহাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাব অবিকৃতরূপে আমল করিত তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই ইসলামের দিকে ধাবিত হইত। তখন মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিত।

لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ -এই আয়াতাংশে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন যে, যদি তাহারা কুরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে তাহারা সকল দিক দিয়া প্রাচুর্য লাভ করিত। আসমান হইতে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করিতেন। ফলে তাহাদের যমীনে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইয়া তাহাদের রিযিক বৃদ্ধি পাইত।

ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আসমান হইতে তাহাদের প্রতি অবিরাম ধারায় বরকত অবতীর্ণ হইতে থাকিত এবং তাহাদের জন্য যমীন হইতে বরকত উদ্গত করা হইত।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, কাতাদা ও সুদ্দী প্রমুখও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অন্যত্র আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ 'গ্রামবাসীরা যদি ঈমান আনিত ও আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করিত, তাহা হইলে আমি তাহাদের উপর আসমান ও যমীনের বরকত নাযিল করিতাম।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছে ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ

অর্থাৎ 'মানুষের হাত যাহা কামাই করিয়াছে তাহার জন্য জলে-স্থলে অশান্তি সৃষ্টি হইয়াছে।'

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কেহ বলিয়াছেন ঃ বিনা কষ্টে ও বিনা পরিশ্রমে আমি তাহাদিগকে প্রচুর বরকত ও রিযক দান করিতাম।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ ইহার ভাবার্থে কেহ বলিয়াছেন যে, তাহারা যদি তাহাদের পূর্বের মতাদর্শ অবিকৃতরূপে পালন করিত, তাহা হইলে তাহারা আল্লাহর তরফ হইতে কল্যাণপ্রাপ্ত হইত।

কিন্তু এই অর্থটি বিশেষজ্ঞগণের ব্যাখ্যার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ বিধায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যুবায়র ইব্ন নুফায়র হইতে আলকামা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন নুফায়র বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সত্বর ইলম তুলিয়া নেওয়া হইবে। তখন যিয়াদ ইব্ন লবীদ (রা) জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কিরূপে সম্ভব ? আমরা তো নিজেরা কুরআন পড়ি ও চর্চা করি এবং আমাদের সন্তানদেরকেও কুরআনের শিক্ষা দান করি। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হে ইব্ন লবীদ! আমি তোমাকে মদীনাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতাম! যাহা হউক, তুমি নিজেও দেখিয়াছ, ইয়াহূদী ও নাসারাদের হাতে তাওরাত ও ইঞ্জীল বিদ্যমান ছিল এবং এখনও রহিয়াছে। কিন্তু উহা দ্বারা তাহাদের কি উপকার হইতেছে ? বরং তাহারা উহা উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰاةَ وَالْاِنْجِيْلَ الخ

অর্থাৎ 'তাহারা যদি তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত তাহা হইলে তাহারা সত্য প্রাপ্ত হইত এবং সকল দিক দিয়া প্রাচুর্য লাভ করিত।'

ইমাম আহমদ (র)......যিয়াদ ইব্ন লবীদ হইতে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইহা ইলম উঠিয়া যাইবার প্রাক্কালে ঘটিবে। রাবী বলেন, তখন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নিজেরা কুরআন পড়ি, আমাদের সন্তানগণকে পড়াই, আবার আমাদের সন্তানগণ তাহাদের সন্তানদেরকে পড়াইবে, এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের চর্চা অব্যাহত থাকিবে। তথাপি কিভাবে ইলম উঠিয়া যাইবে ? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ইব্ন লবীদকে বলিলেন, হে ইব্ন শহীদ! আমি তো তোমাকে মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতাম। যাহা হউক, বর্তমানের ইয়াহূদী ও নাসারাও তো তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করে। কিন্তু উহা তাহাদের কোন উপকারে আসে না।

ইব্ন মাজাহ (র)......ওয়াকী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদও সহীহ বলিয়া সাব্যস্ত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ

'তাহাদের মধ্যে একদল রহিয়াছে যাহারা মধ্যপন্থী। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে তাহা নিকৃষ্ট।'

যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى أُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ

অর্থাৎ 'মূসা (আ)-এর কওমের মধ্যে একটি দল সত্যের পথে হিদায়াতকারী ছিল এবং তাহাদের মধ্যে ছিল ন্যায় ও ইনসাফ।'

হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ

অর্থাৎ 'তাহাদের মধ্যকার ঈমানদার লোকদিগকে আমি তাহাদের পুণ্যের পুরস্কার দান করিয়াছিলাম।'

উল্লেখ্য যে, আহলে কিতাবদের মধ্যপন্থীদিগকে উত্তম উম্মত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে উম্মতে মুহাম্মদীর তুলনায় তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাই আহলে কিতাবদের মধ্যকার উত্তমগণ হইতে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য অধিকতর একটি উন্নত স্তর রহিয়াছে। যথা আল্লাহ তা'আলা তাহাদের স্তর বিন্যাস করিয়া কুরআন পাকে বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ – جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا....

অর্থাৎ 'অতঃপর আমি আমার বান্দাদের যাহাদিগকে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানাইয়াছি, তাহাদের কতিপয় নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং কতিপয় মধ্যপন্থা অবলম্বন

করিয়াছে। আর কতেক আল্লাহর হুকুম যথাযথভাবে মান্য করিয়া পুণ্য অর্জনে অগ্রগামী থাকে। ইহাই হইল বড় অনুগ্রহ। আর ইহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করান হইবে। মোট কথা এই তিন স্তরের সকলে জান্নাতে প্রবেশধিকারপ্রাপ্ত হইবে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র).......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ হযরত মূসা (আ)-এর উম্মতের মধ্যে একাত্তরটি দল হইবে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দল বেহেশতবাসী হইবে। বাকী সত্তরটি দল হইবে জাহান্নামী। হযরত ঈসা (আ)-এর উম্মতের মধ্যে বাহাত্তরটি দল হইবে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দল হইবে জান্নাতী। অবশিষ্ট একাত্তরটি দল জাহান্নামী হইবে। অতঃপর আমার উম্মতের মধ্যে উহাদের চেয়ে একটি দল বেশি হইবে। তাহাদের মধ্যেও মাত্র একটি দল হইবে বেহেশতী। অবশিষ্ট বাহাত্তরটি দল হইবে জাহান্নামী। তখন সকলে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল এই দলটি কাহারা ? তিনি উত্তরে বলিলেন, আল-জামাআত, আল- জামাআত।

ইয়াকূব ইব্ন যায়দ বলেন, হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই হাদীসটি যখনই বলিতেন, তখনই তিনি এই আয়াতটিও পাঠ করিতেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا وَتَّقُوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ - وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ-

উক্ত হাদীসটি বলিয়া তিনি কখনো এই আয়াতটিও পাঠ করিতেন ঃ

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُوْنَ

এই আয়াতটি উম্মতে মুহাম্মদীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

অবশ্য এই সনদ ও শব্দে হাদীসটি খুবই গরীব। তবে উম্মতের দল যে সত্তর বা ততোধিক হইবে, এই ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন হাদীস রহিয়াছে। এই বিষয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর।

(٦٧) يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৬৭. "হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রচার কর; যদি না কর তবে তো তুমি তাঁহার বার্তা প্রচার করিলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালনা করেন না।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে 'রাসূল' বলিয়া সম্বোধন পূর্বক মানুষের নিকট তাঁহার নাযিলকৃত সকল আদেশ পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য

বিশেষভাবে নির্দেশ দান করেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুখারী (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার প্রতি নাযিলকৃত কোন কিছু গোপন করিয়াছেন, সে মিথ্যা বলিয়াছে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ .

অর্থাৎ 'হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা প্রচার কর।'

এই রিওয়ায়াতে হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। বুখারী তাঁহার অন্য রিওয়ায়াতে এই হাদীসটি দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। মাসরূক ইব্‌ন আজদা আয়েশা (রা) হইতে তিরমিযী ও নাসাঈ কিতাবুত-তাফসীরে এবং মুসলিম কিতাবুল-ঈমানেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে সহীহদ্বয়ে আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা)-এর যদি কুরআনের কোন আয়াত গোপন করার অভিপ্রায় থাকিত, তাহা হইলে তিনি এই আয়াতটিই গোপন করিতেন ঃ

وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ –

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আনতারা হইতে বর্ণনা করেন যে, আনতারা বলেন ঃ একদা আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলেন, সাধারণ লোকের মধ্যে এই গুঞ্জন উঠিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাদের নিকট এমন কতগুলি বিষয় বলিয়া গিয়াছেন যাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করেন নাই। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁহাকে বলেন, তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ 'আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে এমন কোন বিশেষ বিষয়ের উত্তরাধিকারী করেন নাই।' এই হাদীসের সনদটি খুব শক্তিশালী।

সহীহ বুখারীতে আবূ জুহায়ফা ওয়াহাব ইব্‌ন আবদুল্লাহ আস-সাওয়াইর রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনাদের নিকট এমন কোন ওহী রহিয়াছে কি যাহা কুরআনে নাই? তিনি উত্তরে বলিলেন, যিনি ভূমিতে শস্য উৎপন্ন করেন এবং জীবসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সত্তার শপথ! শুধুমাত্র আল্লাহ কুরআনের ব্যাপারে যে জ্ঞান দিয়াছেন এবং সহীফার মধ্যে যাহা রহিয়াছে উহা ব্যতীত কিছুই নাই। তখন আমি তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সহীফার মধ্যে কি রহিয়াছে? তিনি উত্তরে বলেন, ইহার মধ্যে রহিয়াছে দিয়াত এবং যুদ্ধবন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার আহকাম; আর রহিয়াছে কোন কাফিরকে হত্যা করা হইলে উহার কিসাস হিসাবে কোন মুসলমানকে হত্যা না করা।

বুখারী (র) বলেন যে, যুহরী (র) বলিয়াছেন ঃ রিসালাত আল্লাহর পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে এবং রাসূলের দায়িত্ব হইল উহা পৌঁছাইয়া দেওয়া; আর আমাদের কর্তব্য হইল উহা মানিয়া নেওয়া। তিনি যে তাঁহার রিসালাত পৌঁছাইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি অর্পিত আমানত আদায় করিয়াছেন, তাঁহার উম্মতরা এই কথার সাক্ষী প্রদান করিবে। কেননা তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে সকলের নিকট হইতে ইহার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। সেই মহাসম্মেলনে প্রায় চল্লিশ হাজার সাহাবী উপস্থিত ছিলেন।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে সহীহ মুসলিমের একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই দিনের ভাষণে বলিয়াছিলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা যদি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হও, তহা হইলে কি বলিবে ? তখন সকলে বলিয়াছিল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আপনার রিসালাতের দাওয়াত আমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছেন, আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করিয়াছেন এবং আমাদিগকে সৎপথে চলিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাঁহার হস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করিয়া লোকজনের দিকে একটু ঝুঁকিলেন এবং বলিলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছাইয়াছি ?

ইমাম আহমদ (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, হে লোক সকল! আজ কোন্ দিন ? সকলে বলিল, আজ ইয়াওমে হারাম বা মর্যাদাপূর্ণ দিবস। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটি কোন শহর ? সকলে বলিল, ইহা মর্যাদাপুর্ণ শহর। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটি কোন্ মাস ? সকলে বলিল, শাহরে হারাম বা সম্মানিত মাস। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের সম্পদ, শোনিত ও সম্মান তোমাদের পরস্পরের নিকট এমনই মর্যাদাপূর্ণ যেমন এই দিনের, এই শহরের এবং এই মাসের মর্যাদা। এই কথাটি তিনি একাধিকবার বলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার হস্ত আসমানের দিকে উত্তোলন করেন এবং বলেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছাইয়াছি ? এই কথাটি তিনি একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করেন।

এই প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহর ওসীয়াত ছিল।

পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, দেখো! তোমরা প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার দাওয়াত পৌঁছাইয়া দিও। আর তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে কাফির হইয়া যাইও না এবং একে অপরকে হত্যা করিও না।

ইমাম বুখারী (র)......ফুযায়ল ইব্ন গাযওয়ান হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ 'যদি না কর তবে তো তুমি তাঁহার বাণী প্রচার করিলে না।'

অর্থাৎ আমি তোমাকে রিসালাত হিসাবে যাহা দান করিয়াছি, তাহা যদি তুমি লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া না দাও, তবে তুমি তোমার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

এই আয়াতাংশের মর্মার্থে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ যদি তুমি একটি আয়াতও গোপন কর যাহা আল্লাহ নাযিল করিয়াছেন, তাহা হইলে বুঝিব, তুমি আল্লাহর রিসালাতের দাওয়াত অন্যদের কাছে পৌঁছাও নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ যখন يَاۤ أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন; হে প্রভু! আমি তো একা, কিভাবে আমি এত বড় দায়িত্ব পালন করিব ? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই আকুতির প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ অর্থাৎ 'তুমি যদি ইহা পালন না কর তবে তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিলে না।' সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে ইব্ন জারীর (র) ইহা রিওয়ায়াত রক্ষা করিয়াছেন।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 'আল্লাহ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন।'

অর্থাৎ তুমি আমার পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব পালন কর, আমি তোমাকে রক্ষা করিব, তোমাকে সাহায্য করিব, শত্রুদের মুকাবিলায় তোমাকে আমি সহযোগিতা দান করিব এবং তোমাকে আমি তাহাদের মুকাবিলায় জয়ী করিব। অতএব তুমি ভীত ও চিন্তিত হইও না। কেহ তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের নিরাপত্তার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন আমির রাবী'আর সূত্রে আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে আয়েশা বলেন ঃ এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমাইতেছিলেন না, সারা রাত জাগিয়াছিলেন। তাই আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার, ঘুমান না কেন ? তিনি বলিলেন, আহা! কোন বিশ্বস্ত সাহাবী যদি আমাকে আজ রাতে পাহারা দিত, আয়েশা (রা) বলেন, এমন সময় আমি অস্ত্রের ঝন ঝন শব্দ শুনিতে পাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করেন, কে ? উত্তর আসিল, আমি সা'দ ইব্ন মালিক। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, কেন আসিয়াছ ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার পাহারাদারী করার জন্য আসিয়াছি। আয়েশা (রা) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমাইয়া পড়েন এবং আমি তাঁহার নাক ডাকার শব্দ শুনিতে পাই।

ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আনসারীর সূত্রে সহীহদ্বয়েও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

একটি রিওয়ায়াতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযূর (সা) মদীনায় অবস্থান গ্রহণের পর একরাতে মোটেও ঘুমান নাই। এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল দ্বিতীয় হিজরীতে এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর পাণি গ্রহণের পরে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ হুযূর (সা) প্রহরী বেষ্টিত থাকা অবস্থায় وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আয়াতটি নাযিল হয়। ফলে তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁবু হইতে মাথা বাহির করিয়া বলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা সকলে চলিয়া যাও, আল্লাহ স্বয়ং আমাকে তাঁহার আশ্রয়ে নিয়াছেন।

নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী এবং আবদ ইব্ন হুমায়দের সূত্রে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা উভয়ে মুসলিম ইব্ন ইবরাহীমের সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অবশ্য হাদীসটি গরীব।

মুসলিম ইব্ন ইবরাহীমের সূত্রে হাকিম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে এবং ইব্ন জারীর (র) স্বীয় তাফসীরে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন। হাকিম (র) বলেন যে, হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

সাঈদ ইব্ন মানসূর (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর তিরমিযী বলেন ঃ কেহ এই হাদীসটিকে ইব্ন শাকীক হইতে যুবায়রের সূত্রে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হুযূর (সা) নিজের নিরাপত্তার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করিতেন। এই রিওয়ায়াতে লক্ষণীয় হইল, এখানে হযরত আয়েশার কথা উল্লেখ করা হয় নাই। ইসমাঈল ইব্ন আলিয়ার সূত্রে ইব্ন জারীরও এই ধরনের বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন ওহাইবের সূত্রে। তবে তাঁহারা উভয়ে ধারাবাহিক সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক হইতে আল-জারীরীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য সাঈদ ইব্ন যুবায়র এবং মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কারযী হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন ইব্ন জারীর। রুবাইয়া ইব্ন আনাস হইতে ইব্ন মারদুবিয়াও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুলায়মান ইব্ন আহমদ (র).......আসামা ইব্ন মালিক আল-খাতমী হইতে বর্ণনা করেন ঃ আসামা ইব্ন মালিক আল-খাতমী বলেন ঃ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس আয়াতটি যতদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ না হইয়াছে, ততদিন আমরা হুযূর (সা)-এর পাহারাদারী করিতাম। যখন এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন হইতে আমরা তাঁহার পাহারাদারী প্রত্যাহার করি।

সুলায়মান ইব্ন আহমদ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন ঃ হুযূর (সা)-এর প্রহরীদের মধ্যে তাঁহার চাচা আব্বাসও ছিলেন। যখন وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন হইতে হুযূর (সা) পাহারা তুলিয়া দেন।

আলী ইব্ন আবূ হামিদ আল-মাদীনী (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিরাপত্তার জন্য কোন না কোন লোক তাঁহার সাথে রাখিতেন। যখন এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন তিনি গিয়া বলেন, চাচাজান! এখন আর আমার নিরাপত্তা প্রহরীর প্রয়োজন নাই। কেননা আল্লাহ আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই হাদীসটি গরীব।

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটির মধ্যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। কেননা এই আয়াতটি মাদানী। অথচ হাদীসের কথায় বুঝা যায় যে, এই ঘটনাটি মক্কায় ঘটিয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইবরাহীম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পাহারা দিয়া রাখা হইত। তাই যতদিন–

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس

-এই আয়াতটি নাযিল না হইয়াছে, ততদিন আবূ তালিব বনী হাশিম হইতে তাঁহার পাহারাদারীর জন্য লোক নিয়োজিত করিতেন। এইভাবে একদিন আবূ তালিব তাঁহার

পাহারাদারীর জন্য তাঁহার সঙ্গে লোক দিবার ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহাকে বলেন, ان الله قد عصمنى من الجن والانس অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আমাকে মানুষ এবং জিন্ন হইতে রক্ষা করেন।

তাবারানী (র)......আবূ কুরাইব হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অবশ্য উল্লেখিত হাদীসটিও গরীব। কেননা সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, আলোচ্য আয়াতটি মাদানী। হুযূর (সা)-এর জীবনের শেষের দিকে যে সকল আয়াত নাযিল হইয়াছে, এই আয়াতটি সেইগুলির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ তাঁহার প্রতিরক্ষা শক্তি দ্বারা মক্কার কাফির নেতাদের শত বিরোধিতা ও হুমকি সত্ত্বেও হুযূর (সা)-কে নিরাপদে রাখিয়াছেন। হুযূর (সা) মক্কায় প্রতিনিয়ত হুমকির মুখে কাটাইয়াছেন। কিন্তু শত্রুরা কখনো তাঁহার কোন ক্ষতি সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।

আল্লাহ হিকমতের মাধ্যমে রিসালাতের প্রথমদিকে তাঁহাকে তাঁহার চাচা আবূ তালিবের ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত করিয়াছেন। আবূ তালিব ছিলেন কুরায়শদের উঁচুস্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। আবূ তালিবের অন্তরে আল্লাহ তাঁহার প্রতি স্নেহের উদ্রেক ঘটান। এই স্নেহ ও ভালবাসা ছিল মানবিক পর্যায়ের, শরী'আতভিত্তিক নয়। আবূ তালিবের ভালবাসা যদি ইসলামের জন্য হইত এবং তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করিতেন; তবে কাফির নেতারা হুযূর (সা)-এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইত। আদর্শিক দিক দিয়া তাহারা সকলে এক ছিল বিধায় অন্যান্য কাফির নেতারা আবূ তালিবকে সমীহ করিত। তাই আবূ তালিব ইন্তিকাল করিলে মুশরিকরা হুযূর (সা)-কে হত্যা করার জন্য ব্যাপক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া যায় এবং মুশরিকদের উত্তেজনা বহুগুণ বাড়িয়া যায়।

এদিকে আল্লাহ মদীনার আনসারদের অন্তরে তাঁহার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দেন। আনসাররা তাঁহার হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করিতে থাকেন। এইভাবে একদিন তিনি আনসারদের নিকট মদীনায় চলিয়া যান। ফলে কাফির ও মুশরিকদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কাফির-মুশরিকরা শিকার হারাইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া যাইতেছিল। তাহারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে কোন ক্ষতি না করিতে পারিয়া লাল ও কালো সুতা দ্বারা তাঁহাকে যাদু করে। এইদিকে আল্লাহ তাহাদের যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য সূরা নাস ও সূরা ফালাক নাযিল করেন। এইভাবে খায়বারে বসিয়া ইয়াহূদীরা বকরীর গোশতে বিষ মাখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খাইতে দিলে আল্লাহ তাঁহাকে সেই খাদ্যের বিষ সম্পর্কে অবগত করান। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার জন্য বেদীনরা বহু পদক্ষেপ নিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যাপারে বিস্তারিত লিখিতে গেলে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া উহা হইতে বিরত রহিলাম। এখন এই আয়াতের ব্যাপারে মুফাসিসরগণের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করা হইবে।

ইব্ন জারীর (র)......মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল-কারযীসহ অনেক সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল কারযীসহ অনেকে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কোন সফরে রওয়ানা হইলে সাহাবীগণ পূর্ব হইতে পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশ্রামের জন্য ছায়াদার

বৃক্ষ খুঁজিয়া রাখিতেন। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) সফরে একটি ছায়াদার বৃক্ষের নিচে বিশ্রামে যান। হঠাৎ এক বেদুঈন আসিয়া সেখানে উপস্থিত হয় এবং বৃক্ষের ডালে ঝুলন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরবারিখানা হাতে নিয়া বলে, বল, এইবার তোমাকে কে রক্ষা করিবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ। তখন বেদুঈনের হাত কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার হাত হইতে তরবারিখানা পড়িয়া গেল। এমনকি সে কাঁপিতে কাঁপিতে গাছের উপরে পড়িয়া মাথায় আঘাত পাইল এবং তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। সেই সময় আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) বলেন ঃ বনী আনমারের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) যাতুর-রিকা নামক খেজুরের বাগানের একটি কূপে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন। তখন বনী নাজ্জার গোত্রের হারিস নামক এক ব্যক্তি বলিল, এখন আমি অবশ্যই মুহাম্মদকে হত্যা করিতে সমর্থ হইব। তাহার সঙ্গীরা তাহাকে বলিল, কিভাবে তুমি তাঁহাকে হত্যা করিবে ? সে বলিল, আমি তাঁহাকে বলিব, দেখি আপনার তরবারিটা। যখন সেটি দিয়া দিবেন তখন আমি তাঁহার তরবারি দিয়াই তাঁহাকে বধ করিব। সাথীদের সংগে এই কথা বলিয়া সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে আসিল এবং বলিল, হে মুহাম্মদ! দেখি আপনার তরবারিটা ? রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে তরবারিটি দিলেন। তরবারিটি হাতে নিতেই তাহার হাত কাঁপিতে থাকে এবং হাত হইতে তরবারিটি পড়িয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ তুমি ও তোমার কুমতলবের মাঝে আল্লাহ্ প্রতিবন্ধক হইয়াছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

অবশ্য এই সনদে হাদীসটি দুর্বল। এই ব্যাপারে গুয়াইরিস ইবন হারিসের ঘটনাটি সহীহ ও প্রসিদ্ধ।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গী হইয়াছিলাম। পূর্বেই আমরা সফরের পথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশ্রামের জন্য একটি ছায়াদার বিশাল বৃক্ষ খোঁজ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই সফরে তিনি বিশ্রামের জন্য অবতরণ করেন এবং বৃক্ষের ডালের সংগে তাঁহার তরবারিখানা ঝুলাইয়া রাখেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার ঝুলন্ত তরবারিখানা হাতে নেয় এবং বলে, হে মুহাম্মদ! এখন আমার হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি তরবারি যথাস্থানে রাখিয়া দাও। আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করিবেন। লোকটি তরবারিখানা যথাস্থানে রাখিয়া দিল। তখনই এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

ইব্‌ন আবূ হাব্বান (র)......হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা হইতে স্বীয় সহীহ সংকলনে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সিম্মাতুল জাশামী ওরফে জা'দা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সিম্মাতুল জাশামী ওরফে জা'দা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি মোটা এক ব্যক্তির পেটের দিকে ইংগিত করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি না হইয়া যদি আমি এইরূপ হইতাম তাহা হইলে তোমার জন্য ভাল হইত।

একদা সাহাবাগণ এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে হাযির করেন এবং বলেন, এই ব্যাক্তি আপনাকে হত্যা করার ইচ্ছা করিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তুমি ভয় পাইও না। অবশ্য তুমি আমাকে হত্যা করিতে চাহিলেও আল্লাহ্ তোমার ইচ্ছা পূরণ করিতেন না।

অতঃপর আল্লাহ্‌পাক বালিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ -'আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' অর্থাৎ হে নবী! আপনি আপনার প্রচারের দায়িত্ব পালন করিতে থাকুন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন।

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ 'উহাদিগকে হিদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নহে; বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ

অর্থাৎ 'তোমার দায়িত্ব হইল পৌছাইয়া দেওয়া আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব হইল আমার।'

(٦٨) قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

(٦٩) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৬৮. "বল, হে কিতাবীগণ! তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নাই। তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বর্ধন করিবে। সুতরাং তুমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।"

৬৯. "মু'মিনগণ, ইয়াহূদীগণ, সাবিঈগণ ও খ্রিস্টানগণের মধ্যে কেহ আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান আনিলে ও সৎকাজ করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিত হইবে না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'হে মুহাম্মদ! তুমি বল, হে কিতাবীগণ! তোমাদের কোন ভিত্তি নাই।' অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জীলসহ আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বস্ত না হইবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উহার শিক্ষা গ্রহণসহ মুহাম্মদের প্রতি ঈমান আনিয়া তাঁহার দীন অনুসরণ না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের দীন ভিত্তিহীন হিসাবে পরিগণিত হইবে।

লাইস ইব্ন আবূ সালীম (র)......মুজাহিদ হইতে وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের সকলের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ মহাপবিত্র কুরআনুল কারীম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا

অর্থাৎ 'তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহীতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিবেই।' এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ —'সুতরাং তুমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।'

অর্থাৎ তাহাদের ধর্মদ্রোহী ভূমিকার জন্য চিন্তা করিয়া নিজেকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ মুসলমানগণ। اَلَّذِيْنَ هَادُوْا অর্থাৎ তাওরাতের অনুসারী ইয়াহূদীগণ। وَالصَّابِئُوْنَ অর্থাৎ সাবিঈগণ। উল্লেখ্য, দুইটি বাক্যের পরে ইহাদের আলোচনা আসায় পেশসহ 'আতফ' করা হইয়াছে। ধর্মত্যাগী খ্রিস্টান ও মজূসীদিগকে সাবিঈ বলা হয়। ইহা হইল মুজাহিদের অভিমত। সাঈদ ইব্ন যুবায়রের অভিমতও ইহাই।

হাসান ও হাকিম (র) বলেন ঃ সাবিঈরা প্রায় মাজূসীদের মত একটি সম্প্রদায়।

কাতাদা (র) বলেন ঃ সাবিঈরা ফেরেশতাদিগের উপাসনা করে, নির্ধারিত কিবলা ভিন্ন অন্যদিকে মুখ করিয়া নামায পড়ে এবং যাবূর পাঠ করে।

ওয়াহব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র) বলেন ঃ উহারা আল্লাহ্র একত্ববাদের সহিত পরিচিত। তবে তাহারা কোন শরী'আতের সহিত পরিচিত নয়। অবশ্য কুফরের মধ্যেও তাহারা লিপ্ত নয়।

ইব্ন ওয়াহব (র)...... আবূ যিনাদ হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যিনাদ বলেন ঃ উহারা ইরাকের সীমানা সংলগ্ন একটি জাতি। উহাদিগকে বাকূসী বলা হয়। প্রত্যেক নবীর উপর উহাদের ঈমান রহিয়াছে। প্রতি বৎসরে উহারা ত্রিশটি রোযা রাখে। উহারা ইয়েমেনের দিকে মুখ করিয়া দৈনিক পাঁচবার নামায পড়ে।

ইহা ছাড়াও বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে।

খ্রিস্টান জাতি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ বিধায় তাহাদের ব্যাপারে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, খ্রিস্টানরা ইঞ্জীলের অনুসারী।

উল্লেখ্য যে, উহাদের সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হইল যে, উহাদের প্রত্যেকটি সম্প্রদায় আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস করে। কিয়ামত ও হাশরকেও তাহারা সত্য বলিয়া জনে। উপরন্তু নেককাজও তাহারা করে। কিন্তু তাহাদের এই বিশ্বাস ও কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজে আসিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের আমল ও আকীদা মুহাম্মাদী শরী'আত অনুসারে না হইবে। যেহেতু মুহাম্মদ (সা)-কে সকল মানব ও জিন্নদের নবী করিয়া পাঠান হইয়াছে, তাই যাহার কর্ম ও বিশ্বাস মুহাম্মদ (সা)-এর শরী'আত অনুযায়ী হইবে, তাহারা নির্ভয় ও নিরাপদ থাকিবে। দুনিয়ায় রাখিয়া যাওয়া পার্থিব সম্পদের জন্য তাহাদের কোন আফসোস থাকিবে না। সূরা বাকারায় ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

(٧٠) لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَ فَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ۝

(٧١) وَ حَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَ صَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَ صَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

৭০. "বনী ইসরাঈল হইতে অবশ্যই আমি প্রতিশ্রুতি লইয়াছি এবং তাহাদের নিকট রাসূলগণকে পাঠাইয়াছি। যখনই রাসূল তাহাদের নিকট তাহাদের খেয়াল-খুশির বিপরীত জিনিস নিয়া হাযির হইয়াছে, তখন একদলকে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং অন্য দলকে তাহারা হত্যা করিয়াছে।"

৭১. "এবং ভাবিয়াছিল তাহাদের কোন শাস্তি হইবে না। অতঃপর তাহাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হইয়া যায়। অবশেষে আল্লাহ্ তাহাদের তওবা কবূল করেন। ইহার পরও তাহাদের বেশ কিছু লোক অন্ধ ও বধির রহিল। আর আল্লাহ্ তাহারা যাহা করে, তাহা জানেন।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি বনী ইসরাঈলদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলের অনুসরণ করার অংগীকার নিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা সেই অংগীকার ভংগ করে এবং তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে। শরী'আতের যে বিষয়টি তাহাদের স্বার্থের অনুকূলে মনে হয়, সেইটা তাহারা গ্রহণ করে এবং যেইটি স্বার্থের প্রতিকূলে বলিয়া মনে করে, সেই বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كُلَّمَا جَاءَتْهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَ تَهْوى اَنْفُسُهُمْ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ- وَحَسِبُوْا اَنْ لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ.

'যখনই কোন রাসূল তাহাদের নিকট এমন কিছু নিয়া আসে যাহা তাহাদের মনঃপুত নয়, তখনই তাহারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের কোন শাস্তি হইবে না।'

অর্থাৎ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহারা যে অপকর্ম করে, তাহার জন্য তাহাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু তাহাদের ধারণার বিপরীতে তাহাদিগকে ভীষণভাবে পাকড়াও করা হয়। ফলে সত্য অনুধাবন করা হইতে তাহাদের আত্মাকে বিভ্রান্ত করিয়া দেওয়া হয় ও সত্য শ্রবণ হইতে তাহাদের কর্ণকে বধির করিয়া দেওয়া হয়। মোট কথা সত্য হইতে তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহাদের বিভ্রান্তি আল্লাহ্ দূর করিয়া দেন।

ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ.

'পুনরায় তাহাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হইয়া যায়। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা।' অর্থাৎ কে হিদায়াতের উপযুক্ত এবং কে গুমরাহীর উপযুক্ত, তাহা আল্লাহ্ ভাল করিয়া জানেন।

(٧٢) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

(٧٣) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٧٤) اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٧٥) مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۚ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ۚ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৭২. "নিঃসন্দেহে তাহারা কাফির হইল যাহারা বলে, নিশ্চয়ই মাসীহ ইব্ন মরিয়মই আল্লাহ্; অথচ মাসীহ্ বনী ইসরাঈলগণকে বলিল, সেই আল্লাহ্র ইবাদত কর যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক; নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শরীক করিল, আল্লাহ্ তাহাদের জন্য জান্নাত হারাম করিয়াছেন এবং তাহাদের ঠাঁই হইল নরক; আর যালিমের জন্য কোন সহায়ক জুটিবে না।"

৭৩. "নিঃসন্দেহে তাহারা কাফির, যাহারা বলে; আল্লাহ্ তিনজনের তৃতীয়জন। অথচ একমাত্র ইলাহ ছাড়া অন্য কোন প্রভু নাই। আর যদি তাহারা যাহা বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হয়, তবে অবশ্যই কাফির গোষ্ঠীকে বেদনাদায়ক শাস্তি গ্রাস করিবে।"

৭৪. "তাহারা কি আল্লাহর কাছে তওবা করিতেছে না এবং তাঁহার কাছে ইস্তেগফার করিতেছে না ? অথচ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

৭৫. "মাসীহ্ ইব্‌ন মরিয়ম রাসূল ছাড়া কিছুই নহে। নিঃসন্দেহে তাহার পূর্বে অনেক রাসূল গত হইয়াছে। আর তাহার জননী সিদ্দীকা (সত্যানুসারিণী)। তাহারা উভয়ই খাদ্য গ্রহণ করে। দেখ, কিভাবে তাহাদের জন্য তিনি দলীল-প্রমাণ পেশ করেন। তথাপি দেখ, তাহারা কিভাবে উহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া খ্রিস্টানদের উপদল মালাকিয়া, ইয়াকূবিয়া ও নাসতূরিয়াদের কুফরী সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় রায় দিয়া বলেন ঃ তাহারা মাসীহকে আল্লাহ্ বলিয়া মনে করে, অথচ আল্লাহ্ তাহাদের এই সকল অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। দ্বিতীয়ত, তাহাদিগকে পূর্বেই জ্ঞাত করা হইয়াছিল যে, মাসীহ আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁহার রাসূল মাত্র। উপরন্তু সদ্যজাত মাসীহ দোলনায় থাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা মাত্র। মাসীহ এই কথা তো বলেন নাই যে, আমি স্বয়ং আল্লাহ্। আর এই কথাও বলেন নাই যে, আমি আল্লাহ্‌র পুত্র। বরং সদ্যজাত মাসীহ দোলনায় থাকিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا

অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, আমাকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে নবী বানান হইয়াছে।'

ইহার সঙ্গে তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের প্রভু। অতএব তাঁহার ইবাদত কর এবং ইহাই সরল ও সঠিক পথ।'

এই হইল তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরের কথা। যৌবন পরবর্তী সময়ে নবূওয়ত-প্রাপ্তির পরেও তিনি তাঁহার ও তাহাদের প্রভু আল্লাহর ইবাদত করিতে এবং তাঁহার সহিত শরীক না করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সেই কথাই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলিয়াছিলেন ঃ

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اعْبُدُ وَاللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ

অর্থাৎ 'মাসীহ বলিয়াছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। কেহ আল্লাহ্‌র শরীক করিলে অর্থাৎ তাঁহার সহিত অন্যের ইবাদত করিলে فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوٰهُ النَّارُ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন এবং তাহার আবাস হইবে নরক।' মোটকথা তাহার জন্য জাহান্নাম অবধারিত ও জান্নাত হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা শিরকের পাপ ক্ষমা করেন না এবং ইহা ব্যতীত যাহাকে ইচ্ছা তাহার পাপ ক্ষমা করিয়া থাকেন।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَنَادٰى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ 'দোযখবাসীরা যখন বেহেশতবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে পানীয় ও খাদ্য দ্বারা আপ্যায়ন করিয়াছেন উহা দ্বারা আমাদিগকেও আপ্যায়ন করাও। তখন তাহারা উত্তরে বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের জন্য ইহা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।'

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষক দ্বারা মানুষকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, মুসলমান ব্যক্তি ছাড়া কেহ জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবে না। অন্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মু'মিন ছাড়া অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবে না।

ইতিপূর্বে সূরা নিসায় اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ –এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) হইতে ইয়াযীদ ইব্ন বাবনূসের হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পাপের তিনটি স্তর রহিয়াছে। তাহার মধ্যে এক স্তরের পাপ আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না। উহা হইল আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা। যথা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ অর্থাৎ 'কেহ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করিলে আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন।' হাদীসটি মুসনাদের আহমদে রহিয়াছে।

এই স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা মাসীহর কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি বনী ইসরাঈলদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

'কেহ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করিলে আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন ও তাহার আবাস হইবে অগ্নিকূণ্ডে এবং সীমা লংঘনকারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।'

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী এবং পরিত্রাতা থাকিবে না।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ

'যাহারা বলে, আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা কাফির।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ সাখর হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাখর لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ –আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইয়াহূদীরা উযায়রকে আল্লাহ্র পুত্র বলে এবং খ্রিস্টানরা মাসীহকে আল্লাহ্র পুত্র বলে। অতএব আল্লাহ্ তাহাদের তিনজনের মধ্যে একজন হইলেন।

তবে এই অভিমতটি যথেষ্ট দুর্বল। কেননা এই আয়াতে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের কথা বলা হইয়াছে। সঠিক কথা হইল যে, এই আয়াতটি খ্রিস্টানদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হইয়াছে। মুজাহিদসহ অনেকে এই কথা বালিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়া ইখতিলাফ রহিয়াছে। কেহ বলেন যে, তাহারা যে তিন সত্তাকে খোদা মানিত, তাঁহারা হইলেন পিতা, পুত্র এবং সেই সত্তা যিনি পিতা ও পুত্রের মাধ্যম হইয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ্ এমন ধরনের অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ খ্রিস্টানরা তিনটি দলে বিভক্ত ছিল। এক, মালাকিয়া; দুই, ইয়াকূবিয়া; তিন, নাসতূরিয়া। ইহাদের প্রত্যেক দল উপরোক্তরূপ আকীদা পোষণ করিত। তবে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে চরম মতানৈক্য ছিল। ইহা নিয়া বিশদভাবে লেখার স্থান ইহা নয় বিধায় সংক্ষিপ্ত করা হইল। উল্লেখ্য যে, ইহাদের একদল অন্যদলকে কাফির বলিত। মূলত ইহাদের প্রত্যেকটি দলই কাফির ও ভ্রান্ত।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ মাসীহ, তাঁহার মাতা ও আল্লাহকে তাহারা খোদা মানার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। এইভাবে তাহারা আল্লাহ্কে তিনজনের একজন বানাইয়াছে।

সুদ্দী (র) আরও বলেন ঃ এই আয়াতটি এ সূরার শেষের দিকের এই আয়াতটির সম্পূরক ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ.....

অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা মাসীহ (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, হে ঈসা ইব্ন মরিয়ম! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে রাখিয়া আমাকে এবং আমার মাকে খোদা বলিয়া মান ? তদুত্তরে তিনি এই কথা অস্বীকার পূর্বক স্পষ্ট ভাষায় বালিবেন, হে আল্লাহ! আপনি সকল পবিত্রতার আধার..... ।'

ইহা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, এই সকল কথা খ্রিস্টানদের বানানো ও মনগড়া মতাদর্শ। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ -'এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই।' অর্থাৎ আল্লাহ্ একাধিক নহেন; বরং সমস্ত সৃষ্টি জগত ও জীবের মধ্যে কেহই তাঁহার শরীক নহে এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ভীতি প্রদর্শনপূর্বক সতর্ক করিয়া বলেন ঃ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ তাহারা যাহা বলে, তাহা হইতে যদি তাহারা নিবৃত্ত না হয় এবং এই ধরনের উক্তি ও অপবাদসমূহ প্রত্যাহার না করে, তাহা হইলে—

لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -'তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যখ্যান করিয়াছে, তাহাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবেই।' অর্থাৎ পরকালে নিশ্চয়ই তাহারা মারাত্মক শাস্তির শিকারে পরিণত হইবে। ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ

اَفَلاَ يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -'তবে কি তাহারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে না ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না ? আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বীয় দয়া, অনুকম্পা ও ভালবাসা প্রদর্শনপূর্বক তাহাদের জঘন্য অপরাধ তথা নির্লজ্জ মিথ্যারোপ সত্ত্বেও তাহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনার আহবান জানাইয়া

তাওবা করিতে আদেশ করেন। কেননা যে কেহ তাঁহার নিকট তওবা করিলে আল্লাহ্ তাহার তওবা কবূল করেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ الاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ –'মরিয়ম তনয় মাসীহ তো কেবল একজন রাসূল; তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে।' অর্থাৎ তাঁহার পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর মত তিনিও মানবজাতির জন্য আদর্শ পুরুষ ছিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূলগণের একজন। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

অর্থাৎ 'তিনি আল্লাহ্র বান্দা মাত্র। আমি তাহার উপর প্রচুর নি'আমত বর্ষণ করিয়াছিলাম এবং তাহাকে আমি বনী ইসরাঈলদের জন্য নমুনা হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলাম।'

وَاُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ অর্থাৎ 'তাহার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিলেন।'

অর্থাৎ তাঁহার মা মু'মিনা তো ছিলেনই বটে, পরন্তু সত্যনিষ্ঠও ছিলেন। যে কোন মু'মিনার জন্য সিদ্দীকা বা সত্যনিষ্ঠ উপাধি লাভ হইল সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, মরিয়ম নবী ছিলেন না। যেমন ইব্ন হাযমসহ অনেকে ধারণা করেন যে, ইসহাক (আ)-এর মাতা, মূসা (আ)-এর মাতা এবং ঈসা (আ)-এর মাতা নবুওয়াতের অধিকারিণী ছিলেন। কেননা সারা এবং মরিয়মকে ফেরেশতাগণ সম্বোধন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, কুরআনে আসিয়াছে যে, তুমি তাকে দুধপান করাও। অতএব ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহারা নবুওয়াতপ্রাপ্ত ছিলেন।

পক্ষান্তরে জমহূরের অভিমত হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষ ব্যতীত কোন নারীকে নবুওয়াত প্রদান করেন নাই। যথা তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ

অর্থাৎ 'তোমাকে নবুওয়াতী প্রদানের পূর্বে বসবাসকারীদের মধ্য হইতে পুরুষ ব্যতীত কাহারো প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করি নাই।'

শায়খ আবুল হাসান আশআরী বলেন ঃ পুরুষদিগকেই যে কেবল নবুওয়ত দেওয়া হইয়াছে, এই কথার উপর সর্বকালের সকল আলিম একমত।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ –'তাহারা উভয়ে পানাহার করিত।' অর্থাৎ তাহারা পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিল। প্রত্যেকের বেলায় এই কথা বাস্তব সত্য যে, যাহা ভক্ষণ করিবে তাহা প্রস্রাব ও পায়খানা হইয়া বাহির হইয়া আসিবে। তাই প্রমাণিত হইল যে, যে ঈসা (আ) এবং তাঁহার মাতা মরিয়ম (আ) ইলাহ ছিলেন না। যেমন অজ্ঞতাবশত খ্রিস্টানরা এই রকমের ধারণা পোষণ করে। ইহাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত রহিয়াছে আল্লাহ্র অবিরাম অভিশাপ ও লা'নত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الاٰيَاتِ

অর্থাৎ 'দেখ, উহাদের জন্য আমি আয়াতসমূহ কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি।'

ثُمَّ انْظُرْ اَنّى يُؤْفَكُوْنَ –'আরো দেখ, উহারা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়!' অর্থাৎ এতো স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সত্ত্বেও তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া কোথায় যাইতেছে। তাহারা আমার প্রদর্শিত পথের উল্টা চলিয়া কত ভয়াবহ্ পথে কদম রাখিতেছে!

(٧٦) قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا ، وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(٧٧) قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ○

৭৬. "বল, তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন মা'বূদের ইবাদত করিতেছ যাহারা তোমাদের কল্যাণ কি অকল্যণ কোন কিছুই করিতে পারে না ? আর আল্লাহ্ই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

৭৭. "বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা সত্য পরিহার করিয়া দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করিও না। আর ইতিপূর্বেই যে জাতি পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাদের খামখেয়ালীর অনুসরণ করিও না। তাহারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে এবং নিজেরাও সত্যপথ হইতে চরমভাবে বিচ্যুত হইয়াছে।"

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত দেবদেবী, মূর্তি-প্রতিমা ও ভূতপ্রেতের উপাসনা করে, তাহাদের ন্যাক্কারজনক কর্মের প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, সেইগুলির মাবূদ সাজিয়া বসার কোন অধিকার নাই।

তাই আল্লাহ্ বালিয়াছেন ঃ قُلْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! খ্রিস্টানসহ মানবগোষ্ঠীর অন্যান্য যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সত্তার ইবাদত করে, তাহাদিগকে বল,

اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَنَفْعًا –'তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর যাহারা তোমাদের কোন ক্ষতি বা উপকার সাধন করার ক্ষমতা রাখে না ?'

وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ

অর্থাৎ 'যিনি তাঁহার প্রত্যেকটি বান্দার কথা শোনেন ও জানেন', সেই আল্লাহ্কে রাখিয়া এমন বস্তুর ইবাদত কেন কর যাহার শ্রবণ, দর্শন ও জ্ঞান শক্তি নাই এবং যে বস্তু তাহার উপাসকদের কোন ক্ষতি বা উপকার সাধনেরও ক্ষমতা রাখে না ?

অতঃপর তিনি বলেন ঃ قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ -'বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না।'

অর্থাৎ দীনের অনুসরণের ব্যাপারে তোমরা সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলিও না এবং কাহাকেও মর্যাদা প্রদানে বাড়াবাড়ি করিও না। যাহার যতটুকু সম্মান প্রাপ্য, তাহাকে ততটুকু সম্মান প্রদান কর। সম্মানের আতিশয্যে কাহাকেও নবুওয়াতের পর্যায় হইতে আল্লাহ্র স্থানে নিয়া আসিও না। যেমন খ্রিস্টানরা ঈসা (আ)-এর ক্ষেত্রে করিয়াছে। অথচ তিনি ছিলেন অন্যান্য

নবীদের মত একজন নবী মাত্র। তাহারা আল্লাহ্র বদলে তাঁহাকে ইলাহ বানাইয়াছে। এইভাবে অনেক উলামা মাশায়েখকে তাহাদের নির্ধারিত স্থান হইতে উঁচুতে তোলার ফলে পূর্ববর্তী অনেকে পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ -'অনেককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে এবং নিজেরাও সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।' অর্থাৎ তাহারা সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ধ্বংসের পথে পরিচালিত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......রুবাইয়ি ইব্ন আনাস হইতে বর্ণনা করেন যে, রুবাইয়ি ইব্ন আনাস বলেন ঃ তাহাদের সময় এক শাসক ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু। কুরআন ও হাদীসের উপর তিনি বহুদিন পর্যন্ত আমল করিয়াছিলেন। একদিন তাহার নিকট শয়তান আসিয়া হাযির হয় এবং তাহাকে বলে, তুমি যাহা করিতেছ পূর্বের লোকরাও তো এইগুলি করিয়াছে। এই ধরনের গতানুগতিক আমলের দ্বারা কি ফায়দা হইবে ? বরং তুমি নতুন একটা কাজ শুরু কর, যাহা ইহার পূর্বে আর কেহ করে নাই। অতঃপর তুমি নতুন পথ আবিষ্কার পূর্বক লোকজনকে তাহার প্রতি আহবান কর। তখন দেখিবে, জনসাধারণ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। অতঃপর তিনি তাহাই করিলেন এবং দীর্ঘ এক যুগ পর্যন্ত বহু লোককে মনগড়া বিদ'আতের পথে পরিচালিত করিলেন। কিন্তু একদিন তার শুভবুদ্ধির উদয় ঘটে এবং তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া আল্লাহ্র নিকট তাহার বিদ'আত কর্মের জন্য তাওবা করেন। এমনকি তিনি তাহার রাজত্ব পর্যন্ত পরিত্যাগ করেন এবং নির্জনে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন। খালেস দিলে তাওবা করিয়া তিনি কায়মনে ইবাদতে মশগুল হইয়া যান।

এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে বলে ঃ তুমি যদি তোমার ও তোমার প্রভু সম্পর্কিত কোন পাপের ব্যাপারে তওবা করিতে, তাহা হইলে তিনি উহা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তোমার পাপের পরিধি সীমিত নয়। ইহার পরিধি বহু বহু লোক পর্যন্ত বিস্তৃত। তুমি বিদ'আত সৃষ্টি করিয়া অনেক লোককে গুমরাহ করিয়াছ এবং তাহাদের অনেকে পাপের বোঝা কাঁধে তুলিয়া ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া পরপারে পাড়ি জমাইয়াছে। তাই তাহাদের পাপের বোঝা তোমাকেই বহন করিতে হইবে। অতএব তোমার তওবা অগ্রহণযোগ্য।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটিতে এই ধরনের লোকদের প্রসঙ্গেই আলোচনা করা হইয়াছে।

(৭৮) لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

(৭৯) كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

(৮০) تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○

(৮১) وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৭৮. "বনী ইসরাঈলগণের কাফিররা দাউদ ও ঈসার যবানে অভিশপ্ত হইয়াছে। ইহা এই জন্য যে, তাহারা নাফরমান হইয়াছিল ও সীমালংঘন করিয়াছিল।"

৭৯. "তাহারা অন্যায় কাজে নিষেধ করিত না; পরন্তু দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করিত। তাহারা যাহা করিত তাহা বড়ই নিকৃষ্ট কাজ।"

৮০. "তুমি তাহাদের অনেককেই দেখিবে, সত্যবিমুখ হইবে; তাহারা কাফির। তাহারা নিজেদের জন্য যে সব কার্য পেশ করিয়াছে, তাহা বড়ই নিকৃষ্ট। উহাতে তাহাদের উপর আল্লাহ্ রুষ্ট হইয়াছেন; আর তাহারা স্থায়ী শাস্তিভোগ করিবে।"

৮১. "যদি তাহারা আল্লাহ্, এই নবী ও তাঁহার উপর অবতীর্ণ গ্রন্থে ঈমান আনিত, তাহা হইলে তাহারা কাফিরগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই পাপাচারী।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির অবগতির জন্য বলিতেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের কাফিররা দীর্ঘকাল হইতে অভিশপ্ত। কেননা তাহার ঈসা (আ)-এবং দাঊদ (আ)-এর প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছিল তাহা অমান্য করিয়াছিল।

আওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও কুরআনে ইহাদের ব্যাপারে অভিসম্পাত করা হইয়াছে। কুরআনে উহাদের তৎকালীন অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ 'তাহারা যেসব গর্হিত কার্য করিত উহা হইতে তাহারা একে অন্যকে বারণ করিত না। তাহারা যাহা করিত নিশ্চয়ই তাহা নিকৃষ্ট।' তাহারা একে অন্যকে পাপকাজ হইতে বিরত রাখিত না। পাপের কাজ দেখিলে তাহারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিত। পাপ যে অপরাধ, এই কথা তাহারা একে অন্যকে মুখে মুখেও বলিত না। এইজন্য বলা হইয়াছে যে, তাহারা যাহা করিত, নিশ্চয়ই তাহা নিকৃষ্ট।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ হইতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রথমদিকে বনী ইসরাঈলরা কোন পাপ করিলে তাহাদের আলিম সমাজ তাহাদের পাপের প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাহারা পাপের ব্যাপারে আলিমদের নিষেধ অমান্য করিলেও আলিমরা উহাদিগকে তাহাদের সংগে উঠাবসা করিতে সুযোগ দিতেন।

ইয়াযীদ (র) বলেন, আমার ধারণামতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের বারণ উপেক্ষা করিলেও তাহারা তাহাদের সংগে একত্রে হাটে-বাজারে যাইত এবং খানাপিনা করিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দেন এবং তাহাদের একই ধরনের কার্যকলাপের কারণে ঈসা (আ) ও দাউদ (আ) তাহাদের প্রতি অভিসম্পাত দেন।

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ আয়াতাংশে এই কথাই বলা হইয়াছে যে, তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমা লংঘনকারী।

বর্ণনাকারী আরও বলেন, হুযূর (সা) যখন এই কথা বলেন, তখন তিনি হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। অতঃপর এই কথা বলিয়া তিনি সোজা হইয়া বসেন এবং বলেন ঃ না, (তোমরা

তাহা হইবে না) আল্লাহর শপথ! তোমরা জনসাধারণকে শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হইতে বাধা প্রদান করিবে এবং তাহাদিগকে শরী'আতের পাবন্দ বানাইবার চেষ্টা করিবে।

আবূ দাঊদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (আ) বলিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বশেষ যে রোগটি প্রবেশ করে তাহা হইল, তাহাদের কাহারো সামনে কেহ অপরাধ বা পাপকার্য করিলে তাহাকে বলিত, ওহে! আল্লাহকে ভয় কর এবং এই কার্য তুমি পরিত্যাগ কর। কেননা ইহা করা জায়েয নয়। অতঃপর দ্বিতীয়বার যদি সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে সেই অপরাধ করিতে দেখিত, তবে তাহাকে সে আর বারণ করিত না। পরন্তু সে তাহার সংগ পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সংগেই খানাপিনা ও উঠাবসা করিত। তাই তাহাদের এই ধরনের কার্যকলাপের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের পরস্পরের অন্তরে সংকীর্ণতার সৃষ্টি করিয়া দেন। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াত পর্যন্ত পাঠ করেন ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ...
وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ.

অতঃপর তিনি বলেন ঃ সাবধান! আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের দায়িত্ব হইল সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ করিতে বারণ করা। তেমনি অত্যাচারীকে তাহার অত্যাচার হইতে বিরত রাখিবে এবং তাহাকে সত্যের উপর আসিতে বাধ্য করিবে অথবা তাহাকে বিন্দু পরিমাণ অন্যায় করার সুযোগ দিবে না।

আলী ইব্ন বাযীমার সূত্রে ইব্ন মাজাহ এবং তিরমিযীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি হাসান হইলেও গরীব পর্যায়ের। তবে আবূ আবীদা হইতে তিনি ইহা মুরসাল সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈলের কোন লোক যদি কাহাকেও পাপ করিতে দেখিত, তবে প্রথম দিন তাহাকে উহা করিতে নিষেধ করিত এবং পাপের পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিত। কিন্তু পরদিন যদি তাহাকে উহা করিতে দেখিত তবে সে তাহাকে আর পাপ করিতে নিষেধ করিত না, বরং সে তাহার সঙ্গে একত্রে খানাপিনা ও উঠাবসা করিত।

হারূনের হাদীসে এই কথাও উল্লেখিত হইয়াছে যে, 'তাহার সঙ্গে পানাহার করিত।' এই অংশটুকু ব্যতীত উভয় হাদীসের বাক্যগুলি একই ধরনের।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এইরূপ আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের পরস্পরের অন্তরে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করিয়া দেন এবং দাঊদ (আ) ও ঈসা (আ)-এর মুখে তাহাদের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করেন। ইহা এই কারণে যে, তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমা লংঘনকারী।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন ঃ যে মহান সত্তার অধিকারে আমার আত্মা, তাঁহার শপথ! তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎকাজ হইতে মানুষকে বারণ কর। আর অত্যাচারীকে অত্যাচার করা হইতে বিরত রাখিবে এবং তাহাকে হকের উপর আসিতে বাধ্য

করিবে। তোমরা যদি এমন না কর তবে আল্লাহ্ তোমাদের পরস্পরের অন্তরে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করিয়া দিবেন এবং তোমাদের প্রতিও অভিশাপ বর্ষণ করিবেন যেমন উহাদের প্রতি বর্ষণ করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, আবূ সাঈদ (রা)-এর রিওয়ায়াতও এই হাদীসের অনুরূপ।

আবূ দাউদ (র)......নবী (সা) হইতে এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। আমর ইব্ন মুররাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহারিবী (র)......হাফিয আবুল হাজ্জাজ হইতে এবং অন্য রিওয়ায়াতে খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল-ওয়াসিতী (র)......আবূ মূসা (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ সম্পর্কীয় বহু হাদীস রহিয়াছে। এই স্থানে আমরা এই বিষয়ের সম্ভাব্য হাদীসসমূহ উল্লেখ করার চেষ্টা করিব।

অবশ্য لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইতিপূর্বে জাবির (রা) হইতেও এই ধরনের হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। এমন কি يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ -এর আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও আবূ সালাবা আল-খুশানী (রা) হইতেও এই ধরনের হাদীস উদ্ধৃত করা হইবে।

ইমাম আহমদ (র)......হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যেই মহান সত্তার অধিকারে আমার আত্মা, তাঁহার কসম! তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎকাজে নিষেধ কর। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করিবেন। অতঃপর তোমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে, কিন্তু তোমাদের প্রার্থনা কবূল হইবে না।

ইসমাঈল ইব্ন জা'ফরের সূত্রে আলী ইব্ন হুজর হইতে তিরমিযীও এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, হাদীসটি উত্তম।

ইব্ন মাজাহ (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ তোমরা সেই সময় আসার পূর্বে সৎকাজের আদেশ কর এবং অৎসকাজের নিষেধ কর, যখন তোমরা প্রার্থনা করিবে কিন্তু তোমাদের প্রার্থনা কবূল হইবে না।

এই হাদীসটি একমাত্র আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাহাছাড়া এই সনদের আসিম নামক বর্ণনাকারী অজ্ঞাত।

আ'মাশ (র)......সহীহ হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বালিয়াছেন ঃ তোমরা কেহ যদি কাহাকে অসৎকাজ করিতে দেখ, তবে তাহাকে হাত দ্বারা বাধা প্রদান কর। যদি হাত দিয়া প্রতিবাদ করার ক্ষমতা না রাখ, তবে মুখ দিয়া প্রতিবাদ কর। যদি মুখ দিয়া প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও না রাখ, তবে অন্তর দ্বারা তাহাকে ঘৃণা কর। ইহা হইল ঈমানের সর্বপেক্ষা দুর্বল পর্যায়। মুসলিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আদী ইব্ন উমাইরা হইতে বর্ণনা করেন যে, আদী ইব্ন উমাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ লোকদিগকে কোন পাপের কারণে আযাব দেন না যতক্ষণ না উহারা জনসাধারণের চোখের সামনে দিবালোকে পাপ সংঘটিত করে। শক্তি থাকিতেও যদি জনসাধারণ তাহাদিগকে পাপ হইতে বিরত না রাখে, তখন সাধারণ ও পাপী সকলকে আল্লাহ্র আযাব ঘিরিয়া ফেলে।

ইমাম আহমদ (র)......ঈসা ইব্ন আদী আল-কিন্দীর দাদা হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......ইব্ন উমাইরা ওরফে উরস হইত বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমাইরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বালিয়াছেন ঃ পৃথিবীর কোথাও যদি কেহ পাপকার্য ঘটায় এবং সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ যদি উহাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, যদি তাহারা উহার প্রতিবাদ করে, তবে সেই সকল লোক উক্ত পাপকার্য সংঘটিত হওয়ার স্থানে অনুপস্থিতদের মধ্যে গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ সেই পাপটি সংঘটিত হওয়ার স্থানে অনুপস্থিত থাকিয়াও উহার সমর্থন করে, তবে সে সেই পাপটি সংঘটিত হওয়ার স্থানে উপস্থিতদের মধ্যে গণ্য হইবে।

এই হাদীসটি এই সনদে একমাত্র আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। আবশ্য মুরসাল সূত্রে আদী ইব্ন আদী হইতে আহমদ ইব্ন ইউনুসও এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। শু'বার সনদে হাফস ইব্ন উমর ও সুলায়মান ইব্ন হারবের রিওয়ায়াতে আবূ দাউদও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই রিওয়ায়াতের বাকী সনদে আবুল বাহ্তারী ও সুলায়মান বর্ণনা করেন ঃ জনৈক সাহাবী আমাকে বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মানুষের ওযর যে পর্যন্ত লুপ্ত না হইবে সে পর্যন্ত তাহারা ধ্বংস হইবে না। অথবা যে পর্যন্ত তাহাদের ওযরের আপনোদন না ঘটিবে।

ইব্ন মাজাহ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ একদা হুযূর (সা) দাঁড়াইয়া খুতবা দিতে গিয়া বলেন ঃ সাবধান! লোকভয় যেন কাহাকেও সত্য কথা বলা হইতে বিরত না রাখে।

বর্ণনাকারী বলেন, এই হাদীসটি বলিয়া আবূ সাঈদ খুদরী (রা) কাঁদেন এবং বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো মানুষের ভয়ে সত্য গোপন করিয়া থাকি।

আতীয়া (র)......আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।

আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইব্ন মাজাহও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন, এই সূত্রে হাদীসটি উত্তম হইলেও দুর্বল।

ইব্ন মাজাহ (র)......আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জামারাতুল উলায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন জিহাদ সবচেয়ে উত্তম ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জামারাতুস-সানিয়ায় যখন কংকর নিক্ষেপ করেন, তখন সেই ব্যক্তি আবার উহা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করেন। ইহার পর যখন তিনি জামারাতুল উকবায় কংকর নিক্ষেপ পূর্বক স্বীয় সওয়ারীতে আরোহণ করার জন্য রিকাবে পা রাখেন, তখন জিজ্ঞাসা করেন, প্রশ্নকারী কোথায় ? লোকটি বলিল, হে

আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এইখানেই আছি। তখন রাসূল (সা) বলিলেন ঃ "অত্যাচারী বাদশাহর সম্মুখে সত্য কথা বলা সর্বাপেক্ষা উত্তম জিহাদ। তবে হাদীসটি কেবল এই সূত্রেই বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন মাজাহ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কাহারো উচিত নয় নিজকে অপমানিত করা। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নিজেকে নিজে কিভাবে অপমানিত করে ? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ কোন ব্যক্তিকে শরী'আত বিরোধী কাজ করিতে দেখা এবং তাহার প্রতিবাদ না করা। এমন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, অমুক স্থানে অমুক পাপ ঘটিতে দেখিয়া তুমি নীরব ছিলে কেন ? লোকটি বলিবে, লোকভয়ে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বালিবেন, ভয় করার ব্যাপারে আমিই কি সর্বাপেক্ষা হকদার নহি ? এই হাদীসটি কেবল এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে অনেক প্রশ্ন করিবেন। তখন এই প্রশ্নও করিবেন যে, তুমি যখন কোন পাপ সংঘটিত হইতে দেখিলে, তখন উহা বাধা দিতে তোমাকে কোন জিনিস বিরত রাখিয়াছে ? তখন সে বলিবে, হে প্রভূ! ভরসা আমি আপনার উপরই করিতাম, কিন্তু মানুষকে আমি ভয় করিতাম। একমাত্র ইব্ন মাজাহ এই সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ইহার সনদটাও মোটামুটি ভাল।

ইমাম আহমদ (র)......হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন মুসলমানের উচিত নয় নিজেকে নিজে অপমানিত করা। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কিভাবে নিজেকে নিজে অপমানিত করে ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ সেই বিপদ মাথায় তুলিয়া নেওয়া যাহা বহিবার শক্তি তাহার নাই।

আমর ইব্ন আসিমের সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন বিশর হইতে ইব্ন মাজাহ এবং তিরমিযীও এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তবে তিরমিযী বলেন, সনদটি উত্তম বটে কিন্তু দুর্বল।

ইব্ন মাজাহ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কখন সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের কাজের নিষেধ করা পরিত্যাগ করা যাইবে ? তিনি বলিলেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে সেই সকল গুণ প্রকাশিত হইবে যাহা পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে কি কি গুণাবলী প্রকাশ পাইয়াছিল ? উত্তরে তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার ইতর মনোবৃত্তির লোকদের নিকট ক্ষমতা চলিয়া যাওয়া, বনেদী ও প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে ব্যভিচারকার্য সংঘটিত হওয়া এবং ইতর লোকদের মধ্যে ইলম আসা।

ইতর লোকদের মধ্যে ইলম আসার ব্যাখ্যায় যায়দ বলেন ঃ নবী (সা)-এর এই কথার অর্থ হইল কাফির ও পাপচারীদের নিকট ইলম আসা। এই সূত্রে একমাত্র ইব্ন মাজাহ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবূ সা'লাবার হাদীস উদ্ধৃত করা হইবে যাহা ইহার দলীল হিসাবে ধরা যাইতে পারে। আবূ সা'লাবার সনদের রহিয়াছে শক্তিশালী রাবীবৃন্দ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
'তাহাদের অনেককে তুমি সত্য প্রত্যাখানকারীদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে দেখিবে।'

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ অর্থাৎ মুনাফিকদিগকে তুমি এমন করিতে দেখিবে।

لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ -'কত নিকৃষ্ট তাহাদের কৃতকর্ম।' অর্থাৎ তাহারা কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া মু'মিনদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছে। ইহার ফল স্বরূপ তাহাদের অন্তরে নিফাক বা কপটতা সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই কারণে কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের প্রতি একাধারে গযব নাযিল হইতে থাকিবে।

তাই বলা হইয়াছে ঃ أَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ -'যে কারণে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছেন।'

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই ধরনের অপকীর্তি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন ঃ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُوْنَ 'তাহাদের শাস্তি ভোগ স্থায়ী হইবে।' অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের প্রতি একের পর এক ভোগান্তি আসিতে থাকিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আমাশ হইতে বর্ণনা করেন যে, আ'মাশ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ হে মুসলমানগণ! তোমরা ব্যভিচার হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা ইহার মধ্যে ছয়টি অকল্যাণ রহিয়াছে, যাহার তিনটি দুনিয়ায় ভোগ করিতে হয় এবং তিনটি আখিরাতে ভোগ করিতে হয়। যে তিনটি দুনিয়ায় ভোগ করিতে হয় তাহা হইল, ইয্যত বিনষ্ট হয়, দরিদ্রতা দেখা দেয় ও আয়ু হ্রাস পায়। যে তিনটি পরকালে ভোগ করিতে হইবে তাহা হইল, আল্লাহ্ তাহার উপর ভীষণ রাগন্বিত হইবেন, কঠিনভাবে তাহার হিসাব নিবেন এবং স্থায়ীভাবে তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُوْنَ.

মুসলিম ও হিশাম ইব্ন আম্মারের সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া ......নবী (সা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন উফায়ের (র)......হুযায়ফার সূত্রে নবী (সা) হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে উল্লেখিত প্রত্যেকটি সনদের হাদীস দুর্বল বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِىِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيَاءَ

'তাহারা আল্লাহ, এই নবী ও তাঁহার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাসী হইলে উহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না।'

অর্থাৎ তাহারা যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্, রাসূল ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনিত, তবে তাহারা কখনো কাফিরদের সহিত বন্ধুত্বভাব পোষণ করিত না। তাই তাহাদের ব্যাপারে নাযিল করা হইয়াছে ঃ

وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ অর্থাৎ 'তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।'

অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত্য হইতে বহির্ভূত এবং আল্লাহ্র যে সকল ওহী তাঁহার প্রতি নাযিল হইয়াছে, তাহারা তাহার বিরোধিতায় লিপ্ত।

(৮২) لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

৮২. "মানুষের ভিতরে মু'মিনদের শক্রতার বেলায় অবশ্যই তুমি ইয়াহূদী ও মুশরিকগণকে সর্বাধিক কঠোর পাইবে। আর তাহাদের সহিত সম্প্রীতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক নিকটবর্তী পাইবে তাহাদিগকে, যাহারা বলে, 'আমরা নাসারা' আর তাহার অনুসরণ করিল; তাহাদের অন্তরে আমি নম্রতা, দয়া ও বৈরাগ্য সৃষ্টি করিয়াছি। ইহা এই জন্য যে, তাহাদের মধ্যে আলিম ও বিরাগী দরবেশ রহিয়াছে যাহারা নিরহংকারী।"

তাফসীর ঃ আলী ইব্ন আবূ তালহা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ এই আয়াতগুলি নাজ্জাশী ও তাঁহার সংগীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। কেননা আবিসিনিয়ায় বসিয়া যখন জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) কুরআন পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইয়াছিলেন, তখন কুরআন শুনিয়া তাঁহারা কাঁদিয়াছিলেন। এমনকি তাহাদের গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু পড়িয়াছিল।

তবে এই বর্ণনায় সংশয় রহিয়াছে। কেননা এই আয়াতগুলি মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। অথচ জাফরের সহিত নাজ্জাশীর কথোপকথন হইয়াছে হিজরতের পূর্বে।

সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও সুদ্দী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতগুলি নাজ্জাশীর সেই প্রতিনিধিদলের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছিল যাহাদিগকে নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। যখন তাহারা আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সাক্ষাত করিল এবং তাঁহার কণ্ঠে কুরআন শুনিল, তখন তাহারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করিল এবং অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা নাজ্জাশীর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল।

সুদ্দী (র) আরও বলেন ঃ নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রেরিত তাঁহার প্রতিনিধি দলের মুখে সম্যক অবগত হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করেন এবং পথে মারা যান।

অবশ্য এই কথা একমাত্র সুদ্দী (র) বলিয়াছেন। কেননা একথা সুপ্রসিদ্ধ যে, নাজ্জাশী তাঁহার নিজ রাজ্য আবিসিনিয়ায় মারা যান এবং যেদিন তিনি মারা যান সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার গায়েবানা জানাযা পড়েন।

নাজ্জাশীর এই প্রতিনিধি দলটির সদস্য সংখ্যা নিয়া বেশ মতভেদ রহিয়াছে।

কেহ বলেন ঃ উহারা মোট বারজন ছিলেন। সাতজন ছিলেন আলিম এবং পাঁচজন ছিলেন পাদ্রী।

কেহ বলিয়াছেন ঃ উহারা মোট পঞ্চাশজন ছিলেন।

কেহ বলেন ঃ উহারা ষাটজন ছিলেন।

কেহ বলেন ঃ উহারা মোট সত্তরজন ছিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ (র) বলেন ঃ এই আয়াতে যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাহারা সকলে ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী। যখন মুসলমানদের একটি মুহাজির দল সেখানে গিয়াছিলেন, তখন তাহারা ইসলাম কবূল করিয়াছিলেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ এই আয়াতে যাহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহারা ছিলেন ঈসা ইব্‌ন মরিয়মের দীনের অনুসারী। তাহাদের সঙ্গে মুসলমানদের সাক্ষাত হইলে তাহারা কুরআন শোনেন এবং সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর ইসলামের উপরই তাহারা মৃত্যুবরণ করেন।

উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন জারীর (র) এই সকল মতের সমন্বয়ে এই চমৎকার সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই আয়াতগুলি আবিসিনয়ার সেই সকল লোক সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে যাহাদের মধ্যে আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী মওজুদ ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

অর্থাৎ 'বিশ্বাসীদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও অংশীবাদীদিগকে তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখিবে।'

উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের সাথে ইয়াহূদীদের ভীষণ শত্রুতা করার কারণ হইল যে, তাহাদের স্বভাবে রহিয়াছে একগুঁয়েমি ও জিঘাংসা। উপরন্তু তাহাদের ভিতর রহিয়াছে আলিমের স্বল্পতা। তাই তাহারা পূর্ববর্তী বহু নবীকে হত্যা করিয়াছিল। এমনকি বহুবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও আঁটিয়াছিল। তাহারা দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের সহযোগিতায় খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া ও যাদু করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল। তাই তাহাদের প্রতি রহিয়াছে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অভিশাপ।

হাফিয আবূ বক্‌র ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) স্বীয় তাফসীরে বলেন ঃ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সিররী (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যখন কোন ইয়াহূদী কোন মুসলমানকে একাকী পায়, তখন তাহার মনে তাহাকে হত্যা করার ইচ্ছার উদ্রেক হয়।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন ইসহাক আল-আসকারী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীর সঙ্গে কোন মুসলমানের যে কোন সময় কোথাও সাক্ষাত হইলে তখনই ইয়াহূদীর মনে মুসলমান ব্যক্তিটিকে হত্যা করার জিঘাংসা সৃষ্টি হয়। এই হাদীসটি অত্যন্ত গরীব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصَارٰى

'এবং যাহারা বলে আমরা খ্রিস্টান, মানুষের মধ্যে তুমি তাহাদিগকেই ঈমানদারদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখিবে।'

অর্থাৎ যাহারা ধারণা করে তাহারা মসীহ (আ)-এর অনুসারী খ্রিস্টান এবং ইঞ্জীলের বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের মনে ইসলামের প্রতি দুর্বলতা রহিয়াছে। কেননা মসীহর দীনের চর্চার কারণে তাহাদের হৃদয়ে সহনশীলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً

অর্থাৎ 'হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীদের অন্তরে আমি নম্রতা, সহনশীলতা ও বৈরাগ্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি।' ইঞ্জীলে রহিয়াছে যে, 'কেহ যদি তোমার ডান গালে থাপ্পড় দেয়, তুমি তাহাকে তোমার বাম গালটি আগাইয়া দাও।' দ্বিতীয়ত, খ্রিস্টান ধর্মে যুদ্ধের কোন বিধান নাই। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ

'কারণ, তাহাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী রহিয়াছে এবং তাহারা অহংকারও করে না।'

قسيسين হইল তাহাদের ইমাম ও আলিম সম্প্রদায়। ইহার একবচনে قسيس -ও وقس হয়। অবশ্য ইহার বহুবচনে قسوس -ও ব্যবহৃত হয়। তেমনি رهبان হইল راهب -এর বহুবচন। উহার অর্থ হইল ইবাদত গুযার। উহা الرُّهْبَةُ। মাসদার (ক্রিয়ামূল) হইতে উৎপত্তি। যথা ركب-এর বহুবচন ركبان ও فارس -এর বহুবচন فرسان হইয়া থাকে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ ইহার একবচনে رهبان -ও ব্যবহৃত হয়। তখন ইহার বহুবচন হয় رها بين যথা قرنان -এর বহুবচন قرانين ও جرذان -এর বহুবচন جراذين ইত্যাদি। অবশ্য ইহার বহুবচনে رهابنة -ও ব্যবহৃত হয়। যথা আরবরা কবিতায় ব্যবহার করে ঃ

لوعاينت رهبان دير فى القلل – لانحدر الرهبان يمشى ونزل

হাফিয আবূ বকর আল-বাযযার (র)......জাসিমা ইব্ন রিআব হইতে বর্ণনা করেন যে, জাসিমা ইব্ন রিআব বলেন ঃ আমি সালমান ফারসী (রা)-কে ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا আয়াতাংশ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলেন قِسِّيْسِيْنَ -কে বিরান বনে ও ইবাদতখানায় রাখিয়া আস। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে উহা ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ صِدِّيْقِيْنَ وَرُهْبَانًا এইভাবে পড়াইয়াছেন।

ইয়াহিয়া ইব্ন আবদুল হামীদ আল-খানীর সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়াও......সালমান ফারসী (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......জাসিমা ইব্ন রিআব হইবে বর্ণনা করেন যে, জাসিমা ইব্ন রিআব বলেন ঃ আমি সালমান ফারসী (রা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, জনৈক ব্যক্তির ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা জবাবে তিনি বলেন ঃ رهبان হইল তাহাদের পাদ্রী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উহা ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا পড়িলে তিনি আমাকে পড়াইলেন ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ صِدِّيْقِيْنَ وَرُهْبَانًا অর্থাৎ 'তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে অনেক সত্যবাদী ও সংসার বিরাগী।' মোট কথা- ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ এই আয়াতে তাহাদের ইলম, ইবাদত ও বিনম্র স্বভাবের কথা বলা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সপ্তম পারা

(٨٣) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ○

(٨٤) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ○

(٨٥) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ○

(٨٦) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

৮৩. "তাহারা যখন এই রাসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা শোনে, তখন তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া তাহাদের চক্ষুসমূহ অশ্রুপূর্ণ হইয়া যায়। তাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিলাম, সুতরাং আমাদিগকে সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন।"

৮৪. "আমরা কেন আল্লাহ্র উপর ও আমাদের নিকট যেই সত্য পৌঁছিয়াছে উহাতে ঈমান আনিব না ? আর কেনইবা আমরা আশা করিব না যে, আমাদের প্রভু আমাদিগকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করিবেন ?"

৮৫. "তাহাদের এই কথার কারণে আল্লাহ্ তাহাদের জন্য সেই জান্নাত নির্ধারিত করিয়াছেন যাহারা নীচে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। ইহাই ভাল মানুষের পুরস্কার।"

৮৬. "আর যাহারা কুফরী করিয়াছে ও আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহারাই জাহান্নামের সহচর।"

তাফসীর ঃ অতঃপর তাহাদের সত্যের প্রতি সহজাত আকর্ষণ, সত্যের অনুসরণ ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

وَإِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ

'রাসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যখন তাহারা শ্রবণ করে, তখন তাহারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তাহার জন্য তুমি তাহাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখিবে।'

অর্থাৎ তাহাদের নিকট মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে যে সকল সুসংবাদ ও প্রমাণাদি ছিল, উহা তাহাদের মনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। তাই তাহারা বলিয়াছিল ঃ

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ

'তাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করিয়াছি, সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্যদাতাদিগের তালিকাভুক্ত কর।'

অর্থাৎ তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের সত্যতা স্বীকার করে এবং নবী হিসাবে সাক্ষ্য দান করে।

নাসাঈ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি নাজ্জাশী ও তাঁহার সঙ্গীদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) এবং হাকিম......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ ইহা দ্বারা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার উম্মতদের সাক্ষ্যদানের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা এই বলিয়া সাক্ষ্য দিবে যে, তাহাদের নবী তাহাদের নিকট যথাযথভাবে দীন পৌঁছাইয়াছেন। তেমনি অন্যান্য রাসূলগণের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারেও তাহারা সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর হাকিম বলেন, ইহার সনদসমূহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। কিন্তু তিনি ইহা উদ্ধৃত করা হইতে বিরত রহিয়াছেন।

তাবারানী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-

وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইহা দ্বারা সেই সকল কৃষিজীবি লোকদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা আবিসিনিয়া হইতে জাফর ইব্‌ন আবূ তালিবের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের সামনে কুরআন পাঠ করিলে তাহারা উহা শুনিয়া ঈমান গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের দুইগণ্ড অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ তোমরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পুণর্বার পূর্বধর্ম গ্রহণ করিবে না তো ? তাহারা সকলে সমস্বরে বলিয়াছিলেন, কখনো আমরা আমাদের পূর্ব ধর্মে প্রত্যাবর্তন করিব না।

তাহাদের এই অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَمَالَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَائَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ.

অর্থাৎ 'আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ আমাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত করুন, তখন আল্লাহ ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কি কারণ থাকিতে পারে ?'

এই কথা স্পষ্টত খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে। উপরন্তু অন্যত্র আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ.

অর্থাৎ 'আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা আল্লাহে বিশ্বাস করে এবং তোমাদের প্রতি ও তাহাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহার উপর তাহাদের বিশ্বাস রহিয়াছে। অধিকন্তু আল্লাহর জন্য তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত।

ইহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ- وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ 'এই সকল লোক ইহার পূর্বে ইঞ্জীলের উপরও ঈমান আনিয়াছিল। আর যখন তাহাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয় তখন তাহারা বলে, আমরা ইহার উপর ঈমান আনিলাম। ইহা আমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আগত। আমরা তো পূর্ব হইতেই মুসলমান ছিলাম।'

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

'তাহাদের এই কথার জন্য আল্লাহ তাহাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করিয়াছেন জান্নাত, যাহার পাদদেশে প্রস্রবণধারা প্রবাহিত। অর্থাৎ তাহাদের ঈমান, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রাপ্তির কারণে এই পুরস্কার তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا 'ঐ জান্নাত, যাহার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।' অর্থাৎ চিরদিনের জন্য ইহাই হইবে তাহাদের বাসস্থান। এক মুহূর্তের জন্য তাহারা সেখান হইতে অপসৃত হইবে না।

وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ 'যাহারা সত্যানুসারী ও সৎকর্মপরায়ণ, তাহারা যে কোন স্থানে যে কাহারো সঙ্গে থাকুক না কেন, ইহাই হইল তাহাদের পুরস্কার।'

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বদবখত সত্যত্যাগীদের সম্পর্কে বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا -অর্থাৎ 'যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও আমার আয়াতকে অগ্রাহ্য করিয়াছে।'

اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ –অর্থাৎ 'তাহারাই অগ্নিবাসী' এবং তাহাদিগকেই অগ্নিতে প্রবেশ করান হইবে।

(৮৭) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا، اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

(৮৮) وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا، وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

৮৭. "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সেই সব পবিত্র বস্তুকে হারাম করিও না যাহা আল্লাহ হালাল করিয়াছেন এবং বাড়াবাড়ি করিও না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না।"

৮৮. "আর উৎকৃষ্ট হালাল বস্তু ভক্ষণ কর এবং যেই আল্লাহর উপর তোমরা ঈমান আনিয়াছ, তাঁহাকে ভয় কর।"

তাফসীর ঃ আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ এই আয়াতটি নবী (সা)-এর একদল সাহাবী সম্পর্কে নাযিল হইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা আমাদের যৌনাঙ্গ কাটিয়া পার্থিব চাওয়া-পাওয়া ত্যাগ করিয়া সন্যাসীদের মত পৃথিবীর এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইব। রাসূলুল্লাহ (সা) এই খবর পাইয়া তাহাদের নিকট লোক পাঠান। তাহারা গিয়া উহাদের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে উহারা ইহার সত্যতা স্বীকার করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মন্তব্য করেন ঃ আমি কখনো রোযা রাখি, কখনো বিরতি দেই, কখনো নামায পড়ি, কখনো ঘুমাই এবং আমি বিবাহও করিয়াছি। অতএব যে আমার আদর্শ গ্রহণ করিবে, সে আমার দলের মধ্যে গণ্য হইবে এবং যে আমার আদর্শ বর্জন করিবে, সে আমার দলের বহির্ভূত থাকিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীর সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়াও হুবহু এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

সহীহদ্বয়ে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণের নিকট তাঁহার ঘরোয়া আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা- কারীদের একজন বলেন, আমি এখন হইতে আর কখনো গোশত খাইব না। আর একজন বলেন, আমি বিবাহ করিব না। অন্য একজন বলেন, আমি আর বিছানায় ঘুমাইব না। রাসূলুল্লাহ (সা) এই সংবাদ শুনিয়া বলেন ঃ লোকদের কি হইয়াছে যে, তাহারা এই ধরনের কথা বলে ? অথচ আমি কখনো রোযা রাখি, কখনো বিরতি দেই, কখনো ঘুমাই, কখনো নামায পড়ি, আমি গোশত খাই এবং বিবাহ করি। তাই যে আমার আদর্শ বর্জন করিবে, সে আমার দলের নয়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি গোশত খাই তাহা হইলে আমার যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। তাই আমি আমার জন্য গোশত হারাম করিয়া নিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

আবূ আসিম আন-নাবীল হইতে ইব্‌ন জারীর ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-গরীব পর্যায়ের। এই হাদীসটি অন্য রিওয়ায়াতে মুরসাল সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। আলী ইব্‌ন আব্বাস হইতে উহা মওকূফ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুফিয়ান সাওরী (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ আমরা দীর্ঘদিনের এক যুদ্ধ সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে গিয়াছিলাম। তখন আমাদের কাহারো সঙ্গে স্ত্রী ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, আমরা কি খাসী হইতে পারি ? কিন্তু তিনি আমাদিগকে উহা করিতে বারণ করিলেন। পক্ষান্তরে তিনি আমাদিগকে একটি কাপড়ের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করার অনুমতি দিলেন। এই কথা বলিয়া আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদার সকল! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেই সবকে তোমরা অবৈধ করিও না।' এই রিওয়ায়াতটি ইসমাঈলের সনদে বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, এই ব্যবস্থা মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে বৈধ ছিল এবং এই ঘটনা মুতআ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে ঘটিয়াছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

আ'মাশ (র)......আমর ইব্ন শুরাহবিল হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন শুরাহবীল বলেন, একদা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট মা'কিল ইব্ন মুকাররিন আসিয়া বলেন, আমি আমার জন্য বিছানায় নিদ্রা যাওয়া হারাম করিয়া নিয়াছি। তখন তাঁহার এই অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

সাওরী (র)......মাসরূক হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (র) বলেন, একদা আমরা অনেকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাহার জন্য হাদীয়া স্বরূপ ক্ষীর নিয়া আসেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাহাকে আহবান করিয়া বলেন, আস, ক্ষীর গ্রহণ কর! তিনি উত্তরে বলিলেন, না, আমি নিজের জন্য ক্ষীর হারাম করিয়াছি। আবদুল্লাহ (রা) তাহাকে ক্ষীর খাওয়ার জন্য আবারো ডাকেন। কিন্তু তিনি তাহার ডান হাত দ্বারা খাইবেন না বলিয়া ইঙ্গিত দেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মানসূর হইতে ধারাবাহিকভাবে জারীর ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়ার সূত্রে হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, সহীহদ্বয়ের শর্তে হাদীসটি সহীহ বটে কিন্তু তাঁহাদের কেহ ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হিশাম ইব্ন সা'দ হইতে বর্ণনা করেন যে, হিশাম ইব্ন সা'দ বলেন ঃ তাহাকে যায়দ ইব্ন আসলাম বলিয়াছেন যে, একদা আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর বাড়িতে মেহমান আসেন। এই সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে ছিলেন। তিনি বাড়ি আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার অপেক্ষায় এখনো মেহমানকে আপ্যায়ন করানো হয় নাই। এই অবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলেন, আমার জন্যে আমার মেহমান কষ্ট পাইয়াছে, তাই আমি এই খাদ্য আহার করিব না। তাহার এই অঙ্গীকার শুনিয়া তাঁহার স্ত্রীও বলিলেন, আমিও খাইব না। তাহাদের কথা শুনিয়া মেহমান বলিলেন, আমিও খাইব না। এই খাদ্য আমার জন্য হারাম। আবদুল্লাহ ইব্ন রওয়াহা (রা) এই অবস্থা দেখিয়া নিজে উদ্যোগী হইয়া সর্বাগ্রে খাদ্যে হাত দেন এবং সকলকে বলেন, সবাই বিসমিল্লাহ বলিয়া খাওয়া শুরু কর। ইহার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া এই ঘটনা বলিলে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব উৎকৃষ্ট বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেইসব বস্তু তোমরা অবৈধ করিও না।'

তবে এই হাদীসটির সনদে ছেদ রহিয়াছে।

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত সিদ্দীকে আকবার (রা)-এর ঘটনাটিও প্রায় এইরূপ।

ইমাম শাফিঈসহ অন্যান্য আলিমগণ বলেন ঃ কেহ যদি নিজের উপর কোন খাদ্য, পরিধেয়, স্ত্রী অথবা এই ধরনের অন্য কিছু হারাম করিয়া নেয়, তবে তাহা তাহার জন্য হারাম হয় না। উপরন্তু ইহার জন্য কাফফারাও দিতে হয় না। উপরোক্ত ঘটনা ইঁহাদের অভিমতের দলীল। কেননা উহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু বৈধ করিয়াছেন, সেই সমুদয়কে তোমরা অবৈধ করিও না।' এই কারণেই যে ব্যক্তি নিজের জন্য গোশত হারাম করিয়া নিয়াছিল তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা) কাফফারা দেওয়ার জন্য আদেশ করেন নাই।

পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ (র) বলিয়াছেন ঃ কেহ যদি নিজের জন্য কোন খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় অথবা অন্য কোন হালাল জিনিস হারাম করিয়া নেয়, তবে তাহাকে নিজের জন্য উহা পুনরায় হালাল করার প্রাক্কালে কাফফারা দিতে হইবে। কসমের মাধ্যমে নিজের জন্য কোন জিনিস হারাম করিয়া নিলে যেমন কাফফারা দিতে হয়, অনুরূপভাবে কসম ব্যতীত কেহ যদি নিজের জন্য কোন হালাল জিনিস হারাম করিয়া নেয়, তবে তাহাকেও কাফফারা আদায় করিতে হয়।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ফাতওয়াও অনুরূপ। তিনি বলেন, কুরআনের আয়াত দ্বারাও এই কথা প্রমাণিত হয়। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য আল্লাহ যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা কেন হারাম করিয়াছেন ? আল্লাহ করুণাময় ও দয়াশীল।'

আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা আপনার কসম ভাঙ্গা আপনার জন্য ফরয করিয়াছেন।'

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কসমের কাফফারার কথা বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা এই কথা বুঝা যায় যে, কসম না দিয়া যদি কেহ নিজের উপর কোন জিনিস হারাম করিয়া নেয়, তাহা হইলেও তাহাকে কাফফারা দিতে হইবে। আর এই কথাও বুঝা যায় যে, কসম ব্যতীত অঙ্গীকার করাও কসমের মধ্যে গণ্য হইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্ন জারীর (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ উসমান ইব্ন মাযউন ও আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-সহ কয়েকজন সাহাবী বৈরাগ্য গ্রহণ, যৌনশক্তি বিলোপ সাধন এবং চট পরিধানের ইচ্ছা করিলে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত দুইটি নাযিল করেন।

ইব্ন জারীর (র)......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করেন ঃ উসমান ইব্ন মাযউন, আলী ইব্ন আবূ তালিব, ইব্ন মাসউদ, মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ ও ইব্ন হুযায়ফার গোলাম সালিম (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ বৈরাগ্য অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিয়া ঘরের মধ্যে নির্জনে বসিয়া যান, স্ত্রীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, চট পরিধান করেন এবং উত্তম খাদ্য ও পরিধেয় তাঁহারা নিজেদের জন্য হারাম করিয়া নেন। এমন কি বনী ইসরাঈলদের পাদ্রীদের মত তাঁহারা খাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উপরন্তু তাঁহারা এই সিদ্ধান্তও নেন যে, রাতভর নামায পড়িবেন এবং দিনে রোযা রাখিবেন। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেইসব তোমরা অবৈধ করিও না এবং সীমা লংঘন করিও না। আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।'

মোট কথা ইহার মাধ্যমে তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, তোমরা মুসলমানদের আদর্শ অগ্রাহ্য করিয়া স্ত্রী ও উত্তম খাদ্য-পরিধেয় নিজেদের জন্য হারাম করিও না এবং দিনভর রোযা ও রাতভর নামায পড়ার মত অতিরঞ্জিত অভিলাষ গ্রহণ করিও না। তেমনি যৌনশক্তি বিনষ্ট করার মত অবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করিও না।

এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলেন ঃ তোমাদের দেহেরও তোমাদের উপর অধিকার রহিয়াছে, অধিকার রহিয়াছে তোমাদের চোখেরও। তাই তোমরা রোযাও রাখিবে, মাঝে মাঝে বিরতিও দিবে। নামাযও পড়িবে, নিদ্রাও যাইবে। যে আমার আদর্শ বা সুন্নাত পরিহার করিবে, সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর তাঁহারা সকলে বলিলেন, আমরা আপনার কথা মানিয়া নিলাম এবং আপনার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা অনুসরণ করার অঙ্গীকার করিলাম।

একাধিক তাবিঈ হইতে এই ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সমর্থনে সহীহদ্বয়ে আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি দ্রষ্টব্য। উহা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

আসবাত (র)......সুদ্দী হইতে আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসিয়া বসিয়া সাহাবীদের সঙ্গে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে আলোচনা করার এক পর্যায়ে তিনি উঠিয়া যান। তখন দশজন সাহাবী, যাহাদের মধ্যে আলী ইব্ন আবূ তালিব ও উসমান ইব্ন মাযউনও ছিলেন, তাঁহারা বলেন, খ্রিস্টানরা যদি নিজেদের জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা এই কাজ করার তাহাদের চাইতে অধিকতর দাবিদার। ফলে তাহাদের দশজনের কেহ নিজের জন্য গোশত ও চর্বি হারাম করিয়া নেন, কেহ রাতের ঘুম হারাম করেন, কেহবা নিজের জন্য স্ত্রী সহবাস হারাম করিয়া নেন। যাহারা নিজেদের জন্য স্ত্রী হারাম করিয়াছিলেন, উসমান ইব্ন মাযউন

(রা) তাহাদের একজন। তাই তিনি স্ত্রীর নিকটে গমন করিতেন না এবং তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার নিকট আসিতেন না।

এই অবস্থায় উসমান ইব্ন মাযউনের স্ত্রী একদা আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এই মহিলার নাম ছিল খাওলা। আয়েশা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণও ছিলেন। তখন আয়েশা (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে খাওলা! কি হইয়াছে তোমার ? তোমার চুল আলুথালু কেন ? তোমার চেহারা ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে কেন ? উত্তরে খাওলা বলেন, চুলে তেল আর চিরুনী দিয়া কি করিব ? শরীরে সুগন্ধি মাখারই বা কি সার্থকতা ? কেননা আমার স্বামী আমার নিকট আগমন করেন না। এমনকি তিনি আমার কাপড়ও উঠান না। তাঁহার এই কথায় হযরত আয়েশাসহ সকলে হাসিয়া উঠেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবেশ করেন এবং তাঁহাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা হাসিতেছ কেন ? আয়েশা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! খাওলা বলিতেছে, তাঁহার স্বামী তাঁহার কাপড়ও উঠান না।

অতঃপর হুযূর (সা) তাঁহার স্বামীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, হে উসমান! তোমার কি হইয়াছে ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি পার্থিব ভোগ-বিলাস বর্জন করিয়া একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য নিজেকে ওয়াকফ করিয়া দিয়াছি। উপরন্তু তিনি বলেন, আমি যৌনশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলার ইচ্ছা করিয়াছি। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহর কসম! তুমি এখনই বাড়ি যাও এবং তোমার স্ত্রীর সহিত মিলিত হও। উসমান বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি রোযাদার। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ রোযা ভাংগিয়া ফেল। অতএব তিনি রোযা ভাংগিয়া ফেলিলেন এবং বাড়ি আসিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলেন।

অতঃপর একদিন খাওলা আয়েশা (রা)-এর নিকট চুলে চিরুনী করিয়া সুগন্ধি মাখিয়া আসিলে আয়েশা (রা) হাসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে খাওলা! এখন কোন অবস্থায় আছ ? খাওলা বলিলেন, আমার স্বামী কাল আমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইহার প্রেক্ষিতেই বলিয়াছিলেন ঃ লোকদের কি হইয়াছে ? কেন তাহারা নিজেদের জন্য স্ত্রী, খাদ্য ও ঘুম হারাম করিয়া নিয়াছে ? অথচ আমি রাতে ঘুমাই এবং নামাযও পড়ি। তেমনি মাঝে মাঝে বিরতি দিয়া রোযা রাখি ও স্ত্রী গমন করি। তাই যে আমার আদর্শ অগ্রাহ্য করিবে, সে আমার দলের বহির্ভূত। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেই সমুদয়কে তোমরা অবৈধ করিও না এবং সীমা লংঘন করিও না।'

মোট কথা রাসূলুল্লাহ (সা) উসমানকে বলিয়াছিলেন, এমন কাজ করিবে না। কেননা ইহা অতিরঞ্জন। অতঃপর তিনি তাহাকে তাহার এই শপথের জন্য কাফফারা আদায় করার আদেশ দিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি এই আয়াতটিও পাঠ করিয়াছিলেন ঃ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ

অর্থাৎ 'তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন না, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদিগকে দায়ী করিবেন।' ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَا تَعْتَدُوْا এই আয়াতাংশের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, মুবাহ্কে নিজের উপর হারাম করিয়া নিজেকে সংকীর্ণতার মধ্যে নিক্ষেপ না করা। পূর্বসুরী ও উত্তরসুরী বহু মনিষী এই অর্থ করিয়াছেন।

ইহার অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে, হালালকে হারাম না বানানো এবং হালালকে উহার পরিসরের মধ্যে রাখিয়া প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

অর্থাৎ 'খাও এবং পান কর কিন্তু খাওয়া ও পান করার বেলায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করিও না।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ ذَلِكَ قَوَامًا

অর্থাৎ 'যাহারা সত্যিকারের মু'মিন তাহারা ব্যয় করে, কিন্তু অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না; বরং তাহারা উভয়ের মাঝখানে ভারসাম্য রক্ষা করে।'

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যয় করার বেলায় কৃপণতা ও বাহুল্য খরচের মাঝামাঝি পন্থা জায়েয রাখিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি ইফরাত ও তাফরীতের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করার আদেশ দান করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

অর্থাৎ 'তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যাহা কিছু আল্লাহ বৈধ করিয়াছেন, সেইসব তোমরা অবৈধ করিও না এবং সীমালঘন করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا.

'আল্লাহ তোমাদিগকে যে বৈধ ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়াছেন তাহা হইতে ভক্ষণ কর।'

অর্থাৎ সকল সময় পবিত্র ও হালাল বস্তু ভক্ষণ কর।

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ অর্থাৎ 'প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহকে ভয় কর', তাঁহার মনোনীত বিধান অনুসরণ কর এবং তাহার বিরোধিতা ও পাপ বর্জন কর।

اَلَّذِىْ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ 'যাঁহার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস রহিয়াছে।'

(৮৯) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৮৯. "আল্লাহ তোমাদের ফালতু শপথের জন্য পাকড়াও করিবেন না। কিন্তু তোমাদের গুরুত্ব সহকারে কৃত শপথের হিসাব নিবেন। তাই উহার জরিমানা হইল দশ মিসকীনকে তোমাদের পরিবারের স্বাভাবিক আহার্য প্রদান অথবা তাহাদিগকে পরিধেয় প্রদান; অথবা একটি গোলাম আযাদ করা। যে ব্যক্তি উহা না পারিবে, সে তিনদিন রোযা রাখিবে। ইহাই তোমাদের কসমের কাফফারা যখন তোমরা উহা করিয়া বস। আর তোমরা শপথের হিফাযত কর। আল্লাহ এইভাবেই তাঁহার বিধান বুঝাইয়া দেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"

তাফসীর ঃ নিরর্থক শপথ সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যাহা হউক, অনিচ্ছকৃতভাবে যদি কেহ বলে, আল্লাহর কসম বা খোদার কসম, তবে ইহা নিরর্থক কসমের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহা হইল ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত।

কেহ বলিয়াছেন ঃ পাপের কাজে বা কৌতুকপূর্ণ কসম করাকে অনর্থক কসম বলে।

'অসম্ভব কোন বিষয়ের উপর কসম করা হইলে উহাকে অনর্থক কসম বলে।' এই অভিমত হইল ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আহমদের।

কেহ বলিয়াছেন ঃ রাগের মাথায় কোন কসম করাকে অনর্থক কসম বলে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ভুলবশত কসম করাকে অনর্থক কসম বলে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয়ের ব্যাপারে কোন কসম করাকে বলে অনর্থক কসম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেই সব তোমরা অবৈধ করিও না।'

তবে সঠিক কথা হইল এই ঃ যে কসম অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়, উহাকে অনর্থক কসম বলা হয়। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ

অর্থাৎ 'ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কসম খাওয়া হয় তবে আল্লাহ উহার জন্য দায়ী করিবেন।'

فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ অর্থাৎ 'অতঃপর ইহার কাফফারা হইল এমন দশজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করা যাহাদের অন্নসংস্থানের কোন পথ নাই।'

مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ অর্থাৎ 'মধ্যম ধরনের খাদ্য দান কর যাহা তোমরা তোমাদের পরিজনদিগকে খাইতে দাও।'

ইব্ন আব্বাস, সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও ইকরিমা (র) বলেন ঃ اوسط। অর্থ اعدل। অর্থাৎ ইনসাফমত মধ্যম ধরনের খাদ্য দেওয়া।

আতা খুরাসানী (র) বলেন ঃ اَوْسَطَ। অর্থ مثل। অর্থাৎ নিজেরা যে ধরনের খাদ্য গ্রহণ কর সেই ধরনের খাদ্য আহার করাও।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ রুটি ও দুধ অথবা রুটি ও যয়তুন তেল হইল মধ্যম ধরনের খাদ্য।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কতক লোক নিজেদের সামর্থ্য অপেক্ষা নিম্নমানের খাদ্য খায় এবং কতক লোক সামর্থ্য অপেক্ষা উন্নতমানের খাদ্য খায়। তাই এইদিকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ মাঝামাঝি ধরনের খাদ্য দান কর যাহা তোমরা তোমাদের পরিজনদিগকে খাইতে দাও। অর্থাৎ রুটি ও যয়তুনের তেল জাতীয় খাদ্য।

আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ ধনী-দরিদ্র সবাইকে এই ধরনের খাদ্য দিতে হইবে।

আবদুর রহমান ইব্‌ন খালফ আল-হিমসী (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ গোশত-রুটি, চর্বি-রুটি, দুধ-রুটি, যায়তুন তেল-রুটি ও সিরকা-রুটি ইত্যাদি হইল মধ্যম ধরনের খাদ্য।

আলী ইব্‌ন হারব আল-মূসিলী (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ রুটি ও চর্বি, রুটি ও দুধ, রুটি ও যায়তুন তেল, রুটি ও খেজুর এবং ইহা হইতে উন্নত ধরনের, যথা রুটি ও গোশত যাহা তোমরা খাইয়া থাক, তাহাও মধ্যম ধরনের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ মুআবিয়া হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র), আবীদা, আসওয়াদ, শুরাইহ আল-কাবী, মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন, হাসান, যাহহাক, আবূ রযীন এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মাকহূল হইতেও ইব্‌ন আবূ হাতিম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ আয়াতাংশ দ্বারা খাদ্যের পরিমাণের কথা বলা হইয়াছে। তবে খাদ্যের পরিমাণের মধ্যেও মতভেদ রহিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রা) বলেন ঃ তাহাদের তৃপ্তি সহকারে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ানো।

হাসান ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন (র) বলেন ঃ দশজন মিসকীনকে রুটি-গোশত খাওয়ানোই যথেষ্ট। তবে হাসান আরও বলিয়াছেন, যদি রুটি-গোশত খাওয়ানোর সামর্থ্য না থাকে, তবে রুটি-চর্বি ও দুধই যথেষ্ট। আর যদি ইহা খাওয়ানোর সামর্থ্যও না থাকে, তবে রুটি ও যয়তুনের তেল পেট ভরিয়া খাওয়াইলেও চলিবে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেককে আধা সা করিয়া আটা বা খেজুর বা এই জাতীয় অন্য কিছু আহার করাইতে হইবে। এই মত হইল উমর, আলী, আয়েশা (রা) এবং মুজাহিদ, শাবী, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, ইবরাহীম নাখঈ, মায়মূন ইব্‌ন মিহরান, আবূ মালিক, যাহহাক, হাকিম, মাকহূল, আবূ কিলাবা ও মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) প্রমুখের।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ আটা হইলে আধা সা এবং অন্য কিছু হইলে এক সা।

আবূ বক্‌র ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এক সা খেজুর দ্বারা কাফফারা আদায় করিয়াছিলেন এবং অন্যদেরকেও ইহাদ্বারা কাফফারা দেওয়ার আদেশ করিয়াছিলেন। তবে যদি কাহারো উহা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে, তবে সে আধাসের আটা দিবে।

ইব্‌ন মাজাহ (র)......মিনহাল ইব্‌ন আমর হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহর বর্ণিত হাদীসের সত্যতার ব্যাপারে সংশয় বিদ্যমান। রাবী হিসাবে তাহার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। কেননা তিনি মদ্যপায়ী ছিলেন বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। দারে কুতনী (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস বর্জনীয়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ (৫৬ তোলা) আটাসহ আনুসঙ্গিক অন্যান্য সব দিতে হইবে।

ইব্‌ন উমর, যায়দ ইব্‌ন সাবিত, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, মুজাহিদ, আতা, ইকরিমা, আবূ শা'সা, কাসিম, সালিম, আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার, হাসান, মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন ও যুহরী (র) প্রমুখও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ কসমের কাফফারা হিসাবে প্রত্যেক মিসকীনকে নবী (সা)-এর প্রদত্ত কাফফারা অনুসারে এক মুদ্দ পরমাণ দেওয়া ওয়াজিব। তবে আনুসঙ্গিক তরকারি বা অন্যান্য দ্রব্য দেওয়ার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

ইহার প্রমাণ স্বরূপ শাফিঈ (র) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রোযার সময় দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস করিলে তিনি তাহাকে ষাটজন মিসকীনকে একটি পনের সেরী গমের থলে হইতে সমপরিমাণে গম দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রত্যেককে এক মুদ্দ করিয়া দিতে হইবে বলিয়া তিনি আদেশ করিয়াছিলেন।

ইহার সমর্থনে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই ঃ ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কসমের কাফ্‌ফারা এক 'মুদ্দ' নির্ধারিত করিয়াছেন।

তবে এই সনদে নাযর ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন আবদুল আকরাম আল-যুহলী আল-কূফীর উপস্থিতির কারণে হাদীসটি দুর্বল বলিয়া গণ্য। দ্বিতীয়ত আবূ হাতিম রাযীও এক অপরিচিত ব্যক্তি। অবশ্য ইব্‌ন হিব্বান (র) আবূ হাতিম রাযীকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যদিকে কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) তাহার নিকট হইতে বহু জরুরী বিষয়ে রিওয়ায়াত গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ ভাল জানেন। অধিকন্তু আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর আল-উমরীও দুর্বল রাবী।

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন ঃ গমের এক মুদ্দ এবং গম ব্যতীত অন্য কিছুর দুই মুদ্দ দেওয়া ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ أَوْ كِسْوَتُهُمْ 'অথবা তাহাদিগকে বস্ত্রদান কর।'

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ দশজনের প্রত্যেককে যদি এই ধরনের কাপড় দেওয়া হয় যাহাকে পরিধেয় বলে অর্থাৎ জামা অথবা রুমাল অথবা পাগড়ী অথবা চাদর, তবে কাফ্‌ফারা

আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু টুপি দ্বারা কাফফারা আদায় হইবে কি না, এই ব্যাপারে দুইটি অভিমত রহিয়াছে।

কেহ উহা জায়েয বলিয়া দলীল হিসাবে এই হাদীসটি পেশ করিয়াছেন ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) أَوْ كِسْوَتُهُمْ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলেন ঃ যদি কোন প্রতিনিধি দল তোমাদের আমীরের নিকট আসে এবং তিনি যদি তাহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া টুপি উপহার দেন, তবে তো তোমরা বল, তাহাদিগকে পোশাক দেওয়া হইয়াছে।

ইহার সনদে মুহাম্মদ ইব্ন যুবায়রের উপস্থিতির কারণে হাদীসটি দুর্বল হিসাবে গণ্য। আল্লাহই ভাল জানেন। তবে শায়খ আবূ হামিদ আল-ইসফিরাইনীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মালিক ও আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন ঃ কোন পুরুষ অথবা কোন মহিলার নামাযের জন্য যতটুকু পরিমাণ কাপড়ের প্রয়োজন, প্রত্যেককে ততটুকু পরিমাণ কাপড় দেওয়া ওয়াজিব। আল্লাহ ভালো জানেন।

আওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ প্রত্যেক মিসকীনকে একটি করিয়া আবা অথবা পাগড়ী প্রদান করিতে হইবে। মুজাহিদ বলেন ঃ ইহার নিম্নতম পর্যায় হইল একটি কাপড় প্রদান করা এবং ইহার বেশির ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারিত নাই।

লাইস (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন ঃ জাঙ্গিয়া ব্যতীত যে কোন পরিধেয় দেওয়া জায়েয।

হাসান, আবূ জাফর আল-বাকির, আতা, তাউস, ইবরাহীম নাখঈ, মুহম্মদ ইব্ন আবূ সুলায়মান ও আবূ মালিক (র) বলেন ঃ প্রয়োজনীয় পরিধেয়ের প্রত্যেকটির একটি একটি করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পূর্ণাঙ্গ একটি পরিধেয় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন বড় একটি চাদর বা আবা; তবে ওড়না, কামীস বা মহিলাদের ঘরোয়া পরিবেশে পরিধেয় 'দিবা' নামক সংক্ষিপ্ত বস্ত্র দেওয়া অবাঞ্ছনীয়। কেননা ইহার কোনটাকেই পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বলা হয় না।

আনসারী (র)......হাসান ও ইব্ন সিরীন হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান ও ইব্ন সিরীন বলেন ঃ প্রত্যেক পরিধেয় বস্ত্রের এক-এক জোড়া করিয়া দেওয়া বিধেয়।

সাওরী (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) বলেন ঃ পাগড়ী পূর্ণ মাথা ঢাকিয়া নেয় এবং আবাও পূর্ণ শরীর ঢাকিয়া নেয়।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ কসমের কাফ্ফারার জন্য প্রত্যেককে দুইটি করিয়া কাপড় দেওয়া বিধেয়।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) أَوْ كِسْوَتُهُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে একটি করিয়া 'আবা' প্রদান কর। তবে হাদীসটি দুর্বল পর্যায়ের।

اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ –'কিংবা একজন দাসমুক্ত করা।' আবূ হানীফা (র) ইহা দ্বারা সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ গোলাম কাফির হউক অথবা মু'মিন, যে কোন একটি আযাদ করিলেই হইবে।

ইমাম শাফিঈ (রা)-সহ আরো অনেকে বলিয়াছেন ঃ গোলাম আযাদ করার জন্য মু'মিন গোলাম হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা অনিচ্ছাকৃত হত্যার কাফফারার বেলায় মু'মিন গোলাম হওয়া ওয়াজিব। লক্ষণীয় যে, এখানে কাফফারার ক্ষেত্র এক না হইলেও বিষয়টা যেহেতু কাফ্ফারা, তাই এখানেও গোলাম মু'মিন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এখানে মুআবিয়া ইব্‌ন হাকাম আস-সুলামীর হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। উহা মুআত্তায়ে মালিক, মুসনাদে শাফিঈ ও সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে তিনি বলেন ঃ তাহার প্রতি একবার গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব হইয়াছিল । তাই তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একটি কৃষ্ণাঙ্গ দাসী নিয়া উপস্থিত হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দাসীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (বলিতে পার) আল্লাহ কোথায় থাকেন ? দাসীটি বলিল, তিনি আসমানে থাকেন। ইহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে ? সে বলিল, আপনি আল্লাহর রাসূল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি উহাকে আযাদ করিতে পার, কেননা সে ঈমানদার। অতএব বুঝা গেল, ইহা দ্বারা তিন ধরনের কসমের কাফ্ফারা অনুরূপ দাস বা দাসী দ্বারা আদায় করা জায়েয।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে কাফ্ফারা আদায়ের জন্য প্রথমে সহজ হইতে ধীরে ধীরে কাঠিন্যের বর্ণনা দিয়াছেন। অর্থাৎ বস্ত্র দেওয়ার চাইতে খানা খাওয়ান কিছুটা সহজ এবং গোলাম আযাদ করার চইতে বস্ত্র দেওয়া আরও সহজ। মোট কথা সহজ হইতে কাঠিন্যের একটা চমৎকার ধারা এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই ধরনের কাফ্ফারা একটিও আদায় করিতে সক্ষম নহে, সে তিনদিন রোযা রাখিবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ

অর্থাৎ 'যাহার সামর্থ্য নাই, সে তিন দিন রোযা রাখিবে।'

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন যুবায়র ও হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করেন যে, যাহার নিকট তিন দিরহাম থাকিবে, সে মিসকীনদিগকে খানা খাওয়াইবে অথবা রোযা রাখিবে।

কোন কোন পূর্বসূরী ফকীহ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যাহার নিকট দৈনন্দিন ব্যয়ভার বহন করার পর কাফ্ফারা আদায় করার অর্থ না থাকিবে, তাহার জন্য রোযা রাখা জায়েয।

ইব্‌ন জারীর (র) এই কথাও বলিয়াছেন যে, যাহার নিকট তাহার ও তাহার পরিবার-পরিজনের ব্যয় বহন ব্যতীত অতিরিক্ত অর্থ না থাকে, সে রোযা রাখিতে পারিবে।

এই ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে যে, রোযা ধারাবাহিকভাবে রাখা কি ওয়াজিব, না মুস্তাহাব ? অথবা বিরতি দিয়া রোযা রাখিতে পারিবে, কি পারিবে না ?

এই বিষয়ে দুইটি মত রহিয়াছে। এক, বিরতিহীনভাবে রোযা রাখা ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিকের কথাও ইহা। কেননা فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ আয়াতে নির্দিষ্ট না করিয়া সাধারণভাবে রোযা রাখার কথা বলা হইয়াছে। তাই ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বিরতিসহ বা বিরতিহীন

উভয়ভাবে রোযা রাখা বৈধ। যেমন রমযানের রোযা কাযা করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ অর্থাৎ 'অন্যান্য দিনে ইহা আদায় করিবে।'

তবে ইমাম শাফিঈ (রা) বিরতিহীনভাবে রোযা রাখা ওয়াজিব বলিয়াও একস্থানে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। হানাফী ও হাম্বলীদের কথাও ইহা। কেননা উবাই ইব্ন কা'ব প্রমুখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা এই আয়াতাংশ এইভাবে পাঠ করিয়াছেন ঃ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ অর্থাৎ 'যাহার সামর্থ্য নাই, সে একাধারে তিন দিন রোযা রাখিবে।' আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) ইব্ন আবূ ইসহাক, শা'বী ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবরাহীম (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদের পঠনে فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ রহিয়াছে।

আ'মাশ (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদের শিষ্যরাও এইরূপে পাঠ করিতেন। তবে এই হাদীসটি মুতাওয়াতির নয়। উহা যে খবরে ওয়াহিদ ও বিশেষ সাহাবীর গবেষণামাত্র, এই ব্যাপারে সন্দেহ নাই। ফলে হাদীসটি মারফূ পর্যায়ের।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যখন কাফ্ফারার আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন হুযায়ফা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি স্বাধীনভাবে যে কোন একটি গ্রহণ করিত পারি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, তোমরা এখন ইচ্ছামত গোলাম আযাদ করিতে পার কিংবা বস্ত্র দান করিতে পার অথবা মিসকীন খাওয়াইতে পার। তবে যে ইহার একটিরও সামর্থ্য না রাখিবে, সে একাধারে তিনদিন রোযা রাখিবে। এই হাদীসটি নিতান্ত দুর্বল।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ 'তোমরা শপথ করিলে ইহাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা।' অর্থাৎ ইহা হইল শপথের শরী'আতসম্মত কাফফারা।

وَاحْفَظُوْا اَيْمَانَكُمْ 'তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করিও।'

ইব্ন জারীর বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল কাফ্ফারা ব্যতীত শপথ না ভাঙ্গা।

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ -'এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন।'

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -'যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।'

(৯০) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

(৯১) اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ○

(٩٢) وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ احْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

(٩٣) لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا ۚ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৯০. "হে ঈমানদারগণ! শরাব, জুয়া, বলীদানের বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীর অপবিত্র, উহা শয়তানের কাজ। উহা হইতে বাঁচিয়া থাক। হয়ত তোমরা কল্যাণ পাইবে।"

৯১. "শয়তান তোমাদের পারস্পরিক শত্রুতা ও জিঘাংসার সৃষ্টি করিতে চায় শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে, আর তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র যিকর ও সালাত হইতে ফিরাইয়া রাখে। তবুও কি তোমরা বিরত হইবে না ?"

৯২. "এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা উহা হইতে ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমার রাসূলের উপর দায়িত্ব শুধু তোমাদিগকে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া।"

৯৩. "যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও ভাল কাজ করিয়াছে, তাহারা যাহা খাইয়াছে তাহার পাপ ধরা হইবে না। যদি তাহারা সতর্ক হয়, ঈমান আনে ও নেককাজ করে; অতঃপর যদি মুত্তাকী হয় ও ইয়াকীন রাখে; পুনরায় যদি সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলকে ভালবাসেন।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীদিগকে মদ্যপান ও জুয়াবাজী করিতে বারণ করিয়াছেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ পাশা খেলাও এক ধরনের জুয়া।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আলী (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......সুফিয়ান হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহারা বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক জুয়াই অবাঞ্ছিত, হউক তাহা শিশুদের বাজীখেলা কিংবা মার্বেল খেলা।

রাশেদ ইব্‌ন সা'দ ও সামুরা ইব্‌ন হাবীব হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, শিশুদের বাজী ধরিয়া পাশা এবং ঘুঁটি খেলাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে নাফে ও মূসা ইব্‌ন উকবা বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, প্রত্যেক জুয়াই 'মায়সার'-এর অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্‌হাক বলেন ঃ মায়সার-এর অর্থ হইল জুয়া। ইসলাম আসার পূর্বে জাহিলদের মধ্যে জুয়া খেলার প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ এই নৈতিকতা বিধ্বংসী খেলার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

মালিক (র) দাঊদ ইব্‌ন হাসীন হইতে বর্ণনা করেন, তিনি সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবের নিকট শুনিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে জুয়ার মাধ্যমে দুইটি বকরীর গোশ্‌ত একটি বকরীর গোশতের বিনিময়ে বিক্রি হইত।

আ'রাজ হইতে যুহরী বলেন ঃ জুয়া হইল পাশা খেলার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ অধিকারে আনা।

কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ বলেন ঃ যে খেলা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ এবং নামায হইতে বিরত রাখে, তাহাই জুয়া।

এই সকল রিওয়ায়াত ইবন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম......আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা প্রচলিত 'কাআব' খেলা হইতে নিবৃত্ত থাকত। উহাতে ঘুঁটির চালের মাধ্যমে ভাগ্যফল নির্ধারণ করা হয়। কেননা ইহা জুয়া।

হাদীসটি দুর্বল। তবে এই হাদীসটিতে জুয়া খেলার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। সে সম্পর্কে বুরায়দা ইব্‌ন হাসীব আল-আসলামীর সূত্রে মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে 'কাআব' খেলিবে, সে শূকরের রক্ত দ্বারা নিজের হস্ত রঞ্জিত করিবে।"

আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে ইব্‌ন মাজাহ, আবূ দাঊদ, আহমদ ও মালিক বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে কাআব খেলিবে, সে আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে নাফ্‌রমানী করিবে।

আবূ মূসা (রা) হইতে মওকূফ সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র)......মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব এই বিষয়ে আবদুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরাতে বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কা'আব খেলার পর নামায পড়ার লোকের উপমা হইল সেই ব্যক্তি, যে অপবিত্র দুর্গন্ধময় শূকরের রক্তদ্বারা উযূ করিয়া নামাযে দাঁড়াইল।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ পাশা খেলা তাস খেলা অপেক্ষা জঘন্য।

আলী (রা) বলেন ঃ পাশা খেলা জুয়ায় অন্তর্ভুক্ত। ইহার ভিত্তিতে ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ প্রমুখ পাশা খেলা হারাম বলিয়াছেন। তবে ইমাম শাফিঈ এই খেলাকে শুধু মাকরূহ বলিয়াছেন।

হাসান, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, আতা, মুজাহিদ ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ 'আনসাব' সম্পর্কে বলেন ঃ উহা এমন একখানা পাথর যাহার উপর উৎসর্গকৃত জন্তু যবেহ করা হয়।

'আযলাম' সম্পর্কেও তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ উহা এমন কতগুলি শর যাহা নিক্ষেপ করিয়া ভাগ্য নির্ণয় করা হয়। এই সকল রিওয়ায়াত ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ 'অর্থাৎ 'ইহা ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানের কাজ।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা (রা)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ শয়তানের জঘন্য কাজগুলির মধ্যে ইহাও একটি।

সাঈদ ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ ইহা পাপ কাজ।

যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ ইহা শয়তানের নিন্দনীয় কাজের মধ্যে গণ্য।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ فَاجْتَنِبُوْهُ 'সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর।' ইহার 'হু' যমীর رِجْسٌ -এর সহিত সম্পৃক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ঘৃণ্য বস্তু বর্জন কর।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।' ইহা দ্বারা সৎকাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

অর্থাৎ 'শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চাহে! তবু কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না ?' ইহা বলিয়া আল্লাহ তা'আলা হুমকী ও ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

মদ হারাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ তিনবার মদ হারাম করা হইয়াছে। প্রথম যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীরা মদ্যপান করিত এবং জুয়ালব্ধ মাল ভক্ষণ করিত। অতঃপর তাহারা এতদুভয়ের বৈধতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ 'তাহারা তোমার নিকট মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে বল যে, উহাতে উপকার আছে বটে, কিন্তু অপকারই বেশি।'

ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা বলিতে থাকে যে, ইহাতে তো কম উপকার ও বেশি অপকারের কথা বলা হইয়াছে, নিষেধ তো করা হয় নাই। তাই ইহার পরও তাহারা মদ্যপান করিতে থাকে। তখন একদিন এক মুহাজির সাহাবী মাগরিবের নামাযে সূরা পড়িতে গিয়া উল্টাপাল্টা করিয়া ফেলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়িবে না; যতক্ষণে তোমাদের নেশা না কাটিবে এবং ইহা না বুঝিবে যে, তোমরা কি বলিতেছ।'

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতেও সুস্পষ্টভাবে বারণ করার নির্দেশ না থাকার কারণে উহারা একটু থামিয়া আবার পুরাদমে মদপান করিতে শুরু করে এবং একদিন এক ব্যক্তি পূর্বের মত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযে রত হইলে আল্লাহ তা'আলা কঠোর ও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেন ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর, যাহাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হইতে পার।'

এই আয়াত নাযিল হইলে সাহাবারা সকলে বলেন, হে আমাদের প্রভু! এই মুহূর্তে আমরা মদ ও জুয়াসহ সকল নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করিলাম।

অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ রাসূল! যাহারা এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে ও স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অথচ তাহারা মদ ও জুয়ায় অভ্যস্ত ছিল, তাহাদের অবস্থা কি হইবে ?

ইহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা জানাইয়াছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَااتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا لصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থাৎ 'যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে, তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই। যদি তাহারা সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদিগকে ভালবাসেন।'

হুযূর পাক (সা)-ও তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ যদি তাহাদের জীবদ্দশায় ইহা নিষিদ্ধ করা হইত তবে তাহারাও ইহা বর্জন করিত, যেমন তোমরা বর্জন করিয়াছ। একমাত্র আহমদ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ প্রথম যখন মদের নিন্দাসূচক আয়াত নাযিল হয়, তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! এই ব্যাপারটি আমাদিগকে স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যাসহ বলিয়া দিন। অতঃপর সূরা বাকারার এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ.

অর্থাৎ 'তাহারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, উহাতে উপকার অপেক্ষা অপকার বেশি।'

অতঃপর উমর (রা)-কে ডাকাইয়া তাঁহাকে উহা পাঠ করিয়া শুনাইলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আপনি মদ সম্পর্কে আমাদিগকে আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিন। অতঃপর সূরা নিসার এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى

অর্থাৎ 'হে ঈমানদার সকল! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে কাছেও যাইবে না।'

তাই নামাযের আযানের পর সকলে নামাযের জন্য আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) সকলকে জানাইয়া দেন ঃ তোমরা নেশাগ্রস্ত হইয়া কেহ নামাযে আসিবে না।

অতঃপর উমর (রা)-কে ডাকিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনান। তখন উমর (রা) আবারো বলেন, হে আল্লাহ! আমাদিগকে এই সম্পর্কে সাফ সাফ করিয়া বলিয়া দিন।

অতঃপর সূরা মায়িদার এই আয়াতটি নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে ডাকাইয়া উহা পাঠ করিয়া শুনান। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উহা পড়িয়া فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ (তবু কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না) এই পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন উমর (রা) বলিয়া ওঠেন; আমরা নিবৃত্ত হইলাম, আমরা উহা বর্জন করিলাম।

নাসাঈ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ (র)......উমর (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এই হাদীসটি পাওয়া যায় না। আবূ যুরাআ বলেন, ইহার সনদে সন্দেহ রহিয়াছে। কিন্তু আলী ইব্‌ন মাদীনী ও তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

সহীদদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিম্বারে উঠিয়া ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ হে লোক সকল! মদ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং আংগুর, খেজুর, মধু, গম ও যব, এই পাঁচ বস্তু দ্বারা মদ তৈরি হয়। মদ উহাকে বলে যাহা পান করিলে মানুষের জ্ঞান লোপ পায়।

ইমাম বুখারী (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ শরাব হারাম সম্পর্কীয় আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন মদীনায় পাঁচ ধরনের মদ প্রচলিত ছিল কিন্তু তাহার মধ্যে আংগুরের মদ ছিল না।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ মদ সম্পর্কে তিনটি আয়াত নাযিল হইয়াছে। উহার মধ্যে সর্ব প্রথম يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। তখন অনেকে ধারণা করিয়া নেয় যে, মদ হারাম করা হইয়াছে। কিন্তু কতক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদিগকে ইহা দ্বারা উপকৃত হইবার অনুমতি দিন। কেননা এই আয়াতে মদ্য পানের অবকাশ রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি নীরব হইয়া যান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى এই আয়াতটি নাযিল করেন। ইহার পর হইতে মদপান হ্রাস পায়। কিন্তু কিছুদিন পর সকলে আবার পুরাদমে মদ্যপান শুরু করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা নামাযের সময় মদ্যপান না করিলেই তো চলে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ কোন উত্তর না দিয়া নীরব থাকেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ.... হইতে فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ পর্যন্ত আয়াত দুইটি নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেন, মদ হারাম করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......কা'কা' ইব্‌ন হাকীম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ালা বলেন ঃ মদ বিক্রয় সম্পর্কীয় এক প্রশ্নের জবাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বনী সাকীফ অথবা বনী দাওস গোত্রের এক বন্ধু মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক বোতল মদ উপঢৌকন স্বরূপ দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন ঃ ওহে! তুমি কি জান না যে, আল্লাহ, তা'আলা মদ হারাম করিয়াছেন ? ইহা শুনিয়া লোকটি তাহার গোলামকে বলিল, যাও, ইহা বিক্রি করিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ ওহে! তুমি উহাকে কি বলিলে ? লোকটি বলিল, আমি উহাকে মদ বিক্রি করিয়া দিতে বলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যিনি মদ্যপান করা হারাম করিয়াছেন, তিনি ইহার ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর লোকটি তাহার গোলামকে মদের বোতলটি শহরের বাহিরে নিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য আদেশ করে।

মুসলিম (র)......যায়দ ইব্‌ন আসলাম হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য একটি সূত্রে ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ হইতে সুলায়মান ও ইব্‌ন ওয়াহাবও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই উভয় সূত্রই ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ালার সনদ সংশ্লিষ্ট। উর্ধ্বতন সূত্রে কুতায়বা হইতে নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ ইয়ালা......তামীম দারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তামীম দারী (রা) বলেন ঃ তিনি প্রত্যেক বৎসর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক বোতল করিয়া মদ উপহার স্বরূপ প্রদান করিতেন। মদ হারাম হওয়ার পরে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য এক বোতল মদ নিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) উহা দেখিয়া বলেন, মদ যে হারাম করা হইয়াছে তাহা তুমি জান কি ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহা হইলে আমি উহা বিক্রি করিয়া উহার অর্থ অন্য কাজে লাগাই ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের উপর আল্লাহ পাক ছাগল ও গরুর চর্বি হারাম করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা চর্বি জ্বাল দিয়া ডালডা করিয়া বিক্রি করিত এবং আর তাহারা নিজেরাও উহা খাইত। আল্লাহ্‌র কসম! মদ কিংবা উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সবই হারাম।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুর রহমান ইব্‌ন গুনম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন গুনম বলেন ঃ "তামীম দারী প্রতি বৎসর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক বোতল মদ উপহার স্বরূপ দিতেন। সেমতে যে বৎসর মদ হারাম করা হয়, সেই বৎসরও তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য এক বোতল মদ নিয়া উপস্থিত হইলে তিনি উহা দেখিয়া মুচকি হাসিয়া বলেন ঃ এবারে যে মদ হারাম করা হইয়াছে সে খবর তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে কি ? ইহা শুনিয়া তামীম দারী বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহা হইলে কি আমি উহা বিক্রি করিয়া উহার অর্থ অন্য কাজে লাগাইতে পারি না ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের উপর আল্লাহ পাক গরু এবং বকরীর চর্বি হারাম করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা উহা ডালডা বানাইয়া বিক্রি করিত এবং উহার অর্থ নিজেদের কাজে ব্যয় করিত। শোন, মদ হারাম এবং মদের বিক্রয়লব্ধ অর্থও হারাম। এইভাবে তিনি তিনবার বলেন।

ইমাম আহ্‌মদ (র)......নাফে ইব্‌ন কায়সান হইতে বর্ণনা করেন যে, নাফে ইব্‌ন কায়সান বলেন ঃ তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় মদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মদ নিয়া আসেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া

বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার জন্য উন্নতমানের এক বোতল মদ নিয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন ঃ হে কায়সান! তোমার চলিয়া যাওয়ার পরে মদ হারাম করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহা হইলে আমি ইহা বিক্রি করিয়া ফেলি ? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মদ ও উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হারাম করিয়াছেন। কায়সান ইহা শুনিয়া মদের পাত্রগুলি বাহিরে নিয়া পদাঘাত করিয়া ভাংগিয়া ফেলেন এবং মদগুলি মাটিতে গড়াইয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র)......আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ একদা আমি, আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ, উবাই ইব্‌ন কা'ব ও সুহায়ল ইবনে বায়যা সহ বেশ কয়েকজন সাহাবী আবূ তালহার ঘরে বসিয়া মদ্যপান করিতেছিলাম। এমন সময়ে জনৈক সাহাবী আসিয়া আমাদিগকে বলেন, মদ যে হারাম করা হইয়াছে, তাহা তোমরা কি জান ? তখন আমাদের কেহ কেহ তাহাকে বলিলেন, তোমার কথার সত্যতা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। বাকী সকলে বলিলেন, ঠিক আছে, আমরা আর মদ্যপান করিব না। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মদ স্পর্শ করিব না। উল্লেখ্য যে, আমরা যে মদপান করিতেছিলাম, তাহা ছিল খেজুর ও যবের।

এই হাদীসটি আনাস (রা) হইতে অন্য সূত্রে সহীহদ্বয়েও বর্ণিত হইয়াছে।

সাবিত ও হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ অন্য রিওয়ায়াতে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ যে দিন মদ হারাম করা হয় সেদিন আমরা বেশ কয়েকজনে মিলিয়া আবূ তালহার ঘরে বসিয়া মদপান করিতেছিলাম। মদগুলি ছিল খেজুর ও যব দ্বারা তৈরি খুবই উন্নত ধরনের। এমন সময় বাহিরে কোন আহ্বানকারী লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া উচ্চস্বরে কি যেন বলিতেছিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি আহ্বানের উচ্চ আওয়াজ শুনিয়া বাহির হইলাম। তখন শুনিলাম যে, আহ্বানকারী বলিতেছেন, খবরদার! মদ হারাম করা হইয়াছে। লক্ষ্য করিলাম যে, মদীনার অলিগলি দিয়া প্রস্রবণ ধারার মত মদ প্রবাহিত হইতেছে। তখন আবূ তালহা আমাকে বলেন, তুমি বাহির হও, আমি আমার মদের পাত্রগুলি ভাংগিয়া ফেলিব। এই বলিয়া তিনিও তাহার মদের মটকিগুলি ভাংগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। তখন কেহ কেহ এই কথা বলিতেছিলেন যে, অমুক অমুক তো মদ হারাম হওয়ার পূর্বে পেটে মদ নিয়াই নিহত হইয়াছে (তাহাদের অবস্থা কি হইবে) ? তাহাদের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

অর্থাৎ 'যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে, তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই।'

ইব্‌ন জারীর (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ আমি, আবূ তালহা, আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ, আবূ দুজানা, মুআয ইব্‌ন জাবাল ও সুহায়ল ইব্‌ন বায়যা প্রমুখ মিলিয়া মদ্যপান করিতেছিলাম। যব ও খেজুরের মদের ক্রিয়ায় আমাদের মাথা টলিতেছিল। এমন সময় শুনিতে পাই, কে যেন ঘোষণা করিতেছিলেন, সাবধান! মদ হারাম করা হইয়াছে। তখন আমাদের নিকট আগমন ও

প্রস্থানকারী প্রত্যেকেই মদের বোতলগুলি ভাংগিতে থাকে। অতঃপর কেহ উযূ করিল, কেহ গোসল করিল, কেহ উম্মে সলীমের নিকট হইতে আতর নিয়া মাখিতেছিল। ইহার পর আমরা মসজিদের দিকে যাত্রা করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে বসিয়া পড়িতেছিলেন ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ

ইহা শুনিয়া জনৈক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যাহারা ইহার পূর্বে মদ্যপ অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহাদের অবস্থা কি হইবে ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

অতঃপর লোকেরা কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ইহা আনাসের নিকট শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। কেহবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা শুনিয়াছেন ? তিনি জবাবে বলেন, হ্যাঁ। অথবা তিনি বলিয়াছিলেন, আমাকে যিনি বলিয়াছেন তিনি মিথ্যা কথা বলেন না এবং আমিও মিথ্যা বলি নাই। উপরন্তু মিথ্যা কাহাকে বলে তাহাই আমি জানি না।

ইমাম আহমদ (র)......কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার প্রভু মদ, পাশা, তাড়ী, চায়না শরাব, মোট কথা যাহা পান করিলে নেশা হয়, উহা সমুদয় হারাম করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের প্রতি মদ, জুয়া, যবের শরাব, পাশা, তাড়ী ইত্যাদি হারাম করিয়াছেন। তবে তিনি আমার প্রতি বিতরের নামায ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন। ইয়াযীদ বলেন, এই হাদীসটি একমাত্র আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে আমার প্রতি এমন কোন কথা আরোপ করিবে যাহা আমি বলি নাই, সে তাহার বাসস্থান জাহান্নামে বানাইয়া নিবে। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আরও বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া, পাশা ও চীনা নেশাসহ সকল ধরনের নেশা হারাম করিয়াছেন। একমাত্র আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মদের সহিত জড়িত দশ ব্যক্তির উপর আল্লাহর অভিশাপ। যথা ঃ মূল মদ, মদ্যপায়ী, মদ পরিবেশক, বিক্রেতা, ক্রেতা, মদ উৎপাদনকারী কর্মচারী, মদ উৎপাদক, পরিবাহক, মদ আমদানীকারক ও উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণকারী– এই সকল ব্যক্তির উপর আল্লাহর অভিশাপ।

ওয়াকীর সূত্রে ইব্‌ন মাজাহ ও আবূ দাউদও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) উটের খামারের দিকে যাইতেছিলেন। আমি তাঁহার সোজাসুজি ডান পার্শ্ব হইয়া হাঁটিতে থাকি। এমন সময় আবূ বকর (রা) তাঁহার সম্মুখ দিক হইতে আসিতে থাকিলে আমি তাঁহার জন্য একটু সরিয়া দাঁড়াই। তিনি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ডান পার্শ্ব হইয়া হাঁটিতে থাকিলে আমি তাঁহার বাম পার্শ্ব হইয়া হাঁটিতে থাকি। অতঃপর উমর (রা) আসিয়া আমাদের সঙ্গী হইলে আমি পিছনে পিছনে এবং উমর (রা) তাঁহার বাম পার্শ্ব হইয়া হাঁটিতে থাকেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) খামারে গিয়া পৌঁছান। সেখানে তিনি খামার ঘরের এককোণে শরাব ভর্তি চামড়ার একটা মশক দেখিতে পান। ফলে তিনি আমাকে ডাকিয়া হাতে একটি চাকু দিয়া বলেন, তুমি চাকু দিয়া ঐ মশকটা ফাড়িয়া ফেল। তাঁহার আদেশমত আমি তাহাই করিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ মদ, মদ্যপ, মদ পরিবেশক, মদ বিক্রির কর্মচারী ও মালিক, মদের বাহক, আমদানীকারক, মদ তৈরির প্রকৌশলী, কারিগর ও উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণকারী সকলে অভিশপ্ত।

ইমাম আহমদ (র)......যামুরা ইব্‌ন হাবীব হইতে বর্ণনা করেন যে, যামুরা ইব্‌ন হাবীব বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে একটা চাকু নিয়া আসার জন্য আদেশ করিলে আমি একটা চাকু নিয়া আসি। তিনি চাকুটা আমার হাত হইতে নিয়া মদভর্তি একটা মশক ফাড়িয়া ফেলেন। অতঃপর চাকুটা আমার হাতে দিয়া বলেন, মদের সকল মশক চাকু দ্বারা ফাড়িয়া ফেল। আমি তাহাই করিলাম।

অতঃপর তিনি সাহাবীদিগকে নিয়া মদীনার বাজারে প্রবেশ করেন। সেখানে ছিল সদ্য সিরিয়া হইতে আমদানীকৃত বহু মশকভর্তি মদ। ইহা দেখিয়া তিনি আমার হাত হইতে চাকুটি নিয়া সেখানে যত মশক ছিল, সবগুলি ফাড়িয়া ফেলেন। অতঃপর তিনি চাকুটা আমার হাতে দেন এবং সাহাবীগণকে আমার সযোগিতা করার নির্দেশ দিয়া বলেন, ঃ এই বাজারের প্রত্যেকটি মদের মশক ফাড়িয়া দিবে, একটি মশকও যেন বাকী না থাকে। আমি তাহাই করিলাম।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহব (র)......সাবিত হইতে বর্ণনা করেন যে, সাবিত বলেন, তাঁহাকে ইয়াযীদ আল-খাওলানী বলিয়াছেন, আমার চাচা মদের ব্যবসা করিতেন। তিনি ছিলেন খুবই সৎ। আমি তাহাকে নিষেধ করিলাম। কিন্তু তিনি আমার নিষেধ গ্রাহ্য করিতেন না। ইহার পর আমি মদীনায় গেলে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে মদ ও উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলেন, মদও হারাম এবং উহার অর্থও হারাম। অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমাদের পরে যদি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার অবকাশ থাকিত এবং যদি অবকাশ থাকিত তোমাদের নবীর পরে কোন নবীর আগমনের, তাহা হইলে সেই গ্রন্থে তোমাদের অপকর্মসমূহ বিবৃত হইত যেমন তোমাদের গ্রন্থে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অপকর্মসমূহ বিবৃত রহিয়াছে। তাই তোমাদের অপকর্মসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত চাপা থাকিয়া গেল। অথচ তোমাদের অপকর্মগুলি উহাদের চেয়েও জঘন্য বলিয়া মনে হয়।

সাবিত বলেন, ইহার পর আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকেও মদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলেন, তোমাকে আমি মদ সম্পর্কে বলিতেছি। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে মসজিদে বসিয়া ছিলাম। হুযূর (সা) হেলান দিয়া বসা ছিলেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তোমাদের যাহার নিকট মদ আছে তাহা এইখানে নিয়া আস। ফলে তাহারা গিয়া কেহ নিয়া আসিল মদের মশক, কেহ নিয়া আসিল মদের বোতল ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উহাদের সকলকে বলেন ঃ যাহার যাহার বাড়িতে মদ আছে তোমরা তাহা নিয়া আসিয়া 'বাকিআ' নামক স্থানে জমা করিয়া আমাকে সংবাদ দিও। তাহারা সেখানে সকল মদ জমা করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সংবাদ দিলে তিনি উঠিয়া দাঁড়ান। আমিও তাঁহার সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে ডাঁহার ডান পার্শ্ব দিয়া হাঁটিতে থাকি। তিনি আমার উপর ভর করিয়া হাঁটিতে থকেন। ইতিমধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আসিয়া আমার স্থান দখল করিলে আমি তাঁহার বাম পার্শ্ব দিয়া হাঁটিতে থাকি। অতঃপর উমর (রা)-ও আসিয়া আমাদের সঙ্গী হন এবং তিনি হুযূর (সা)-এর বাম পার্শ্বে হাঁটিতে থাকিলে আমি তাঁহাদের পিছনে পিছনে হাঁটিতে থাকি। অতঃপর হুযূর (সা) সেখানে গিয়া পৌঁছিয়া উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ তোমরা জান ইহা কি ? সকলে বলিল, হ্যাঁ জানি হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহা মদ। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ ঠিক বলিয়াছ। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআ'লা মদ, মদ প্রস্তুতকারক, মদ ব্যবসায়ী, মদ পানকারী, মদ পরিবেশক, মদ বহনকারী, মদ আমদানীকারক, মদ বিক্রয়কারী, মদ ক্রেতা ও মদের অর্থ ভক্ষণকারীর উপর অভিসম্পাত দিয়াছেন। অতঃপর তিনি একটা চাকু চাহিয়া পাঠান। চাকু আনা হইলে তিনি বলেন, চাকুটি ধারালো কর। অবশেষে তিনি উহা হাতে নিয়া প্রত্যেকটি মশক ফাড়িয়া দেন। তখন কোন কোন লোক বলিতে থাকে, ইহাতে উপকারও তো ছিল। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি আল্লাহ্র ভয়ে এই কাজটা খুব তড়িঘড়ি করিয়া শেষ করিলাম। কেননা মদের উপর আল্লাহ্র আক্রোশ। তখন উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! চাকুটি আমাকে দিন। আমিই মশকগুলি ফাড়িয়া ফেলি। রাসূলুল্লাহ বলিলেন ঃ না (আমার নিজের হাতে আমি এই কাজ সমাপন করিব)।

ইব্ন ওয়াহবসহ অনেকে এই ঘটনাটি আরো বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বায়হাকী (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিয আবূ বকর আল-বায়হাকী (র)......সা'দ হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ (রা) বলেন ঃ মদ সম্পর্কে চারটি আয়াত নাযিল হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন, জনৈক আনসার আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। অবশ্য এই ঘটনাটি মদ হারাম হওয়ার পূর্বে ঘটিয়াছিল। সেখানে আমরা খানাপিনার পরে খুব করিয়া মদ্যপান করি। ফলে আমাদের মধ্যে উন্মাদনা দেখা দেওয়ায় আমরা অপরের উপর নিজেকে প্রাধান্য দিতে থাকি। অর্থাৎ আনসাররা বলিতে থাকে আমরা শ্রেষ্ঠ আর কুরায়শরা বলিতে থাকে আমরা শ্রেষ্ঠ। এই বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে জনৈক আনসার একটি পাত্র তুলিয়া আমার নাকের উপর নিক্ষেপ করে। ফলে আমার নাকের হাড়

ভাংগিয়া যায়। এই দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ আয়াতটি فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ পর্যন্ত নাযিল হয়। শু'বার সূত্রে মুসলিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বায়হাকী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ দুই দল আনসারের মধ্যে হাতাহাতির কারণে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হইয়াছে। তাহারা উভয় দল একত্রে অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপান করিয়া হুঁশ হারাইয়া ফেলে এবং বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠে। ফলে এক পর্যায়ে তাহাদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। তাই তাহাদের কেহ পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কাহারো চেহারা যখম হয়, কেহ মাথায় আঘাত পায় এবং কাহারো দাড়ি কয়েক গোছা উঠিয়া যায়। তাহারা প্রকৃতিস্থ হওয়ার পরে বলিতে থাকে, অমুক আমার বন্ধু বটে, কিন্তু তাহার মনে আমার প্রতি কোন ভালবাসাই নাই। কেহ বলিতে থাকে, আল্লাহ্‌র কসম! আমার প্রতি যদি কাহারো অন্তরে এতটুকু ভালবাসা থাকিত তবে কি আমার এই অবস্থা হইত? উল্লেখ্য, এই উভয় দলের পরস্পরের মধ্যে বিপুল হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু এই ঘটনার পরে তাহারা একে অপরকে সন্দেহ করিতে থাকে। এমনকি তাহাদের মধ্যে এই তুচ্ছ ঘটনা নিয়া চরম বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। অতঃপর এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ আয়াতটি فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ পর্যন্ত নাযিল করেন। তখন লোকেরা বলিতে থাকে, আসলেই ইহা ঘৃণ্যবস্তু। কিন্তু ইহার পূর্বে এই ঘৃণ্যবস্তু পেটে নিয়া যাহারা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পরিণতি কি হইবে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

অর্থাৎ, 'যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে, তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই।'

ইমাম নাসাঈ (র)......হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল হইতে স্বীয় সংকলনের তাফসীর অধ্যায়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ বুরায়দার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বুরায়দার পিতা বলেন ঃ একদা আমরা একটা টিলার উপর বসিয়া মদপান করিতেছিলাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিন কি চারজন। আমরা মদের মশক সামনে নিয়া এক-এক করিয়া খুব পান করিলাম। অতঃপর উঠিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে গেলাম। তাঁহাকে আমি সালাম দিলাম। আর তখনই মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হইতেছিল। অর্থাৎ সেই সময় يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ হইতে فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ পর্যন্ত এই আয়াত দুইটি নাযিল হয়। তৎক্ষণাৎ আমি আমার সঙ্গীদের কাছে গিয়া তাহাদিগকে ইহা পড়িয়া শুনাই। তখন তাহাদের কাহারো হাতে ছিল পানপাত্র, কেহ পান করিতেছিল ও পানপাত্রে কিছুটা রহিয়া গিয়াছে এবং কাহারো ঠোঁটে তাজা মদ লাগিয়া রহিয়াছে। আমার মুখে এই আয়াত শুনিয়া যেই অবস্থায় যে ছিল, সেই অবস্থায় মদ ত্যাগ করিল এবং সকলে বলিল, হে আমাদের প্রভু! আমরা মদ বর্জন করিলাম।

ইমাম বুখারী (র)......জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ উহুদের যুদ্ধের দিন সকালে সাহাবীরা মদ্যপান করেন এবং সেই যুদ্ধে তাঁহাদের অনেকে শহীদ হইয়া যান। ইহা মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। বুখারীর তাফসীর অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

হাফিয আবূ বকর আল-বাযযার (র) স্বীয় মুসনাদে......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ উহুদের যুদ্ধের পূর্বে অনেক সাহাবী মদ্যপান করিয়াছিল এবং তাহাদের অনেকে শাহাদত বরণ করিয়াছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইয়াহূদীরা বলিতে থাকে যে, মদ যদি হারাম হইয়া থাকে তাহা হইলে যাহারা পেটে মদ নিয়া (উহুদের যুদ্ধে) নিহত হইয়াছিল, তাহাদের পরিণতি কি হইবে ? তাই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে নাযিল করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

অর্থাৎ 'যাহারা ঈমান আনে ও নেককাজ করে, তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই।'

রাবী বলেন, ইহার সনদসমূহ বিশুদ্ধ, তবে মূল হাদীসের কিছু অংশ দুর্বল বলিয়া মনে করা হয়।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র)......বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ যখন মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয় তখন অনেকে বলিতে থাকে, সেই সকল মদ্যপের অবস্থা কি হইবে যাহারা মদ হারাম হওয়ার পূর্বে মারা গিয়াছে ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

শু'বা হইতে পর্যায়ক্রমে গুন্দুর, বিন্দার ও তিরমিযীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ ইয়ালা আল-মূসিলী (র).......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ মুসলমানদের জনৈক ব্যক্তি মদ বিক্রির জন্য খায়বার হইতে মদ নিয়া মদীনায় আসিতেছিল। সে মদীনায় আসিয়া পৌঁছিলে জনৈক মুসলমান তাঁহাকে বলিল, ওহে! মদ তো হারাম করা হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি একটা টিলার উপর নিয়া কাপড় দিয়া উহা ঢাকিয়া রাখে। ইহার পর সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, হে আল্লাহ্র রাসূল! সত্যই কি মদ হারাম করা হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। লোকটি বলিল, তাহা হইলে আমি উহা বদলাইয়া অন্য মাল নিয়া আসি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ না, তাহাও হয় না। লোকটি বলিল, আমার এই ব্যবসার মধ্যে এমন একটি ইয়াতীমের পুঁজি রহিয়াছে যে আমার তত্ত্বাবধানে পালিত হইতেছে। এই কথার উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ বাহরাইন হইতে যখন আমাদের মালের বহর আসিবে, তখন তুমি আমার নিকট আসিও। তাহা হইতে আমি তোমাকে তোমার ইয়াতীমের পুঁজির পরিমাণ মাল দিয়া দিব। অতঃপর আবার মদীনাবাসীকে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি মদের মশকগুলি কাজে লাগাইতে পারিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তাহা হইলে তোমরা মশকগুলির মুখ খুলিয়া মদ ফেলিয়া দাও। তখন (মদীনায়) এত পরিমাণ মদ ঢালা হইয়াছিল যে, নীচু স্থানে মদ জমিয়া গিয়াছিল। এই হাদীসটি দুর্বল।

ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁহার তত্ত্বাবধানে পালিত ইয়াতীম শিশুর মীরাসী সূত্রে প্রাপ্ত মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ সব মদ প্রবাহিত কর। আবূ তালহা বলিলেন, উহা ফেলিয়া না দিয়া সিরকা বানাইলে কেমন হয় ? তিনি বলিলেন, না (তাহাও চলিবে না)। সাওরীর সূত্রে ইহা তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) ঃ

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

–আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এই কথা তাওরাতেও বর্ণিত রহিয়াছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সত্য নাযিল করিয়াছেন, মিথ্যা অপসারিত করিয়াছেন এবং বরবত, সেতারা, সারিন্দা, ঢোল ও নমূরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাতিল করিয়াছেন। আল্লাহ্র কসম! মদ হারাম করার পর যে ব্যক্তি উহা পান করিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাকে পিপাসার্ত রাখিবেন। আর যে মদ্যপায়ী মদ হারাম হওয়ার পর উহা বর্জন করিয়াছে, আল্লাহ তাহাকে বেহেশেতের পবিত্র প্রস্রবণধারার শরাব পান করাইবেন। এই রিওয়ায়াতটির সনদ বিশুদ্ধ।

আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহব (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তাহাদের যদি নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে এক ওয়াক্ত নামায তরক হইয়া যায়, তাহা হইলে সে যেন তাহার নিকট কুক্ষিগত পৃথিবীর সকল সম্পদ হারাইয়া ফেলিল। আর কেহ যদি নেশাগ্রস্ত হইয়া একাধারে চার ওয়াক্ত নামায তরক করে, তাহা হইলে তাহার উপযুক্ত খাদ্য হইল 'তীনাতুল খিবাল'। তখন প্রশ্ন করা হইল, 'তীনাতুল খিবাল' কি ? তিনি বলিলেন ঃ জাহান্নামীদের শরীর হইতে বিগলিত রক্ত ও পুঁজ। আমর ইব্ন শুআইবের সূত্রে আহমদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক মদই নেশাদার এবং প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই হারাম। তাই যে ব্যক্তি নেশার দ্রব্য পান করিবে, তাহার চল্লিশ দিনের নামায বরবাদ হইয়া যাইবে। তবে সে তাওবা করিলে আল্লাহ তাহার তাওবা কবূল করিবেন। এইভাবে সে চতুর্থবার নেশা পান করিলে তাহাকে 'তীনাতুল খিবাল' খাওয়ানোর অধিকার আল্লাহ্র রহিয়াছে। তখন জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'তীনাতুল খিবাল' কি ? তিনি বলিলেন ঃ জাহান্নামীদের শরীর হইতে বিগলিত রক্ত ও পুঁজ। তেমনি যে ব্যক্তি হালাল-হারাম সম্পর্কে অপরিজ্ঞাত কোন শিশুকে নেশা পান করাইবে, তাহাকেও 'তীনাতুল খিবাল' খাওয়ানোর অধিকার আল্লাহ্র রহিয়াছে। একমাত্র আবূ দাঊদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম শাফিঈ (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যে ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মদ্যপান করিয়া তাওবা না করিবে, পরকালে সে উহা ভোগ করা হইতে বঞ্চিত থকিবে। মালিকের সূত্রে মুসলিম ও বুখারী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুসলিম (র).....ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই মদ এবং প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই হারাম। তাই যে মদ্যপায়ী ব্যক্তি তওবা না করিয়া মৃত্যু বরণ করিবে, সে পরকালে শরাব হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

ইব্‌ন ওয়াহব (র)......আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির প্রতি তাকাইবেন না। এক. পিতামাতার অবাধ্য সন্তান; দুই. মদ্যপায়ী; তিন. সেই ব্যক্তি যে উপকার করিয়া উপকারীকে খোঁটা দেয়।

আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ আল উমরীর সূত্রে নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আহমদ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ উপকার করিয়া প্রশংসার প্রত্যাশী, মাতাপিতার নাফরমান ও মদ্যপ এই তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

মুজাহিদ হইতে আহমদ এবং মারওয়ান ইব্‌ন শুজা'ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য সনদে নাসাঈও...... আবূ সাঈদ (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, মদ্যপায়ী, প্রশংসার প্রত্যাশী উপকারী এবং অবৈধ মিলনের সন্তান বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

ইয়াযীদও.......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

গুন্দুর প্রমুখ......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ উপকারের খোঁটাদাতা, পিতামাতার নাফরমান সন্তান ও মদ্যপ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

যুহরী......আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ তাঁহার পিতা বলিয়াছেন, তিনি উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, তোমরা মদ পরিত্যাগ কর। কেননা উহা অন্যায় ও অপবিত্রতার উৎস। অতঃপর তিনি এই ঘটনাটি বলেন ঃ

তোমাদের পূর্বযুগে এমন একজন আল্লাহওয়ালা আবিদ ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঘরবাড়ি ও লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জনে ইবাদত করিতেন। এক দুষ্ট মহিলার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে। অতঃপর মহিলা তাহার পরিচারিকার মাধ্যমে আবিদকে এই বলিয়া ডাকিয়া পাঠাইল যে, তাহাকে কোন বিষয়ে সাক্ষী রাখা হইবে। আবিদ পরিচারিকার সহিত মহিলার বাড়ি গেলেন। তিনি যখন তাহার ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন যে দরজাটি অতিক্রম করিতেছিলেন, সেইটিই পিছন হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছিল। এইভাবে কয়েকটি দরজা অতিক্রম করার

পর মহিলার সঙ্গে সাক্ষাত হয়। সেই মহিলার পাশে রাখা হইয়াছিল এক হাঁড়ি মদ এবং একটি শিশু। মহিলা তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনাকে কোন সাক্ষ্যের জন্য ডাকি নাই; বরং আপনাকে আমার এইখানে ডাকার উদ্দেশ্য হইল, হয় আপনি আমার সঙ্গে সহবাস করিবেন অথবা এই শিশুটিকে হত্যা করিবেন অথবা এই মদ্যপান করিবেন।

আবিদ ব্যক্তি ভাবিলেন, ইহা মধ্যে সবচেয়ে সহজ গুনাহ হইল মদ্যপান। তাই তিনি পাত্রে মদ নিয়া পান করিতে লাগিলেন। প্রথমবার পান করার পর নেশাগ্রস্ত হইলে তিনি পানপাত্র ভরিয়া মদ পান করিতে লাগিলেন এবং বলিতেছিলেন, ঢাল, আরো ঢাল। যখন তাহার নেশা চরম পর্যায়ে পৌঁছে, তখন প্রথমে সে সেই মহিলার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং পরে সেই শিশুটিকেও হত্যা করে।

তাই তোমরা মদ হইতে আত্মরক্ষা কর। কেননা মদ এবং ঈমান কখনো একত্রিত হইতে পারে না। কেউ যখন মদ্যপান করে, তখন ঈমান থাকিতে পারে না এবং যখন ঈমান থাকে, তখন সে মদ্যপান করিতে পারে না।

বায়হাকী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদও সহীহ। ইব্‌ন আবুদ্দুনিয়া......যুহরী হইতে স্বীয় কিতাবে 'নেশার ক্ষতি' অধ্যায়ে এই রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন। রিওয়ায়াতটি মারফূ। তবে যাহারা মওকূফ বলিয়াছেন, তাহাদের কথা প্রমাণসাপেক্ষ। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

উপরোক্ত রিওয়ায়াতের সাক্ষ্য স্বরূপ সহীহদ্বয়ে বর্ণিত এই হাদীসটি উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকিতে পারে না, চোর যখন চুরি করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকিতে পারে না এবং মদ্যপ যখন মদ্য পান করে, তখন সে মু'মিন থাকিতে পারে না।

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যখন মদ হারাম হয় তখন লোকজন বলিতেছিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের যে সকল সঙ্গী মদ হারাম হওয়ার পূর্বে মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকিয়া মারা গিয়াছেন, তাহাদের পরিণতি কি হইবে? তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

অর্থাৎ, 'যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে, তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই।'

এইভাবে যখন কিব্‌লা পরিবর্তন হইয়াছিল তখন লোকজন বলিয়াছিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের যে সকল ভাই কিব্‌লা পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িয়া মারা গিয়াছে, তাহাদের পরিণতি কি হইবে? তখন আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাদের ইবাদত বিনষ্ট করিবেন না।'

ইমাম আহমদ (র)......আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ যে লোক মদ্যপান করিবে, আল্লাহ তাহার চল্লিশ দিনের নামায কবূল করিবেন না।

যদি সে এই সময়ের মধ্যে মারা যায়, তবে সে কাফির অবস্থায় মারা যাইবে। কিন্তু সে তাওবা করিলে তাঁহার তাওবা আল্লাহ্ গ্রহণ করিবেন। ইহার পরও যদি সে মদ বর্জন না করিয়া পুনরায় পান করে, তবে তাহাকে 'তীনাতুল খিবাল' পান করাইবার অধিকার আল্লাহ্র থাকিবে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'তীনাতুল খিবাল' কি? তিনি বলিলেন ঃ উহা হইল জাহান্নামীদের শরীরের বিগলিত রক্ত ও পুঁজ।

আ'মাশ (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

এই আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন কেহ কেহ আমাকে বলে, আপনিও কি উহাদের অন্তর্ভুক্ত ?

এই সূত্রে এই হাদীসটি নাসাঈ, তিরমিযী এবং মুসলিমও বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা জুয়া, চাওসার (এক প্রকার খেলা) ও দাবা খেলা পরিত্যাগ কর। কেননা ইহা অনারবরা জুয়া হিসাবে খেলে।

(٩٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٩٥) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۚ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۚ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

৯৪. "হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের হস্তকৃত ও বর্শাবিদ্ধ শিকার দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। আল্লাহ জানিতে চান, কে তাঁহাকে না দেখিয়াও ভয় করে। অতঃপর যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করিবে, তাহার জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি।"

৯৫. "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার হত্যা করিও না। যদি তোমাদের কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা হত্যা কর; তাহা হইলে উহার কাফ্ফারা হইবে অনুরূপ কোন পোষা জীবজন্তু। তোমাদের দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোক উহা নির্দেশ করিবেন। অথবা মিসকীন খাওয়াইতে হইবে কিংবা রোযা রাখিতে হইবে। সে যেন কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতে পারে। আল্লাহ অতীতের কৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। অতঃপর যে ব্যক্তি উহার পুনরাবৃত্তি ঘটাইবে, আল্লাহ তাহার উপর প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ মহা প্রতাপান্বিত প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আল-ওয়ালিবী لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ "ইহা দ্বারা দুর্বল ও ছোট শিকারের কথা বলা হইয়াছে। উহা দ্বারা আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণকে তাহাদের ইহরামের অবস্থায় পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে তাহারা তাহাদের হাত দ্বারাও উহা শিকার করিতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞার দরুণ তাহারা উহার নিকটেও যায় না।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ تَنَالُهُ اَيْدِيْكُمْ -এর দ্বারা ছোট ও বাচ্চা শিকার বুঝান হইয়াছে এবং وَرِمَاحُكُمْ -এর দ্বারা বড় শিকার বুঝান হইয়াছে।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন ঃ এই আয়াতটি 'হুদায়বিয়ার উমরার' সময় নাযিল হইয়াছিল। কেননা সেই সময় সেখানে তাহারা বিপুল চতুষ্পদ জন্তু ও বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখিতেছিল। এত বিপুল শিকার আর কখনো তাহারা দেখে নাই। তাই তাহারা উহা শিকার করার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা শিকার নিষিদ্ধ করিয়া বলেন, তোমরা মুহরিম। তিনি এই কথাও বলেন, لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ অর্থাৎ 'যাহাতে আল্লাহ অবহিত হন কে তাঁহাকে না দেখিয়াও ভয় করে।' অর্থাৎ যাহাতে আল্লাহ এই শিকারকে কেন্দ্র করিয়া জানিতে পারেন যে, কে আল্লাহকে প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে ভয় করে এবং তাঁহার আনুগত্য করে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ.

অর্থাৎ 'যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে না দেখিয়া ভয় করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও সম্মানিত পুরস্কার।'

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ অর্থাৎ 'ইহার পর কেহ সীমা লংঘন করিলে।'

সুদ্দী (র) বলেন ঃ এই হুঁশিয়ারীর পরেও যদি কেহ সীমালংঘন করে তবে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে। অর্থাৎ তাহাকে আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানের বিরোধিতা ও লংঘনের জন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! ইহরামের অবস্থায় তোমরা শিকার ও জন্তু হত্যা করিও না।'

ইহা দ্বারা সাধারণত ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ তাঁহার অবাধ্য হইতে বারণ করিয়াছেন। এই আয়াত দ্বারা এই কথাও বুঝা যায় যে, হালাল এবং হারাম সকল ধরনের জন্তু ও পাখি ইহরামের অবস্থায় শিকার করা হারাম।

শাফিঈ (র) বলেন ঃ যে সকল জন্তু ও পাখির গোশ্ত হারাম, উহা শিকার করা জায়েয।

জমহূরের অভিমত হইল সকল ধরনের জন্তু ও পাখি ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম।

তবে যুহরীর সূত্রে সহীহদ্বয়ে...... আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পাঁচটি ক্ষতিকর জীব ইহরাম ও ইহলাল উভয় অবস্থায় শিকার করা বৈধ। সেই পাঁচটি হইল, কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর।

নাফে‘ ও মালিক (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পাঁচ প্রকারের জীব ইহরাম অবস্থায় হত্যা করিলে কোন ক্ষতি হয় না। উহা হইল, কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর। এই হাদীসটিও সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন উমর হইতে নাফে ও আইয়ূবের সূত্রেও এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। তবে নাফে’ হইতে আইয়ূব এই হাদীসটি শোনার সময় আইউব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইহরামের অবস্থায় সাপও কি মারা যাইবে ? তিনি উত্তরে বলিয়াছেন, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে ইহা মারা যাইবে এবং ইহা মারার বৈধতার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই।

উপরন্তু ইমাম আহমদ হিংস্র কুকুরের সহিত শিয়াল, চিতা এবং বাঘকেও শামিল করিয়াছেন। কেননা এইগুলি হিংস্র কুকুরের চাইতেও মারাত্মক। আল্লাহই ভাল জানেন।

যায়দ ইব্‌ন আসলাম ও সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না প্রমুখ বলেন ঃ প্রত্যেক হিংস্র জানোয়ারই কুকুরের বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

ইহার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই হাদীসটি উল্লেখযোগ্য ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উতবা ইব্‌ন আবূ লাহাবকে বদদু‘আ করার সময় বলিয়াছিলেন ঃ হে আল্লাহ! সিরিয়ায় থাকাকালে ইহার উপর কুকুর লেলাইয়া দিও। তাই তাহাকে সিরিয়ার ‘যুরাকা’ নামক স্থানে একটি চিতাবাঘ, হত্যা করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল।

অতঃপর তাহারা বলেন ঃ যদি কেহ এই সকল জানোয়ার ব্যতীত অন্য কোন জানোয়ার হত্যা করে, তবে হত্যাকারীকে শুশুক, খেঁকশিয়াল ও নেউল হত্যা করার সমপরিমাণ ফিদয়া প্রদান করিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ উপরোক্ত পাঁচ প্রকার জীবের শাবক হত্যা করা হইলে ফিদয়া প্রদান করিতে হইবে।

শাফিঈ (র) বলেন ঃ যে সকল জীবের গোশ্‌ত খাওয়া হয় না, উহার বড় কি ছোট কোনটিই শিকার করা দূষণীয় নয়। কেননা কুরআনে لاَتَقْتُلُوا الصَّيْدَ বলা হইয়াছে। ইহাতে বড় ছোট বলিয়া পার্থক্য করা হয় নাই।

আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ মুহরিম হিংস্র কুকুর এবং চিতাবাঘ হত্যা করিতে পারিবে। কেননা চিতাবাঘ হিংস্র। ইহা ব্যতীত অন্য কোন কোন জন্তু বা জীব হত্যা করিতে পারিবে না। অবশ্য অন্য কোন জন্তু যদি হঠাৎ কাহাকেও হামলা করে, তখন সে উহাকে হত্যা করিতে পারিবে। সে জন্য তাহাকে ফিদয়া দিতে হইবে না। আওযাঈ এবং হাসান ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন হাইও এই অভিমত পোষণ করেন।

কিন্তু যাফর ইব্‌ন হুযাইল বলেন ঃ হাদীসে উল্লেখিত জীব ব্যতীত অন্য কোন জীব হত্যা করা যাইবে না, যদিও কাহাকে হামলা করে। তাই কেহ যদি হত্যা করে, তবে তাহাকে অবশ্যই ফিদয়া দিতে হইবে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ হাদীসে কাক দ্বারা সেই কাককে বুঝান হইয়াছে যেইগুলির পিঠের উপরে এবং পেটের নীচে সাদা পালক থাকে। কেননা নাসাঈ......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুহরিম পাঁচ প্রকারের জীব হত্যা করিতে পারিবে। উহা হইল সাপ, চিকা, চিতা, সাদাকালো কাক ও হিংস্র কুকুর।

জমহূর সহীহ্‌দ্বয়ে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের বরাতে বলেন যে, এখানে সাধারণভাবেই কাক বলা হইয়াছে। উহাতে কালো কাক কিংবা সাদা-কালো কাক বলিয়া কোন শর্তারোপ করা হয় নাই।

মালিক (র) বলেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি কাকও হত্যা করিতে পারিবে না, যদি না উহা তাহার উপর আক্রমণ করে বা কষ্টদায়ক কোন কিছু করে।

মুজাহিদ ইব্‌ন যুবায়র সহ একদল লোকের অভিমত হইল, কাক হত্যা করা যাইবে না; বরং উহারা কোন প্রকারে আক্রমণ বা কষ্ট দিলে তাড়াইয়া দিতে হইবে।

আলী (রা) হইতেও এইরূপ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত হইয়াছে।

হুশাইম......আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি সাপ, বিচ্ছু এবং ইঁদুর মারিতে পারিবে। কিন্তু কাক মারিবে না, উহা উড়াইয়া দিবে। তবে হিংস্র কুকুর, গাধা কিংবা অন্য কোন হিংস্র জানোয়ার যদি হামলা করে, তখন এইগুলিকে মারিবে, অন্যথায় নয়।

এই হাদীসটি হুশাইম হইতে তিরমিযী, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, আবূ দাউদ ও ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদের সনদে মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুযায়ল এবং আবূ কুরাইব হইতে ইব্‌ন মাজাহও বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল। কিন্তু তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি উত্তম পর্যায়ের।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা বধ করিলে উহার জরিমানা হইতেছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......তাউস হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন ঃ যদি কেহ ভুলবশত কোন জন্তু শিকার করিয়া ফেলে, তখন এই হুকুম তাহার জন্য প্রযোজ্য নয়। মূলত এই হুকুম তাহার জন্য প্রয়োজ্য, যে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করিবে।

তাউসের এই মাযহাবটি দুর্বল। কিন্তু আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে এই কথাই বুঝা যায়।

মুজাহিদ ইব্‌ন যুবায়র বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল যে কেহ যদি নিজের ইহরাম ভুলিয়া শিকার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে এই অবস্থায় কাফফারার চাইতে বহুগুণে বেশি পাপ হইবে এবং তাহার ইহরাম বাতিল হইয়া যাইবে।

এই অভিমতটি ইব্‌ন জারীর (র) ইব্‌ন আবূ নাজীহ ও লাইস ইব্‌ন আবূ সালীমের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাও দুর্বল।

জমহূর বলেন ঃ শিকার ভুলবশত হউক বা ইচ্ছাকৃত হউক, উভয় অবস্থায় কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব।

যুহরী (র) বলেন ঃ কুরআন দ্বারা বুঝা যায় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করা হইলে কাফফারা দিতে হইবে এবং হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ভুলবশত শিকার করিলেও কাফফারা আদায় করিতে হইবে।

উপরন্তু কুরআন দ্বারা এই কথাও বুঝা যায় যে, ইচ্ছা করিয়া শিকার করিলে কাফফারা তো দিতে হইবেই এবং পাপও হইবে। যেমন কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

لِيَذُوْقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ

অর্থাৎ 'যাহাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যাহা গত হইয়াছে, আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন। কেহ উহা পুনরায় করিলে আল্লাহ তাহাকে শাস্তি দিবেন।'

নবী (সা) ও সাহাবার কথা ও কাজ দ্বারা এই কথা প্রমাণিত যে, ভুলবশত হত্যা করিলেও উহার কাফফারা দিতে হইবে। যেমন কুরআনের নির্দেশমতে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিলে কাফফারা দিতে হয়।

অপর একটি কথা হইল, শিকার নষ্ট করা। ইহা ইচ্ছাকৃত শিকার ও অনিচ্ছাকৃত শিকার উভয় অবস্থায় হইতে পারে। তবে শিকার অনিচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিলে এই অবস্থায় কোন পাপ হইবে না। কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার নষ্ট করা হয়, তবে পাপ হইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

অর্থাৎ 'যাহা বধ করিল তাহার কাফ্ফারা হইতেছে অনুরূপ একটি জীব।'

পূর্বসুরী কেহ কেহ جَزَاءِ -কে مضاف হিসাবে পড়িয়াছেন। তবে উত্তরসূরীগণ جَزَاءِ -কে 'আতফ' হিসাবে পড়িতেছেন।

ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রা) ইহাকে 'ইযাফত' দিয়া পাঠ করিয়াছেন। অর্থাৎ فجزاوه مثل ما قتل من النعم

তবে এই পঠনত্রয়ের মূল অর্থ অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ইহাই ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ও জমহূরের মাযহাব অর্থাৎ শিকারকৃত জানোয়ারের অনুরূপ একটি গৃহপালিত জন্তু জরিমানা দিবে। অন্যথায় উহার সমপরিমাণ মূল্যের অর্থ দান করিবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ইহার বিরোধিতা করিয়া বলেন ঃ শিকারকৃত জানোয়ার গৃহপালিত কোন জানোয়ারের সমতুল্য হউক বা না হউক, উহার জরিমানা জন্তু দ্বারা দেওয়ার চাইতে উহার মূল্য পরিমাণ অর্থ দেওয়াই উচিত।

মোট কথা শিকারী ইচ্ছা করিলে শিকারের অনুরূপ জন্তু বা উহার মূল্য উভয়ই দিতে পারিবে। তবে সাহাবাদের আমল ও হুকুম মুতাবিক শিকারকৃত জন্তুর অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু দেওয়াই উত্তম। কেননা তাঁহারা উটপাখির বিনিময়ে উট, জংলী গরুর বিনিময়ে গৃহপালিত গরু এবং হরিণের কাফ্ফারায় বকরী ফিদয়া দিতে বলিয়াছেন। যদি শিকার এমন কোন জীব হয় যাহার সমতুল্য অন্য কোন জীব না পাওয়া যায়, তবে উহার সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করিবে।

অর্থাৎ ইব্ন আব্বাস (রা) অনুরূপ ব্যাপারে এই ফয়সালা দিয়াছিলেন যে, উহার অর্থ মক্কায় পাঠাইয়া দিবে। বায়হাকী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ - 'যাহার ফয়সালা করিবে তোমাদের মধ্যের দুইজন ন্যায়বান লোক।'

অর্থাৎ তাহারা এই ফয়সালা করিবে যে, শিকারকৃত জীবের অনুরূপ কোন্ জীব কাফ্ফারা দিতে হইবে। যদি উহার অনুরূপ কোন জীব না পাওয়া যায়, তবে সেই অবস্থায় উহার সমপরিমাণ অর্থ ফিদয়া দিবে।

এই ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, শিকারী নিজে তাহার ব্যাপারে অত্র বিধানদ্বয়ের কোন একটি গ্রহণ করিতে পারিবে কি না, এই ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে।

এক. পারিবে না। কোন শিকারী নিজের বেলায় নিজে ফয়সালা করিতে পারিবে না। কেননা ইহা আইন নিজের হাতে তুলিয়া নেওয়ার শামিল।

দুই. হ্যাঁ, পারিবে। কেননা এই আয়াতে সাধারণভাবে দুই ব্যক্তিকে ফয়সালা করিতে বলা হইয়াছে। কে বিচারক হইবে সেই ব্যাপারে কোন শর্তারোপ করা হয় নাই। ইহা হইল ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ প্রমুখের অভিমত।

প্রথম দলের দলীল হইল ঃ বাদী কখনো নিজ মুকদ্দমার জন্য বিচারক হইতে পারে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... মাইমূন ইব্‌ন মিহরান হইতে বর্ণনা করেন যে, মাইমূন ইব্‌ন মিহরান (র) বলেন ঃ একদা এক বেদুঈন আসিয়া আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বলিল, আমি ইহরামের অবস্থায় শিকার করিয়াছি। এখন আমার ব্যাপারে কি ফয়সালা করিবেন ? তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার পাশে বসা উবাই ইব্‌ন কা'বকে বলেন, এই ব্যাপারে তোমার অভিমত কি ? তখন বেদুঈন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বলিল, আমি আপনার নিকট সিদ্ধান্ত নিতে আসিয়াছি। আপনি খলীফাতুল মুসলিমীন। আপনি কেন অন্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাহাকে বলেন, ইহাতে তোমার অভিযোগ করার কি আছে ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ

অর্থাৎ 'যাহা হত্যা করিয়াছে তাহার জরিমানা হইল অনুরূপ পোষা জন্তু, যাহার ফয়সালা করিবে তোমাদের মধ্যে দুইজন ন্যায়বান লোক।'

তাই আমার সঙ্গী অভিমত প্রকাশ করিলে আমরা উভয়ে একটি অভিমতের ভিত্তিতে তোমার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইব এবং তাহা করার জন্য তোমাকে আদেশ করিব।

এই রিওয়ায়াতের সনদগুলি চমৎকার। তবে মাইমূন এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মধ্যে সনদের ধারাবাহিকতা নাই।

উল্লেখ্য যে, এখানে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পন্থায় সিদ্ধান্ত প্রদানের উদ্দেশ্য হইল জাহিল বেদুঈনকে এই ব্যাপারে অবহিত করা। কেননা অজ্ঞতা দূরীকরণের একমাত্র পথ হইল অজ্ঞকে জ্ঞান দান করা। অতএব বুঝা গেল, জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়ার পন্থা ভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইব্‌ন জারীর (র)...... কাবীসা ইব্‌ন জাবির হইতে বর্ণনা করেন যে, কাবীসা ইব্‌ন জাবির বলেন ঃ আমরা একবার হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন আমরা ফজরের নামায পড়িয়া কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এমনই একদিন আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম ও কথা বলিতেছিলাম। হঠাৎ আমাদের নজরে একটি হরিণ পড়িলে আমাদের এক সঙ্গী হরিণটি লক্ষ্য করিয়া একটি

পাথর নিক্ষেপ করে এবং পাথরটি গায়ে লাগিয়া হরিণটি মারা যায়। সঙ্গীটি হরিণটি তুলিয়া নিয়া সেখান হইতে তড়িঘড়ি চলিয়া আসে। তখন আমরা এই ধরনের কার্যের জন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করিলাম। অতঃপর আমরা তাহাকেসহ মক্কায় আসিয়া এই ব্যাপারে উমর (রা)-এর নিকট বিচার দাবি করিয়া সকল ঘটনা তাঁহাকে বিস্তারিতভাবে জানাই।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর (রা)-এর নিকটে ফর্সা চেহারার সুদর্শন এক ব্যক্তি অর্থাৎ আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বসা ছিলেন। উমর (রা) তাঁহার সঙ্গে চুপি চুপি আলাপ করিয়া সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি উহা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিয়াছ, না ভুলবশত এমন হইয়া গিয়াছে ? লোকটি উত্তরে বলিল, পাথরটি আমি ইচ্ছাকৃতই নিক্ষেপ করিয়াছিলাম কিন্তু উহাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিল না।

অতঃপর উমর (রা) বলিলেন, তোমার ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার মধ্যদিয়া কার্যটি সংঘটিত হইয়াছে। অতএব তোমাকে একটি বকরী যবেহ করিয়া উহার গোশ্‌ত বিলাইয়া দিতে হইবে এবং উহার চামড়া তুমি সংসারের কাজে ব্যবহার করিতে পারিবে।

অতঃপর আমরা ফিরিয়া যাওয়ার পথে সেই লোকটিকে বলিলাম, ওহে! ইসলামী বিধানের গুরুত্ব অপরিসীম। আমার মনে হয়, এই মুকদ্দমাটির সিদ্ধান্ত উমর (রা)-এর জানা ছিল না। তাই তিনি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে ইহার ফয়সালা জানিয়া নিয়াছেন। আমার মনে হয় উহার কাফ্‌ফারা স্বরূপ তোমার একটা উট কুরবানী করা উচিত। অতএব লোকটি তাহাই করিল।

বর্ণনাকারী কাবীসা বলেন, সেই সময় আমার সূরা মায়িদার يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ (যাহার ফয়সালা করিবে তোমাদের মধ্যে দুইজন ন্যায়বান লোক) এই আয়াতটি আদৌ মনে ছিল না। উমর (রা) আমার এই অজ্ঞতাপ্রসূত রায়ের অতিরঞ্জনের কথা শুনিয়া পাইয়া ক্ষুব্ধ মেজাযে দোররা হাতে নিয়া আমার সঙ্গীটিকে দোররা দ্বারা আঘাত করেন এবং বলেন, আহাম্মক! ইহরাম অবস্থায় হত্যা করিয়া বেওকুফকে উহার বিচারক বানাইয়াছ ? ইহা বলিয়া তিনি আমার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার অজ্ঞতার জন্য আমি ভুল করিয়াছি। সেই জন্য যদি আপনি আমাকে দোররার আঘাত করেন, তবে আমি কিয়ামতের দিন ইহার বিচারপ্রার্থী হইব। তখন তিনি শান্ত হইয়া বলিলেন, হে কাবীসা ইব্‌ন জাবির। আমি জানি তুমি সরল হৃদয়ের একজন যুবক। কিন্তু তুমি কাজটা কি করিয়াছ ? মনে রাখিবে, নয়টি উত্তম স্বভাবের সহিত একটিমাত্র গর্হিত স্বভাব স্থান পাইলে সব কয়টি ভাল স্বভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। সাবধান, সব সময়ে যৌবনের দুর্ঘটনা হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করিবে।

কাবীসা হইতে আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইরের সূত্রেও এই হাদীসটি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কাবীসা হইতে একাধারে শাবী ও হুসায়নের সূত্রেও এইরূপ রহিয়াছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন এবং উমর ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-মুযানীর সূত্রে এই হাদীসটি মুরসাল সনদেও রিওয়ায়াত করা হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌ন জারীর আল-বাজালী হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন জারীর আল-বাজালী বলেন ঃ একবার ইহরাম অবস্থায় আমি একটি হরিণ শিকার করিয়া ফেলিলে উমর

(রা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি বলি। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি তোমার দুইজন বন্ধু ডাকিয়া আন, তাহারা তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে। ফলে আমি আবদুর রহমান ও সা'দকে ডাকিলাম। তাঁহারা আমাকে মোটাতাজা একটি বকরী ফিদয়া দেওয়ার ফয়সালা দেন।

ইব্ন জারীর (র)...... তারিক হইতে বর্ণনা করেন যে, তারিক বলেন ঃ আরবাদ ইহরামের অবস্থায় একটি হরিণ শিকার করে। অতঃপর সে উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া এই ঘটনা বলিলে তিনি তাঁহাকে বলেন, এই ব্যাপারে তুমিও আমার সহিত অভিমত ব্যক্ত কর। অতঃপর আমরা উভয়ে একটি গৃহপালিত মোটাতাজা বকরী ফিদয়া দিতে হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করি। অতঃপর তিনি يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

অতএব ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই ব্যাপারে খোদ হত্যাকারীও বিচারকদ্বয়ের একজন হইয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অধিকার রাখে। এই অভিমতের পক্ষে রহিয়াছেন শাফিঈ ও আহমদ প্রমুখ।

অবশ্য এই বিষয়েও ইখতিলাফ রহিয়াছে যে, পরবর্তীকালে যদি এই ধরনের কোন অন্যায় সংঘটিত হয় তবে কি বর্তমানের আলিম সমাজ ও বিচারকগণ বসিয়া ইহার ফয়সালা দিবেন, না সাহাবীগণের দ্বারা সংঘটিত এই ধরনের বিষয়ে প্রদত্ত রায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ?

এই ব্যাপারে দুই ধরনের অভিমত রহিয়াছে। ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র) বলেন ঃ এই বিষয়ে সাহাবাগণ যে ফয়াসালা দিয়াছেন উহার অনুসরণ করিতে হইবে এবং উহাকে শরী'আতের আইন হিসাবে কার্যকরী করিতে হইবে। তবে এই সম্পর্কিত যে বিষয়ে সাহাবাদের নির্দেশ না পাওয়া যাইবে, সেই বিষয়ে এই যুগের ন্যায়পরায়ণ দুইজন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ এই বিষয়ে সংঘটিত প্রত্যেকটি মুকদ্দমার ব্যাপারে পৃথক পৃথকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। চাই সেই ব্যাপারে সাহাবীগণের নির্দেশ থাকুক বা না থাকুক। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ 'যাহার ফয়সালা করিবে তোমাদের মধ্যকার দুইজন ন্যায়বান লোক।' এই আয়াতাংশে 'তোমাদের মধ্যকার' বলিয়া সাধারণভাবে সকল যমানার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক যমানার ন্যায়বান লোক উহার ফয়সালা করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ 'কুরবানীর জন্য কা'বাতে প্রেরিতব্য।'

অর্থাৎ প্রতিটি কুরবানীর জানোয়ার কা'বায় পৌঁছানোর অর্থ হইল যবেহের জন্য সেখানে নেওয়া এবং সেখানকার মিসকীনদের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দেওয়া। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যা ও আদেশের ব্যাপারে কাহারো দ্বিমত নাই।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا

'উহার কাফ্ফারা হইবে দরিদ্রকে অন্নদান করা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা।'

অর্থাৎ হত্যাকারী মুহরিম যদি শিকারের অনুরূপ গৃহপালিত কোন জন্তু খুঁজিয়া না পায় বা এমন কোন জন্তু যদি শিকার করে যাহার অনুরূপ কোন জন্তুই নাই, তখন হত্যাকারীকে উহার

কাফ্‌ফারা স্বরূপ যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। হয় যে রোযা রাখিবে, না হয় দরিদ্রকে অন্নদান করিবে। এই আয়াতাংশে او শব্দটি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইহা হইল ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম আহমদ প্রমুখের অভিমত। ইমাম শাফিঈরও এইরূপ একটি অভিমত রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাঁহার প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী او ইখতিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় মতে او ধারাবাহিকতা বা বিন্যাসের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যাহা হউক, যদি সমপরিমাণে অর্থ দিতে হয়, তবে অর্থ দিয়া দিলেই কাফ্‌ফারা আদায় হইয়া যাইবে। এই কথা হইল ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার সহচরবৃন্দ, হাম্মাদ ও ইব্‌রাহীম প্রমুখের। শাফিঈ বলেন ঃ উহার মূল্য নির্ধারণ করিয়া সেই অর্থ দ্বারা খাদ্য ক্রয় করিবে এবং প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ (৫৬ তোলা) করিয়া খাদ্য দান করিবে। উহা ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও হিজাযের ফকীহদের মাযহাব। ইব্‌ন জারীরও এই মাযহাব পসন্দ করিয়াছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের অভিমত হইল, খাদ্য দিলে দুই মুদ্দ করিয়া খাদ্য দিতে হইবে। মুজাহিদও এইমত পোষণ করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ আটা দিলে এক মুদ্দ দিবে। ইহা ব্যতীত অন্যকিছু দিলে দুই মুদ্দ দিবে। আর যখন দিতে অপারগ থাকিবে, তখন রোযা রাখিবে অথবা উহার সমপরিমাণ মিসকীনকে একদিন খানা খাওয়াইবে। ইব্‌ন জারীরও এই কথা বলিয়াছেন।

অনেকে এই কথাও বলিয়াছেন ঃ যদি খাদ্য দিতে অপারগ হয় তবে প্রতি সা' খাদ্যের বদলে একটি করিয়া রোযা রাখিতে হইবে।

যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) কা'ব ইব্‌ন উজরাহ (রা)-কে প্রতি ছয়জন মিসকীনকে এক ফরক খাদ্য ভাগ করিয়া দিতে বলিয়াছেন। ইহাতে অপারগ থাকিলে তিনটি রোযা রাখার আদেশ করিয়াছিলেন। এক ফরক সমান তিন সা এবং এক সা' সমান দুইশত পঁচিশ তোলা। তবে এই বিষয়ে ইখতিলাফ রহিয়াছে যে, খানা কোথায় খাওয়াইবে ?

ইমাম শাফিঈ বলেন ঃ হরমে খাওয়াইবে। আতা'র অভিমতও ইহাই।

ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ যে স্থানে শিকার হত্যা করা হইয়াছে, সেখানে বা তাহার নিকটস্থ কোথাও খাওয়াইবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ ইচ্ছা করিলে হরমেও খাওয়াইতে পারিবে এবং ইচ্ছা করিলে অন্যস্থানে খাওয়াইতে পারিবে।

পূর্বসূরীদের অভিমতসমূহ

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা)

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا.

-এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যদি কোন মুহরিম ইহরামের অবস্থায় শিকার করে, তাহাকে শিকারকৃত জন্তুর অনুরূপ একটি জন্তু কাফ্‌ফারা স্বরূপ কুরবানী দিতে হইবে। যদি শিকারকৃত জন্তুর অনুরূপ কোন জন্তু না পাওয়া যায় তবে উহার মূল্য নির্ধারণ করিবে এবং সেই মূল্য দ্বারা খাদ্য ক্রয় করিয়া মিসকীনকে দান করিবে। ইহাতেও অপারগ হইলে প্রত্যেক সা' খাদ্যের পরিবর্তে একটি করিয়া রোযা রাখিবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا

-ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা খাদ্য ও রোযার মাধ্যমে কাফফারা আদায় করার নির্দেশ দিয়াছেন। তাই খাদ্য দেওয়ার সামর্থ্য থাকিলে উহা দ্বারাই কাফ্‌ফারা আদায় করিবে। জারীরের সূত্রে ইব্‌ন জারীরও ইহার বর্ণনা করিয়াছেন।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে

هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا

-আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ যদি কোন মুহরিম ইহরামের অবস্থায় কোন জন্তু শিকার করে, তবে তাহাকে উহার অনুরূপ একটি জন্তু কাফ্‌ফারা হিসাবে কুরবানী করিতে হইবে। অর্থাৎ যদি হরিণ অথবা অনুরূপ কোন জন্তু শিকার করে, তবে তাহাকে একটি বকরী মক্কায় নিয়া যবেহ করিতে হইবে। ইহাতে অপারগ হইলে সে ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইবে। আর ইহাতেও অপারগ হইলে তিনটি রোযা রাখিবে। যদি উট অথবা এই জাতীয় অন্যকিছু শিকার করে, তবে তাহাকে একটি গরু যবেহ করিতে হইবে। যদি ইহাতেও অপারগ হয় তবে তাহাকে বিশজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইতে হইবে। আর ইহাতেও অপারগ হইলে তাহাকে বিশটি রোযা রাখিতে হইবে। যদি উটপাখি কিংবা গাধা বা এই জাতীয় কিছু শিকার করে, তবে তাহাকে একটি উট যবেহ করিতে হইবে। ইহাতে সে অপারগ হইলে বিশজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইবে। আর ইহাতেও অপারগ হইলে তাহাকে ত্রিশটি রোযা রাখিতে হইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে তাঁহারা আরও বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ করিয়া খাদ্য দিতে হইবে যাহাতে তাহারা তৃপ্তিসহকারে খাইতে পারে।

আমের, শা'বী, আতা ও মুজাহিদ (র) হইতে জাবির আল-জুফী اَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে ব্যক্তি জন্তু কুরবানী করিতে অপারগ হইবে, সে প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ করিয়া খাদ্য দান করিবে। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) সুদ্দী হইতে বর্ণনা করেন ঃ আয়াতে বর্ণিত কাফফারার প্রক্যেকটি পন্থাকে ধারাবাহিকভাবে আদায় করার অর্থে او ব্যবহৃত হইয়াছে।

যাহহাক ও ইব্‌রাহীম নাখঈর রিওয়ায়াতে মুজাহিদ, ইকরিমা ও আতা (র) বলেন ঃ এই আয়াতে او শব্দটি ইখতিয়ার বা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

লাইস (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই মতটি ইব্‌ন জারীরেরও পসন্দ হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لِيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِه 'যাহাতে সে কৃতকর্মের ফল ভোগ করে।' অর্থাৎ তাহার প্রতি কাফফারা এই জন্য ওয়াজিব করা হইয়াছে যাহাতে সে শরী'আত বিরোধী কার্য সংঘটিত করার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে।

عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ 'যাহা গত হইয়াছে আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন।' অর্থাৎ জাহিলিয়াতের যুগে সংঘটিত পাপসমূহ সেই ব্যক্তির জন্য ক্ষমা করা হইয়াছে যে ইসলাম গ্রহণ করিয়া সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হইতেছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ

'যে সীমালংঘন করে, তাহাকে আল্লাহ শাস্তি দিয়া প্রতিশোধ নিবেন।'

অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর ইহা করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যে ইহা করিবে, আল্লাহ তাহার নাফরমানীর প্রতিশোধ নিবেন।

এখন প্রশ্ন হইল, অবৈধভাবে শিকারকারীকে শাসক বা বিচারক অন্য কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারিবেন কিনা ? জবাবে বলা যায়, না, শাসক বা বিচারক এই ব্যাপারে কাহাকেও শাস্তি প্রদানের অধিকার রাখেন না। কেননা এই ধরনের পাপ বা অপরাধ একমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার বান্দা সম্পর্কিত। অতএব শাসক বা বিচারকদের একমাত্র অধিকার হইল কাফফারা দেওয়ার আদেশ দান করা। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা কাফ্ফারার মাধ্যমে নাফরমানীর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই অর্থ করিয়াছেন সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও আতা (র)।

পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী উভয় শ্রেণীর জমহূরের অভিমত হইল এই ঃ কোন মুহরিম ইহরাম অবস্থায় শিকার করিলে তাহাকে অবশ্যই কাফ্ফারা দিতে হইবে। অতঃপর এইভাবে যদি একবার, দুইবার বা তিনবারও সে শিকার করে, তবে তাহার প্রতি অতিরিক্ত কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না। প্রথমবারের মত পরবর্তীবারে একই কাফ্ফারা তাহাকে আদায় করার আদেশ দিবে মাত্র। তেমনি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে শিকার করার কাফ্ফারার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উভয়ের কাফফারা একই।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ যে মুহরিম ইহরাম অবস্থায় একাধিকবার শিকার করিবে, তাহার প্রতি প্রত্যেকবার একই কাফফারা ওয়াজিব হইবে। তবে দ্বিতীয়বারের পরে প্রত্যেকবার কাফ্ফারা প্রদান করার সময় তাহাকে এই কথা জানাইয়া দিতে হইবে যে, আল্লাহ তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ নিবেন। সেই প্রতিশোধ গ্রহণের কথা আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় কুরআনে বলিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন মুহরিম ইহরাম অবস্থায় একবার শিকার করার পর দ্বিতীয়বার যদি শিকার করে, তবে তাহাকে এই কথা বলিয়া দিতে হইবে যে, আল্লাহ তোমার এই কাজের প্রতিশোধ নিবেন।

শুরাইহ, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, হাসান বসরী ও ইব্‌রাহীম নাখঈ (র) প্রমুখও ইব্‌ন জারীরের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্‌ন জারীর প্রথম ভাবার্থটিই পসন্দ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় শিকার করিলে তাহার প্রতি কাফ্ফারা স্বরূপ শাস্তি

আরোপিত হয়। সেই ব্যক্তি যখন দ্বিতীয়বার অপকর্ম ঘটায়, তখন যেন তাহার প্রতি আকাশ হইতে অগ্নি বর্ষিত হইয়া তাহাকে ভস্ম করিয়া দেয়। وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ আয়াতাংশে যে প্রতিশোধ গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ ইহাই।

ইব্‌ন জারীর (র) وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 'আল্লাহ তাঁহার শাসনাধিকারে একক ও শক্তিশালী মহান সত্তা।' তাঁহার ইচ্ছা সর্ব সময়ে কার্যকর ও বিজয়ী। তিনি প্রতিশোধ নিবার ইচ্ছা করিলে কোন শক্তি নাই তাহা প্রতিরোধ করার। সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই সৃষ্টি। ইহাতে একমাত্র তাঁহারই আদেশ কার্যকর। যাহারা তাঁহার অবাধ্য, তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করিবেন। পক্ষান্তরে যাহারা তাঁহার বাধ্য থাকিয়া আদেশ মান্য করিবে, তাহাদিগকে তিনি প্রদান করিবেন মহা সুখ, শান্তি ও সম্মান।

ذو انتقام অর্থাৎ যে তাঁহার অবাধ্য হইয়া পাপ করিবে, তাহাকে শাস্তি দানে তিনি পরাক্রমশালী। ইহার তাৎপর্য এই যে, তিনি অন্যায়কারীকে কঠোর হস্তে শাস্তি দিবেন।

(৯৬) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

(৯৭) جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

(৯৮) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

(৯৯) مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ○

৯৬. "তোমাদের জন্য সমুদ্রে শিকার ও উহা ভক্ষণ করা বৈধ হইল। উহা তোমাদের জন্য ভোগের সম্পদ এবং সমুদ্রবিহারীদের জন্যও। পক্ষান্তরে যতক্ষণ তোমরা ইহ্‌রামে থাকিবে, ততক্ষণ স্থলভাগে শিকার করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ হইল। সেই আল্লাহকে ভয় কর যাঁহার নিকট তোমরা সমবেত হইবে।"

৯৭. "আল্লাহ কা'বাকে মর্যাদাপূর্ণ ঘর ও মানুষের অবস্থানস্থল বানাইয়াছেন। তেমনি মর্যাদার মাস, কুরবানীর পশু ও গলদেশে মাল্যভূষিত জীবজন্তু উহার সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন। ইহা এই জন্য যে, তোমরা যেন জানিতে পার, নিশ্চয়ই আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল কিছুই জানেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুই জানেন।"

৯৮. "জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

৯৯. "রাসূলের উপর শুধু প্রচারের দায়িত্ব বৈ নহে। আর আল্লাহ জানেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা গোপন কর।"

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আবূ তালহা...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ আয়াতাংশের মর্মার্থে তিনি বলেন ঃ যাহা তোমরা নদী হইতে শিকার কর উহার তাজাগুলি এবং طَعَامُهُ আয়াতাংশে সেই মৎস্য শুঁটকি করিয়া সফরের পাথেয় হিসাবে নেওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মশহূর রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা সেই মৎস্যকে বুঝান হইয়াছে যাহা নদী হইতে জীবিত শিকার করা হয়। আর طَعَامُهُ দ্বারা সেই মৎস্যকে বুঝান হইয়াছে যাহা মৎস্য শিকারীরা ধরিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয়।

আবূ বকর সিদ্দীক, যায়দ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর, আবূ আইয়ূব আনসারী, ইকরিমা (রা) আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান, ইব্‌রাহীম নাখঈ ও হাসান বসরী (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা......আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, طَعَامُهُ অর্থ হইল সেই সকল জীব যাহা নদীতে থাকে। ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা আবূ বকর (রা) এক ভাষণে লোকদিগকে বলেন ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ

'তোমাদের প্রতি সমুদ্রে শিকার ও উহা ভক্ষণ করা বৈধ করা হইয়াছে।' অর্থাৎ যে সকল মৎস্য শিকার করিয়া নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহাও আহার করিবে।

ইয়াকূব (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ আয়াতাংশের طَعَامُهُ শব্দ প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল সেই সকল মৎস্য যাহা শিকার করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ইকরিমা ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ طَعَامُهُ অর্থ সেই সকল শিকারকৃত মৎস্য যাহা শিকার করার পর মরিয়া গেলে নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) বলেন ঃ طَعَامُهُ অর্থ সেই সকল শিকারকৃত জীবিত মৎস্য যাহা ফেলিয়া দেওয়ার পর শুষ্ক তটে আসিয়া শুঁটকি হইয়া যায়। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, নদীর মৃত অনেক মৎস্য কূলে আসিয়া আছড়াইয়া পড়ে, আমরা কি সেইগুলি খাইব ? তিনি বলেন, তোমরা সেইগুলি খাইও না। এই কথা বলিয়া ইব্‌ন উমর (রা) ঘরে আসিয়া কুরআন খুলিয়া সূরা মায়িদার وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ -আয়াত পড়িয়া তৎক্ষণাৎ বলেন ঃ যাও, সেই লোকটিকে গিয়া বল, উহা খাওয়া যাইবে। কেননা কুরআনের ভাষ্যমতে সেইগুলি খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন জারীরও বলিয়াছেন ঃ طَعَامُهُ দ্বারা সেই সকল মৃত মৎস্যকে বুঝান হইয়াছে যাহা নদীতে মারা যায়।

এই বিষয়ে একটি 'খবরে ওয়াহিদ'-এ রিওয়ায়াত করা হইয়াছে এবং উহ্য মওকূফ সূত্রেও রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। উহা হইল এই ঃ

হান্নাদ ইব্‌ন সিররী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন ঃ طَعَامُهُ অর্থ সেই সকল মৎস্য যাহা মৃত অবস্থায় নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

কেহ কেহ এই হাদীসটিকে আবূ হুরায়রার উপর মওকূফ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ হান্নাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ। আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ ইহার অর্থ সেই সকল শিকারকৃত মৎস্য যাহা মরিয়া যাওয়ার পর নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ -'তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য'। অর্থাৎ উহা তোমাদের খাদ্য সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত। سَيَّارَةٌ হইল سَيَّارٌ শব্দের বহুবচন। ইকরিমা বলেন, ইহা তাহাদের ভোগ্য বস্তু, যাহারা নদীতে শিকারে যায় এবং নদীপথে পর্যটনে বাহির হয়।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ যাহারা নদীতে থাকে, তাহারা তাজা মাছ শিকার করে। আর যেগুলি মরিয়া যায়, তাহারা সেইগুলি শুঁটকি করিয়া রাখে। অথবা শিকার করার পর মৃত মাছগুলি নদীতে নিক্ষেপ করে। শুঁটকি করা মাছগুলি তাহারা উপকূলবর্তী লোক অথবা পর্যটকদের জন্য বাজারজাত করে।

ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতেও এই ধরনের ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, জমহূর উলামা আলোচ্য আয়াতটির আলোকে মৃত মৎস্য হালাল বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম মালিক (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহকে আমীর করিয়া উপকূলবর্তী অঞ্চলে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই দলটির সৈন্যসংখ্যা ছিল মোট তিনশত। আমিও এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। কিন্তু মধ্যপথেই আমাদের খাদ্যসামগ্রী শেষ হইয়া যায়। তাই আবূ উবায়দা (রা) সকল সৈন্যকে তাহাদের নিজেদের নিকট রক্ষিত খাদ্যগুলি একস্থানে জমা করার আদেশ দান করেন। ফলে সকলে নিজ নিজ খাদ্যসমূহ জমা করেন। আমার নিকট খাদ্য হিসাবে ছিল খেজুর। আমি প্রত্যেকদিন উহা হইতে অল্প অল্প করিয়া খাইতাম। উহা জমা করিয়া দেওয়ার পর আমরা একটি করিয়া খেজুর ভাগে পাইলাম। এইভাবে খাইয়া আমরা মরণাপন্ন হইয়া পড়ি। অবশেষে আমাদের খাদ্যসামগ্রী একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়। ইতিমধ্যে আমরা নদীর কিনারায় পৌঁছিয়া যাই। তখন আমরা নদীর তীরে টিলার মত উচু একটি বিশাল মাছ দেখিতে পাই। আমরা সেই মাছটি একাধারে আঠারদিন পর্যন্ত আহার করি। পরে আবূ উবায়দা (রা) আমাদিগকে উহার পাঁজরের দুইটি হাড় মুখোমুখি করিয়া দাঁড় করাইতে বলেন।

সেই হাড়ের মধ্য দিয়া সওয়ারীসহ অনায়াসে একটি উট চলিয়া যায়। সহীহদ্বয়েও এই হাদীসটি জাবির (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

জাবির (রা) হইতে আবূ যুবায়রের সনদে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, জাবির (রা) বলেন ঃ সাগরের তীরে আমরা উঁচু টিলার মত কিছু একটা দেখিতে পাই। আমরা নিকটে আসিয়া দেখি উহা একটি সামুদ্রিক জন্তু। উহাকে আম্বার বা তিমি মাছ বলা হয়। আবূ উবায়দা (রা) উহা দেখিয়া বলেন, এটা তো মৃত। পরক্ষণে তিনি আবার বলেন, না, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সৈন্য। আমরা ক্ষুধায় মরিয়া যাইতেছি। এই মুহূর্তে আমরা ইহাই খাইতে বাধ্য। অতএব তোমরা সকলে এই সদ্য মৃত মৎস্যটির গোশত চাহিদামত খাও। আমরা তথায় একমাস অবস্থান করিয়াছিলাম, আমরা সেখানে ছিলাম তিনশত লোক। এই মৎস্য খাইয়া আমরা সকলে মোটাতাজা হইয়া উঠি। আমরা মৎস্যটির চোখের কোটর হইতে বরতন ভরিয়া তেল তুলিয়াছিলাম। এমনকি মৎস্যটির দেহ হইতে গরুর গোশতের টুকরার মত এক-একটা টুকরা কাটিতাম।

জাবির (রা) আরও বলেন, আবূ উবায়দা (রা) সেই মৎস্যটির চোখের কোটরের মধ্যে তেরজন লোক বসাইয়াছিলেন। উহার পাঁজরের দুইটি হাড়ের মধ্য দিয়া সওয়ারীসহ একটা উট অবলীলায় চলিয়া গিয়াছিল। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, মাছটি কত বড় ছিল। আমরা উহার গোশত শুকাইয়া সফরের পাথেয় হিসাবে নিয়াছিলাম। অতঃপর আমরা মদীনায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সকল ঘটনা বলিলে তিনি বলেন, উহা তোমাদের জন্য ছিল আল্লাহ প্রদত্ত খাদ্য। তোমার নিকট যদি উহার গোশত থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আন, আমিও উহা খাইব।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আমরা উহা হাদীয়া স্বরূপ পেশ করিলে তিনি উহা আহার করেন।

মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, মাছটি যেই সফরে পাওয়া যায়, সেই অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও সঙ্গে ছিলেন। কেহ কেহ এই ঘটনাটি অন্যরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ঘটনা ঠিকই আছে, কিন্তু সেখানকার প্রথম সফরের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সঙ্গে ছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন সেখানে সফর করা হয়, তখন সৈন্যদলের নেতৃত্বে ছিলেন আবূ উবায়দা (রা)। আর আবূ উবায়দা যখন সফরে যান, তখন এই ঐতিহাসিক মাছটি পাওয়া যায়। আল্লাহই ভাল জানেন।

মালিক (র)...... মুগীরা ইব্‌ন আবূ বুরদা হইতে বর্ণনা করেন যে, মুগীরা ইব্‌ন আবূ বুরদা বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমরা সাগর ও নদীতে সফর করি। আমরা আমাদের সাথে অল্প পরিমাণে পানি রাখি। যদি উহা দ্বারা উযূ করি তাহা হইলে আমরা পিপাসিত থাকিব। তাই আমরা তখন কি সাগরের পানি দিয়া উযূ করিতে পারিব ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ উহার পানি পবিত্র এবং উহার মৃত মৎস্যও হালাল।

এই হাদীসটি ইমাম শাফিঈ, আহমদ এবং আহলে সুনান চতুষ্টয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে সাহাবীদের সূত্রে এইরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্ন মাজাহ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত হজ্জে অথবা উমরায় উপস্থিত ছিলাম। তখন আমরা এক ঝাঁক টিড্ডির মুখামুখি হই। আমরা সেইগুলিকে লাঠি দিয়া আঘাত করিতে থাকিলে সেইগুলি মরিয়া আমাদের সামনে আসিয়া পড়িতে থাকে। তখন আমরা পরস্পরে বলিতে থাকি, হায়, আমরা কি করিতেছি। আমরা তো মুহরিম! অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাদিগকে বলেন ঃ সাগরের জীব শিকার করায় কোন ক্ষতি নাই। এই হাদীসটির অন্যতম বর্ণনাকারী আবুল মাহযিম একজন দুর্বল রাবী। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্ন মাজাহ (র)...... জাবির ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) একবার টিড্ডি সম্পর্কে বদদু'আ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি উহার ছোট বড় সবগুলিকে ধ্বংস কর এবং উহার ডিমগুলি নষ্ট করিয়া উহার বংশ বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ কর। কেননা উহারা আমাদের ফসল ও খাদ্য নষ্ট করে। তুমি তো প্রার্থনা শ্রবণকারী এবং প্রার্থনা গ্রহণকারী। তখন খালিদ বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কিভাবে আল্লাহ্র সৃষ্ট একটি প্রজাতির বংশ বৃদ্ধি রোধকল্পে দু'আ করিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ এই টিড্ডি তো সাগরের মাছের একটি প্রজাতি।

হাশিম (র) বর্ণনা করেন যে, যিয়াদ বলেন ঃ আমাকে ইহা এমন এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যিনি মাছ হইতে টিড্ডি জন্ম নিতে দেখিয়াছেন। ইহা একমাত্র ইব্ন মাজাহ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

শাফিঈ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) ইহরামের অবস্থায় টিড্ডি শিকার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

কতক ফিকহ বিশারদ আলোচ্য আয়াত দ্বারা নদীর সকল জীব খাওয়া জায়েয বলিয়া দলীল পেশ করিয়াছেন। নদীর কোন জীবকে তাহার হারাম বলিয়া মনে করেন না। যথা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নদীর সকল জীবই খাওয়ার যোগ্য।

তবে কেহ কেহ ব্যাঙকে হালাল জীব হইতে আলাদা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সকল জীব খাওয়া জায়েয।

অন্য একটি হাদীসে নাসাঈ, আবূ দাউদ ও ইমাম আহমদ (র)...... আবূ আবদুর রহমান ইব্ন উসমান আত-তায়মী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুর রহমান ইব্ন উসমান তায়মী বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যাঙ হত্যা নিষেধ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর হইতে নাসাঈ বর্ণনা করেন যে, তিনি আরও বলিয়াছেন, ব্যাঙের ডাক আল্লাহর তাসবীহ।

অন্য এক দল বলিয়াছেন ঃ নদীর শিকারকৃত মাছ খাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু ব্যাঙ খাওয়া যাইবে না।

তবে এই ব্যাপারে প্রচুর মতবিরোধ রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, পানির সকল জীবই খাওয়ার যোগ্য। আবার কেহ বলিয়াছেন, না, পানির প্রত্যেক জীবই খাওয়ার যোগ্য নয়। কেহ বলিয়াছেন, পানির যে সকল জীব স্থলের হালাল জীবের আকৃতির হইবে, সেইগুলি খাওয়া

যাইবে এবং যে সকল জীব স্থলের হারাম জীবাকৃতির হইবে, তাহা খাওয়া যাইবে না। উল্লেখ্য যে, এই সকল ইখতিলাফ ইমাম শাফিঈর মাযহাবের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ পানিতে মৃত পানির জীবসমূহ খাওয়া যাইবে না। যেমন স্থলে মৃত স্থলজীব খাওয়া যায় না। কেননা حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ -এই আয়াত দ্বারা এই কথাই বুঝা যায়। উপরন্তু এই ধরনের হাদীসও রহিয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করে যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ নদী হইতে শিকার করা জীবিত মাছ মরিয়া গেলে উহা তোমরা খাও। আর যদি নদীতে মৃত মাছ তুফানে কূলে নিয়া আসে, তবে উহা তোমরা খাইও না।

জাবির (রা) হইতে আবূ যুবায়রের সূত্রে ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ উনাইসা এবং ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই সূত্রটি অগ্রহণযোগ্য।

আসহাবে মালিক, শাফিঈ ও আহমদ ইব্ন হাম্বলের রিওয়ায়াতে ইতিপূর্বে 'হাদীসে আম্বারে' যে বর্ণিত হইয়াছে, 'নদীর পানি পবিত্র এবং উহার অভ্যন্তরের মৃত মৎস্য হালাল' ইহার আলোকে জমহূর উলামা বলেন, পানিতে মৃত মৎস্য হালাল।

ইমাম শাফিঈ (র)...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃত জীব এবং দুই প্রকারের রক্ত হালাল করা হইয়াছে। হালাল মৃত জীবদ্বয় হইল মৎস্য ও টিড্ডি এবং হালাল রক্তদ্বয় হইল কলিজা ও প্লীহা।

এই হাদীসটি আহমদ, ইব্ন মাজাহ, দারে কুতনী ও বায়হাকী (র) প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা মওকূফ সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا -'যতক্ষণ তোমরা ইহরামে থাকিবে, ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ।'

অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইহরামের অবস্থায় শিকার করা অবৈধ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহরাম অবস্থায় যদি কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করে, তবে সে গুনাহগারও হইবে এবং ক্ষতিপূরণও দিতে হইবে। আর যদি ভুলবশত শিকার করিয়া ফেলে, তবে কেবল ক্ষতিপূরণ দিলেই সে ক্ষমা পাইয়া যাইবে। কিন্তু সেই শিকার তাহার খাওয়া জায়েয হইবে না। কেননা উহা তাহার জন্য মৃতজন্তু তুল্য।

ইমাম শাফিঈ ও আহমদের এক অভিমতে রহিয়াছে যে, মুহরিম ও গায়রে মুহরিম সকলের জন্য এই শিকার খাওয়া অবৈধ।

আতা, কাসিম, সালিম, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ ইব্ন হাসান প্রমুখ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

এখন কথা হইল যে, মুহরিম শিকারী যদি তাহার শিকারের পূর্ণটা বা আংশিক ভক্ষণ করে, তবে কি তাহাকে দ্বিগুণ কাফফারা দিতে হইবে ?

আলিমগণের মধ্যে এই বিষয়ে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। এক. দ্বিগুণ কাফ্ফারা দিতে হইবে। যথা আতা (র) হইতে ইব্ন জুরাইজ ও আবদুর রাযযাক (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা (র) বলেন ঃ মুহরিম শিকারী যদি তাহার শিকার যবেহ করিয়া ফেলে এবং যদি উহা

ভক্ষণ করে, তবে তাহাকে দ্বিগুণ কাফফারা প্রদান করিতে হইবে। আলিমদের একদল এই মাযহাব গ্রহণ করিয়াছেন।

দুই. ইহরাম অবস্থায় শিকার করিয়া উহা ভক্ষণ করিলে ভক্ষণের জন্য তাহাকে কাফ্‌ফারা প্রদান করিতে হইবে না। ইহা মালিক ইব্ন আনাসের মাযহাব। আবূ উমর ইব্ন আবদুল বারও এই কথা বলিয়াছেন। বিশিষ্ট ফিকহবিদগণ ও জমহূর আলিম সমাজ এইরূপ অভিমত পোষণ করেন।

উহার পক্ষে একটি যুক্তির অবতারণা করিয়া আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার (র) বলেন ঃ কোন ব্যভিচারীকে ব্যভিচারের দোষে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে সে যদি একাধিকবারও ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া থাকে, তবে সে একবারই ব্যভিচারের নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করিবে।

আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ ইহরাম অবস্থায় শিকার করিয়া উহা ভক্ষণ করিলে তাহাকে উহার মূল্য আদায় করিতে হইবে।

আবূ সাওর (র) বলেন ঃ ইহরাম অবস্থায় শিকার করিলে তাহাকে কাফফারা আদায় করিতে হইবে এবং সে সেই শিকার খাইতেও পারিবে। তবে মুহরিম শিকারকারীর উহা খাওয়া আমি তেমন একটা পসন্দ করি না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা মুহরিম থাকাকালীন অবস্থায় তোমাদের জন্য স্থলের শিকার খাওয়া হালাল, যদি না উহা তোমরা নিজেরা শিকার করিয়া থাক বা তোমাদের উদ্দেশ্যে শিকার করা হইয়া থাকে।

এই ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসিতেছে। তবে আশ্চর্যের কথা হইল, মুহরিমের জন্য তাহার শিকার খাওয়া জায়েযের ব্যাপারটি।

মুহরিমের জন্য ইহরামবিহীন ব্যক্তির শিকার খাওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। উহার কিছুটা আলোচনা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, শিকারী ব্যতীত অন্য যে কোন মুহরিম ও গায়রে মুহরিমের জন্য উহা খাওয়া বৈধ। আল্লাহই ভাল জানেন।

কোন গায়রে মুহরিম ব্যক্তি যদি শিকার করিয়া মুহরিম ব্যক্তিকে হাদীয়া স্বরূপ প্রদান করে, তবে উহা তাহার জন্য খাওয়া জায়েযের পক্ষে বহু আলিম মত ব্যক্ত করিয়াছেন। হউক সেই শিকার মুহরিমের উদ্দেশ্যে শিকারকৃত বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে।

এই অভিমত উমর ইব্ন খাত্তাব, আবূ হুরায়রা, যুবায়র ইবনুল আওয়াম, কা'ব আল-আহবার (রা), মুজাহিদ ও আতা হইতে আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, কাতাদা, সাঈদ, বাশার ইব্ন ফযল, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন রবীআ ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আবূ হুরায়রা (রা)-কে মুহরিমের শিকার খাওয়া যাইবে কি না এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি উহা খাওয়া যাইবে বলিয়া ফতওয়া দেন। ইহার পর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে দেখা হইলে তিনি তাহাকে ইহা বলেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাঁহাকে বলেন, তুমি যদি তাহাকে এইরূপ ফতওয়া না দিতে তাহা হইলে তোমাকে আমি অবশ্যই শাস্তি দিতাম।

অন্য একদল বলিয়াছেন ঃ মুহরিমের জন্য এই গোশ্‌ত খাওয়া সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। কেননা আয়াতের সাধারণ অর্থ দ্বারা এই কথাই বুঝা যায়।

দ্বিতীয়ত আবদুর রাযযাক (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) মুহরিমের জন্য শিকারের গোশত আহার করা মাকরূহ বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বিষয়টি অস্পষ্ট। অর্থাৎ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا এই আয়াতটির তাৎপর্য স্পষ্ট নয়।

মুআম্মার (র)...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) মুহরিমের জন্য শিকারকৃত জন্তুর গোশত খাওয়া মাকরূহ বলিয়াছেন। ইব্ন উমর (রা) হইতে মা'মার এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

ইব্ন আবদুল বার, তাউস জাবির ইব্ন যায়দ, সাওরী ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া (র)-ও অনুরূপ বলিয়াছেন। আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব হইতে ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) যে কোন অবস্থায় মুহরিমের জন্য শিকারের গোশত খাওয়া মাকরূহ বলিয়াছেন।

মালিক, শাফিঈ, আহমদ ইব্ন হাম্বল, ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া ও জমহূর বলেন, গায়রে মুহরিম ব্যক্তি যদি মুহরিমের উদ্দেশ্যে শিকার করে, তবে উহা মুহরিমের জন্য খাওয়া বৈধ নয়।

স'আব ইব্ন জুসামা (রা)-এর হাদীসে আসিয়াছে যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি শিকারকৃত বন্য গাধা হাদীয়া স্বরূপ প্রদান করিলে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) স'আব ইব্ন জুসামার চেহারার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে কিছুটা বিষন্ন দেখিলে তিনি তাহাকে (সান্ত্বনা দিয়া) বলেন ঃ আমি তোমার উপহার প্রত্যাখ্যান করিতাম না, যদি না আমি মুহরিম হইতাম।

এই হাদীসটি সহীহদ্বয়ে আরো বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উপলব্ধি করিয়াছিলেন, লোকটি তাঁহার উদ্দেশ্যেই এই শিকারটি করিয়াছে। কাজেই তিনি উপহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তাই যদি কোন শিকার মুহরিমকে উদ্দেশ্য করিয়া শিকার না করা হয়, তাহা হইলে উহা মুহরিমের জন্য খাওয়া বৈধ।

আবূ কাতাদা একটি বন্য গাধা শিকার করিয়া তাঁহার মুহরিম সঙ্গীদের জন্য নিয়া আসেন। অবশ্য আবূ কাতাদা মুহরিম ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সঙ্গীরা কেহই উহা খাইলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেহ কি তাহাকে এই শিকারের জন্য ইঙ্গিত করিয়াছিলে বা সহযোগিতা করিয়াছিলে ? তাহারা বলিল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলিলেন ঃ তবে তোমরা উহা খাও। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও উহা হইতে খাইয়াছিলেন। সহীহদ্বয়ে উহা বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ স্থলের শিকারকৃত জন্তু তোমাদের জন্য হালাল।

সাঈদ (রা) বলেন ঃ وَأَنْتُمْ حُرُمًا -এর অর্থ হইল, উহা তোমাদের জন্য শিকার কিংবা তোমাদের ইঙ্গিত ও সহযোগিতায় শিকার করা না হওয়া উচিত।

কুতায়বা হইতে নাসাঈ, তিরমিযী এবং আবূ দাউদও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী বলেন, জাবির (রা) হইতে মুত্তালিব কোন রিওয়ায়াত শুনিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কিন্তু জাবির (রা) হইতে তাঁহার গোলাম মুত্তালিব ও আমর ইবন আবূ আমরের সূত্রে ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরিস আশ্‌-শাফিঈ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, এই হাদীসের সনদ উত্তম।

মালিক (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন রবীআ হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমির বলেন ঃ উসমান (রা) গ্রীষ্মের দিনে ইহ্‌রামের অবস্থায় বস্ত্রাবৃত অবয়বে যখন উরযে ছিলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্যে শিকারকৃত জন্তুর গোশত নিয়া আসিলে তিনি অন্যান্য সকলকে বলেন, তোমরা সকলে ইহা খাও,আমি খাইব না। কেননা এই শিকার আমার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে।

(١٠٠) قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

(١٠١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

(١٠٢) قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ۝

১০০. "মন্দ আর ভাল এক নহে, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তিসম্পন্নরা! আল্লাহকে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।"

১০১. "হে মু'মিনগণ! তোমরা সেই সব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না যাহা প্রকাশ পাইলে তোমরা দুঃখিত হইবে। কুরআন অবতরণের কালে তোমরা যদি সেই সব বিষয়ে প্রশ্ন কর, তবে উহা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হইবে। আল্লাহ সেইসব ক্ষমা করিয়াছেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।"

১০২. "তোমাদের পূর্বেও তো এক সম্প্রদায় এই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিল; অতঃপর তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-কে বলিতেছেন ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি সকলকে বলিয়া দাও যে, মন্দ ও ভাল এক নহে, যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে।

كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ অর্থাৎ হে মানব সম্প্রদায়! অল্প হালাল বস্তু যতটা উপকারী, বহু পরিমাণে হারাম বস্তুর অপকারিতা অপেক্ষা তাহা উত্তম। হাদীসে আসিয়াছে যে, স্বল্প বস্তু সেই অধিক বস্তু অপেক্ষা উত্তম যাহা আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে গাফিল বানাইয়া দেয়।

আবুল কাসিম আল-বাগাভী (র)...... আবূ উমামা (রা) হইতে আহমদ স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ সা'লাবা ইব্‌ন হাতিব আল-আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দু'আ করুন আল্লাহ যেন আমার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া দেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ যেই অল্প সম্পদের শোকর আদায় করা হয়, তাহা সেই বেশি সম্পদ অপেক্ষা উত্তম যাহার শোকর আদায় করা হয় না।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا اُوْلِى الْاَلْبَابِ অর্থাৎ 'হে সুস্থ বোধশক্তিসম্পন্নেরা! তোমরা হারাম পরিত্যাগ কর ও হালাল বস্তুকে যথেষ্ট ভাবিয়া উহাতে পরিতুষ্ট থাক।' তাহা হইলে হয়ত তোমরা ইহকাল ও পরকালে সফলকাম হইতে পার।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না যাহা প্রকাশিত হইলে তোমরা দুঃখিত হইবে।'

এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদিগকে জানার জন্য এমন প্রশ্ন করা হইতে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়াছেন যাহা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর এবং অর্থহীন। কেননা এইসব যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে তাহা তাহাদের জন্য দুঃখ ও অনুশোচনার হেতু হইয়া দাঁড়াইবে।

হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি চাই না তোমরা আমাকে তোমাদের কাহারো সম্পর্কে মন্তব্য করিতে বল; বরং আমি তোমাদের সঙ্গে এমন অবস্থায় মিলিতে চাই যেন তখন আমার মন অনাবিল থাকে এবং কাহারো প্রতি কোন ধরনের মনোকষ্ট না থাকে।

বুখারী (রা)...... মূসা ইব্ন আনাস হইতে বর্ণনা করেন যে, মূসা ইব্ন আনাস বলেন ঃ আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এমন ধরনের একটি ভাষণ দেন যাহা আমি আর কখনো শুনি নাই। তিনি তাঁহার ভাষণে বলিতেছিলেন ঃ আমি যাহা জানি তোমরা যদি তাহা জানিতে, তবে তোমরা অল্প হাসিতে এবং বেশি কাঁদিতে। এই কথা শোনার পর উপস্থিত সাহাবাগণ সকলে নিজ নিজ কাপড় দিয়া মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে থাকেন। এমন সময় এক ব্যক্তি উঠিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন ঃ অমুক। অতঃপর لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ এই আয়াতটি নাযিল হয়।

শু'বা হইতে রাওহ ইব্ন নযর এবং শু'বা ইব্ন হাজ্জাজ হইতে অন্যান্য সূত্রে বুখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী ও নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (রা)...... কাতাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

—এই আয়াত প্রসঙ্গে আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ একদা সাহাবারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অসংলগ্ন প্রশ্ন করিতে থাকিলে রাসূলুল্লাহ (সা) এক পর্যায়ে মিম্বারের উপর উঠিয়া বলেন ঃ আজ তোমরা আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার। আজ আমি তোমাদের যে কোন ধরনের প্রশ্নের পরিষ্কার করিয়া উত্তর দিব।

এই কথা শুনিয়া সাহাবাগণ নতুন কোন নির্দেশের আশঙ্কায় আঁতকিয়া উঠেন। তখন আমি আমার ডানদিকে এবং বামদিকে চাহিয়া দেখি, সাহাবারা সকলে কাপড় দ্বারা মুখাবয়ব আবৃত

করিয়া কাঁদিতেছেন। এমন সময় যে ব্যক্তির পিতৃ-পরিচয়ের ব্যাপারে সমাজে ব্যাপক বদনাম ছিল, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করে, হে আল্লাহ্র নবী! আমার পিতা কে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমার পিতা হইল হুযাফা।

অতঃপর উমর (রা) দাঁড়াইয়া বলেন, আল্লাহ আমাদের প্রভু, ইসলাম আমাদের দীন এবং মুহাম্মদ (সা) আমাদের রাসূল। আল্লাহর নিকট আমরা পানাহ চাই। অথবা তিনি বলিয়াছিলেন, আমরা আল্লাহর নিকট ফিতনার অপকারিতা হইতে পানাহ্ চাই।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আজ আমার নিকট ভাল ও মন্দ যতটা উদ্ভাসিত, এমনটা আর কখনো হয় নাই এবং বেহেশ্ত ও দোযখ আমি এতটা নিকটে দেখিতে পাইতেছি, যেন এই দেওয়ালের অপর পার্শ্বে উহা অবস্থিত।

সাঈদের সূত্রে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। আনাস (রা) হইতে এই হাদীসটি প্রায় একইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

যুহরী (র) বলেন ঃ এই ঘটনার পর উম্মে আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা সেই প্রশ্নকারীকে বলেন, আমি তোমার মত অপদার্থ কোন সন্তান দেখি নাই। তুমি কি জান, আইয়ামে জাহিলিয়াতে কত জঘন্য জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হইত ? তোমার এই জিজ্ঞাসার কারণে আজ আমার সেকালের কত বড় একটি জঘন্য অন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িল ? জবাবে সে বলিল, আজ যদি আমার পিতৃ-পরিচয়ের সম্পৃক্ততা বিশ্রী কৃষ্ণাঙ্গ কোন গোলামের সহিতও প্রকাশিত হইত, তাহা হইলেও আমি তাহা মানিয়া নিতাম।

ইব্ন জারীর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) রক্তিম চেহারায় বাহির হইয়া আসিয়া মিম্বারের উপর উপবেশন করেন। এমন মুহূর্তে এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা কোথায় ? জবাবে তিনি বলিলেন, জাহান্নামে। আর এক ব্যক্তি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আমার পিতা কে ? জবাবে তিনি বলিলেন "তোমার পিতা হইল হুযাফা।

এমন সময় উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) উঠিয়া বলেন, আল্লাহ আমাদের প্রভু, ইসলাম আমাদের দীন, মুহাম্মদ (সা) আমাদের নবী এবং কুরআন আমাদের ইমাম। হে আল্লাহর রাসূল! আইয়ামে জাহিলিয়াত এবং আইয়ামে শিরক আমরা অতিবাহিত করিয়াছি। খুবই নিকট অতীতে আমাদের কাহার পিতা কে হইয়াছিল তাহা আল্লাহই ভাল জানেন। এই কথা বলার পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাগ প্রশমিত হয় এবং এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

এই হাদীসটির সনদ খুবই চমৎকার। সুদ্দী হইতে মুরসাল সূত্রে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

এই আয়াতটি সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চেহারায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমাদের যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করার আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি উহার জবাব তোমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া প্রদান করিব।

এই কথা শুনিয়া কুরায়শ গোত্রের বনী হাশিম বংশের এক ব্যক্তি, যাহাকে আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা বলিয়া ডাকা হইত এবং যাহার পিতৃ-পরিচয়ের ব্যাপারে জনমনে ব্যাপক সন্দেহ ছিল; সেই ব্যক্তি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা কে ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ অমুক ব্যক্তি তোমার পিতা। অতঃপর তাহার পিতাকেও ডাকা হয়।

এমন সময় উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) উঠিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পদচুম্বন পূর্বক বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের রব আল্লাহ, আপনি আমাদের রাসূল, ইসলাম আমাদের দীন এবং কুরআন আমাদের ইমাম। আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আল্লাহও আপনাকে ক্ষমা করিয়া দিন।

উমর (রা) এইভাবে একাধিকবার বলিতে থাকিলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাগ প্রশমিত হয়। পরিশেষে তিনি বলেন ঃ ব্যভিচারের দ্বারা উৎপন্ন সন্তান মাতার পরিচয়ে পরিচিত হইবে এবং ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতে হইবে।

বুখারী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তামাশাচ্ছলে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু হঠাৎ একদিন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, বলুন আমার পিতা কে ? অপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, বলুন তো আমার হারাইয়া যাওয়া উটটি এখন কোথায় ? আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই ধরনের অমূলক প্রশ্ন করার প্রেক্ষিতে নাযিল করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না যাহা প্রকাশিত হইলে তোমরা দুঃখিত হইবে।' এই হাদীসটি একমাত্র বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ যখন এই আয়াতটি নাযিল হয়–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً

তখন লোকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! (সামর্থ্যবান) ব্যক্তিকে কি প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করিতে হইবে ? হুযূর (সা) নিশ্চুপ থাকেন। তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করে, প্রত্যেককে কি প্রতি বৎসর হজ্জ করিতে হইবে ? হুযূর (সা) নিশ্চুপ থাকেন। আবার জিজ্ঞাসা করে, প্রত্যেক বৎসর কি হজ্জ করিতে হইবে ? হুযূর (সা) বলেন, না; তবে আমি যদি বলি হ্যাঁ, তাহা হইলে সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করা ওয়াজিব হইয়া যাইবে। যদি এইরূপ প্রত্যেক বৎসর হজ্জ ওয়াজিব হয়, তাহা হইলে তোমরা উহা পালন করিতে অপারগ থাকিবে। ইহার পর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَكُمْ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না, যাহা প্রকাশিত হইলে তোমরা দুঃখিত হইবে।'

মানসূর ইব্‌ন ওয়ারদানের সূত্রে ইব্‌ন মাজাহ ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী বলিয়াছেন, এই সূত্রে হাদীসটি গরীব। উপরন্তু আমি বুখারীর নিকট শুনিয়াছি যে. তিনি বলিয়াছেন, আবুল বুখতারীর হযরত আলী (রা)-এর সহিত সাক্ষাত হয় নাই।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করিয়াছেন। এক ব্যক্তি উঠিয়া বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! প্রত্যেক বৎসর কি হজ্জ করিতে হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) নিশ্চুপ থাকেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি দুই-তিনবার এইভাবে প্রশ্ন করেন। কতক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করেন, প্রশ্নকারী কোথায়? জনৈক ব্যক্তি বলেন, সে এইখানে উপস্থিত রহিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যাহার অধিকারে আমার আত্মা সেই মহান সত্তার কসম দিয়া বলিতেছি, যদি আমি বলিতাম, হ্যাঁ (প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করিতে হইবে), তাহা হইলে প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করা তোমাদের প্রতি ফরয হইত। প্রত্যেক বৎসর হজ্জ ফরয হইলে তোমরা উহা পালন করিতে অপারগ হইতে। অর্থাৎ তোমরা হজ্জ তরক করিতে। অথচ হজ্জ তরক করা অর্থ কুফরী করা। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَكُمْ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাঁহার নাম হইল মিহসান আল-আসাদী।

এই সূত্রের অপর এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, সেই লোকটির নাম ছিল উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান। ইহা মোটামুটি গ্রহণ করা যায়। ইহার অন্যতম বর্ণনাকারী ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুসলিম আল-হিজরী ছিলেন যঈফ।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ উমামা আল বাহিলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জনসমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলেন ঃ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হইয়াছে। তখনই এক বেদুঈন জিজ্ঞাসা করে, হজ্জ কি প্রত্যেক বৎসর পালন করিতে হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) রাগান্বিত হইয়া তাহাকে বলেন ঃ চুপ কর! এই কথা বলিয়া দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার পর জিজ্ঞাসা করেন, প্রশ্নকারী কোথায়? বেদুঈন লোকটি বলে, আমি উপস্থিত আছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মূর্খ! আমি যদি বলিতাম, হ্যাঁ (প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করিতে হইবে), তাহা হইলে উহাই তোমাদের প্রতি ফরয হইত। তখন প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করার দায়িত্ব হইতে তোমাদিগকে কে রক্ষা করিত? প্রত্যেক বৎসর হজ্জ পালন করিতে তোমরা অপারগ থাকিতে। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন এইভাবে দায়িত্ব পালন না করিতে পারার কারণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি তোমাদিগকে পৃথিবীর সকল বস্তু হালাল করিয়া দিয়া মাত্র কতটুকু পরিমাণ বস্তু হারাম করিয়া দেই, তাহা হইলে তোমরা উহার লালসায় হুমড়ি খাইয়া পড়িবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয় ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَكُمْ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না, যাহা প্রকাশিত হইলে তোমরা দুঃখিত হইবে।' তবে এই হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে।

যাহা হউক, এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এমন কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করা উচিত নয় যাহা প্রকাশিত হইলে কেহ অপমান বোধ করিবে বা দুঃখ পাইবে। তাই এমনি ধরনের প্রশ্ন করা হইতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই বিষয়ের উপর চমৎকার একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, ইমাম আহমদ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সাহাবীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ তোমরা আমার নিকট তোমাদের একের সম্পর্কে অন্যে এমন কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না যাহাতে সে অপমান বোধ করে। কেননা আমি চাই তোমাদের নিকট যখন আসি, তখন যেন আমি সুস্থ মন নিয়া আসিতে পারি।

ইসরাঈল সূত্রে তিরমিযী ও আবূ দাউদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আবূ দাউদের সূত্রটি ওলীদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিরমিযী (র) ওলীদ ইব্ন আবূ হাশিম হইতে ইহা বর্ণনা করিয়ছেন। তিরমিযী এই কথাও বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে হাদীসটি গরীব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ تَسْأَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَلَكُمْ

'কুরআন অবতরণকালে তোমরা যদি সে বিষয়ে প্রশ্ন কর, তবে উহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইবে।'

অর্থাৎ যে সকল বিষয় সম্পর্কে তোমাদিগকে প্রশ্ন করিতে নিষেধ করা হইল, সেই সকল বিষয়ে যদি তোমরা কুরআন নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে প্রশ্ন কর, তাহা হইলে তোমাদের লজ্জাষ্কর গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে।

وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ —'আর ইহা করা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজসাধ্য।'

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا অর্থাৎ 'অতীতে যাহা করিয়াছ, আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ 'কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।'

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَلَكُمْ —এই আয়াতে এই কথা বুঝান হইয়াছে যে, তোমরা বিদঘুটে ধরনের কোন প্রশ্ন করিও না। কেননা তাহা হইলে উহার উত্তর পীড়াদায়ক ও কঠিন করিয়া দেওয়া হইবে।

হাদীসে আসিয়াছে যে, সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বড় অত্যাচারী, যে হালাল বিষয় সম্পর্কে এমন ধরনের প্রশ্ন করিল যাহার ব্যাখ্যামূলক জবাবে সেই জিনিস হারাম বলিয়া গণ্য হইল।

তবে কুরআন নাযিল হওয়ার সময়ে উহার অস্পষ্ট বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করিয়া জানা প্রয়োজন। কেননা আমলের জন্য উহার জ্ঞানের দরকার রহিয়াছে।

عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا। অর্থাৎ যে বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয় নাই, মনে করিবে উহা তিনি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। তাই যে বিষয়ে আল্লাহ নীরব রহিয়াছেন, তোমরাও সেই বিষয়ে নীরব থাক।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি যে বিষয়ে আলোচনা হইতে বিরত রহিয়াছি, তোমরাও সেই বিষয়ে নীরব থাক। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাহাদের নবীদের নিকট অধিক প্রশ্ন করা এবং তাঁহাদের সহিত বিরোধে লিপ্ত হওয়ার কারণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

একটি সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা যে সকল বিষয় ফরয করিয়াছেন, উহা তোমরা অমান্য করিও না, কোন বিষয়ে সীমা লংঘন করিও না এবং যে সকল বিষয় তিনি হারাম করিয়াছেন, উহা করিও না। তেমনি যে সকল বিষয়ে আমি নীরব থাকি, উহা তোমাদের প্রতি করুণাবশত করিয়া থাকি, ভুলবশত নয়। তাই যে সকল বিষয়ে আমি নীরবতা অবলম্বন করি, সেই সকল বিষয়ে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করিবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كَافِرِيْنَ.

'তোমাদের পূর্বেও তো এসব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করিয়াছিল; অতঃপর তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।'

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী অন্যান্য সম্প্রদায়ও এই সকল নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করিত। তাহাদের প্রশ্নের জবাবও দেওয়া হইত। কিন্তু ইহার পরেও তাহারা ঈমান আনে নাই, বরং তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। অর্থাৎ জবাব তাহাদের মনঃপুত না হওয়ার কারণে তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহারা উহা গ্রহণ করার মত সৎসাহস নিয়া অগ্রসর হয় নাই। মূলত উহা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তাহারা প্রশ্ন করে নাই, বরং তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ঠাট্টা করা এবং হেয় প্রতিপন্ন করা।

এই আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) লোক সমক্ষে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন ঃ হে সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি হজ্জ ফরয করা হইয়াছে। তখন বনী আসাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! উহা কি প্রত্যেক বৎসর পালন করিতে হইবে?

এই প্রশ্নের ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং বলেন ঃ সেই মহান সত্তার কসম! যাঁহার অধিকারে আমার আত্মা, আমি যদি হ্যাঁ সূচক জবাব দিতাম তবে তোমাদের প্রতি প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করা ফরয হইত। কিন্তু প্রত্যেক বৎসর হজ্জ ফরয হইলে তোমরা উহা পালন করিতে অপারগ থাকিতে। ফলে তোমরা কাফির হইয়া যাইতে। তাই যাহা আমি বর্জন করি, তোমরাও তাহা বর্জন কর এবং আমি যাহা বলি, তাহা তোমরা পালন কর। তেমনি যাহা করিতে নিষেধ করি, তাহা হইতে বিরত থাক।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করিয়া অমূলক প্রশ্ন করা হইতে বিরত থাকার আদেশ দিয়াছেন।

নাসারাগণ 'মায়িদা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পরেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে যে কোন প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ কুরআনের কঠিন ও দুর্বোধ্য বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন না কারিয়া উহার ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য তোমরা অপেক্ষা কর। কেননা তোমাদের প্রশ্ন করিতে হইবে না। প্রশ্ন করার পূর্বেই তোমরা উহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত হইবে। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যখন হজ্জের আয়াত নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) লোক সমক্ষে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন ঃ হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের প্রতি হজ্জ ফরয করিয়াছেন। তাই তোমরা হজ্জ কর।

তখন অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কি জীবনে একবার পালন করিতে হইবে, না প্রত্যেক বৎসর পালন করিতে হইবে ?

রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন ঃ না, জীবনে একবার হজ্জ পালন করিতে হইবে। আর যদি আমি তোমাদের জবাবে বলিতাম যে, প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করিতে হইবে, তবে তাহাই হইত। কিন্তু প্রত্যেক বৎসর হজ্জ পালন তোমাদের প্রতি ফরয করা হইলে তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হইতে।

এই ঘটনার পার আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ হইতে ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كَافِرِيْنَ এই পর্যন্ত নাযিল করেন। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

খুসাইফ (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ لاَتَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ এই আয়াতটি বাহীরা, ওসীলা, সায়িবা ও হাম সম্পর্কে প্রশ্ন করার প্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে। কেননা ইহার পরেই বলা হইয়াছে مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ –অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা বাহীরা (সায়িবা, ওসীলা ও হাম) স্থির করেন নাই।'

ইকরিমা বলেন ঃ লোকেরা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করিয়া এই ধরনের প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পরিশেষে বলেন ঃ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كَافِرِيْنَ

অর্থাৎ 'তোমাদের পূর্বেও তো এসব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করিয়াছিল; অতঃপর তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইকরিমা আরও বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতে মু'জিযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইতে বিরত থাকার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রস্রবণপূর্ণ সুন্দর বাগান প্রার্থনা করিয়াছিল। আরো প্রার্থনা করিয়াছিল পর্বতকে তাহাদের জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য। এইভাবে ইয়াহূদীরা তাহাদের নবীর নিকট তাহাদের জন্য আসমান হইতে একখানা কিতাব আনার জন্য আবেদন করিয়াছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلاَّ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَانُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلاَّتَخْوِيْفًا

অর্থাৎ 'যখনই আমি পূর্ববর্তী লোকদের আরযীর প্রেক্ষিতে মু'জিযা প্রদর্শন করাইয়াছি, তখনই তাহারা উহা অস্বীকার করিয়াছে। কাওমে সামূদকে আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহার উপর যুলুম করিয়াছিল। অথচ আমার মু'জিযা একমাত্র তোমাদিগকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে।'

আল্লাহ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ-وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ-وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ هُمْ يَجْهَلُوْنَ-

(١٠٣) مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۖ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

(١٠٤) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○

১০৩. "বাহীরা, সায়িবা, ওসীলা ও হাম আল্লাহ নির্ধারিত করেন নাই। কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ।"

১০৪. "যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহার দিকে ও রাসূলের দিকে আইস, তাহারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি, তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানিত না ও সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না, তবুও কি ?"

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র)......সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব হইতে বর্ণনা করেন যে,. সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব বলেন ঃ 'বাহীরা' সেই গৃহপালিত জন্তুকে বলা হয়, যাহাকে দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া দুধ দোহন করা হয় না এবং যাহারা দুধ কেহ পানও করে না।

'সায়িবা' বলা হয় সেই গৃহপালিত জন্তুকে, যাহাকে দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং যাহার পিঠে মালামাল বহন করা হয় না।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আমর ইব্‌ন আমিরকে জাহান্নামের মধ্যে দেখিয়াছি। তাহার পেটের পাকস্থলী বাহির হইয়া গিয়াছে সে উহা টানিয়া টানিয়া চলিতেছে। কারণ এই ব্যক্তি প্রথম দেবতার নামে জন্তু ছাড়িয়াছিল।

'ওসীলা' বলে সেই উষ্ট্রীকে, যে উষ্ট্রী প্রথমবার একটি নর বাচ্চা প্রসব করার পর, পর পর দুইবার মাদী বাচ্চা প্রসব করে। অতঃপর উহাকেও দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

'হাম' বলা হয় সেই পুরুষ উষ্ট্রকে, যাহার ঔরসে বহু বাচ্চা প্রসব করাইবার পর যখন ঔরসজাত উষ্ট্র সংখ্যায় বহু হইয়া যায়, তখন উহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। উহা দ্বারা বোঝা বহন করানো হয় না এবং উহার পিঠে সওয়ারও হওয়া হয় না। অবশেষে উহাকে দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়।

ইব্রাহীম ইব্ন সা'দের হাদীসে নাসাঈ ও মুসলিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী (র)......হযরত নবী (সা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীসটি ইব্ন হাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সনদে বর্ণিত হইয়াছে। হাকিম (র) বলেন ঃ বুখারী মনে করেন, যুহরী হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন হাদ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আবুল হাজ্জাজ মুযানী সেইরূপ আতরাফে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম আরও বলেন, এই রিওয়ায়াতে সংশয় রহিয়াছে। কেননা এই হাদীসটি মূলত যুহরী হইতে ইব্ন জারীর ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

বুখারী (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি জাহান্নামের মধ্যে অগ্নিশিখাগুলির পরস্পরে পরস্পরকে গ্রাস করিতে দেখিয়াছি। তখন আমি আমরকেও ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াছি। কেননা সেই প্রথম ব্যক্তি যে প্রতিমার উদ্দেশ্য উষ্ট্রী ছাড়িয়াছিল। ইহা একমাত্র বুখারী বর্ণনা করিয়ছেন।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আকসাম ইব্ন জাওনকে বলেন ঃ হে আকসাম! আমি আমর ইব্ন লুহাই ইব্ন কামআহ ইব্ন খুন্দুফকে জাহান্নামের মধ্যে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াছি। তবে তাহার অবয়বের সহিত তোমার অবয়বের হুবহু মিল রহিয়াছে। তোমার অবয়বের সহিত তাহার অবয়বের যতটা মিল, অন্য কাহারো সহিত ততটা মিল পরিলক্ষিত হয় না। অতঃপর আকসাম রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার সহিত আমার শারীরিক মিল হওয়ায় কোন আংশকার কারণ আছে কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ না, তুমি হইলে মু'মিন আর সে হইল কাফির। পরন্তু সেই প্রথম ব্যক্তি যে ইব্রাহীম (আ)-এর দীনের মধ্যে পরিবর্তন আনিয়াছিল। সেই প্রথম বাহীরা, সায়িবা ও হাম দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়াছিল।

ইব্ন জারীর (র)...... হযরত নবী করীম (সা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সায়িবা উৎসর্গ করার মাধ্যমে দেবদেবীর পূজার প্রথম প্রচলন করিয়াছে আবূ খুযাআ আমর ইব্ন আমির। আমি তাহাকে জাহান্নামের মধ্যে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াছি। এই সূত্রে এই হাদীসটি একমাত্র আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাযযাক (র)...... যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কে প্রথম সায়িবা উৎসর্গের প্রচলন ঘটাইয়াছে এবং কে প্রথম দীনে ইব্রাহীমীর মধ্যে পরিবর্তন আনিয়াছে, আমি তাহাকে ভাল

করিয়া জানি। তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যাক্তি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ সেই ব্যক্তি হইল বনী কা'বের আমর ইব্ন লুহাই, আমি তাহাকে জাহান্নামের মধ্যে দগ্ধীভূক্ত হইতে দেখিয়াছি। তাহার পোড়াগন্ধে সকল জাহান্নামী অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। তেমনি যে ব্যক্তি বাহীরাকে প্রথম উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহাকেও আমি চিনি। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি ? জবাবে তিনি বলিলেন. সে হইল বনী মাদলাজের এক ব্যক্তি। তাহার দুইটি উট ছিল। সে প্রথমে উট দুইটির কান ফাড়িয়া দেয়। অতঃপর সে উভয় উটের দুধ হারাম করিয়া নেয়। তারপর অবশ্য সে উটদ্বয়ের দুধপান করিত। আমি তাহাকে এমন অবস্থায় জাহান্নামে দেখিয়াছি যে, সেই উটদ্বয় তাহাকে কামড়াইতেছিল এবং পা দিয়া তাহাকে দলিত মথিত করিতেছিল। এই ব্যক্তির পূর্ণ নাম হইল ইব্ন লুহাই ইব্ন কামআ'। সে ছিল বনূ খুযাআর অন্যতম সর্দার। বনূ জুরহুমের পরে কা'বার পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব তাহাদের নিকট আসিয়াছিল। উপরোক্ত ব্যক্তি সর্ব প্রথম দীনে ইব্রাহীমের মধ্যে পরিবর্তন আনে এবং হিজাযে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটায়। এই ব্যক্তি প্রথম মানুষকে মূর্তিপূজার দিকে আহবান জানায়। এই সম্পর্কে সূরা আনআমে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে ঃ

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا.

অর্থাৎ 'তাহাদের ক্ষেতে-খামার ও জন্তু-জানোয়ার হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, উহার মাত্র একাংশ আল্লাহর, বাকীটা সব দেবদেবীর প্রাপ্য বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস।'

বাহীরা সম্পর্কে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ বাহীরা বলে সেই উষ্ট্রীকে, যে উষ্ট্রী পাঁচটি বাচ্চা প্রসব করার পর ষষ্ঠবারে নর বাচ্চা প্রসব করিলে উহাকে যবেহ করিয়া কেবল পুরুষরা খাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগকে তাহা হইতে দেওয়া হয় না। তবে যদি মাদী বাচ্চা প্রসব করে, তবে উহার কান কাটিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর উহাকে বাহীরা বালিয়া পরিচিত করিয়া তোলা হয়। বাহীরা সম্পর্কে সুদ্দীও প্রায় অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

সায়িবা সম্পর্কে মুজাহিদ (র) বলেন ঃ সায়িবার সংজ্ঞা প্রায় বাহীরার মত। পার্থক্য হইল এই যে, পর্যায়ক্রমে ছয়টি মাদী বাচ্চা প্রসব করার পর যদি ষষ্ঠবারে একটি বা দুইটি নর বাচ্চা প্রসব করে, তবে সেইটাকে যবেহ করিযা মহিলা ব্যতীত কেবল পুরুষরা খাইয়া থাকে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ সায়িবা বলে সেই উটকে, যে পর্যায়ক্রমে দশটি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। ফলে উহাতে আরোহণ করা, উহার পশম কাটা এবং উহার দুধপান করা নিষিদ্ধ করা হইত। তবে মেহমান আসিলে উহার দুধ দোহাইয়া মেহমানকে পান করান হইত।

আবূ রওফ বলেন ঃ সায়িবা সেই জন্তুকে বলে, যাহাকে তাহার মনিবের কার্য সিদ্ধির ফলে দেবতার নমে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। যদি উৎসর্গাবস্থায় সেই জন্তুটির বাচ্চা হয়, তবে তাহাও সায়িবা বলিয়া গণ্য হয়।

সুদ্দী বলেন ঃ কোন ব্যক্তির কোন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইত বা রোগ হইলে মুক্তি পাইলে বা অস্বাভাবিকভাবে সম্পদ বাড়িয়া গেলে দেবদেবীর নামে কোন জন্তুকে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া

দেওয়াকে সায়িরা বলে। তৎকারে সেই উৎসর্গীকৃত জন্তুর প্রতি কেহ আঘাত করিলে তাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত।

আলী ইব্ন আবূ তালাহা (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ওসীলা বলে সেই ছাগীকে পর্যায়ক্রমে সাতটি বাচ্চা প্রসব করে। যদি সপ্তমবারের বাচ্চাটি পুরষ এবং মৃত হয় তাহা হইলে সেই ছাগীটাকে যবাই করিয়া মহিলা ব্যতীত পুরুষরা খাইয়া ফেলে। অবশ্য যদি সপ্তমবারে ছাগী ও ছাগ উভয় ধরনের জীবিত বাচ্চা প্রসব করে তবে উভয়টিকে ছাড়িয়া দিয়া বলে ছাগীটি ছাগটিকেও সহযোগী করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে উহা তাহারা সকলের জন্য হারাম করিয়া নেয়। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাযযাক (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَلَا وَصِيْلَةٍ আয়াতাংশ সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ ওসীলা সেই উষ্ট্রীকে বলা হয়, যে উষ্ট্রী পর্যায়ক্রমে দুইবার মাদী বাচ্চা প্রসব করে। পরে দ্বিতীয়বারের বাচ্চাটার কান চিড়িয়া দিয়া সেইটাকে দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র) হইতেও প্রায় এই ধরনের সংজ্ঞা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ ওসীলা বলে সেই ছাগীকে, যে ছাগী দুইটি করিয়া পাঁচবারে দশটি ছাগী বাচ্চা প্রসব করে। ফলে উহাকে ছাড়িয়া দিত এবং পরে যদি উহার কোন ছাগ বা ছাগী বাচ্চা হইত, তবে উহাকে কেবল পুরুষরা খাইতে পারিত।

'হাম' সম্পর্কে আওফী ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ কোন গৃহপালিত জন্তু দশবার বাচ্চা প্রসব করার পর উহাকে 'হাম' বলিয়া দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কাতাদা এবং আবূ রওফও এইরূপ বলিয়াছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ 'হাম' সেই উষ্ট্রীকে বলে, যে উষ্ট্রীর বাচ্চা হইলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে সেই উষ্ট্রীটাকে কেহ আঘাত করিত না, কেহ উহার পশম কাটিত না এবং কাহারো ক্ষেতে ঢুকিলে বা কাহারও কূয়ার পানি খাইলেও কেহ কিছু বলিত না। এইভাবে অনেকে অনেক কিছু বলিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ......মালিক ইব্ন নাযলা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন নাযলা (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পুরাতন জীর্ণ কাপড় পরিয়া আসিলে তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, জায়গা-সম্পদ তোমার আছে কি ? আমি বলিলাম হ্যাঁ, আছে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কি সম্পদ তোমার আছে ? আমি বলিলাম, উট, ছাগল, গাধা ও দাসদাসী সবই আমার আাছে। তিনি তদুত্তরে বলিলেন ঃ আল্লাহ যখন তোমাকে সম্পদ দিয়াছেন, তখন উহার পরিচয় প্রকাশিত হওয়া দরকার। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার উট কি পরিপূর্ণ কানওয়ালা বাচ্চা প্রসব করে ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, উট তো পূর্ণ কানওয়ালা বাচ্চাই প্রসব করে। উট কি অপূর্ণ কানওয়ালা বাচ্চাও প্রসব করে ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, কিছু বাচ্চার কান কাটিয়া দিয়া তোমরা যে বল, এইটা বাহিরা। আর কতক বাচ্চার কান কাটিয়া দিয়া বল, এইগুলি খাওয়া হারাম। আমি বলিলাম, হ্যাঁ, এইরূপ করা হয়। তিনি বলিলেন ঃ না, তোমরা এমন করিবে না। এই সকল যাহা আল্লাহ তোমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা সবই হালাল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّ لاَ سَائِبَةٍ وَّلاَ وَصِيْلَةٍ وَّلاَ حَامٍ.

অর্থাৎ 'আল্লাহর নিকট বাহীরা, সায়িবা, ওসীলা ও হামের কোন বৈধতা নাই।'

বাহীরা বলা হয় সেই জন্তুকে, যাহার কান কাটিয়া দেওয়ার পর উহার শিং, পশম ও দুধ সেই ঘরের কোন শিশু বা মহিলা ব্যবহার করিতে পারিত না। তবে সেইটি মারা যাওয়ার পর সকলেই খাইতে পারিত।

সায়িবা বলা হয় সেই গৃহপালিত জন্তুকে, যাহা দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। আর গৃহপালিত জন্তুকে উৎসর্গ করা হয় বলিয়া ইহাকে সায়িবা বলে।

ওসীলা বলা হয় সেই ছাগীকে, যে ছাগী ছয়বার প্রসব করার পর সপ্তমবারে প্রসব করিলে উহার শিং এবং কান কাটিয়া দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া বলা হয়, নিঃসন্দেহে ইহা দেবতার নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে। অতঃপর ইহাকে যবেহ করা, পেটানো এবং কাহারো ক্ষেতে ঢুকিলে বাহির করিয়া দেওয়া কিংবা কাহারো কূপের পানি পান করিলে তাড়াইয়া দেওয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়া যায়। হাদীসের ভাষ্যমতে ইহার সংজ্ঞা ইহাই পাওয়া যায়।

মালিক হইতে আবুল আহওয়াস (র) হইতে আওফ ইব্ন মালিকের সূত্রেও এই ধরনের একটি হাদীস রহিয়াছে। তবে হাদীসটির সনদে সংশয় রহিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।

ইমাম আহমদ (র)......মলিক ইব্ন নাযলা (রা) হইতে এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বালিয়াছেন ঃ

وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

'কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাহাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না।' অর্থাৎ তাহাদের এইসব কর্মকাণ্ড আল্লাহর শরী'আত কর্তৃক মনোনীত নয় এবং ইহা আল্লাহ্কে পাবারও কোন পন্থা নয়; বরং ইহা মুশরিকদের ধোঁকাবাজী এবং ইহা তাহাদের মনগড়া শরী'আত। তবে ইহার মাধ্যমে তাহারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে চায়। কিন্তু এই ধরনের কর্মকাণ্ড করিয়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না। উপরন্তু ইহা তাহাদের জন্য বিপদ হইয়া দাঁড়াইবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَائَنَا.

'যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে ও রাসূলের দিকে আস, তাহারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে যাহাতে পাইয়াছি, তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।'

অর্থাৎ যখন তাহাদিগকে আল্লাহর দীন ও শরী'আত মানিয়া ওয়াজিব নির্দেশসমূহ পালন এবং হারামসমূহ বর্জন করার জন্য আহবান করা হয়, তখন তাহারা বলে, আমাদের জন্য আমাদের বাপ-দাদাদের সূত্রে পাওয়া পদ্ধতিই যথেষ্ট।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـئًـا —অর্থাৎ তাহাদের পূর্বপুরুষগণ সত্য বুঝিত না, সত্যকে চিনিত না এবং হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাই কি করিয়া তাহাকে অনুসরণ করা যায় ? সত্য কথা হইল, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জাহিল ব্যক্তির এবং সর্বাপেক্ষা গুমরাহ পথটিই তাহারা অনুসরণ করিত।

(١٠٥) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১০৫. "হে মু'মিনগণ! নিজেকে ঠিক রাখাই তোমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। তোমরা যদি সঠিক পথে থাক তবে যে বিপথে গিয়াছে, সে তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যাহা করিতে, তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগকে নির্দেশ দেন ঃ তোমরা নিজ নিজ আত্মা শুদ্ধ করা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করিতে সাধ্যমত কোশেষ কর।

তিনি আরো বলেন ঃ যে নিজ আত্মা শুদ্ধ করিয়া নিবে, নিকট ও দূরের কোন লোকের কোন ক্ষতিই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, যে বান্দা আমার আদেশ ও নিষেধমত হালাল ও হারামের ব্যাপার মান্য করিবে, তাহাকে কোন গুমরাহ ব্যক্তিই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতে পারিবে না। ওয়ালিবী হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ানও এইরূপ বলিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ.

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য।'

لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ 'প্রত্যেক আমলকারীকে তাহার নেক আমলের নেক প্রতিদান এবং প্রত্যেক বদ আমলকারীকে তাহার বদ আমলের বদ প্রতিদান দেওয়া হইবে।'

অবশ্য ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় না যে, সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎকাজের নিষেধ প্রদান করা অপ্রয়োজনীয়। বরং প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজে বাধা দেওয়া একটি অপরিহার্য দায়িত্ব।

ইমাম আহমদ (র)......কায়স হইতে বর্ণনা করেন যে, কায়স বলেন ঃ একদা আবূ বকর (রা) দাঁড়াইয়া হামদ ও সানা পাঠপূর্বক বলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَيَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ.

এই আয়াতটি পাঠ কর বটে, কিন্তু ইহার যথাযথ অর্থ করিতে তোমরা ব্যর্থ থাক। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছিলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও অন্যায় কাজ করিতে দেখিয়া উহা প্রতিরোধ না করে, তবে তাহাদের উভয়ের আল্লাহর গযবে ধ্বংস হইয়া যাওয়ার আশংকা থাকে।

কায়স বলেন ঃ আবূ বকর (রা) আরো বালিয়াছেন যে, হে লোক সকল ! তোমরা মিথ্যা কথা হইতে আত্মরক্ষা কর। কেননা মিথ্যা কথা মানুষকে ঈমান হইতে দূরে সরাইয়া দেয়।

এই হাদীসটি ইব্ন হিব্বান স্বীয় সহীহ্ সংকলনে এবং সুনান চতুষ্টয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ হইতে মুত্তাসিল ও মারফূ' সূত্রে বিরাট একদল আলিমও অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। দারে কুতনী এককভাবে এই হাদীসটি মারফূ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তবে অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে। তবে 'মুসনাদে সিদ্দীকে' হাদীসটি আরো বিস্তারিত আকারে রহিয়াছে।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র)......আবূ উমাইয়া শা'রানী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমাইয়া শা'রানী বলেন ঃ একদা আমি আবূ সা'লাবা আল-খুশানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ.

— এই আয়াতটির অর্থ আপনি কিভাবে করেন ?

উত্তরে তিনি বলেন ঃ ধন্যবাদ। তুমি এমন একজন লোককে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যাহার অর্থ তাহার জানা রহিয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলেন ঃ বরং তোমরা সেই দিন পর্যন্ত ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে থাকিবে যতদিন তোমরা লোকদের আত্মার সংকোচন, ইচ্ছার দাসত্ব, আখিরাতের উপর দুনিয়ার প্রাধান্য এবং অপরের রায় হইতে নিজের রায়কে সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতে দেখিবে। তবে সেই দিন তোমরা আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। আওয়ামকে তাহাদের নিজ গতিতে চলিতে দিবে। কেননা তোমাদের পরবর্তীকালে এমন একটি যুগ আসিবে যখন কোন সৎলোককে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে হাতে জ্বলন্ত অংগার নিয়া অপেক্ষা করার মত কষ্ট পোহাইতে হইবে। অবশ্য সেই সময়ে একজন নেককারের নেকী তোমাদের পঞ্চাশজনের সমপরিমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) বলেন ঃ তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহারা কি তাহাদের, না আমাদের পঞ্চাশজনের সমপরিমাণ নেকী প্রাপ্ত হইবে ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তাহাদের একজনে তোমাদের পঞ্চাশজনের সমপরিমাণ সওয়াব প্রাপ্ত হইবে।

তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান-গরীব-সহীহ পর্যায়ের। ইব্ন মুবারকের সূত্রে আবূ দাউদ ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মাজাহ, ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন উতবা ইব্ন আবূ হাকীমের সূত্রে।

আবদুর রহমান (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বলেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে জনৈক ব্যক্তি—عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَيَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ—এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ এই আয়াতের বক্তব্য বর্তমান সময়ে প্রযোজ্য নয়। কেননা বর্তমান সময়ে লোক তোমাদের কথা শোনে ও মানে। কিন্তু সামনে এমন একটি সময় আসিতেছে যখন লোককে ভাল কথা বলিলে তাহারা যা তা বলিয়া জবাব দিবে। অথবা তিনি বলিয়ছিলেন, সেই সময় তোমাদের কথা গ্রহণ কেহ না করিলে তোমরা নীরব থাকিবে এবং উত্তেজিত হইবে না। কেননা সেই সময়ে তাহারা তোমাদের কথা গ্রহণ না করিলে উহার দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তাইবে না।

আবূ জা'ফর আল-রাযী (র)......ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল আলীয়া বলেন ঃ একদা আমরা অনেকে ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় উপবিষ্ট দুই লোকের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাহারা উভয়ে হাতাহাতিতে লিপ্ত হইয়া যায়। তখন উপবিষ্ট লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলেন, আমি কি উঠিয়া ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করিব না ? এই জিজ্ঞাসার জবাবে এক ব্যক্তি বলেন, আত্মরক্ষা করাই তোমার কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বালিয়াছেন عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ (তোমাদের কর্তব্য হইল আত্মরক্ষা করা)। এই কথা শুনিয়া ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ থাম, এই আয়াতের মর্মার্থ ইহা নয়। এই ঘটনায় ইহা প্রযোজ্যও নয়। কুরআনে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা স্ব স্ব স্থানে প্রযোজ্য। কুরআনের কিছু কথার কার্যক্ষেত্র সেই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে শেষ হইয়াছে। কিছু কথার কার্যক্ষেত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে প্রযোজ্য ছিল। কিছু কথার যথার্থতা প্রমাণিত হইবে নবী (সা)-এর পরবর্তী সময়ে, কিছু প্রমাণিত হইবে কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের ময়দান সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সেখানকার জন্যই কেবল প্রযোজ্য। যেমন বেহেশ্ত-দোযখ ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সেই সময়ের জন্য প্রযোজ্য থাকিবে। অতএব যতদিন তোমাদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা এক থাকিবে, তোমরা বহুধা বিভক্ত না হইবে, আর যতদিন সত্য বলিলে তোমরা একে অপরকে আঘাত না করিবে, ততদিন এই আয়াত কাহারো জন্য প্রযোজ্য নয়। পক্ষান্তরে যখন আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হইয়া তোমরা অনৈক্যের সৃষ্টি করিবে এবং সত্যের আদেশ করিলে তোমাদের উপর আঘাত আসিবে, তখন তোমরা নীরব থাকিয়া আত্মরক্ষা করিবে। অতএব সেই সময়ের জন্য এই আয়াতটি প্রাযোজ্য হইবে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......সুফিয়ান ইব্ন উ'কাল হইতে বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান ইব্ন উ'কাল বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, বর্তমানে কি আমরা নীরব থাকিব, না ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করিব ? কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَيَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ

অর্থাৎ 'আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য; তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদিগকে কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।'

জবাবে ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ এই আয়াত আমার এবং আমার সংগী-সাথীদের জন্য জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন খবরদার! তোমরা যাহারা উপস্থিত আছ তাহারা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট আমার কথা পৌঁছাইয়া দাও। অতএব আমরা হইলাম উপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত আর তোমরা হইলে অনুপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতটি অনাগত এমন লোকদের জন্য প্রযোজ্য যাহারা তাহাদের সমসাময়িক লোকদিগকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহবান করিলে তাহারা তাহা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিবে।

মুহাম্মদ ইব্ন বিশর (র)......সাওয়ার ইব্ন শাবীব হইতে বর্ণনা করেন যে, সাওয়ার ইব্ন শাবীব বলেন ঃ একদা আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তেজ মেজায ও বাগ্মী এক ব্যক্তি আসিয়া ইব্ন উমর (রা)-কে বলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! এমন ছয়জন লোক রহিয়াছে যাহারা প্রত্যেকে কুরআনের বড় বড় আলিম। অথচ তাহারা প্রত্যেকেই অন্যের প্রতি শিরকের অভিযোগ করে। তাহারা ইজতিহাদের যোগ্যতাও রাখে। তাহাদের অন্তরে নেক উদ্দেশ্য ব্যতীত বদ উদ্দেশ্য আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। কিন্তু তাহারা একে অন্যের প্রতি শিরকের অভিযোগ করিয়া চলিয়াছে। এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলে, একে অপরের প্রতি শিরকের মিথ্যা অভিযোগ করার চেয়ে হীন উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে ? উত্তরে আগন্তুক বলেন, আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করি নাই, আমি শায়খের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিবেন। আপনি কে ? এই বলিয়া লোকটি ইব্ন উমর (রা)-কে আবার জিজ্ঞাসা করেন, এই লোকদের ব্যাপারে আপনি কি বলেন ? ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ তুমি কি বলিতে চাও যে, আমি তোমাকে তাহাদিগকে হত্যা করার আদেশ দেই ? অথচ তোমার দায়িত্ব হইল তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া এবং তাহাদিগকে হিকমতের মাধ্যমে পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়ি হইতে নিবৃত্ত করা। ইহার পর যদি তাহারা সংশোধন না হয় তবে তোমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ .

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ ! আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য।'

আহমদ ইব্ন মিকদাম (র)......আবূ মাযিন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মাযিন বলেন ঃ উসমান (রা)-এর খিলাফতের সময় একবার আমি মদীনায় গিয়া দেখি যে, একস্থলে বহু মুসলমান জড় হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের একজন উঠিয়া عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَيَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ এই আয়াতটি পাঠ করিলে মজলিসের অধিকাংশ লোক বলিয়া উঠেন, এই আয়াতটির প্রয়োগকাল এখনো আসে নাই।

কাসিম (র)......যুবায়র ইব্ন নুফায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুবায়র ইব্ন নুফায়র (র) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বহু সংখ্যক সাহাবীর এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। সেই অনুষ্ঠানের উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। অনুষ্ঠানে আলোচনা হইতেছিল ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ সম্পর্কে। আমি বলিলাম, আল্লাহ তাঁহার কিতাবে কি বলেন নাই যে,

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ.

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য; তোম্রা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।'

এই কথা বলিলে সকলে আমার দিকে তাকান এবং বলেন, তুমি এই আয়াতটির মর্মার্থ সম্পর্কে অবহিত নও। তাহাদের একযোগে এমন প্রতিবাদের মুখে আমি একেবারে চুপ হইয়া যাই এবং মনে মনে বলি, উহ! কথাটা না বলাই উচিত ছিল।

পরে সভা ভঙ্গ হওয়ার প্রাক্কালে সকলে আমাকে লক্ষ্য করিয়া আমার ভাঙ্গা মনকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে বলেন, তুমি ছোট মানুষ, এই আয়াতের প্রয়োগকাল সম্পর্কে তোমার ধারণা নাই। কিন্তু আশ্চর্যের কিছু নাই। তোমার বয়সে সেকাল তুমি দেখিতেও পার। যখন দেখিবে, মানুষের আত্মা কালিমায় লেপিয়া গিয়াছে, তাহারা ইচ্ছার দাসত্বে লিপ্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেক লোক স্ব স্ব মতকে প্রাধান্য দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তখন তুমি আত্মরক্ষার পথ বাছিয়া নিবে। তাহা হইলে কোন পথভ্রষ্ট তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

ইব্ন জারীর (র).......যামুরা ইব্ন রবীআ হইতে বর্ণনা করেন যে, যামুরা ইব্ন রবীআ বলেন ঃ একদা হাসান বসরী (র) —

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ.

—এই আয়াতটি তিলাওয়াত পূর্বক বলেন, আলহামদু লিল্লাহ! পূর্বকালের মু'মিনদের মধ্যে মুনাফিক ছিল এবং বর্তমানকালের মু'মিনদের মধ্যেও রহিয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয়, সেকালেও মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড অপসন্দ করা হইত, আর একালেও তাহাদের কর্মকাণ্ড অপসন্দ করা হইয়া থাকে।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ যদি তুমি ন্যায়ের আদেশ কর ও অন্যায়ের প্রতিরোধ কর এবং যদি তুমি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছন।

সুফিয়ান সাওরী (র)......হুযায়ফা (রা) হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। উপরন্তু পূর্বসূরীদের অনেকেই এই ধরনের মর্মার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......কা'ব হইতে বর্ণনা করেন ঃ عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ.-এই আয়াত প্রসঙ্গে কা'ব বলেন ঃ গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িকতার বশবর্তী হইয়া যখন দামেশকের গীর্জা ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মাণ করা হইবে, তখন এই আয়াতটি প্রযোজ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে।

(١٠٦) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۭ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ○

(١٠٧) فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(١٠٨) ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

১০৬. "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়বান সাক্ষী রাখিও; আর যখন তোমরা সফরে যাও এবং মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের বাহিরের দুইজন সাক্ষী রাখিও; তাহাদিগকে তোমরা সন্দেহ করিলে নামাযের পর অপেক্ষমান রাখিয়া আল্লাহর নামে এই শপথ করাও ঃ আমরা টাকায় বিক্রি হই নাই ও আত্মীয়তার খাতির করি নাই এবং আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করি নাই; (তাহা করিলে) অবশ্যই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।"

১০৭. "তথাপি যদি প্রকাশ পায় যে, তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে, তবে ওসীয়াতকারীর আপনজন হইতে দুইজন সাক্ষী তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিবে, আমাদের সাক্ষ্য তাহাদের সাক্ষ্য হইতে সত্য ও সঠিক এবং যদি আমরা অতিরঞ্জন করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।"

১০৮. "ইহাই তাহাদের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অধিকতর সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যবস্থা অথবা তাহারা ভয় পাইবে যে, তাহাদিগকে শপথের পুনরাবৃত্তি করানো হইবে। আর আল্লাহকে ভয় কর ও (তাঁহার কথা) শোন এবং আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতটি একটি বিরাট আদেশরূপে গণ্য। কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌রাহীম হইতে হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সুলায়মানও বালিয়াছেন যে, আয়াতটির বিধান রহিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইব্‌ন জারীর সহ অনেকের অভিমত হইল যে, আয়াতটির আদেশ রহিত নয়; বরং এখনো কার্যকর। যাহারা বলেন, আয়াতটির হুকুম মানসূখ, তাহাদের কথা নিয়া এখন আলোচনা করা হইবে। আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ

নাহুবিদদের শব্দ বিন্যাস মুতাবিক এই আয়াতে اثنان। পদটি خبر (বিধেয়) হইয়াছে। উহার مبتدأ (উদ্দেশ্য) হইল شهادة بينكم তখন বিন্যাস হবে شهادة اثنين অর্থাৎ তোমাদের সাক্ষী হইবে তোমাদের মধ্যকার দুইজন। এই বাক্যটি ইহার মধ্যে উহ্য ছিল।

অর্থাৎ এখানে مضاف হিসাবে আর একটি شهادة (শব্দ) ছিল যাহা বাকরীতির নিয়মে লুপ্ত করিয়া ফেলা হইয়াছে। ফলে উহার مضاف اليه পদ اثنين -কে উহার স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ এখানে উহ্য ছিল شهادة اثنين বাক্যাংশটি। আর ذوا عدل হইল اثنين -এর صفات অর্থাৎ عدلين منكم-ফলে অর্থ দাঁড়ায় ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ عدلين من المسلمين -'মুসলমানদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।' এই তরকীব করিয়াছেন জমহূর উলামা।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ -এর মর্মার্থে বলেন ঃ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে।' ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবীদা, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, হাসান, মুজাহিদ, ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়ামুর, সুদ্দী, কাতাদা, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থ হইল مِنْ اَهْلِ الْوَصِىْ অর্থাৎ 'আহলে ওসীয়াত হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে।' ইকরিমা ও আবীদা হইতে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......সাঈদ ইব্ন যুবায়র হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ -এর মর্মার্থে বলেন ঃ 'তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হইতে দুইজন অর্থাৎ মুসলমান ব্যতীত আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে দুইজন।'

আবীদা, শুরাইহ, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়ামুর, ইকরিমা, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, শাবী, ইব্রাহীম নাখঈ, কাতাদা, আবূ মিজলায সুদ্দী, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

ইকরিমা ও আবীদা হইতে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ অর্থাৎ 'যাহাদের জন্য ওসীয়াত করিবে, তাহাদের ভিন্ন অন্য দুইজন।'

হাসান বসরী ও যুহরী (র) হইতেও ইব্ন আবূ হাতিম (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছন।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ অর্থাৎ 'তোমরা সফরে থাকিলে।'

فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ -'এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে।' অর্থাৎ মুসলমান সাক্ষীর অভাবে যিম্মীদের সাক্ষী করা বৈধ হওয়ার জন্য উপরোক্ত শর্ত দুইটি বর্তমান থাকিতে হইবে।

ইব্ন জারীর (র)......শুরাইহ হইতে বর্ণনা করেন যে, শুরাইহ বলেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারাদিগকে সফরের সময় ব্যতীত সাক্ষী করা জায়েয হইবে না। অবশ্য সফরের সময়ও জায়েয হইবে না যদি না বিষয়টা ওসীয়াত সম্পর্কিত হয়।

আবূ কুরাইব (র)...... শুরাইহ হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু অন্য ইমামত্রয় মুসলমানদের কোন ব্যাপারে যিম্মীদের সাক্ষী নাজায়েয বালিয়াছেন। তবে আবূ হানীফা (র) যিম্মীদের ব্যাপারে যিম্মীদের সাক্ষী জায়েয বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......যুহরী হইতে বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেন ঃ সুন্নাত মুতাবিক আবাসে বা সফরে কোন অবস্থায়ই মুসলমানদের কোন ব্যাপারে কাফিরদিগকে সাক্ষী করা জায়েয নয়।

ইব্ন যায়দ বলেন ঃ এই আয়াতটি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, যে এমন অবস্থায় মারা যায় যখন তাহার নিকটে কোন মুসলমান উপস্থিত ছিল না। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ইসলামের আবির্ভাবকালে। দেশ ছিল দারুল হরব। জনগণ ছিল কাফির। তখন ওসীয়াতের মাধ্যমে মীরাস বন্টন করা হইত। অতঃপর ইহা রহিত করিয়া ফারাইয অনুসারে মীরাস বন্টন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যাহার কার্যকারিতা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই শানে নুযূলটির ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

ইব্ন জারীর (র)-

شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.

-এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ -আয়াতাংশে বর্ণিত অন্য দুইজন সাক্ষী কি আহলে ওসীদের হইতে মধ্যে হইবে, না ভিন্ন দুইজন ব্যক্তি হইবে, এই ব্যাপারে দুইটি শর্ত রহিয়াছে।

এক. ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীত (র) হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ এই আয়াত সম্পর্কে ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি সফর করে এবং তাহার সংগে যদি মালামাল থাকে, আর সেই সফরে যদি তাহার নিকট মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তবে সে দুইজন মুসলমানের নিকট তাহার মালামাল রাখিয়া যাইবে এবং যাহাদের নিকট মাল রাখা হইল, তাহাদের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ দুইজন মুসলমানকে সাক্ষী রাখিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে।

দুই. দুইজন সাক্ষী হইবে যাহা আয়াতের বাহ্য অর্থে বুঝা যায়। যদি সাক্ষীদ্বয়ের সহিত তৃতীয় ব্যক্তি ওসীদের মধ্যে হইতে কেহ না হয়, তবে উভয় সাক্ষীর মধ্যে 'ওসায়া' ও 'শাহাদাহ' এই বৈশিষ্ট্য দুইটি অবশ্যই থাকিতে হইবে। যেমন তামীমদারী ও আদী ইব্ন বাদ্দার ঘটনায় উল্লেখিত হইয়াছে। ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

সাক্ষীদ্বয়ের ব্যাপারে ইব্ন জারীর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন ঃ আমরা জানি, সাক্ষীদের হইতে কখনো কসম নেওয়া হয় না। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, কার্যক্ষেত্রে সাক্ষীদের হইতে কসম আদায় করিতে হইবে। তাই এই কথা মনে করাই বাঞ্ছনীয় যে, এই বিষয়টি অন্য সকল বিষয়ে সাক্ষ্যদানের বিষয় হইতে আলাদা। অন্য কোন ব্যাপার এই বিষয়টির দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা যাইবে না। এইটি একটি বিশেষ সাক্ষী এবং বিশেষ ব্যবস্থা। ইহাছাড়া এই বিষয়টির মধ্যে এমন কিছু শর্ত এবং কথা আছে, যাহা অন্য কোন বিষয়ের মধ্যে একেবারেই পাওয়া যায় না। তাই যখন সাক্ষীদের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিবে, তখন এই আয়াতের বিধান মুতাবিক সাক্ষীদের হইতে কসম আদায় করিবে।

আওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ —এই আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ অর্থাৎ সাক্ষীদের ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হইলে আসরের সালাতের পর তাহাদিগকে অপেক্ষমান রাখিবে।

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, ইকরামা, কাতাদা, ইব্রাহীম নাখঈ ও সাঈদ ইব্ন যুবায়রও এই কথা বলিয়াছেন।

যুহরী বলেন ঃ সাধারণভাবে যে কোন নামাযের পরে কসম নেওয়া যাইবে।

সুদ্দী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ সাক্ষীদের স্ব স্ব ধর্মীয় ইবাদতের পরে কসম নিতে হইবে।

আবদুর রাযযাক (র) আবীদা হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্রাহীম নাখঈ এবং কাতাদারও অভিমত ইহাই।

মোট কথা এমন একটি স্থানে তাহাদের নিকট হইতে কসম গ্রহণ করিবে যেখানে যথেষ্ট লোকের উপস্থিতি থাকে।

فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিবে।'

اِنِ ارْتَبْتُمْ অর্থাৎ সাক্ষীদ্বয়ের ব্যাপারে মিথ্যা ও বানোয়াট বলার সন্দেহ যদি তোমাদের মনে জাগে, তখন তাহাদের হইতে নিম্ন শপথ গ্রহণ করিবে ঃ

لاَنَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا -অর্থাৎ 'ঈমানের বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ভঙ্গুর পৃথিবীর সুখ ভোগ আমরা কামনা করি না।' এই অর্থ করিয়াছেন মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র)।

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى -অর্থাৎ 'আর আমরা চাই না যে, আমাদের সাক্ষ্য আমাদের কোন আত্মীয়ের দ্বারা প্রভাবিত হউক।'

وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ -'এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করিব না।'

উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্যের গুরুত্বের দিক বিবেচনা করিয়া সাক্ষ্য বা শাহাদাতকে আল্লাহর দিকে اضافت করা হইয়াছে।

কেহ কেহ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةً اللّٰهِ আয়াতাংশের شَهَادَةً শব্দের ة-কে যের দিয়া পাঠ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)......আমির শা'বী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অবশ্য অন্যদের হইতে وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةً اللّٰهِ এইরূপও বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে প্রথমোক্ত পঠনটিই প্রসিদ্ধ।

اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ — অর্থাৎ 'যদি আমার সাক্ষ্যের মধ্যে সংযোজন ও সংকোচন করি বা সাক্ষ্য যদি উল্টাপাল্টা করিয়া ফেলি বা পূরা সাক্ষ্যটাই গোপন করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنْ عُثِرَ عَلٰى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا الْاَوْلَيَانِ অর্থাৎ 'যদি অংশীদারদের অংশের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সাক্ষীদ্বয়ের খেয়ানত ও মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত ও প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে —

فَاٰخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلاَنِ-

অর্থাৎ 'যাহাদের স্বার্থহানি ঘটিয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে নিকটতম দুইজন তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবে।' আয়াতটি জমহূর এইরূপে পাঠ করিয়াছেন।

আলী ও হাসান বসরী (র) হইতে ইহার পঠন اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ — এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাকিম (র)......আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ -এই আয়াতাংশ এইরূপে পাঠ করিয়াছেন।

অতঃপর হাকিম বলেন ঃ হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ বটে কিন্তু তিনি হাদীসটি স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) সহ অনেকে مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوَّلِيْنَ -এইরূপও পাঠ করিয়াছেন।

হাসান (র) পাঠ করিয়াছেন ঃ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوَّلاَنِ -এইরূপে। ইহা ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহা হউক, জমহূরের পঠনমতে ইহার অর্থ হইল এই যে, যখন নির্ভরযোগ্য সূত্রে সাক্ষীদ্বয়ের মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হইবে, তখন ওয়ারিসদের মধ্য হইতে এমন দুইজন ওয়ারিস সাক্ষ্যদানের জন্য দণ্ডায়মান হইবে যাহারা সর্বাপেক্ষা নিকটতম ওয়ারিস।

فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا -অর্থাৎ 'তাহারা উভয়ে শপথ করিয়া বলিবে, আমাদের সাক্ষ্য তাহাদের অপেক্ষা সত্য ও সঠিক।'

وَمَا اعْتَدَيْنَا —'এবং তাহাদের মিথ্যাবাদিতার বিরুদ্ধে আমরা সীমালংঘন করি নাই।'

اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ — অর্থাৎ 'আমরা যদি তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলি, তাহা হইলে আমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

মোটকথা ওয়ারিসদের নিকট হইতে যে স্বীকারোক্তি নেওয়া হইবে, তাহা এই ধরনের হইবে। অথবা হত্যাকারী যদি কপটতার আশ্রয় নেয়, তখন নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা যেমন শপথ করিয়া তাহাদের দাবি আদায় করে, এই স্থানে তদ্রূপ করিতে হইবে। শপথের বর্ণনায় এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।

এই আলোচনার সমর্থনে হাদীসে আসিয়াছে যে, ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ -এই আয়াত প্রসঙ্গে তামীমদারী বলেন ঃ একমাত্র আমি এবং আদী ইব্ন বাদ্দা ব্যতীত এই পাপ হইতে সকলেই মুক্ত।

পূর্বে তাহারা উভয়ে খ্রিস্টান ছিল। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাহারা উভয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় যাতায়াত করিত। একবার তাহারা ব্যবসার উদ্দেশ্য সিরিয়ায় যাইতে থাকিলে বনী সাহমের আযাদকৃত গোলাম বুদাইল ইব্ন আবূ মরিয়ামও তাহাদের সংগী হয়। সেও ব্যবসায়ী ছিল। মাল ক্রয়ের জন্য তাহার নিকট রৌপ্যের মূল্যবান একটি পেয়ালা ছিল। কিন্তু পথিমধ্যে সে অসুস্থ হইয়া পড়িলে সে তাহাদের উভয়ের নিকট তাহার সকল মালামাল সোপর্দ করিয়া তাহা তাহার বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য ওসীয়াত করিয়া যায়।

তামীমদারী বলেন ঃ লোকটি মারা গেলে আমরা তাহার মূল্যবান পেয়ালাটা বাহির করিয়া এক হাজার দিরহামে বিক্রি করিয়া উহা দুইজনে সমানভাবে ভাগ করিয়া নিই।

অতঃপর আমরা দেশে পৌঁছিয়া তাহার বাড়িতে গিয়া তাহার আত্মীয়-স্বজনদের নিকট পেয়ালাটা ব্যতীত সকল মালামাল পৌঁছাইয়া দেই। তাহারা আমাদিগকে পেয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলি যে, সে আমাদিগকে কোন পেয়ালা দিয়া যায় নাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার আগমন করার পর তামীমদারী ইসলাম গ্রহণ করিলে সেই কথা মনে করিয়া সে তাহাদের পরিবারের লোকদিগকে সেই পেয়ালাটি সম্পর্কে অবহিত করে। অতঃপর তাহার পাঁচশত দিরহাম তাহাদের হাতে দিয়া বলে, অবশিষ্ট অর্ধেক মূল্য আমার সংগীর নিকট রহিয়াছে। কিন্তু তাহার সংগী এই কথা অস্বীকার করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে তাহার ধর্মমতে শপথ করিয়া বলার জন্য আদেশ করেন। ফলে সে শপথ করে। অতঃপর এই আয়াতটির يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ হইতে فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا এই পর্যন্ত নাযিল হয়।

তৎক্ষণাৎ আমর ইব্ন আস ও অন্য একজন লোক দাঁড়াইয়া তাহাদের সপক্ষে শপথ করিয়া বলিলে আদী ইব্ন বাদ্দা তাহার অংশের পাঁচশত দিরহাম দিতে বাধ্য হয়।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র)......মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে তাহাতে এই কথাও রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সকলকে আনা হইলে বিবাদী তাহার দেনা অস্বীকার করে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) ওয়ারিসদের নিকট তাহাদের অভিযোগের প্রমাণ চাহিলে তাহারা প্রমাণ দিতে অপারগ হয়। তখন তাহাদিগকে অভিযোগের সত্যতার ব্যাপারে স্ব স্ব ধর্মমতে শপথ করার জন্য আদেশ করেন। ফলে সেইমতে তাহারা শপথ করে। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ

অর্থাৎ 'অথবা শপথের পর আবার তাহাদিগকে শপথ করান হইবে এই ভয়ে।'

অতঃপর আমর ইব্ন আস ও অপর এক ব্যক্তি উঠিয়া তাহাদের সপক্ষে শপথ করিলে আদী ইব্ন বাদ্দা সেই পাঁচশত দিরহাম তাহাদিগকে দিতে বাধ্য হয়।

মূলত হাদীসটি গরীব এবং ইহার সনদও বিশুদ্ধ নয়।

এই রিওয়ায়াতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক যে আবূ নাযরকে সনদে আনিয়াছেন, আমার মতে তাঁহার আসল নাম হইল মুহাম্মদ ইব্ন সায়িব আল-কালবী। তাহাকে আবূ নাযর বলিয়া ডাকা হয়। এই ব্যক্তিকে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বেলায় গ্রহণ করেন না। কেননা তিনি মুফাসসির হিসাবে প্রসিদ্ধ। উপরন্তু আমি (তিরমিযী) মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈলের নিকট শুনিয়াছি যে, মুহাম্মদ ইব্ন সায়িব আল-কালবী আবূ নাযর নামে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি উম্মে হানীর আযাদকৃত গোলাম আবূ সালিহ হইতে কোন রিওয়ায়াত করিয়াছেন কিনা, সেই বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে।

অন্য সূত্রে সংক্ষিপ্তাকারে সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বনী সাহাম গোত্রের এক ব্যক্তি তামীমদারী ও আদী ইব্ন বাদ্দার সহিত বাণিজ্যে বাহির হন। সেই ব্যক্তি এমন এক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন যেখানে কোন মুসলমান ছিল না। তাই তিনি তাহার সংগীদ্বয়ের নিকট অর্থ-সম্পদ দিয়া উহা তাহার বাড়ি পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য ওসীয়াত করিযা যান। তাহারা সেইমতে মৃতের বাড়িতে তাহার অর্থ-সম্পদ পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু তিনি স্বর্ণের যে পেয়ালাটা সঙ্গে নিয়াছিলেন, সেটা তাহারা পাইল না। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের উভয়ের নিকট হইতে এই ব্যপারে কসম আদায় করিলেন। তবুও তাহারা স্বীকার করিল না। এমন সময় সেই পেয়ালাটি মক্কায় একজন লোকের নিকট পাওয়া যায়। সে তাহাদিগকে জানায় যে, পেয়ালাটি সে তামীমদারীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। এই তথ্যের প্রেক্ষিতে সাহমীর দুইজন আত্মীয় দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলে, তাহাদের উভয়ের সাক্ষ্য অপেক্ষা আমাদের সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার বেশি। অতএব আমরা বলি, পেয়ালাটি আমাদের। আবারও আমরা বলিব, এই পেয়ালাটি আমাদের। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে সাক্ষী রাখিবে।'

আবূ দাঊদ (র)......ইয়াহিয়া ইব্ন আদমের সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-গরীব পর্যায়ের। কারণ, ইহার সনদের মধ্যে ইব্ন আবূ যায়িদা ও মুহাম্মদ ইব্ন আবুল কাসিম কূফী রহিয়াছেন। তবে কেহ কেহ, বলিয়াছেন, বর্ণনাকারী হিসাবে তাহারা উভয়ে গ্রহণযোগ্য।

তাবিঈদের মধ্যে হইতে মুরসাল সূত্রে ইকরিমা, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন ও কাতাদার রিওয়ায়াতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা এই কথাও বলিয়াছেন যে, শপথ অনুষ্ঠান আসরের নামাযের পরে অনুষ্ঠিত হইবে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ, হাসান বসরী ও যাহ্হাকও এই হাদীসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ঘটনাটির সত্যতা পূর্বসূরীদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়।

এই ঘটনাটির সত্যতার ব্যাপারে আরো রিওয়ায়াত রহিয়াছে। অর্থাৎ ইব্ন জারীর (র)...... শা'বী হইতে বর্ণনা করেন যে, শা'বী বলেন ঃ এক মুসলমান ব্যক্তি বিদেশে সফররত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু সে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তাহার ওসীয়াতের সাক্ষী করার জন্য কোন

মুসলমানকে না পাইয়া অগত্যা দুইজন কিতাবীকে তাহার ওসীয়াতের সাক্ষী করিয়া যায়। অতঃপর তাহারা উভয়ে কূফায় উপস্থিত হইয়া আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর নিকট আসিয়া সেই ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলে এবং তাহাদের নিকট মৃতের রাখিয়া যাওয়া ওসীয়াতকৃত সম্পদ তাঁহার নিকট পেশ করে।

তখন আশআরী (রা) বলেন ঃ এই রকম একটি ঘটনা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়েও ঘটিয়াছিল। আর দ্বিতীয়টি ঘটিল এই।

অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে ওসীয়াতের সত্যতার ব্যাপারে আসরের নামাযের পরে এই বলিয়া শপথ নেওয়া হয় যে, তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা নহে, পরিবর্তন করিয়া কিছুই বলা হয় নাই এবং ওসীয়াতের কোন অংশ গোপন করা হয় নাই। অতঃপর তাহাদের সাক্ষ্য সত্য বলিয়া মানিয়া নেওয়া হয়।

আমর ইব্ন আলী আল-ফাল্লাস (র)......আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর এই ফয়সালাটি শা'বী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, এই উভয় সনদই সহীহ। এই কথা স্পষ্ট যে, এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় সংঘটিত হইয়াছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

হুযূর (সা)-এর যুগের তামীমদারী ও আদী ইব্ন বাদ্দার ঘটনার ব্যাপারে সকলে একমত এবং সন্দেহমুক্ত। এই কথাও সর্বজনবিদিত যে, তামীমদারী ইব্ন আউসদারী (রা) নবম হিজরীতে ইসলাম কবূল করিয়াছিলেন। অতএব প্রমাণিত হইল যে, আশআরী (রা)-এর ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা। আল্লাহই ভালো জানেন।

সুদ্দী (র) হইতে আবসাত–

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ –

–এই আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এই আয়াতে মৃত্যুর সময় ওসীয়াত করার জন্য দুইজন মুসলমানকে সাক্ষী করিয়া রাখার কথা বলা হইয়াছে। এই আয়াতের হুকুম একমাত্র নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করার সময় প্রযোজ্য।

اَوْاٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ–এই আয়াতাংশে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সফরের হালতে মৃত্যুবরণ করার সময় প্রযোজ্য।

اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ

অর্থাৎ 'যখন কেহ সফরের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং যদি সেখানে কোন মুসলমান না থাকে তবে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান কিংবা অগ্নি উপাসকের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তিকে ওসীয়াত করিয়া যাইবে। তাহাদের নিকট অর্থ ও মালামাল সোপর্দ করিয়া দিবে। তাহারা গিয়া ওসীয়াত মুতাবিক সেই মালের অংশীদারদিগকে বুঝাইয়া দিবে। অতঃপর মৃত ব্যক্তির অংশীদারেরা যদি তাহাদের কথা মানিয়া নেয়, তবে তো ভাল। যদি অংশীদাররা তাহাদের কথা না মানে, তবে উপরস্থ মহলে বিচার দাবি করিতে হইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ

অর্থাৎ 'তাহাদের সাক্ষ্যের বেলায় তোমাদের সন্দেহ হইলে সালাতের পর তাহাদের নিকট হইতে শপথ গ্রহণ করিবে।'

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ মৃতের ওয়ারিসরা সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য অস্বীকার করিলে তাহাদের উভয়কে মিথ্যা বলার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর আবূ মূসা (রা) তাহাদের উভয়ের নিকট হইতে আসরের নামাযের পর শপথ গ্রহণ করার ইচ্ছা করিলে আমি বলি যে, তাহাদের নিকট আমাদের নামাযের কোন গুরুত্ব নাই। তাই তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্মীয় উপাসনার পর শপথ নেওয়া উচিত। অতঃপর তাহারা উভয়ে তাহাদের ধর্মমতে উপাসনা সমাপন পূর্বক আল্লাহর নামে কসম দিয়া বলে ঃ আমরা স্বল্পমূল্যে আল্লাহর কসম বিক্রি করিতে পারি না। যত স্বার্থই আমাদের থাকুক না কেন, আমরা শপথ পাঠ করিয়া সত্য গোপন করিতে পারিব না। যদি আমরা এমন করি, তাহা হইলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব। আপনাদের ভাই আমাদিগকে তাহাই বলিয়াছিলেন যাহা আমরা আপনাদিগকে বলিয়াছি। আপনাদিগকে যে সম্পদ আমরা সোপর্দ করিয়াছি, তাহাই তিনি আমাদের হাতে দিয়াছিলেন।

তাহাদের উভয়ের নিকট হইতে শপথ গ্রহণ করার পূর্বে ইমাম তাহাদিগকে বলিয়াছেন ঃ যদি তোমরা ওসীয়াতের কোন অংশ গোপন কর বা আত্মসাৎ করিয়া থাক, তাহা হইলে পরবর্তীতে তোমাদিগকে কওমের লোকেরা উপহাস করিবে ও তাহার পর তোমাদের সাক্ষ্য আর গ্রহণ করা হইবে না এবং এইজন্য তোমাদগিকে শাস্তিও ভোগ করিতে হইবে।

এই ধরনের লোকদের সাক্ষীর ব্যাপারেই বলা হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا

অর্থাৎ 'এই পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা রহিয়াছে লোকের যথাযথভাবে সাক্ষ্যদান করার।' শপথের পর আবার তাহাদিগকে শপথ করান হইবে, এই ভয়ে তাহারা সত্য সাক্ষ্য দিবে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও ইবরাহীম يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি সফরের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে তখন তাহার ওয়ারিসদের ওসীয়াতের জন্য দুইজন মুসলমানকে সাক্ষী রাখিবে। যদি সেখানে মুসলমান না থাকে তবে আহলে কিতাবদের দুইজনকে সাক্ষী রাখিবে। সাক্ষীদ্বয় তাহাদের নিকট রাখিয়া যাওয়া মৃত ব্যক্তির মাল নিয়া ওয়ারিসদের নিকট আসার পর তাহারা যদি তাহাদের কথা বিনাবাক্যে মানিয়া নেয়, তবে তো ভাল। আর যদি না মানে ও সাক্ষীদ্বয়কে সন্দেহ করে, তবে আসরের নামাযের পর সাক্ষীদ্বয়ের নিকট হইতে তাহাদের সত্যতার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করিবে। তাহারা আল্লাহর নামে শপথ পূর্বক এই কথাগুলি বলিবে যে, 'আমরা কিছু গোপন করি নাই, আমরা একটি কথাও মিথ্যা বলি নাই, আমাদের নিকট সোপর্দকৃত মাল হইতে কোন মাল আমরা আত্মসাৎ করি নাই এবং ইহা হইতে কোন মাল আমরা পরিবর্তন করিয়াও রাখি নাই।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যদি সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্যদানের মধ্যে মিথ্যার প্রবেশ ঘটায়, তবে আসরের নামাযের পরে

তাহাদের উভয় হইতে শপথ গ্রহণ করিবে। তাহারা উভয়ে শপথ করিযা বলিবে যে, 'আমরা স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সাক্ষ্য গোপন করিতে পারি না।' ইহার পরেও মৃতের আত্মীয়-স্বজন যদি সাক্ষীদের মিথ্যা বলার ব্যাপারে প্রত্যয়ী হয়, তখন মৃতের আত্মীয়-স্বজনের মধ্য হইতে ঘনিষ্ঠ দুই ব্যক্তি দাঁড়াইবে। তাহারা আল্লাহর নামে শপথ করিয়া কাফির সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিবে ঃ আমাদের কথাই সত্য। আমাদের কথায় কোন অতিরঞ্জন নাই।

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا অর্থাৎ 'যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, কাফির সাক্ষীদ্বয় মিথ্যা বলিয়াছে।'

فَاٰخَرَانِ يَقُمَانِ مَقَامَهُمَا অর্থাৎ 'তাহা হইলে মৃতের দুইজন আত্মীয় দাঁড়াইয়া কাফির সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিবে, আমরা সত্য বলিয়াছি এবং আমাদের কথার ভিতর অতিরঞ্জন নাই।' ফলে কাফিরদ্বয়ের সাক্ষী বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে এবং মৃতের আত্মীয়দ্বয়ের সাক্ষা গ্রহণ করিয়া নেওয়া হইবে। আওফীও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্‌ন জারীর উভয়টিই রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

আয়াতের ভাষ্যমতে ইহাই হইবে যথার্থ অর্থ এবং যে বিধান বলা হইল, এই বিষয়ের জন্য ইহাই হইল যথার্থ প্রযোজ্য; তাবিঈ ও পূর্বসূরীদের অনেকে এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আহমদের মাযহাবও ইহা।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا

অর্থাৎ 'এই বিধানের জন্য শরী'আত এই পন্থা পসন্দ করিয়াছে যে, যিম্মী সাক্ষীদ্বয়কে তখন শপথ করিতে হইবে, যখন তাহাদিগকে সত্য গোপন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হইবে।'

اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ –'শপথের পর আবার তাহাদের নিকট শপথ নেওয়া হইবে, এই ভয়ে।' অর্থাৎ তাহারা শপথের গুরুত্ব ও তা'যীমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং পাছে লোক সম্মুখে অপমানিত হইতে হইবে এই আশঙ্কায়, পরন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণিত হইলে শাস্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনায় স্বভাবতই সত্য বলিবে বলিয়া আশা করা যায়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ অর্থাৎ 'শপথের পর আবার তাহাদিগকে শপথ করান হইবে এই ভয়ের জন্য।'

অতপর বলা হইয়াছে ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ 'সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করিবে।'

وَاسْمَعُوْا –অর্থাৎ 'তাঁহার আনুগত্য করিবে।'

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহর আনুগত্য করে না এবং শরী'আতের হুকুম মান্য করে না, আল্লাহ তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।'

(১০৯) يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

১০৯. "যেই দিন আল্লাহ রাসূলগণকে জমায়েত করিবেন, অতঃপর বলিবেন, তোমাদিগকে কিরূপ জবাব দেওয়া হইয়াছিল ? তাহারা বলিবেন, আমাদের জানা নাই। নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্য ব্যাপারসমূহ সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।"

তাফসীর ঃ এখানে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন রাসূলগণকে তাহাদের উম্মতগণকে দীনের দাওয়াত পৌঁছাইয়াছিলেন কিনা, এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ

অর্থাৎ 'আমি রাসূলদের নিকটও প্রশ্ন করিব এবং যাহাদের নিকট রাসূল পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের নিকটও প্রশ্ন করিব।'

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ- عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রভুর শপথ! আমি সকলের নিকট জিজ্ঞাসা করিব যে, পৃথিবীতে তোমরা কি করিয়াছ ?'

রাসূলগণ বলিবেন ঃ لاَعِلْمَ لَنَا -'এই ব্যাপারে আমাদের কোন জ্ঞান নাই।'

মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সুদ্দী প্রমুখ বলেন ঃ কিয়ামতের ভয়াবহতা দর্শন করিয়া রাসূলগণ সকল কিছু বিস্মৃত হইয়া যাইবেন।

আবদুর রাযযাক (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজাহিদ (র) বলেন ঃ রাসূলগণ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বলিবেন ঃ لاَعِلْمَ لَنَا অর্থাৎ 'আমাদের তো কোন কিছুই জানা নাই।' ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......হাসান হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ -এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা দর্শন করিয়া তাঁহারা ভয়ে স্মৃতিশক্তি হারাইয়া ফেলিবেন।

সুদ্দী হইতে আসবাত ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوْا لاَعِلْمَ لَنَا

- এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন ঃ হাশরের ময়দানের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে প্রথম তাঁহাদিগকে উম্মাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারা বলিবেন ঃ لاَعِلْمَ لَنَا -'আমাদের কোন জ্ঞান নাই।' অতঃপর তাঁহাদের কিছুটা স্বস্তি আসার পর দ্বিতীয়বার যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে থাকিবেন। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন জুরাইজ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন জুরাইজ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ -এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা নিজেরা কি করিয়াছ এবং অন্যদেরকে কি করিতে বলিয়াছ ? তাঁহারা জবাবে বলিবেন ঃ لاَعِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ -'আমাদের কোন জ্ঞান নাই, আপনিই তো গায়ব সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতংশের ভাবার্থে বলেন ঃ তাঁহারা রাব্বুল ইয্যাতকে বলিবেন, আমাদের নিকট খুবই অল্প জ্ঞান রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা আপনি সর্বাপেক্ষা বেশি জ্ঞাত।

ইহা ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ উপরোক্ত প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য। নবীগণের এই ধরনের জবাব নিঃসন্দেহে চমৎকার। দ্বিতীয়ত, রাব্বুল ইয্যাতের জিজ্ঞাসার জবাবে শিষ্টাচারের দৃষ্টিতেও জবাব এমনই হওয়া উচিত।

অর্থাৎ আপনার সর্বব্যাপী জ্ঞানের সম্মুখে আমাদের কোন জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। উপরন্তু যদিও আমরা আপনার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে সক্ষম এবং আমাদের জ্ঞান হইল বাহ্যজ্ঞান, কিন্তু বাতিন বা অদৃশ্যের কোন জ্ঞান আমাদের নাই। আপনি সকল বস্তু সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত এবং সকল কিছুতে আপনার জ্ঞান পরিব্যাপ্ত। তাই আপনার জ্ঞানের তুলনায় আমাদের জ্ঞান খুবই অল্প। অতএব اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ –'আপনি অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত।'

(١١٠) اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ مـ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قف تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ج وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ج وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ج وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ج وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(١١١) وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ج قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ○

১১০. "যখন আল্লাহ্ বলিবেন, হে ঈসা ইব্ন মরিয়ম, তোমার উপর আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর আর তোমার মাতার উপর। যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্য করিয়াছি তুমি কোলে ও দোলনায় বসিয়া মানুষের সহিত কথা বলিয়াছ। আর যখন তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল শিখাইয়াছি। আর যখন তুমি মাটি দিয়া পাখির আকৃতি গড়িতে, অতঃপর আমার ইজাযতে উহাতে ফুঁ দিতে, তখন আমার মরযীতে উহা উড্ডীয়মান হইত; আর আমার মরযীতে তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করিতে, আর আমার মরযীতে মৃতকে জীবিত করিতে; আর আমি তোমাকে দিয়া বনী ইসরাঈলকে পূর্ণতা দান করিয়াছিলাম যখন তুমি তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল সহ আগমন করিলে, অতঃপর তাহাদের যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা বলিল, ইহা তো প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছু নহে।"

১১১. "আর যখন আমি হাওয়ারীগণকে ইলহাম করিলাম, আমার ও আমার নবীর উপর ঈমান আন, তাহারা বলিল, আমরা ঈমান আনিলাম আর তুমি এই বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা অবশ্যই মুসলমান।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল ঈসা (আ)-কে প্রকাশ্য মু'জিযা ও অস্বাভাবিক যে সকল শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বলেন ঃ

اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ অর্থাৎ পিতা ব্যতীত একমাত্র মায়ের মাধ্যমে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং তোমাকে আমি আমার জীবন্ত নিদর্শন ও আমার সত্যতার অকাট্য প্রমাণরূপে গড়িয়াছিলাম। পরন্তু তোমার মাধ্যমে আমি আমার কুদরতের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটাইয়াছিলাম।

وَعَلٰى وَالِدَتِكَ–এবং আমি তোমাকে তোমার মায়ের সাধ্বিতা সম্পর্কেও দলীলরূপে পেশ করিয়াছিলাম। কেননা যালিম ও জাহিলরা তোমার মায়ের ব্যাপারে অশ্রাব্য উক্তি করিতেছিল।

اذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ–আরো স্মরণ কর, আমি তোমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছিলাম। এই পবিত্র আত্মা হইলেন জিবরাঈল (আ)।

মোটকথা, আমি তোমাকে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করার জন্য কৈশোর ও যৌবনে নবী বানাইয়াছিলাম। আমি তোমাকে দোলনায় কথা বলাইয়া তোমার মায়ের সতীত্বের ব্যাপারে সকল প্রশ্নের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছিলাম। সেই মুহূর্তে তোমাকে আমি আমার বান্দা হিসাবে পরিচিত করিয়াছিলাম এবং তোমার রিসালাত সম্পর্কেও তাহাদিগকে তখন অবহিত করাইয়াছিলাম। তোমাকে আমি আমার ইবাদত করার জন্য আহ্বান করিয়াছিলাম।

তাই বলা হইয়াছে ঃ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً –অর্থাৎ আমি তোমার মাধ্যমে মানুষকে তোমার শৈশবে এবং যৌবনে আল্লাহর দিকে আহ্বান করাইয়াছি। এখানে আকর্ষণীয় দিক হইল তোমাকে তোমার শিশুকালে কথা বলার শক্তি দেওয়া। কেননা বড় হইয়া কথা বলা আশ্চর্যজনক বা আকর্ষণীয় কোন বিষয় নয়।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ –তোমাকে কিতাব, হিকমাত, ইঞ্জীল ও তাওরাত শিক্ষা দিয়াছিলাম অর্থাৎ তোমাকে উহা পড়া শিখাইয়াছিলাম এবং উহার জ্ঞান দান করিয়াছিলাম।

وَالتَّوْرَاةَ– যাহা মূসা কালীমুল্লাহ্‌র উপর নাযিল করা হইয়াছিল। তাওরাত নামটি হাদীসের মধ্যেও উল্লেখিত হইয়াছে। এই বলিয়া এই কথা বুঝান হইয়াছে যে, পূর্বের যে সকল আসমানী কিতাবের চর্চা তখন হইত, সেই সকল কিতাবের জ্ঞান তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ

অর্থাৎ তুমি মাটি দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করিতে। অতঃপর তুমি উহাতে ফুৎকার দিলে আমার অনুমতিক্রমে উহা জীবন্ত পাখি হইয়া যাইত। যাহা পাখা মেলিয়া উড়িতে থাকিত।

وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ অর্থাৎ জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করিতে। উল্লেখ্য যে, এই সম্বন্ধে সূরা আলে-ইমরানে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। উহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ –তুমি আমার অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবন দান করিতে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে তুমি ডাক দিলে আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং তাঁহার কুদরত ও ইচ্ছায় সে কবর হইতে উঠিয়া দাঁড়াইত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ হুযাইল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুযাইল বলিয়াছেন ঃ ঈসা (আ) যখন কোন মৃতকে জীবিত করার ইচ্ছা করিতেন তখন প্রথমে দুই রাকা'আত নামায আদায় করিতেন। প্রথম রাকাআতে تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে الم تَنْزِيْلُ পাঠ করিতেন। নামায শেষ করিয়া তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতিপূর্বক আল্লাহর এই সাতটি নাম ধরিয়া ডাকিতেন ঃ ইয়া কাদীমু, ইয়া খাফীয়ু, ইয়া দায়িমু, ইয়া ফারদু, ইয়া বিতরু, ইয়া আহাদু ও ইয়া সামাদু। আর যদি কখনো তিনি কঠিন কোন বিপদের সম্মুখীন হইতেন, তখন তিনি এই সাতটি নামে আল্লাহকে ডাকিতেন ঃ ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম, ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া যাল-জালালু ওয়াল ইকরাম, ইয়া নূরুস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়া আরশিল আযীম ও ইয়া রাব্বি। ইহা বড় গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

অর্থাৎ 'যখন তুমি সৃষ্টিকর্তার রিসালাত ও নবুয়াত সম্পর্কীয় দলীল ও অকাট্য প্রমাণসহ বনী ইসরাঈলদের নিকট গিয়াছিলে, তখন তাহারা তোমার প্রতি অপবাদ দিয়াছিল, তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী ও যাদুকর বলিয়াছিল। যখন তাহারা তোমাকে শূলীবিদ্ধ ও হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন আমি তোমাকে তাহাদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম এবং তোমাকে আমি আমার নিকট তুলিয়া নিয়াছিলাম। উপরন্তু তোমাকে মুক্ত ও পবিত্র রাখিয়াছিলাম তাহাদের সকল কূট ষড়যন্ত্র এবং অপবাদ হইতে। সেই সকল কথা স্মরণ কর।

অতএব এই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহর এই সকল অনুগ্রহ ছিল তাঁহাকে আকাশে তুলিয়া নিবার পরবর্তীতে। অথবা কিয়ামতের দিন তাঁহার প্রতি এই সকল অনুগ্রহ করা হইবে। তাই তিনি এখানে ভবিষ্যতকে অতীত দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যাহা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব নয়। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা অজানা কথা মুহাম্মদ (সা)-কে জ্ঞাত করিবার লক্ষ্যে এই কথাগুলির পুনরুক্তি করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ

'আরও স্মরণ কর, যখন আমি হাওয়ারীদিগকে এই প্রেরণা দিয়াছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।'

ইহাও আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ ছিল। উপরন্তু তিনি তাঁহার জন্য সাহাবী ও আনসার যোগাইয়া দিয়াছিলেন। ওহী দ্বারা এই স্থানে অবহিতি বা প্রেরণার কথা বুঝান হইয়াছে।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ অর্থাৎ 'আমি মূসাকে দুধ পান করানোর জন্য তাহার মায়ের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম।' এখানে ওহী অর্থ যে ইলহাম বা অবহিতকরণ, সেই ব্যপার কোন সন্দেহ নাই।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ- ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً

পূর্বসূরীদের কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতেও ওহী দ্বারা ইলহাম বুঝান হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল, তাহাদিগকে কি ইলহাম করা হইয়াছিল ? হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আয়াতে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই তাহাদিগকে ইলহাম করা হইয়াছিল।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ইলহামের মাধ্যমে তাহাদের মনে ঈমান গ্রহণের প্রেরণা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তবে ইহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, আমি তোমার মাধ্যমে তাহাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করা হইলে তাহারা আহ্বানে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করে। তাই বলা হইয়াছে ঃ

اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ

অর্থাৎ 'হে নবী! তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়াছি।'

(١١٢) اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(١١٣) قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

(١١٤) قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

(١١٥) قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

১১২. "যখন হাওয়ারীগণ বলিল, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রভু কি আকাশ হইতে একটি খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা নাযিল করিতে পারেন ? সে বলিল, আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হইয়া থাক।"

১১৩. "তাহারা বলিল, আমরা উহা হইতে খাইতে ইচ্ছা রাখি এবং আমাদের মন স্বস্তি পাইত আর আমরা জানিব যে, তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা তাহার সাক্ষী হইব।"

১১৪. "ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম প্রার্থনা করিল, ওগো প্রতিপালক! আমাদের জন্য আকাশ হইতে একটি খাঞ্চা অবতীর্ণ কর যাহা আমার প্রাথমিক যুগের ও পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য তোমার তরফ হইতে একটি খুশির স্মারক হইবে এবং তুমি আমাদিগকে রুযী দান কর, আর তুমি তো সর্বোত্তম রুযীদাতা।"

১১৫. "আল্লাহ্ বলেন ঃ অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট উহা অবতীর্ণ করিব; তবে উহার পর তোমাদের যে লোক কুফরী করিবে, তাহাকে আমি এমন শাস্তি দিব, সৃষ্টিকুলের ভিতরে কাহাকেও তদ্রূপ শাস্তি দিব না।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতসমূহে মায়িদা অর্থাৎ খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চার ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মায়িদাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই সূরাটির নাম 'মায়িদা' রাখা হইয়াছে।

ইহা আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ঈসা (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ গণ্য। কেননা ঈসা (আ) মায়িদা নাযিল করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি উহা নাযিল করেন যাহা তাঁহার নবুয়াতের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন এবং অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ পরিগণিত হয়।

কোন ইমাম বলিয়াছেন ঃ এই ঘটনাটি ইঞ্জীলের মধ্যে উল্লেখিত হয় নাই। তাই খ্রিস্টানরা এই সম্পর্কে অনবহিত। একমাত্র মুসলমানরা এই ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ –'হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল।' হাওয়ারী অর্থ ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ।

يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ –অধিকাংশ আলিম এবং উত্তরসূরীগণের পঠনরীতি ইহাই। অর্থাৎ 'হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রভুর দ্বারা কি সম্ভব ?'

اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ–'যে তিনি আমাদের জন্য আসমান হইতে মায়িদা প্রেরণ করিবেন ?'

মায়িদা অর্থ খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ তাহাদের অভাব ও প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদের জন্য প্রত্যহ মায়িদা প্রেরণ করার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, যাহা ভক্ষণ করিয়া তাহারা ইবাদতের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিবে।

قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ–তাহাদের জবাবে ঈসা (আ) বলিয়াছেন যে, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং এমন ভাষায় ও এই ধরনের প্রার্থনা তোমরা করিও না।' ইহা তোমদের জন্য কালে বিপদ হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব রিযিক সন্ধানের বেলায় আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মু'মিন হইয়া থাক।

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا–'তাহারা জবাবে বলিল, আমরা তো এখন সেই ধরনের খাদ্যের মুখাপেক্ষী।'

وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا–'আমাদের নিকট যখন উহা নাযিল হইবে তাহা দেখিয়া আমরা প্রশান্তি লাভ করিব।'

وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا–'আর আমরা জানিতে পারিব, তুমি আমাদিগকে যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য বলিয়াছ।' অর্থাৎ তাহা হইলে তোমার প্রতি আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাইবে এবং তোমার রিসালাত সম্পর্কেও আমরা আস্থাশীল হইব।

وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ–অর্থাৎ 'তাহা হইলে আমরা সাক্ষী হইয়া যাইব যে, ইহা আল্লাহর একটি নিদর্শন।' পরন্তু ইহা তোমার নবুয়াতের জন্য অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ ভাস্বর হইয়া থাকিবে এবং উহা হইবে তোমার নবুয়াতের সত্যতার সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রমাণ।

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا

অর্থাৎ 'মরিয়ম তনয় ঈসা বলিল, হে আল্লাহ্, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ থাঞ্চা প্রেরণ কর; ইহা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকলের জন্য হইবে আনন্দোৎসব।'

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ঈসা (আ) তাঁহার প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি যেদিন আমাদের জন্য মায়িদা নাযিল করিবেন, সে দিনটিকে আমরা এবং আমাদের উত্তরসূরীরা ঈদ হিসাবে পালন করিব।

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন ঃ ঈসা (আ) বলিয়াছেন, সেই দিনটিতে আমরা নামায পড়িব।

কাতাদা (র) বলেন ঃ ঈসা (আ) বলিয়াছেন, সেই দিনটি আমাদের নিকট স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সালমান ফারসী (রা) হইতে রিওয়ায়াত করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ ঈসা (আ) বলিয়াছিলেন, সেই দিনটি আমাদের জন্য এবং আমাদের পরবর্তী সকলের জন্য এক গৌরবময় স্মৃতি হইয়া থাকিবে। আর কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহা পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সকলের জন্য যথেষ্ট হইবে।

وَاٰيَةً مِّنْكَ–'আর ইহা হইবে তোমার নিকট হইতে নিদর্শন।'

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তাহা হইলে তোমার কুদরত ও আমার প্রার্থনার গুরুত্ব সম্পর্কে একটা শক্তিশালী দলীল প্রতিষ্ঠা পাইবে। পরন্তু ইহাতে আমার রিসালতের সত্যতা সহজভাবে মানিয়া নিতে সকলকে সহায়তা করিবে।

وَارْزُقْنَا–এবং 'আমাদিগকে রিযিক দান কর।' অর্থাৎ তোমার পক্ষ হইতে সহজ ও সুস্বাদু খাদ্য আমাদের জন্য প্রেরণ কর।

وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ –قَالَ اللّٰهُ اِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ

'আর তুমিও তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। আল্লাহ বলিলেন ঃ আমি তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব বটে, কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্যে কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান করিলে।' অর্থাৎ হে ঈসা! তোমার উম্মতের মধ্যে যাহারা ইহা মিথ্যা বলিবে, তাহাদের জন্য আমার হুঁশিয়ারী রহিয়াছে।

فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ– 'তাহাকে আমি এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্ব জগতের অপর কাহাকেও আমি এ পর্যন্ত দেই নাই।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ الْعَذَابِ

'আর কিয়ামাতের দিন ফিরআউন গোষ্ঠী কঠিন আযাবে প্রবিষ্ট হইবে।'

অন্যত্র তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

ইব্‌ন জারীর (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন যাহাদের সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহারা হইল এই তিন দল ঃ মুনাফিক সম্প্রদায়, যাহারা মায়িদাকে অস্বীকার করিযাছিল তাহারা এবং আলে ফিরআউন।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলদিগকে বলেন, তোমরা আল্লাহর জন্য ত্রিশটি রোযা রাখ। তাহার পর আল্লাহর নিকট তোমাদের প্রার্থনা পেশ কর। তাহা হইলে তোমরা যাহা চাহিবে, তিনি তাহা তোমাদিগকে আহার করাইবেন। কেননা কর্মের পুরস্কার সে প্রাপ্ত হয়, যে কর্ম সম্পাদন করে। হযরত ঈসা (আ)-এর নির্দেশমত বনী ইসরাঈলরা তাহাই করিল।

অতঃপর বনী ইসরাঈলরা ঈসা (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হে কল্যাণের শিক্ষাদাতা! আপনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, কর্মের পুরস্কার সে প্রাপ্ত হয়, যে কর্ম সম্পাদন করে। উপরন্তু আপনি আমাদিগকে ত্রিশটি রোযা রাখার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। আপনার আদেশমত আমরা তাহা পালন করিয়াছি। এই ত্রিশটা দিন যদি আমরা কাহারো চাকুরী করিতাম তাহা হইলে সে আমাদিগকে ত্রিশ দিনের পূর্ণ মজুরী দিত। এখন বলুন, আপনার প্রভূ কি আমাদের জন্য মায়িদা নাযিল করিতে সক্ষম ? উত্তরে ঈসা (আ) বলেন ঃ

اِتَّقُوْا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ * قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ* قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ * قَالَ اللّٰهُ اِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ *

অর্থাৎ ‘সে বলিয়াছিল, আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা চাহি যে, উহা হইতে কিছু খাইব ও আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করিবে। আমরা জানিতে চাহি যে, তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা উহার সাক্ষী থাকিতে চাহি। মরিয়ম তনয় ঈসা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর; ইহা আমাদের ও আমাদের পরবর্তী সকলের জন্য হইবে আনন্দোৎসব স্বরূপ ও তোমার নিকট হইতে নিদর্শন। আমাদিগকে জীবিকা দান কর; তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। আল্লাহ বলিলেন, আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব। কিন্তু উহার পর তোমাদের মধ্যে কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি জগতের অপর কাহাকেও দিব না।’

অতঃপর আসমান হইতে ফেরেশতা মায়িদা নিয়া অবতরণ করেন। উহাতে সাতটি মাছ এবং সাতটি রুটি ছিল। তাহাদের সামনে উহা পরিবেশন করা হইলে তাহাদের প্রথম হইতে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলে উহা হইতে আহার করে। ইব্‌ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আল্লাহর নিকট আসমান হইতে উহা নাযিল করার জন্য দু'আ কর। অতঃপর ফেরেশতাগণ সাতটি মাছ ও সাতটি রুটি নিয়া অবতরণ করেন। উহা তাহাদের সামনে পরিবেশন করা হইলে তাহাদের সকলে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সমানভাবে আহার করে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আসমান হইতে মায়িদা হিসাবে রুটি ও গোশত অবতীর্ণ করা হইয়াছিল এবং আদেশ করা হইয়াছিল যে, তোমরা উহার অপব্যবহার করিবে না এবং উহা হইতে আগামী দিনের জন্য তুলিয়া রাখিবে না। কিন্তু তাহারা আদেশ উপেক্ষা করিয়া উহার অপব্যবহার করিল এবং আগামী দিনের জন্য উহা হইতে কিছু তুলিয়া রাখিল। ফলে তাহাদের অবয়ব বিকৃত করিয়া তাহাদিগকে বানর এবং শূকরে রূপান্তরিত করা হয়। হাসান ইব্‌ন কুযাআ হইতে ইব্‌ন জারীরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......আম্মার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আম্মার (রা) বলেন ঃ তাহাদের প্রতি যে মায়িদা নাযিল করা হইয়াছিল, তাহা ছিল জান্নাতের ফল হইতে এক ধরনের ফল। তবে তাহাদিগকে উহার খিয়ানত ও জমা না করিতে আদেশ দেওয়াা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উহা খিয়ানত ও জমা করিলে আল্লাহ তাহাদিগকে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করিয়া দেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......সিমাক ইব্‌ন হরব হইতে বর্ণনা করেন যে, সিমাক ইব্‌ন হরব বলেন ঃ তাঁহাকে বনী আজাল গোত্রের এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আমি এককদা হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-এর পার্শ্বে নামায আদায় করি। নামায শেষ হইলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, বনী ইসরাঈলদের মায়িদা সম্পর্কে তোমার জানা আছে কি ? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, বনী ইসরাঈলরা ঈসা (আ)-এর নিকট মায়িদার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহাদের জন্য খাদ্য অবতরণ করা হয়। তাহারা তাহা হইতে খাইতে থাকে এবং তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, তোমরা যদি নষ্ট না কর, খিয়ানত না কর, আর আগামী দিনের জন্য যদি তুলিয়া না রাখ, তবে যুগ যুগ ধরিয়া ইহা হইতে খাইতে পারিবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা সেইগুলি কর, তবে তোমাদিগকে এমন আযাব দেওয়া হইবে যাহা এই পর্যন্ত কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

কিন্তু প্রথম দিনেই তাহারা উহার খিয়ানত করে এবং আগামী দিনের জন্য উহা হইতে কিছু অংশ তুলিয়া রাখে। ফলে তাহাদিগকে এমন শাস্তি দেওয়া হয় যাহা বিশ্ব জগতের অপর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

অতএব হে আরববাসী! তোমরা উট ও গরুর অনুসরণ করিতে। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্য হইতে নবী প্রেরণ করেন যাঁহার বংশ পরিচয় সম্পর্কে তোমরা সম্যক অবগত। তোমাদের এই কথাও জানা আছে যে, আজমীদের উপরে তোমাদিগকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তোমাদিগকে স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অথচ প্রতি দিন প্রতি রাত তোমরা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করিয়াই যাইতেছ। ফলে হয়ত তোমরা আল্লাহর আযাবের মুখামুখি হইতে পার।

কাসিম (র)......ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ বলেন ঃ ঈসা ইব্ন মরিয়মের নিকট যে মায়িদা নাযিল হইয়াছিল, তাহাতে ছিল সাতটি রুটি এবং সাতটি মৎস্য। বনী ইসরাঈলরা তৃপ্তিমত উহা হইতে আহার করিত। কিন্তু কেহ কেহ উহা হইতে চুরি করিয়া নিয়া যায়। ফলে উহার অবতরণ বন্ধ হইয়া যায়।

আওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার হাওয়ারিদের উপর যে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ছিল রুটি এবং মাছের। তাহারা উহা হইতে তৃপ্তিমত আহার করিত। তাহারা যখন উহার ইচ্ছা করিত, তখনই উহা নাযিল হইত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মিকসাম এবং ইকরিমা হইতে খুসাইফ (র) বর্ণনা করেন যে, মায়িদা ছিল মাছ এবং চাউলের রুটির।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ উহা এমন একটি খাদ্য যাহা তাহাদের চাহিদা অনুসারে অবতীর্ণ হইত।

আবূ আবদুর রহমান সুলামী বলেন ঃ মায়িদা ছিল রুটি এবং মৎস্য জাতীয়।

আতীয়া আল-আওফী (র) বলেন ঃ মায়িদা ছিল মৎস্য জাতীয় এমন একটি খাদ্য যাহাতে প্রত্যেকটি খাদ্যের স্বাদ ছিল।

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বাহ বলেন ঃ বনী ইসরাঈলদের প্রতি আসমান হইতে মায়িদা নাযিল করা হইয়াছিল। বেহেশতের ফল হইতে তাহাদের জন্য এই খাদ্য প্রত্যহ নাযিল করা হইত। তাহারা ইচ্ছামত একাধিকবার উহা হইতে আহার করিত। সেই খাঞ্চা হইতে চার হাজার লোক এক সাথে বসিয়া খাইতে পারিত। উহা খাওয়া শেষ হইলে আল্লাহ সেই পরিমাণ খাদ্য দিয়া আবার খাঞ্চা ভর্তি করিয়া দিতেন।

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বাহ (র) আরও বলেন ঃ তাহাদের প্রতি মায়িদা হিসাবে এক খাঞ্চা রুটি ও মৎস্য নাযিল হইয়াছিল। তাহারা উহা নিঃশেষ হইয়া যাইবার ভয়ে উহার বরকত নেওয়ার জন্য একদল আহার করিয়া চলিয়া যাইত আর অন্য একদল আসিয়া বসিত। এইভাবে একাধারে একদল খাইয়া চলিয়া যাইত এবং অন্য আর একদল আসিয়া বসিত। ফলে তাহাদের সকলে উহার বরকত দ্বারা নিজেদের সিক্ত করে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে আ'মাশ বর্ণনা করেন যে, তাহাদের প্রতি গোশত ব্যতীত সকল খাদ্যই নাযিল হইয়াছিল।

সুফিয়ান সাওরী (র)......মায়সারা হইতে বর্ণনা করেন যে, মায়সারা বলেন ঃ বনী ইসরাঈলদের নিকট গোশত ছাড়া অন্যান্য সব কিছুই মায়িদা হিসাবে নাযিল হইয়াছিল।

ইকরিমা বলেন ঃ মায়িদা ছিল যবের দ্বারা তৈরি রুটি জাতীয় খাদ্য। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......সালমান আল-খায়র হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমান আল-খায়র বলেন ঃ হাওয়ারীগণ মায়িদা সম্পর্কে প্রথম ঈসা (আ)-এর নিকট বলিলে তিনি যথেষ্ট অপসন্দ করেন এবং তাহাদিগকে বলেন, আল্লাহ যমীন হইতে তোমাদিগকে যে খাদ্য দেন, তাহার উপর সন্তুষ্ট থাক। আকাশ হইতে মায়িদা নাযিল করার জন্য তোমরা প্রার্থনা করিও

না। কেননা মায়িদা নাযিল করিলে উহা হইবে আল্লাহর একটি মু'জিযা। কওমে সামূদ তাহাদের নবীর নিকট এই ধরনের মু'জিযা প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা মু'জিযা সম্পর্কীয় ওয়াদা রক্ষা না করিতে পারায় সকলে ধ্বংস হইয়া যায়। এই কথা বলার পরেও তাহার বলিতে থাকে ঃ

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا۔

অর্থাৎ 'আমাদের আশা হইল, আমরা উহা হইতে কিছু কিছু খাইব এবং আমরা প্রশান্তি লাভ করিব।' ঈসা (আ) বুঝিলেন, ইহারা নাছোড়বান্দা। তাই মায়িদার জন্য দু'আ না করিয়া উপায় নাই। তখন তিনি জামা পরিধান করিয়া তাঁহার কালো চুলগুলি চিরুণী করিয়া আবা পরিধান পূর্বক উযূ-গোসল সমাপনান্তে গীর্জার দিকে যান। তিনি তথায় দীর্ঘক্ষণ নামায পড়েন এবং নামায শেষে কিবলামুখী হইয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান। অতঃপর হাত-পা সোজা করিয়া উভয় পা একত্র করেন। অতঃপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখিয়া বুকের উপর বাঁধেন এবং চোখ বন্ধ করিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া দিয়া একাগ্রচিত্তে দাঁড়াইয়া থাকেন। এক পর্যায়ে তাঁহার চোখের পানিতে দাড়ি ভিজিয়া যমীন সিক্ত হইতে থাকে। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহর নিকট বলেন ঃ

اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ

অর্থাৎ 'হে প্রভু আমার! আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর।' এমন সময় আসমান হইতে দুই টুকরা মেঘের উপর ভর করিয়া খাদ্যপূর্ণ একটি খাঞ্চা অবতরণ করিতে দেখা যায়। উহা দেখিয়া সকলে খুশিতে ফাটিয়া পড়ে। এইদিকে ঈসা (আ) এই আশংকায় কাঁদিতেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইহা নাযিল করিতে শর্তারোপ করিয়াছেন। তাহা এই যে, ইহার পরও যদি উহারা ঈমান না আনে, তবে তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলা হইবে। আর এমন আযাবে তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইবে, যে আযাব বিশ্ব জগতের কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

তখনো ঈসা (আ) এই বলিয়া দু'আ করিতেছিলেন যে, হে আল্লাহ! ইহা আমাদের জন্য রহমত স্বরূপ কর, আযাব স্বরূপ করিও না। হে আল্লাহ! কত আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস তোমার নিকট আমি চাহিয়াছি আর তুমি আমাকে দিয়াছ। হে আল্লাহ! আমাদিগকে ইহার শোকর করার তাওফীক দাও। হে আল্লাহ! মায়িদা আমাদের জন্য গযবের হেতু করিও না; বরং উহা আমাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক বানাও। উহা আমাদের জন্য ফিতনারূপে চাপাইয়া দিও না।

হযরত ঈসা (আ) কাঁদিয়া কাঁদিয়া এইভাবে দু'আ করিতেছিলেন। আর এইদিকে মায়িদা আসিয়া তাঁহার হাওয়ারিদের সামনে অবতীর্ণ হয়। উহা হইতে এমন সুঘ্রাণ আসিতে থাকে, যাহার মত সুঘ্রাণ ইতিপূর্বে তাহারা আর কখনো পায় নাই। অতঃপর হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার হাওয়ারিগণ শোকরানা সিজদায় লুটাইয়া পড়েন। কেননা এমন সুঘ্রাণযুক্ত খাদ্য ইতিপূর্বে তাহারা কল্পনাও করে নাই এবং এমন বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় বস্তু ইহার পূর্বে তাহাদের ভাবনায়ও আসে নাই।

এদিকে ইয়াহূদীরা এই বিস্ময়কর সত্য নীরবে অবলোকন করিয়া হিংসা ও ক্ষোভে মরিয়া যাইতেছিল। পরিশেষে তাহারা মনের ক্ষোভ ও দুঃখ মনে চাপিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর ঈসা (আ) তাঁহার হাওয়ারী ও সাথী-সঙ্গীসহ খাঞ্চার নিকট আসিয়া বসিলেন। উহা একখানা রুমাল দিয়া ঢাকা ছিল। হযরত ঈসা (আ) বলিলেন, খাঞ্চার উপরের রুমাল কে অপসারণ করিবে ? হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির ঈমান সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং আল্লাহর যে কোন কঠিন পরীক্ষায় যে ব্যক্তি অবিচলতার অধিকারী, সেই ব্যক্তি এই রুমাল অপসারণের অধিকারী। আর ইহা দেখিবামাত্র আমরা আমাদের প্রভুর প্রশংসায় ব্রত হইব এবং উহা হইতে গ্রহণ করার পূর্বে আল্লাহর নাম নিতে হইবে।

হাওয়ারীগণ সকলে বলিল, হে রূহুল্লাহ! ইহা অপসারণ করার জন্য আপনিই সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। অতঃপর ঈসা (আ) উঠিয়া গিয়া নতুনভাবে উযূ করিয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করেন এবং তথায় বসিয়া দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলেন, হে আমার প্রভু! আমাকে খাঞ্চার রুমাল অপসারণের অনুমতি দাও এবং উহা আমার কওমের জন্য বরকতময় খাদ্য হিসাবে পরিগণিত করিয়া নাও।

অতঃপর তিনি গীর্জা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া খাঞ্চার নিকটে বসেন এবং রুমালের দিকে হস্ত প্রসারণ পূর্বক বলেন, হে আল্লাহ! রুমাল অপসারণের জন্য আমাকে অনুমতি দাও এবং উহা আমাদের জাতির জন্য বরকতময় ও উত্তম খাদ্য হিসাবে গণ্য কর। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ বলিয়া রুমাল অপসারণ করেন। ইহা খুলিলে উহাতে বড় একটি ভাজা মাছ পরিলক্ষিত হয়। তাহারা বাহ্যত আস্ত একটা মাছের মত দেখিতেছিল। তবে উহা তেলে চক চক করিতেছিল। উহার পাশে সব রকমের সবজি রাখা ছিল একমাত্র মূলা ব্যতীত। উহার ধারে রাখা ছিল সিরকা এবং লেজের ধারে রাখা ছিল লবণ। আর সবজির সাথে ছিল পাঁচটি রুটি যাহার একটি ছিল যায়তুন তেল মাখা এবং অপর চারটির উপরে খেজুর রাখা ছিল। উহার মধ্যে পাঁচটি ফলও ছিল।

হাওয়ারীদের সর্দার শামঊন হযরত ঈসা (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ হে রূহুল্লাহ! ইহা কি দুনিয়ার খাদ্য না বেহেশতের খাদ্য ? জবাবে হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ এই কথা বলার সময় ইহা নহে। তোমরা যাহা দেখিতেছ উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। এই ধরনের প্রশ্ন হইতে তোমরা বিরত থাক। আমার ভয় হইতেছে, আল্লাহর নিদর্শন তোমাদের জন্য আযাবের কোন কারণ হয় কি না। প্রত্যুত্তরে শামঊন বলেন, বনী ইসরাঈলদের প্রভুর শপথ! হে সতী সাধ্বী মায়ের সৎপুত্র! ইহা দ্বারা কোন প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

অতঃপর হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ ইহা দুনিয়ারও কোন খাদ্য নয় এবং বেহেশতেরও কোন খাদ্য নয়, ইহা আল্লাহর একান্ত কুদরাতের তৈরি একটি খাদ্য। তিনি কোন বস্তু অস্তিত্বে আনার ইচ্ছা করিলে 'কুন' বলিতে উহা অস্তিত্বমান হইয়া যায়।

যাহা হউক, এখন তোমরা তোমাদের প্রার্থিত বস্তু বিসমিল্লাহ বলিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিয়া খাইতে শুরু কর। আর খাওয়া দাওয়া সারিয়া তাঁহার শোকর কর। কেননা তাহা হইলে তিনি ইহা তোমাদিগকে আরো বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

এই ঘটনার পর হাওয়ারীগণ বলে, হে রূহুল্লাহ ! আল্লাহর এই নিদর্শনটির মধ্যে আমরা আর একটি নিদর্শন দেখিতে চাই।

হযরত ঈসা (আ) আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, এই বিস্ময়কর নিদর্শন কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? ইহার পর তোমাদের আরো নিদর্শন দেখিতে হইবে ? এই কথা বলিয়া হযরত ঈসা (আ) মাছটির নিকটে গিয়া আল্লাহর নির্দেশে সেই ভূনা মাছটিকে জীবিত করিয়া দেন। মাছটি জীবিত হইয়া খাঞ্চার মধ্যে ছটফট করিতে তাকে, মুখ হাঁ করিতে থাকে এবং চোখ দুইটি ঘুর ঘুর করিয়া ঘুরাইতে থাকে। উহার গায়ে চামড়া পরিলক্ষিত হইতে থাকে। এই সকল অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড দেখিয়া সকলে ভয় পাইয়া যায়। হযরত ঈসা (আ) তাহাদের ভয় ভয় ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, কি হইল, তোমরাই তো আর একটি মু'জিযা দেখিতে চাহিয়াছিলে, আবার উহা দেখিয়া ভয় পাইতেছ কেন ? আমার ভয় হইতছে এই সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য শাস্তির হেতু হয় কি না।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে মৎস্য! আল্লাহর হুকুমে পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হও। ফলে সে তাহাই হইয়া যায়।

পরিশেষে সকলে বলে, হে ঈসা! আপনি সর্বপ্রথম খাওয়া শুরু করুন, আমরা আপনার পরে খাইব।

ঈসা (আ) বলেন ঃ নাউযুবিল্লাহ! যে ইহা প্রার্থনা করিয়াছে, সে প্রথমে খাওয়া শুরু করিবে, ইহা হয় না। হাওয়ারীগণ ঈসা (আ)-এর এই ধরনের কথা শুনিয়া তাঁহার নাখোশ ভাব বুঝিতে পারে এবং ইহা খাইলে বিপদ আসিবে বলিয়া তাহারা আশংকা করিতে থাকে। তাহাদের সকলের এইভাব দেখিয়া ঈসা (আ) গরীব, ফকীর এবং দুর্বল লোকদিগকে ডাকিয়া বলেন, আল্লাহর দেওয়া খাদ্য হইতে তোমরা খাও। আজ তোমাদের নবীর পক্ষ হইতে তোমরা আমন্ত্রিত। আর যিনি তোমাদের জন্য ইহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রশংসা কর। কেননা ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গলকর এবং অন্যদের জন্য অমঙ্গলকর। তাই তোমরা বিসমিল্লাহ বলিয়া খাওয়া শুরু কর এবং খাওয়া শেষ করিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিও। অতঃপর প্রায় এক হাজার তিনশত নারী-পুরুষ উহা হইতে তৃপ্তি সহাকারে আহার করে।

ইহার পর ঈসা (আ) ও তাঁহার হাওয়ারীগণ খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চাটি ঊর্ধ্বলোক উঠিয়া যাইতে দেখেন। উল্লেখ্য, এত লোকে খাওয়ার পরও উহাতে পূর্বের পরিমাণ খাদ্য অবশিষ্ট ছিল। আর সেই খানা খাইয়া দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হইয়া গেল এবং দুর্বল ও অসুস্থ ব্যক্তি সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিল। আর ঈসা (আ)-এর হাওয়ারী ও সাথী-সংগীদের মধ্যে যাহারা ইহা আহার করে নাই, তাহারা মৃত্যু পর্যন্ত এই লজ্জা ও দুঃখে ছটফট করিয়াছিল।

পরবর্তী সময়ে আবার যখন মায়িদা নাযিল হয়, তখন বনী ইসরাঈলদের ধনী-দরিদ্র সকলে উহা গ্রহণ করার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থা দেখিয়া হযরত ঈসা (আ) নিয়ম করিয়া দেন যে, যাহারা একদিন খাইবে, তাহারা উহার পরের দিন আসিবে না, বরং মধ্যে একদিন বাদ দিয়া আবার আসিয়া খাইবে। এইভাবে একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাওয়া চলিতে থাকার পর উহা ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়া যায়। মানুষ উহার ছায়া যমীনের উপরে দেখিত পাইত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীর নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, আমার এই খাদ্য দরিদ্র, ইয়াতীম ও ব্যধিগ্রস্তদের জন্য; ইহা ধনী লোকদের জন্য নহে। এই সংবাদ পাইয়া ধনী লোকেরা ক্ষেপিয়া যায় এবং তাহারা এই ব্যাপারে অনেক সন্দেহ ও অপবাদ সৃষ্টি করিয়া জনমনে

ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করে। শয়তানও এই সুযোগে তাহাদিগকে নিজের দলে নিয়া সকলে মিলিয়া একযোগে প্রোপাগান্ডায় মাতিয়া উঠে। তাহারা ঈসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করে যে, মায়িদা সম্পর্কে আমাদিগকে সত্য করিয়া বল, সত্যিই কি ইহা আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে ? কেননা আমাদের অনেকেই এই ব্যাপারে সন্দেহ করিতেছে।

জবাবে হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ তোমাদের ধ্বংস আসুক। তোমাদের নবীর মাধ্যমে তোমরাই তো তোমাদের প্রভুর নিকট মায়িদা প্রার্থনা করিয়াছিলে। তোমাদের প্রার্থনার প্রেক্ষিতেই তো তোমাদের নিকট রহমত ও খাদ্যস্বরূপ উহা নাযিল করা হইয়াছিল। তোমরা উহা মু'জিযা ও শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলে। আর এখন তোমরা উহা মিথ্যা বলিয়া প্রোপাগাণ্ডা করিতেছ ? উহার সত্যতার ব্যাপারে তোমরা এখন সংশয় প্রকাশ করিতেছ ? অতএব তোমরা আযাবের পয়গাম গ্রহণ কর। অথচ উহা তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে রহমতস্বরূপ নাযিল করা হইয়াছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট ওহী পাঠান যে, মায়িদা মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে আমি কঠিন হাতে জব্দ করিব। কেননা শুরুতেই এই শর্ত দেওয়া হইয়াছিল যে, মায়িদা নাযিল করার পর যাহারা উহার সত্যতা অস্বীকার করিবে, তাহাদিগকে আমি এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি এই পর্যন্ত জগতের আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

পরিশেষে অস্বীকারকারীরা প্রথম রাত্রে সুন্দর অবয়ব নিয়া বিছানায় শুইল, কিন্তু শেষ রাত্রে তাহাদের চেহারা শূকরের অবয়বে পরিণত হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা তাহাদের ঘরের ময়লা-কাদার মধ্যে ঘুরিতেছিল।

অবশ্য এই রিওয়ায়াতটি যথেষ্ট দুর্বল। ইব্ন আবূ হাতিম এই দীর্ঘ রিওয়ায়াতটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অংশে খণ্ড খণ্ড করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমি উহা সংগ্রহ করিযা সংকলিত করিলাম মাত্র। এই ঘটনায় সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

উল্লেখ্য যে, এই সকল রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আ)-এর যমানায় এক প্রার্থনার প্রাক্ষিতে বনী ইসরাঈলদের প্রতি মায়িদা নাযিল করা হইয়াছিল। আর কুরআনের إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ আয়াত দ্বারাও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মায়িদা নাযিল করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ মায়িদা নামে কোন বস্তু আদৌ নাযিল হয় নাই। লাইস ইব্ন আবূ সালীম (র)......মুজাহিদ হইতে أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ ইহা আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা উপমা স্বরূপ উপস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মায়িদা নামক কোন বস্তু আদৌ কখনো নাযিল হয় নাই। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ বলেন ঃ তাহারা মায়িদার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে জানান হয়, মায়িদা নাযিল করার পর যদি তোমরা উহার সহিত কুফরী কর, তবে তোমাদের প্রতি কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করা হইবে। তাই তাহারা শাস্তির ভয়ে মায়িদার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে।

ইব্ন মুসান্না (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বলেন ঃ মায়িদা নাযিল করা হয় নাই।

বিশর (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা বলেন ঃ হাসান–

فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

–এই আয়াতাংশের প্রেক্ষিতে বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর বাণী শুনিয়া বনী ইসরাঈলরা বলিতে থাকে, আমাদের উহার দরকার নাই। তাই মায়িদা নাযিল করা হয় নাই।

মুজাহিদ ও হাসান (র) হইতে বর্ণিত এই সকল রিওয়ায়াতের সনদ সহীহ এবং শক্তিশালী। দ্বিতীয়ত, তাঁহাদের মন্তব্য এই কথাটি দ্বারা আরো শক্তিশালী হইয়াছে যে, খ্রিস্টানরা মায়িদা সম্পর্কে কিছু জানিত না। তাহাদের কিতাব ইঞ্জীলেও এই ব্যাপারে কোন আলোচনা করা হয় নাই। তাই মায়িদা যদি নাযিল হইত তাহা হইলে এই ব্যাপারে অবশ্যই ইঞ্জীলের কোন না কোন অংশে উল্লেখ থাকিত। কমপক্ষে ধারাবাহিক সূত্রে খ্রিস্টানদের মধ্যে ইহার আলোচনা থাকিত। কিন্তু খ্রিস্টানদের এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নাই। আল্লাহই ভালো জানেন।

অথচ জমহূর আলিমের অভিমত হইল যে, মায়িদা নাযিল হইয়াছিল। ইব্ন জারীর এই মত সমর্থন করিয়া বলেন, আল্লাহ তা'আলা মায়িদা নাযিল হওয়ার সংবাদ প্রদান পূর্বক বলিয়াছেন ঃ

اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ 'আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব; কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্য হইতে কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্ব জগতের অপর কাহাকেও দিব না।'

সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর ওয়াদা ও আযাব সত্য এবং বাস্তব। আল্লাহই ভালো জানেন।

পূর্বসূরীদের বর্ণিত অভিমত দ্বারা বুঝা যায় যে, উপরোক্ত কথাই সঠিক। কেননা ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন ঃ বনী উমাইয়া গভর্নর মূসা ইব্ন নুসাইর যখন পশ্চিমের শহরসমূহ বিজয় করিতেছিলেন, তখন তিনি সেখানে মায়িদা পাইয়াছিলেন। উহা ছিল মুক্তা খচিত এবং অন্যান্য বহু ধরনের মূল্যবান ধাতু সম্বলিত। অতঃপর উহা তৎকালীন আমিরুল মু'মিনীন ওলীদ ইব্ন আবদুল মালিকের নিকট প্রেরণ করা হয় কিন্তু উহা তাহার নিকট পৌঁছানোর পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাই সেই মায়িদা ওলীদ ইব্ন আবদুল মালিকের ইন্তিকালের পর তাহার ভ্রাতার হাতে পৌঁছে। বহুসংখ্যক লোক উহার ইয়াকূত এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে। বলা হইয়া থাকে যে, প্রকৃতপক্ষে এই মায়িদা ছিল সুলায়মান ইব্ন দাউদ আলাইহিস-সালামের। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইমাম আহমদ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কুরায়শরা হযরত নবী (সা)-কে বলিয়াছিল, আপনি আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়া আমাদের জন্য সাফা পর্বত স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান

আনয়ন করিব। রাসুলুল্লাহ (সা) জবাবে বলিয়াছিলেন ঃ তাহা হইলে সত্যই তোমরা ঈমান আনিবে? তাহারা বলিল, হ্যাঁ, ঈমান আনিব। এই কথায় হুযূর (সা) দু'আ করার জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময় জিবরাঈল (আ) আসিয়া তাঁহাকে বলেন, আপনার প্রভু বলিয়াছেন যে, আপনি যদি চাহেন তাহা হইলে সূর্য উদয়ের পূর্বে 'সাফা' স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু ইহার পর যদি তাহারা ঈমান আনিতে কোন রকমে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আমি এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। পক্ষান্তরে আপনার ইচ্ছা হইলে তাহাদের জন্য রহমত এবং তাওবার দরজা খোলা রাখা হইবে। হুযূর (সা) এই কথা শুনিয়া বলিলেন ঃ বরং তাহাদের জন্য তাওবা ও রহমতের দরজাই খোলা রাখা হউক।

সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে আহমদ, ইব্ন মারদুবিয়া ও হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(١١٦) وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○

(١١٧) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○

(١١٨) إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১১৬. "আর আল্লাহ যখন বলিলেন, হে মরিয়াম তনয় ঈসা! তুমি কি তাহাদিগকে বলিয়াছ, আমাকে ও আমার মাতাকে প্রভুরূপে গ্রহণ কর ? সে বলিল, তুমি মহান! আমি কিভাবে সেই কথা বলিতে পারি যাহা বলার অধিকার আমার নাই ? যদি আমি বলিয়া থাকি, তাহা তুমি অবশ্যই জানিয়াছ। আমার অন্তরে যাহা আছে তাহা তুমি জান অথচ তোমার অন্তরে যাহা আছে তাহা আমি জানি না, নিশ্চয়ই তুমি সকল অদৃশ্য ব্যাপার সর্বাধিক জ্ঞাত।"

১১৭. "আমি তাহাদিগকে তুমি যাহা নির্দেশ দিয়াছ তাহাই বলিয়াছি, (তাই এই যে,) আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার ও তোমাদের প্রভু। আর আমি তাহাদের পর্যবেক্ষক ছিলাম যতদিন তাহাদের মাঝে ছিলাম। আর যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দান করিয়াছ, তখন হইতে তুমিই তাহাদের পর্যবেক্ষক ছিলে।"

১১৮. "তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা তোমার বান্দা। আর যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি মহা প্রতাপান্বিত ও সর্বাধিক প্রজ্ঞাময়।"

তাফসীর ঃ হযরত ঈসা (আ)-কে এবং তাঁহার জননীকে যাহারা ইলাহ হিসাবে বিশ্বাস করে তাহাদের উপস্থিতিতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল হযরত ঈসা (আ)-কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ

يَاعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِى وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তুমি কি তাহাদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর?'

এই কথা দ্বারা খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসের উপর কঠোরভাবে কটাক্ষ করা হইয়াছে। কাতাদা (র) প্রমুখ এই অর্থ করিয়াছেন।

কাতাদা (র) উক্ত আয়াতাংশের সমর্থনে এই আয়াতাংশ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ অর্থাৎ 'এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাহাদের উপকারে আসিবে।'

সুদ্দী (র) বলেন ঃ উক্ত জিজ্ঞাসা ও জবাব ইহকালীন, পরকালীন নয়।

ইব্‌ন জারীর (র) এই মতের সমর্থনে বলেন ঃ ইহা সেই ঘটনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছিল যাহার প্রেক্ষাপটে হযরত ঈসা (আ)-কে উর্ধ্বলোকে তুলিয়া নেওয়া হইয়াছিল।

ইব্‌ন জারীর (র) তাহার পক্ষে দুইট যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন। এক. উহাতে অতীতক্রিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। দুই. কুরআনে দুইটি কথাই রহিয়াছে ঃ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ এবং وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ অর্থাৎ 'যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও এবং যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর।'

অবশ্য তাহার উভয় যুক্তির মধ্যে ব্যাপক সন্দেহ এবং চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রহিয়াছে।

কেননা অতীতকালের ক্রিয়া দ্বারা যে কেবল অতীতকালই বুঝান হয়, এমন ধারণা সঠিক নয়। দেখা যায় যে, কিয়ামতের বিভিন্ন বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। কেননা কিয়ামত এমন একটি বিষয় যাহা ঘটার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আর কিয়ামত দলীল প্রমাণ দ্বারা এরূপ সাব্যস্ত যে, উহা অবশ্য ঘটিবে।

ইব্‌ন জারীরের দ্বিতীয় দলীল হইল اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ-এই শর্তযুক্ত বাক্যটি। এই স্থানে মূল বিষয়ের সহিত শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শর্তারোপ করিয়া দিলে তাহা যে ঘটিবেই, এমন কথা সঠিক নয়। উহার ভুরি ভুরি প্রমাণ কুরআনে রহিয়াছে। ইতিপূর্বে কাতাদা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বলে, এই আয়াতে তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে— বলা হইয়াছে, তাহার কথাই অধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

এই মতের সমর্থনে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ আবদুল্লাহর সূত্রে হাফিয ইব্‌ন আসাকির একটি মারফূ হাদীসও বর্ণনা করিয়াছেন। উহা এই ঃ

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কিয়ামাতের দিন সকল নবী ও তাঁহাদের সকল উম্মতকে ডাকা হইবে। তখন ঈসা (আ)-কে তাঁহার প্রতি নাযিলকৃত বিভিন্ন নিয়ামতরাজীর উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ

يَاعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ

অর্থাৎ 'হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর।'

অতঃপর জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ

ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহ রূপে গ্রহণ কর?'

ঈসা (আ) এই কথা অস্বীকার করিবেন। অতঃপর খ্রিস্টানদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলিবে, হ্যাঁ, ঈসা আমাদিগকে ইহা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। খ্রিস্টানদের এই কথা শুনিয়া ভয়ে ঈসা (আ)-এর মাথার চুল ও শরীরের পশম দাঁড়াইয়া যাইবে। ঈসা (আ)-এর এই অবস্থা দেখিয়া ফেরেশতারা তাঁহার মাথা ও শরীরের লোমসমূহ সেইভাবে ধরিয়া রাখিবেন। আর খ্রিস্টানদিগকে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত আল্লাহর সামনে হাঁটু জোড় করাইয়া রাখিবেন। অতঃপর সাক্ষ্য-প্রমাণ নেওয়া হইবে। তাহারা যে ঈসা (আ)-কে শূলীবিদ্ধ করানোর চক্রান্ত করিয়াছিল, এই কথা প্রমাণিত হওয়ার পর তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া নিয়া যাওয়া হইবে। এই হাদীসটি গরীব।

سُبْحٰنَكَ مَايَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَالَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ

অর্থাৎ 'সে বলিবে, তুমি মহিমান্বিত, যাহা বলার অধিকার আমার নাই তাহা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়।' এই কথা বলিয়া ঈসা (আ) দারুন শিষ্টাচার ও আদবের পরিচয় দিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ ঈসা (আ)-এর অন্তরে কত চমৎকার যুক্তির উদয় হইবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হযরত নবী (সা) হইতে বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর জিজ্ঞাসাসার জবাবে اَقُوْلُ مَالَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত বলিবেন।

সাওরী (র)-ও......তাঊস হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ - 'যদি আমি তাহা বলিতাম তবে তুমিতো তাহা জানিতে।' অর্থাৎ হে প্রভু! আমার অন্তরে যদি এমন কোন কথা থাকিত, তাহা হইলে তুমি তো তাহা জানিতে। কেননা আমি যাহা বলিতে চাহি তাহা তো তোমার নিকট গোপন নহে। তাই এমন কিছু বলার ইচ্ছা আমার ছিল না।

تَعْلَمُ مَافِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ مَافِيْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِيْ بِهِ.

অর্থাৎ 'আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নহি, তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছ তাহা ব্যতীত তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই।' আমি তাহাদিগকে পরিস্কারভাবে বলিয়াছিলাম ঃ اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ–'তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর।' অর্থাৎ তুমি আমাকে যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছ এবং আমাকে তাহাদের নিকট যাহা বলিবার

আদেশ করিয়াছ, তাহা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করার আদেশ আমি তাহাদিগকে করি নাই। তাই তাহাদের জ্ঞাতার্থে স্পষ্ট ভাষায় আমি বলিয়াছিলাম ঃ

أَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ

'তোমরা আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর।'

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ

অর্থাৎ 'যতদিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাহাদের কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য ছিলাম।'

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ

অর্থাৎ 'কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলিয়া লইলে তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সকল বিষয়ে সাক্ষী।'

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার উপদেশমূলক এক ভাষণে বলেন ঃ হে লোক সকল! কিয়ামতের দিন তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট বিবস্ত্র অবস্থায় উপস্থিত হইবে।

كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ

অর্থাৎ 'ভূমিষ্ট হওয়ার সময় যে অবস্থায় ছিলে, তেমন অবস্থার পুনরাবৃত্তি করা হইবে।'

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কাপড় পরিধান করানো হইবে। তখন আমার উম্মতদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে আনিয়া জাহান্নামীদের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার বামপাশে রাখা হইবে। তখন আমি বলিব, ইহারা তো আমার উম্মত। জবাবে আমাকে বলা হইবে যে, তুমি জান না তোমার মৃত্যর পর এক সকল লোক তোমার সুন্নত পরিত্যাগ করিয়া বিদ'আতের প্রচলন করিয়াছিল। তদুত্তরে আমি সেইরূপ বলিব যেরূপ একজন নেককার বান্দা বলিয়াছিলেন ঃ

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থাৎ 'যতদিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যুদান করিয়াছিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ের সাক্ষী। তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই দাস, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

তাঁহার এই কথার জবাবে বলা হইবে যে, তুমি জান না, তোমার তিরোধানের পর তাহারা বিদ'আ'তী ও মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল।

বুখারী (র) মুগীরা ইব্‌ন নু'মানের সনদে ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থাৎ 'তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও, তবে তাহারা তো তোমারই দাস, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

এই আয়াতটিতে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। কেননা তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। তাঁহার কার্যের ব্যাপারে খবরদারী করার অধিকার কাহারো নাই; বরং তিনি সকল কার্যবিধির খবরদারী করার অধিকার রাখেন।

অবশ্য এই আয়াতটিতে খ্রিস্টানদের ঘৃণ্য কার্যাবলীর ব্যপারেও অসন্তুষ্টির সুর প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। কেননা তাহারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়া আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি অপবাদ আরোপ করিয়াছে এবং মরিয়মকে আল্লাহর স্ত্রী বলিয়া প্রচার করে। অথচ এই সব বিষয়ে আল্লাহ পবিত্র। সত্যিকার অর্থে এই আয়াতটিতে একটা গভীর জিজ্ঞাসার জবাব এবং আল্লাহর চির পবিত্রতা বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাদীসে আসিয়াছে যে, এক রাত্রে হুযূর (সা) নামাযের মধ্যে সকাল পর্যন্ত এই আয়াতটি বারবার পড়িতেছিলেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ হুযূর (সা) এক রাত্রে বারবার একটি আয়াত পড়িতেছিলেন। এইভাবে সকাল হইয়া যায়। রুকূ এবং সিজদাতেও তিনি এই আয়াতটি পড়িতেছিলেন ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

সকালে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ রাসূল! কেন আপনি নামাযের মধ্যে সকাল পর্যন্ত একই আয়াত বারবার পড়িতেছিলেন এবং কেন আপনি রুকূ ও সিজদায় সেই একই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি আমার রবের নিকট আমার উম্মতের শাফা'আতের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলাম। তিনি শিরক ব্যতীত সকল পাপ মোচন করার অংগীকার আমাকে দিয়াছেন।

অন্য একটি সূত্রে ইমাম আহমদ (র) ......আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) ইশার নামাযের ইমামতি করেন। অতঃপর সকলে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া নিজ নিজ নামায আদায় করিতেছিল। হুযূর (সা) সকলকে নামায পড়িতে দেখিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া যান। যখন তিনি দেখেন নামায পড়িয়া সকলে চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি ঘর হইতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসেন। আমিও আসিয়া তাঁহার পিছনে নামায পড়িবার জন্য দাঁড়াইলে তিনি আমাকে তাঁহার ডানদিকে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য ইঙ্গিত করেন। আমি তাঁহার ডানদিকে দাঁড়াইয়া নামায শুরু করি। ইতিমধ্যে ইব্ন মাসউদ (রা) আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে দাঁড়ান। তিনি তাহাকে তাঁহার বামদিকে আসিয়া দাঁড়াইতে বলেন। আমরা তিনজনে দাঁড়াইয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে নিজ নিজ নামায পড়িতেছিলাম এবং নিজ ইচ্ছামত কুরআনের এক-এক স্থান হইতে একেকজনে পড়িতেছিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের মধ্যে ফজর পর্যন্ত বারবার একটি আয়াতই পড়িতে থাকেন।

সকালে আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদকে বলিলাম, তুমি হুযূর (সা)-কে রাতভর একটি আয়াত বারবার পড়ার হেতু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। সে বলিল, হুযূর (সা) যতক্ষণ স্বেচ্ছায় ইহা না বলিবেন, ততক্ষণ আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করিব না। অতঃপর আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউক! সমস্ত কুরআন আপনার সিনায় রক্ষিত, কিন্তু আপনি একটিমাত্র আয়াত কেন পড়িতেছিলেন? অথচ আমরা কেহ এমন করিলে আপনি তাহা নিষেধ করেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি আল্লাহর নিকট আমার উম্মতের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহর পক্ষ হইতে কি জবাব আসিয়াছে? তিনি বলিলেন ঃ সেই জবাব সম্পর্কে যদি আমি তোমাদিগকে অবহিত করি, তাহা হইলে তোমরা নামায ছাড়িয়া দিবে। আমি বলিলাম, তবে কি আমি সেই সুসংবাদ লোকদিগকে দিব না? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।

অতঃপর আমি উঠিয়া কিছু দূর চলিয়া গেলে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকদিগকে এই কথা জানাইয়া দিলে তাহারা আর ইবাদত করিবে না। অতঃপর তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, এই দিক আস। আমি তাঁহার ডাকে আবার তাঁহার নিকটে যাই। তিনি বলিলেন ঃ সেই সুসংবাদবাহী আয়াতটি এই ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থাৎ 'তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই দাস, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তবে তুমি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ঈসা (আ)-এর

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

–এই বাক্যটি পাঠ করেন। অতঃপর দুই হাত তুলিয়া বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমার উম্মাত। এই বলিয়া কাঁদিতে থাকেন।

তখন আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, হে জিবরাঈল! তুমি এই মুহূর্তে মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাও এবং তাহাকে বল, আপনার প্রভু সর্বাধিক জ্ঞাত। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, কেন সে কাঁদিতেছ? এই আদেশমতে জিবরাঈল (আ) আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জিবরাঈল (আ)-কে বলেন, আমার কাঁদার কারণ সম্বন্ধে আল্লাহই ভাল জানেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, হে জিবরাঈল! তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে গিয়া বল, আমি তাহার উম্মতের ব্যাপারে তাহার সন্তুষ্টিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিব এবং তাহার উম্মতের ব্যাপারে তাহাকে দুঃখ দিব না।

ইমাম আহমদ (র)......হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট এত বিলম্ব করিয়া আসেন যে, আমরা ভাবিতে থাকি, তিনি হয়ত আর আসিবেন না। অবশেষে তিনি আসিয়া সিজদায় লুটিয়া পড়েন। তিনি সিজদায় এত দীর্ঘ সময় থাকেন যে, আমরা বলিতে থাকি, এইবার বুঝি তাঁহার আত্মা বাহির হইয়া যাইবে। পরিশেষে তিনি সিজদা হইতে মাথা তুলিয়া বলেন ঃ আমার প্রভু

আমার উম্মতের ব্যাপারে পরামর্শ চাহিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের ব্যাপারে কি করিবেন? আমি তাঁহাকে বলিলাম ঃ হে আমার রব! তাহারা তো আপনারই সৃষ্টি এবং আপনারই বান্দা। তিনি এই ব্যাপারে আমার নিকট আবার পরামর্শ চাহিলে আমি একই কথা বলিয়াছি। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন, হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে তোমার উম্মতের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করিব না। আমাকে এই বলিয়া সুসংবাদ দেন যে, সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে আমার সত্তর হাজার উম্মত বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার পাইবে এবং সেই সত্তর হাজারের প্রত্যেকের সঙ্গে করিয়া অন্য সত্তর হাজার নিয়া যাইবার অধিকার থাকিবে। তাহারা হিসাব নিকাশ ব্যতীত বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে থাকিবে। অতঃপর জিবরাঈল (আ)-কে আমার নিকট পাঠাইয়া বলা হয় যে, তুমি যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর; কবূল করা হইবে এবং যাহা তোমার চাহিদা আছে বল, সব দেওয়া হইবে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যই কি আল্লাহর তাঁহার রাসূলের প্রার্থনা কবূল করার ইচ্ছা আছে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন আপনার চাহিদা পূরণ করিয়া দেওয়ার জন্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার চাওয়ার সব কিছু দিয়াছেন। কিন্তু এই নিয়া আমি গর্ব করি না। আর আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আমি এখন সুস্থ এবং সবল। আমার আরো বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাহা হইল ঃ আমার যথার্থ উম্মত কখনো দুর্ভিক্ষে মারা যাইবে না এবং পরাজিত হইবে না। দ্বিতীয়ত, তিনি আমাকে 'কাওসার' দান করিয়াছেন। উহা জান্নাতের একটি প্রস্রবণ ধারা। উহা আমার হাওযের সহিত আসিয়া মিলিত হইবে। পরন্তু আমাকে এমন ইযযত, সম্মান ও প্রভাব দেওয়া হইয়াছে যাহার প্রতিক্রিয়া একমাস পথের দূরত্ব হইতেও প্রকাশ পাইবে। আমাকে এই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে যে, নবীগণের মধ্যে আমিই প্রথম বেহেশ্তে প্রবেশ করিব। আমার ও আমার উম্মতের জন্য 'গনীমত' হালাল ও পবিত্র করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরো বহু জিনিস আমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে যাহা আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য হারাম ছিল। আর আমাদের দীনের মধ্যে কোন ধরনের কাঠিন্য ও অসংলগ্নতা নাই।

(١١٩) قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۚ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

(١٢٠) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

১১৯ "আল্লাহ বলেন, এই সেই দিন, যেদিন সত্যানুসারীরা তাহাদের সত্যের সুফল পাইবে। তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান, তাহারা সেখানে চিরস্থায়ী হইবে। আল্লাহ তাহাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। ইহা শ্রেষ্ঠতম সাফল্য।"

১২০ "নভোমণ্ডল ও পৃথিবী এবং উহার মধ্যকার সকল কিছুর মালিকানা আল্লাহর। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ)-এর জবাবের প্রেক্ষিতে মিথ্যাবাদী মুলহিদ খ্রিস্টানদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ পূর্বক বলেন ঃ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ

অর্থাৎ 'এই সেইদিন, যেদিন সত্যবাদীগণ তাহদের সত্যানুসরণের জন্য উপকৃত হইবে।'

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহহাক বলেন ঃ এই সেইদিন, যেদিন একত্ববাদীগণ তাহাদের একত্ববাদের জন্য উপকৃত হইবে।

لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا

'তাহাদের জন্য আছে জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তাহারা সেখানে চিরস্থায়ী হইবে।'

অর্থাৎ জান্নাত হইবে তাহাদের চিরস্থায়ী নিবাস। সেখান হইতে কখনো তাহাদিগকে বাহির করা হইবে না এবং তাহাদিগকে সেখানে টানিয়া হেঁচড়াইয়াও নেওয়া হইবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন এবং তাহারাও তাহাতে সন্তুষ্ট। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ অর্থাৎ 'আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।'

এই বিষয় সম্পর্কে পরবর্তী হাদীসে আলোচিত হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা)......আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সেইদিন আল্লাহ স্বমহিমায় প্রকাশিত হইয়া বলিবেন, তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিব। তখন সকলে তাঁহার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করিলে তিনি বলিবেন, আমার সন্তুষ্টিই তো তোমাদিগকে আমার ঘরে প্রবেশ করার বৈধ অধিকার দিয়াছে।

অতঃপর বলিবেন ঃ আজ আমি তোমাদের নিকট পূর্ণ দয়ার অবয়বে প্রকাশিত হইয়াছি। তোমরা আমার নিকট চাও, যাহা চাহিবে তাহা আমি দিব। এইবারও তাহারা তাঁহার সন্তুষ্টি প্রাপ্তির দরখাস্ত করিবে। অতঃপর তিনি বলিবেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থাৎ 'ইহা এমন মহা সাফল্য যাহার সমতুল্য কোন সফলতার অস্তিত্ব নাই।'

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ

অর্থাৎ 'আমলকারীদের এমন আমলই করা উচিত।'

অন্যত্র তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

অর্থাৎ 'লোকদের এমন কোশেশই করা উচিত।'

পরিশেষে বলা হইয়াছে ঃ

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ 'সকল সৃষ্টির তিনিই স্রষ্টা। সকল বস্তুর উপর তাঁহারই রহিয়াছে হস্তক্ষেপের একচ্ছত্র অধিকার।' বিশ্বজগত তাঁহারই কুদরত ও নির্দেশাধীনে পরিচালিত। এই মহান সত্তার কোন উপমা বা তুলনা নাই, তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। নাই তাঁহার কোন মন্ত্রণাদাতা ও বিচারকর্তা এবং নাই তাঁহার কোন জন্মদাতা, সন্তান ও সঙ্গী। এক কথায় তিনিই ইলাহ এবং তাঁহার সমকক্ষ কোন রব নাই।

ইব্ন ওয়াহাব (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ সকল সূরার শেষে সূরা মায়িদা নাযিল হইয়াছে।

সূরা মায়িদা সমাপ্ত

সূরা আন'আম

১৬৫ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

আওফী (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ সূরা আল-আনআম মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

তাবারানী (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা আনআম মক্কায় একরাত্রে নাযিল হইয়াছে। তখন উহার চতুর্দিকে সত্তর হাজার ফেরেশতা ঘিরিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাসবীহ্ পাঠ করিতেছিলেন।

সাওরী (র)...... আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা)-এর প্রতি সূরা আনআম একত্রে অবতীর্ণ হয়। যখন এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়, তখন হযরত নবী (সা)-এর বাহন উষ্ট্রীর বাগডোর আমার হাতে ছিল। ওহীর ভারে উষ্ট্রীটি নুইয়া পড়ে এবং উহার হাড়গুলি ভাংগিয়া চুরমার হইয়া যাইবার উপক্রম হয়।

শরীক (র)....... আসমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা (রা) বলেন ঃ সূরা আনআম অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে ফেরেশতাগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঘিরিয়াছিলেন। ইহলোক ও উর্ধ্বলোক সর্বত্র তাঁহারা সতর্ক পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন।

সুদ্দী (র)....... আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ সূরা আনআম অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে সত্তর হাজার ফেরেশতা উহা বেষ্টন করিয়াছিলেন। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতেও অন্য সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাকিম (র)....... জাবির (রা) হইতে স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ সূরা আনআম অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাসবীহ পাঠ করিতেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেছিলেন ঃ এই সূরাটি অবতীর্ণ করার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা উর্ধ্বলোক পর্যন্ত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। হাকিম বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সূরা আনআম অবতীর্ণ হওয়ার সময় ওহীর সহিত ফেরেশতাদের বিশাল একটি দল অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তাসবীহ পাঠের গুঞ্জনে পৃথিবী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও পাঠ করিতেছিলেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সূরা আনআম একত্রে অবতীর্ণ হয়। তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা উহার চতুর্দিকে ঘিরিয়াছিলেন। তাঁহাদের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠের গুঞ্জনে পৃথিবী মুখরিত হইয়াছিল।

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ؕ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

(২) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ○

(৩) وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ○

১."প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার ও আলো। এতদসত্ত্বেও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ তাহাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।"

২."তিনিই তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর একটি কাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং আর একটি নির্ধারিত কাল রহিয়াছে যাহা সম্পর্কে তিনিই জ্ঞাত। এতদসত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর ?"

৩."আকাশ ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ, তোমাদিগের গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যাহা কর তাহাও তিনি অবগত আছেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রশংসা করিয়া বলেন ঃ তিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তিনি প্রকারান্তরে তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার প্রশংসা করার শিক্ষা দান করিয়াছেন।

উপরন্তু তিনি অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার বান্দাদের দিন ও রাতের বিশেষ প্রয়োজনে। এখানে আল্লাহ তা'আলা ظُلُمَات -কে বহুবচনরূপে ব্যবহার করিয়াছেন এবং نُوْرٌ -কে একবচনে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার কারণ হইল যে, শ্রেষ্ঠ জিনিস সব সময় একবচনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلُ -এখানে يمين (দক্ষিণ হস্ত) একবচনে এবং شَمَائِلُ (বাম হস্ত) বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই সূরার শেষের দিকে আল্লাহ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَاتَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه

অর্থাৎ এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পথকে سَبِيْلٌ বলিয়া একবচনে এবং বাতিল বা ভ্রান্ত পথকে سُبُلٌ বলিয়া বহুবচনে প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ

'এতদসত্ত্বেও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ তাহাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।'

অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও অনেক মানুষ আল্লাহর সহিত কুফরী করে এবং তাঁহার সহিত শরীক ও সমকক্ষ দাঁড় করায়। ইহা ব্যতীত তাহারা বলে, আল্লাহ্ তা'আলার স্ত্রী ও পুত্র রহিয়াছে। অথচ তিনি এই সকল বিষয় হইতে পবিত্র ও নির্দোষ।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ 'তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।'

অর্থাৎ তোমাদের বাবা আদম (আ)-কে মূলত মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। অতঃপর আদম (আ)-এর প্রতিকৃতি গোশত ও চামড়ায় রূপান্তরিত হয় এবং তাঁহার ঔরস হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাতে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত মানবজাতির বিস্তার লাভ ঘটিয়াছে।

ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً وَاَجَلُ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ –'অতঃপর একটি কাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং আর একটি নির্ধারিত কাল রহিয়াছে যাহা তিনিই জানেন।'

সাঈদ ইব্ন যুবায়র ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً –দ্বারা মৃত্যুকে বুঝান হইয়াছে এবং وَاَجَلُ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ দ্বারা পরকালকে বুঝান হইয়াছে।

মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক, যায়দ ইব্ন আসলাম, আতীয়া, সুদ্দী ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বলা হইয়াছে।

হাসান বলেন ঃ ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً–এর দ্বারা ভূমিষ্ট হওয়া হইতে মৃত্যু অবধি পূর্ণ আয়ুষ্কাল বুঝান হইয়াছে এবং وَاَجَلُ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ– এর দ্বারা মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুজ্জীবনকে বুঝান হইয়াছে। ইহা হইল اَجَلٌ خَاصٌ অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে এই বিশেষ কালটি আসিবে। মৃত্যুপূর্ব জীবনকে اَجَلٌ عَامٌ বলা হইয়া থাকে। কেননা ইহা এমন একটি জীবন যাহা নিঃশেষ হইয়া যায়, মৃত্যু আসিয়া উহার পরিসমাপ্তি টানিয়া দেয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً-এর অর্থ হইল পৃথিবীর নির্ধারিত বয়স এবং وَاَجَلُ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ অর্থ মানুষের মৃত্যু অবধি জীবন।

আয়াতের নিঃসৃত নির্যাস এই যে, وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفَّاكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُوْا مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ 'তিনি রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যাহা কর, তাহা সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকেন।'

আতীয়া ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً–এর অর্থ হইল ঘুম, যে ঘুমের মধ্যে আত্মা কবয করিয়া নেওয়া হয়। অতঃপর ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হইলে আত্মা পুনঃ তাহার শরীরে সংস্থাপিত হয়। আর وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ– এর অর্থ হইল মানুষের মৃত্যুকাল। অবশ্য এই অর্থটি দুর্বল।

عِنْدَهٗ–অর্থাৎ 'উক্ত সময় সম্পর্কে তিনি ব্যতীত অন্য কেহ অবগত নয়।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلاَّ هُوَ

অর্থাৎ 'সেই সময়ের জ্ঞান একমাত্র প্রভুর নিকটেই আছে। সেই সময় সম্পর্কে তিনি ব্যতীত অন্য কেহ অবগত নহে।'

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরও বলিয়াছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسهَا فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرهَا اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَهَا

অর্থাৎ 'হে নবী! লোকজন তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে ? সে সম্পর্কে তোমার কি জ্ঞান আছে ? সে সম্পর্কে চূড়ান্ত জ্ঞান একমাত্র তোমার প্রভুর রহিয়াছে।'

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ-'এতদসত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর।'

সুদ্দী বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল, এতদসত্ত্বেও তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দিহান !

ইহার পরের আয়াতে আল্লহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوَاتِ وَفِى الْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ 'আসমান ও যমীনে তিনিই আল্লাহ, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যাহা কর, তাহাও তিনি অবগত আছেন।'

এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মুফাস্‌সিরগণের মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু সকল মুফাস্‌সির জাহমিয়া সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যার বিরোধিতায় একমত।

জাহমিয়া সম্প্রদায় এই আয়াতের আলোকে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সত্তায় সর্বত্র বিরাজিত। অর্থাৎ তাহারা বলিতে চাহেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন। অথচ এমন বিশ্বাস হইতে আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র।

সঠিক ব্যাখ্যা হইল, এই আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে বিশ্বাস করা হয়। অর্থাৎ তাঁহার ইবাদত করা হয়, তাঁহার ওয়াহদানিয়াতের স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই এই মহিমান্বিত সত্তার প্রভুত্বকে স্বীকৃতি দেয়। এক কথায় তাঁহাকেই 'আল্লাহ' বলা হয়। মানুষ ও জিন্ন সম্প্রদায়ের কাফিররা ব্যতীত সকলে তাঁহাকে ভয় করে।

এই মতের সমর্থনে এই আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ

অর্থাৎ 'আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা রহিয়াছে তিনি তাহার প্রতিপালক প্রভু।' এই ধরনের অর্থ করিলে ভুল করা হইবে যে, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে সকল কিছুতে তিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন।'

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ-'গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন।' অর্থাৎ এই আয়াতাংশ حال অথবা خبر হইয়াছে।

দ্বিতীয় অর্থ ঃ 'তিনিই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীনের গোপন ও প্রকাশ্য সকল কিছু সম্পর্কে অবহিত।' এই অবস্থায় ইহা সংযুক্ত হয় فِى السَّمٰوَاتِ وَفِى الْاَرْضِ -এর সহিত।

তখন এই অর্থ দাঁড়ায় যে, 'তিনিই আল্লাহ, যিনি সবকিছু জানেন এবং তোমরা যাহা কর, তাহাও তিনি অবগত রহিয়াছেন।'

তৃতীয় অর্থ হইল ঃ وَهُوَ اللّٰهُ فِىْ السَّمٰوَاتِ বলিয়া পূর্ণ বিরতি টানিতে হইবে। অতঃপর 'খবর' মূলক বক্তব্য আরম্ভ করিতে হইবে وَفِىْ الْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ অর্থাৎ প্রথমাংশ مبتداء এবং শেষাংশ خبر –এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন ইব্ন জারীর।

وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ 'তোমাদের ভালমন্দ সকল কর্ম সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত।'

(٤) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ○

(٥) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○

(٦) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ○

৪. "তাহাদের প্রতিপালকের এমন কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট উপস্থিত হয় না যাহা হইতে তাহারা মুখ না ফিরায়।"

৫."সত্য যখন তাহাদের নিকট আসিয়াছে তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, উহার যথার্থতা তাহারা অবহিত হইবে।"

৬."তাহারা কি দেখে না যে, তাহাদের পূর্বে যত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি; তাহাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেমনটি তোমাদিগকে করি নাই এবং তাহাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম আর তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম; অতঃপর তাহাদের পাপের দরুন তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি এবং তাহাদের পরে নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছি।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা গোঁড়া অংশীবাদী ও অস্বীকারকারীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের নিকট যখন আল্লাহ্র কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব ও রাসূলগণের সত্যতার ব্যাপারে দলীল স্বরূপ কোন মু'জিযা বা প্রমাণ যখন তাহাদের সামনে পেশ করা হয়, তখন তাহারা উহা অস্বীকার করে। সেইদিকে তাহারা ভ্রুক্ষেপও করে না। বেপরোয়াভাবে তাহারা এই সবের অবমূল্যায়ন করে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيْهِمْ اَنْبؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ

অর্থাৎ 'সত্য যখন তাহাদের নিকট আসিয়াছে, তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, উহার যথার্থতা তাহারা অবহিত হইবে।'

এই কথার মাধ্যমে তাহাদের ব্যাপারে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে। কেননা তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে। ইহার স্বাদ তাহারা অতি সত্বর উপভোগ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই সকল বিপথগামীকে উপদেশ দান ও ভীতি প্রদর্শনস্বরূপ বলেন ঃ তাহাদের পূর্ববর্তীরা তাহাদের হইতে সংখ্যায় ও সম্পদে ঐশ্বর্যশালী থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীতেই তাহাদিগকে বহু লাঞ্ছনা ও মর্মবিদারক শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে। উপরন্তু তাহাদের হাতে শাসন ক্ষমতাও ছিল। তবুও তাহারা নিজদেরকে অপকর্মের বীভৎস পরিণাম হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। অতএব তোমরা রক্ষা পাইবে কি ?

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنَاهُمْ فِى الْاَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ

'তাহারা কি দেখে না যে, তাহাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি ? তাহাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেমনটি তোমাদিগকেও করি নাই।'

অর্থাৎ তাহাদিগকে বিপুল পরিমাণে সম্পদ, সন্তান, সম্মান, সৈন্য ও ঐশ্বর্য প্রদান করা হইয়াছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا –অর্থাৎ 'তাহাদের প্রতি আমি একটির পর একটি বস্তু নাযিল করিয়াছিলাম এবং মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ করিয়াছিলাম।'

وَّجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ –'তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম।'

অর্থাৎ মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণের কারণে তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হইয়াছিল এবং জমি-যিরাতের-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ – 'অতঃপর তাহাদের পাপ ও ভ্রান্তির কারণে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।'

وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ –'আর তাহাদের পরে নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছি।'

অর্থাৎ পূর্ববর্তী সম্প্রদায় গত দিনের মত বিগত হইয়া পৌরাণিক লোকগাঁথায় পরিণত হইযাছে।

وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ –অর্থাৎ 'পরবর্তী শতাব্দীর লোকেরাও পূর্ববর্তীদের মত কর্ম করিয়া বিনাশ হইয়া গিয়াছে।' অতএব হে শ্রোতৃমণ্ডলী! তোমরা এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া হইতে সতর্কতা অবলম্বন কর। উম্মত হিসাবে তাহাদের চাইতে তোমরা উত্তম এবং তোমরা যে নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছ, তিনি উহাদের নবীগণ হইতে শ্রেষ্ঠতম। তাই তোমরা যদি যথাযথভাবে তাঁহার আনুগত্য না কর, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত কঠিন আযাব তোমাদের ভোগ করিতে হইতে।

(৭) وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(৮) وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ○

(৯) وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ○

(১০) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(১১) قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

৭."যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও অবতরণ করিতাম আর তাহারা যদি উহা হস্ত দ্বারা স্পর্শও করিত, তবু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলিত, ইহা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

৮."তাহারা বলে, তাহার নিকট কোন ফেরেশতা কেন প্রেরিত হয় না ? যদি আমি ফেরেশতা প্রেরণ করিতাম তাহা হইলে তাহাদের কর্মের চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হইয়া যাইত। আর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না।"

৯."যদি তাহাকে ফেরেশতা করিতাম তবে তাহাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করিতাম আর তাহাদিগকে সেরূপ বিভ্রান্তিতে ফেলিতাম, যেরূপ বিভ্রান্তিতে তাহারা এখন রহিয়াছে।"

১০."তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে; পরিণামে তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল, তাহা বিদ্রূপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে।"

১১."বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছিল।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা সত্যের ব্যাপারে মুশরিকদের প্রতিহিংসা ও অহমিকার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابً فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ

অর্থাৎ 'যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিতাম এবং যদি তাহারা উহার অবতরণ প্রত্যক্ষ করিত আর যদি তাহারা উহা হস্তদ্বারা স্পর্শও করিত।'

لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ –'তবুও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফিররা বলিত, ইহা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছু নয়।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের দাম্ভিকতা সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ– لَقَالُوْا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ

অর্থাৎ 'যদি তাহাদের জন্য আকাশের একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং যদি তাহারা উহা দিয়া উপরে উঠিতে থাকে, তখনো তাহারা বলিবে, আমাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটানো হইয়াছে।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ

অর্থাৎ 'যদি তাহারা আসমানের খণ্ডও পতিত হইতে দেখে, তখনো তাহারা বলিবে, ইহা আসমানের পতিত বৃষ্টির ফোটামাত্র।'

وَقَالُوْا لَوْلاَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ– 'তাহারা বলে, তাহার নিকট কোন ফেরেশ্‌তা কেন প্রেরিত হয় না যাহা তাহারা সত্যের নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করিত ?'

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لاَ يُنْظَرُوْنَ অর্থাৎ 'যদি আমি তাহাদের প্রত্যাশামতে ফেরেশতা প্রেরণ করিতাম, তাহা হইলে তাহাদের কর্মের চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হইয়া যাইত, আর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না।' তখন তাহাদের প্রতি প্রকাশ্য গযব নাযিল করা হইত। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَا نُنَزِّلُ الْمَلاَئِكَةَ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ

অর্থাৎ 'ফেরেশতা নাযিল করার পর যদি তাহারা সত্যপথ গ্রহণ না করে, তবে তাহাদিগকে আর কোন অবকাশ দেওয়া হইবে না।' তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিনাশী আযাব আসিয়া উপস্থিত হইবে।

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَبُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ

অর্থাৎ 'যেদিন তাহারা স্বচক্ষে ফেরেশ্‌তাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে, সেদিনের পর হইতে অত্যাচারীদের প্রতি আর কোন সুসংবাদ থাকিবে না।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّايَلْبِسُوْنَ

অর্থাৎ 'রাসূলের সঙ্গে সুসংবাদবাহক স্বরূপ যদি ফেরেশতা প্রেরণ করিতাম, তাহা হইলে তাহাকে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করিতাম যাহাতে তাহারা তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া উপকৃত হইতে পারে।' আর ইহা হইলে তাহারা বিভ্রান্তিতে পড়িত যেমন রিসালাত কবূলের পূর্বে এখন তাহারা বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। কেননা সে মানুষেরই আকৃতিতে থাকিত।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلاً

অর্থাৎ 'পৃথিবীতে যদি ফেরেশতা নির্বিঘ্নে চলাচল করিত, তাহা হইলে অবশ্যই ফেরেশতাকে রাসূল করিয়া পাঠাইতাম।'

অতএব ইহাও বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র একটি করুণা যে, তিনি যখন দাওয়াতের কাজের জন্য রাসূল প্রেরণ করেন, তখন তাহাদের জাতির মধ্য হইতে কাহাকেও নির্বাচিত করেন যাহাতে

তাহারা পারস্পরিক আলোচনা করিতে পারে এবং লোকজন রাসূলের নিকট হইতে তাহাদের জিজ্ঞাসার জবাব জানিতে পারে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ

অর্থাৎ 'মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে রাসূল নির্বাচন করিয়াছেন যিনি তাহাদিগকে আল্লাহর প্রেরিত আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শোনান এবং তাহাদের আত্মশুদ্ধি ঘটান।'

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক উপরোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ ফেরেশতা যদি নবীদের আকৃতিতে মানুষের নিকট আসিত, তাহাদের দিকে মানুষ নূরের জন্য তাকাইতেই পারিত না।

وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَايَلْبِسُوْنَ–অর্থাৎ 'তাহাদিগকে সেইরূপ বিভ্রান্তিতে ফেলিতাম যেরূপ বিভ্রান্তিতে তাহারা এখন রহিয়াছে।'

ওয়ালেবী বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল তাহাদিগকে আমি এইরূপ সংশয়ে ফেলিতাম যেরূপ তাহারা এখন রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, পরিণামে তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্ট-বিদ্রূপ করিতেছিল, তাহা বিদ্রূপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে।'

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মযলূম নবীকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন ঃ হে নবী! কেহ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে তুমি তাহার পরোয়া করিবে না। কারণ মু'মিনদিগকে সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই তোমরা সুখী ও কল্যাণপ্রাপ্ত হইবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

'বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর; অতঃপর দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছে।'

অর্থাৎ তোমরা চিন্তা কর এবং দেখ যে, পূর্বকালে যাহারা তাহাদের রাসূলকে মিথ্যা বলিয়াছে, ইহকালে তাহারা কী পরিণাম ভোগ করিয়াছে এবং পরকালে তো তাহাদের জন্য মর্মবিদারক শাস্তি রহিয়াছে। পক্ষান্তরে শত শত্রুতা ও বিরোধিতার মধ্য হইতে আমি মু'মিনদিগকে কিভাবে বাঁচাইয়া রাখিয়া বিজয়ী করিয়াছি।

(١٢) قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قُلْ لِّلّٰهِ ۗ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(١٣) وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(١٤) قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(١٥) قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

(١٦) مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ۗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ○

১২. "বল, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা কাহার ? বল, আল্লাহরই; দয়া করা তিনি তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদিগকে অবশ্যই একত্র করিবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে তাহারা বিশ্বাসী হইবে না।"

১৩. "রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু বিরাজ করে, তাহা তাঁহারই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

১৪. "বল, আমি কি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব ? তিনিই জীবিকা দান করেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জীবিকা দান করে না এবং বল, আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই; আমাকে আরও আদেশ করা হইয়াছে, তুমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।"

১৫. "বল, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমি ভয় করি যে, মহাদিনের শাস্তি আমার উপর আপতিত হইবে।"

১৬. "সেই দিন যাহাকে উহা হইতে রক্ষা করা হইবে, তাহার প্রতি তিনি দয়া করিবেন এবং ইহাই সুস্পষ্ট সাফল্য।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তিনিই পৃথিবী ও আকাশসমূহের অধিকর্তা। আর 'দয়া করা' তিনি তাঁহার পবিত্র সত্তার জন্য কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

সহীহদ্বয়ে......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁহার সৃষ্টিসমূহ সৃষ্টি করেন, তখন লাওহে মাহফূযের উপর লিখিয়া দেন যে, "আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাইয়া থাকিবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ -'কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদিগকে অবশ্যই একত্র করিবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।'

لَيَجْمَعَنَّكُمْ -এর لَامْ কসম হিসাবে ব্যাবহৃত হইয়াছে। আল্লাহ নিজে নিজের শপথ করিয়াছেন যে, অবশ্যই তিনি তাঁহার সকল বান্দাকে কিয়ামতের নির্ধারিত দিনে একত্র করিবেন।

তাই আল্লাহ পাক যে, اِلَى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ। বলিয়া কিয়ামতের কথা বলিয়াছেন, এই ব্যাপারে উম্মতের কাহারো মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। তবে সত্য অস্বীকারকারী ও অহংকারীরা কিয়ামত সংঘাটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একদা কিয়ামত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সেখানে পানি থাকিবে কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! সেখানে পানি থাকিবে। প্রত্যেক নবীর উম্মতগণের মধ্যে আল্লাহর প্রিয় যাহারা, তাহারা হাউযের তীরে অবতরণ করিবে। আল্লাহ তা'আলা সেই হাউয সংরক্ষণ করার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশ্তা নিয়োগ করিবেন যাহাদের প্রত্যেকের হাতে আগুনের ডাণ্ডা থাকিবে। উহা দ্বারা কাফির উম্মতদিগকে হাউযের পার্শ্ব হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। হাদীসটি দুর্বল।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীর একটি করিয়া হাউয থাকিবে। আশা করি আমার হাউযের কিনারে সর্বাপেক্ষা বেশি ভিড় থাকিবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ 'সেই সকল লোকই কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে' فَهُمْ لاَيُؤْمِنُوْنَ 'যাহারা ঈমান গ্রহণ করে নাই।' অর্থাৎ যাহারা কিয়ামত বিশ্বাস করে না এবং কিয়ামতকে ভয় করে না, তাহারা সেই দিন ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ 'রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু বিরাজ করে, তাহা তাঁহারই, অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশসমূহে যত জন্তু রহিয়াছে, সকলেই তাঁহার বান্দা এবং সৃষ্টি এবং সকলেই তাঁহার প্রভাবাধীন ও অধিকারভুক্ত। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই।

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 'তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।' অর্থাৎ সকল বান্দার কথা তিনি শোনেন, তাহাদের আচরণ ও মনের গোপন কথা তিনি জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (সা), যাঁহাকে তাওহীদ ও শরী'আতের ধারক ও বাহক করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং যাহাকে সত্য সঠিক সরল পথে মানুষকে আহবান করার জন্য আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ 'বল, আমি কি পৃথিবী ও আকাশসমূহের স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব?

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّى اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ

অর্থাৎ 'বল, হে অজ্ঞরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করিতে বলিতেছ?'

মোটকথা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমার অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব না। তিনি একক ও অংশীদারিত্বমুক্ত। তিনি কোন নমুনা ব্যতীত এই বিশাল পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি

করিয়াছেন। উপরন্তু وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ 'তিনি জীবিকা দান করেন, কিন্তু তিনি নিজে উহা গ্রহণ করেন না।' অর্থাৎ তিনি তাঁহার সৃষ্টিসমূহকে জীবিকা দান করেন, কিন্তু তিনি নিজে জীবিকার মুখাপেক্ষী নহেন।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْانْسَ الاَّلِيَعْبُدُوْنْ

অর্থাৎ 'আমি জিন্নজাতি এবং মানবজাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।'

কেহ এই আয়াতাংশকে يطعم ولايطعم -রূপে পাঠ করিয়াছেন। উহার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ কোন আহার গ্রহণ করেন না।

সুহায়ল ইব্‌ন আবূ সালিহ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একবার আহলে কুবার এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খানার দাওয়াত করিলে আমরা সকলে তাঁহার সঙ্গে যাই। রাসূলুল্লাহ (সা) খানাশেষে হস্ত ধৌত পূর্বক বলেন ঃ

الحمد للّه الذى يطعم ولا يطعم ومن علينا فهدانا واطعمنا وسقانامن الشراب وكسانا من العرى وكل بلاء حسن ابلانا الحمد للّه غير مودع ربى ولا مكفىّ ولامستغنى عنه الحمد للّه الذى اطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العرى وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد للّه رب العالمين -

অর্থাৎ এই দু'আর মধ্যে হুযূর (সা) বলিয়াছেন ঃ সেই আল্লাহ্‌র শোকর যিনি আহার করান, কিন্তু নিজে আহার করেন না।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ قُلْ انِّى اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ অর্থাৎ বল, আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন এই উম্মতের আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই।'

وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -قُلْ انِّى اَخَافُ اَنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ 'আমাকে আরও আদেশ করা হইয়াছে যে, তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। পরন্তু বল যে, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমি ভয় করি যে, কিয়ামত দিবসের শাস্তি আমার উপর আপতিত হইবে।'

مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ - 'সেই দিন যাহাকে আযাব হইতে রক্ষা করা হইবে।'

فَقَدْ رَحِمَهُ-'তাহার উপর তো তিনি দয়া করিবেন।'

وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ-'এবং ইহাই স্পষ্ট সাফল্য।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

অর্থাৎ 'যাহাকে জাহান্নাম হইতে দূরে রাখা হইয়াছে এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশ করান হইয়াছে, সে সফলতা লাভ করিয়াছে।'

اَلْفَوْزُ- অর্থ লাভবান হওয়া, লোকসান হইতে বাঁচিয়া যাওয়া।

(১৭) وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ○

(১৮) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

(১৯) قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِیْ وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاُوْحِیَ اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

(২০) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(২১) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

১৭. "আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করিলে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেহ নাই; আর তিনি তোমার কল্যাণ করিলে, তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।"

১৮. "তিনি আপন দাসদের উপর পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা।"

১৯. "বল, সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য কি ? বল, আল্লাহ আমার ও তোমাদের সাক্ষী এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে যেন তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট উহা পৌঁছিবে তাহাদিগকে এতদ্বারা আমি সতর্ক করি। তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সহিত অন্য ইলাহও আছে ? বল, আমি সেই সাক্ষ্য দেই না। বল, তিনি একক ইলাহ এবং তোমরা যে শরীক কর তাহা হইতে আমি নির্লিপ্ত।"

২০. "যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে সেইরূপ চেনে যেরূপ চেনে তাহাদের সন্তানদিগকে; যাহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, তাহারা বিশ্বাস করিবে না।"

২১. "যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে ? যালিমগণ সফলকাম হয় না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তিনিই একমাত্র মঙ্গল এবং অমঙ্গল কর্তা। তিনি তাঁহার সৃষ্টিসমূহের উপর স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। তাঁহার নির্দেশ রদ করার কিংবা উপেক্ষা করার অধিকার কাহারো নাই। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করিলে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেহ নাই; আর তিনি তোমার কল্যাণ করিলে তবে তিনিই তো সর্ব বিষয় শক্তিমান।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

مَايَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ কাহাকেও করুণা করার ইচ্ছা করিলে তাহাকে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারে না এবং যাহার প্রতি করুণা বর্ষণ হইতে তিনি বিমুখ থাকেন, তাহাকে কেহ করুণাসিক্ত করিতে সক্ষম হয় না।'

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

হে আল্লাহ! তুমি যাহাকে কিছু দান করার ইচ্ছা কর, তাহা কেহ ঠেকাইতে পারে না এবং যাহাকে না দেওয়ার ইচ্ছা কর, তাহাকে কেহ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।

তাই বলা হইয়াছে ঃ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

অর্থাৎ 'তিনি আপন দাসদের উপর পরাক্রমশালী।' তিনি সেই প্রভু যাঁহার সামনে সকল দাসের মাথা অবনত হয়। প্রতিটি বস্তুর উপর তিনি কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁহার সম্মান, উচ্চাসন ও শ্রেষ্ঠত্বের সামনে সবকিছু অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। তিনি মরযীমতে যাহাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন।

وَهُوَ الْحَكِيْمُ-'তিনি সর্ব বিষয়ে প্রজ্ঞাময়' "الْخَبِيْرُ"। 'কে উপযুক্ত আর কে অনুপযুক্ত সে সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত' অর্থাৎ যে দান গ্রহণের উপযুক্ত, তাহাকে তিনি দান করেন এবং যে অনুপযুক্ত, তাহাকে দান করা হইতে বিরত থাকেন। এক কথায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি দান করেন না।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً

অর্থাৎ 'বল, সাক্ষ্যের বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বড় কাহার সাক্ষ্য ?

قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ-'বল আল্লাহ, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী।' অর্থাৎ সামনে তোমরা কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে এবং পরবর্তী সময়ে তোমরা কি বলিবে, সে সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই জ্ঞাত।

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ-অর্থাৎ 'এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে যেন তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট ইহা পৌঁছিবে, তাহাদিগকে ইহা দ্বারা আমি সতর্ক করি' কেননা কুরআনকে যে জানে, সে ইহাকে সমীহ করে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

অর্থাৎ 'তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিবে, তাহাদের প্রতিশ্রুত স্থান হইল জাহান্নাম।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব' وَمَنْ بَلَغَ -এর ভাবার্থে বলেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, সে যেন স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবলোকন করিয়াছে।

আবূ খালিদ একটু বৃদ্ধি করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে যেন খোদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত কথা বলিল।

ইব্ন জারীর (র)......মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব বলেন ঃ যাহার নিকট কুরআন পৌঁছিয়াছে তাহাকে যেন খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) দাওয়াত প্রদান করিলেন।

আবদুর রাযযাক (র)...... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ কাতাদা لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ –এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর আয়াত অন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। যাহার নিকট একটি আয়াত পৌঁছিল, তাহার নিকট আল্লাহ হুকুম পৌঁছিয়াছে।

রবীআ' ইব্ন আনাস বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা)-এর অনুসারীদের সেভাবে দাওয়াত দেওয়া উচিত যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) দাওয়াত দিয়াছেন এবং আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করা উচিত যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) ভয় করিতেন।

أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ –'হে মুশরিকগণ! তোমরা কি এই সাক্ষী দাও যে,'

أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ

–'আল্লাহর সহিত অন্য ইলাহও রহিয়াছে? বল, আমি সেই সাক্ষ্য দেই না।'

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ 'হে নবী! তাহারা যদি এমন সাক্ষ্য দেয়ও, তুমি তাহাদের মত সাক্ষ্য দিও না।'

قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ–'বল, তিনি একক ইলাহ এবং তোমরা যে শরীক কর, তাহা হইতে আমি মুক্ত।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ তাহারা তাহাদের সন্তানদের যতটা চেনে, তাহার চাইতে অধিক তাহারা কুরআনকে চেনে। কেননা তাহাদের কিতাবে নবী ও রাসূলদের সম্বন্ধে উল্লেখ হইয়াছে যে, সকল নবী-রাসূলকে অস্তিত্বে আনা হইয়াছে একমাত্র মুহাম্মদ (সা)-কে অস্তিত্বে আনার জন্য এবং সকল নবী ও রাসূলের অস্তিত্ব মুহাম্মদ (সা)-এর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। তাহা ছাড়া মুহাম্মদ (সা)-এর গুণাবলী, জন্মস্থান, হিজরত, তাঁহার উম্মতদের পরিচয় ইত্যাদি সকল কিছু তাহাদের কিতাবে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ ছিল।

তাই পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বলিযাছেন. ঃ

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ-'যাহারা নিজেরাই সর্বনাশ করিয়াছে' فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ–'তাহারা বিশ্বাস করিবে না।'

বস্তুত এই কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমণ সম্বন্ধে তাঁহাদের উম্মতদিগকে পূর্বাভাস এবং সুসংবাদ দিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব নবীগণের উম্মতরা মুহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ

অর্থাৎ 'সেই ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম কে, যে আল্লাহর সম্বন্ধে এইরূপ মিথ্যা রচনা করে যে, আল্লাহ তাহাকে নবী মনোনীত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং সেই ব্যক্তির চাইতে বড় অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ নিদর্শন, প্রমাণ ও উদাহরণসমূহকে অস্বীকার করে?'

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ–'যালিমগণ সফলকাম হয় না।' অর্থাৎ এমন ধরনের মিথ্যা রচনাকারী এবং মিথ্যাবাদী কখনো বিজয়ী হয় না।

(٢٢) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

(٢٣) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ○

(٢٤) اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

(٢٥) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

(٢٦) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

২২. "স্মরণ কর, যেদিন তাহাদের সকলকে একত্র করিব, অতঃপর অংশীবাদীদিগকে বলিব, যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে করিতে, তাহারা আজ কোথায়?"

২৩. "অতঃপর তাহাদের ইহা ভিন্ন বলিবার জন্য কোন অজুহাত থাকিবে না যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।"

২৪. "দেখ, তাহারা নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত, উহা কিভাবে তাহাদের জন্য নিষ্ফল হইল।"

২৫. "তাহাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে, কিন্তু আমি তাহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে; তাহাদিগকে বধির করিয়াছি এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলেও তাহারা উহাতে বিশ্বাস করিবে না; এমন কি তাহারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলে, ইহা তো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

২৬. "তাহারা অন্যকে উহা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকে, আর তাহারা নিজেরাই শুধু নিজেদিগকে ধ্বংস করে। অথচ তাহারা উপলব্ধি করে না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা অংশবাদীদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন ঃ

يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا–'স্মরণ কর, যেদিন তাহাদের সকলকে একত্র করিব।'

কিয়ামতের দিন মুশরিকদিগকে তাহাদের পূজ্য মূর্তি ও প্রতিমা প্রভৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে ঃ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

অর্থাৎ 'যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে করিতে, তাহারা আজ কোথায়?'

সূরা কাসাসে বলা হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

অর্থাৎ 'সেইদিন তাহাদিগকে ডাকিয়া বলা হইবে যে, তাহারা আজ কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে করিতে?'

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ–অতঃপর প্রমাণ হিসাবে তাহাদের ইহা ভিন্ন অন্য কিছু বলার থাকিবে না যে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।'

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহহাক বলেন ঃ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ -এর فِتْنَتُهُمْ অর্থ حُجَّتُهُمْ অর্থাৎ তাহাদের দলীল।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আতা খুরাসানী বলেন ঃ فِتْنَتُهُمْ অর্থ مَعْذِرَتُهُمْ অর্থাৎ এই ওযরখাহী ব্যতীত অন্য কিছু তাহাদের বলার থাকিবে না। কাতাদাও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন ঃ فِتْنَتُهُمْ অর্থ قِيْلُهُمْ অর্থাৎ ইহা ব্যতীত তাহাদের অন্য কিছু বলার থাকিবে না। যাহহাকও এইরূপ বলিয়াছেন।

আতা খুরাসানী বলেন ঃ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ–অর্থাৎ যখন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তখন তাহাদের– اِلاَّ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ। 'ইহা ভিন্ন বলার অন্য কোন অজুহাত থাকিবে না যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।'

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ মোদ্দা কথা হইল যে, বিপদের সময় তাহাদিগকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন অজুহাত হিসাবে তাহাদের বিগত শিরকী জীবন অস্বীকার করা ব্যতীত অন্য কোন কথা বলার অবকাশ থাকিবে না। অর্থাৎ তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলেন, হে ইব্ন আব্বাস! আপনি কি শুনিয়াছেন যে, আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ–অতএব ইহা কি করিয়া সম্ভব?

ইব্ন আব্বাস (রা) জবাবে বলেন ঃ যখন মুশরিকগণ দেখিবে যে, তাহারা বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার পাইতেছে না, কেবল নামাযী ব্যক্তিগণ বেহেশ্তে প্রবেশ করিতেছে, তখন পরামর্শ পূর্বক একজোট হইয়া শপথ করিয়া বলিবে, তাহারা মুশরিক নয়। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের বাকশক্তি কাড়িয়া নিবেন এবং তাহাদের জীবনের সকল কর্মকাণ্ড হাত-পা ইত্যাদি প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ করিয়া দিবে, তখন তাহাদের কোন বিষয়ই গোপন থাকিবে না, সব প্রকাশ হইয়া যাইবে।

অতঃপর তিনি লোকটিকে বলেন ঃ এই সম্বন্ধে এখন তোমার আর কোন সন্দেহ আছে কি? মূলত কুরআনের মধ্যে এমন কোন বিষয় নাই যাহা স্পষ্ট নয়। তবে এই সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নাই বা ইহার ব্যাখ্যা তোমার জানা নাই বলিয়া তুমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলে।

যাহহাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ আয়াতটি মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে এই অভিমতের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা এই আয়াতটি মক্কী

আর মক্কায় মুনাফিক ছিল না, মুনাফিকদের সৃষ্টি মদীনা হইতে। অবশ্য মুনাফিকদের সম্বন্ধে যে আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা এই ঃ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ

অর্থাৎ 'যখন কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা উত্থিত করিবেন, তখন তাহারা আল্লাহর শপথ করিয়া বলিবে।' তাই ইহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

অর্থাৎ 'দেখ, তাহারা নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত, উহা কিভাবে তাহাদের জন্য নিষ্ফল হইল।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ- مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا

অর্থাৎ 'অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়া যাহাদের শরীক বানাইয়াছিলে তাহারা কোথায় ? তাহারা বলিবে, আমাদের নিকট হইতে গায়েব হইয়াছে।'

উহার পর বলা হইয়াছে ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ يَرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّايُؤْمِنُوْا بِهَا

অর্থাৎ 'তাহাদের কতক তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে, কিন্তু আমি তাহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহারা তাহা উপলব্ধি করিত না পারে। তাহাদিগকে বধির করিয়াছি এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলেও তাহারা উহাতে বিশ্বাস করিবে না।'

অর্থাৎ তাহারা কুরআন শোনার জন্য কান পাতিয়া থাকে, কিন্তু উহা তাহাদের কোন কল্যাণে আসে না। কেননা عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً-'তাহাদের অন্তরের উপর আবরণ দেওয়া হইয়াছে' এবং وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا 'কল্যাণকর কথা শ্রবণ হইতে তাহাদের কর্ণ বধির দেওয়া হইয়াছে।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَايَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَّنِدَاءً

অর্থাৎ 'কাফিররা সেই সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর তুল্য, যাহারা তাহাদের রাখালের আওয়াজ বা কথা শুনে, অথচ উহার উদ্দেশ্য তাহারা বুঝে না।' তাই وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّايُؤْمِنُوْا بِهَا 'তাহারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলেও উহাতে বিশ্বাস করিবে না।'

অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন, দলীল-প্রমাণ ও উদাহরণসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহারা ঈমান আনিবে না। তাহারা মূলত জ্ঞানহীন ও বিবেকশূন্য। অন্যত্র আল্লাহর তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ

'যদি তাহাদের মধ্যে সততা ও যোগ্যতা থাকিত, তাহা হইলে কল্যাণের কথা শোনার তাওফীক আল্লাহ তাহাদিগকে দান করিতেন।'

অথচ حَتّٰى اِذَا جَاؤُكَ يُجَادِلُوْنَكَ–'তাহারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন যুক্তির অবতারণা করে এবং বাতিল ভূমিকা দিয়া সত্যের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক শুরু করিয়া দেয়।'

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ–'তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলে, ইহা তো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নয়।'

অর্থাৎ যাহা কিছু তোমরা ওহী বলিয়া পেশ করিয়াছ, তাহা তো সব পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ হইতে সংকলন করা হইয়াছে মাত্র।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ–'তাহারা অন্যকে উহা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকে।'

উল্লেখ্য যে, يَنْهَوْنَ عَنْهُ–এর অর্থের ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে। একদল বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল তাহারা লোকদিগকে সত্য অনুসরণ করিতে, রাসূলের সত্যতা স্বীকার করিতে এবং কুরআনী বিধান মান্য করা হইতে বিরত রাখিত এবং وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ অর্থাৎ নিজেরাও এইসব হইতে দূরে থাকিত।

মোট কথা এখানে দুইটি অন্যায়ের কথা বলা হইয়াছে। তাহার একটি হইল তাহারা নিজেরা উহা হইতে দূরে থাকিত এবং অন্যটি হইল তাহারা অপরকেও উহা হইতে দূরে রাখার অপচেষ্টা করিত।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ -এর অর্থ হইল ঃ তাহারা লোকদিগকে মুহাম্মদ (সা)-এর উপর ঈমান আনা হইতে বিরত রাখিত।

মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়া (র) এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বরেন ঃ কুরায়শ কাফিররা নিজেরাও নবী (সা)-এর নিকট আসিত না এবং অপরকেও আসিতে দিত না।

কাতাদা, মুজাহিদ ও যাহহাক প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন। এই অর্থই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আল্লাহই ভাল জানেন। ইব্ন জারীর (র) এই মত পসন্দ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মত ঃ সুফিয়ান সাওরী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইহা আবূ তালিব সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। কেননা তিনি লোকদিগকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অত্যাচার করা হইতে বিরত রাখিতেন।

কাসিম ইব্ন মুখাইমারা, হাবীব ইব্ন আবূ সাবিত ও আ'তা ইব্ন দীনার (র) প্রমুখও বলিয়াছেন যে, ইহা আবূ তালিব সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন আবূ হিলাল (র) বলেন ঃ এই আয়াতাংশটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার চাচারা সংখ্যায় ছিলেন দশজন। তাহারা প্রকাশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষে থাকিতেন, কিন্তু গোপনে তাহাদের আঁতাত ছিল কাফিরদের সঙ্গে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল-কারযী (র) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ-এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ তাহারা (তাঁহার চাচারা) লোকদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করা হইতে বিরত রাখিত।

এই মত অনুসারে وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ-এর অর্থ হইল তাহারাও তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হইতে বিরত থাকিত।

وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ 'তাহারা ইহা করিয়া অজ্ঞাতসারে নিজেদিগকেই ধ্বংসের দিকে ডাকিতেছে। অথচ ইহাতে তাহাদেরই যে ক্ষতি ও ধ্বংস হইতেছে, তাহা তাহারা উপলব্ধি করে না।'

(২৭) وَلَوْ تَرٰىٓ اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(২৮) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

(২৯) وَقَالُوْٓا اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ○

(৩০) وَلَوْ تَرٰىٓ اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

২৭."তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা বলিবে, হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত, তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে মিথ্যা বলিতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।"

২৮."বরং পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত, তাহা এখন তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী।"

২৯."তাহারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না।"

৩০."তুমি যদি দেখিতে পাইতে তাহাদিগকে, যখন তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হইবে এবং তিনি বলিবেন, ইহা কি প্রকৃত সত্য নহে? তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য। তিনি বলিবেন, তবে তোমরা যে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, তজ্জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া বলেন, যখন কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে জাহান্নামের পার্শ্বে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা যখন জাহান্নামের বেড়ী ও শিকলসমূহ দেখিতে পাইবে, তখন তাহারা বলিতে থাকিবে ঃ

يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبُ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ 'হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশকে মিথ্যা বলিতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ

–'বরং পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে।'

অর্থাৎ কুফরী ও গোঁড়ামীর অন্তরালে পৃথিবীতে তাহাদের অন্তরে যে কথা চাপা পড়িয়াছিল, সেই চাপা সত্য বিপদের মুখে এখন তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে মাত্র।

ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ– اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ 'তাহাদের ইহা ভিন্ন বলিবার জন্য কোন অজুহাত থাকিবে না যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।' দেখ, তাহারা নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে।

মোট কথা এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সত্য প্রকাশিত হইবে যে, পৃথিবীতে তাহারা রাসূলের সত্যবাদিতা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও ঈমান গ্রহণ করে নাই। এক কথায় তাহারা সব জানিয়াও ঈমান আনে নাই, এই কথাটি তখন প্রকাশিত হইবে। যেমন মূসা (আ) ফিরআউনকে বলিয়াছিলেন ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هٰؤُلاَءِ اِلاَّ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرَ

অর্থাৎ 'হে ফিরআউন! তুমি ভালো করিয়াই জান যে, ইহা পৃথিবী ও আকাশসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে।'

উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَجَحَدُوْا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا

অর্থাৎ 'বিরোধিতার জন্যই তাহারা বিরোধিতা করে; কিন্তু তাহারা জানে যে, ইহা করা তাহাদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি হইতেছে।'

এই আয়াতসমূহের মর্মার্থ ইহাও হইতে পারে যে, ইহা দ্বারা সেই সকল মুনাফিককে বুঝান হইয়াছে যাহারা লোকালয়ে ঈমান প্রকাশ করিত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহারা কুফরী পোষণ করিত।

অবশ্য এই আয়াতে একদল কাফিরের কিয়ামত দিবসের অবস্থার কথা বুঝান হইয়াছে। মূলত এইখানে কাফিরদিগকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। কেননা এই সূরাটি মক্কী। দ্বিতীয়ত, নিফাক বা মুনাফিকী মদীনায় অবস্থানকালীন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। মদীনার এবং আরবের অন্য এলাকার কিছুলোক এই কাজে ব্রত ছিল। তাই মক্কী সূরা বা আয়াতে মুনাফিকরা উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যদিও মক্কী সূরা আনকাবূতের মধ্যে মুনাফিকদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদিগকেও জানেন এবং মুনাফিকদিগকেও জানেন।'

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা 'আলিমুল গায়ব' তাই তিনি বলিয়াছেন যে, মুনাফিকরা কিয়ামতের দিন স্বচক্ষে আযাবের এইসব উপকরণ যখন অবলোকন করিবে, তখন তাহাদের অন্তরের লুক্কায়িত কুফরী ও নিফাক প্রকাশিত হইবে। তখন তাহাদের ঈমান যে লোক দেখানো ঈমান ছিল, সেই কথা প্রকাশ হইয়া যাইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

এখানেও বলা হইয়াছে ঃ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ

'বরং তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে।'

অতএব তাহারা যে পৃথিবীতে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিতে চায়, তাহা আল্লাহর মহব্বত ও ঈমানের দাবিতে নয়, বরং স্বচক্ষে দেখা ভীষণ আযাবের ভয়ে ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাহারা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করার আরযী করিতে থাকিবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

অতএব দীনের অনুসরণ এবং ঈমান আনয়নের জন্য তাহাদের প্রত্যাবর্তনের আরযী ধোঁকাবাজি মাত্র। তাই যদিও তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, তবুও তাহারা পৃথিবীতে আসিয়া ইসলামের বিরোধিতা এবং কুফরী কাজে লিপ্ত হইবে।

وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ অর্থাৎ 'তাহারা বলিবে, হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশকে মিথ্যা বলিতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।' তাহাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। কেননা তাহারা বলে যে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না।

অর্থাৎ তাহারা বলে, আমরা পুনরুত্থিত হইব না। তাহাদের এই কথাই তাহাদের আরযীর মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত করে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى رَبِّهِمْ অর্থাৎ 'তুমি যদি দেখিতে পাইতে তাহাদিগকে যখন তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হইবে।'

তখন তিনি বলিবেন ঃ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ-'ইহা কি প্রকৃত সত্য নহে?'

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এখন বল, কিয়ামত কি সত্য না মিথ্যা? অথচ তোমরা তো ইহা মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিতে? তখন তাহারা বলিবে ঃ

قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য। তিনি বলিবেন, তবে তোমরা যে সত্য প্রত্যাখ্যান করিতে, তজ্জন্য এখন শাস্তি ভোগ কর।'

অর্থাৎ তোমাদের ধারণা মিথ্যা ছিল বলিয়া এখন তোমরা শাস্তি ভোগ কর।

اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ 'বল, ইহা কি যাদু, না তোমরা চোখে দেখ না?'

(৩১) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ○

(৩২) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৩১."যাহারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এখন যদি অকস্মাৎ তাহাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হয়, তবে তাহারা বলিবে, হায়! ইহাকে আমরা যে অবহেলা করিয়াছি তজ্জন্য আক্ষেপ। তখন তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে নিজদিগের পাপের বোঝা বহন করিবে। দেখ তাহারা যাহা বহন করিবে, তাহা অতি নিকৃষ্ট!"

৩২."পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বৈ আর কিছুই নয়; যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাহাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়! তোমরা কি অনুধাবন কর না?"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যাহারা মৃত্যুর পর তাঁহার সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা হিসাবে প্রতিপন্ন করে, তাহাদের সম্মুখে যখন অকস্মাৎ কিয়ামত আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা তাহাদের পূর্বের অপকর্মের কথা স্মরণ করিয়া ভীষণ লজ্জিত হইবে। সেই কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يَحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا

অর্থাৎ 'অকস্মাৎ তাহাদের নিকট যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে তখন তাহারা বলিবে, হায়! ইহা যে আমরা অবহেলা করিয়াছি তজ্জন্য আক্ষেপ।'

আলোচ্য আয়াতাংশের فِيْهَا -এর ضمير বা সর্বনামের সম্পর্ক হইল পার্থিব জীবন ও ইহকালীন কর্মকাণ্ডের সহিত। তবে পরকালের সহিত সম্পৃক্ত হওয়ারও অবকাশ রহিয়াছে।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ

وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُوْرِهِمْ الاَسَاءَ مَا يَزِرُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করিবে। দেখ, তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতি নিকৃষ্ট।'

কাতাদা يَزِرُوْنَ কে يَعْمَلُوْنَ রূপে পাঠ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ মারযূক হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মারযূক বলেন ঃ যখন কাফির বা ফাসিক ব্যক্তি কবর হইতে উঠিবে, তখন অত্যন্ত বীভৎস আকৃতির একটি অস্তিত্ব তাহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিবে। উহার শরীর হইতে বিশ্রী রকমের দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে। তখন সেই কাফির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে? তখন সেই বীভৎস সত্তা বলিবে, তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই? আমি তোমার পার্থিব অপকর্মের শরীরীরূপ, যাহা তুমি দুনিয়ায় বসিয়া করিতে। পৃথিবীতে তুমি দীর্ঘদিন আমার পিঠে সওয়ার ছিলে। আজ আমি তোমার পিঠে সওয়ার হইব। এই কথাই আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُوْرِهِمْ

অর্থাৎ 'তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করিবে।'

আসবাত (র)......সুদ্দী (র) হইতে বলেন ঃ যখন কোন পাপিষ্ঠ যালিম কবরে প্রবেশ করে, তখন তাহার নিকট অত্যন্ত বিশ্রী একটি অবয়ব উপস্থিত হয়। উহার গায়ের রং কালো, শরীর দুর্গন্ধযুক্ত এবং পরিধেয় বস্ত্র পুঁতিগন্ধযুক্ত। সে যখন প্রকাশিত হইয়া তাহার সংগে অবস্থান নিতে থাকিবে, তখন তাহাকে দেখিয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার চেহারা এমন বিশ্রী কেন ? সে বলিবে, আমার চেহারা তোমার পার্থিব কর্মকাণ্ডের প্রতিকৃতি। লোকটি জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার শরীরে এত দুর্গন্ধ কেন ? সে বলিবে, ইহা তোমার পার্থিব কর্মের দুর্গন্ধ। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার পরিধেয় বস্ত্র এত নোংরা কেন ? সে বলিবে, তোমার পার্থিব কর্মকাণ্ড এমন ময়লা ছিল বলিয়া পরিধেয় বস্ত্র ময়লাযুক্ত। তখন লোকটি জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে ? সে বলিবে, আমি তোমার পার্থিব আমলের প্রতিকৃতি। অতঃপর সে বলিবে, আমি তোমার কবরে তোমার সংগে অবস্থান করিব। অতঃপর কিয়ামতের দিন যখন তাহাকে উত্থিত করা হইবে, তখন সে বলিবে, পৃথিবীতে তোমাকে আমি স্বাদ ও সম্ভোগরূপে দীর্ঘদিন বহন করিয়াছি। আজ তুমি আমাকে বহন করিয়া চল। পরিশেষে তাহার বদ আমলের অস্তিত্ব তাহার পিঠের উপর সওয়ার হইয়া তাহাকে জাহান্নামে হাঁকাইয়া নিয়া যাইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُوْرِهِمْ اَلاَسَاءَ مَا يَزِرُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করিবে, দেখ, তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতি নিকৃষ্ট।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَعِبٌ وَّلَهْوٌ

অর্থাৎ 'পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বৈ নয়।'

وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ

অর্থাৎ 'যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাহাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন কর না ?'

(٣٣) قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

(٣٤) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ○

(٣٥) وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

(٣٦) اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ۚ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

৩৩. "অবশ্য আমি জানি, তাহারা যাহা বলে তাহা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়। কিন্তু তাহারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।"

৩৪. "তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাহাদের নিকট আসিয়াছে। আল্লাহর আদেশ কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না, প্রেরিত পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট আসিয়াছে।"

৩৫. "যদি তাহাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয়, তবে পারিলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর এবং তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আন। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাহাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করিতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।"

৩৬. "যাহারা শ্রবণ করে, শুধু তাহারাই ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করিবেন; অতঃপর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীকে জাতির মিথ্যাবাদিতা ও বিরোধিতার জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ বলেন ঃ نَعْلَمُ اِنَّه لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করায় তুমি কষ্ট পাও তাহা আমি জানি।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ

অর্থাৎ 'তাহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তুমি নিজেকে শেষ করিও না।'

অন্যত্র তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلاَّيَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা যদি ঈমান গ্রহণ না করে তবে কি তুমি তাহাদের পিছনে জীবন শেষ করিয়া ফেলিবে ?'

অন্য আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا

অর্থাৎ 'তাহারা এই বাণী বিশ্বাস না করিলে তাহাদের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া সম্ভবত তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হইয়া পড়িবে।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

অর্থাৎ 'মূলত তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং যালিমগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।'

وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ -অর্থাৎ 'মূলত তাহারা তোমার প্রতি মিথ্যার অপবাদ লেপন করে না, বরং সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতির মাধ্যমে তাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহকেই তাচ্ছিল্য করে।'

সুফিয়ান সাওরী (র)......আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ আবূ জাহল নবী (সা)-কে বলিল, 'আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলি না, বরং আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাকে আমরা মিথ্যা বলি।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।'

হাকিম (র).... ইসরাঈলের সূত্রে আবূ ইসহাক হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ সহীহদ্বয়ের শর্তে হাদীসটি সহীহ বটে, কিন্তু তাঁহারা এই হাদীস উদ্ধৃত করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ ইয়াযীদ মাদানী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ইয়াযীদ মাদানী বলেন ঃ একদা আবূ জাহলের সহিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাত হইলে আবূ জাহল অগ্রসর হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত মুসাফাহা করিল। তখন এক ব্যক্তি আবূ জাহলকে বলিল, আপনি সাবী ব্যক্তির সহিত মুসাফাহা করিলেন ? জবাবে আবূ জাহল বলিল, আল্লাহর শপথ! তিনি সত্য নবী বলিয়া আমার বিশ্বাস। কিন্তু আসল কথা হইল, আমরা কোনদিন বনী আব্দে মানাফের তাবেদারী করিয়াছি কি ? তখন আবূ ইয়াযীদ পাঠ করেন ঃ

فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না; বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।'

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......যুহরী হইতে আবূ জাহলের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আবূ জাহল রাতে নিভৃতে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পড়া শুনিত। এইভাবে আবূ সুফিয়ান, সাখর ইব্ন হারব ও আখনাস ইব্ন শুরাইকও চুপিচুপি আসিয়া কুরআন শুনিতে থাকে। তাহারা অত্যন্ত সন্তর্পণে আসিত। কেহ কাহারো আগমন উপলব্ধি করিতে পারিত না। এইভাবে তাহারা সকাল পর্যন্ত কুরআন শুনিত। সকালে চতুর্দিক আলোকিত হইয়া উঠিলে তাহারা উঠিয়া বাড়ির দিকে রওয়ানা হইত। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহারা রাস্তায় গিয়া উঠিলে তিনজনের সহিত তিনজনের সাক্ষাত হয়। তখন তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কেন এখানে আসিয়াছ ? সকলে স্ব স্ব উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে সবাই অঙ্গীকার করে যে, দ্বিতীয়বার কেহ আর এখানে আসিবে না। পরবর্তীতে যুবকরা যদি এই খবর জানিয়া ফেলে, তবে বিপদ অনিবার্য।

কিন্তু দ্বিতীয় রাতের আগমন ঘটিলে তাহারা তিনজনের প্রত্যেকে ভাবিতে থাকে যে, অঙ্গীকার যখন করা হইয়াছে, তখন অন্য দুইজন আর আসিবে না, তাই আমি যাই। কিন্তু সকাল হইলে আবার তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের রাস্তায় দেখা হইয়া যায়। ফলে তাহারা আবার কেহ না আসার অঙ্গীকার করিয়া বিদায় নেয়।

এইভাবে তৃতীয় রাতের আগমন ঘটিলে পূর্বের মত তাহারা চুপিচুপি সকলে গিয়া উপস্থিত হয়। সকালে তাহাদের সাক্ষাত ঘটিলে তাহারা এখানে আর না আসার ওয়াদা করে।

এই ঘটনার পর আখনাস ইব্‌ন শুরাইক বাড়ি আসিয়া লাঠিটা হাতে নিয়া আবূ সুফিয়ানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করে, হে আবূ হানযালা! মুহাম্মদের নিকট তুমি যাহা কিছু শুনিয়াছ সেই বিষয়ে তোমার মন্তব্য কি ? আবূ সুফিয়ান বলেন, হে আবূ সা'লাবা! আমি যাহা শুনিয়াছি সে সম্পর্কে আমি অবগত আছি। উহার উদ্দেশ্যেও আমার জ্ঞানের বাহিরে নয়। কিন্তু কিছু কিছু কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই। তদুত্তরে আখনাস বলিল, আল্লাহ্‌র শপথ! এই ব্যাপারে আমার অনুভূতিও তোমার অনুরূপ।

ইহার পর আখনাস সেখান হইতে সোজা আবূ জাহলের নিকট গিয়া পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল হিকাম! মুহাম্মদের নিকট তুমি কি শুনিয়াছ এবং উহা দ্বারা তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ ? আবূ জাহল উত্তরে বলিল, আমরা এবং বনূ আব্দে মানাফ সর্বক্ষণ সম্মান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকি। তাহারা কোন ভোজ অনুষ্ঠান করিলে পাল্টা আমরাও ভোজ অনুষ্ঠান করি। তাহারা কোথাও কাহাকে অনুদান দিলে আমরাও অনুদান দিয়া থাকি। এইভাবে আমরা সমানে সমান থাকি। শেষ পর্যন্ত তাহারা বলিতে থাকে, আমাদের বংশে একজন পয়গম্বর আছে যাহার নিকট আসমান হইতে ওহী অবতীর্ণ হয়- তোমাদের এমন পয়গম্বর আছে কি ? এখন আমরা কোথায় পয়গম্বর পাইব ? অতএব আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিব না, তাহার পয়গম্বরীর সত্যতা আমরা স্বীকার করিব না এবং সর্বোপরি আমাদের উপরে তাহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে কখনও আমরা স্বীকৃত হইব না। আখনাস এই কথা শুনিয়া চলিয়া যায়।

ইব্‌ন জারীর (র)......সুদ্দী (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ বদরের দিন বনী যুহরাকে আখনাস ইব্‌ন শুরাইক বলে যে, হে বনী যুহরা। মুহাম্মদ তোমাদের ভাগিনা। সংগত কারণেই তোমরা তাহার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে। তবে সে যদি সত্য নবী হইয়া থাকে তবে তাহার পক্ষে তোমাদের অস্ত্র ধারণ করার কোন প্রয়োজনই পড়িবে না। আর যদি সে নবুওয়াতের বেলায় মিথ্যা হইয়া থাকে, তবে তোমাদের উচিত হইবে তোমাদের ভাগিনার পক্ষ ত্যাগ করা এবং তাহাকে কোন ধরনের সহযোগিতা না করা। অতঃপর সে তাহাদিগকে বলিল, আচ্ছা তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি আবুল হিকামের সহিত দুইটি কথা বলিয়া আসি। অবশ্য সে যদি এই যুদ্ধে মুহাম্মদের উপর জয়লাভ করিতে পারে, তবে তোমরা মরুপথে তোমাদের দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। আর যদি যুদ্ধে মুহাম্মদ জয়লাভ করে, তবেও তোমাদের ভয় নাই। কারণ তোমরা তাহাদের মুকাবিলায় অস্ত্র ধারণ কর নাই। অতএব তোমরা বুদ্ধিমানের মত নীরবতা অবলম্বন কর। এই দিন হইতে তাহার নাম হয় 'আখনাস'। মূলত তাহার নাম ছিল 'উবাই'।

যাহা হউক, ইতিমধ্যে আবূ জাহলের সঙ্গে তাহার সাক্ষাত হয়। আখনাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল হিকাম! সত্যি করিয়া বল, মুহাম্মদ কি সত্য নবী, না ভণ্ড নবী ? এখানে তুমি-আমি ভিন্ন কুরায়শের অন্য কোন লোক নাই যে আমাদের কথা শুনিবে। আবূ জাহল বলিল, হতভাগা, আল্লাহ্‌র শপথ, মুহাম্মদ সত্য নবী এবং সত্যবাদী। সে জীবনে কোন দিন মিথ্যা কথা বলে নাই। কিন্তু কথা হইল যে, জ্ঞান-বিদ্যার অধিকার, হজ্জের দায়িত্ব, কা'বার চাবির যিম্মাদারী ও নবুওয়াত ইত্যাদি সকল কিছু যদি তাহাদের হাতে থাকে, তবে কুরায়শদের

অন্যান্য গোত্র কি করিবে? তাহারা কি শুধু তাহাদের তাবেদারী করিয়া যাইবে? এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

অর্থাৎ 'কিন্তু তাহারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে।' অবশ্য মুহাম্মদ (সা)-ও তো আল্লাহ্র আয়াত বা নিদর্শনসমূহের একটি।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ততক্ষণ ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল, যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাহাদের নিকট আসিয়াছে।'

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বজাতির বিরোধিতা ও মিথ্যাবাদিতার জন্য সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে পূর্ববর্তী দৃঢ়চেতা রাসূলগণের মত ধৈর্য ধারণ করার আদেশ দান করা হইয়াছে। অবশেষে পূর্বে যেভাবে রাসূলগণকে মদদ করা হইয়াছে, সেভাবেই তাঁহাকেও মদদ করার ওয়াদা করা হইয়াছে।

লক্ষণীয় যে, মিথ্যাবাদিতার অপবাদ এবং অশেষ অত্যাচারের জন্য সান্ত্বনা দেওয়ার পর অঙ্গীকার করা হইয়াছে যে, শুভ পরিণাম তোমাদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে। অতএব ইহকালেও তোমাদের জন্য রহিয়াছে আল্লাহ্র মদদ যেভাবে তোমরা পরকালে প্রাপ্ত হইবে আল্লাহ্র রহমত।

তাই বলা হইয়াছে ঃ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ 'আল্লাহ্র কথা কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না।' অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মু'মিনদের জন্য ইহকালে ও পরকালে সাহায্যের যে অঙ্গীকার রহিয়াছে, তাহা অলংঘনীয়। যথা অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ -اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ- وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ

অর্থাৎ 'আমার প্রেরিত দাসদিগের সম্পর্কে আমার এই প্রতিশ্রুতি সত্য হইয়াছে যে, অবশ্যই তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে এবং আমার বাহিনীই হইবে বিজয়ী।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لاَ غْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِى اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি এবং তাঁহার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হইবেন। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।'

এই আয়াতের শেষাংশেও বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْجَاءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ

অর্থাৎ 'পূর্ববর্তী রাসূলগণকে তাহাদের স্বজাতির বিরোধিতার মুখে আমি কিভাবে সাহায্য করিয়াছি তাহার খবর তো তোমাদের নিকট রহিয়াছে।' উহাতে তোমার জন্য রহিয়াছে অনুপ্রেরণার বিষয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ -

অর্থাৎ 'যদিও তাহাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহ্য লাগে।'

فَاِنِ سْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْسُلَّمًا فِى السَّمَاءِ

অর্থাৎ 'তাহা হইলে পারিলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ النفق। অর্থ সুড়ঙ্গ। অর্থাৎ পারিলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করিয়া কোন নিদর্শন খুঁজিয়া আন। অথবা আকাশে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আমার প্রদর্শিত নিদর্শনাবলী অপেক্ষা উত্তম কোন নিদর্শন খুঁজিয়া আনিয়া তাহাদের নিকট পেশ কর। কাতাদা ও সুদ্দী এইরূপ ভাবার্থ করিয়াছেন।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

অর্থাৎ 'আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাহাদের সকলকে সৎপথে একত্র করিতে পারেন....।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে পৃথিবীর সকল মানুষ ঈমানদার হইয়া যাইত।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى। -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) চাহিতেন যে, প্রত্যেকটি মানুষ মু'মিন হইয়া যাক এবং হিদায়াতের উপর পরিচালিত হউক। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে অবহিত করিয়া দেন যে, ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য সেই-ই লাভ করিবে যাহার ভাগ্যে হিদায়াতপ্রাপ্তি লিখা আছে।

পরবর্তী আয়াতে আসিয়াছে ঃ اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ

অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ! তোমার আহ্বানে তাহারা সাড়া দিবে যাহারা তোমার কথা শ্রবণ করে এবং বুঝে।'

কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

অর্থাৎ 'যাহাতে রাসূল সতর্ক করিতে পারে জাগ্রতচিত্ত ব্যক্তিগণকে এবং সত্য প্রত্যাখ্যান-কারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হইতে পারে।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ

'মৃতকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করিবেন, অতঃপর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে।' অর্থাৎ কাফিরদের আত্মা মৃত। তাই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদিগকে মৃতের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহা মৃতবৎ দেহগুলির প্রতি তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য করিয়া বলা হইয়াছে।

(٣٧) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

(٣٨) وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ○

(٣٩) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

৩৭. "তাহারা বলে, তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন ? বল, নিদর্শন অবতারণ করিতে আল্লাহ সক্ষম, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।"

৩৮. "ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না যাহা তোমাদের মত এক-একটি উম্মত নয়। কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিতে ভুল করি নাই। অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাহারা সকলে একত্র হইবে।"

৩৯. "যাহারা আয়াতকে মিথ্যা বলে, তাহারা বধির ও বোবা; যাহাকে ইচ্ছা, আল্লাহ অন্ধকারে রাখিয়া বিপথগামী করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা, তিনি সরল পথে পরিচালিত করেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ তাহারা বলে, আমরা যে ধরনের অস্বাভাবিক নিদর্শন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তোমার জন্য দেখিতে চাই, তাহা তোমার প্রতি কেন অবতীর্ণ হয় না ? যেমন তাহারা বলে ঃ

لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا

অর্থাৎ 'আমরা ঈমান আনিব না, যদি না আমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠে প্রস্রবণধারা প্রবাহিত না কর।'

তাহাদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ 'নিদর্শন অবতারণ করিতে আল্লাহ সক্ষম, কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহার বিলম্ব করার রহস্য হইল এই যে, তাহাদের জন্য নিদর্শন অবতীর্ণ বা প্রদর্শন করার পর যদি তাহারা ঈমান গ্রহণ না করে, তবে ত্বরিৎগতিতে তাহাদের কর্ম তাহাদের জন্য ভয়াবহ পরিণাম ডাকিয়া আনিবে। এই ধরনের বহু ঘটনার নযীর পূর্ববর্তীদের ইতিহাসে রহিয়াছে।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مَنَعْنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيَاتِ اِلاَّاَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيَاتِ اِلاَّتَخْوِيْفًا

অর্থাৎ 'পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখে। আমি স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ সামূদদের নিকট উষ্ট্রী পাঠাইয়াছিলাম। অতঃপর তাহারা উহার প্রতি যুলুম করিয়াছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنْ نَّشَاءَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ

তদ্রূপ এই আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَطَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلاَّ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ

অর্থাৎ 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না যাহা তোমাদের মত এক-একটি উম্মত নয়।'

মুজাহিদ বলেন ঃ আল্লাহ বলিয়াছেন, এমন বহু প্রজাতি আছে যাহা তোমাদের নিকট পরিচিত।

কাতাদা বলেন ঃ পাখিও উম্মত, মানুষও উম্মত এবং জিন্নও উম্মত।

সুদ্দী বলেন ঃ اِلاَّ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ অর্থাৎ 'এই ধরনের উম্মত সকল প্রত্যেকেই তোমাদের মত সৃষ্ট জীব।'

আলোচ্য আয়াতের পরের অংশে বলা হইয়াছে ঃ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ অর্থাৎ 'কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটি করি নাই।'

অর্থাৎ প্রত্যেকটি জীব সম্পর্কে আল্লাহ সচেতন। পানিতে হউক বা ডাঙায় হউক, প্রত্যেকের জন্য তিনি রিযকের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। কুরআনে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ 'ভূপৃষ্ঠে এমন কোন বিচরণশীল জীব নাই যাহার রিযকের যোগান আল্লাহ না দিয়া থাকেন। তিনি বিচরণশীল প্রত্যেকটি জীবের নাম-ধাম এবং সংখ্যা সম্বন্ধেও অবহিত। এমনকি তাহাদের প্রতি মুহূর্তের গতিবিধি সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিফহাল। অন্যত্র তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থাৎ 'এমন বহু জীবন রহিয়াছে যাহাদের আহারের যিম্মাদারী তোমার নয়। সেই সকলকে এবং তোমাদিগকে আল্লাহই আহার দিয়া থাকেন।'

হাফিয আবূ ইয়ালা (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের সময় এক বৎসর সেই দেশে

টিড্ডি আসে নাই। হযরত উমর (রা) টিড্ডি না দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপার কি ? টিড্ডি না আসার কারণ কি ? এই ব্যাপারে তিনি ভাবনায় পড়িয়া যান। ফলে তিনি ইরাক ও সিরিয়ায় টিড্ডির সংবাদ জানিতে লোক পাঠান। সেখান হইতে তাহারা কয়েকটি টিড্ডি ধরিয়া আনেন এবং তাহা উমর (রা)-এর সামনে রাখেন। তিনি টিড্ডি দেখিতে পাইয়া সোৎসাহে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা এক হাজার উম্মত সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের ছয়শতের বাস পানিতে এবং চারশতের বাস ডাঙায়। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম টিড্ডি জাতীয় প্রাণীকে ধ্বংস করা হইবে। অতঃপর কলসের কাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি প্রাণী ধ্বংস হইয়া যাইবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ

অর্থাৎ 'প্রতিপালকের দিকে তাহারা সকলে একত্রিত হইবে।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ - এর মর্মার্থে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তাহাদের হাশর এক করার অর্থ হইল তাহাদের মৃত্যু ঘটান হইবে।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জীব-জানোয়ারের মৃত্যুই হইল তাহাদের হাশর।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আওফী (র) হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। মুজাহিদ ও যাহ্হাক হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই বিষয়ে দ্বিতীয় একটি মতে বলা হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন জীব-জানোয়ারকে উত্থিত করা হইবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ

অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন জীব-জানোয়ারগুলিকেও একত্র করা হইবে।'

ইমাম আহমদ (র)......আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) দুইটি বকরীকে পরস্পরে শিং দ্বারা আঘাত করিতে দেখিয়া তিনি আমাকে বলেন ঃ হে আবূ যর! তুমি জান, ইহাদের মধ্যে কে অত্যাচারী ? আমি বলিলাম, না। অতঃপর তিনি বলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন, ইহাদের মধ্যে কে অত্যাচারী। কিয়ামতের দিন তিনি ইহার বিচার করিবেন।

আবদুর রাযযাক (র)......আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা আমরা অনেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন দুইটি বকরীকে গুঁতাগুতি করিতে দেখিয়া তিনি বলেন ঃ তোমরা কি জান, ইহাদের মধ্যে অত্যাচারী কে ? আমরা বলিলাম, না, আমরা জানি না। তিনি বলিলেন ঃ কিন্তু আল্লাহ জানেন এবং কিয়ামতের দিন তিনি ইহাদের বিচার করিবেন। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুনযির সাওরীর সূত্রে আবূ যর (রা) হইতে উহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই বর্ণনায় এই কথাটুকু বেশি রহিয়াছে যে, আবূ যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই বিষয়ে আমাদিগকে উড়ন্ত পাখি সম্বন্ধেও ধারণা দিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ শিংবিহীন বকরী কিয়ামতের দিন শিংওয়ালা বকরীর আঘাতের বদলা নিবে।

আবদুর রায্যাক (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) ঃ

اِلاَّ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ

- এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন জীব-জানোয়ার ও পাখি-পতঙ্গ ইত্যাদি সকল জীবকে পুনর্জীবিত করিবেন এবং তাহাদের একের অত্যাচারের বদলা অন্য হইতে গ্রহণ করার পর বলিবেন, তোমরা মাটি হাইয়া যাও (ফলে তাহারা সকলে মাটি হইয়া যাইবে)। কাফিররা ইহা দেখিয়া বলিবে ঃ يَالَيْتَنِى كُنْتُ تُرَابًا

অর্থাৎ 'হায়, আমরাও যদি মাটি হইয়া যাইতাম!' হাদীসটি মারফূ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمَاتِ

অর্থাৎ 'যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে, তাহারা বধির ও মূক, তাহারা অন্ধকারে রহিয়াছে। তাহারা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে গোঁড়াদের মত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত তাহারা তমসাচ্ছন্ন থাকার কারণে চোখেও দেখে না। অতএব এমন ধরনের যাহারা, তাহারা সঠিক পথে কিভাবে পরিচালিত হইবে ?

সূরা বাকারার প্রথমে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمَتٍ لاَّ يُبْصِرُوْنَ * صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ *

অর্থাৎ 'তাহাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিল; উহা যখন তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল, আল্লাহ তখন তাহাদের জ্যোতি অপসারিত করিলেন এবং তাহাদিগকে ঘোর অন্ধকারে ফেলিয়া দিলেন, তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা বধির, মূক ও অন্ধ; সুতরাং তাহারা ফিরিবে না।'

অন্যত্র তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَالَهُ مِنْ نُّوْرٍ *

অর্থাৎ 'তাহাদের কর্মের উপমা অন্ধকার অতল সমুদ্রের, যাহা উদ্বেলিত করে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, যাহার ঊর্ধ্বদেশে ঘনমেঘ। এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার। হাত বাহির করিলে তাহা একেবারেই দেখিতে পাইবে না। আল্লাহ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না, তাহার জন্য কোন জ্যোতিই নাই।'

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

مَنْ يَّشَاءِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَاءِ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা স্বাধীনমত যাহাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে স্থাপন করেন।'

(٤٠) قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٤١) بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ○

(٤٢) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ○

(٤٣) فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(٤٤) فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ○

(٤٥) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪০. "বল, তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, আল্লাহ্র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হইলে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?"

৪১. "বরং, শুধু তাঁহাকেই ডাকিবে ? ইচ্ছা করিলে তিনি তোমাদের দুঃখ দূর করিবেন এবং যাহাকে তোমরা তাঁহার শরীক করিতে, তাহা তোমরা বিস্মৃত হইবে।"

৪২. "তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি; অতঃপর অর্থ সংকট ও দুঃখ-দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা বিনীত হয়।"

৪৩. "আমার শাস্তি যখন তাহাদিগের উপর আপতিত হইল তখন তাহারা কেন বিনীত হইল না ? অধিকন্তু তাহাদের হৃদয় কঠিন হইয়াছিল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল, শয়তান তাহা তাহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল।"

৪৪. "তাহাদের যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা যখন তাহা বিস্মৃত হইল, তখন তাহাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম; অবশেষে তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইল যখন তাহারা তাহাতে মত্ত হইল, তখন অকস্মাৎ তাহাদিগকে ধরিলাম; ফলে তখনি তাহারা নিরাশ হইল।"

৪৫. "অতঃপর সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হইল এবং প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাঁহার সৃষ্টিসমূহের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী। অন্যদিকে তাঁহার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার কাহারো নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। উপরন্তু কেহ যদি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তবে তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবূল করিয়া নেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْاَتَتْكُمُ السَّاعَةُ

অর্থাৎ 'বল, তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, আল্লাহ্র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হইলে-

اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

অর্থাৎ 'তোমাদের উপর কিয়ামত বা শাস্তি আপতিত হইলে তখন তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে ?' কেননা তিনি ব্যতীত এই বিপদ প্রতিহত করা বা এই বিপদ হইতে রক্ষা করার ক্ষমতা দ্বিতীয় কাহারো নাই। তাই তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক এবং একমাত্র তাঁহাকে যদি ইলাহ হিসাবে মানিয়া থাক, তাহা হইলে-

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَاتَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ

'শুধু তাহাকেই ডাকিবে। ইচ্ছা করিলে তিনি তোমাদের দুঃখ দূর করিবেন এবং যাহাকে তোমরা তাঁহার শরীক করিতে, তাহা তোমরা বিস্মৃত হইবে।' অর্থাৎ বিপদের সময় তোমরা তোমাদের দেব-দেবীদিগকে ভুলিয়া যাও এবং তখন তোমরা তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা কর না। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ

অর্থাৎ 'নদীতে চলার সময় যখন তোমরা কোন বিপদে নিপতিত হও, তখন তোমরা দেব-দেবীদিগকে ভুলিয়া একমাত্র আল্লাহকে ডাকিতে থাক।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاْسَاءِ

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপর তাহাদিগকে অর্থ সংকট ও দুঃখ-দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা বিনীত হয়।'

اَلْبَاْسَاءِ - অর্থ সংকট ও দারিদ্র্য।

وَالضَّرَّاءِ - পীড়া ও ব্যাধি।

لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ - 'যাহাতে তাহারা বিনীত হয়। অর্থাৎ অর্থ সংকট ও দুঃখ-দারিদ্র্য আপতিত করিয়াছি তাহাদের বিনীত হওয়ার জন্যে। এই সংকটের মুখে পড়িয়া তাহারা যাহাতে আল্লাহকে ডাকিতে এবং তাঁহাকে ভয় ও সমীহ করিতে শিখে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَوْ لاَ اِذْ جَاءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا

অর্থাৎ 'আমি তাহাদের উপর শাস্তি আপতিত করিয়া তাহাদের দুনিয়া বিরাগী ও বিনীত করিতে চাহিলে তাহারা কেন বিনীত হইল না ?'

وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ 'ইহার কারণ হইল, তাহাদের হৃদয় শ্রদ্ধা ও ভীতি বিসর্জন দিয়া কঠিন হইয়া গিয়াছিল।'

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা শিরক ও পাপের যাহা করিতেছিল, শয়তান তাহা তাহাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করিয়াছিল।'

পরবর্তী আয়াতে তিনি বলেন ঃ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ অর্থাৎ 'তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল' তাহারা যখন তাহা বিস্মৃত হইল- فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ- 'তখন তাহাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বারা উন্মুক্ত করিয়া দিলাম।'

অর্থাৎ তাহাদের জন্য রিযিকের সমস্ত দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। তাহারা যাহাতে অর্থের লোভে মত্ত হইয়া আরো নিম্নে ধাবিত হইতে থাকে। ইহা তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র এক ধরনের কঠিন পরীক্ষা। আমরা আল্লাহ্র নিকট তাঁহার এমন পরীক্ষা হইতে পানাহ চাই। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও আহার্য যাহা যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা যখন তাহাতে মত্ত হইল।'

اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً - 'তখন তাহাদের সেই গাফিলতির অবস্থায় তাহাদিগকে অকস্মাৎ পাকড়াও করিলাম।'

فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ - 'ফলে তখনি তাহারা নিরাশ হইল।' অর্থাৎ তাহারা ভালো কাজ করার সকল সুযোগ হইতে নিরাশ হইয়া গেল।

ওয়ালিবী ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ اَلْمُبْلِسُوْنَ। অর্থ নিরাশ ব্যক্তি।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ যাহাকে বিপুল পরিমাণে রিযক দেওয়া হয়, সে এই কথা ভাবে না যে, ইহা তাহার প্রতি আল্লাহ্র এক ধরনের পরীক্ষা। পক্ষান্তরে যাহাকে দরিদ্রতার মধ্যে রাখা হয়, সেও এই কথা ভাবে না যে, ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহার প্রতি একটি পরীক্ষা। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা যখন তাহা বিস্মৃত হইল, তখন তাহাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। অবশেষে তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইল

যখন তাহারা তাহাতে মত্ত হইল, তখন অকস্মাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম; ফলে তখনি তাহারা নিরাশ হইল।'

অবশেষে তিনি বলেন, কা'বার প্রভুর শপথ! যখন কোন পাপীকে তিনি ধরার ইচ্ছা করেন, তখন তাহাকে দুনিয়ায় অঢেল সম্পত্তি দান করেন। ইব্‌ন হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধরেন না যতক্ষণে তাহারা অর্থ-সম্পদের ভিতর মত্ত না হয়। তাই তোমরা ধোঁকায় পড়িও না। একমাত্র যাহারা ফাসিক, তাহারা আল্লাহর অবকাশের ধোঁকায় পড়িয়া থাকে। ইহাও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

মালিক যুহরী (র) হইতে বলেন ঃ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ -এর মর্মার্থ হইল পার্থিব সুখ সম্ভোগের দ্বার উন্মুক্ত করা।

ইমাম আহমদ (র)......উক্‌বা ইব্‌ন আমের (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন আমের (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তি পাপকার্য করা সত্ত্বেও তাহাকে আল্লাহ তা'আলা পার্থিব সুখ-সম্পদ দান করিতেছেন, তখন তুমি নিশ্চিতভাবে এই কথা মানিয়া লও যে, সেই সময়টা তাহার প্রতি আল্লাহর দেওয়া অবকাশের সময় অতিবাহিত হইতেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ-

এই হাদীসটি ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) উকবা ইব্‌ন আমের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ যে জাতিকে অবশিষ্ট রাখিতে ও উন্নতি দান করিতে চাহেন, তাহাদিগকে সততা ও পরিমিত খাদ্য দান করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ যে জাতিকে তাঁহার পথ হইতে অপসারিত করিতে চাহেন, তাহাদের জন্য অসততা, বিশ্বাসঘাতকতা ও সম্ভোগের দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন।

যেমন ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে ঃ

حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ

অর্থাৎ 'অবশেষে তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইল যখন তাহারা তাহাতে মত্ত হইল, তখন অকস্মাৎ তাহাদিগকে ধরিলাম, ফলে তাহারা নিরাশ হইল।'

আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ 'অতঃপর সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হইল এবং প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।' ইমাম আহমদ প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٤٦) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ○

(٤٧) قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

(٤٨) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

(٤٩) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

৪৬. "তোমরা আমাকে বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া নেন এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর মারিয়া দেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন্ ইলাহ্ আছে যে তোমাদিগকে এইগুলি ফিরাইয়া দিবে? দেখ, কিরূপে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; এতদসত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।"

৪৭. "তোমরা আমাকে বল, আল্লাহ্‌র শাস্তি অকস্মাৎ বা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হইলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ব্যতীত আর কে ধ্বংস হইবে ?"

৪৮. "রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি; কেহ বিশ্বাস করিলে ও নিজকে সংশোধন করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিতও হইবে না।"

৪৯. "যাহারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলিয়াছে, সত্য ত্যাগের জন্য তাহাদের উপর শাস্তি আপতিত হইবে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে বলেন ঃ তুমি মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর,

اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ যদি তাঁহার প্রদত্ত তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া লন ?'

অন্যস্থানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ

অর্থাৎ 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন আর তোমাদিগকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছেন।' অতঃপর শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি শরীআতের অনুসরণ করা হইতে বঞ্চিত করেন এবং সত্য উপলব্ধি ও সত্য দ্বারা উপকৃত হওয়া হইতে অন্ধ ও বধির করিয়া রাখেন। তাই বলা হইয়াছে ঃ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ -'এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর মারিয়া দেন।'

কুরআনে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ

অর্থাৎ 'দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির মালিক কে ?'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ

অর্থাৎ 'জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষ ও তাহার অন্তর বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন।'
অতঃপর তিনি এখানে বলিয়াছেন ঃ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيْكُمْ بِهٖ

অর্থাৎ 'তিনি যদি দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি কাড়িয়া নেন এবং হৃদয়ে যদি মোহর মারিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি ব্যতীত কে আছেন যে, ইহার অপনোদন ঘটাইতে পারে ?
তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ

অর্থাৎ 'দেখ, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার একত্ববাদের নিদর্শনসমূহ কত ব্যাখ্যা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।' তিনি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই।

ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ অর্থাৎ 'এই ধরনের বিবরণ ও নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও তাহারা সত্য গ্রহণ ও শরীআতের অনুসরণ হইতে নিজেরা মুখ ফিরাইয়া রাখে এবং অপরকেও বাধাদান করে।'
আওফী ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ يَصْدِفُوْنَ অর্থ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ পূর্বাবস্থায় বহাল থাকা, মুখ ফিরাইয়া রাখা।

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন ঃ يَصْدِفُوْنَ অর্থ يَعْرِضُوْنَ অর্থাৎ মুখ ফিরাইয়া রাখা।
সুদ্দী (র) বলেন ঃ يَصْدِفُوْنَ অর্থ يَصُدُّوْنَ অর্থাৎ বিরত রাখা।
অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً
অর্থাৎ 'তোমরা আমাকে বল, আল্লাহর শাস্তি যদি তোমাদের অজ্ঞাতে অকস্মাৎ অথবা جَهْرَةً প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত করেন', তাহা হইলে ঃ
هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ – 'সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ব্যতীত আর কে ধ্বংস হইবে ?' অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর সহিত অংশীদারিত্বের বিশ্বাসের জন্য অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর ধ্বংস হইতে তাহারাই পরিত্রাণ পাইবে যাহারা তাঁহার ইবাদত করে এবং তাঁহার দ্বিতীয় কোন শরীক নাই বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নাই। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

অর্থাৎ 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং ঈমানকে শিরক দ্বারা কালিমাযুক্ত করে নাই, তাহাদের জন্য নিরাপত্তা রহিয়াছে এবং তাহারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হইয়াছে।'
অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ

'রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি।'
অর্থাৎ রাসূলগণকে আল্লাহর ইবাদত গুযার মু'মিনদিগকে সুসংবাদ প্রদান করার জন্য এবং আল্লাহে অবিশ্বাসী কাফিরদিগকে দুঃসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শন করার জন্য প্রেরণ করা হয়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ অর্থাৎ 'যে আন্তরিকভাবে ঈমান গ্রহণ করিয়া নবীর অনুসৃত পথে পরিচালিত হইয়া নেককাজ সম্পাদন করে।'

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ - 'ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের ভয় নাই।'

وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ - 'এবং অতীত জীবনে তাহারা যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য তাহাদের অনুশোচনারও কোন কারণ নাই।' কেননা তাহাদের অতীত জীবনের ভুল-ভ্রান্তির জন্য আল্লাহ স্বয়ং যিম্মাদার।

পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

অর্থাৎ 'যাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহাদিগকে কুফর ও অসত্যতার জন্য আযাবের সম্মুখীন হইতে হইবে।' কেননা তাহারা আল্লাহর নির্দেশাবলী হইতে নিজেদের দূরে রাখিয়াছে এবং তাঁহার নিষেধ ও হারাম সমূহ তাহারা সম্পাদন করিয়াছে। উপরন্তু তাহারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমাকে অতিক্রম করিয়াছেন।

(٥٠) قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

(٥١) وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْۤا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

(٥٢) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٥٣) وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْۤا اَهٰۤؤُلَاۤءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ۝

(٥٤) وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًاۢ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৫০. "বল, আমি তোমাদিগকেও ইহা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নহি এবং তোমাদিগকে ইহাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা; আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয়, আমি শুধু তাহারই অনুসরণ করি। বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান ? তোমরা কি অনুধাবন কর না ?"

৫১. "যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হইবে এমন অবস্থায়, যখন তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকিবে না, তুমি তাহাদিগকে ইহা দ্বারা সতর্ক কর; হয়ত তাহারা সাবধান হইবে।"

৫২. "যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না। তাহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের নয় যে, তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবে: উহা করিলে তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

৫৩. "এইভাবে তাহাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা বলে, আমাদের মধ্যে কি ইহাদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করিলেন ? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নহেন ?"

৫৪. "যাহারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, তাহারা যখন তোমার নিকট আসে, তখন তাহাদিগকে তুমি বলিও, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিক হউক, তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কেহ অজ্ঞানতাবশত যদি মন্দ কার্য করে, অতঃপর তাওবা করে এবং সংশোধিত হয়, তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে বলেন ঃ

قُلْ لاَّ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰه অর্থাৎ 'হে রাসূল! তুমি বল যে, আমি তোমাদিগকে ইহা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার রহিয়াছে। আমি উহার স্বত্ত্বাধিকারী নই এবং উহা ব্যয় করার অধিকারও আমার নাই।'

وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ অর্থাৎ 'আমি তোমাদিগকে এই কথা বলি না যে, আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত।' বরং অদৃশ্য সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহই অবগত। তিনি আমাকে যতটুকু অবগত করান, কেবল ততটুকু আমি তোমাদিগকে অবহিত করি।

وَلاَ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ অর্থাৎ 'আমি এই দাবিও করি না যে, আমি ফেরেশতা'; বরং আমি একজন মানুষ মাত্র। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার তরফ হইতে আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেন। এই ওহী প্রেরণের দ্বারা তিনি আমাকে সম্মানিত এবং কল্যাণসিক্ত করিয়াছেন।

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَايُوْحٰى اِلَىَّ অর্থাৎ 'আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয়, আমি শুধু তাহারই অনুসরণ করি।' ওহীর নির্দেশ ব্যতীত এক কদমও বাহিরে যাই না।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ -'বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান ?' তোমরা কি অনুধাবন কর না ? অর্থাৎ সত্যের অনুসারী এবং মিথ্যার অনুসারী কি কখনো সমান হইতে পারে ?

اَفَلاَ تَتَفَكَّرُوْنَ - 'তোমরা কি অনুধাবন কর না ?'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الاَلْبَابِ

অর্থাৎ 'তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহা সত্য বলিয়া জানে সে আর জ্ঞানান্ধ কি সমান ? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বোধশক্তিসম্পন্নরাই।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْآ اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلاَ شَفِيْعٌ

অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ! যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হইবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকিবে না, তুমি তাহাদিগকে কুরআন দ্বারা সতর্ক করিয়া দাও।'

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ এবং

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ

অনুরূপ এখানে আল্লাহ্ বলেন ঃ

الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْآ اِلٰى رَبِّهِمْ

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং যাহারা হিসাবের দিনের ব্যাপারে সন্ত্রস্ত আর যাহাদের এই ভয় রহিয়াছে যে, তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন প্রতিপালকের নিকট সমবেত হইতে হইবে।'

لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلاَ شَفِيْعٌ-'সেইদিন তাহাদের তিনি ব্যতীত কোন ঘনিষ্টজন ও সুপারিশকারী থাকিবে না' যে, তাহাদিগকে আযাব হইতে মুক্ত করিয়া আনিবে। অর্থাৎ সেই দিনটি কত ভয়ংকর, যেইদিন একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কাহারো নির্দেশ কার্যকর হইবে না।

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ-এই ভয়ের পরে হয়ত তাহারা এমন আমল করিবে, যে আমল তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব হইতে নাজাত দিবে। পরন্তু যদি তাহারা সত্যিকার অর্থে আমল করে, তবে তাহারা প্রত্যেকটি আমলে দ্বিগুণ সাওয়াবও পাইতে পারে।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ

অর্থাৎ 'যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না।' বরং তাহাদিগকে তুমি তোমার বিশিষ্ট অনুসারীদের সমমর্যাদায় অভিষিক্ত কর।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَاتَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَاتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا

অর্থাৎ 'তুমি নিজেকে রাখিবে উহাদেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে উহাদের প্রতিপালককে, তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করিয়া উহাদের হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইও না। যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে, তুমি তাহার আনুগত্য করিও না।

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ-অর্থাৎ 'যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে।'

بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ-'সকালে এবং সন্ধ্যায়। 'সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, ইহা দ্বারা ফরয নামাযসমূহকে বুঝান হইয়াছে। অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

'তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।' অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রার্থনা কবূল করিয়া নিব।

يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ অর্থাৎ 'এই আমলের দ্বারা তাহারা তাহার প্রতিপালকের অনুকম্পা কামনা করে।' কারণ এই আমলের ব্যাপারে তাহারা যথেষ্ট আন্তরিক ও একাগ্রচিত্ত (তাই তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না)। কেননা–

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

'তাহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্বও তাহাদের নয়।'

অনুরূপ হযরত নূহ (আ)-কে যাহারা বলিয়াছিল যে, তুমি তো আমাদিগকে ঈমান আনিতে বল ও তোমাকে অনুসরণ করিতে বল। অথচ আমরা দেখিতেছি যে, নীচ শ্রেণীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করিতেছে! জবাবে হযরত নূহ (আ) বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের ব্যাপারে আমার ভাবিবার কোন অবকাশ নাই। তাহারা কি করিতেছে তাহাও আমার দেখার বিষয় নয়। তবে তোমরা যদি জ্ঞানী হইয়া থাক তবে জানিয়া রাখ, তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন, তিনিই তাহাদের হিসাব গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ তাহাদের কর্মের হিসাব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করিবেন, তাহাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার নয়। তেমনি আমার কর্মের হিসাব লইবার দায়িত্বও তাহাদের নয়।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ 'হে নবী! আপনি যদি আপনার নিকট হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে আপনি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।'

ইমাম আহমদ (র)......ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ একদা কুরায়শের একটি দল আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট খাব্বাব, সুহাইব, বিলাল ও আম্মার (রা) প্রমুখ বসা ছিলেন। তখন তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া কুরায়শ দল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করে, হে মুহাম্মদ! তোমরা কি এই লোকগুলিকে ভাল মনে কর ? তৎক্ষণাৎ এই আয়াতটির–

وَاَنْذِرْبِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْاۤ اِلَى رَبِّهِمْ.. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ

-এই পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ একদা কুরায়শের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসে। তখন তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন সুহাইব, বিলাল, আম্মার ও খাব্বাব (রা) প্রমুখ দুর্বল মুসলমানগণ। ইহাদিগকে দেখিয়া তাহারা বলিল, হে মুহাম্মদ! তোমরা কি এই সব লোককে পসন্দ কর ? ইহারা কি সেই সব লোক, আমাদিগকে রাখিয়া যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন ? আমরা কি ইহাদের সহিত একত্রে তোমার অনুসরণে নিয়োজিত থাকিব ? অসম্ভব। তুমি ইহাদিগকে তোমার নিকট হইতে বিতাড়িত করিলেই কেবল আমরা তোমার অনুসরণে অগ্রসর হইয়া আসিতে পারি। অতঃপর আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......খাব্বাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, খাব্বার (রা) ঃ

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِىِّ

– আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আকরা ইব্‌ন হাবিস তাইমী ও উআয়না ইব্‌ন হিস্‌ন ফাযারী আসে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসা ছিলেন সুহাইব, বিলাল, আম্মার ও খাব্বাব (রা) প্রমুখ দুর্বল মুসলমানবৃন্দ। তাহারা এই সকল লোককে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে দেখিতে পাইয়া তাহদিগকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। ইহার পর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একান্তে ডাকিয়া বলে, আমরা আপনার মজলিসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করিতে চাই। এই নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলো এই সম্পর্কে অবগত যে, তাহাদের চাইতে আমরা প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত। আপনার নিকট সব সময় আরবের বিভিন্ন গোত্রের বহু সম্মানিতজন আসিয়া থাকেন। তাহারা যদি আসিয়া ইহাদের সহিত আমাদিগকে মজলিসে বসা দেখেন তাহা হইলে আমাদের আর ইয্‌যত থাকিবে না। তাই আমরা যখন আপনার নিকট আসিয়া বসিব, তখন ইহাদিগকে অন্যত্র সরিয়া যাইতে বলিবেন। আমরা চলিয়া যাওয়ার পর ইহারা আসিয়া আপনার নিকট বসিলে আমাদের তাহাতে কোন আপত্তি নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আচ্ছা। অতঃপর তাহারা বলিল, এই ব্যাপারে তাহা হইলে আমাদিগকে লিখিত দিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কাগজ চাহিয়া পাঠান এবং চুক্তিপত্র লেখার জন্য হযরত আলী (রা)-কে ডাকেন। তখন আমরা কয়জন এককোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) অবতীর্ণ হইয়া বলেন ঃ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ

অর্থাৎ 'যাহারা তোমার প্রতিপালককে ডাকে, তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না।' এ আয়াত শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) কাগজটা হাত হইতে ছুঁড়িয়া ফেলেন। অতঃপর আমাদিগকে তাঁহার কাছে ডাকিয়া বসান। আসবাতের সূত্রে ইব্‌নে জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হাদীসটি দুর্বল। কেননা এই আয়াতটি মক্কী আর আকরা ইব্‌ন হাবিস ও উআইনা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন হিজরতেরও বেশ পরে।

সুফিয়ান সাওরী (র)......শুরাইহ হইতে বর্ণনা করেন যে, শুরাইহ বলেন ঃ সা'দ (রা) বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি যে ছয়জন সাহাবী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইব্‌ন মাসউদ (রা)-ও একজন। তখন আমরা সকলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বেশি নিকটস্থ হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকিতাম। আমরা তাঁহার খুব কাছে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতাম। এই অবস্থায় কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, আপনি আমাদিগকে দূরে রাখিয়া উহাদিগকে (নিম্ন শ্রেণীর) কাছে টানিয়া বসান কেন ? এই কথার প্রেক্ষিতে নাযিল করা ঃ

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِىِّ- 'যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ডাকে ও তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করে, তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না।'

হাকিম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, সহীহদ্বয়ের শর্তে এই হাদীসটি বিশুদ্ধ। মিকদাম ইব্‌ন শুরাইহ্‌র সূত্রে ইব্‌ন হিব্বান স্বীয় সহীহ সংকলনেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ

অর্থাৎ 'এইভাবে তাহাদের এক দলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি।'

لِيَقُوْلُوْا هٰؤُلاَءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا –'তাহারা বলে, আমাদের মধ্যে কি ইহাদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করিলেন ?'

বস্তুত ইসলামের প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুরুষ ও মহিলা অনুসারীদের অধিকাংশই ছিলেন দুর্বল সমাজের ও নিম্ন শ্রেণীর। উচ্চ শ্রেণীর অনুসারী ছিলেন নগণ্য সংখ্যক।

নূহ (সা)-কে তাঁহার কওমের লোকেরা বলিয়াছিল ঃ

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّأْىِ অর্থাৎ 'আমরা আপনার অনুসারীদের মধ্যে সবই দেখিতেছি সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক। আপনার অনুসারীদের মধ্যে কোন সম্মানিত লোক আমরা দেখিতে পাইতেছি না।'

এইভাবে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সমাজের দুর্বল লোকেরা কি তাঁহার অনুসরণ করে, না প্রতাপশালী লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করে ? জবাবে আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিলেন, সমাজের দুর্বল ও দরিদ্র লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তদুত্তরে হেরাক্লিয়াস বলিয়াছেন, প্রথমদিকে এই ধরনের লোকেরাই রাসূলের অনুসরণ করিয়া থাকে।

মোটকথা কুরায়শের মুশরিকরা দুর্বল মু'মিনদিগকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিত এবং সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার চালাইত। তাহারা বলিত, আল্লাহ এইসব লোককে কেন তাঁহার

আশীর্বাদপুষ্ট করিলেন ? কেন ইহাদিগকে সত্যের পথে চালিত করিলেন ? অর্থাৎ এইসব লোককে যে কাজে প্রথমে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি উত্তম কাজ হইত, তবে তাহাদিগকে কেন প্রথমে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা বা বুঝ দেওয়া হইল না ? অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, তাহারা বলিতঃ

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ -'যদি ইহারা আমাদের হইতে উত্তম হইয়া থাকে, তবে আমাদের হইতে সেই ব্যাপারে ইহারা অগ্রগামিত্ব লাভ করিত না।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا

অর্থাৎ 'যখন তাহাদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন কাফিররা মু'মিনদিগকে বলে, এই উভয় দলের মধ্যে কাহারা উত্তম এবং কাহারা সম্মান ও সম্পদের অধিকারী ?'

এই কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا

অর্থাৎ 'আমি ইহাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা সম্মান, সম্পদ ও পদাধিকারে বহু উঁচুস্তরের ছিল।'

মুশরিকরা বলিয়াছিল যে, اَهٰؤُلاَءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা তাহাদের চাইতে দুর্বল মুসলমানদিগকে কেন প্রাধান্য দেন ? এই কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা কি কৃতজ্ঞ, পুণ্যাত্মা ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের সম্পর্কে অবহিত নহেন ?' অর্থাৎ তিনি কি অবহিত নহেন যে, কথায়, কাজে ও হৃদয় দিয়া কাহারা তাঁহার শোকর গুযারী করে ? তাই যাহারা শোকর গুযার, তাহাদিগকেই আল্লাহ তা'আলা সত্য কর্ম সম্পাদনের পথে পরিচালিত হইবার তাওফীক দান করেন ও তাঁহার অনুকম্পায় তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়া আসা হয় এবং তাহাদিগকে সঠিক সরল পথের হিদায়াত দান করা হয়। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ 'যাহারা আমার পথে জিহাদ করে আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার পথসমূহে হিদায়াত দান করি এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে রহিয়াছেন।'

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বর্ণ ও চেহারা দেখেন না; বরং তিনি দেখেন তাহাদের অন্তর ও আমলসমূহ।

ইব্ন জারীর (র)......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরামা وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ -এই আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ একদা বনী আব্দে মানাফের কাফির উত্তবা ইব্ন রবী'আ, শায়বা ইব্ন রবী'আ, মুতইম ইব্ন আদী, হারিস ইব্ন

নুফাইল ও কুরযা ইব্‌ন আব্দে আমর ইব্‌ন নুফাইল প্রমুখ আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আবূ তালিব! আপনার ভাতিজা মুহাম্মদ যদি তাহার অনুসারী দাস শ্রেণীর লোকদিগকে তাহার নিকট হইতে তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে আমরা তাহার অনুসরণ করিব ও তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব। কেননা তাহার অনুসারী দাসগুলি একদিন আমাদেরই দাস ছিল। তাই তাহারা আমাদের চাইতে বহু নিম্নস্তরের লোক। তাহাদের সহিত আমরা একদলে যোগ দিতে পারি না।

অতঃপর আবূ তালিব আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই প্রস্তাব দিলে উমর (রা) বলেন, তাহাদের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করিয়া দেখা যাইতে পারে যে, এই রকম করা হইলে কাফিররা কি করে। তাহারা তাহাদের ওয়াদার উপর স্থির থাকে কি না, তাহা পরীক্ষা হইয়া যাইবে। তখন আল্লাহ তা'আলা وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ হইতে اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ এই পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, যে সকল মুসলমান দাসদিগকে লক্ষ্য করিয়া কাফিররা এই প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহারা হইলেন ঃ বিলাল, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার, আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালেমা, উসাইদের মুক্তদাস সাবীহা, ইব্‌ন মাসউদের সহচরবৃন্দ, মিকদাদ ইব্‌ন আমর, মাসউদ ইব্‌ন কারী, ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ হানযালী, আমর ইব্‌ন আব্দে আমর, যুল-শামালাইন, মারসাদ ইব্‌ন আবূ মারসাদ, হামযাহ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের হালীফ আবূ মারসাদ আল-গানুভী (রা)-সহ আরো অনেকে।

আযাদকৃত গোলামের মালিক ও তাহাদের হালীফ কাফির কুরায়শ সর্দারদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে এই আয়াতটি ঃ

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا

'এইভাবে তাহাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা বলে, আমাদের মধ্য হইতে কি ইহাদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করিলেন?'

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার ইতিপূর্বে বর্ণিত ভুল পরামর্শ সম্পর্কে ওযরখাহী করেন। অতঃপর হযরত উমর (রা)-এর এই ওযরখাহীর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ

'যাহারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, তাহারা যখন তোমার নিকট আসে, তখন তাহাদিগকে তুমি বলিও, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।'

অর্থাৎ তাহাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করিয়া তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দাও এবং তাহাদিগকে আল্লাহর সুপ্রশস্ত কৃপার সুসংবাদ দান কর। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

'তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।'

অর্থাৎ অনুরাগ ও ইহসানবশত তিনি নিজের জন্য দয়া করা ওয়াজিব বলিয়া স্থির করিয়া নিয়াছেন।

اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ-'তোমাদের মধ্যে কেহ অজ্ঞানতাবশত যদি মন্দ কার্য করে।'

পূর্বসূরীদের কেহ বলিয়াছেন-যে পাপ করে সে অজ্ঞ।

মু'তামার ইব্ন সুলায়মান (র)......ইকরিমা হইতে مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ দুনিয়াদারী অর্থই অজ্ঞতা। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَصْلَحَ -'অতঃপর যদি তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে।' অর্থাৎ অতঃপর যদি পাপ হইতে প্রত্যাবর্তন করে এবং ভবিষ্যতে যদি পাপ না করার প্রতিজ্ঞা করে।

فَاَنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -'তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্ট জীবসমূহের ভাগ্য নির্ধারণ করেন, তখন তিনি স্বীয় লেখ্য ফলক 'লাওহে মাহফূযের' উপর লিখিয়াছেন যে, আমার নির্দয়তার উপরে আমার দয়ার প্রাধান্য থাকিবে।

এই হাদীসটি সহীহদ্বয়েও বর্ণিত হইয়াছে। এইভাবে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আ'মাশও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মূসা ইব্ন উকবার সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে হযরত নবী (সা) হইতে লাইসও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন আল্লাহ ত'আলা (হাশরের দিন) বিচারকার্য সমাপ্ত করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবেন, তখন আরশপৃষ্ঠ হইতে এই লিখা বাহির হইবে যে, নিশ্চয়ই আমার দয়া আমার নির্দয়তার উপরে প্রাধান্যপ্রাপ্ত এবং আমি অশেষ দয়াশীল ও পরম করুণাময়।

অতঃপর তিনি এমন এক মুষ্টি অথবা দুই মুষ্টি সৃষ্ট জীব জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া আনিবেন যাহাদের পুণ্য বলিতে কিছুই ছিল না। তাহাদের দুই চোখের মধ্যে বরাবর লেখা থাকিবে - عتقاء الله। (আল্লাহর আযাদকৃত)।

আবদুর রাযযাক (র)......সালমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমান كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ -এই আয়াতাংশটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আমি তাওরাতে দেখিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি করার সময় একশত দয়া সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ জীব সৃষ্টির পূর্বে তিনি দয়া সৃষ্টি করেন। অতঃপর জীব সৃষ্টি করিয়া সকল জীবের মধ্যে এক-শতংাশ দয়া বন্টন করিয়া দেন এবং নিজের জন্য রাখেন অবশিষ্ট নিরানব্বই শতংাশ। এই একাংশ দয়ার ক্রিয়ায় মানুষ একে অপরকে ভালবাসে, প্রীতিময় ইতিহাসের সৃষ্টি করে, ভালবাসার বন্ধনে সমাজে বসবাস করে। উটনী, গাভী, বকরী এই একাংশ দয়ার বলে স্বীয় শাবককে আদর করে। ইহারই বলে বিষধর সাপেরা একত্রে বাস করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাঁহার নিরানব্বই (শতাংশ) দয়া এবং সৃষ্টিজীবকে দেয়া দয়াসমূহ একত্র করিয়া সকল দয়া পাপীদের ত্রাণে নিয়োগ করিবেন।

এই বিষয়ের উপর বহু মারফূ হাদীস রহিয়াছে যাহার বর্ণনা সামনে আসিতেছে। উহা وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তুমি কি জান, আল্লাহর প্রতি বান্দার কি দায়িত্ব ? বান্দার দায়িত্ব হইল, আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করা।

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি জান, বান্দার প্রতি আল্লাহর দায়িত্ব কি ? আল্লাহর দায়িত্ব হইল বান্দাকে শাস্তি না দেওয়া।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫৫) وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

(৫৬) قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝

(৫৭) قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ۝

(৫৮) قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

(৫৯) وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৫৫. "এইভাবে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি যাহাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়।"

৫৬. "বল, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহাদের ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে; বল, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করি না; উহা করিলে আমি বিপথগামী হইব এবং সৎপথপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না।"

৫৭. "বল, আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, অথচ তোমরা উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ; তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা আমার নিকট নাই; কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।"

৫৮. "বল, তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা যদি আমার নিকট থাকিত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে তো ফয়সালা হইয়াই যাইত, এবং আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।"

৫৯. "অদৃশ্যের কুঞ্জী তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না। জল ও স্থলে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই অবগত; তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না; মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা সজীব কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্টভাবে কিতাবে নাই।"

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বের আলোচনায় যেভাবে দলীল-প্রমাণ দ্বারা হিদায়াত ও সঠিক পথের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইভাবে যে সব আয়াত শ্রোতাদের জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে, সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ-'এইভাবে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি।'

وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ-'যাহাতে অপরাধীদের পথ প্রকাশিত হয়।' অর্থাৎ যাহাতে রাসূলগণের বিরুদ্ধবাদীদের গমনাগমন পথ সুপ্রকাশিত হইয়া যায়।

কেহ এই আয়াতাংশকে ولتبين سبيل المجرمين এইভাবে পড়িয়াছেন। অর্থাৎ অপরাধীদের পথ প্রকাশকারী হে মুহাম্মদ! অথবা হে অপরাধীদের পথ প্রকাশকারী!

قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ -'বল, আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভরশীল।' অর্থাৎ যে ওহী আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট প্রেরণ করেন আমি তাহার উপরে সজাগ দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি।

وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ-অথচ 'আল্লাহর পক্ষ হইতে যে সত্য আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে, উহা তোমরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছ।'

وَمَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ অর্থাৎ 'যে আযাব তোমরা সত্বর চাহিতেছ, তাহা আমার অধিকারে নয়।'

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ-'কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই।' অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর। তিনি ইচ্ছা করিলে সত্বর তোমাদের প্রতি আযাব আপতিত করিতে পারেন। আর তিনি যদি হিকমত অবলম্বনপূর্বক তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রার্থিত আযাব আরোপ করিতে বিলম্ব করেন বা তোমাদিগকে অবকাশ দেন, তবে তাহা তাঁহার ইচ্ছাধীন।

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ-'তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।' অর্থাৎ বিচারকার্য নিষ্পত্তি করায় এবং বান্দাদের প্রতি নির্দেশ ও আদেশ প্রদানে তিনি সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ

অর্থাৎ 'বল, তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা যদি আমার নিকট থাকিত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে তো ফয়সালাই হইয়া যাইত এবং আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।'

এখন প্রশ্ন হইল যে, এই আয়াতের বক্তব্য এবং সহীহদ্বয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটির মধ্যে অসামঞ্জস্য কেন ? হাদীসটি এই ঃ

সহীহদ্বয়ে আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জীবনে উহুদের চাইতেও কঠিন কোন দিন

অতিবাহিত হইয়াছে কি ? জবাবে তিনি বলেন ঃ এইদিনের চাইতেও কঠিন কষ্ট আমি আকাবার দিন পাইয়াছি। যখন আমি ইব্ন আবদে ইয়ালীল ইব্ন আব্দে কুলাল গোত্রের নিকট আমার দাওয়াত পেশ করিয়াছিলাম, তাহারা আমার দাওয়াত নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমি ভীষণ মনোব্যথা নিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। কারণে মু'আলিব নামক স্থানে আসিয়া যখন পৌঁছি, তখন আমি প্রকৃতিস্থ হই। তখন মাথা উপরের দিকে তুলিয়া দেখিতে পাই যে, একখানা মেঘ আমার মাথার উপরে ছায়া হইয়া রহিয়াছে। সেই মেঘখানার মধ্যে জিবরাঈল (আ)-কে দেখা যাইতেছিল। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছিলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার জাতির লোকেরা আপনার সহিত যে দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহা আল্লাহ দেখিয়াছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা পর্বতের ফেরেশতাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আপনি তাহাকে যাহা ইচ্ছা নির্দেশ করিতে পারেন। তখন পর্বতের ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাম দিয়া বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি যদি আদেশ করেন তাহা হইলে আমি উভয় পাহাড় আপনার স্বজাতির উপর নিক্ষেপ করিব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন ঃ আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা এই সকল কাফিরের ঔরসে এমন সন্তান জন্ম দিবেন যাহারা হইবে ঈমানদার এবং আল্লাহর সহিত তাহারা অন্য কাহাকেও শরীক করিবে না।

সহীহ মুসলিমে এই কথাও বর্ণিত হইয়াছে যে, ফেরেশতাগণ তাহাদের আযাব অবতরণের প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পেশ করিলে তিনি তাহাদিগকে অবকাশ প্রদানের কথা বলেন এবং তিনি তাহাদিগকে বিলম্বে আযাব অবতীর্ণ করিতে অনুরোধ করেন। এই কারণে যে, হয়ত ভবিষ্যতে ইহাদের ঔরসে মু'মিন পয়দা হইবে।

অতএব কথা হইল যে, আলোচ্য আয়াত এবং উপরোক্ত হাদীসের মধ্যে অসামঞ্জস্য প্রকাশ পাইতেছে।

কেননা আয়াতে বলা হইয়াছে, যেই আযাব তোমরা কামনা কর তাহা অবতীর্ণ করার অধিকার বা শক্তি যদি আমার হাতে থাকিত তবে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা তখনই করিয়া ফেলিতাম। আমি তোমাদের প্রতি তৎক্ষণাৎ আযাব নাযিল করিতাম। অথচ এই হাদীসে দেখা যায় যে, আযাব অবতীর্ণ করার সুযোগ তাঁহার হাতের মুঠায় আসার পরেও তিনি কাফিরদিগকে অবকাশ দেন ও ফেরেশতাদিগকে তাহাদের প্রতি আযাব অবতীর্ণ না করার জন্য অনুরোধ করেন।

এই সংশয় ও অসামঞ্জস্যতার সমতা বিধানের পন্থা হইল এই ঃ আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, তাহারা আযাবের জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিল ও আযাবের জন্য তাহারা প্রার্থনা করিয়াছিল। তাই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করার তাগিদে আযাব অবতীর্ণ করাটা বাঞ্ছনীয় ছিল। অন্যদিকে আযাবের জন্য আকাবার কাফিরদের আকাঙ্ক্ষিত থাকার কথা হাদীসে উল্লেখ নাই; বরং ফেরেশতারা তাঁহাদের নিজেদের পক্ষ হইতে আযাব নিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিয়াছিলেন যে, আপনি যদি বলেন, তাহা হইলে মক্কার 'পাথরের' পর্বতদ্বয় যাহা উত্তর ও দক্ষিণদিক দিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে, উহার নিষ্পেষণে

তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেই। কেবল সেই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের প্রতি আযাব অবতীর্ণকরণে বিলম্ব ও অবকাশ দানের জন্য অনুরোধ করেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا اِلاَّهُوَ

অর্থাৎ 'অদৃশ্যের কুঞ্জী তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত কেহ তাহা জানে না।'

ইমাম বুখারী (র)......আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ অদৃশ্যের কুঞ্জী পাঁচটি। তবে উহা কি কি, তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

তবে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে। উহা হইল কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান, বারি বর্ষণ, ভ্রূণের সন্তান, আগামীদিনের উপার্জন এবং মৃত্যুবরণের স্থান। এই পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ অবহিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

উমর (রা)-এর একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, একদা জিবরাঈল (আ) বেদুঈনের সূরতে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাবের এক পর্যায়ে বলেন যে, পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত। এই কথা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন– "নিশ্চয়ই একমাত্র আল্লাহর নিকট রহিয়াছে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান....।

আলোচ্য আয়াতাংশের পরবর্তী অংশে আসিয়াছে ঃ

وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ – 'জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে, তাহা তিনিই অবগত।' অর্থাৎ জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে, তাহার সবকিছুর জ্ঞান আল্লাহর আয়ত্তাধীন। পৃথিবী ও আকাশসমূহের সামান্যতম মরীচিকাও তাঁহার অবগতির বাহিরে নয়। এই ব্যাপারে কবি সারসারী যথার্থ বলিয়াছেন ঃ

فلايخفى عليه الذراما * ترائ للنواظر اوتوارى

অর্থাৎ 'আল্লাহর দৃষ্টি হইতে একটি কণাও গোপন থাকে না। চাই তাহা চক্ষুষ্মানরা দেখুক বা না দেখুক।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلاَّيَعْلَمُهَا- 'তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না।' অর্থাৎ যখন তিনি প্রাণহীন বস্তু সম্পর্কে অবহিত রহিয়াছেন তখন কিভাবে ভাবা যায় যে, জীব জগত তথা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী জিন্ন এবং ইনসানের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত নহেন?

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

অর্থাৎ 'চক্ষু যাহা এড়াইয়াছে ও অন্তরে যাহা গোপন আছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلاَّيَعْلَمُهَا এই আয়াতাংশের ব্যখ্যায় বলেন ঃ জল ও স্থলের প্রতিটি বৃক্ষের দায়িত্বে একজন করিয়া ফেরেশতা রহিয়াছেন যিনি তাহার দায়িত্বে অর্পিত গাছটির

বৃন্তচ্যুত প্রতিটি পাতার হিসাব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতটির সর্বশেষ অংশ হইল এই ঃ

وَلاَ حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلاَرَطْبٍ وَّلاَيَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ 'মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা সতেজ কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস বলেন ঃ পৃথিবীর প্রতিটি বৃক্ষে, এমনকি সূঁচের ছিদ্রেও আল্লাহর নির্ধারিত ফেরেশতা রহিয়াছেন। তাহারা প্রতিটি বৃক্ষের তরতাজা হওয়া কিংবা শুকাইয়া যাওয়ার সময়টিও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন।

ইব্ন জারীর (র)......মালিক ইব্ন সাঈর হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দোয়াত ও লওহ সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি উহাতে পৃথিবীর সৃষ্টিতব্য প্রতিটি বস্তুর কথা লিপিবদ্ধ করেন। এমনকি কে হালাল ভক্ষণ করিবে এবং কে হারাম ভক্ষণ করিবে, আর কে নেককার হইবে এবং কে বদকার হইবে, তাহাও লিপিবদ্ধ করা হয়। এই কথা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا

অর্থাৎ 'তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না।'

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) বলেন ঃ তৃতীয় যমীনের নীচে ও চতুর্থ যমীনের উপরের জিন্নসমূহ তোমাদের নিকট আসার চেষ্টা করে। কিন্তু উহাদের এক ঝলকও তোমাদিগকে দেখাইবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। ইহা আল্লাহর এক ধরনের 'খাতাম' বা প্রাচীর এবং প্রত্যেকটি প্রাচীরে তিনি একজন করিয়া ফেরেশতা নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাচীরের জন্য প্রত্যেকদিন একজন করিয়া ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া বলেন যে, প্রাচীর বা 'খাতাম' তোমার দায়িত্বে সোপর্দ করা হইয়াছে, তুমি উহার হিফাযত কর।

(٦٠) وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۟

(٦١) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ۟

(٦٢) ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۭ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۣ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ۟

৬০. "তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন; অতঃপর দিবসে তোমাদিগকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন যাহাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁহার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তোমরা যাহা কর, সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে তিনি অবহিত করিবেন।"

৬১. "তিনি স্বীয় দাসদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন; অবশেষে যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত সত্তাগণ তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।"

৬২. "অতঃপর তাহাদের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তাহারা প্রত্যাবর্তিত হয়। দেখ, কর্তৃত্ব তো তাঁহারই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে রাত্রে ঘুমের সময় মৃত্যু দান করেন। আর ইহা হইল ছোট মৃত্যু। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

إِذْ قَالَ يَاعِيسَى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

অর্থাৎ 'যখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ হে ঈসা! আমি তোমার মৃত্যুদাতা এবং আমি তোমাকে আমার নিকট উত্তোলনকারী।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর সময়ে যথার্থ মৃত্যু দান করেন এবং নিদ্রার সময়ে যথার্থ মৃত্যু হয় না। তবে যাহার মৃত্যু নির্ধারিত হয়, তাহার আত্মা তখন আটক রাখা হয় ও অন্যান্য আত্মা নির্ধারিত সময়ের জন্য ফেরত দেওয়া হয়।'

মূল আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুই ধরনের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একটি হইল ছোট মৃত্যু এবং অপরটি হইল বড় মৃত্যু। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ছোট মৃত্যু এবং বড় মৃত্যুর হুকুম বর্ণনা করিয়াছেন। তাই বলা হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ

'তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কর, তাহা তিনি জানেন।'

অর্থাৎ দিনের বেলায় কি কাজ তোমরা কর তাহা তিনি জানেন। আলোচ্য আয়াতের এই অংশটুকুর সহিত অন্য অংশের বিষয়ের সম্পর্ক নাই। তবে ইহা দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, বান্দার দিন ও রাত এবং স্থির ও চঞ্চল সর্বসময়ের অবস্থা ও কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত রহিয়াছেন।

কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ

অর্থাৎ 'গোপন ও প্রকাশ্য, দিন ও রাতের সকল কর্মের জ্ঞান আল্লাহর রহিয়াছে।'

অন্য আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাতে তোমরা রাতে সুষুপ্তি লাভ করিতে পারে।'

وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ 'এবং দিনের বেলায় তাঁহার কৃপায় উপার্জন ও ভক্ষণ কর।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

অর্থাৎ 'আমি তোমাদের জন্য রাতকে আবরণ করিয়াছি এবং দিবসকে করিয়াছি উপার্জনের সময়।'

তাই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ

অর্থাৎ 'তিনি রাত্রিকালে তোমাদের সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে যে আমল তোমরা উপার্জন কর তাহা তিনি জানেন।'

ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ অর্থাৎ 'অতঃপর দিবসে তিনি তোমাদিগকে পুনর্জাগরিত করেন।' এই অর্থ করিয়াছেন কাতাদা, মুজাহিদ ও সুদ্দী। আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাসীর হইতে ইব্‌ন জুরাইজ এই অর্থ করিয়াছেন যে, অতঃপর তিনি রাত্রে তোমাদিগকে পুনর্জাগরিত করেন। তবে প্রথমোক্ত অর্থটিই সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিযাছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একজন নির্ধারিত ফেরেশতা রহিয়াছেন। যখন সে নিদ্রায় যায়, তখন সেই ফেরেশতা তাহার আত্মা নির্গত করিয়া আল্লাহর নিকট নিয়া আসেন। অতঃপর যদি আল্লাহ তাহার আত্মা কবয করিয়া রাখার অনুমতি দেন তবে কবয করিয়া রাখা হয়। নতুবা তাহার আত্মা তাহার শরীরে পুনঃস্থাপিত করিয়া দেওয়া হয়।

তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ

অর্থাৎ 'তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের সুষুপ্তি আনয়ন করেন।' অর্থাৎ ছোট মৃত্যু দান করেন।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ

لِيُقْضٰى اَجَلٌ مُّسَمًّى অর্থাৎ 'যাহাতে প্রতিটি ব্যক্তির নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়।

ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ-'অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ 'অতঃপর তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন' بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-'তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে।' অর্থাৎ তোমরা যদি নেককাজ করিয়া থাক, তবে তিনি তোমাদের নেকের বদলা দান করিবেন এবং যদি বদকাজ করিয়া থাক, তবে বদের বদলা দিবেন।

পরের আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ-'তিনিই স্বীয় দাসদিগের উপর পরাক্রমশালী।' অর্থাৎ প্রত্যেক দাসের উপর রহিয়াছে তাঁহার একচ্ছত্র অধিকার।

يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً অর্থাৎ 'প্রত্যেক ব্যক্তির শরীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি রক্ষক স্বরূপ ফেরেশতা প্রেরণ করেন।'

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'মানুষের পিছনে ও সম্মুখে ফেরেশতা থাকেন যাহারা আল্লাহর নির্দেশে তাহাকে এবং তাহার আমলসমূহকে সংরক্ষণ করিয়া থাকেন।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ অর্থাৎ 'অবশ্যই আছে তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

অর্থাৎ 'ডাইনে ও বামে দুই ফেরেশতা বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তৎপর প্রহরী শাহরগের নিকটেই রহিয়াছে।'

উপরোক্ত আয়াতটির প্রথমাংশে বলা হইয়াছে ঃ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ অর্থাৎ স্মরণ রাখিও, দুই ফেরশতা তাহার ডাইনে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করিবেন।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ -'অবশেষে যখন তোমাদের কাহারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়।'

تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا - 'তখন আমার প্রেরিত সত্তারা তাহার মৃত্যু ঘটায়।' অর্থাৎ ফেরেশতাদের কয়েকজনে তাহার মৃত্যু সংঘটিত করে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ শরীর হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন করার সময় মালেকুল মউতকে কয়েকজন ফেরেশতা সহযোগিতা করেন। যখন তাহারা উহার আত্মা কণ্ঠ পর্যন্ত নিয়া আসেন তখন 'মালেকুল মউত' স্বয়ং আত্মা কবয করিয়া নেন।

পরবর্তী সময়ে يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ -এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হইবে।

وَهُمْ لاَيُفَرِّطُوْنَ-'তাহারা মৃতের বিদেহী আত্মা সংরক্ষণে কোন ত্রুটি করেন না।'

অর্থাৎ সেই রূহকে আল্লাহর অনুমোদিত স্থানে রাখিয়া দেন। মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হইয়া থাকে তবে তাহার আত্মা 'ইল্লীনে' রাখা হয়। আর যদি মৃত ব্যক্তি পাপিষ্ঠ হইয়া থাকে তবে তাহার আত্মা 'সিজ্জীনে' রাখা হয়। সিজ্জীন হইতে আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

ইহার পর তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ অর্থাৎ 'অতঃপর তাহাদের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তাহারা প্রত্যাবর্তিত হয়।'

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ ثُمَّ رُدُّوْا অর্থাৎ 'ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাহারা প্রত্যাবর্তিত হয় প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে।'

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট ফেরেশতাগণ আসেন। সে যদি নেককার হয় তবে ফেরেশতাগণ তাঁহাকে বলেন, আস, হে পবিত্র আত্মা! তুমি পবিত্র শরীরের মধ্যে ছিলে। সসম্মানে তুমি আমাদের সহিত আস। তুমি গ্রহণ কর জান্নাতের সুসংবাদ ও সুঘ্রাণ। আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নহেন, বরং সন্তুষ্ট। ফেরেশতাগণ তাহাকে এইভাবে বলিতে থাকিলে তাহার আত্মা শরীর হইতে বিদায় নিয়া আসে। ফেরেশতারা তাহার আত্মা নিয়া আসমানে উঠিয়া যান। আসমানের দরজা তাহার জন্য খুলিয়া যায়। সেখানে জিজ্ঞাসা করা হয়, কে ? তখন বলা হয়, অমুক ব্যক্তির আত্মা। আসমানের ফেরেশতাগণ বলেন, 'ধন্যবাদ, হে পবিত্র আত্মা! তুমি পবিত্র একটি শরীরের মধ্যে ছিলে। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর।' অবশেষে সেই আত্মাটিকে তাহারা আল্লাহ তা'আলার নিকট নিয়া যান।

পক্ষান্তরে যদি সেই আত্মা পাপিষ্ঠের হয়, তাহা হইলে বলিবেন, হে অপবিত্র শরীরের অপবিত্র আত্মা! যিল্লতির সহিত বাহির হও এবং গ্রহণ কর জাহান্নামের দুঃসংবাদ। তোমার জন্য রহিয়াছে পুঁজ, উত্তপ্ত পানি ও বহুবিধ শাস্তি। এইভাবে বারবার বলার পর তাহারা আত্মা নিয়া আকাশের দিকে চলিয়া যান। আকাশের দরজা খুলিয়া দেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করা হয়, কে ? বলা হয়, অমুক। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে পাপিষ্ঠ আত্মা! তোমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। তোমার জন্য আকাশের দরজা খোলা হইবে না। অতঃপর তাহার আত্মাকে তাহার কবরের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হয়। এই হাদীসটি দুর্বল।

অবশ্য ثُمَّ رُدُّوْا আয়াতাংশের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টজীবকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হইবে। অতঃপর তিনি ইনসাফের সহিত সকলের বিচার সম্পাদন করিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ

অর্থাৎ 'বল, পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ সকলকে একত্রিত করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا.........وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

অর্থাৎ 'সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করিব এবং উহাদের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না। উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হইবে, তোমাদিগকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ। অথচ তোমরা মনে করিতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণটি আমি উপস্থিত করিব না। সেই দিন উপস্থিত করা হইবে আমলনামা এবং উহাতে যাহা লিপিবদ্ধ আছে। তাহার কারণে তুমি অপরাধীগণকে দেখিবে আতংকগ্রস্ত। উহারা বলিবে, হায় দুর্ভাগ্য! আমাদের ইহা কেমন আমলনামা! উহাতে ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেওয়া নাই; বরং ইহাতে সমস্ত ব্যাপার

রহিয়াছে। উহাদের কৃতকর্মের সম্মুখে সূরা ওয়াকিয়া উপস্থিত হইবে; তোমার প্রতিপালক কাহারও প্রতি যুলম করেন না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ

অর্থাৎ 'তাহাদের যর্থার্থ কর্তৃত্ব তো তাঁহারই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা ক্ষিপ্র।'

(٦٣) قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

(٦٤) قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ○

(٦٥) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ○

৬৩. "বল, কে তোমাদিগকে পরিত্রাণ দান করেন যখন তোমরা স্থলভাগের ও সমুদ্রের বিপদের অন্ধকারে সকাতরে ও সংগোপনে তাঁহার নিকট অনুনয় করিয়া বল, আমাদিগকে ইহা হইতে পরিত্রাণ দান করিলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব।"

৬৪. "বল, আল্লাহই তোমাদিগকে উহা হইতে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হইতে পরিত্রাণ দান করেন। এতদসত্ত্বেও তোমরা তাঁহার শরীক কর ?"

৬৫. "বল, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ অথবা তলদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে, তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে এবং এক দলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনিই সক্ষম। দেখ, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আয়াত বর্ণনা করি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের কথা বিবৃত করিয়া বলেন ঃ স্থলে ও সমুদ্রে বিপদগ্রস্তদের আমি পরিত্রাণ দিয়া থাকি। যখন তাহারা স্থলের ঝড়ঝঞ্ঝা এবং সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মুখামুখি হয়, তখন তাহারা একমাত্র আল্লাহর নিকটই মুক্তি প্রার্থনা করে। অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاهُ

অর্থাৎ 'যখন তোমরা সামুদ্রিক বিপদের সম্মুখীন হও, তখন তোমরা সকল অংশীদারকে ভুলিয়া যাও, কোন দেবতার কথা তখন মনে আসে না। একমাত্র আল্লাহর কথাই তখন স্মরণে আসে।'

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ

ظَنُّوْا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ

অর্থাৎ 'তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদিগকে সমুদ্রে ও স্থলে পরিচালিত করেন। যখন জাহাজ অনুকূল হাওয়ায় সচ্ছন্দে চলিতে থাকে, তখন তোমরা আনন্দিত থাক। আর যখন বিপরীত হাওয়ার মুখে তরঙ্গের তীব্র আঘাতের মুখামুখি হও এবং যখন নিশ্চিত হও যে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন তোমরা আন্তরিকতার সহিত আল্লাহকে ডাক এবং বল, হে আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ দিলে আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

অপর একটি আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

অর্থাৎ 'তোমরা কি চিন্তা কর যে, কে তোমাদিগকে স্থল ও সমুদ্রের বিপদ হইতে উদ্ধার করেন? অনুকূল হাওয়া কে প্রেরণ করেন? বল, আল্লাহর সহিত অন্য কোন প্রভু আছে কি যাহাকে তোমরা তাঁহার সহিত শরীক কর?'

আলোচ্য আয়াতেও বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

অর্থাৎ 'বল, কে তোমাদিগকে উদ্ধার করে যখন তোমরা স্থলভাগের ও সমুদ্রের বিপদে কাতরভাবে প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁহার নিকট অনুনয় কর?'

لَئِنْ اَنْجَانَا অর্থাৎ 'আমাদিকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিলে' لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ। 'আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

অতঃপর পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ

অর্থাৎ 'বল, আল্লাহই তোমদিগকে উহা হইতে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হইতে রক্ষা করেন।' এতদসত্ত্বেও তোমরা তাঁহার শরীক কর এবং এতদসত্ত্বেও তোমরা সুখের সময় আল্লাহর সহিত অন্য প্রভুর উপাসনা কর?

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

قُلْ هُوَالْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَا بًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ

অর্থাৎ 'বল, তোমাদিগকে ঊর্ধ্বদেশ অথবা তলদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে তিনিই সক্ষম।'

লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ 'এতদসত্ত্বেও তোমরা শরীক কর' এই কথা বলার পরই বলিয়াছেন ঃ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا অর্থাৎ 'বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার পরও যখন তাহারা আল্লাহর সহিত শরীক করে, তখন তাহাদিগকে বল, তোমাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিতে আল্লাহ সক্ষম।'

যথা সূরা বানী ইসরাঈলে মধ্যে বলা হইয়াছে ঃ

رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا- وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا- اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَتَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلاً -اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَتَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার। তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। সমুদ্রে যখন তোমদিগকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক, তাহারা তোমাদের মন হইতে সরিয়া যায়; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ! তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তিনি তোমাদিগকে স্থলে কোথাও ধ্বসিত করিবেন না। অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করিবেন না ? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাইবে না। অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তিনি তোমাদিগকে আর একবার সমুদ্রে লইয়া যাইবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাইবেন না এবং তোমাদের সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য তোমাদিগকে নিমজ্জিত করিবেন না ? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাইবে না।'

ইব্‌ন আবূ হাতীম (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ-এই আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা মুশরিকর্দিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ মুজাহিদ হইতে উপরোক্ত আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন ঃ ইহা উম্মতে মুহাম্মদীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে এবং ইহাতে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার কথা বিবৃত হইয়াছে। অতঃপর এই বিষয়ের উপর কয়েকটি হাদীস ও আসার বর্ণনা করার ইচ্ছা রহিয়াছে।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ

- এই আয়াতের يَلْبِسَكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বুখারী বলেন ঃ তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া একদল অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে এই ধরনের শাস্তিও ভোগ করাইতে পারেন।

আবূ নু'মান (র).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

-এই আয়াতাংশটি নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর নিকট ইহা হইতে পরিত্রাণ চাই।'

অতঃপর اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ এই অংশটি নাযিল হইলেও তিনি বলেন ঃ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ পরিশেষে اَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ এই অংশটি নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ইহা পূর্বোক্ত শাস্তি অপেক্ষাকৃত সহজ।

এই হাদীসটি ইমাম বুখারী কিতাবুত-তাওহীদে, নাসাঈ তাফসীর অধ্যায়ে, হুমাইদী তাঁহার মুসনাদে, ইব্‌ন হিব্বান তাঁহার সহীহ সংকলনে, ইব্‌ন জারীর তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে, আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া, সাঈদ ইব্‌ন মানসুর প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......জাবির (রা) হইতে স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

-এই আয়াতাংশটি নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ 'আমি ইহা হইতে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাই।' অতঃপর اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ এই অংশটি নাযিল হইলেও তিনি বলেন ঃ আমি ইহা হইতে পরিত্রাণ চাই। পরিশেষে اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا এই অংশটি নাযিল হইলে তিনি বলেন, উপরোক্ত শাস্তিদ্বয় অপেক্ষা ইহা সহজতর। তবে ইহা হইতেও পরিত্রাণ চাওয়া যাইতে পারে।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটি সম্বন্ধে বহু হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। যথা ঃ

এক. ইমাম আহমদ (র)......সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ

-এই আয়াত সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, বিগতকালে ইহা ঘটিয়াছে, কিন্তু বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে আর এমনটি ঘটিবে না।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ মরিয়াম হইতে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি এই কথাও বলিয়াছেন যে, হাদীসটি দুর্বল।

দুই. ইমাম আহমদ (র)......সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে চলিতে থাকিলে তিনি বনী মু'আবিয়া নামক মসজিদে গিয়া পৌঁছেন। তিনি মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করেন। আমরাও তাঁহার সহিত নামায আদায় করি। নামাযে তিনি দীর্ঘক্ষণ আল্লাহর নিকট মুনাজাত করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট তিনটি প্রার্থনা করিয়াছি ঃ তিনি যেন আমার উম্মতকে সাকুল্যে সলীল সমাধিস্থ না করেন। তিনি ইহা কবূল করিয়াছেন। ইহার পর প্রার্থনা করিয়াছি যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে সাকূল্যে মর্মন্তুদ

ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ না করেন। ইহাও তিনি কবূল করিয়াছেন। ইহার পরে বলিলাম, তিনি যেন আমার উম্মতের একদলকে অন্য দলের নিপীড়নের শিকার না করেন। কিন্তু তিনি আমার এই প্রার্থনা প্রত্যখ্যান করেন।" মুসলিমও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তিন. ইমাম আহমদ (র)......জাবির ইব্‌ন আতীক হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আতীক বলেন ঃ একদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) আমাদের নিকট বনী মুআবিয়ায় (আনসার অধ্যুষিত একটি পল্লীতে) আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কি জানেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদের কোন্ স্থানটিতে দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছিলেন ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ জানি। এই বলিয়া আমি তাঁহাকে মসজিদের এক প্রান্তের দিকে ইংগিত করি। তখন তিনি বলেন, আপনি জানেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদে কোন দু'আ তিনটি করিয়াছিলেন ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, জানি। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, অনুগ্রহ করিয়া উহা আমাকে বলুন। আমি বলিলাম, তিনি তাঁহার উম্মতের উপর শত্রুদের বিজয় না হওয়া এবং সকল উম্মতকে একত্রে ধ্বংস না করার জন্য প্রার্থনা করেন এবং তাহা কবূল হয়। কিন্তু উম্মতের একদলকে অপর দলের দ্বারা নিপীড়িত না করার প্রার্থনা করিলে তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়। এই কথা শুনিয়া আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আর এই জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে। এই হাদীসটি সিহাহ সিত্তায় নাই। তবে ইহার সনদসমূহ যথেষ্ট শক্তিশালী।

চার. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)......হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত বনী মুআবিয়ার পল্লীতে যাই। সেখানে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া আট রাকাআত নামায পড়েন। নামায শেষ করিয়া তিনি আমাকে বলেন ঃ হে হুযায়ফা! তুমি জান, কেন আমি নামায এত দীর্ঘ করিয়াছি ? আমি বলিলাম, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট তিনটি দরখাস্ত করিয়াছি যাহার দুইটি তিনি কবূল করিয়াছেন, আর একটি দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমি দরখাস্ত করিয়াছিলাম যে, আমার সমগ্র উম্মত যেন কখনো শত্রুদের হাতে একত্রে পরাজিত না হয়। আমার এই দরখাস্ত তিনি কবূল করিয়াছেন। দ্বিতীয়টিতে আমি বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার সমগ্র উম্মতকে একত্রে সলীলে সমাহিত না করেন। আমার এই দরখাস্তটিও তিনি কবূল করিয়াছেন। তৃতীয় দরখাস্ত ছিল যে, তিনি যেন আমার একদল উম্মতকে অপর একদল উম্মত দ্বারা নিপীড়িত না করেন। কিন্তু তিনি আমার এক দরখাস্তটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং আমাকে এই ধরনের দরখাস্ত করিতে বারণ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

পাঁচ. ইমাম আহমদ (র)...... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে আসি। জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এইমাত্র এইদিকে গিয়াছেন। আমি সেখানে গেলে অন্য একজন আমাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এইমাত্র এইদিকে গিয়াছেন। অতঃপর আমি এক জায়গায় গিয়া পৌঁছিলে দেখি, রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছেন। আমিও

তাঁহার পিছনে গিয়া নামাযে দাঁড়াইলাম। তিনি দীর্ঘক্ষণ নামায পড়িলেন। নামায শেষে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বেশ দীর্ঘক্ষণ নামায পড়িয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আমি ভয় ও অনুকম্পার নামায পড়িয়াছি। উপরন্তু আমি আল্লাহর নিকট তিনটি দরখাস্ত করিয়াছি , যাহার দুইটি গৃহীত হইয়াছে এবং একটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আমি আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার সকল উম্মতকে একত্রে সলীলে সমাহিত না করেন। আমার এই দরখাস্তটি কবূল করিয়াছেন।

অতঃপর বলিয়াছিলাম, যে, তিনি যেন আমার সমগ্র উম্মতের প্রতি তাঁহার শত্রুদিগকে বিজয়ী না করেন। আমার এই দরখাস্তটিও তিনি কবূল করিয়াছেন।.

তৃতীয় দরখাস্তে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার একদল উম্মতকে অপর একদল উম্মত দ্বারা নিপীড়িত না করেন। কিন্তু তিনি আমার এই দরখাস্তটি প্রত্যাখ্যান করেন।

ইব্ন মাজাহ (র)......আ'মাশ হইতে স্বীয় হাদীস সংকলনে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত নবী (সা) হইতে উপরোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ছয়. ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পূর্বাহ্নে আট রাকাআত নামায পড়িতে দেখি। নাামায শেষ করিয়া তিনি আমাকে বলেন ঃ আমি ভয় ও উম্মিদের নামায আদায় করিলাম। এই নামাযে আমি প্রতিপালকের নিকট তিনটি আবেদন করিয়াছি, যাহার দুইটি গৃহীত হইয়াছে এবং একটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আমি আবেদন করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার সমগ্র উম্মতকে একত্রে ধ্বংস না করেন। এই আবেদনটি গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় আবেদনে বলিয়াছি, তিনি যেন আমার সমগ্র উম্মতকে একত্রে শত্রুদের নিকট পরাজিত না করেন। এই আবেদনটিও গৃহীত হইয়াছে।

তৃতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার একদল উম্মত দ্বারা আর একদল উম্মতকে নিপীড়িত নাঁ করেন। কিন্তু আমার এই আবেদনটি তিনি নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

নাসাঈ ইব্ন ওয়াহাব হইতে স্বীয় হাদীস সংকলনের সালাত অধ্যায়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সাত. ইমাম আহমদ (র)......বনী যাহ্রার আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ ইব্ন খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) বদর যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ একদিন আমি রাতভর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে নামায পড়িয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইলে আমি তাঁহাকে বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে আমি এই ধরনের নামায পড়িতে আর কখনো তো দেখি নাই ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হ্যাঁ এই নামায ছিল আকাঙ্ক্ষা ও অনুকম্পার। এই নামাযের মধ্যে আমি তাঁহার নিকট তিনটি আবেদন রাখিয়াছি, যাহার দুইটি গৃহীত হইয়াছে এবং একটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

প্রথম আবেদনে আমি বলিয়াছিলাম যে, তিনি অন্যান্য উম্মতকে যেভাবে সাকুল্যে ধ্বংস করিয়াছেন, সেইরূপ যেন আমার উম্মতকে ধ্বংস না করেন। এই আবেদনটি তিনি কবূল করিয়াছেন।

দ্বিতীয় আবেদনে বলিয়াছি যে, তিনি যেন আমার সমগ্র উম্মতকে একত্রে শত্রুর নিকট পরাজিত না করেন। তিনি আমার এই আবেদনটিও কবূল করিয়াছেন।

তৃতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার একদল উম্মত দ্বারা অপর একদল উম্মতকে নিপীড়িত না করেন। কিন্তু তিনি আমার এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন।

শুআইব ইব্‌ন আবূ হামযার সনদে নাসাঈ ইহা বর্ণনা করিয়াছেণ। সালিহ ইব্‌ন কাইসানের সনদে ইব্‌ন হিব্বান এবং নুমান ইব্‌ন রাশেদের সনদে তিরমিযী স্বীয় সংকলনে 'ফিতান অধ্যায়ে' ইহা বর্ণনা করেন। তাঁহাদের মূল সূত্র হইল যুহরী। এই হাদীসটিকে তিনি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আট. ইব্‌ন জারীর (র).:....খালিদ আল-খুযাঈ হইতে স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, খালিদ আল-খুযাঈ বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্ণ রুকূ ও সিজদার সহিত হালকাভাবে নামায আদায় করেন। এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার এই নামাযটি ছিল ভীতির ও কৃপা প্রার্থনার। এই সময় আমি আল্লাহর নিকট তিনটি আবেদন করিয়াছি, যাহার দুইটি কবূল হইয়াছে এবং একটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আমি আল্লাহর নিকট আবেদন করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে পূর্ববর্তী উম্মতদের মত সম্পূর্ণ ধ্বংস না করেন। এইটি তিনি কবূল করিয়াছেন।

দ্বিতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার সকল উম্মতকে একত্রে শত্রুদের নিকট পরাজিত না করেন। এইটিও তিনি কবূল করিয়াছেন।

তৃতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার একদল উম্মত দ্বারা অন্য একদল উম্মতকে নিপীড়িত না করেন। কিন্তু তিনি আমার এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

আবূ মালিক বলেন, আমি নাফি ইব্‌ন খালিদকে জিজ্ঞাসা করি যে, তোমার পিতা কি এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে শুনিয়াছেন ? তিনি বলেন, হ্যাঁ, এই হাদীসটি তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে শ্রুত বলিয়া লোকদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।

নয়. ইমাম আহমদ (র)......শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের উপর আমাকে অধিকারী করিয়াছেন। এমনকি পৃথিবীর প্রান্তসমূহ আমার কাছে নিকটতর বলিয়া মনে হয়। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতেরা এইসবের অধিকারী হইবে। উপরন্তু আমাকে সাদা ও লাল বস্তুদ্বয়ের ভাণ্ডারও প্রদান করা হইয়াছে। আমি আল্লাহর নিকট আবেদন করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষের কবলে নিক্ষেপ করিয়া একত্রে ধ্বংস না করেন এবং তাহাদের সকলের উপর শত্রুবাহিনী চড়াও হইয়া পাইকারী হারে যেন তাহাদিগকে হত্যা না করে। আরও বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার একদল উম্মত দ্বারা অন্য একদল উম্মতকে নিপীড়িত না করেন। কিন্তু এইটি ব্যতীত অন্য দুইটি তিনি কবূল করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার একদল উম্মত অপর একদল উম্মতকে নিপীড়িত করিবে, পরস্পরে হত্যাযজ্ঞ চালাইবে এবং একদল অন্য দলকে বন্দী করিবে।

বর্ণনাকারী বলেন, পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি আমার উম্মতের জন্য তাহাদের গুমরাহ ইমাম বা নেতাদের ব্যাপারে শংকিত। যদি আমার উম্মতের মধ্যে একবার তরবারি পরিচালিত হয় তবে তাহা আর থামিবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তাহার জের চলিতে থাকিবে।

সিহাহ সিত্তায় এই হাদীসটি নাই বটে, কিন্তু ইহার সনদ শক্তিশালী এবং চমৎকার।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

দশ. আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র)......খালিদ আল-খুযাঈ হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা খালিদ আল-খুযাঈ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী ছিলেন। উপরন্তু হুদায়বিয়ায় বায়য়াতে রিদওয়ানের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়িতে থাকেন। তখন লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। বৈঠক এত দীর্ঘ করেন যে, লোক সকল তাহাকে ইংগিত করিয়া বলিতে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হইতেছে। তিনি নামায শেষ করিলে কেহ কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নামাযের শেষ বৈঠক এত দীর্ঘায়িত করিয়াছেন যে, লোকে বলাবলি করিতেছিল, আপনার উপর ওহী নাযিল হইতেছে। ইহার জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ না, ওহী নাযিল হয় নাই; বরং আমি সালাতুল রাগবত আদায় করিতেছিলাম। উহাতে আমি আল্লাহর নিকট তিনটি আবেদন রাখিয়াছিলাম, যাহার দুইটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটি গ্রহণ করেন নাই।

আল্লাহর নিকট আমি আবেদন করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের মত আমার উম্মতকে একত্রে তাঁহার আযাব দ্বারা ধ্বংস না করেন। ইহা তিনি কবূল করিয়াছেন।

দ্বিতীয় আবেদনটিতে বলিয়াছি যে, তিনি আমার উম্মতকে যেন শত্রূদের নিকট সামগ্রিকভাবে পরাজিত না করেন। এইটিও তিনি কবূল করিয়াছেন।

তৃতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে একাধিক দলে বিভক্ত না করেন এবং আমার উম্মতের এক দলকে অন্যদলের দ্বারা যেন নিপীড়িত না করেন। কিন্তু তিনি আমার এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং এমন আবেদন করিতে আমাকে নিষেধ করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি নাফে'কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, আপনার পিতা কি এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছেন ? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তিনি ইহা শুনিয়াছেন এবং একবার নয়, দশবার তিনি ইহা শুনিয়াছেন। দশ আঙ্গুলি গুণিয়া দশবার শুনিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছেন।

এগার. ইমাম আহমদ (র)......আবূ বুসরা আল-গিফারী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বুসরা আল-গিফারী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট চারটি বিষয়ের জন্য আবেদন করিয়াছিলাম যাহার তিনটি গৃহীত হইয়াছে এবং একটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আমি আল্লাহর নিকট আবেদন করিয়াছিলাম যে, আমার উম্মত যেন কখনো গুমরাহীর উপর একমত না হয়। এইটি গৃহীত হইয়াছে।

আর আমার সকল উম্মত যেন কখনো শত্রুদের হাতে পরাজিত না হয়। এইটিও গৃহীত হইয়াছে।

আর পূর্বের উম্মতের মত আমার উম্মত যেন একত্রে সাকুল্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। এইটিও গৃহীত হইয়াছে।

চতুর্থ আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, আমার উম্মত যেন একাধিক দলে বিভক্ত না হয় এবং তাহাদের এক দল যেন অপর দলের নিপীড়নের শিকার না হয়। কিন্তু তিনি আমার এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন।

এই হাদীসটি সিহাহ সিত্তার কেহই বর্ণনা করেন নাই।

বার. তাবারানী (র)......আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট তিনটি বিষয়ের জন্য আবেদন করিয়াছি যাহার দুইটি গৃহীত হইয়াছে এবং একটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আবেদনগুলি হইল এই ঃ আমি বলিয়াছি, হে প্রভু আমার! আমার উম্মতকে তুমি ক্ষুধায় মারিবে না। জবাবে তিনি বলিয়াছেন, আচ্ছা, তোমার আবেদন গ্রহণ করিলাম।

অতঃপর বলিয়াছি, হে প্রভু আমার! তুমি আর উম্মতকে মুশরিকদের নিকট পরাজিত করিবে না। আর তাহারা যেন তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া না যায়। জবাবে তিনি বলিয়াছেন, আচ্ছা, তোমার আবেদন গৃহীত হইল।

শেষ আবেদনটিতে বলিয়াছি যে, হে আমার প্রভু! আর উম্মতের মধ্যে যেন কোন্দল বা দলাদলির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু তিনি আমার এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং এই ধরনের আবেদন করিতে নিষেধ করেন।

তের. ইব্ন মারদুবিয়া (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করিয়াছি যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে চারটি বিষয় হইতে বাঁচাইয়া রাখেন কিন্তু ইহার দুইটি হইতে আল্লাহ আমার উম্মতকে বাঁচাইয়া রাখার অংগীকার করিয়াছেন এবং দুইটি হইতে বাঁচাইয়া রাখার অংগীকার তিনি করেন নাই।

আমার প্রভুর নিকট দু'আ করিয়াছিলাম যে, আমার উম্মতকে যেন আকাশ হইতে বর্ষিত পাথর বৃষ্টির আঘাতে কিংবা নদীবক্ষে ডুবিয়া সাকুল্যে ধ্বংস করা না হয়। আর তাহারা যেন একাধিক দলে বিভক্ত না হয় এবং তাহাদের একদল যেন অন্য দলের নিপীড়নের শিকার না হয়।

অতঃপর আল্লাহ আমার উম্মতকে পাথর বৃষ্টি কিংবা সলিলে সমাহিত করিয়া ধ্বংস না করার আমার দু'আ দুইটি কবূল করিয়াছেন। কিন্তু আমার উম্মতের একাধিক দলে বিভক্ত না হওয়ার এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত না হওয়ার জন্য আমার দু'আ দুইটি তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

অন্য সূত্রে ইবনে মারদুবিয়া (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ান এবং উযূ করেন। অতঃপর আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেন যে, হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের প্রতি উপর কিংবা তলদেশ হইতে আযাব আপতিত করিও না এবং তাহাদিগকে একাধিক দলে বিভক্ত ও তাহাদের একদল দ্বারা অন্য দলকে নিপীড়িত করিও না।

ইহার পর জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তোমার উম্মতের প্রতি তাহাদের উপর হইতে এবং নীচ হইতে শাস্তি আপতিত করা হইতে পরিত্রাণ দিয়াছেন।

ইবনে মারদুবিয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আমার উম্মতের জন্য আল্লাহ্র নিকট চারটি বিষয়ের জন্য দু'আ করিয়াছিলাম। উহার তিনটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

আমি আল্লাহ্র নিকট এই দু'আ করিয়াছি যে, হে আল্লাহ! আমার উম্মত যেন কখনো কোন গুমরাহীর উপর একমত না হয়। এইটি তিনি কবূল করিয়াছেন।

অতঃপর বলিয়াছি, আমার উম্মত যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের মত সর্বসাকূল্যে আযাবে ধ্বংস না হইয়া যায়। এইটিও তিনি কবূল করিয়াছেন।

আর বলিয়াছি যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে একত্রে তাহাদের শত্রুদের হাতে পরাজিত না করেন। এইটিও তিনি কবূল করিয়াছেন।

চতুর্থ দু'আটিতে আমি বলিয়াছি যে, আমার উম্মতের একদল দ্বারা অপর একদল উম্মত যেন নিপীড়িত না হয়। কিন্তু আল্লাহ আমার এই দু'আটি কবূল করেন নাই।

আমর ইব্ন মুহাম্মদ আল-আনকাযী হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ সাঈদ ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান ও ইব্ন আবূ হাতিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

চৌদ্দ. ইবনে মারদুবিয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আমার প্রভুর নিকট তিনটি বিষয়ের জন্য আবেদন করিয়াছিলাম। উহার দুইটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

আমি প্রভুর নিকট আবেদন করিয়াছিলাম যে, আমার উম্মত যেন কখনো সাকূল্যে শত্রুদের নিকট পরাজিত না হয়। তিনি আমার এই আবেদনটি গ্রহণ করিয়াছেন।.

দ্বিতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, আমার উম্মত যেন কখনো দুর্ভিক্ষে মারা না যায়। তিনি আমার এ আবেদনটিও গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, আমার উম্মত যেন একাধিক দলে বিভক্ত না হয় এবং তাহাদের এক দলের দ্বারা অপর দল যেন নিপীড়িত না হয়। কিন্তু তিনি আমার এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন।

ইবনে মারদুবিয়া (র)......রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আল-বাযযার (র)......রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সাওরী (র)......উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইবন কা'ব (রা) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আযাবের চতুষ্টয়ের দুইটি পূর্বকালে আপতিত হইয়া গিয়াছে এবং দুইটি বাকী রহিয়াছে।

রাবী (র) বলেন ঃ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ - আয়াতাংশ দ্বারা প্রস্তর বর্ষণের শাস্তির কথা বলা হইয়াছে এবং اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ -এর দ্বারা ভূমিকম্প ধরনের আযাবের কথা বলা হইয়াছে।

সুফিয়ান (র) বলেন ঃ মোট কথা এই আয়াত দ্বারা প্রস্তরবৃষ্টি এবং ভূমিকম্পের কথা বলা হইয়াছে।

আবূ জাফর আল-রাযী (র)...... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

- এই আয়াত প্রসংগে উবাই ইবন কা'ব (রা) বলেন ঃ এই আয়াতে চারটি আযাবের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, যাহার দুইটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পঁচিশ বৎসর পর প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ মুসলমানরা একাধিক দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের একদল অপর দলের উপর নিপীড়ন পরিচালিত করে। আর অবশিষ্ট শাস্তিদ্বয় অর্থাৎ প্রস্তরপাত ও ভূমিধ্বস হইতে এই উম্মতকে সুরক্ষিত করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ জাফর (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى عَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ এই আয়াতাংশের মর্মার্থে হাসান (র) বলেন ঃ তোমরা পাপ করিলে তিনি উহার জঘন্যতম পরিণতির আস্বাদ গ্রহণ করাইতে সক্ষম।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, আবূ মালিক, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখ বলেন ঃ

عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ - অর্থাৎ 'উর্ধ্বদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করা অর্থাৎ পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করা।' আর اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ - অর্থাৎ 'তলদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করা অর্থাৎ ভূমিকম্প দেওয়া।' ইব্‌ন জারীর (র)-ও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ......আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে,

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ

- এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) মসজিদে অথবা মসজিদের মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

অর্থাৎ 'বল, তোমাদের উর্ধ্বদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে তিনি সক্ষম।' তাই আসমান হইতে যদি তোমাদের প্রতি আযাব আপতিত হয় তাহা হইলে তোমাদের কেহই উহা হইতে রক্ষা পাইবে না। তেমনি اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের তলদেশ হইতেও শাস্তি প্রেরণ করিতে তিনি সক্ষম।' তাই তিনি যদি তোমাদিগকে ভূমিকম্পের শিকার করেন তাহা হইলেও তোমরা উহা হইতে রক্ষা পাইবে না। তদুপরি–

اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

অর্থাৎ 'তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে এবং একদলকে অপরদলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে সক্ষম।' অতএব এই তিন ধরনের আযাবের অনিষ্টতা হইতে সতর্ক হও।

ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

- এই আয়াতাংশের মর্মার্থে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা দ্বারা নৈতিকতা বর্জিত অযোগ্য ও প্রতারক শাসকবৃন্দের কথা বলা হইয়াছে।

اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ -এর দ্বারা দুষ্ট বেয়ারা এবং অন্য কর্মচারীগণকে বুঝানো হইয়াছে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ আর اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উৎপীড়ক কর্মচারীবৃন্দ।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... আমর ইব্‌ন হানী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ উপরোক্ত এই ব্যাখ্যাটি যদিও গ্রহণযোগ্য, কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি উপযুক্ত এবং শক্তিশালী।

ইব্‌ন জারীর (র) আরও বলেন ঃ প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি সঠিক এবং উহার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ- اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ

অর্থাৎ 'তোমরা বিশ্বাস কর যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর কংকর উৎক্ষেপক ঝঞ্ঝা প্রবাহিত করিবেন না ? তখন তোমরা জানিতে পারিবে, কি কঠোর ছিল আমার সত্য বাণী।'

হাদীসে আসিয়াছে ঃ ليكونن فى هذه الامة قذف وخسف ومسخ

অর্থাৎ 'অতি সত্বর এই উম্মতের প্রতি পাথর বৃষ্টি, ভূমিকম্প এবং অবয়ব বিকৃত হওয়ার মত আযাব আপতিত হইবে।'

এই সকল হইল কিয়ামতের নিদর্শন ও পূর্বশর্ত। কিয়ামতের পূর্বে এই ধরনের আযাবের প্রকাশ ঘটিবে। এই ব্যাপারে ইনশা-আল্লাহ সামনে ব্যাপক আলোচনা করা হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا

অর্থাৎ 'তোমাদিগকে একাধিক বিরোধী দলে বিভক্ত করিতে তিনি সক্ষম।'

আল-ওয়ালিবী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ইহার মর্মার্থ হইল, রিপুর অনুগামী হওয়া। মুজাহিদসহ অনেকে এইরূপ মর্মার্থ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে এই উম্মত তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। যাহার একটি দল ব্যতীত সকল দলের লোক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

অর্থাৎ 'এক দলকে অপর দলের নিপীড়ন আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনিই সক্ষম।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল তোমাদের একদল অপর দলের সহিত হত্যাসহ বিভিন্ন গর্হিত কাজে লিপ্ত হইবে। অতঃপর বলিয়াছেন ঃ

أُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ

অর্থাৎ 'দেখ, কিরূপ বিভিন্ন প্রকার আয়াত বা নিদর্শন বিবৃত করি' এবং উহার কত ধরনের ব্যাখ্যা তোমাদিগকে দান করি। لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ – 'যাহাতে তোমরা অনুধাবন কর।'

অর্থাৎ যাহাতে তোমরা আল্লাহ্‌র বিবৃত দলীল-প্রমাণ ও নির্দশনসমূহ আত্মস্থ করিতে সক্ষম হও।

যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

- এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার তিরোধানের পর তোমরা কাফির হইয়া যাইও না। অর্থাৎ তোমরা তরবারির আঘাতে পরস্পরে পরস্পরের শিরোশ্ছেদে প্রবৃত্ত হইও না। তখন উপস্থিত সাহাবাগণ বলেন ঃ আমরা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আল্লাহ্‌ই একমাত্র ইলাহ এবং আপনি তাঁহার রাসূল।

তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হ্যাঁ, কথা ঠিক। ইত্যবসরে জনৈক সাহাবী বলেন, যতদিন আমরা সঠিক অর্থে মুসলমান থাকিব, ততদিন আমাদের কেহ অপরকে হত্যা করার কথা কল্পনাও করিবে না। অতঃপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

أُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ * وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ * لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ *

অর্থাৎ 'দেখ, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আয়াত বিবৃত করি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে। তোমার সম্প্রদায় তো উহাকে মিথ্যা বলিযাছে, অথচ উহ সত্য। বল, আমি তোমাদের কার্য নির্বাহক নহি। প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٦٦) وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝

(٦٧) لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ز وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

(٦٨) وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٦٩) وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

৬৬. "তোমার সম্প্রদায় তো উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে, অথচ উহা সত্য। বল, আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নহি।"

৬৭. "প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।"

৬৮. "তুমি যখন দেখ, তাহারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরিয়া পড়িবে, যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়; এবং শয়তান যদি তোমাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে, তবে স্মরণ হওয়ার পরে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের সহিত বসিবে না।"

৬৯. "উহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের নহে, যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে; তবে উপদেশ দেওয়া তাহাদের কর্তব্য যাহাতে উহারাও সাবধান হয়।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَذَّبَ بِه অর্থাৎ 'যেই কুরআনকে তোমাদের নিকট হিদায়াত এবং বিধান হিসাবে অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তোমরা উহাকে মিথ্যা বলিয়াছ।'

قَوْمُكَ - 'তোমার সম্প্রদায়' অর্থাৎ কুরায়শ গোত্র।

وَهُوَ الْحَقُّ - 'অথচ উহা সত্য।' অর্থাৎ উহা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সত্য গ্রন্থ নাই।

قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ - 'বল, আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নহি।' অর্থাৎ আমি তোমাদের রক্ষক এবং অভিভাবক নহি। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ! বল, এই সত্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আসিয়াছে। যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা কুফরী করুক।'

অর্থাৎ আমার দায়িত্ব হইল দীনের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়া আর তোমাদের দায়িত্ব দাওয়াতের বিষয় শ্রবণ করা এবং সেই অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া। অতএব যে দীনের অনুসরণ করিবে, সে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে কল্যাণপ্রাপ্ত হইবে। আর যে উহা লংঘন করিবে বা দীনের বিরোধিতা করিবে, ইহাকাল ও পরকাল উভয়কালে তাহার জন্য রহিয়াছে অকল্যাণ ও বঞ্চনা।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ - 'প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রহিয়াছে।'

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল যে, প্রত্যেক বার্তার একটা উদ্দেশ্য বা আবেদন রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বার্তা অবশ্যই সংঘটিতব্য, যদিও সংঘটিত হইবে যথাসময় অতিবাহিত করিয়া।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهُ بَعْدَ حِيْنٍ-অর্থাৎ কিছুকাল পরে অবশ্যই তোমরা উহার সংঘটন সম্পর্কে অবহিত হইবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ –অর্থাৎ 'প্রত্যেকটি কালই নির্ধারিত।'

এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলার রোষাগ্নি ও কঠোরতার প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাই আলোচ্য আয়াতটির শেষাংশে বলিয়াছেন ঃ وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ - 'শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।'

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا

অর্থাৎ 'যখন তুমি দেখ, তাহারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে এবং নিরর্থক আলোচনায় লিপ্ত হয়।'

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِه

'তখন তুমি দূরে সরিয়া পড়িবে যে পর্যন্ত না তাহারা মিথ্যা ও বিদ্রূপাত্মক আলোচনা বাদ দিয়া অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়।'

وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ - 'কিংবা শয়তান তোমাকে ভুলাইয়া ফেলে।'

এই কথা বলিয়া বুঝান হইয়াছে যে, প্রত্যেক উম্মতের উচিত হইল মিথ্যাবাদী এবং আয়াত বিকৃতকারীদের আলোচনায় যোগ না দেওয়া এবং যদি কোন মজলিসে এই ধরনের আলোচনা হইতে থাকে, তবে সেই মজলিস হইতে উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া। তেমনি যদি কেহ ভুলবশত এমন ধরনের আলোচনা সভায় যোগ দেয়, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ - 'তবে স্মরণ হওয়ার পরে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের সহিত বসিবে না।'

তাই হাদীসে আসিয়াছে যে, আমার উম্মতকে ভুলবশত এবং জবরদস্তিমূলক পাপ হইতে পরিত্রাণ দেওয়া হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও আবূ মালিকের সূত্রে সুদ্দী (র) وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ – এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ যদি ভুলবশত বসা হয় এবং পরে যদি স্মরণ হয়, তবে فَلَا تَقْعُدْ – স্মরণ হওয়ার পর তাহাদের সহিত আর বসিবে না। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ানও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতটি নিম্নোক্ত এই আয়াতটির সম্পূরক ঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِه اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ

অর্থাৎ 'তোমাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যখন তোমরা বুঝিতে পার যে, আল্লাহর আয়াতের সহিত কুফরী এবং বিদ্রূপ করা হইতেছে, তখন আর তোমরা তাহাদের সহিত বসিবে না, যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। অন্যথায় তোমাদিগকেও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।'

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ

'উহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের নহে যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে।'

অর্থাৎ যখন তোমরা তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এবং তাহাদের মজলিসভুক্ত হইবে না, তখন তোমরা নিজ দায়িত্ব পালন করিয়াছ বলিয়া এবং তাহাদের দলভুক্ত নও বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ইবনে আবূ হাতিম (র) ......সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ -এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ কাফিররা যদি আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কসরত করিতে থাকে, তবে

তাহাতে তোমাদের কিছু যায় আসে না, যদি তোমরা তাহাদিগকে ঘৃণা কর এবং তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাক।

কেহ কেহ এই অর্থও করিয়াছেন যে, যদি তোমরা সেই ধরনের কোন সভায় বসও, তবুও তোমাদের উপর তাহাদের বিদ্রূপের পাপ বর্তাইবে না।

কেহ কেহ ধারণা করেন যে, আলোচ্য আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা নিসার إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ এই আয়াতটি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। এই কথা বলিয়াছেন মুজাহিদ, সুদ্দী ও ইব্ন যুবায়র (র) প্রমুখ। উক্ত আয়াতাংশের অর্থ হইল, এমন অবস্থায় তোমরাও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অথচ এই আয়াতটির সম্পর্ক হইল وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ আয়াতাংশটির সহিত। অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে এই জন্য তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকার আদেশ করিতেছি, যাহাতে তাহাদিগকে পরোক্ষভাবে সতর্কীকরণ এবং উপদেশ দানের কাজ হইয়া যায়। ফলে হয়ত ভবিষ্যতে তাহারা এমন কাজ আর করিবে না।

(٧٠) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

৭০. "যাহারা তাহাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করে, তুমি তাহাদের সঙ্গে বর্জন কর এবং ইহা দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দাও যাহাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়; যখন আল্লাহ ব্যতীত তাহার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকিবে না এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তাহা গৃহীত হইবে না, তখন তাহারাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হইবে; সত্য প্রত্যাখ্যানহেতু তাহাদের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

'যাহারা তাহাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করে, তুমি তাহাদের সঙ্গ বর্জন কর।' অর্থাৎ তাহাদিগকে সতর্ক কর, তাহাদের হইতে দূরে থাক এবং তাহাদিগকে উহা হইতে ভীতি প্রদর্শন কর। কেননা তাহারা ভীষণ বেদনাদায়ক আযাবের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এইজন্য আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ তাহাদিগকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দাও এবং কিয়ামতের দিনের ভীষণ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কর।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ - 'যাহাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান ও সুদ্দী (র) হইতে যাহ্‌হাক বলেন ঃ تبسل অর্থ হইল تسلم অর্থাৎ সঁপিয়া দেওয়া।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ওয়ালিবী বলেন ঃ تبسل অর্থ হইল تفتضح অর্থাৎ অপমানিত হওয়া।

কাতাদা (র) বলেন ঃ تبسل অর্থ تحبس অর্থাৎ বিরত রাখা।

মুররা ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ تبسل অর্থ تؤخذ অর্থাৎ জবাবদিহি করা।

কালবী (র) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল تُجْزٰى অর্থাৎ প্রতিফলপ্রাপ্ত হওয়া।

উল্লেখিত প্রতিটি অর্থই মূল অর্থের প্রায় সামর্থবোধক। মোট কথা; তাহাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া, কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধক হওয়া এবং উদ্দেশ্য লাভ হইতে বিরত রাখা।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ - اِلاَّ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ

অর্থাৎ 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ আমলের জন্য দায়বদ্ধ হইবে একমাত্র ডানহাতে আমলনামাপ্রাপ্ত ব্যতীত।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلاَ شَفِيْعٌ

অর্থাৎ 'যখন আল্লাহ্‌র ব্যতীত তাহার জন্য কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকিবে না।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَّلاَ شَفَاعَةٌ

অর্থাৎ 'সেই দিনের পূর্বে, যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকিবে না।'

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا

'বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তাহা গৃহীত হইবে না।' অর্থাৎ নিজের পাপের বিনিময় হিসাবে সে যদি পৃথিবীর সকল কিছু দান করে, তবুও তাহা গৃহীত হইবে না।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الاَرْضِ ذَهَبًا

অর্থাৎ 'যাহারা কাফির এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহারা যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও দান করে, তবুও তাহাদিগকে পরিত্রাণ দেওয়া হইবে না।'

সেই কথাই আল্লাহ এখানে বলিয়াছেন ঃ

اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ -

অর্থাৎ 'তাহারাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হইবে; সত্য প্রত্যাখ্যানহেতু তাহাদের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।'

(٧١) قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۖ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٧٢) وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ۗ وَهُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

(٧٣) وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۬ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۗ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ۗ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

৭১. "বল, আল্লাহ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকিব যাহা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে না ? আল্লাহ আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইব যাহাকে শয়তান দুনিয়ার পথ ভুলাইয়া হয়রান করিয়াছে; যদিও তাহার সহচরগণ তাহাকে সঠিক পথে আহ্বান করিয়া বলে, আমাদের নিকট আস। বল, আল্লাহর পথই পথ এবং আমরা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।"

৭২. "এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহাকে ভয় করিতে; এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।"

৭৩. "তিনিই যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; যখন তিনি বলেন 'হও' তখনই হইয়া যায়; তাঁহার কথাই সত্য; যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁহারই; অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।"

তাফসীর ঃ সুদ্দী (র) বলেন ঃ মুশরিকরা মুসলমানদিগকে বলিয়াছিল যে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর এবং মুহাম্মদের দীনকে পরিত্যাগ কর। সেই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَانَا اللّٰهُ

অর্থাৎ 'বল, আল্লাহ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকিব যাহা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে না ? তাহাও আবার আল্লাহ আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের পর ?'

আমাদের অবস্থা হইবে কোন ব্যক্তির শয়তানের কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ার মত। ঈমান গ্রহণের পর পুনরায় কুফরী এখতিয়ার করার তুলনা হইল সেই ব্যক্তির মত, যে সফরের সময় পথ ভুলিয়া গিয়াছে এবং শয়তান তাহাকে প্রবঞ্চনা দিয়া বিপদসংকুল পথে পরিচালিত করিতেছে। অথচ তাহার সাথীরা সঠিক পথে চলিতেছে এবং পথভোলা সাথীটিকেও তাহারা তাহাদের পথে চলার জন্য ডাকিতেছে। কিন্তু সে তাহাদের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া শয়তানের দেখানো পথে

চলিতে থাকে। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ (সা)-কে অনুসরণ করার পর যে ব্যক্তি গুমরাহ হইয়া যায় এবং মুহাম্মদ (সা) তাহাকে সঠিক পথে যদি পুনরায় ডাকিতে থাকেন, এই ব্যক্তির অবস্থা শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়িয়া সেই বিপথগামী লোকটির মত। সঠিক পথ অর্থ ইসলামের পথ বা বিধান। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ اَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ 'শয়তান পৃথিবীতে তাহাদিগকে গুমরাহ করিয়াছে।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ تَهْوِى اِلَيْهِمْ - অর্থাৎ 'তাহাদের উপর ভ্রান্তির জাল বিস্তার করিয়াছে।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا - এই আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহাতে মূর্তি পূজকদের কথা বলা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে সেই লোকদের কথা, যাহারা আল্লাহর পথে লোকদিগকে আহ্বান করে।

যেমন এক ব্যক্তি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর এক ব্যক্তি তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে, হে লোক! তুমি সঠিক পথে চলিয়া আস। অন্যদিকে তাহার অন্যান্য সফর সঙ্গীরা ডাকিয়া বলিতেছে, যে, ওহে! তুমি আমাদের সঙ্গে আস। তখন সে যদি প্রথমোক্ত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেয়, তবে সে বিপদগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে সে যদি সেই ব্যক্তিদের ডাকে সাড়া দেয়, যাহারা যথার্থ সঠিক পথের দিকে আহ্বান করিয়াছিল, তবে সে সঠিক পথ বা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, যে লোক প্রথম আহ্বান করিয়াছিল, সে ছিল জঙ্গলের শয়তানদের দোসর।

এই উদাহরণ সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশিত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রতিমা ও ভূত পূজা আরম্ভ করিয়াছে এবং সে এই পথকেই কল্যাণের পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে তাহার একদিন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে। তখন ইহার পরিণতিতে তাহাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ 'আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইব যাহাকে শয়তান দুনিয়ায় পথ ভুলাইয়া হয়রান করিয়াছে?'

তাহারা হইল শয়তান। তাহারা লোকদিগকে তাহাদের বাপ-দাদার নাম ধরিয়া ডাকে। ফলে তাহারা শয়তানের অনুসরণ করিতে থাকে এবং এই পথকেই তাহারা কল্যাণের পথ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া নেয়। কিন্তু শয়তান এইভাবে তাহাদিগকে ডাকিয়া নিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। অর্থাৎ শয়তান হয় তাহাদিগকে নিয়া মারিয়া ফেলে, নয়ত গভীর জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিয়া ক্ষুৎ-পিপাসায় ধুকিয়া ধুকিয়া মরার ব্যবস্থা করে। এই উদাহরণ সেই লোকদের জন্য, যাহারা একবার আল্লাহ্র আহ্বানে সাড়া দিয়া পরে আল্লাহ্র আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া শয়তানের পথ অনুসরণ করে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র).....মুজাহিদ হইতে كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ - এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলেন ঃ 'হয়রান' দ্বারা সেই ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বুঝান হইয়াছে যাহাকে তাহার সফর সঙ্গীরা সঠিক পথের দিকে ডাকিতে থাক। এই কথা বলিয়া সেই ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে যে ব্যক্তি হিদায়াতপ্রাপ্তির পর ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে।

আ'ওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে -

كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِى الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ - এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এই সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র হিদায়াত গ্রহণ করে না এবং শয়তানের অনুসরণ করে ও পাপকার্যে লিপ্ত হয়। ফলে সে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়। অথচ তাহাকে তাহার সঙ্গীরা হিদায়াতের পথে আহ্বান করিতে থাকে। তাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন, এই সেই ব্যক্তি, যাহাকে শয়তান বিভ্রান্তিতে ফেলিয়াছে আর অন্যদিকে তাহার সঙ্গীরা তাহাকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করিতেছে। অবশেষে বলা হইয়াছে ঃ إِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى। অর্থাৎ 'আল্লাহ্র পথই সঠিক পথ।' আর ভ্রান্তি হইল সেই পথ, যে পথে জিন্নেরা আহ্বান করে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ তাহার সাথীরা তাহাকে গুমরাহীর পথ হইতে হিদায়াতের পথে আহ্বান করিতেছিল। অতএব বুঝা যায় যে, সে ভ্রান্তির দিকে যাইতেছিল এবং তাহার সাথীরা তাহাকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করিতেছিল। তাই তাহাকে স্পষ্টভাবে ভ্রান্ত বলা বৈধ হইবে না। কেননা কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইব যাহাকে শয়তান পথ ভুলাইয়া হয়রান করিয়াছে?

উল্লেখ্য যে, حَيْرَانَ হাল হওয়ার কারণে নসব বা যবরওয়ালা হইয়াছে। অর্থাৎ দিকভ্রান্ত, ভ্রান্তি ও অজ্ঞতার কারণে সে বিপথগামী হইতেছে। অথচ তাহার অন্যান্য সঙ্গীরা সঠিক পথে চলিতেছিল এবং তাহাকে তাহারা তাহাদের পথে চলার জন্য আহ্বান করিতেছিল। এই কথাই আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াতে উপমাস্বরূপ উত্থাপন করিয়াছেন।

অবশ্য আয়াতের ভাষ্যমতে বুঝা যায় যে, তাহার সঙ্গীরা তাহাকে ডাকিতেছিল, কিন্তু সে তাহাদের আহ্বানকে তোয়াক্কা না করিয়া অন্য পথে চলিতেছিল। কিন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাকে হিদায়াত দান করিতেন এবং ভ্রান্তপথ হইতে ফিরাইয়া সঠিক পথে পরিচালিত করিতেন। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ قُلْ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى অর্থাৎ 'আল্লাহ্র পথই সঠিক পথ।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ অর্থাৎ 'আল্লাহ যাহাকে হিদায়াত দান করেন, তাহাকে কেহ গুমরাহ করিতে পারে না।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

إِنْ تَحْرِضْ عَلٰى هُدٰهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ

অর্থাৎ 'তুমি যদি তাহাদের হিদায়াতের জন্য লালায়িত হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ বিভ্রান্তকারীকে পথ দেখান না; আর তাহাদের জন্য কোন মদদগার নাই।'

অতঃপর তিনি বলেন ঃ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - 'আর আমরা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।' অর্থাৎ আমরা ইখলাসের সহিত তাঁহার ইবাদত করা এবং আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক না করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।

وَاَنْ اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ - অর্থাৎ 'সালাত কায়েম করিতে ও তাঁহাকে ভয় করিতে।' অর্থাৎ তিনি আমাদিগকে নামায কায়েম করিতে এবং সর্বাস্থায় তাঁহাকে ভয় করিতে আদেশ করিয়াছেন।

وَهُوَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ 'তিনিই যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ যথাবিধি তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পৃথিবী ও আকাশসমূহ এবং তিনিই পৃথিবী ও আকাশসমূহের পরিচালক।

وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ - 'যখন তিনি বলেন 'হও' তখনই হইয়া যায়।' অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তিনি যে বস্তুকে বলিবেন 'হও' তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ববৎ হইয়া যাইবে।

উল্লেখ্য যে, يَوْمَ এখানে যবরযুক্ত হইয়াছে وَاتَّقُوْا-এর উপর 'আতফ' হওয়ার কারণে। তখন আয়াতটি হইবে ঃ وَاتَّقُوْا ويوم يقول كن فيكون

তাহা ছাড়া يَوْمَ শব্দটি خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ-এর উপর আতফ হওয়ার কারণেও যবরযুক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তিনি বলিবেন 'হও' তখনই হইয়া যাইবে। এই অর্থটিই অধিক প্রযোজ্য। কেননা এই অর্থে সৃষ্টির শুরু এবং শেষ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

তাহা ছাড়া ইহার পূর্বে فعل উহ্য ছিল বলিয়াও يوم যবরযুক্ত হইতে পারে। তখন উহ্য আয়াতটি হইবে ঃ واذكر يوم يقول كن فيكون অর্থাৎ 'সেই দিনকে স্মরণ কর, যেই দিন বলা হইবে 'হও' এবং সেই দিনকেও স্মরণ কর যেই দিন 'হও' বলিয়া পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি করা হইয়াছিল।'

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ অর্থাৎ 'তাঁহার কথাই সত্য এবং সেদিনের কর্তৃত্ব তো তাঁহারই।'

এই বাক্য দুইটি যেরযুক্ত বাক্যের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। যেরওয়ালা হওয়ার কারণ হইল, এই বাক্যদ্বয় উভয় জগতের সৃষ্টিকর্তার বিশেষণস্বরূপ।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ অর্থাৎ 'যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে।' উল্লেখ্য যে, সম্ভবত এই বাক্যটি وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ-এর বদল ইয়াছে। অবশ্য আয়াতাংশটি وَلَهُ الْمُلْكُ - এর যরফ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ অর্থাৎ 'আজকের বাদশাহী কাহার ? আল্লাহ্‌র, যিনি একক, মহা প্রতাপান্বিত।'

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে ঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا

অর্থাৎ 'সেইদিন রহমানের বাদশাহীই কায়েম থাকিবে এবং সেই দিনটি কাফিরদের জন্য ভীষণ কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।' এই ধরনের আরো বহু উদাহরণ রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ-এর صور শব্দের ব্যাপারে মতদ্বন্দ্ব রহিয়াছে।

কেহ বলেন ঃ صور হইল صورة -এর বহুবচন। তখন অর্থ দাঁড়ায় ঃ 'যেদিন শিঙ্গার ফুৎকারে মৃতসমূকে জীবন দেওয়া হইবে।'

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ যেমন বলা হয় ঃ سور سور البلد। এবং ইহা سورة -এর বহুবচন।

সঠিক কথা এই যে, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সেই নির্দিষ্ট সময়, যখন ইসরাফীল (আ) শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ মূলত সেই বাক্যকে সঠিক বাক্য বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে, যেইটির সহিত হাদীসের সাযুজ্য প্রমাণিত হইবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ ইসরাফীল (আ) শিঙ্গায় মুখ দিয়া রহিয়াছেন এবং মাথা ঝুঁকাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন যে, কখন ফুৎকারের নির্দেশ হয়। মুসলিম স্বীয় সহীহ্ সংকলনে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহ রাসূল! صور কি ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ একটি শিঙ্গা যাহা ফুঁ দেওয়া হয়।

আবুল কাসিম তাবারানী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সহিত বসা ছিলেন। তখন তিনি বলেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী ও আকাশসমূহের সৃষ্টি সমাপ্ত করিয়া একটি সূর তৈরি করেন এবং সূরটি ইসরাফীল (আ)-কে সমর্পণ করেন। তিনি সূরে মুখ দিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া অধীরভাবে অপেক্ষায় আছেন যে, কখন উহাতে ফুৎকারের নির্দেশ হয়।

তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'সূর' কি? তিনি বলেন ঃ শিঙ্গা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা কেমন ? তিনি বলেন ঃ উহা আকাশের মত বিশাল। যিনি আমাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই মহান সত্তার শপথ! উহার ব্যাস পৃথিবী ও আকাশসমূহের সমান। উহা তিনবার ফুঁকানো হইবে। প্রথম ফুৎকার হইবে ভীতি ও পেরেশানী সৃষ্টিকারী। দ্বিতীয় ফুৎকার হইবে সকলকে ধ্বংসকারী এবং তৃতীয় ফুৎকার হইবে সকলকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিতকারী। আল্লাহ তা'আলা প্রথম ফুৎকারের নির্দেশ দিবেন। প্রথম ফুৎকারে পৃথিবীর সকল লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে স্থির রাখিবেন, একমাত্র সেই স্থির থাকিবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ফুৎকার দিবার নির্দেশ না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ফুৎকার চলিতে থাকিবে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَاۤءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّالَهَا مِنْ فَوَاقٍ অর্থাৎ 'উহা ভীষণ একটি চীৎকার এবং দরাজ একটি আওয়ায।' এই ভীষণ আওয়াযের কারণে পাহাড়সমূহ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া বরফের মত উড়িতে থাকিবে। অতঃপর পৃথিবী ও ইহার বস্তুসমূহ হেলিতে থাকিবে, যেমন তুফানের কবলে পড়িয়া নৌকা দুলিতে থাকে। অথবা ঝুলাইয়া রাখা বাতি যেমন ঝড়ের সময় দুলিতে থাকে। এই অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَ تَرْجِفُ الرَّاجِفَةُ - تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ- قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ

অর্থাৎ 'সেই দিন দোল দেওয়ার শিঙ্গা ফুঁকানো হইবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। সেই দিন সকলে ভীষণভাবে ভয় পাইবে।' মানুষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া মাটিতে লুটিয়া পড়িবে। মা দুধপানকারী বাচ্চার কথা ভুলিয়া যাইবে। গর্ভবতী মহিলার গর্ভ খালাস হইয়া যাইবে। বাচ্চারা অধিক ভয় পাইবে। শয়তান জান বাঁচানোর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পলাইতে থাকিবে। কিন্তু ফেরেশতারা তাহাদিগকে তাড়াইয়া নিয়া আসিবে। সেই দিন একে অপরকে ডাকিবে। কিন্তু কেহ কাহারও এতটুকু সহযোগিতা করিবে না, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত।

এই কঠিনতম দিনকেই আল্লাহ তা'আলা يَوْمَ التَّنَادِ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে, যমীন ফাটিয়া খান খান হইয়া যাইবে। অভূতপূর্ব এক অবস্থার সৃষ্টি হইবে। এমন ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে যাহার ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ই দিতে পারেন। তখন সকল লোক আকাশের দিকে তাকাইবে এবং দেখিবে যে, আকাশ টুকরা টুকরা হইয়া উড়িতেছে, তারকারাজী কক্ষচ্যুত হইযা যাইতেছে এবং চাঁদ ও সূর্যের আলো উধাও হইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ মৃতদের এই ব্যাপারে কোন খবর থাকিবে না।

আবূ হুরায়রা (রা) তখন জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল!

فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلاَّمَنْ شَاءَ اللّٰهُ

- এই আয়াতে কাহাদিগকে ভিন্ন অবস্থায় রাখার কথা বলা হইয়াছে ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তাহারা হইল শহীদগণ।

এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হইবে জীবসমূহের। শহীদরা যদিও জীবিত বটে, কিন্তু তাহারা আল্লাহ্র নিকট সমর্পিত। তাহাদিগকে খাদ্য দেওয়া হয়। আল্লাহ তাহাদিগকে সেই অবস্থা হইতে নিরাপদ রাখিবেন। কেননা ইহাও এক প্রকারের শাস্তি। শাস্তি তো পাপীকেই দেওয়া হয়।

এই কথাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ - يَوْمَ تَرَوْنَهَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ

অর্থাৎ 'হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা উহা প্রত্যেক্ষ করিবে, সেদিন দেখিতে পাইবে, প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হইবে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিবে, মানুষকে দেখিবে মাতালসদৃশ, যদিও উহারা নেশাগ্রস্ত নহে। বস্তুত আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন।'

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ইচ্ছামত এই অবস্থা দীর্ঘায়িত করিবেন। অতঃপর ইসরাফীলকে সকল মানুষকে মূর্ছিত করার ফুৎকারটি দিতে বলিবেন। ফলে পৃথিবী ও আকাশের সকল জীব বেহুঁশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে বেহুঁশ করিবেন না।

এইভাবে সকলে মরিয়া যাইবে এবং আযরাঈল (আ) আসিয়া আল্লাহকে বলিবেন, হে মহান প্রতিপালক! পৃথিবী ও আকাশসমূহের সকলে মরিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র আপনি যাহাকে যাহাকে জীবিত রাখার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহারা ব্যতীত। কে জীবিত আছে তাহা আল্লাহ্র জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কে জীবিত আছে ?

অতঃপর তিনি বলিবেন, হে প্রতিপালক! যে সত্তা চিরঞ্জীব, যাঁহার মৃত্যু নাই সেই, আপনি এবং আরশ বহনকারী ইসরাফীল, জিবরাঈল, মিকাঈল ও আমি জীবিত আছি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, জিবরাঈল ও মিকাঈলকেও মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতা বলিবে, হে প্রতিপালক! জিবরাঈল ও মিকাঈলও মরিবে? আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বলিবেন, নিশ্চুপ থাক। আমি আমার আরশের নীচের প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু অবধারিত করিয়া রাখিয়াছি। অতঃপর জিবরাঈল এবং মিকাঈল মৃত্যুবরণ করিবেন। অবশেষে আযরাঈল মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্র নিকট আসিয়া বলিবেন, হে প্রতিপালক! জিবরাঈল ও মিকাঈল মারা গিয়াছে।

তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, কে কে জীবিত আছে ? আযরাঈল বলিবে, চিরঞ্জীব সত্তা আপনি, আরশ বহনকারী ফেরেশতা এবং আমি জীবিত আছি। তিনি বলিবেন, আরশ বহনকারীকেও মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। অতঃপর তিনিও মরিয়া যাইবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা আরশকে ইসরাফীল হইতে শিঙ্গা তুলিয়া নিবার জন্য আদেশ করিবেন। অতঃপর আযরাঈল আসিয়া বলিবেন, হে প্রতিপালক! আরশ বহনকারী ফেরেশতাও মারা গিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা অবগত থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করিবেন, এখন কে কে জীবিত আছে ? আযরাঈল বলিবেন, হে প্রভু! চিরঞ্জীব সত্তা আপনি এবং আমি জীবিত আছি। আল্লাহ তখন তাহাকে বলিবেন, তুমি আমার সৃষ্টিসমূহের একটি সৃষ্টি মাত্র। তুমি মরিয়া যাও। তখন আযরাঈল মরিয়া যাইবেন। অতঃপর মহাপরাক্রমশালী, বেনিয়ায আল্লাহ তা'আলা অবশিষ্ট থাকিবেন – যিনি জাতও নন, জনকও নন। অবশেষে তিনি পৃথিবী ও আকাশকে ভাংগিয়া সমান করিয়া ফেলিবেন। অতঃপর আবার গড়িবেন, আবার ভাংগিয়া ফেলিবেন। এইভাবে তিনবার ভাংগিয়া গড়িয়া স্বয়ং তিনবার বলিবেন, আমি পরাক্রমশালী, আমি পরাক্রমশালী, আমি পরাক্রমশালী। অতঃপর তিনবার বলিবেন, আজ রাজত্ব কাহার? কেহ উত্তর না দেওয়ায় স্বয়ং তিনি বলিবেন, মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহর।

আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ

অর্থাৎ 'সেই দিন পৃথিবী ও আকাশকে নতুনভাবে সৃষ্টি করিয়া বিস্তৃত ও সমান করিয়া দিবেন।' উহাতে বিন্দুমাত্র অসমান ও বাঁকাপনা থাকিবে না।

অতঃপর ভীষণ এক আওয়ায হইবে। ফলে যাহারা পৃথিবীর অভ্যন্তরে ছিল, তাহারা অভ্যন্তরে এবং যাহারা উপরে ছিল, তাহারা উপরিভাগে যথাস্থানে সংস্থাপিত হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আরশের নীচ হইতে পানি বর্ষণ করিবেন। ইহার পর আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করার নির্দেশ করিবেন। পর্যায়ক্রমে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হইবে। ফলে বার গজ পরিমাণ পানি উঁচু হইবে। অতঃপর সকল শরীরী বস্তুকে অংকুরিত হওয়ার নির্দেশ দিলে প্রত্যেকে বৃক্ষের মত অংকুরিত হইবে। তাহাদের সর্বাঙ্গ শরীর বাহির হইয়া আসিলে আল্লাহ তা'আলা আরশ

বহনকারী ফেরেশতা ইসরাফীলকে জীবিত করিবেন এবং ইসরাফীলকে শিঙ্গা ধারণ করার আদেশ করিলে তিনি উহা মুখের নিকট সংযত করিয়া রাখিবেন। অতঃপর জিবরাঈল ও মিকাঈলকে জীবিত করা হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আত্মাসমূহকে ডাকিবেন। মুসলমানদের আত্মাসমূহ থাকিবে আলোকময় ও কাফিরদের আত্মাসমূহ থাকিবে অন্ধকার। অতঃপর সকল আত্মা একত্রিত করিয়া শিঙ্গায় রাখিবেন এবং ইসরাফীলকে আত্মা স্ব স্ব শরীরে সংস্থাপনের ফুৎকার দিতে বলিবেন। তিনি তাহা করিবেন। ফলে আত্মাসমূহ মধু মক্ষিকার মত পৃথিবী ও আকাশসমূহের অভ্যন্তরে উড়িতে থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইযযত ও শক্তির কসম দিয়া বলিবেন, সকল আত্মা স্ব স্ব শরীরে সংস্থাপিত হও। তাই তখন আত্মাসমূহ স্ব স্ব শরীরে প্রবেশ করিবে। আত্মাগুলি শরীরসমূহের নাকের ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিবে এবং উহা শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষের মত ছড়াইয়া পড়িবে।

অতঃপর যমীন ফাটিতে থাকিবে এবং আমার যমীন (কবর) সর্বপ্রথম ফাটিবে। তখন লোক সকল দৌড়াইয়া তাহাদের প্রভুর দিকে ছুটিতে থাকিবে।

مُهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ يَقُوْلُ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

অর্থাৎ 'তাহারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটিয়া আসিবে ভীত-বিহ্বল হইয়া। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলিবে, ভয়াবহ এই দিন।'

সকল মানুষ উলঙ্গ এবং খতনাহীন হইবে। তাহারা একখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। এইভাবে দীর্ঘ সত্তর বছর কাটিয়া যাইবে। তাহারা কোন বিচারকার্য সম্পাদন হইতে না দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে ও কাঁদিতে থাকিবে। এক পর্যায়ে সকলের অশ্রু শেষ হইয়া যাইবে। ফলে চক্ষু হইতে রক্ত ঝরিতে থাকিবে। মানুষ ঘামের মধ্য হাবুডুবু খাইতে থাকিবে। ঘাম জমিয়া থুতনি পর্যন্ত উঠিবে। সকলে বলিতে থাকিবে যে, প্রভুর নিকট আমাদের জন্য কাহারো সুপারিশ করা উচিত যাহাতে আর বিলম্বিত না হইয়া আমাদের বিচারকার্য সত্বর শেষ হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে সকলে বলিতে থাকিবে, এই জন্য আমাদের আদি পিতা আদম (আ) ব্যতীত কে বেশি উপযুক্ত ? তাঁহাকে আল্লাহ স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্বয়ং তাঁহার শরীরের মধ্যে আত্মা ফুঁকিয়া দিয়াছেন। সকলে আসিয়া আদম (আ)-এর নিকট তাহাদের আরযী পেশ করিলে তিনি সুপারিশ করিতে অস্বীকৃতি জানাইবেন।

তিনি বলিবেন, ইহার সাহস আমি রাখি না। ইহার পর সকলে দিশাহারা হইয়া নবীগণের নিকট যাইয়া আরযী পেশ করিতে থাকিবে। কিন্তু সুপারিশ করার ব্যাপারে সকলে অপারগতা জানাইবেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতঃপর সকলে আমার নিকট আসিবে। আমি তাহাদের আরযীর প্রেক্ষিতে 'ফাহস'-এর সামনে গিয়া সিজদায় লুটিয়া পড়িব।

আবূ হুরায়রা (রা) জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'ফাহস' কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ 'ফাহস' হইল আরশের সম্মুখের অংশ।

এই অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রেরিত একজন ফেরেশ্তা আসিয়া আমার বাহু ধরিয়া আমাকে সিজদা হইতে টানিয়া তুলিবেন। আল্লাহ্ আমাকে বলিবেন, হে মুহাম্মদ! আমি বলিব, বলুন হে

প্রভু! আল্লাহ্‌র জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার বক্তব্য কি? আমি বলিব ঃ হে প্রভু! আপনি আমাকে সুপারিশ করার অধিকার প্রদান করার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অতএব আজ সেই অধিকার আমাকে দিন এবং লোকদের বিচার শুরু করুন। আল্লাহ বলিবেন, আচ্ছা, তুমি সুপারিশ করিতে পারিবে। এখনই আমি বিচার শুরু করিতেছি।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতঃপর আমি আসিয়া লোকদের মধ্যে দাঁড়াইব। এমন সময় আমরা আকাশ হইতে ভীষণ এক ধরনের আওয়ায শুনিতে পাইয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিব। পৃথিবীর সকল জিন্ন ও ইনসানের দ্বিগুণ ফেরেশ্‌তা আসিয়া নাযিল হইবেন। তাহারা যমীনের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইবেন। তাহাদের নূরের ঝলকে যমীন আলোকিত হইয়া যাইবে। তাহারা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে আছেন কি? তাহারা বলিবেন, না, তিনি আসিতেছেন। দ্বিতীয়বার প্রথমবারের দ্বিগুণ ফেরেশতা অবতীর্ণ হইবেন এবং তাহাদের নূরে মানুষ ও জিন্ন সকলেই আলোকিত হইয়া উছিবে। তাহারাও আসিয়া প্রথমোক্ত দলের মত সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া যাইবেন। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে আছেন কি? তাহারা বলিবেন না, তিনি আসিতেছেন। তৃতীয়বার দ্বিতীয়বারের দ্বিগুণ ফেরেশতা নাযিল হইবেন। তাহাদের সহিত আরশ বহনকারী আটজন ফেরেশতা সহ তিনি আগমন করিবেন। অথচ এখন মাত্র চারজন ফেরেশতা আরশ বহন করিতেছেন। তাহাদের শেষ কদম থাকিবে পৃথিবীর শেষ স্তর পর্যন্ত। তাহাদের একজনের অর্ধেক সমগ্র পৃথিবীর সমান। তাহাদের কাঁধের উপর আরশ। তাহারা মুখে তাসবীহ ও তাহমীদ জপিতে থাকিবেন ঃ

سبحان ذى العزش والجبروت سبحان ذى الملك والملكوت سبحان الحى الذى لايموت سبحان الذى يميت الخلائق ولايموت سبوح قدوس قدوس قدوس سبحان ربنا الاعلى رب الملائكة والروح سبحان ربنا الاعلى يميت الحلائق ولايموت-

অতঃপর কোন একস্থানে আল্লাহর আসন সংস্থাপিত হইবে। ইহার পর ইথার হইতে একটি গম্ভীর আওয়ায ভাসিয়া আসিবে। আল্লাহ বলিবেন, হে জিন্ন ও ইনসান জাতি! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করার পর হইতে আজ পর্যন্ত নীরব ছিলাম। এতদিন পর্যন্ত তোমরা কি বল তাহা শুনিয়াছি এবং তোমরা কি কর তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজ তোমরা নীরব থাক। কেননা এই হইল তোমাদের আমল ও দপ্তরসমূহ, উহা তোমাদিগকে পড়িয়া শুনান হইবে। যাহার আমল ভাল প্রকাশিত হইবে, সে আল্লাহ্‌র শোকর কর। আর যাহার আমল খারাপ প্রকাশিত হইবে, সে নিজেকে ধিক্কার দাও। অতঃপর জাহান্নামকে আদেশ করা হইলে উহা হইতে ঘুটঘুটে কালো একটি অবয়ব প্রকাশিত হইবে। অতঃপর তিনি বলিবেন ঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَابَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لاَّتَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ- وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ- وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيْرًا اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ- هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ-

'হে বনী আদম! আমি তোমাদিগকে কি আদেশ করি নাই যে, শয়তানের উপাসনা করিও না, কেননা সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু ? তোমরা আমারই ইবাদত কর, কেননা ইহাই সঠিক পথ। শয়তান তোমাদের অনেককে গুমরাহ করিয়াছে। তোমাদের কি এতটুকু জ্ঞান নাই? এই সেই জাহান্নাম. যে জাহান্নামের অংগীকার তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলাম।'

অথবা তিনি বলিবেন, যে জাহান্নামের সত্যতা তোমরা অস্বীকার করিয়াছিলে (এই স্থানে বর্ণনাকারী আবূ আসিম সংশয়গ্রস্ত হইয়াছেন)। তাই হে অত্যাচারীর দল! আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নেককার ও বদকারদিগকে পৃথক করিয়া দিবেন এবং বলিবেন ঃ

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتَابِهَا اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'প্রত্যেক সম্প্রাদায়কে দেখিবে ভয়ে নতজানু হইতে; প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার আমলনামা দেখিতে আহ্বান করা হইবে এবং বলা হইবে, তোমরা যাহা করিতে, আজ তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।'

ইহার পর আল্লাহ পাক জিন্ন ও ইনসান ব্যতীত সকল জীবের বিচারকার্য আরম্ভ করিবেন। প্রত্যেক হিংস্র জানোয়ার ও জন্তুর বিচার করা হইবে। এমনকি শিংওয়ালা অত্যাচারী বকরীর বদলা অত্যাচারিত বকরী দ্বারা গ্রহণ করা হইবে। এইভাবে যখন সকল জীব-জানোয়ারের বিচার সমাপ্ত হইবে,একটি বিচারও যখন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকিবে না, তখন আল্লাহ তাহাদিগকে মাটি হইয়া যাইতে বলিবেন।

এই অবস্থা দেখিয়া কাফিররা বলিবে, يَالَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا - 'হায়, আমরাও যদি মাটি হইয়া যাইতাম!'

অতঃপর মানবজাতির বিচার শুরু হইবে। সর্বপ্রথম রক্তপাত ও হত্যার বিচার করা হইবে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত ব্যক্তিরা আসিয়া আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের হত্যার বিচার দাবি করিলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের হত্যাকারীদিগকে নিহতদের মুণ্ড বহিয়া নিয়া আসিতে আদেশ করিবেন এবং তাহারা মুণ্ড নিয়া আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হইলে সেই মুণ্ড আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন করিবে, হে আল্লাহ! আপনি ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করিয়াছে ?

আল্লাহ তা'আলার জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি হত্যাকারীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি তাহাকে কেন হত্যা করিয়াছ? সে জবাবে বলিবে, তোমার ইযযত বুলন্দির জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন হ্যাঁ, তুমি সত্য বলিয়াছ। ফলে তাহার অবয়ব সূর্যবৎ আলোকময় হইয়া ঝলমল করিতে থাকিবে এবং ফেরেশতারা তাহাকে বেহেশতের দিকে নিয়া যাইবেন।

এইভাবে আরেক নিহত ব্যক্তি তাহার মুণ্ড ও ভূড়িসহ আসিয়া আল্লাহ্‌র নিকট তাহার হত্যার বিচার দাবি করিয়া বলিবে, হে প্রভূ! আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, সে আমাকে কেন হত্যা করিয়াছে ? আল্লাহ্ তা'আলার জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি তাহাকে কেন হত্যা করিয়াছ ? সে বলিবে, হে প্রভূ! আমি তাহাকে আমার ইযযত বাড়াইবার জন্য হত্যা করিয়াছি। আল্লাহ তাহাকে বলিবেন, তুমি ধ্বংস হইয়া যাও।

এইভাবে প্রত্যেকটি হত্যা ও যুলমের বিচার নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ যে যালিমকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে শাস্তি দিবেন। তেমনি যাহাকে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে করুণা করিবেন।

প্রত্যেক যালিমের বিচার এইভাবে হইবে যে, কাহারো বিচার নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকিবে না। এমনকি যে দুধ পানি মিশ্রিত করিয়া বিক্রি করিত, তাহারও বিচার হইবে।

বিচারপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করিবে, যাহা সকল সৃষ্টজীব শুনিতে পাইবে। সে বলিবে, প্রত্যেক সম্প্রদায় স্ব স্ব খোদার নিকট চলিয়া যাও এবং নিজেদের মাবূদের আঁচল ধারণ কর। তখন প্রতিমা ও ভূত পূজারীদের পূজ্য দেবতাগণ পূজারীদের সামনে অপদস্থ হইতে থাকিবে।

একজন ফেরেশতাকে উযায়ের (আ)-এর অবয়ব এবং অপর একজন ফেরেশতাকে ঈসা (আ)-এর অবয়ব দেওয়া হইবে। ফলে ইয়াহূদীরা উযায়ের (আ)-এর পিছনে এবং খ্রিস্টানরা ঈসা (আ)-এর পিছনে চলিতে থাকিবে। ফেরেশতাদ্বয় তাহাদিগকে দোযখের দিকে নিয়া যাইতে থাকিলে তাহারা বলিবে, ইনি যদি আমাদের সত্যিকারের খোদা হইতেন তাহা হইলে তো আমাদিগকে দোযখের দিকে নিয়া যাইতেন না। ফলে তাহারা অনন্তকালের জন্য দোযখবাসী হইয়া থাকিবে।

এক পর্যায়ে মুনাফিকসহ কেবল মুসলমানরা অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। তাহাদের সামনে আল্লাহ তা'আলা স্বেচ্ছায় পরিবর্তিতরূপে আসিয়া বলিবেন, হে লোক সকল! সকলে স্ব স্ব প্রভুর নিকট চলিয়া গিয়াছে, তোমরাও তোমাদের প্রভুর নিকট চলিয়া যাও। তখন মুনাফিকসহ সকলে বলিবে, আল্লাহর কসম! আমাদের প্রভু তো আপনিই ছিলেন। আপনাকে ব্যতীত অন্যকে তো আমরা মানিতাম না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া পুনর্বার স্বমূর্তিতে আসিয়া আবির্ভূত হইবেন এবং অদৃশ্য ইংগিতে সকলে বুঝিতে পারিবে যে, এই তাহাদের আল্লাহ এবং তাঁহার আসল রূপ। তখন সকলে সিজদায় লুটিয়া পড়িবে। কিন্তু যাহারা মুনাফিক, তাহাদের মেরুদণ্ড শক্ত হইয়া যাইবে। ফলে তাহারা সিজদায় যাইতে পারিবে না। গরুর পিঠের মত তাহাদের মেরুদণ্ড সোজা হইয়া থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, ইহাদিগকে তুলিয়া নিয়া যাও। এক পর্যায়ে তাহারা পুলসিরাতের মুখামুখি হইবে যাহা হইবে তরবারি হইতে ধারালো এবং উহার কোথাও কাঁটা বা কোথাও পিচ্ছিল থাকিবে। মোট কথা পুলসিরাত তাহাদের জন্য হইবে একটি ভয়াবহ দৃশ্য। পুলসিরাতের নীচে ও উপরে এই ধরনের আরও পুল রহিয়াছে। নেককার লোক এই ভয়াবহ পুলটি নিমেষে পার হইয়া যাইবেন। কেহ এক পলকে, কেহ বিজলির গতিতে, কেহ তীব্র হাওয়ার গতিতে, কেহ তেজিয়ান ঘোড়ার গতিতে অথবা কেহ দৌড়াইয়া চলা সওয়ারীরগতিতে অথবা কেহ মানুষের দৌড়ানোর গতিতে এই পুলটি পার হইয়া যাইবে। আবার কেহবা আহত হইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জাহান্নামের মধ্যে পড়িয়া যাইবে।

জান্নাতীরা জান্নাতে পৌছিয়া গেলে অন্য সকল লোক বলিবে, আমাদিগকে জান্নাতে পৌছাইবার জন্য কি কোন সুপারিশকারী আমাদের নাই ? অতঃপর তাহারা হযরত আদম (আ)-এর নিকট আসিয়া তাহাদের জন্য সুপারিশের অনুরোধ জানাইলে তিনি আপন পাপের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করার যোগ্য নহি। তোমরা নূহের নিকট যাও। কেননা সে আল্লাহর প্রথম রাসূল।

অতঃপর তাহারা নূহ (আ)-এর নিকট গিয়া সুপারিশের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি আপন পাপের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, আমি ইহার যোগ্য নহি। তোমরা ইবরাহীমের নিকট যাও। কেননা আল্লাহ তাহাকে স্বীয় খলীল বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা ইবরাহীম (আ)-এর নিকট গিয়া তাহাদের জন্য সুপারিশের অনুরোধ করিলে তিনি তাহাদিগকে স্বীয় পাপের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, আমি ইহার যোগ্য নহি। তোমরা মূসার নিকট যাও। কেননা তাহার প্রতি তাওরাত নাযিল করা হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলিয়াছেন।

তাহারা সকলে মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়া তাহদের জন্য সুপারিশের অনুরোধ জানাইলে তিনি স্বীয় পাপের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, আমি ইহার যোগ্য নহি। তবে তোমরা ঈসার নিকট যাও। কেননা তিনি আল্লাহ একটি নিদর্শন এবং তিনি রূহুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত।

তাহারা সকলে ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ)-এর নিকট আসিয়া অনুরোধ জানাইলে তিনি বলিবেন, আমি সুপারিশ করার ক্ষমতার অধিকারী নহি। তোমরা মুহাম্মদের নিকট যাও।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অবশেষে তাহারা আমার নিকট আসিবে। আল্লাহ আমাকে তিনটি সুপারিশের অধিকার দিয়াছেন এবং উহার অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমি জান্নাতের দিকে আসিব এবং জান্নাতের বন্ধ দরজাগুলি নাড়া দিব। অতঃপর জান্নাতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং আমাকে খোশ-আমদেদ জ্ঞাপন করা হইবে।

আমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়া আল্লাহকে দেখিব এবং সিজদায় লুটিয়া পড়িব। আল্লাহ তখন আমাকে এমন একটি তাহমীদ ও তামজীদ পাঠ করার অনুমতি দিবেন যাহা আমি ব্যতীত অন্য কাহাকেও তিনি শিখান নাই।

অতঃপর তিনি বলিবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা তোল। তুমি কি সুপারিশ করিতে চাও, কর। তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে এবং তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হইবে। আমি মাথা তুলিলে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি কি বলিতে চাও ? আমি বলিব, হে প্রভু! আপনি আমাকে সুপারিশ করার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। অতএব জান্নাতবাসীদের ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবূল করুন, তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিন। তিনি বলিবেন, আচ্ছা, আমি অনুমতি দিলাম, এই সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র কসম! তোমরা জান্নাতে স্বীয় পরিবারের লোক এবং স্ত্রীদিগকে পৃথিবীর চাইতে বেশি তাড়াতাড়ি চিনিতে পারিবে। প্রত্যেক পুরুষ বাহাত্তরজন করিয়া স্ত্রী প্রাপ্ত হইবে। ইহাদের দুইজন হইবে মানবজাতির মধ্য হইতে। এই দুইজনের অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য থাকিবে। কেননা পৃথিবীতে বসিয়া ইহারা অনেক নেককাজ করিয়াছে।

তাহারা ইয়াকূত নির্মিত ও মুক্তা সজ্জিত এক-একটি ঘরের মধ্যে স্বর্ণের তখতের উপর বসিয়া থাকিবে। যাহারা সুন্দুস ও ইস্তিবরাকের তৈরি সত্তরটি ঝালর পরিধান করিয়া থাকিবে। তাহাদের কাঁধের উপর হাত রাখিলে হাতের প্রতিবিম্ব তাহাদের সীনার উপরের কাপড় ও শরীর ভেদ করিয়া অন্যদিক হইতে পরিলক্ষিত হইবে। তাহাদের শরীর এতটা স্বচ্ছ হইবে যে, তাহাদের পায়ের গোছার তন্ত্রিসমূহ দেখা যাইবে। উহা ইয়াকূত নির্মিত পায়ার মত মনে হইবে। একের অন্তর অপরের জন্য আয়না স্বরূপ হইবে। ইহাদের ভালবাসার মধ্যে কখনো ভাটা আসিবে না। একে অপরের উপর কখনো বিরূপ মনোভাবাপন্ন হইবে না।

এমন সময় একটি আওয়াজ হইবে যে, আমি জানি, ইহাতে তোমাদের মন তৃপ্ত হইবে না। তাই তোমরা অন্যান্য স্ত্রী যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের নিকট যাও। ফলে সে একজনের পর আরেকজনের নিকট যাইতে থাকিবে। তাহাদের সৌন্দর্য দেখিয়া সে বলিবে, আল্লাহর কসম! তোমার মত সুন্দরী বেহেশতে দ্বিতীয় কেহ নাই। তাই তোমার মত প্রিয় আমার কেহ নয়।

পক্ষান্তরে দোযখবাসীদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করার পর তাহাদের কাহারো পা পর্যন্ত, কাহারো নলার মধ্য পর্যন্ত, কাহারো হাঁটু পর্যন্ত, কাহারো কোমর পর্যন্ত আর কাহারো কাহারো চেহারা ব্যতীত সমস্ত শরীর আগুনে দগ্ধ হইবে। কেননা চেহারার উপর আগুনের জ্বলন হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতঃপর আমি বলিব, হে প্রভু! আমার দোযখবাসী উম্মতের জন্য আমার সুপারিশ কবূল করুন। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমার জানামতে তোমার উম্মতদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া লও। ফলে আমার কোন উম্মত আর দোযখে থাকিবে না।

অতঃপর সাধারণ সুপারিশের অনুমতি হইলে প্রত্যেক নবী ও শহীদগণ নিজ নিজ লোকের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ পেশ করিবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, যাহার অন্তরে দীনার পরিমাণ ওজনের ঈমান রহিয়াছে, তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিতে পার।

অতঃপর বলিবেন, যাহার অন্তরে এক দীনারের দুই-তৃতীয়াংশ, এক দীনারের এক-তৃতীয়াংশ, এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ, অবশেষে যাহার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান রহিয়াছে, তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া লও। সবশেষে যে জীবনে কোন ভাল কাজ করিয়াছে, তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে। এইভাবে সুপারিশের উপযুক্ত কোন লোক জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকিবে না। আল্লাহ তা'আলা তখন মনে মনে বলিবেন, কেহ যদি আমার কাছে আরও সুপারিশ করিত!

সবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, এখনো অনেক লোক দোযখে অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহারা জ্বলিতেছে, অথচ আমি আরহামুর-রাহিমীন। ফলে তিনি স্বীয় হস্ত দোযখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অসংখ্য দোযখবাসীকে বাহির করিয়া আনিবেন। যাহারা পুড়িয়া পুড়িয়া কয়লার মত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে তুলিয়া আনিয়া বেহেশতের 'আল-হায়ওয়ান' নামক নহরে রাখা হইবে। তাহারা ঝিলের পাড়ের শাক-সবজির মত পুনরায় তরতাজা হইয়া উঠিবে। তাহাদের কপালের উপর লিখা থাকিবে 'আল্লাহর আযাদকৃত জাহান্নামী।' ইহা দ্বারা জান্নাতবাসীরা বুঝিবে যে, এই লোকেরা কিছু ভাল কাজ করিয়াছিল।

এইভাবে দীর্ঘদিন থাকার পর তাহারা আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করিবে যে, হে প্রভূ! আমাদের কপালের এই লেখা নিশ্চিহ্ন করিয়া দাও। ফলে উহা নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে।

এই দীর্ঘতম হাদীসটি খুবই প্রসিদ্ধ বটে কিন্তু গরীব। বিভিন্ন হাদীস হইতে সংগ্রহ করিয়া এইভাবে দীর্ঘাকারে উপস্থাপন করা হইয়াছে। অবশ্য ইহার কিছু কিছু অংশ বা বাক্য অগ্রহণযোগ্য।

একমাত্র মদীনার বিচারপতি ইসমাঈল ইবন রাফে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অবশ্য এই ব্যক্তির ব্যাপারে ইখতিলাফ রহিয়াছে। কেহ বলেন যে, তিনি সিকাহ রাবী আর কেহ বলেন, তিনি দুর্বল রাবী। কেহ কেহ তাঁহার নিকট হইতে হাদীস গ্রহণই করেন নাই। যেমন আহমদ ইবনে হাম্বল, আবূ হাতিম রাযী ও আমর ইবন আলী আল-ফাল্লাস। আবার কেহ বলিয়াছেন, তাঁহার হাদীস প্রত্যাখাত। ইবনে আদী বলেন, এই হাদীসটিতে প্রশ্ন রহিয়াছে। কেননা হাদীসটির সকল রাবীই অত্যন্ত দুর্বল।

আমার কথা হইল, এই হাদীসটির সনদের ব্যাপারে ইখতিলাফ রহিয়াছে এবং তাহা আমি উপরে বর্ণনা করিয়াছি। তবে এই হাদীসটির বক্তব্য বেশ আশ্চর্যজনক এবং জ্ঞানের খোরাক। দ্বিতীয়ত, এই দীর্ঘ বর্ণনাটি একটি হাদীস নয়, বরং একাধিক হাদীস হইতে সংকলন করা হইয়াছে। হয়ত এই জন্যই হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত।

আমি আমার উস্তাদ হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী (র)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, ওলীদ ইবনে মুসলিমের একটি সংকলনে তিনি ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ইহা একটিমাত্র হাদীস নয়, বরং একাধিক হাদীসের সংকলন মাত্র। আল্লাহই ভাল জানেন।

(٧٤) وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۚ إِنِّيٓ أَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝

(٧٥) وَكَذٰلِكَ نُرِيٓ إِبْرٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝

(٧٦) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ الْاٰفِلِينَ ۝

(٧٧) فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّينَ ۝

(٧٨) فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّي هٰذَآ أَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝

(٧٩) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

৭৪. "স্মরণ কর, ইবরাহীম তাহার পিতা আযরকে বলিয়াছিল, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন ? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।"

৭৫. "এইভাবে ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখাই যাহাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হয়।"

৭৬. "অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিল, তখন সে নক্ষত্র দেখিয়া বলিল, ইহাই আমার প্রতিপালক; অতঃপর যখন উহা অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, যাহা অস্তমিত হয় তাহা আমি পসন্দ করি না।"

৭৭. "অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিল, তখন সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালক; যখন ইহা অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।"

৭৮. "অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হইতে দেখিল, তখন সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালক, ইহা সর্ববৃহৎ; যখন ইহাও অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর, তাহা হইতে আমি পবিত্র।"

৭৯. "আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।"

তাফসীর ঃ যাহ্হাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম আযর ছিল না, বরং তাহার পিতার নাম ছিল 'তারিখ'। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবূ আসিম আন-নাবীল (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) ॥ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ

এই আয়াতাংশের اٰزَرَ পদটির অর্থ সম্পর্কে বলেন যে, اٰزَرَ অর্থ হইল প্রতীক। মূলত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম তারিখ, মাতার নাম শানী ও স্ত্রীর নাম সারা এবং ইসমাঈল (আ)-এর মাতার নাম হাজেরা।

একদল আলিমও বলিয়াছেন যে, ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম ছিল তারিখ।

মুজাহিদ ও সুদ্দী বলিয়াছেন ঃ মূলত আযর একটি প্রতিমার নাম।

তবে আমাদের কথা হইল যে, ইবরাহীম (আ)-এর পিতা এই আযর নামক প্রতিমাটির পরিচর্যা করিত বিধায় তাহাকেও আযর নামে ডাকা হইত। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্‌ন জারীরসহ অনেকে বলিয়াছিলেন যে, আযর নিন্দা ও দোষ প্রকাশমূলক একটি শব্দ। ইহার অর্থ হইল টেড়া। তবে এই বর্ণনাটি সনদহীন। এই ধরনের কথা আর কাহারো নিকট হইতে বর্ণিতও হয় নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......মুতামির ইব্‌ন সুলায়মান হইতে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান বলেন ঃ 'আযর' অর্থ টেড়া। সাধারণত এই শব্দটি ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে, ব্যাঙ্গ প্রকাশার্থে হযরত ইবরাহীম (আ) এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ তবে সঠিক কথা হইল যে, তাঁহার পিতার নাম ছিল আযর। তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহার পিতার নাম তারিখ।

অবশ্য তিনি ইহার মীমাংসায় বলেন যে, তাহার দুইটি নাম ছিল। অধিকাংশ আলিম এই মত পোষণ করিয়াছেন। অথবা তাহার একটি নাম ছিল উপাধি স্বরূপ। এই মতটি শক্তিশালী, উপরন্তু সুন্দরও বটে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের পঠনের ব্যাপারে আলিমদের মাঝে ইখতিলাফ রহিয়াছে। আবূ ইয়াযীদ আল-মাদানী ও হাসান বসরী হইতে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা উভয়ে এইভাবে পড়িতেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرُ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً

উহার অর্থ দাঁড়ায় ঃ 'হে আযর! তুমি কি প্রতিমাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর ?' জমহূর উলামা ইহাকে যবর দিয়া পাঠ করিয়াছেন। এই শব্দটি عَلَمٌ ও غير منصرف এবং لِاَبِيْهِ হইতে বদল হইয়াছে অথবা عطف بيان হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মতটি সর্বাপেক্ষা সঠিক বলিয়া মনে হয়।

যাহারা ইহাকে نعت হিসাবে পেশ দিয়া পাঠ করেন তাহারা أحمر ও اسود -এর মত غير منصرف মনে করেন।

পক্ষান্তরে একদলের এই ধারণা যে, উহা معمول বা مفعول হওয়ার কারণে মানসূব হইয়াছে অর্থাৎ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا -এর মধ্যে يا ابت اتخذ ازر اصناما الهة বাক্যটি উহ্য রহিয়াছে। যাহার অর্থ দাঁড়ায় ঃ 'হে পিতা! আযর মূর্তিকে তুমি ইলাহরূপে মান্য কর ?'

অথচ ব্যাকরণ হিসাবে এই অর্থ সঠিক নয়। কেননা জিজ্ঞাসাসূচক শব্দ সব সময় তাহার সামনের বাক্যকে প্রভাবিত করে, কখনো পিছনের বাক্যকে প্রভাবিত করে না। দ্বিতীয়ত, জিজ্ঞাসাসূচক শব্দ সব সময় মূল কথাটিকে কেন্দ্র করিয়া ব্যবহৃত হয়।

ইব্‌ন জারীরও এই কথা সমর্থন করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, এই কথা আরবী ব্যাকরণমতে সর্ববাদীসম্মত। এই ব্যাপারে কাহারো দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নাই।

তাহা ছাড়া এই আয়াতের উদ্দেশ্য হইল ইবরাহীম (আ)-এর তাঁহার পিতাকে মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া এবং সতর্ক করা। অবশ্য ইহার পরও তাঁহার পিতা মূর্তি পূজা হইতে বিরত হয় নাই। যথা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً؟

অর্থাৎ 'ইবরাহীম তাহার পিতাকে বলিলেন, তুমি কি আল্লাহ ভাবিয়া মূর্তিকে পূজা কর ?'

اِنِّىْ اَرَاكَ وَقَوْمَكَ অর্থাৎ 'যাহার ফলে আমি তোমাকে এবং তোমার সম্প্রদায় ও অনুসারীদিগকে নিপতিত দেখিতেছি' فِىْ ضَلَلٍ مُّبِيْنٍ 'স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।' অর্থাৎ তুমি ও তোমার দর্শনের উপর যাহারা চলে, তাহারা বিরাট গুমরাহীর মধ্যে রহিয়াছ। ক্রমেই তোমরা এই পথ ধরিয়া সত্য হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইবে। এই অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি হইতে তোমাদের মুক্তি পাওয়া সুদূর পরাহত। আর তোমাদের কর্মকাণ্ড দেখিয়া প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তি তোমাদিগকে অজ্ঞ ও গুমরাহ বলিতে বাধ্য।

ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَبِ اِبْرَهِيْمَ اِنَّه كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا- اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يَاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالاَيَسْمَعُ وَلاَيُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا- يَاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَاءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا- يَاَبَتِ لاَتَعْبُدِ الشَّيْطَانَ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا- يَاَبَتِ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا- قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يَاِبْرٰهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا- قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّىْ اِنَّهُ كَانَ بِىْ حَفِيًّا وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ عَسٰى اَلاَّ اَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّىْ شَقِيًّا-

অর্থাৎ 'স্মরণ কর এই কিতাবে উল্লেখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নবী। যখন সে তাহার পিতাকে বলিল, হে আমার পিতা! যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না, তুমি তাহার ইবাদত কর কেন ? হে আমার পিতা! আমার নিকট তো আসিয়াছে সেই জ্ঞান যাহা তোমার নিকট আসে নাই। সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাইব। হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করিও না। শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করিবে এবং তুমি শয়তানের সাথী হইয়া পড়িবে। পিতা বলিল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেবদেবী হইতে বিমুখ হইতেছ ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করিবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও। ইবরাহীম বলিল, তোমার নিকট হইতে বিদায়। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।'

এইভাবে ইবরাহীম (আ) তাঁহার পিতার জীবিতকাল পর্যন্ত তাহার পাপ মোচনের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করিতে থাকেন। তাঁহার পিতা মৃত্যুবরণ করার পর তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার পিতার শিরকীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বেকার। ফলে তিনি তাঁহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হন। যেমন কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلاَّ عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ

অর্থাৎ 'ইবরাহীম তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল তাহাকে ইহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বলিয়া; অতঃপর যখন ইহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু, তখন ইবরাহীম উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল। ইবরাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।'

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আ)-এর সহিত তাহার পিতা আযরের সাক্ষাত হইলে সে ইবরাহীম (আ)-কে বলিবে; হে নবী! আজ আর আমি তোমার মতের বিপরীতে চলিব না। তখন ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন করিবেন, হে প্রভু!

আপনি আমাকে কিয়ামতের দিন অপমানিত করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অথচ আজ আমার পিতার যে অবস্থা তাহার চেয়ে বড় অপমান ও লজ্জা আমার জন্য আর কি হইতে পারে ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, হে ইবরাহীম! তুমি তোমার পিছনের দিকে তাকাও। তিনি পিছনে তাকাইয়া দেখিবেন যে, কাদা মাখা একটি জন্তুকে টানিয়া জাহান্নামের দিকে নিয়া যাওয়া হইতেছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

'এইভাবে ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখাই।'

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা ও সৃষ্টিসমূহ অবলোকন করানোর মাধ্যমে আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রমাণ দেখাই। ফলে এই কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ ও প্রতিপালক। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِىْ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ 'তুমি বল, তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর বস্তুসমূহ গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন কর।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ 'কেন তাহারা দৃষ্টির গভীরতা নিয়া লক্ষ্য করিতেছে না আকাশসমূহ ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থার প্রতি।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنْ نَّشَا نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ-

অর্থাৎ 'তাহারা তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যে আকাশসমূহ ও পৃথিবী আছে, তাহা কি লক্ষ্য করে না ? আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে সহ ভূমি ধসাইয়া দিব অথবা তাহাদের উপর আকাশের খণ্ড-বিশেষের পতন ঘটাইব। আল্লাহ্র নৈকট্যকামী প্রতিটি দাসের জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।'

মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতে ইব্ন যুবায়র বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ)-এর দৃষ্টির সামনে আকাশের সকল কিছু ছিল উদ্ভাসিত। তিনি সব কিছু দেখিতে পাইতেন। এমন কি আরশ পর্যন্ত ছিল তাঁহার দৃষ্টি সম্প্রসারিত। উপরন্তু পৃথিবীর মাটির অভ্যন্তর ভাগেরও সবকিছু ছিল তাঁহার সামনে স্পষ্ট। এক কথায় তিনি লোকচক্ষুতে সবকিছুই দেখিতে পাইতেন।

কেহ আরো বাড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি মানুষের পাপ দেখিতে পাইতেন এবং পাপ দেখিতে পাইয়া পাপীর জন্য অমঙ্গল কামনা করিতেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে

বলিয়াছেন যে, হে ইবরাহীম! আমি আমার বান্দার প্রতি অতিশয় দয়ালু এবং প্রত্যেক পাপীরই তাওবা করার অথবা পাপ হইতে পূণ্যের পথে আসার ব্যাপক সুযোগ ও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

মু'আয ও আলী (রা) হইতে ইব্ন মারদুবিয়াও এইরূপ দুইটি মরফূ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীস দুইটির সনদ সহীহ নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীর সূত্রে ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِى اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে ইবরাহীম (আ)-কে আকাশ ও পৃথিবীর সকল গুপ্ত বস্তু অবলোকন করাইয়াছেন। এমনকি মানুষের নেকী-বদীর আমলও তিনি দেখিতে পাইতেন। এক পর্যায়ে তিনি পাপীদিগকে অভিসম্পাত দিতে থাকেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তুমি এমন কাজ করিও না।

এই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) প্রখর আত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তিনি সৃষ্টির গোপন রহস্যসমূহ অবলোকন করিয়া আল্লাহ্র প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার মাধ্যমে তিনি আল্লাহ্র পরিচয় ও তাঁহার রহস্য সম্পর্কে পরিমিত জ্ঞান লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। এইভাবে পার্থিব এবং অপার্থিব বিষয়ের উপর তাঁহার অগাধ জ্ঞান লাভ হয়। উহার মধ্যে তিনি আল্লাহ্র একত্বতার অকাট্য প্রমাণ খুঁজিয়া পান।

ইমাম আহমদ ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর বর্ণিত নিদ্রা সম্পর্কিত সহীহ হাদীসটিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ একদা আমি নিদ্রায় উত্তম একটি অবয়বে আমার প্রভুকে দেখিতে পাই। তিনি আমাকে বলেন, হে মুহাম্মদ! ঊর্ধ্ব জগতে কি নিয়া আলোচনা হইতেছে ? আমি বলিলাম, হে প্রভু! আমি জানি না! অতঃপর তিনি আমার কাঁধের উপর তাঁহার একখানা কুদরতী হাত রাখেন। বস্তুত সেই হাতের হিমেল ছোঁয়া এখনো আমি আমার হৃদয়ে অনুভব করি। ইহার পর হইতে সকল রহস্যের জট খুলিয়া যায় এবং সকল কিছু আমি নিজ চোখে দেখিতে পাই।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ অর্থাৎ যাহাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতাংশের واو শব্দটি অতিরিক্ত। অর্থাৎ আয়াতটি হইবে এইরূপ ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِى اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

তবে অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ

কেহ বলিয়াছেন ঃ واو টি অতিরিক্ত নয়; বরং ইহা দ্বারা পিছনের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। অর্থাৎ এইসব তাহাকে দেখান হইয়াছে যাহাতে সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং অনড় বিশ্বাসী হইতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ অর্থাৎ 'রাত্রির অন্ধকার যখন তাহাকে আড়াল বা আচ্ছন্ন করিল।'

رَا كَوْكَبًا অর্থাৎ 'তখন সে নক্ষত্র দেখিয়া বলিল' ঃ قَالَ هٰذَا رَبِّى অর্থাৎ ইহাই আমার প্রতিপালক।' اَفَلَ অর্থ غَابَ অর্থাৎ অস্তমিত হওয়া।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বলেন ঃ اَفَلَ অর্থ তিরোহিত হওয়া।

ইব্ন জারীর বলেন, আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ افلا ও يأفل- افولا- افل النجم يأفل অর্থাৎ আরবী পরিভাষায় অস্তমিত হইয়া যাওয়াকে اَفَلَ বলা হয়।

যথা আরবী কবিতায় ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

مصابيح ليست باللوتى تقودها * دياج ولا بالافلات الزوائل

সাধারণত বলা হয় ঃ اين افلت عنا অর্থাৎ 'আমাদের নিকট হইতে গায়েব হইয়া কোথায় গেল ?'

অতঃপর ইবরাহীম (আ) বলেন ঃ لَاُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ অর্থাৎ 'যাহা অস্তমিত হয় তাহা আমি পসন্দ করি না।'

এই প্রসঙ্গে কাতাদা বলেন ঃ তিনি জানিতেন যে, তাঁহার প্রতিপালক সর্বক্ষণ বর্তমান। কখনো ক্ষণিকের জন্যও তিনি তাঁহার আসন হইতে সরিয়া বসেন না।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا 'যখন সে চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিল।' তখন বলিল, قَالَ هٰذَا رَبِّى 'ইহা আমার প্রতিপালক।' যখন ইহাও অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল ঃ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ 'আমাকে আমার প্রভু সৎপথ প্রদর্শন না করিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ 'অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হইতে দেখিল তখন সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালক।' অর্থাৎ এই জ্বলজ্বলে উজ্জ্বল উদীয়মান আলোকটিই আমার প্রভু। কেননা هٰذَا اَكْبَرُ 'ইহা সর্ববৃহৎ।' অর্থাৎ ইহা নক্ষত্র ও চন্দ্রের তুলনায় অনেক বড় এবং ইহার আলোকও অত্যন্ত বেশি।

فَلَمَّا اَفَلَتْ 'যখন ইহাও অস্তমিত হইল', তখন সে বলিল ঃ

يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ * اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

অর্থাৎ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহাকে আল্লাহ্র শরীক কর, তাহা হইতে আমি মুক্ত। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নহি।' মোট কথা আমি আমার দীনের প্রতি আন্তরিক এবং ইবাদতের ব্যাপারে একনিষ্ঠ। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নহি।

لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ অর্থাৎ 'যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মত বহু জগত সৃষ্টি করিয়াছেন।'

حَنِيْفًا অর্থাৎ 'এখন আমি হিদায়াতপ্রাপ্ত।' 'হানীফ' অর্থ শিরক হইতে তাওহীদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়া।

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ 'আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

এখানে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে যে, এই আলোচনাটি স্বগত সংলাপ, না বাদানুবাদের উদাহরণ ?

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আলোচনাটি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একটি স্বগত সংলাপমাত্র। ইব্ন জারীরও لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ এই আয়াতাংশের দলীলে এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ তখন তিনি সেই গুহা হইতে বাহিরে আসেন যে গুহায় তাঁহার মা তাঁহাকে প্রসব করিয়াছিলেন। নমরূদ ইব্ন কিনআনের ভয়ে তাঁহারা সেই গুহায় নিরাপদ আশ্রয় নিয়াছিলেন। কেননা নমরূদকে তাহার জ্যোতিষীরা পূর্বেই অবহিত করিয়াছিল যে, এই রাজ্যে এমন একটি সন্তান জন্ম নিতে চলিয়াছে যাহার হাতে তাহার বাদশাহীর পতন ঘটিবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে নমরূদ পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে জন্ম নেওয়া সকল শিশুকে হত্যা করার জন্য আদেশ করিল। ফলে ইবরাহীম (আ)-এর গর্ভবতী মাতার যখন প্রসবের সময় ঘনাইয়া আসে, তখন তিনি শহর ছাড়িয়া দূরবর্তী একটি পাহাড়ের গুহায় গিয়া ইবরাহীমকে প্রসব করেন এবং ইবরাহীমকে তিনি সেখানে রাখিয়া চলিয়া আসেন। এই সময় ইবরাহীম (আ)-কে কেন্দ্র করিয়া বহু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। যাহা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তাফসীরকারগণ বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সঠিক কথা হইল যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই আলোচনাটি ছিল একটি বিতর্কমূলক। তিনি তাঁহার সম্প্রদায়কে তাহাদের হাতে গড়া প্রতিমা পূজার অসারতা প্রমাণ করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। তবে তাঁহার বক্তব্যের প্রথম শ্রোতা ছিল তাঁহার পিতা। তাহারা মাটি দ্বারা ফেরেশতাদের প্রতিকৃতি তৈরি করিয়া পূজা করিত। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল এই সব পূজ্য ফেরেশতারা পরকালে তাহাদিগের জন্য সুপারিশ করিবে। অবশ্য এইসব প্রতিমা প্রতিকৃতির প্রতি ইহার পূজারীদেরও তেমন কোন আস্থা নাই। তবে মাধ্যম হিসাবে তাহারা খাদ্য ও পানীয় এবং পার্থিব সাহায্য-সহযোগিতা সহ বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য এইসব প্রতিমার পূজা করিত। তাই এইসব পরিত্যাগ করার জন্য ইবরাহীম (আ) তাঁহার সম্প্রদায়ের সহিত বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন।

তাহারা যে সকল নক্ষত্র ও গ্রহসমূহের পূজা করিত, তাহা ছিল সাতটি। যথা ঃ চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অলোকদীপ্ত হইল সূর্য, ইহার পর চন্দ্র, ইহার পর শুক্র।

প্রথমে ইবরাহীম (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে শুক্রগ্রহের তুলনা দিয়া বলেন যে, ইহা একটি নক্ষত্রমাত্র যাহা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া কক্ষপথে আবর্তিত হয়। সে তাহার নির্ধারিত সীমার বামে বা ডাইনে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। উপরন্তু সে নিজে কিছু করার বা স্বাধীনভাবে চলার ক্ষমতাও রাখে না। উহা আল্লাহ্র সৃষ্টি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বা আলোকপিণ্ডমাত্র। উহা পূর্বদিক হইতে উদিত হয় এবং পশ্চিমদিকে গিয়া অস্তমিত হইয়া চোখের অন্তরালে চলিয়া যায়। এইভাবে প্রত্যেক রাতে ইহার উদয় ঘটে এবং কয়েক ঘন্টা পর অস্তাচলে ডুবিয়া যায়। অতএব

এই ধরনের বস্তু ইলাহ্ হইবার অধিকার রাখে না।

এইভাবে রাতের দিকে চন্দ্রের উদয় ঘটে এবং কিছু পরে তাহাও অস্তাচলে ডুবিয়া যায়। ইহার পর সূর্যের কথা আসিলে তাহাও দেখা যায় যে, এত আলো নিয়া আসিয়া তাহাও পশ্চিমের দিকে ডুবিয়া যায় এবং এত আলোর পৃথিবী আঁধারে ঢাকিয়া যায়। অতএব যাহা অস্তমিত হইয়া যায়, তাহা ইলাহ্ হইতে পারে না। উহা যে অস্থির এবং ঘূর্ণায়মান, ইহাই তো ইলাহ্ না হইবার জন্য একটি অকাট্য দলীল। অতএব এইসবের পূজা করা অবান্তর।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) এক পর্যায়ে তাঁহার সম্প্রদায়কে বলেন ঃ يَاقَوْمِ اِنِّىْ بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ -'হে আমার জাতি! তোমরা যাহাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর তাহা হইতে আমি পবিত্র।' অর্থাৎ তোমরা যে সকল প্রতিমা-মূর্তির পূজা কর আমি তাহা হইতে মুক্ত। যদি তাহারা সত্যিকার ইলাহ্ হইয়া থাকে তবে তোমরা তাহাদের সহযোগিতায় আমার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হও। কেননা-

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

'আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশগুলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নহি।' অর্থাৎ আমি এই সকলের সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করিয়া থাকি যিনি ইহাদের ধ্বংস ও পুনর্জন্মের ক্ষমতা রাখেন এবং ইহাদের ভাগ্যলিপি সম্পর্কে সম্যক অবগত রহিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে ইহাদের প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন। উপরন্তু যিনি এই সকলের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, আমি তাঁহার ইবাদত করি। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে ইহাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, সকলই তাঁহারই আজ্ঞাধীন। জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই। পবিত্রতা সেই মহান বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌র।'

অতএব ইহা কিভাবে হইতে পারে যে, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সত্যতা যাঁচাইয়ের ব্যাপারে চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন ?

আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عَالِمِيْنَ - اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاهٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ

অর্থাৎ 'আমি তো ইহার পূর্বে ইবরাহীমকে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমি তাহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, এই যে মূর্তিগুলি, যাহাদের পূজায় তোমরা রত রহিয়াছ, এই গুলি কি ?'

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- شَاكِرًا لاَنْعُمِهٖ اِجْتَبٰهُ وَهَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ- ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

অর্থাৎ 'ইবরাহীম ছিল বিশেষ এক সম্প্রদায়ের প্রতীক। সে ছিল আল্লাহ্র অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরলপথে। আমি তাহাকে দুনিয়ায় দিয়াছিলাম মঙ্গল এবং পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, তুমি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; ইবরাহীম অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নহে।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

অর্থাৎ 'বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ। সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রতিটি শিশু ফিতরাতের উপর জন্মলাভ করে।

সহীহ মুসলিমে ইয়ায ইব্ন হাম্মাদের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, আমি আমার প্রত্যেক বান্দাকে সত্যের উপর সৃষ্টি করিয়াছি।

উপরন্তু কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্র প্রকৃতির দীনকে অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্র প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নাই।'

কুরআনে আরও বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى

অর্থাৎ 'স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ? তাহারা বলিল, নিশ্চয়ই।'

এই আয়াতের মর্মার্থ অনেকটা নিম্ন আয়াতের সম্পূরক ঃ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

অর্থাৎ 'আল্লাহ পাক মানুষকে আল্লাহ্র ফিতরাতের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন।' এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসিবে।

বলা বাহুল্য, এই সকল আয়াত যখন মানুষের প্রকৃতিগত সত্যানুসারী হওয়ার সাক্ষ্য দিতেছে, তখন আমরা কিভাবে বলিব যে, ইবরাহীম (আ) প্রকৃতিগতভাবে সত্যানুসারী ছিলেন না ? অথচ তিনি মানব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। অতএব আল্লাহ্র অস্তিত্বের সত্যতার প্রমাণে তিনি চিন্তা ও প্রমাণের আশ্রয় নিবেন ইহা ভাবাই যায় না। বরং এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বিষয়ে তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইযাছিলেন। কেননা ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায় শিরকের মধ্যে লিপ্ত ছিল। ইবরাহীম (আ) দলীল দ্বারা তাহাদের ইলাহসমূহের অসারতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে আল্লাহ্র অস্তিত্বের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করিবেন, এই কথা অবান্তর এবং কল্পনাতীত।

(٨٠) وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّیْ فِی اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ؕ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّیْ شَيْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّیْ كُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

(٨١) وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَیُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

(٨٢) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

(٨٣) وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰی قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝

৮০. "তাহার সম্প্রদায় তাহার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইল। সে বলিল, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইবে ? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করিলে তোমরা যাহাকে তাঁহার শরীক কর, তাহাকে আমি ভয় করি না। সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না ?"

৮১. "তোমরা যাহাকে আল্লাহ্র শরীক কর, আমি তাহাকে কিরূপে ভয় করিব ? যে বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই, তাহাকে আল্লাহ্র শরীক করিতে তোমরা

ভয় কর না; সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী?"

৮২. "যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসকে সীমালংঘন দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদেরই জন্য, তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।"

৮৩. "এবং ইহা আমারই যুক্তি যাহা আমি ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়, যাহাকে ইচ্ছা আমি মর্যাদায় উন্নীত করি; তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় খলীল ইবরাহীম (আ)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বর্ণনা করেন যে, যখন তুমি তোমার সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাওহীদ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিলে এবং বলিয়াছিলে ঃ اَتُحَاجُّوْنِّى فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانِ

অর্থাৎ 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইবে ? অথচ তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি আমাকে সত্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং হিদায়াত দান করিয়াছেন।' আমার নিকট তাঁহার একত্বের প্রমাণ রহিয়াছে। অতএব আমি তোমাদের ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা সংশয়ের পক্ষ কিভাবে অবলম্বন করিতে পারি ?

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَلَا اَخَافُ مَاتُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ رَبِّىْ شَيْئًا

'আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করিলে তোমরা যাহাকে তাঁহার শরীক কর, তাহাকে আমি ভয় করি না।' অর্থাৎ তোমাদের ভিত্তিহীন কথার বিপক্ষে আমার জোরালো যুক্তি রহিয়াছে। আসলে তোমাদের হাতে তৈরি এই মূর্তি তো কোন শক্তি রাখে না এবং কোন কাজ করার যোগ্যতাও তো রাখে না। তাই আমি ইহাকে ভয় করি না এবং ইহাকে কোন মূল্য দেই না। তবুও যদি তোমরা মনে কর যে, তোমাদের প্রতিমা কিছু করিতে পারে, তবে সে আমার ক্ষতি করুক এবং সে উহা করিলে তখন আমার ব্যাপারে তোমাদের কোন কৃপাও প্রদর্শন করিতে হইবে না। যদি পারে তো সে আমার ক্ষতি করুক।

আল্লাহ্ তা'আলা উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ رَبِّىْ شَيْئًا

অর্থাৎ 'যদি না আমার প্রভু অন্যবিধ ইচ্ছা করেন।' এই অংশটি 'ইসতিসনা মুনকাতি' অর্থাৎ কেহ কোন ক্ষতি বা উপকার করিতে পারিবে না একমাত্র আল্লাহ্র মরযী ব্যতীত।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا

'সব কিছুর জ্ঞান তাঁহারই আয়ত্তাধীন, কোন কিছুই তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে নয়।'

اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ 'তোমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া আমি যে সকল প্রমাণ পেশ করিতেছি সে ব্যাপারে তোমরা কি মোটেও চিন্তা কর না ?' বাস্তবিকই তোমাদের মূর্তিমান প্রভুগুলি মিথ্যা। অতএব তোমরা উহাদের পূজা হইতে বিরত থাক।

এই দলীলটি কওমে 'আদের নবী হযরত হূদ (আ)-এর মত হইয়াছে।' উহা কুরআনে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি তাঁহার কওমকে বলিয়াছিলেন ঃ

قَالُوْا يَاهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِي الِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ- اِنْ نَّقُوْلُ اِلاَّ اعْتَرَكَ بَعْضُ الِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا اَنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ- مِنْ دُوْنِهِ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَتُنْظِرُوْنِ- اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَا صِيَتِهَا-

অর্থাৎ 'উহারা বলিল, হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই; তোমার কথায় আমরা আমাদের ইলাহদিগকে পরিত্যাগ করিবার নহি এবং আমরা তোমার উপর বিশ্বাসী নহি। আমরা তো ইহাই বলি, আমাদের ইলাহদের মধ্যে কেহ তোমাকে অশুভ প্রভাব দ্বারা আবিষ্ট করিয়াছে। সে বলিল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি আল্লাহ ব্যতীত সেই সব ইলাহ হইতে পবিত্র যাহাকে তোমরা আল্লাহ্র শরীক কর। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না। আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর; এমন কোন জীবজন্তু নাই যে তাঁহার পূর্ণ আয়ত্তাধীন নহে।'

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُمْ অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত যে বাতিল প্রতিমাসমূহের তোমরা ইবাদত কর, আমি উহাদিগকে কিরূপে ভয় করিব?'

وَلاَ تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا

অর্থাৎ 'অথচ তোমরা যাহাকে আল্লাহ্র শরীক কর, সে বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই, তাহাকে আল্লাহ্র শরীক করিতে তো তোমরা ভয় কর না।

ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ অনেক পূর্বসূরী বলেন ঃ سُلْطَانًا অর্থ প্রমাণ বা সনদ।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ

অর্থাৎ 'ইহাদের এমন কতগুলি দেবতা আছে যাহারা ইহাদের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দীনের, যাহার অনুমতি আল্লাহ ইহাদিগকে দেন নাই।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنْ هِىَ اِلاَّ اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ

অর্থাৎ 'তাহাকে ছাড়িয়া তোমরা এমন কতগুলি নামের ইবাদত করিতেছ যাহা শুধু তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রাখিয়াছ; এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নাই।'

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

'সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী?'

অর্থাৎ তোমরাই বল যে, তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে কোন্ দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? যে আল্লাহ সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন সেই আল্লাহ সত্য, না যে দেবতা নিশ্চল-নির্বাক বস্তু মাত্র এবং কাহারো কোন অপকার বা উপকার করার শক্তি রাখে না, সেই দেবতা?

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

অর্থাৎ 'যাহারা একনিষ্ঠতার সহিত আল্লাহ্র ইবাদত করিয়াছে এবং কাহাকেও তাঁহার সহিত শরীক করে নাই, কিয়ামত দিবসে তাহারা নিরাপত্তার সহিত থাকিবে। আর তাহারা ইহকাল-পরকাল উভয়কালে হিদায়াতপ্রাপ্ত হইবে।

বুখারী (র)......আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ যখন وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কে না স্বীয় নফসের উপর যুলম করে ? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ। অর্থাৎ 'বড় যুলম হইল শিরক করা।'

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ "যখন-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! স্বীয় নফসের উপর যুলম না করে কে ? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন ঃ তোমরা কি শুন নাই যে, জনৈক বুযর্গ উপদেশ স্বরূপ বলিয়াছেন ঃ

يَابُنَيَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ হে বৎস! আল্লাহ্র শরীক করিও না, কেননা শিরক সর্বাপেক্ষা বড় যুলম। এখানে যুলম বলিয়া শিরককে বুঝান হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ বলেন ঃ যখন وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, কে স্বীয় নফসের উপর যুলম করে না ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা যাহা ধারণা করিয়াছ তাহা নয়। বরং জনৈক বুযর্গ স্বীয় পুত্রকে বলিয়াছিলেন ঃ

يَابُنَيَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ 'হে বৎস! আল্লাহ্র সহিত শরীক করিও না। কেননা নিঃসন্দেহে শিরক সর্বাপেক্ষা বড় যুলম।'

উমর ইব্ন তুগলাব আল-নিমেরী (র) ......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ যখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়, তখন সাহাবাগণ এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করিলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ। অর্থাৎ নিশ্চয়ই শিরক অবশ্যই বড় যুলম। তাই যুলম অর্থ শিরক।

বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, কে স্বীয় নফসের যুলম না করে ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমারা কি জান না যে, জনৈক বুযর্গ তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছেন, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - 'নিশ্চয়ই শিরক অবশ্যই বড় যুলম।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুসংবাদ দিয়া বলেন, বিশ্বাসকে সীমালংঘন দ্বারা যাহারা কলুষিত করিয়াছে, তুমি তাহাদের মধ্যে গণ্য নহ।

আবূ বকর সিদ্দীক, উমর (রা), উবাই ইব্ন কা'ব, সালমান, হুযায়ফা, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন উমর (রা), আমর ইব্ন শুরাহবীল, আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী (রা) এবং মুজাহিদ, ইকরিমা, নাখঈ, যাহ্হাক, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখও এই হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র) ......আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ যখন وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমাকে বলা হইয়াছে যে, তুমিও উহাদের অনুরূপ।

ইমাম আহমদ (র) ......জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বাহির হই। যখন আমরা মদীনার বাহিরে চলিয়া আসি, তখন আমাদের দিকে আগত একজন সওয়ারীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন ঃ এই সওয়ারী তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য আসিতেছে। সওয়ারী আমাদের নিকটে আসিয়া সালাম দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে প্রশ্ন করেন, কোথা হইতে আসিয়াছ ? সে বলিল, আমি আমার পুত্র-পরিবার ও সম্প্রদায়ের নিকট হইতে আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখ ? সে বলিল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার ইচ্ছা করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ বল, আমিই আল্লাহ্র রাসূল। সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঈমান সম্বন্ধে আমাকে বলুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। আর নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, রমযান মাসে রোযা রাখিবে এবং হজ্জ পালন করিবে।

সে বলিল, আমি এইসব বিশ্বাস করি। অতঃপর লোকটি রওয়ানা করিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার উটের পা জংলী ইঁদুরের গর্তে পতিত হইলে উটটি কাত হইয়া পড়িয়া যায়। সাথে সাথে লোকটিও মাটিতে পড়িয়া গেলে তাহার মাথা ফাটিয়া যায় এবং গর্দান ভাংগিয়া যায়। ফলে লোকটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলেন ঃ এই লোকটিকে দেখাশুনা করা আমার দায়িত্ব।

অতঃপর ত্বরিৎবেগে আম্মার ইব্ন ইয়াসার ও হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) লোকটির নিকট গিয়া উপস্থিত হন এবং তাহাকে ধরিয়া বসান। ইহার পর তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকটি মারা গিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়ান। অতঃপর তাঁহাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমরা জান, আমি কেন হঠাৎ অন্যদিকে ফিরিয়াছিলাম ? আমি দেখিতেছিলাম যে, দুইজন ফেরেশতা লোকটির মুখে ফল দিতেছিলেন। তাহাতে আমি বুঝিলাম, লোকটি ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

ইহার পর বলেন ঃ এই লোকটি আল্লাহ কর্তৃক প্রশংসিত সেই লোকদের মত, যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসকে যুলম দ্বারা কলুষিত করে নাই।

অতঃপর বলেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের দাফনের ব্যবস্থা কর। এই আদেশের পর তাঁহারা তাহাকে গোসল দেন, কাফন পরান এবং খুশবু লাগান।

যখন তাহারা তাহাকে বহন করিয়া কবরের দিকে নিয়া যাইতেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাশরীফ নিয়া আসেন ও কবরের পার্শ্বে আসিয়া বসেন এবং বলেন ঃ বগলী কবর খনন কর, খোলা কবর খুড়িও না। আমাদের কবর বগলী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা অন্য জাতিরা খোলা কবর খনন করিয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র) ......জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, জারীর ইব্ন আবদুল্লাহও এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। উহাতে এই কথা বেশি বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ যাহারা কম আমল করিয়া বেশি সওয়াবের অধিকারী হয়, এই লোকটি তাহাদের অন্যতম।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে পথ চলিতেছিলাম। হঠাৎ জনৈক বেদুঈন সামনে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেই আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্যের উপর প্রেরণ করিয়াছেন। সত্য সত্য আমি আমার এলাকা, ঘরবাড়ি, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ ছাড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি একমাত্র হিদায়াত লাভ করার জন্য। খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা ও যমীনের ঘাস খাইতে খাইতে আপনার দুয়ার পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আপনি আমাকে দীন শিক্ষা দিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে দীন শিক্ষা দেন এবং লোকটি তাহা কবূল করিয়া নেন।

লোকটির কথা শুনিয়া আমরা তাহার চতুর্দিকে জড়ো হইয়া গিয়াছিলাম। ইহার পর লোকটি উটের পৃষ্ঠে চড়িয়া যাওয়ার জন্য পথ ধরিলে জংলী ইঁদুরের গর্তে তাহার উটের পা পড়িয়া যায়। ফলে লোকটি উটের পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায়।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে সত্তা আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন সেই সত্তার শপথ! লোকটি যাহা বলিয়াছিল, সত্য বলিয়াছিল। সত্যই লোকটি একমাত্র হিদায়াতপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দেশবাড়ি, ধন-সম্পদ রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। সত্যই লোকটি পথে পথে ঘাসপাতা খাইতে খাইতে আমার নিকট আসিয়াছিল। তোমরা কি শুনিয়াছ যে, অনেক লোকে কম আমল করিয়া বেশি নেকীর ভাগী হয় ? এই লোকটি তাহাদের একজন। তোমরা শুনিয়াছ কি যে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে যুলম দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদের জন্যই এবং তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত ? নিশ্চয়ই এই লোকটি সেই লোকদেরই একজন।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ এই লোকটি আমল করিয়াছে স্বল্প বটে, কিন্তু সওয়াবের ভাগী হইয়াছে বড় অংকের।

মুহাম্মদ ইব্ন ইয়ালা আল-কূফীর সনদে ইব্ন মারদূবিয়া (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

যিয়াদ ইব্‌ন খায়সামা (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাখবারা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাখবারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যাহাকে দান করা হইয়াছে সে যদি দানপ্রাপ্তির পর শোকর করে, যাহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে সে যদি সবর করে এবং যাহাকে অত্যাচার করা হইয়াছে সে যদি অত্যাচারীকে ক্ষমা করিয়া দেয়। এই পর্যন্ত বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) নিশ্চুপ হইয়া যান। ফলে সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তবে এই ব্যক্তি কি পুরস্কারপ্রাপ্ত হইবে ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ -'নিরাপত্তা তাহাদেরই জন্য এবং তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنَاهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ

'এবং ইহা আমার যুক্তি যাহা ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়।' অর্থাৎ এই ধরনের যুক্তি ও বিতর্ক আমি ইবরাহীমকে শিক্ষা দিয়াছিলাম।

মুজাহিদ প্রমুখ বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই কথা বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ইবরাহীম (আ) তাঁহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় বলিয়াছিলেন ঃ

وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَاتَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ

অর্থাৎ 'তোমরা যাহাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর আমি তাহাকে কিরূপে ভয় করিব ? অথচ যাহার বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই, তাহাকে আল্লাহ্‌র শরীক করিতে তোমরা ভয় কর না। সুতরাং তোমরা যদি জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী ?'

উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীকৃতি দিয়া বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُوْلٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

অর্থাৎ 'যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসকে যুলম দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদেরই জন্য, তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।'

এই কথার দিকে ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ তা'আলা উপসংহার স্বরূপ বলিয়াছেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ

অর্থাৎ 'ইহা আমার যুক্তি যাহা আমি ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাহাকে ইচ্ছা আমি মর্যাদায় উন্নীত করি।'

এখানে درجات -কে اضافت সহ কিংবা اضافت ব্যতীত উভয় ধরনেই পড়া যায়। উভয় অবস্থায় অর্থও প্রায় একই দাঁড়ায়। যেমন সূরা ইউসুফের মধ্যেও এইরূপ ব্যবহার আসিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ 'তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।' অর্থাৎ তিনি স্বীয় সকল কথায় প্রাজ্ঞ এবং স্বীয় সকল কাজ সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞান রাখেন। কাহাকে তিনি হিদায়াত দিবেন, আর কাহাকে গুমরাহ করিবেন, তাহা তিনি যথাযথভাবেই বুঝেন। যদিও উহার বিরুদ্ধে কেহ দলীল-প্রমাণও পেশ করে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الاَلِيْمَ-

অর্থাৎ 'যাহাদের ভাগ্যে আল্লাহ্র ফয়সালা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে না। যত নিদর্শন ও প্রমাণ পেশ করা হউক না কেন, তবুও সে মর্মবিদারক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাসী হইবে না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ। 'তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।'

(٨٤) وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(٨٥) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(٨٦) وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٨٧) وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

(٨٨) ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(٨٩) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۝

(٩٠) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ۝

৮৪. "আর তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক, ইয়াকূব এবং তাহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; ইতিপূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাঊদ, সুলায়মান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে। আর এইভাবেই সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরস্কার দান করি।"

৮৫. "এবং যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম, ইহারা সকলে সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত।"

৮৬ "আরও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইসমাঈল, আল-ইয়াসয়া, ইউনুস ও লূতকে এবং প্রত্যেককে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।"

৮৭. "এবং ইহাদিগকে পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কৃতকর্মে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সফল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।"

৮৮. "ইহা আল্লাহর পথ, স্বীয় দাসগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন; তাহারা যদি শিরক করিত, তবে তাহাদের কৃতকার্য নিষ্ফল হইত।"

৮৯. "ইহাদিগকেই কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত প্রদান করিয়াছি। অতঃপর যদি তাহারা এইগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে, তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এইগুলির ভার অর্পণ করিয়াছি যাহারা এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিবে না।"

৯০. "ইহাদিগকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। সুতরাং তুমি তাহাদের পথ অনুসরণ কর; বল, ইহার জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহি না, ইহা তো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ।"

তাফসীর ঃ আল্লাহপাক বলিতেছেন যে, তিনি ইবরাহীম (আ)-কে তখন ইসহাকের মত একটি পুত্র সন্তান দান করিয়াছিলেন যখন তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী সারা সন্তান জন্ম দেওয়া হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর একদিন তাঁহাদের নিকট ফেরেশতারা আসেন। তাঁহারা কওমে লূতের নিকট যাইতেছিলেন। ফেরেশতারা তাঁহাদের উভয়কে ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দান করেন। অকস্মাৎ এই অবিশ্বাস্য সংবাদে তাঁহার স্ত্রী আশ্চর্যান্বিত হন। তাই তিনি বলিতে থাকেন ঃ

يَاوَيْلَتِيءَ أَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ * قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ؟ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ*

'কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হইব আমি ? অর্থাৎ আমি বৃদ্ধা এবং আমার বৃদ্ধ স্বামী! ইহা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার! তাহারা বলিল, আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করিতেছ? হে নবীর পরিবার! তোমাদের প্রতি রহিয়াছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ।'

অতঃপর তাঁহাদের উভয়কে ইসহাকের নবুওয়াতের ব্যাপারে সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, ক্রমান্বয়ে তাহার বংশ বিস্তার হইতে থাকিবে। যথা আল্লাহ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ

وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ

অর্থাৎ 'ইহা হইল বড় সুসংবাদ এবং বড় নিয়ামত যে, ইসহাক নেককার নবী হইবে।'

আরও বলা হইয়াছে ঃ

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوْبَ

অর্থাৎ 'ইসহাকের ঔরসে তোমাদের কালেই পুত্র সন্তান হইবে। যাহাতে তোমরা আনন্দিত হইবে, যেমন তোমরা তোমাদের সন্তানের জন্মে আনন্দিত হইয়াছিলে।' বস্তুত পুত্রের ঔরসে নাতির জন্ম দেখিয়া যাইতে পারিবে শুনিয়া মনে খুশির বান ডাকে। কেননা ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে বংশ বিস্তার লাভ হইবে বলিয়া একটা আশা ও আস্থার সৃষ্টি হয়।

মূলত কোন অতি বৃদ্ধ দম্পতি সন্তান জন্ম দেওয়া হইতে যদি নিরাশ হয় এবং যদি আশ্চর্যজনকভাবে তাহাদের কোন সন্তান জন্ম নেয়, আর পরবর্তীতে যদি জীবিতকালেই তাহারা পুত্রের ঘরে নাতি দেখিতে পায়, তাহা হইলে খুশি না হইয়া পারে কি ?

উল্লেখ্য যে, يعقوب শব্দটি হইয়াছে عقب ধাতু হইতে। অর্থাৎ ইয়াকূব (আ)-এর পরে তাঁহার বংশ ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতে থাকিবে। এই বংশধারা ইবরাহীম (আ)-এর। তিনি স্বদেশ ও স্বকর্ম রাখিয়া নিজ শহর হইতে হিজরত করিয়া একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে বহুদূরে চলিয়া যান। ইহার পরিণাম স্বরূপ আল্লাহ তাঁহাকে সুসন্তান দান করেন। ফলে তাঁহার মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। এইদিকে ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِيًّا

অর্থাৎ 'যেহেতু ইবরাহীম স্বীয় সম্প্রদায় এবং তাহাদের উপাস্যসমূহ ত্যাগ করিয়াছে, তাই আমি তাহাকে ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান করিয়াছি এবং ইহাদের উভয়কে নবী হিসাবে মনোনীত করিয়াছি।'

অতঃপর এখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ يَعْقُوْبَ كُلاًّهَدَيْنَا

অর্থাৎ 'তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ

'ইহার পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।' অর্থাৎ ইহার পূর্বেও আমি লোকদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছিলাম, যেমন হিদায়াত দান করিয়াছিলাম নূহকে। আর তাহাকে দান করিয়াছিলাম সৎসন্তান ও উত্তরসূরী। অবশ্য ইহাদের সকলের উপরে ইসহাক ও ইয়াকূবের বিশেষ প্রাধান্য রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, নূহ (আ)-এর সময়ে পৃথিবীব্যাপী যে বন্যা হইয়াছিল, সেই বন্যায় নূহ (আ)-এর নবুওয়াতের উপর বিশ্বাসী ব্যক্তি ব্যতীত সকলে মারা যায়। নৌকায় আরোহণ করিয়া যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা সকলে ছিল নূহ (আ)-এর বংশধর। অতএব তৎপরবর্তীকালীন পৃথিবীর সকল মানুষ হযরত নূহ (আ)-এর বংশের সাথে সূত্র-পরম্পরায় জড়িত। অবশ্য ইবরাহীম (আ)-এর পরে এমন কোন নবী আসেন নাই যিনি ইবরাহীম (আ)-এর রক্তের সহিত জড়িত নহেন।

যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

অর্থাৎ 'তাঁহার বংশধরদের জন্য স্থির করিলাম নবুওয়াত ও কিতাব।'

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرَاهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

অর্থাৎ 'আমি নূহ এবং ইব্‌রাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْرَائِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا

অর্থাৎ 'নবীদের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করিয়াছিলেন তাহারা আদমের, নূহের নৌকা সহচরদের এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত এবং যাহাদিগকে তিনি পথনির্দেশ করিয়াছিলেন ও মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত; তাহাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্ত হইলে তাহারা সিজ্‌দায় লুটিয়া পড়িত ও ক্রন্দন করিত।'

এখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ وَمِنْ ذُرِّيَّتِه অর্থাৎ 'সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম তাহার বংশধর দাউদ ও সুলায়মানকে।'

উপরোক্ত আয়াতাংশের ذريته শব্দে ه যমীর যদি নূহ (আ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তবে নৈকট্যের দিক দিয়া ইহাই বাঞ্ছনীয়। কেননা নৈকট্য বিবেচনা করিয়াই যমীর প্রত্যাবর্তিত হয়। পরন্তু ইহা মানিয়া নিলে কোন রকমের প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। ইব্‌ন জারীরও এইমত গ্রহণ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে যদি এই যমীর পূর্ববর্তী আলোচনার জের ধরিয়া ইবরাহীম (আ)-এর দিকে ফিরানো হয়, তবুও অযৌক্তিক হয় না। তবে এই কথা মানিয়া নিলে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, লূত (আ)-তো ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর নহেন, বরং ইবরাহীম (আ)-হইলেন লূত (আ)-এর ভাই হারূন ইব্‌ন আযরের পুত্র। তবে এই কথার জবাবে বলা যায়, প্রাধান্য এবং সংখ্যাধিক্য বিচারে লূত (আ)-কেও ইবরাহীম (আ)-এর বংশধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

যথা কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

অর্থাৎ 'ইয়াকূবের নিকট যখন মৃত্যু আসিয়াছিল, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করিবে? তাহারা তখন বলিয়াছিল, আমরা আপনার এক আল্লাহর ও আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের আল্লাহরই ইবাদত করিব। আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

এই আয়াতে ইয়াকূবের আলোচনায় ইসমাঈলকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, যদিও তিনি ইয়াকূবের চাচা। ইহা আলোচনা বিষয়বস্তুর মূখ্যতা ও প্রাধান্যের ভিত্তিতে করা হইয়াছে।

অপর এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلاَّ اِبْلِيْسَ

অর্থাৎ 'ফেরেশতাগণ সকলে তাহাকে সিজদা করিয়াছে একমাত্র ইবলীস ব্যতীত।'

এই ব্যাপারে ফেরেশতাদিগকে সিজদা করার জন্য নির্দেশ করা হইয়াছিল এবং এই আলোচনার মধ্যে তাহার সমালোচনা করা হইয়াছে, সিজদা হইতে যে বিরত ছিল। অথচ ইবলীস ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের বিচারে ইবলীসও আলোচনায় ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেননা সে ফেরেশতাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিত। মূলত সে ছিল জিন্ন এবং জিন্ন হইল আগুনের তৈরি। পক্ষান্তরে ফেরেশতা হইলেন নূরের তৈরি।

উল্লেখ্য যে, সংখ্যাধিক্যের বিচারে ঈসা (আ)-কেও ইবরাহীম বা নূহ আলাইহিস-সালামের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা এই নীতির ভিত্তিতে যে, যে কোন মহিলার সন্তানও মহিলার বংশধারার সহিত সম্পৃক্ত হওয়ার অধিকার রাখে। অতএব ঈসা (আ)-এর যদি ইবরাহীম (আ)-এর সহিত কোন সম্পর্ক থাকিয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহার মায়ের সম্পৃক্ততার দিক দিয়া বিবেচিত হইবে। কেননা ঈসা (সা)-এর পিতা ছিল না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ হরব ইব্ন আবুল আসওয়াদ হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হরব ইব্ন আবুল আসওয়াদ বলেন ঃ ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়ামুরের নিকট হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনার ধারণামতে হাসান ও হুসায়ন নাকি হযরত নবী (সা)-এর বংশের অন্তর্ভুক্ত। আর আপনি নাকি ইহা কুরআনের বরাত দিয়া প্রচার করিয়া থাকেন ? অথচ আমি কুরআনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া কোথাও আপনার মতের সমর্থন পাইলাম না ? তখন তিনি বলেন, তুমি কি কুরআনের সেই আয়াত পড় নাই যাহাতে বলা হইয়াছে ঃ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِه دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ....وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى

তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, পড়িয়াছি। অতঃপর তিনি বলেন ঃ ঈসা (আ) কি ইবরাহীম (আ)-এর বংশ পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত নহেন ? অথচ তাঁহার তো পিতা ছিল না।

হাজ্জাজ বলেন, হ্যাঁ, ঠিক বলিয়াছেন। কেননা কেহ যদি তাহার সম্পদের অংশ তাহার বংশের নামে ওসীয়াত করে বা ওয়াক্ফ করে বা যদি দান করে, তবে সেই বংশের পুরুষদের সহিত মহিলারাও সেই সম্পদের সমানভাবে অংশীদার হইবে। আর যদি নির্দিষ্ট করিয়া শুধু পুরুষদের নামে দান করিয়া যায়, তবে সেই সম্পদের অধিকারী সেই বংশের ছেলে এবং দৌহিত্ররা হইবে। যথা জনৈক কবি বলিয়াছেন ঃ

بنونا بنوابنئنا وبناتنا * بنوهن ابناء الرجال الاجانب

ইহাতে কন্যাগণকেও বংশধারার অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ওসীয়াতের সম্পদের মধ্যে নির্দিষ্ট করা হইলেও কন্যাদের সন্তানরাও অন্তর্ভুক্ত হইবে। কেননা সহীহ বুখারীর হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আলী

(রা)-এর পুত্র হাসান (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ আমার এই পুত্র সাইয়েদ। আল্লাহ্ ইহার মাধ্যমে মুসলমানের বৃহৎ দুই দলের মধ্যে সন্ধি সম্পাদন করিবেন। যাহার ফলে দুই দলের মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধ থামিয়া যাইবে।

এখানে হাসানকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করার ফলে প্রতীয়মান হয় যে, মেয়ের সন্তানেরাও মেয়ের পিতার বংশের অন্তর্ভুক্ত।

কেহ কেহ এই ব্যাখ্যাকে জায়েয বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্র তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ

অর্থাৎ 'ইহাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলাম।'

এই স্থানে ইহাদের বংশ ও বংশধারার আলোচনা করা হইয়াছে। মূলত উহা হিদায়াতপ্রাপ্ত ও নবীগণের সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হইয়াছে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ

অর্থাৎ 'ইহা আল্লাহ্র পথ, স্বীয় দাসদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন।' মোট কথা ইহা তাহাদের লাভ হইয়াছে আল্লাহ্র তাওফীক এবং হিদায়াত দানের ফলে। তবে وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 'তাহারা যদি শিরক করিত, তাহাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হইত।'

এই কথা বলিয়া বুঝান হইয়াছে যে, শির্ক কত সাংঘাতিক পাপ এবং উহার ক্ষতির প্রতিক্রিয়া কত ভয়াবহ। যথা অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

অর্থাৎ 'তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদিগের প্রতি অবশ্যই ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে যে, তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হইবে।'

এই বাক্যটি শর্তমূলক বাক্য এবং শর্তের জন্য ইহা জরুরী নয় যে, উহা হইতেই হইবে।

যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ

অর্থাৎ 'যদি আল্লাহ্র কোন সন্তান থাকে তো আমি সর্বপ্রথম উহার ইবাদতগার হইব।'

অন্যত্র আরও আসিয়াছে ঃ

لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ

অর্থাৎ 'আমি যদি চিত্ত বিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করিতে চাহিতাম, তবে আমি আমার নিকট যাহা আছে তাহা লইয়াই উহা করিতাম (আমি তাহা করি নাই)।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاَصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

অর্থাৎ 'যদি আল্লাহ তা'আলা আকাঙক্ষা করিতেন তবে তিনি স্বীয় জীবের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা সন্তান হিসাবে নির্বাচিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি উহা হইতে পবিত্র এবং তিনি একক ও পরাক্রমশালী।'

অতঃপর এখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

অর্থাৎ 'উহাদের কাহাকেও কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত প্রদান করিয়াছি এবং এই কারণে বান্দাদের উপরও নিয়ামত ও করুণা বর্ষণ করিয়াছি।'

فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا - 'যদি ইহারা নবুওয়াতকে প্রত্যাখ্যানও করে।' بِهَا -এর هَا সর্বনাম, প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে তিনটি বিষয়ের দিকে অর্থাৎ- কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়াত।

هٰؤُلَاءِ অর্থাৎ আহলে মক্কা। ইহা বলিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, যাহ্হাক, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আ'লা বলিয়াছেন ঃ

فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ 'যদি ইহারা নবুওয়াতকে অস্বীকার করে, তবে তাহাদের মক্কার ও কুরায়শদের উপর এমন লোকদিগকে কর্তৃত্ব দিব যাহারা নবূওয়াতকে অস্বীকার করিবে না এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে।' তাহারা হইল মুহাজির ও আনসারগণ, যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার অনুসরণ করিয়া যাইবে।

لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ - 'যাহারা কুরআনের কোন অংশ প্রত্যাখ্যান করিবে না' এবং কুরআনের একটি বর্ণও তাহারা অস্বীকার করিবে না বরং তাহারা নির্দ্বিধায় কুরআনের মুহকাম ও মুতাশাবিহাত সকল আয়াতের উপর সমানভাবে বিশ্বাসী থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ

اُوْلٰئِكَ - অর্থাৎ 'উল্লেখিত নবী সকল' এবং তাঁহাদের পিতৃ পুরুষ বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দ।

الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ - 'যাহাদের আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন।' অর্থাৎ যাহাদের সকলেই হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং তাহাদের কেহই পথভ্রষ্ট নহেন।

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ -'সুতরাং তুমি তাহাদের পথ অনুসরণ কর।' অর্থাৎ তাহাদের পদাংক অনুসরণ কর।

উল্লেখ্য যে, যখন এই নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর প্রযোজ্য, তখন স্বভাবতই তাঁহার উম্মতরাও তাঁহার অনুগত বলিয়া এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম বুখারী......মুজাহিদ (র) হইতে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ মুজাহিদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, সূরা সাদ–এর মধ্যে সিজদা আছে কি? জবাবে তিনি

বলেন - হ্যাঁ। অতঃপর তিনি وَوَهَبْنَا لَهُ اسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ হইতে فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ পর্যন্ত পাঠ করেন এবং বলেন ঃ তিনি ইহাদেরই একজন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র) ......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ তোমাদের নবী (সা) যাহা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, তোমরাও তাহা করিতে বাধ্য।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ قُلْ لاَّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا

'বল, ইহার জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না।' অর্থাৎ কুরআন প্রচারের জন্য তোমাদের নিকট আমি কোন পারিশ্রমিক বা প্রতিদান চাই না।

اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ 'ইহা উপদেশ স্বরূপ যাহাতে মানুষ গুমরাহী হইতে হিদায়াতের দিকে আসে এবং কুফরী হইতে ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।'

(৯১) وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ۝

(৯২) وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

৯১. "তাহারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে নাই যখন তাহারা বলে, আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই অবতারণ করেন নাই; বল, তবে মূসার আনীত কিতাব যাহা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশ ছিল, যাহা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু প্রকাশ কর ও যাহার অনেকাংশ গোপন রাখ এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা যাহা জানিতে না উহা দ্বারা তাহাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, কে ইহা অবতারণ করিয়াছিল ? বল, আল্লাহ্‌ই; অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হইতে দাও।"

৯২. "এই কিতাব কল্যাণময় করিয়া অবতারণ করিয়াছি যাহা উহার পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যাহা দ্বারা তুমি মক্কা ও উহার পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে সতর্ক কর; যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে, তাহারা উহাতে বিশ্বাস করে এবং তাহারা তাহাদের সালাতের হিফাযত করে।"

তাফসীর ঃ যখন তাহারা তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তখন তাহারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে নাই।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাছীর (র) প্রমুখ বলেন ঃ এই আয়াতটি কুরায়শদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র)-ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতটি ইয়াহূদীদের একটি গোত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া নাযিল হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতটি ফিনহাস নামক ইয়াহূদীকে উদ্দেশ্য করিয়া অবতীর্ণ করা হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ মালিক ইব্‌ন সাইফকে উদ্দেশ্য করিয়া আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। কেননা তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ 'আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কিতাব নাযিল করেন নাই।'

প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিকতর সঠিক। কেননা আয়াতটি মক্কী। আর ইয়াহূদীরা তো আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করে না। কেননা তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাওরাত। আর মক্কাবাসী ও আরবরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রিসালাতকে তাহাদের এই বিশ্বাসে অস্বীকার করিত যে, কোন মানুষের নিকট আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয় না। যথা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ

অর্থাৎ 'ইহাতে মানুষের আশ্চর্য হওয়ার কি আছে যে, যদি আমি তাহাদের মধ্য হইতে কাহারো প্রতি এই জন্য ওহী প্রেরণ করি যাহাতে মানুষ সতর্ক হয়।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْجَاءَ هُمُ الْهُدٰى اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً- قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلاً

অর্থাৎ 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন ?' উহাদের এই উক্তিটিই বিশ্বাস স্থাপন হইতে লোকদিগকে বিরত রাখে, যখন উহাদের নিকট আসে পথ-নির্দেশ। বল, ফেরেশতা যদি নিশ্চিন্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত, তবে আমি আকাশ হইতে ফেরেশতাই উহাদের নিকট রাসূল করিয়া পাঠাইতাম।'

এখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِذْ قَالُوْا مَااَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ

অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে নাই যখন তাহারা বলে, আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই অবতারণ করেন নাই।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ

'বল, তবে মূসার আনীত কিতাব যাহা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশ ছিল তাহা কে নাযিল করিয়াছেন ?'

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! যাহারা মানুষের প্রতি কোন কিতাব নাযিলকে অস্বীকার করে, তুমি তাহাদিগকে বল ঃ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى

- 'তবে মূসার আনীত কিতাব যাহা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশ ছিল, তাহা কে নাযিল করিয়াছেন?'

উহার নাম হইল তাওরাত। কে জানে না যে, মূসা ইব্ন ইমরানের প্রতি উহা নাযিল হইয়াছিল? উহা ছিল আলো ও পথ-নির্দেশ স্বরূপ। অর্থাৎ উহার আলোকে সমস্যার সমাধান করা হইত এবং উহা মানুষকে গুমরাহীর অন্ধকার হইতে হিদায়াতের আলোতে নিয়া আসিয়াছে।

ইহার পর তিনি বলিয়াছেন ঃ

تَجْعَلُوْنَهُ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا

'যাহা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু প্রকাশ কর ও যাহার অনেকাংশ তোমরা গোপন রাখ।' অর্থাৎ তোমরা তাওরাতকে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিখিতে আর লিখার সময় তোমরা উহার মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করিতে এবং বিকৃত তাওরাতকে তোমরা মূল তাওরাত বলিয়া প্রচার করিতে। অথচ বিকৃত ও পরিবর্তিত অংশ আল্লাহ্র তরফ হইতে ছিল না। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ تَجْعَلُوْنَهُ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا অর্থাৎ 'যাহা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু প্রকাশ কর ও যাহার অনেকাংশ গোপন রাখ।'

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَعُلِّمْتُمْ مَّالَمْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَلاَ اٰبَاؤُكُمْ

'যাহা দ্বারা তাহাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল যাহা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানিতে না।'

অর্থাৎ সেই আল্লাহ্ই তো কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি তাওরাতের মাধ্যমে তোমাদিগকে বিগতকালের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন ভবিষ্যত সম্পর্কে। অথচ সে সম্পর্কে তোমাদের এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কোন জ্ঞান ছিল না।

কাতাদা বলেন ঃ ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আরবের মুশরিকগণ।

মুজাহিদ বলেন ঃ ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মুসলমান জামাআত।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ قُلِ اللّٰهُ 'বল, আল্লাহই।'

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ قُلِ اللّٰهُ অর্থাৎ 'বল, উহা আল্লাহই নাযিল করিয়াছেন।'

উল্লেখ্য যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহাই সঠিক। কতক উত্তরসূরী যাহা বলিয়াছেন, উহা সঠিক নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন, এই স্থানে সম্বোধিত সত্তা আল্লাহ। কারণ ইহার বাহ্য বা উহ্য অন্য কোন শব্দ নাই।

এই ধরনের ব্যাখ্যা করিলে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তাহা হইল, তখন একটি শব্দকেই একটি বাক্য হইয়া দাঁড়াইতে হয়। তখন উহা আরবী ভাষায় অর্থহীন বলিয়া বিবেচিত হয়। একটি বাক্যের একটি শব্দে বিরতি চিহ্ন টানা যাইতে পারে না।

আয়াতের শেষাংশে তিনি বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ

'অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হইতে দাও।'

অর্থাৎ তাহাদিগকে অজ্ঞতা ও গুমরাহীর খেলায় ততক্ষণ পর্যন্ত মগ্ন হইতে দাও যতক্ষণ তাহাদের মৃত্যু না আসে এবং বুঝিতে না পারে যে, আখিরাতের শুভ পরিণাম তাহাদের জন্য, না আল্লাহ্র মুত্তাকী বান্দাদের জন্য ?

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আ'লা বলেন ঃ وَهٰذَا كِتٰبٌ অর্থাৎ 'এই কুরআন।'

اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى.

অর্থাৎ 'কল্যাণময় করিয়া নাযিল করিয়াছি যাহা উহার পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যাহা দ্বারা তুমি মক্কার লোকদিগকে সতর্ক করিবে।'

وَمَنْ حَوْلَهَا 'এবং যাহা দ্বারা তুমি মক্কার পার্শ্ববর্তী গোত্র ও আরববাসীসহ পৃথিবীর সকল বনী আদমকে সতর্ক কর।'

যথা অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ 'বল, হে লোক সকল! আমি সকল মানুষের নিকট আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ

'যাহা দ্বারা তোমাদিগকে সতর্ক করিব ও তাহাদিগকে, যাহাদের নিকট আমার পয়গাম পৌঁছিবে।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ

'যাহারা কুফরী করিবে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের অংগীকার।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

'মহা মহিমন্বিত তিনি, যিনি তাঁহার বান্দার উপর কুরআন নাযিল করিয়াছেন যেন তিনি পৃথিবীবাসী সকলের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হইবেন।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

অর্থাৎ 'বল, যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং যাহারা উম্মী, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিবে ? যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর তাহা হইলে হিদায়াতপ্রাপ্ত হইবে। আর যদি তাহারা খামখেয়ালি করে, তবে তাহাদিগকে তাহা করিতে দাও। তোমার কাজ কেবল তাহাদের পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।'

সহীহদ্বয়ের হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দান করিয়াছেন যাহা আমার পূর্বেকার অন্য কোন নবীকে দান করা হয় নাই।

তন্মধ্যে একটি হইল, প্রত্যেক নবীকে নির্দিষ্ট কোন কওমের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে, কিন্তু আমাকে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য নবী করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে।

তাই বলা হইয়াছে ঃ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখে এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে তাহারা এই কল্যাণময় কিতাবকেও বিশ্বাস করে (যাহা হে মুহাম্মদ! তোমার উপর নাযিল করা হইয়াছে)।' উহা হইল কুরআন। আর وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ 'তাহারা তাহাদের সালাতের হিফাযত করে।' অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য যে সকল নামায তাহাদের উপর ফরয করা হইয়াছে, তাহা তাহারা যথাযথভাবে কায়েম করে।

(٩٣) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰۤئِكَةُ بَاسِطُوْۤا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ○

(٩٤) وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۗ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

৯৩. "যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, আমার নিকট প্রত্যাদেশ হয়; যদিও তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে, আল্লাহ যাহা অবতারণ করিয়াছেন আমিও উহার অনুরূপ অবতারণ করিব, তাহার চাইতে বড় যালিম আর কে আছে? যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন যালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় রহিবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়াইয়া বলিবে, তাহাদের প্রাণ বাহির কর; তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলিতে ও তাঁহার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে, সেজন্য আজ তোমাদিগকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হইবে।"

৯৪. "তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসিয়াছ যেমন প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম; তোমাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম তাহা তোমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ, তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিতে, সেই সুপারিশকারীগণকেও তোমাদের সহিত দেখিতেছি না; তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হইয়াছে এবং তোমরা যাহা ধারণা করিয়াছিলে, তাহাও নিষ্ফল হইয়াছে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

'যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার চাইতে বড় যালিম আর কে?' অর্থাৎ তাহার চাইতে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে? তাহারা শরীক নির্ধারণ করে অথবা তাঁহার সন্তান রহিয়াছে বলিয়া প্রচার করে অথবা দাবি করে যে, তাহাকে আল্লাহ

তা'আলা রাসূল মনোনীত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, মূলত তাহাকে রাসূল মনোনীত করা হয় নাই ? তাই আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

اَوْقَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ

'কিংবা বলে, আমার নিকট প্রত্যাদেশ হয়; যদিও তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না।' ইকরামা ও কাতাদা বলিয়াছেন ঃ ইহা মুসায়লামাতুল কাযযাব সম্বন্ধে নাযিল করা হইয়াছে।

وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ 'এবং যে বলে, আল্লাহ যাহা অবতারণ করিয়াছেন আমিও উহার অনুরূপ অবতারণ করিব। অর্থাৎ তাহার চাইতে বড় যালিম আর কে, যে ব্যক্তি চ্যালেঞ্জ করিয়া বলে, আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন আমিও উহার অনুরূপ নাযিল করিব? অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا

অর্থাৎ 'যখন তাহাদিগকে আমার আয়াত শুনান হয় তখন তাহারা বলে, আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করিলে উহা নিজেরাই বলিতে পারি।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ

'যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন যালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় রহিবে।' অর্থাৎ যখন তাহারা غمرات-سكرات ও كربات -এর মধ্যে রহিবে। তিনটি শব্দেরই অর্থ মৃত্যু যন্ত্রণা।

وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ 'এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়াইয়া বলিবে।'

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ অর্থাৎ 'আমাকে হত্যা করার জন্য যদি তুমি নিজের হাত বাড়াইয়া দাও।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ يَبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْءِ

অর্থাৎ 'তাহারা তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাহাদের হাত ও মুখ তোমার প্রতি বাড়ইয়া থাকে।'

যাহ্হাক ও আবূ সালিহ বলেন ঃ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ আয়াতাংশ দ্বারা হাত বাড়ানোর কথা বুঝান হইয়াছে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা যদি দেখিতে পাইতে যে, কাফিরদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা তাহাদের মুখমণ্ডল ও পশ্চাদ্দেশের উপর কিভাবে আঘাত করিতে থাকে।'

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ উপর্যুপরি আঘাত করিতে করিতে তাহাদের শরীর হইতে আত্মা বাহির করা হয়।

তাই তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ 'তোমরা তোমাদের প্রাণ বাহির কর।'

অর্থাৎ যখন কাফিরদের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিবে, তখন ফেরেশতারা তাহাদিগকে আযাব, চাবুক, লৌহবেড়ী, লৌহ শৃংখল, তপ্ত পানি, গলিত পুঁজ ও করুণাময়ের ক্রোধের সংবাদ

শুনাইবেন। ফলে তাহাদের আত্মা ভয় পাইয়া শরীরের মধ্যে ঘুরিতে থাকিবে এবং বাহির হইয়া আসিতে অস্বীকৃতি জানাইবে। এক পর্যায়ে ফেরেশতারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে থাকিলে তাহাদের আত্মা বাহির হইয়া আসিবে। ফেরেশতারা বলিতে থাকিবেন ঃ

اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمُ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রাণ বাহির কর; তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলিতে ও তাঁহার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে, সে জন্য আজ তোমাদিগকে অবমাননাকর আযাব দেওয়া হইবে।' অর্থাৎ আজ তোমাদিগকে ভীষণ অবমাননা করা হইবে। কেননা তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করিতে, তাঁহার আয়াতসমূহ অনুসরণের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে এবং তোমরা রাসূলের রিসালাতকে অস্বীকার করিয়া তাঁহার সমালোচনা করিতে।

উল্লেখ্য যে, মু'মিন ও কাফিরের মৃত্যুকালীন সময় সম্পর্কিত বহু মুতাওয়াতির হাদীস রহিয়াছে যাহা নিম্নের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে। আয়াতটি হইল এই ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা মু'মিনকে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে তাঁহার প্রামাণ্য দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন।'

এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক সূত্রে দীর্ঘ অথচ দুর্বল একটি মারফূ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

'তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসিয়াছ যেরূপ প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম।' অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উহাদিগকে এই কথা বলা হইবে। যথা বলা হইয়াছে ঃ

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

'উহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে সারিবদ্ধ করিয়া দাঁড় করান হইবে এবং তোমাদিগকে আমার নিকট এমন অবস্থায় আনা হইবে যেমন প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম।' অর্থাৎ জন্মলাভের সময়ের ন্যায় নগ্ন অবস্থায় তোমাদিগকে আনা হইবে, অথচ তোমরা এইসব অস্বীকার করিয়াছিলে এবং ধারণা করিতে যে, কিয়ামত কল্পনা মাত্র।

وَتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ – 'তোমাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম তাহা তোমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ।' অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমরা যে সকল ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা তোমরা পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছ।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষ কেবল বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। অথচ তাহার সম্পদ তো ততটুকু, যতটুকু সে খাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে, অথবা যাহা পরিধান করিয়া সে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তবে যাহা দান

করিয়াছে, কেবল তাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন সম্পদের অবশিষ্টাংশ সে পরিত্যাগ করিয়া আসে এবং রাখিয়া আসে অন্য লোকের জন্য।

হাসান বস্‌রী (র) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন বনী আদমকে সেই অবস্থায় হাযির করা হইবে যে অবস্থায় তাহারা সৃষ্টির প্রথমে ছিল। তখন আল্লাহ জাল্লা-শানুহু জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি যাহা জমা করিয়াছিলে তাহা কোথায়? সে বলিবে, হে প্রভু! যাহা জমা করিয়াছিলাম তাহা আরো বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিবেন, এই দিনের জন্য কি প্রেরণ করিয়াছ? তখন সে দেখিবে, কিছুই সে প্রেরণ করে নাই। অতঃপর হাসান বস্‌রী এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসিয়াছ যেমন প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম। তোমাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম তাহা তোমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءُ

অর্থাৎ 'তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিতে সেই সুপারিশকারীগণকেও তোমাদের সহিত দেখিতেছি না।' পৃথিবীতে তোমরা যে সকল মূর্তি ও দেব-দেবীকে তোমাদের পার্থিব ও অপার্থিব জগতের সাহায্যকারী বলিয়া পূজা করিতে, তাহারা কোথায়? তাহাদিগকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়া এই কথাগুলি আল্লাহ বলিয়াছেন। কেননা দেব-দেবীকে তাহারা সাহায্যকারী বলিয়া মনে করিত। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাহাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে, গুমরাহীর অবকাশ সমাপ্ত হইবে, দেব-দেবীর রাজত্বের চির অবসান ঘটিবে এবং আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিবেন ঃ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

অর্থাৎ 'সেই সকল দেব-দেবী আজ কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা আমার অংশীদার বলিয়া মনে করিতে?'

তিনি আরও বলিবেন ঃ

اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ- مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْيَنْتَصِرُوْنَ

অর্থাৎ 'আল্লাহকে রাখিয়া তোমরা যাহাদের উপাসনা করিতে, তাহারা আজ কোথায়? আজ তাহারা তোমাদের কোন সাহায্য করার শক্তি রাখে কি? অথবা তোমরা শক্তি রাখ কি তাহাদিগকে কোন সাহায্য করিবার?' তাই এখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وما نرى معكم شفعاء كم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء

'তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিতে সেই সুপারিশকারিগণকেও তো তোমাদের সহিত দেখিতেছি না।' অর্থাৎ ইবাদতে তাহাদিগকেও আমার অংশীদার বলিয়া মনে করিতে।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ – 'তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হইয়াছে।' উল্লেখ্য যে, بينكم -কে যদি পেশের হালতে পড়া হয়, তবে অর্থ হইবে যে, তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি যবরের হালতে পাঠ করা হয়, তবে অর্থ হইবে, তোমাদের সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব ছিন্ন হইয়া যাইবে। অর্থাৎ প্রতিমা ও দেব-দেবীর দ্বারা তোমরা যে আশা করিয়াছিলে, সেই আশা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

অর্থাৎ 'দেব-দেবী হইতে তোমরা যাহা আশা করিয়াছিলে, তাহাও নিষ্ফল হইবে।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِذْتَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْامِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ– وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ–

অর্থাৎ 'যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীগণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে এবং অনুসারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তাহাদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন যাইবে, তখন যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা বলিবে, হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত, তবে আমরাও তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম যেমন তাহারা আমাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল। এইভাবে আল্লাহ তাহাদের কার্যাবলী তাহাদের পরিতাপরূপে তাহাদিগকে দেখাইবেন আর তাহারা কখনও অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَاَيَتَسَاءَ لُوْنَ

অর্থাৎ 'যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর লইবে না।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ–

অর্থাৎ ইবরাহীম বলিল, 'পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছ; কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং অভিসম্পাত দিবে। তোমদের আবাস হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاءَ كُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ

অর্থাৎ 'বলা হইবে, তোমরা তোমাদের প্রভুদিগকে ডাক। তাহারা ডাকিবে, কিন্তু উহারা তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে না।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا..........وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

অর্থাৎ 'স্মরণ কর, যেদিন তাহাদের সকলকে একত্র করিব, অতঃপর অংশীদারদিগকে বলিব, যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে করিতে, তাহারা আজ কোথায়? অতঃপর তাহাদের ইহা ভিন্ন বলিবার অন্য কোন অজুহাত থাকিবে না যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না। দেখ, তাহারা নিজেরাই নিজদিগকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত, উহা কিভাবে তাহাদের জন্য নিষ্ফল হইল।'

(٩٥) إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

(٩٦) فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

(٩٧) وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৯৫, "আল্লাহই শস্যবীজ ও দানা অংকুরিত করেন; তিনি নির্জীব হইতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্তকে নির্জীবে পরিণত করেন; এই তো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় এড়াইয়া যাইবে?"

৯৬. "তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনি বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং কাল গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করিয়াছেন; এই সব মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।"

৯৭. "তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তদ্বারা স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি বিশদভাবে নিদর্শন বিবৃত করিয়াছেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তিনি শস্যবীজ ও দানা অংকুরিত করেন। অর্থাৎ তিনি দানা দ্বারা চারা উৎপন্ন করেন এবং তদ্বারা বিভিন্ন ধরনের সবজি ও বর্ধনশীল উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন। উহাতে বিভিন্ন রং, ধরন ও স্বাদের ফল–ফসল উৎপন্ন হয়।

এখানে فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى আয়াতাংশের ব্যাখ্যা –

يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ

–আয়াত দ্বারা করা হইয়াছে।

অর্থাৎ 'তিনি প্রাণহীন বস্তুর মধ্য হইতে প্রাণময় বস্তু সৃষ্টি করেন এবং প্রাণময় বস্তুর মধ্য হইতে প্রাণহীন বস্তু সৃষ্টি করেন।' যেমন প্রাণময় বৃক্ষের ফলের মধ্যে প্রাণহীন বিচি সৃষ্টি করেন।

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ-

অর্থাৎ 'মৃত মাটিকে আমি জীবন্ত করি যাহা তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ; মৃত মাটিকে আমি জীবন্ত করি এবং উহাতে উৎপন্ন করি সব্‌জি যাহা তোমরা আহার কর।'

উল্লেখ্য যে يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ মা'তুফ হইয়াছে فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى -এর উপরে। উহাকে আবার আত্‌ফ করা হইয়াছে مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ -এর উপরে। এই আয়াতগুলি চিন্তার খোরাক। আলোচ্য আয়াতগুলি অর্থের দিক দিয়া প্রায় সমান।

কেহ বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হইল মুরগীর ডিম হইতে বাচ্চা উৎপন্ন হওয়া অথবা মুরগী হইতে ডিম উৎপন্ন হওয়া।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহার মর্মার্থ হইল, নেককার পিতার ঔরসে বদকার সন্তান জন্ম নেওয়া অথবা বদকার পিতার ঔরসে নেককার সন্তান জন্ম নেওয়া। কেননা নেককার জীবিতের তুল্য এবং বদকার মৃতের তুল্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ - 'এইতো তোমাদের আল্লাহ।' অর্থাৎ এই সবের কর্তা অংশীদারীত্বহীন একক আল্লাহ।

فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ – 'সুতরাং তোমরা কোথায় পলাইয়া যাইবে ?' অর্থাৎ তোমরা সত্যকে অবহেলা করিয়া কোথায় পালাইবে ? অথচ তোমরা তো মিথ্যা অবলম্বন পূর্বক বহু উপাসকের পূজা করিতেছ!

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا 'তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান এবং তিনি বিশ্রামের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ তিনিই আলো ও আঁধারের সৃষ্টিকর্তা। সূরা বাকারায়ও তিনি বলিয়াছেন ঃ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ 'তিনি অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ তিনি তাঁহার সৃষ্ট দিনের আলোর অবসান ঘটাইয়া রাতের আঁধার নামাইয়া থাকেন। অতঃপর রাতের আঁধার চিরিয়া ঊষার উন্মেষ ঘটান ও তিনি দিক-দিগন্ত আলোকিত করিয়া তোলেন। এইভাবে রাতের অবসানের সাথে সাথে অন্ধকারেরও অবসান ঘটিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে দিনের আলো ক্রমশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُه حَثِيْثًا অর্থাৎ 'রাতের আঁধার দিনের আলোকে গ্রাস করিয়া নেয়।' এই কথা দ্বারা ইহা বুঝান হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা একটি জিনিসের বিপরীতধর্মী অপর একটি জিনিস সৃষ্টি করিতে পূর্ণ সক্ষম। তাই তিনি মহাশক্তিশালী এবং সর্বব্যাপী তাঁহার প্রভুত্ব। তাই বলা হইয়াছে ঃ তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান এবং ইহার বিপরীতে রাতও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا -'তিনি বিশ্রামের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ আঁধার করিয়া রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে সকলে প্রশান্তির সহিত বিশ্রাম করিতে পারে।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى 'শপথ উষাকালের, শপথ রজনীর যখন উহা নিঝুম হয়।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى -'শপথ রজনীর, যখন সে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে, শপথ দিবসের, যখন উহা আবির্ভূত হয়।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلاَّهَا وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا 'শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে প্রকাশ করে, শপথ রজনীর, যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে।'

সুহাইব রুমীর স্ত্রী সুহাইব রুমীর অতিরিক্ত বিনিদ্রার ব্যাপারে অভিযোগ করিয়া বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সুহাইব ভিন্ন সকলের জন্য রাতকে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। কেননা সুহাইবের যখন জান্নাতের কথা স্মরণে আসে, তখন তিনি উহার আশায় রাতভর বিনিদ্র কাটান এবং যখন তাঁহার জাহান্নামের কথা স্মরণে আসে, তখন তাঁহার চোখ হইতে নিদ্রা একেবারেই উধাও হইয়া যায়। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا 'হিসাব রাখার জন্য তিনি চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য স্ব স্ব নিয়ম ও হিসাব অনুযায়ী আবর্তিত হইতে থাকে। উহাদের আবর্তনের মধ্যে এদিক সেদিক বিন্দু বরাবর ব্যতিক্রম দেখা যায় না; বরং প্রত্যেকটির নির্ধারিত কক্ষ রহিয়াছে। শীত ও গ্রীষ্মে উহারা নিজ নিজ নির্ধারিত কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। উহার ফলে দিন-রাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন বলা হইয়াছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ -'সেই মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে উত্তপ্ত আলোকময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন স্নিগ্ধ আলো দিয়া। উহারা আবর্তিত হইতে থাকে নিজ নিজ নির্ধারিত কক্ষে।'

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ 'এইসব মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ সত্তা কর্তৃক সুবিন্যস্ত।'

অর্থাৎ মহাবিশ্বের সবকিছু মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্দেশে নিজ নিজ স্থানে সক্রিয়। সৃষ্টিকুল কখনো তাঁহার আদিষ্ট সীমা অতিক্রম করে না এবং কখনো তাহারা লিপ্ত হয় না পারস্পরিক সংঘর্ষে। সবকিছু তাঁহার জ্ঞানের অন্তর্গত। এমনকি পৃথিবী ও আকাশের প্রতিটি বিন্দু তাঁহার জ্ঞানের আওতায় রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের যে যে স্থানে দিন-রাত, সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে তিনি তাঁহার আলোচনা স্বীয় ইযযত ও ইলমের উল্লেখ পূর্বক সমাপ্ত করিয়াছেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ- وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ-

অর্থাৎ 'উহাদের জন্য একটি নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, ফলে সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং সূর্য আবর্তন করে তাহার নির্দিষ্ট কক্ষপথে; ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ সত্তা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট।'

সূরা হা-মীম সাজদায়ও আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর আলোচনাটি নিজকে আযীয ও আলীম বলিয়া শেষ করিয়াছেন ঃ

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ-

অর্থাৎ 'তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলেন প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলেন সুরক্ষিত। এই সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।'

অতঃপর তিনি এখানে বলিয়াছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

অর্থাৎ 'তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও।'

পূর্বসূরীদের কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে নক্ষত্র সৃষ্টির তিনটি উপকারিতা বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ যদি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইহা ভিন্ন চতুর্থ কোন উপকারিতা উদ্ভাবন করার দুঃসাহস দেখায়, তবে তাহা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা রচনা করা হইবে। নক্ষত্র সৃষ্টির উপকারিতা তিনটি হইল এই ঃ আকাশের সৌন্দর্য বর্ধন, উহার সাহায্যে শয়তান বিতাড়ন এবং স্থলে ও সমুদ্রে পথহারাদের পথ প্রদর্শন।

পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন ঃ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ অর্থাৎ 'তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।'

لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ 'জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। 'যাহাতে তাহাদের সত্যকে গ্রহণ করার এবং মিথ্যাকে বর্জন করার জ্ঞান অর্জিত হয়।

(৯৮) وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ○

(৯৯) وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৯৮. "তিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে; অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।"

৯৯. "তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা তিনি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অংকুর উদ্গম করেন; অনন্তর উহা হইতে সবুজ পাতা উদ্গত করেন, পরে উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করেন এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন আর আংগুরের উদ্যান সৃষ্টি করেন এবং যয়তুন ও দাড়িম্বও; ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও; যখন উহা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ক হয়, তখন উহাদের দিকে লক্ষ্য কর; বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্য নিদর্শন রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

'তিনিই তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ আদম আদম (আ) হইতে। কুরআনের অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً

অর্থাৎ 'হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার সঙ্গিণী সৃষ্টি করেন এবং যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নরনারী পৃথিবীতে বিস্তার করেন।'

فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ 'অতঃপর তোমাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান।'

এই আয়াতাংশের অর্থের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন মাসঊদ (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী, কায়স ইব্ন আবূ হাযিম, মুজাহিদ, আতা, ইবরাহীম নাখঈ, যাহহাক, কাতাদা সুদ্দী ও আ'তা খুরাসানী (র) প্রমুখ বলেন ঃ فَمُسْتَقَرٌّ অর্থ 'মায়ের গর্ভ' এবং مُسْتَوْدَعٌ অর্থ 'পিতার ঔরস।'

অবশ্য ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর অপর একটি রিওয়ায়াতে ও অপর এক দল হইতে ইহার ভিন্নরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন মাসঊদ (রা)-ও অন্য একটি দল হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ مُسْتَقَرٌّ অর্থ 'ইহকালীন জীবন' এবং مُسْتَوْدَعٌ অর্থ 'পরকালীন জীবন।'

সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) বলেন ঃ مُسْتَقَرٌّ অর্থ গর্ভকালীন সময়সহ পৃথিবীর জীবন এবং مُسْتَوْدَعٌ অর্থ মৃত্যু পরবর্তী জীবন।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ যে মৃত্যুর পর আমল বন্ধ হইয়া যায়, উহার পরবর্তীকাল হইল مُسْتَقَرٌّ ।

ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ مُسْتَوْدَعٌ অর্থ পরকালের জীবন।

উল্লেখ্য যে, প্রথমোক্ত অর্থই যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য। আল্লাহই ভাল জানেন।

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ 'অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।' অর্থাৎ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কথাগুলি সাফ সাফ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 'তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন।' অর্থাৎ তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, বান্দাদের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করেন ও বারি বর্ষণ দ্বারা বহু রকমের সবজি উৎপন্ন করেন। উহা বান্দাদের জন্য প্রভুর পক্ষ হইতে করুণা স্বরূপ।

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ 'সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগম করেন।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ 'পানি দ্বারা সকল বস্তুকে আমি উজ্জীবিত করিয়া তুলি।'

فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا 'অনন্তর উহা হইতে সবুজ পাতা উদগত করেন।' অর্থাৎ উহা হইতে সবজি ও সবুজ বৃক্ষ উদগত হয়। অতঃপর উহাতে বীজ এবং ফল পয়দা করি। তাই এখানে বলিয়াছেন ঃ نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا

'অতঃপর উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদিত হয়।' অর্থাৎ একটি ফল আর একটির সহিত ঘনিষ্টভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে। যেমন গম ও যবের শীষ ইত্যাদি।

وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ 'এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন।'

قِنْوٌ -এর বহুবচন হইল قنوان অর্থাৎ খেজুরের কাঁদি এবং دانية অর্থ ঝুলন্ত। قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা আল-ওয়ালিবী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ অর্থাৎ ছোট ছোট খেজুর বৃক্ষ যাহার কাঁদি ঝুলিয়া মাটি ছুঁই ছুঁই করিতেছে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হিজাযবাসী এই শব্দটি قنوان -রূপে পাঠ করেন এবং ইমরাউল কায়সও قنوان বলিতেন। যথা তিনি তাহার কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

فاتت اعاليه وادت اصوله * ومال بقنوان من البر أحمرا

তবে বনী তামীম ইহাকে قنيان -রূপে পাঠ করেন। ইহাও قنو -এর বহুবচন। যথা صنو -এর বহুবচন صنوان।

وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ 'আর আংগুরের উদ্যান সৃষ্টি করেন।' অর্থাৎ বারি বর্ষণ দ্বারা আংগুরের উদ্যান সৃষ্টি করেন।

এখানে বিশেষভাবে এই ফল দুইটির কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইল যে, হিজাযবাসীদের নিকট এই ফল দুইটি বেশি পসন্দনীয়। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সকল দেশের লোকের নিকট ফল দুইটি যথেষ্ট লোভনীয় বটে।

এই ফল দুইটির উল্লেখ করিয়া অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ ثَمَرَتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا

অর্থাৎ 'খেজুর ও আংগুর ফলদ্বয় দ্বারা তোমরা মাদকদ্রব্য তৈরি কর এবং তৈরি কর উত্তম খাদ্য সামগ্রী।'

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটি মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে নাযিল হইয়াছে। খেজুর ও আংগুর সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا وَّجَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ

অর্থাৎ 'যমীনে আমি খেজুর ও আংগুরের বহু উদ্যান সৃষ্টি করিয়াছি।'

وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ 'এবং সৃষ্টি করিয়াছি যয়তুন ও সেব এবং সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্যের বিচিত্র ফলমূল।'

কাতাদা বলেন ঃ ইহার একটির বৃক্ষ ও পত্র প্রায় অন্যটির সদৃশ, অথচ একটির অপেক্ষা অন্যটির ফলের গড়ন ও স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ 'যখন উহা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ক হয়, তখন সেইগুলির দিকে লক্ষ্য কর।'

বারা ইব্ন আযিব, ইব্ন আব্বাস (রা) যাহহাক, আতা আল-খুরাসানী, সুদ্দী ও কাতাদা (র) প্রমুখ ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর কুদরতের প্রতি লক্ষ্য কর যে, তিনি কিভাবে ইহাকে অস্তিত্বহীন হইতে অস্তিত্বময় করিয়া তুলিয়াছেন। কেননা ফলবান হওয়ার পূর্বে বৃক্ষটি তো জ্বালানির উপযুক্ত ছিল। আর সেই জ্বালানি কিভাবে খেজুর ও আংগুররূপে প্রকাশিত হইয়াছে আর উহা পাকার পরে কত দামী ফলে পরিণত হইয়াছে। এইভাবে আল্লাহ তা'আলা কত ধরন, রং ও স্বাদের ফল ও খাদ্য-সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সত্য সত্যই চিন্তা করিবার বিষয়।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ

অর্থাৎ 'ভূমির বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংলগ্ন; উহাতে আছে দ্রাক্ষা কানন, শস্যক্ষেত্র, বিভিন্ন প্রকারের অথবা একই ধরনের খেজুর বৃক্ষ; উহাদিগকে দেওয়া হয় একই পানি এবং ফল দানের ক্ষেত্রে উহাদিগকে কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকি।'

তাই আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ -'হে মানব সকল! উহাতে অবশ্য নিদর্শন রহিয়াছে।' অর্থাৎ ইহার মধ্যে আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের যথার্থ পরিস্ফুটন ঘটিয়াছে।

لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ 'যাহাতে মানব সম্প্রদায় মু'মিন হইতে পারে।' অর্থাৎ যাহাতে লোকেরা সত্যের খোঁজ পায় এবং রাসূলের অনুসরণ করিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

(١٠٠) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۟

১০০. "তাহারা জিন্নকে আল্লাহ্‌র শরীক করে, অথচ তিনিই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং উহারা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি মহিমান্বিত এবং উহারা যাহা বলে, তিনি তাহার উর্ধ্বে অবস্থিত।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতের মাধ্যমে মুশরিকদের পূজ্য দেব-দেবীসমূহকে নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা মুশরিকরা আল্লাহ্‌র সাথে আরো অনেককে পূজা করে। মুশরিকরা শিরক ও কুফরীর জন্য জিন্নকে আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করে।

এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, তাহারা তো দেব-দেবীর পূজা করে। অথচ এখানে জিন্নের পূজা করার কথা কেন বলা হইল ? ইহার জবাব হইল যে, তাহারা যে সকল দেব-দেবীর পূজা করে, তাহা জিন্নেরই প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণায় করিয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلاَّ اِنٰثًا وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيْدًا- لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا- وَّلاُضِلَّنَّهُمْ وَلاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا- يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلاَّ غُرُوْرًا-

অর্থাৎ, 'তাঁহার পরিবর্তে তাহারা দেবীর পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে। আল্লাহ তাহাকে অভিসম্পাত করেন এবং সে বলে, আমি তোমার দাসদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবই এবং তাহাদিগকে করিব পথভ্রষ্ট; তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করিবই, আমি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিব এবং তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করিবেই এবং তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিব এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করিবেই। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেহ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে এবং শয়তান তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহা ছলনা মাত্র।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِىْ

অর্থাৎ 'তোমরা কি আমাকে রাখিয়া শয়তান ও তাহার অনুসারীগণকে আপন করিয়া নিতেছ ?'

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন ঃ

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا

অর্থাৎ হে পিতা! আপনি শয়তানের উপাসনা করিবেন না। কেননা শয়তান রহমানের নাফরমান।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ - وَأَنِ اعْبُدُونِى هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

অর্থাৎ 'হে বনী আদম! আমি কি তোমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলাম না যে, শয়তানের উপাসনা করিও না, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন ? তোমরা আমারই ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।'

ফেরেশতারা কিয়ামতের দিন বলিবেন ঃ

قَالُوا سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

অর্থাৎ 'ফেরেশতারা বলিবে, তুমি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সহিত, উহাদিগের সহিত নহে; উহারা তো পূজা করিত জিন্নদিগকে এবং উহাদের অধিকাংশই ছিল শয়তানদের ভক্ত।'

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ 'তাহারা জিন্নকে আল্লাহ্‌র শরীক করে, অথচ তিনিই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ মুশরিকরা শয়তানকে আল্লাহর শরীক নির্ধারিত করে। অথচ উহাকে আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সহিত তাঁহার সৃষ্টিকে এক কাতারে রাখিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে কি ? ইবরাহীম (আ) বলিয়াছেন ঃ

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ - وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ -

অর্থাৎ 'কি আশ্চর্য! তোমরা সেই সকল বস্তু পূজা কর যাহা তোমরা নিজেদের হাতে তৈরি করিয়াছ ? অথচ তোমাদিগকে এবং তোমাদের উপাস্য দেব-দেবীদিগকে আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তোমাদের উচিত এককভাবে লা-শরীক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা।'

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ

এবং 'উহারা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌র পুত্র-কন্যা নির্ধারণ করে।'

ইহা দ্বারা আল্লাহ্‌র চরিত্রের ব্যাপারে বিভ্রান্তদের বিভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাসের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। কেননা বিভ্রান্তরা বলে, আল্লাহ্‌র সন্তান রহিয়াছে। যথা ইয়াহূদীরা বলে, উযায়র

আল্লাহ্‌র পুত্র। খৃস্টানরা বলে, ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র। আরবের মুশরিকরা বলে, ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা। মূলত - سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا

'যালিমদের এইসব কথা হইতে আল্লাহ বহু উর্ধ্বে ও পবিত্র।'

خَرَقُوْا-এর অর্থ আরোপ করা, সমজ্ঞান করা, অনুমান করা এবং মিথ্যা রচনা করা। পূর্বসূরীগণ শব্দটির এই সকল অর্থ করিয়াছেন।

আলী ইব্‌ন তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ خَرَقُوْا অর্থ অনুমান করা। আওফী (র) বলেন ঃ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ অর্থাৎ 'তাহারা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহর পুত্র-কন্যা নির্ধারিত করিয়াছে।'

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহর জন্য মিথ্যা পুত্র-কন্যা আরোপ করিয়াছে।'

যাহহাক ও হাসান বলেন ঃ خَرَقُوْا অর্থ সংযোজন করা।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ خَرَقُوْا অর্থ অংশ নির্ধারিত করা।

ইব্‌ন জারীর (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেন যে, তাহারা তাহাদের উপাসনার মধ্যে আল্লাহর সহিত জিন্নকে অংশীদার করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এইসবকে কাহারো সহযোগিতা ছাড়া একক শক্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ – 'উহারা মূর্খতাবশত আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করিয়াছে।' অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাপারে যথার্থ জ্ঞানের অভাবে এবং আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত না থাকার কারণে তাহারা অইরূপ বলার দুঃসাহস পাইয়াছে। কেননা যিনি 'ইলাহ,' তাঁহার পুত্র-কন্যা বা কোন স্ত্রী থাকিতে পারে না এবং তাঁহার সৃষ্টিকেও তাঁহার সহিত শরীক করা যায় না। তাই বলা হইয়াছে ঃ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ

অর্থাৎ 'উহারা যে অজ্ঞানতাবশত তাঁহার সহিত পুত্র-কন্যা ও স্ত্রী অংশীদার আরোপ করে, তাহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্বে ও পবিত্র।'

(১০১) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১০১. "তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, তাঁহার সন্তান হইবে কিরূপে ? তাঁহার তো কোন ভার্যা নাই; তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেকে বস্তু সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।"

তাফসীর ঃ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ 'তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ও পত্তনকারী।' আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পূর্বে তাঁহার সামনে ইহার কোন নমুনা ছিল না। মুজাহিদ ও সুদ্দী এই অর্থ করিয়াছেন। বিদ'আতকে এই জন্যই বিদ'আ'ত বলা হয় যে, ইহা সম্পূর্ণ নতুন এবং উহা প্রচলনের পূর্বে পূর্বসূরীদের হইতে উহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

اَنّٰى يَكُوْنُ لَه وَلَدٌ অর্থাৎ 'তাঁহার সন্তান হইবে কিরূপে ?' তাঁহার তো কোন স্ত্রী নাই। কেননা সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য একই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দুইটি জীবের প্রয়োজন। অথচ আল্লাহর তো কোন সমকক্ষ নাই এবং তাঁহার সমবৈশিষ্ট্যের দ্বিতীয় কোন সত্তাও নাই। উপরন্তু তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। তাই তাঁহার কোন স্ত্রী বা সন্তান থাকিতে পারে না।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا- لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا- تَكَادُ السَّمٰوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا- اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا- وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا- اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا- لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا- وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا-

অর্থাৎ 'তাহারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তোমরা তো এক অদ্ভুত কথা সৃষ্টি করিয়াছ। হয়তো আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করাতে; সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নহে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই দয়াময়ের নিকট যে উপস্থিত হইবে না দাসরূপে। তাঁহার জ্ঞান তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। আর কিয়ামতের দিবসে উহাদের সকলেই তাঁহার নিকট আসিবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।'

অতঃপর তিনি বলেন ঃ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ - 'তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত।'

এখানে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত কিছু সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত। অতএব তাঁহার সৃষ্টি জীব কিভাবে তাঁহার স্ত্রী হইতে পারে ? অথচ তাঁহার কোন তুলনা নাই। দ্বিতীয়ত, যাহার স্ত্রী নাই তাহার কিভাবে পুত্র-কন্যা জন্ম নিতে পারে ? বস্তুত আল্লাহ তা'আ'লা এই সব হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

(١٠٢) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝

(١٠٣) لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝

১০২."এই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।"

১০৩."তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ -অর্থাৎ 'এই তো তোমাদের প্রভু আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সমস্ত কিছু।' তাঁহার নাই কোন সন্তান-সন্ততি এবং নাই কোন

স্ত্রী-পরিজন। لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ 'অতএব তোমরা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা একক লা-শরীক আল্লাহর ইবাদত কর।' আর স্বীকৃতি দাও যে, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তাঁহার কোন পুত্র নাই এবং তিনিও কাহারো পুত্র নন। তাঁহার কোন স্ত্রী নাই আর নাই তাঁহার কোন সমকক্ষ।

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ- তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ তিনিই রক্ষাকারী এবং তত্ত্বাবধায়ক। তিনি নিজেকে ব্যতীত সবার ব্যাপারে ভাবেন, তিনিই খাদ্য দেন এবং রাতে ও দিনে তিনি সকলের রুযীর সংস্থান করেন।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ- 'তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন।'

এই আয়াতাংশের মর্মার্থের ব্যাপারে পূর্বসূরী ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে।

প্রথমত তাঁহাকে পৃথিবীতে দেখা যাইবে না বটে, কিন্তু আখিরাতে দেখা যাইবে। এই ব্যাপারে সহীহ, মুস্নাদ ও সুনানসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে মুতাওয়াতির রিওয়ায়াতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস রহিয়াছে। যথা ঃ

মাস্রূক (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মনে করিবে যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহকে অবলোকন করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি মিথ্যা বলিবে।

অন্য রিওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করিবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ 'তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র).....মাসরূক হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মাসরূক (র) হইতে আরও বহু সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ সংকলনে আয়েশা (রা) ভিন্ন অন্যের সূত্রেও হাদীসটি আসিয়াছে।

তবে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার বিপরীত অর্থের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি আল্লাহ্র দর্শনকে 'মুতলাক' বা শর্তহীন রাখিয়াছেন। তাঁহার দর্শন লাভকে কোন কালের সহিত নির্দিষ্ট করেন নাই। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি স্বপ্নে দুইবার আল্লাহ্র দর্শনলাভ করিয়াছেন। ইনশা-আল্লাহ এই ব্যাপারে সূরা নাজমে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... ইসমাঈল ইব্ন আলীয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ এই আয়াতাংশের মর্মার্থে ইসমাঈল ইব্ন আলীয়া (র) বলেন ঃ 'এই জীবনে তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন।' হাশিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ হইতেও এইরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

অন্য একদল বলিয়াছেন ঃ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ অর্থাৎ 'তাঁহাকে চোখ ভরিয়া দেখা যাইবে না।' হাদীসের বর্ণনামতে ইহা আখিরাতের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

মু'তাযিলারা তাহাদের ইচ্ছামত এই অর্থ করিয়াছে যে, আল্লাহকে ইহকালে ও পরকালে কোনকালেই দেখা যাইবে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত মু'তাযিলাদের মূর্খবৎ এই অভিমতের বিরোধিতা করিয়াছেন। কেননা পরকালে আল্লাহ্র দর্শনলাভ হইবে বলিয়া কুরআন ও হাদীসে প্রমাণ রহিয়াছে। যথা কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ–

অর্থাৎ 'সেদিন কোন কোন মানুষের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে। তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে।'

পক্ষান্তরে কাফিরদের ব্যাপারে বলা হইয়াছে ঃ كَلاَّ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ

অর্থাৎ 'অবশ্যই সেইদিন উহারা উহাদের প্রতিপালক হইতে আড়ালে থাকিবে।'

ইমাম শাফিঈ বলেন ঃ ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র দর্শনলাভের সময় মু'মিনদের দৃষ্টির সামনে কোন পর্দা থাকিবে না।

একটি মুতাওয়াতির হাদীসে আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা, আনাস, জুরাইজ, সুহাইব ও বিলাল (রা) সহ অনেক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মু'মিনগণ আল্লাহকে পরকালে স্ব স্ব ঘরের বাতায়নে এবং জান্নাতের উদ্যানের মধ্যে দেখিতে পাইবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ইহা নসীব করুন, আমীন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ -এর অর্থ হইল, হৃদয়পটে তাঁহার অবয়ব ধরিয়া রাখা যাইবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবুল হাসীন ইয়াহিয়া ইব্ন হাসীন হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রিওয়ায়াতটি অত্যন্ত দুর্বল।

দ্বিতীয়ত এই অর্থ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী। অন্যথায় হয়ত তাহারা ادراك দ্বারা رؤية বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

অপর একদল বলিয়াছেন ঃ ادراك দ্বারা আল্লাহ্র দর্শন লাভের অর্থ গ্রহণ করা এবং অনুধাবন অর্থ বর্জন করা হইলে উভয় অর্থের মধ্যে কোন বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয় না।

কেননা ادراك হইল অর্থগতভাবে رؤية হইতে বিশিষ্ট বা খাস। তাই বিশেষ অর্থ বর্জন করিলে সাধারণ অর্থ বর্জনের প্রশ্ন আসে না।

এখন মতবিরোধের ব্যাপার হইল যে, এখানে যেই ادراك -কে নফী বা অস্বীকার করা হইয়াছে, সেই 'ইদরাক' কি ?

কেহ বলিয়াছেন ঃ সেই ادراك হইল معرفت حقيقة বা 'সত্তার সত্যিকার চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া।' আল্লাহ্র সঠিক পরিচয় সম্পর্কে একমাত্র তিনি নিজেই অবহিত। দ্বিতীয় কেহ তাঁহার সার্বিক পরিচয় সম্পর্কে অবহিত নয়। অবশ্য যদিও মু'মিনরা আল্লাহ্র দর্শনলাভ করিবে, কিন্তু তাহা হইবে বাহ্যিক দেখামাত্র, তাঁহার মৌলসত্তা দর্শন নয়। যেমন আমরা চাঁদকে দেখিয়া থাকি কিন্তু উহার মৌলরূপ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তাই আল্লাহ, যিনি উপমাহীন তাঁহার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা তো দুঃস্বপ্নমাত্র।

ইব্ন আলীয়া (র) বলেন ঃ আল্লাহকে যে দেখা যাইবে না, এই কথা ইহকালের জন্য প্রযোজ্য। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একদল বলিয়াছেন ঃ অর্থগতভাবে رؤية হইতে ادراك খাস। কেননা ادراك বলে احاطة বা সার্বিক ব্যাপারে সমান জ্ঞান রাখাকে। তাই احاطة যদি না থাকে, তাহা হইলে

দর্শনলাভ যে সম্ভব নহে, তাহা বলা যায় না। যেমন কাহারো যদি পৃথিবীর সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে এবং কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকে, তবে তাহাকে অজ্ঞান বলা যাইবে না।

কোন মানুষের পক্ষে যে সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নহে, তাহা কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِهِ عِلْمًا 'আর তিনি জ্ঞানায়ত্ত নহেন।'

সহীহ মুসলিমে আসিয়াছে যে, হে আল্লাহ! যেভাবে তোমার গুণ বর্ণনা করা দরকার তাহা আমার দ্বারা আদায় হয় না। আমি তোমার যথার্থ গুণ বর্ণনা করিতে অপারগ। এই প্রার্থনা দ্বারা এই কথা বুঝায় না যে, সে মোটেই গুণ বর্ণনা করিতে পারে না।

আওফী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে لاَ تُدْرِكُهُ الاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاَبْصَارَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল, 'কোন দৃষ্টিই আল্লাহকে আয়ত্ত করিয়া নিতে পারিবে না।'

ইব্‌ন আবূ-হাতিম (র)......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমাকে কেহ لاَ تُدْرِكُهُ الاَبْصَارُ। আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে বলেন ঃ তুমি কি চোখ দ্বারা আকাশ দেখিতে পাও ? সে উত্তরে বলিল, হ্যাঁ, দেখিতে পাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, আচ্ছা, একবার দৃষ্টি নিক্ষেপে কি সমস্ত আকাশটা তুমি দেখিতে পাও ?

সাঈদ ইব্‌ন আবূ উরওয়া (র)......কাতাদা হইতে لاَ تُدْرِكُهُ الاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاَبْصَارَ। এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ তিনি এত উর্ধ্বে যে, তাঁহার পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছে না।

ইব্‌ন জারীর (র)......আতীয়া আল-আওফী হইতে বর্ণনা করেন যে, আতীয়া আল-আওফী وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ তাহারা আল্লাহকে দেখিবে বটে, কিন্তু তাঁহার বিশালত্ব ও তাঁহার জ্যোতির্ময় চেহারা কেহ যথার্থভাবে অবলোকন ও দৃষ্টিগত করিতে পারিবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لاَ تُدْرِكُهُ الاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاَبْصَارَ অর্থাৎ তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত।

এই সম্পর্কে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) নিম্ন হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

আবূ যুরাআ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) لاَ تُدْرِكُهُ الاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاَبْصَارَ এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলেন ঃ সৃষ্টির প্রথম হইতে এই পর্যন্ত সৃষ্ট জিন্ন, ইনসান, শয়তান ও ফেরেশতাদের যদি সকলকে কাতারবন্দী করা হয়, তবুও তাহারা আল্লাহ্‌র বিরাটত্বের সীমা পাইবে না।

হাদীসটি গরীব। এই সূত্র ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয় নাই। সিহাহ সিত্তার কোন কিতাবেও এই হাদীসটির উল্লেখ নাই। আল্লাহ ভাল জানেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে স্বীয় তাফসীরে, ইব্‌ন আবূ আসিম স্বীয় কিতাবুস-সুন্নাহয় এবং তিরমিযী স্বীয় জামে' তিরমিযীতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা) স্বীয় রবকে স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছেন। তখন তাঁহাকে এই প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তো এই কথা বলিয়াছেন ঃ لاَ تُدْرِكُهُ الاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاَبْصَارَ

অর্থাৎ 'তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত।'

তখন তিনি জবাবে বলেন, কথাটা এমন নহে। কথাটা হইল যে, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নূরের তাজাল্লীর পুরাপুরি স্ফূরণ ঘটান, তখন তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা অবলোকন করা যায় না বটে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে নূরের মৃদু স্ফূরণের অবস্থায় অবলোকন করিয়াছেন।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন স্বীয় নূরের পূর্ণ স্ফূরণ ঘটান তখন তাঁহার সামনে কোন বস্তু স্থির থাকিতে পারে না।

হাকিম বলেন, হাদীসটি সহীহদ্বয়ের দৃষ্টিতে সহীহ, কিন্তু তাঁহাদের কেহ ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

সহীহদ্বয়ে আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর সূত্রে এই ধরনের আর একটি মারফূ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা যান না আর নিদ্রা যাওয়া তাঁহার জন্য সমীচীন নয়। কেননা তিনি মীযান সংস্থাপন করিয়া বান্দার প্রতি দিবস ও রাতের উপস্থিত করা আমলনামার পরিমাপের দিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখিতেছেন। তাঁহার পর্দা নূর অথবা আগুনের। যদি তাঁহার পর্দাসমূহ উদ্‌ঘাটিত হয়, তবে উহার নূরের তাজাল্লীতে সমস্ত পৃথিবী ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তাই কোন দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাঁহাকে অবলোকন করা যায় না।

পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, মূসা (আ) যখন আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের জন্য তাঁহার নিকট আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ঃ হে মূসা! কোন জীবিত বস্তু আমার দর্শনলাভ করিতে পারে না; যদি দর্শন লাভ করে, সে মৃত্যুবরণ করিবে। আর কোন শুষ্ক বস্তুর উপর আমার তাজাল্লী পতিত হইলে তাহা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ-

অর্থাৎ 'যখন তাহার প্রভুর তাজাল্লী পাহাড়ে প্রকাশ পাইল, সে হুমড়ি খাইয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িল; যখন সচেতন হইল, বলিল, পবিত্রতা তোমারই, আমি তোমার নিকট তওবা করিতেছি; আর আমি সর্বাগ্রে ঈমানদার।'

উল্লেখ্য যে, এখানে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভকে যে নফী বা অসম্ভব বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষ কোন অবস্থার জন্য বিশিষ্ট। তাই ইহা দ্বারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হয় না।

তাই উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) আখিরাতে আল্লাহ্‌র দর্শনলাভের সম্ভাব্যতার কথা বলিয়াছেন এবং পৃথিবীতে তাঁহার দর্শন লাভ অসম্ভব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার দলীল হইল এই আয়াতটি ঃ

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ

অতএব ادراك দ্বারা যে দর্শন লাভকে নফী করা হইয়াছে, তাহা হইল তাঁহার আযমত ও জালালের পূর্ণ প্রকাশের সময়। তাই এই অবস্থায় কোন মানুষ কিংবা ফেরেশতা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে না।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ 'কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত।' অর্থাৎ সবকিছুই তাঁহার দৃষ্টি ও জ্ঞানের অধিগত। কেননা সবকিছু তাঁহারই সৃষ্টি। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَوَ هُوْ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

অর্থাৎ 'জান কি তুমি, কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তিনি সমস্ত গোপন রহস্য জানেন।'

কখনো اَبْصَارُ -এর অর্থ مبصرين -ও হয়। যথা সুদ্দী (র) لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَار আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ 'কোন দৃষ্টিমান বস্তু তাঁহাকে দেখে না, কিন্তু তিনি সকল বস্তুকেই দেখেন।'

আবুল আলীয়া (র) وَهُوَ لَلْطِيْفُ الْخَبِيْرُ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ لَطِيْفُ অর্থ বক্তব্য প্রকাশে তিনি খুব সূক্ষ্ম এবং خَبِيْرُ অর্থ কোন্ বস্তু কোথায় অবস্থিত সে সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত। আল্লাহই ভাল জানেন।

পুত্রের প্রতি লুকমান হাকীমের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَابُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ فِى السَّمٰوَاتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ-

অর্থ 'হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নীচে, আল্লাহ তাহাও উপস্থিত করিবেন। আল্লাহ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন সব বিষয়ের।'

(١٠٤) قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○

(١٠٥) وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

১০৪. "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্য আসিয়াছে। সুতরাং কেহ উহা দেখিলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে। আর কেহ না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নহি।"

১০৫. "এইভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি; ফলে অবিশ্বাসীগণ বলে, তুমি ইহা পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করিয়া বলিতেছ। কিন্তু আমি তো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।"

তাফসীর ঃ اَلْبَصَائِرُ। অর্থ সেই সকল দলীল-প্রমাণ যাহা কুরআনে বিবৃত হইয়াছে এবং যাহা রাসূলুল্লাহ (সা) মানবতার সম্মুখে পেশ করিয়াছেন।

فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِه 'সুতরাং কেহ উহা দেখিলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

অর্থাৎ 'যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে, তাহারা পথভ্রষ্ট হইবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য।'

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا 'আর কেহ উহা না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অর্থাৎ তাহার প্রতি বিপদ আপতিত হইবে।' তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَاِنَّهَا لَاتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرُ

অর্থাৎ 'বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়।'

وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظ 'আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নহি।' অর্থাৎ আমি তোমাদের পর্যবেক্ষকও নহি এবং তত্ত্বাবধায়কও নহি; বরং আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত মাত্র। আল্লাহ যাহাকে চাহেন হিদায়াত দান করেন এবং যাহাকে চাহেন গুমরাহ রাখেন।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ 'এইভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি।' অর্থাৎ যেখানেই আমার একত্ববাদ প্রমাণের জন্য দলীলের প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানেই আমি উহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। যখনই জাহিলরা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র একত্ববাদকে অস্বীকার করার অপচেষ্টা করিয়াছে, তখনই আমি তাহাদিগকে লা-জওয়াব করিয়া দিয়াছি।

মিথ্যাবাদী কাফির ও মুশরিকরা বলিতেছিল, 'হে মুহাম্মদ! তুমি ইহা পূর্ববর্তী কিতাব হইতে নকল করিয়া পাঠ করিতেছ এবং যাহা শিক্ষা দান করিতেছ, তাহাও পূর্ববর্তী কিতাব হইতে নকল করা।' ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ এই অর্থ করিয়াছেন।

তাবারানী (র)......আমর ইব্ন কায়সান হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন কায়সান বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি হইল دارست। যাহার অর্থ হইল, পাঠ করা। ইহা বিতর্কের স্থানে ব্যবহৃত হয়।

যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইহাদের মিথ্যাবাদিতা ও গোঁড়ামীর আলোচনা করিয়া বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلاَّ اِفْكُ افْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَقَدْ جَاءُوْا ظُلْمًا وَزُوْرًا وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُالْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا

অর্থাৎ 'সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, ইহা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নহে, মুহাম্মদ ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে। উহারা তো অবশ্যই সীমালংঘন করে ও মিথ্যা বলে। উহারা বলে এইগুলি তো সেকালের উপকথা যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইহাদের ভুল ধারণার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ

اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ- فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ- ثُمَّ نَظَرَ- ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ- ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ- فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ- اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ-

অর্থাৎ 'সে তো চিন্তা করিল এবং সিদ্ধান্ত করিল, অভিশপ্ত হউক সে, কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। আরও অভিশপ্ত হউক সে, কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। সে আবার চাহিয়া দেখিল। অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল ও মুখ বিকৃত করিল। অতঃপর সে একবার পিছাইয়া গেল এবং পরে দম্ভভরে ফিরিয়া আসিল এবং ঘোষণা করিল, ইহা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নহে। ইহাতো মানুষেরই কথা।'

অতঃপর তিনি এখানে বলেন ঃ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ 'কিন্তু আমি তো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।' অর্থাৎ যাহারা হক বুঝিয়া উহার অনুসরণ করে এবং বাতিলকে পরিত্যাগ করে, আমি তাহাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি। আর কাফিরদের গুমরাহী এবং মু'মিনদের হিদায়াত প্রাপ্তির মধ্যে আল্লাহ্‌র রহস্য রহিয়াছে।

যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا

অর্থাৎ 'ইহা দ্বারা অনেকে বিভ্রান্ত হয় ও অনেকে পথপ্রাপ্ত হয়।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ * .....وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ *

অর্থাৎ 'ইহা এই জন্য যে, শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে, তিনি উহাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাহাদের জন্য, যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে ও যাহারা পাষাণ হৃদয়। আর যাহারা বিশ্বাসী, তাহাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ সরলপথে পরিচালিত করেন।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ-

অর্থাৎ 'আমি ফেরেশতাগণকে করিয়াছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি উহাদের সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি যাহাতে কিতাবীদের প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং ঈমানদার ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। ইহার ফলে যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাহারা ও কাফিররা বলিবে, আল্লাহ এই উপমা দ্বারা কি বুঝাইতে চাহেন ?

এইভাবে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখান। প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَيَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ الاَّخَسَارًا

অর্থাৎ 'আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যাহা বিশ্বাসীদিগের জন্য প্রতিষেধক ও অনুগ্রহ। কিন্তু উহা সীমালংঘনকারীদিগের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।'

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ فِى اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُوْلٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ-

অর্থাৎ 'বল, বিশ্বাসীদের জন্য ইহা পথ-নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী, তাহাদের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা এবং কুরআন হইবে ইহাদের জন্য অন্ধকার স্বরূপ। ইহারা এমন যে, যেন ইহাদিগকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হইতে।'

এই ধরনের বহু আয়াত রহিয়াছে যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে মু'মিনদের হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করিয়াছেন। আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে চাহেন, পথভ্রষ্ট করেন এবং যাহাকে চাহেন হিদায়াত দান করেন।

তাই এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ 'এইভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি; ফলে অবিশ্বাসীগণ বলে, তুমি ইহা পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করিয়া বলিতেছ। কিন্তু আমি তো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।'

কেহ পাঠ করিয়াছেন درست -রূপে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে তামীমীও শব্দটি درست বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহার অর্থ হইল, অধ্যয়ন করা বা শিক্ষাদান করা।

মুজাহিদ, সুদ্দী, যাহহাক ও আবদুর রহমান ইব্ন যিয়াদ ইব্ন আসলাম (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন।

মা'মার হইতে আবদুর রাযযাক (র) বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) এই শব্দটিকে درست বলিয়া অভিমত প্রদান করিয়াছেন। যাহার অর্থ হইল تقادمت ও انمحت

আবদুর রাযযাক (র)......ইব্ন যুবায়র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ বাচ্চারা শব্দটিকে درست রূপে পাঠ করে, কিন্তু শব্দটি হইল درست

আবূ ইসহাক আল-হামদানী হইতে শু'বা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা) -এর কিরাআতে এই শব্দটি درست রূপে রহিয়াছে। অর্থাৎ الف ব্যতীত سين -এর উপর যবর এবং تا সাকীন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল النمحت। ও تقادمت অর্থাৎ যাহা আমাদের সামনে পাঠ কর, তাহা আমাদের পূর্বের কিতাবে আলোচিত হইয়াছে। আর ইহা কোন নূতন কথা নয়; বরং বহু পুরাতন কথা।

সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইহাকে درست -রূপে পাঠ করিয়াছেন। যাহার অর্থ হইল, অধ্যয়ন করা এবং শিক্ষাদান করা।

মা'মর বলেন ঃ কাতাদার কিরাআতে درست রহিয়াছে। আর ইব্ন মাসউদের কিরাআতে রহিয়াছে درس রূপে।

আবূ উবাইদ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম (র)......হারূন হইতে বলেন ঃ উবাই ইব্ন কা'ব ও ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরাআতে درس রহিয়াছে যাহার অর্থ হইল, মুহাম্মদ (সা) উহা শিক্ষা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়াতটি গরীব।

অবশ্য উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ইহার বিপরীত বর্ণিত হইয়াছে। যথা ইব্ন মারদুবিয়া (র)......উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ আমাকে وَلِيَقُوْلُوا دَرَسْتَ রূপে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন।

ওয়াহাব ইব্ন যামাআ'র সূত্রে হাকিম স্বীয় মুস্তাদরাকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, سين সাকিন হইবে এবং تا এ হইবে যবর। অতঃপর তিনি বলেন, ইহার সনদ সহীহ বটে, কিন্তু সহীহদ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

(١٠٦) اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(١٠٧) وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۗ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

১০৬, "তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয়, তুমি তাহারই অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই; এবং অংশীবাদীদের হইতে দূরে থাক।"

১০৭. "আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা শিরক করিত না এবং তোমাকে তাহাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করি নাই; আর তুমি তাহাদের অভিভাবকও নহ।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল এবং রাসূলের অনুসারীদিগকে নির্দেশ দান পূর্বক বলেন ঃ اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

'তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয় তুমি তাহারই অনুসরণ কর।' অর্থাৎ উহার অনুসরণ কর এবং উহার উপরে আমল কর। কেননা আল্লাহ পক্ষ হইতে তোমার প্রতি যাহা ওহী হইয়াছে, তাহা সত্য। উহার মধ্যে বিন্দুমাত্র মিথ্যার সংমিশ্রণ নাই। আর তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ -'এবং অংশীবাদীদের হইতে দূরে থাক।' অর্থাৎ তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহাদের সংশ্রব হইতে দূরে থাক এবং তাহাদের আঘাত প্রদানকে সহ্য কর। ইহার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী

করিবেন এবং তাহাদের মুকাবিলায় তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। আর জানিয়া রাখ যে, উহাদের গুমরাহীর মধ্যেও আল্লাহর হিকমত নিহিত রহিয়াছে। কেননা আল্লাহ ইচ্ছা করিলে সকল মানুষকে হিদায়াত দান করিতে পারেন এবং পারেন সকল মানুষকে হিদায়াতের উপর একত্রিত করিতে।

وَلَوْشَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا- 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা শিরক করিত না।'

অর্থাৎ ইহার মধ্যে তিনি হিকমত নিহিত রাখিয়াছেন। তিনি স্বাধীনমত কর্ম সম্পাদন করার অধিকার রাখেন। কেননা কাহারো নিকট তিনি জবাবদিহি করার জন্য মুখাপেক্ষী নহেন; বরং সকলকে তাঁহার নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا - 'এবং তোমাকে তাহাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করি নাই।' অর্থাৎ তাহাদের কথা ও কাজের হিসাব রাখার দায়িত্ব তোমার নয়।

وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ-'তুমি তাহাদের অভিভাবকও নহ।' অর্থাৎ তাহাদের খাদ্য ও কর্ম সংস্থানের দায়িত্বও তোমার নয়।

اِنْ عَلَيْكَ اِلاَّ الْبَلاَغُ -'তোমার দায়িত্ব হইল কেবল তাহাদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়া।'

অন্যত্র আল্লাহ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

অর্থাৎ 'অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো শুধু একজন উপদেষ্টা। উহাদিগের কর্ম নিয়ন্তা নহ।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

অর্থাৎ 'তোমার দায়িত্ব হইল পৌঁছাইয়া দেওয়া আর আমার দায়িত্ব হইল হিসাব গ্রহণ করা।'

(١٠٨) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১০৮."আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা ডাকে, তাহাদিগকে তোমরা গালি দিও না, কেননা তাহারা সীমালংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে; প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাহাদের কার্যকলাপ সুশোভন করিয়াছি; অতঃপর তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদিগকে মুশরিকদের উপাস্যকে গালি দিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদিওবা তাহাতে সামান্য কোন উপকার নিহিত থাকে, কিন্তু

পরিণতিতে ফাসাদ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তাহারাও মুসলমানদের আল্লাহকে গালি দিবে। আর তিনি হইলেন আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ মুশরিকরা বলিত, হে মুহাম্মদ! তোমার উচিত হইবে আমাদের ইলাহদিগকে গালি দেওয়া হইতে বিরত থাকা, অন্যথায় আমরাও তোমাদের ইলাহকে গালি দিব ও তাহার সমালোচনা করিব। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন। فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থাৎ 'কেননা তাহারা সীমালংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।'

আবদুর রায্যাক (র)...... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুসলমানরা কাফিরদের প্রতিমাদিগকে গালি-গালাজ করিত। ফলে কাফিররাও সীমালংঘন করিয়া আল্লাহকে গালি-গালাজ করিতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আ'লা নাযিল করেন ঃ

وَلَاتَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা ডাকে, তাহাদিগকে তোমরা গালি দিও না।'

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) হইতে ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন ঃ আবূ তালিব যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন কুরায়শরা যুক্তি করিল যে, তাহারা তাহার নিকট আসিয়া বলিবে, আপনি আপনার ভাতিজাকে বারণ করিয়া যান। আপনার মৃত্যুর পর তাহাকে যদি আমরা হত্যা করি, তাহা হইলে আরবের লোক আমাদিগকে বলিবে যে, আবূ তালিবের জীবিতাবস্থায় মুহাম্মদের কিছু না করিতে পারিয়া তাহার মৃত্যুর পর অসহায় মুহাম্মদকে হত্যা করিয়াছে।

সেমতে আবূ জাহল, আবূ সুফিয়ান ও আমর ইবনুল আ'সসহ কতক লোক আবূ তালিবের বাড়ি আসিয়া প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে মুত্তালিব নামক এক ব্যক্তিকে অনুমতি গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিল। আবূ তালিব তাহাদিগকে তাহার নিকট আসার জন্য ডাকিল।

তাহারা বলিল, হে আবূ তালিব! আপনি আমাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং আমাদের সর্দার। মুহাম্মদ আমাদিগকে ভীষণ ব্যথা দিয়াছে এবং আমাদের উপাস্যদিগকে কষ্ট দিতেছে। আমাদের দাবি হইল, আপনি তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিন যে, সে যেন কখনো আমাদের উপাস্যদের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ না করে। অন্যথায় আমরাও তাহাকে এবং তাহার আল্লাহকে ক্ষমা করিব না।

এই কথা শুনিয়া আবূ তালিব হযরত নবী (সা)-কে ডাকিলেন এবং বলিলেন, উহারা তোমারই কওমের লোক এবং তোমারই চাচার আওলাদ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আপনার এই কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই এবং এই লোকদের আগমনের উদ্দেশ্যই বা কি ?

তখন তাহারা বলিল, আমাদের উদ্দেশ্য হইল, তুমি আমাদের সহিত এবং আমাদের উপাস্যদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবে। তাহা হইলে আমরাও তোমার সহিত এবং তোমার আল্লাহর সহিত সদ্ব্যবহার করিব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখিবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আমি তোমাদিগকে এমন একটি কথা বলিব কি, যে কথার উপর তোমরা যদি আমল কর এবং মানিয়া নাও, তাহা হইলে তোমরা আরব ও আজমের বাদশাহী পাইবে, সকল দেশ হইতে তোমাদের নিকট রাজস্ব আসিতে থাকিবে ? আবূ জাহল বলিল, তোমার সেরূপ একটি নয়, দশটি কথাও কবূল করিয়া নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। বল, সেই কথাটি কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

তাহারা উহা বলিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল এবং বিদ্রূপ করিল।

আবূ তালিব বলিলেন, হে ভাতিজা! তুমি এই কথাটি বাদ দিয়া আন্য কোন কথা বল। তোমার কওম তো এই কথাটি শুনিলে ক্ষেপিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ চাচা! এই কথাটি বাদ দিয়া অন্য কথা বলার কি অধিকার আমার আছে ? ইহা ভিন্ন অন্য কোন কথা আমি বলিতে পারিব না।"

তাহাদের উদ্দেশ্যে ছিল, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নিরাশ করিয়া দেওয়া ও তাঁহার উপর চাপ সৃষ্টি করা। কিন্তু তাহারা ইহাতে ব্যর্থ হইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়ে উঠে এবং বলিতে থাকে, তুমি আমাদের উপাস্যদিগকে গালি দেওয়া হইতে বিরত না হইলে আমরাও তোমার আল্লাহকে গালি দিব। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থাৎ 'তাহারা সীমালংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।'

এখানে বিরাট অপকারিতা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য সামান্য উপকারিতা পরিত্যাগ করার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সহীহ হাদীসে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে তাহার পিতামাতাকে গালি দেয়, সে সর্বাপেক্ষা বেশি অভিশপ্ত।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তান পিতামাতাকে কিভাবে গালি দেয়? রাসূলূল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ একব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পিতাকে গালি দিলে সে পাল্টা তাহার পিতাকে এবং একব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মাতাকে গালি দিলে সে পাল্টা তাহার মাতাকে গালি দেয়।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ-'এইভাবে প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাহাদের কার্যকলাপ সুশোভন করিয়াছি।' অর্থাৎ যেমন এই কওম মূর্তিপূজাকে পসন্দ করে, পূর্ববর্তী লোকেরাও এমন ছিল। তাহাদের নিকটও তাহাদের ধর্ম উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহাদিগকে গুমরাহীর মধ্যে রাখাতেও আল্লাহর হিকমত নিহিত রহিয়াছে। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করার অধিকার রাখেন।

ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ-'অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-'তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।' অর্থাৎ তাহাদের আমলের প্রতিফল দান করিবেন। যদি আমল বদ হয় তবে বদ প্রতিফল সে পাইবে, আর যদি আমল নেক হয় তবে নেক প্রতিদান সে পাইবে।

(১০৯) وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(১১০) وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

১০৯. "তাহারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে, তাহাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসিত, তবে অবশ্যই তাহারা উহাতে বিশ্বাস করিত। বল, নিদর্শন তো আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত; তাহাদের নিকট নিদর্শন আসিলেও তাহারা যে বিশ্বাস করিবে না, ইহা কিভাবে তোমাদের বোধগম্য করান যাইবে ?"

১১০."তাহারা যেমন প্রথমবারে উহাতে বিশ্বাস করে নাই, তেমনি আমিও তাহাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতার ময়দানে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দিব।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ তাহারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ-'যদি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসিত।' অর্থাৎ রাসূল যদি মু'জিযা বা অস্বাভাবিক কিছু প্রদর্শন করিতেন।

لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا-'তবে অবশ্যই তাহারা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিত।'

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ-'বল, নিদর্শন তো আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।' অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! বল, যাহারা আল্লাহ নিদর্শন অবলোকনের জন্য আবেদন করে, তাহারা কুফরী ও বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া ইহা করিয়া থাকে। তাহারা আদৌ হিদায়াত লাভের জন্য এই প্রার্থনা করে না। বস্তুত্ব মু'জিযা প্রকাশের কেন্দ্রবিন্দু হইলেন আল্লাহ। তিনি ইচ্ছা করিলে উহা প্রকাশ করেন এবং ইচ্ছা না করিলে অপ্রকাশিত রাখেন।

ইব্ন জারীর (র)......মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কারজী হইতে বর্ণনা করেন ঃ

কুরায়শরা একদিন নবী করীম (সা)-এর সহিত আলোচনায় বসিল। তাহারা বলিল, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদিগকে জানাইতেছ যে, মূসা (আ)-এর এমন এক লাঠি ছিল যদ্বারা পাথরকে আঘাত করায় দ্বাদশ নহর উৎপন্ন হইত। তুমি আমাদিগকে জানাইতেছ যে, ঈসা (আ) মৃতকে জীবিত করিতেন। তুমি আমাদিগকে জানাইতেছ যে, সামূদ জাতির জন্য আল্লাহ একটি উষ্ট্রী পাঠাইয়াছিলেন। অতএব তুমিও আমাদের জন্য অনুরূপ কোন নিদর্শন আন। তাহা হইলে আমরা তোমার সত্যতা মানিয়া লইব। রাসূল (সা) প্রশ্ন করিলেন ঃ তোমরা কিরূপ নিদর্শন পসন্দ কর ? তাহারা জবাব দিল, সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত কর। রাসূল (সা) বলিলেন ঃ যদি উহা করি তবে কি তোমরা আমার সত্যতা মানিয়া লইবে ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! যদি তুমি উহা কর, তবে আমরা সকলে মিলিয়া তোমার অনুসারী হইব।

তখন রাসূল (সা) দণ্ডায়মান হইলেন প্রার্থনা করার জন্য। এমন সময় তাঁহার নিকট জিবরাঈল (আ) হাযির হইলেন। তিনি বলিলেন, আপনি প্রার্থনা করিলে রাতারাতি সাফা পাহাড় সোনা হইয়া যাইবে। তবে যদি নিদর্শন প্রেরণের পরও তাহারা আপনার উপর ঈমান না আনে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদিগকে সুকঠিন শাস্তি দিয়া ধ্বংস করা হইবে। যদি আপনি ভাল মনে করেন তো তাহাদের তওবা নসীব হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন। আল্লাহ তাহাদের তওবা কবূল করিবেন। রাসূল (সা) বলিলেন ঃ বরং তাহাদের তওবাকারীদের তওবার দুয়ার খোলা রাখা হউক। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল ঃ

হাদীসটি মুরসাল। তবে বিভিন্ন সূত্রে উহার সমর্থন মিলে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَا مَنَعْنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيَاتِ اِلاَّ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ

অর্থাৎ 'আমি এই কারণেই নিদর্শন পাঠাইতে বিরত থাকিতেছি যে, অতীতের সম্প্রদায়গুলি উহাকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে।'

তাই তিনি এখানে বলেন ঃ

وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لاَيُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ 'তোমরা কি বুঝিতে পারিবে যে, নিদর্শন যখন উপস্থিত করা হইবে, তখনও তাহারা ঈমান আনিবে না ?'

কেহ বলিয়াছেন يُشْعِرُ كُمْ -এর كُمْ সর্বনাম দ্বারা মুশরিকগণকে বুঝানো হইয়াছে। এই মতের পরিপোষক হইলেন মুজাহিদ (র)। তখন উহার অর্থ দাঁড়ায়, তোমরা যে শপথ করিয়া নিদর্শন দেখিয়া ঈমান আনার কথা বলিতেছ, ইহার সত্যতা বোধগম্য নহে অর্থাৎ ইহা সত্য নহে।

اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لاَيُؤْمِنُوْنَ এই আয়াতাংশে اَنَّهَا শব্দের আলিফের নীচে যের হইবে। কারণ خبر বা বিধেয়ের শুরুতে উহা আসিয়াছে। নাবোধক এই বিধেয় বাক্যাংশে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের নিদর্শন লাভের উদ্দেশ্যটি সফল হইলেও তাহারা ঈমান আনিবে না।

কেহ কেহ اَنَّهَا শব্দটির আলিফের উপর যবর দিয়া পড়িয়াছেন। একদল বলেন ঃ يشعركم শব্দের كُمْ সর্বনামটি মু'মিনদের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তখন অর্থ দাঁড়াইবে, হে মু'মিনগণ, নিদর্শন দেখিয়াও যে তাহারা ঈমান আনিবে না, তাহা কি তোমাদের বোধগম্য নহে ? এ ক্ষেত্রে اَنَّهَا -এর আলিফে যের হইবে। তখন لاَيُؤْمِنُوْنَ শব্দের لا অক্ষরটির صلة হইবে। ইহার উদাহরণ হইল নিম্ন আয়াতদ্বয় ঃ مَامَنَعَكَ اَلاَّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ

অর্থাৎ 'কোন বস্তু তোমাকে সিজদা করা হইতে বিরত রাখিয়াছে যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়াছি।' وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَا هَا اَنَّهُمْ لاَيَرْجِعُوْنَ

অর্থাৎ 'যে পল্লীকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদের সৎপথে প্রত্যাবর্তন তাহাদের কৃতকর্মের জন্য নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।' উপরোক্ত উভয় আয়াতে لا শব্দটি صلة হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইল এই ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যতই তাহাদিগকে ভালবাস আর যতই তাহাদের ঈমানের জন্য লালায়িত হও না কেন, যখন সত্যই তাহাদের নিকট আল্লাহর নিদর্শন উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা ঈমান আনিবে না।

একদল বলেন ঃ اَنَّهَا অর্থ لَعَلَّهَا অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই উহা' অর্থ হইবে 'হয়ত উহা'। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ উবাই ইব্ন কা'বের পঠনে উহা রহিয়াছে। আরবরাও اَنَّ দ্বারা لعل অর্থ করে। যেমন তাহারা বলে ঃ اذهب الى السوق انك تشترى لنا شيئا

অর্থাৎ 'বাজারে যাও, হয়ত আমাদের জন্য কিছু কিনিয়া আনিবে।' কবি আদী ইব্ন যায়দ আল-ইবাদী বলেন ঃ

اعلذل ما يدريك ان منيتى – الى ساعة فى اليوم اوفى ضحى الغد

অর্থাৎ 'আমার মর্ম-যাতনার উপলব্ধি হয়ত আজ কিংবা কাল তোমার ঘটিবে।'

ইব্ন জারীর (র) উপরোক্ত মর্তটি পসন্দ করিয়াছেন। আরব কবিদের কবিতার চরণ উদ্ধৃতি করিয়া তিনি উহার দলীল পেশ করেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ পাক এখানে বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন ঃ যেহেতু মুশরিকরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ মানুষের কাছে ওহী নাযিল করেন নাই, তাই তাহাদের অন্তর কোন কিছুর উপর স্থির হইতে পারে নাই; বরং প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রেই তাহাদের সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে তাহাদের অন্তর শুধু ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতেছে।

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ-আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ বলেন ঃ অর্থাৎ তাহাদের অন্তর যেহেতু ঈমান ও তাহাদের পুরাতন বিশ্বাসের মাঝে ঘুরপাক খাইতেছে বলিয়া ঈমান আনিতে পারিতেছে না, তাই আমার নিদর্শন উপস্থিত হওয়ার পরেও আমি তাহাদের অন্তর ও দৃষ্টিতে এই অস্থিরতা ও সংশয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটাইব। ফলে তাহারা তখনও ঈমান আনিবে না।

ইকরিমা ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র)-ও উক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে মুশরিকদের নিদর্শন দেখার পরবর্তী কথা ও কাজের আগাম সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ কিংবা

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِىْ جَنْبِ اللّٰهِ...... لَوْاَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ-

উপরোক্ত উভয় আয়াতেই আল্লাহ অবিশ্বাসী ও মুশরিকদের পরবর্তী জীবনের আক্ষেপজনক কথাবার্তা ও কার্যধারার আগাম খবর দিয়াছেন। কারণ পরকালে তাহাদের এই আক্ষেপ অর্থহীন। তাহারা যতই বলুক যে, তাহাদিগকে আবার পৃথিবীতে পাঠাইলে তাহারা ঈমান আনিবে, তাহা সঠিক কথা নহে। তখনও তাহারা ঈমান আনিবে না। তাই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ

অর্থাৎ 'যদি তাহাদিগকে ফেরত পাঠানো হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই কাজই করিবে যাহা তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে। আর তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

তাই এখানেও আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে দুনিয়ায় আবার ফেরত পাঠাইলে তাহাদের অন্তর ও দৃষ্টি পূর্বের মতই নিজেদের সনাতন বিশ্বাস ও হিদায়াতের মাঝখানে ঘুরপাক খাইতে থাকিবে।'

وَنَذَرُهُمْ অর্থাৎ 'তাহাদিগকে অবকাশ দিব, ছাড়িয়া দিব।' فِىْ طُغْيَانِهِمْ অর্থাৎ 'তাহাদের কুফরীর কাজে।'

এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন ইব্ন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী। আবুল আলীয়া, রবী ইব্ন আনাস ও কাতাদা বলেন ঃ فِىْ طُغْيَانِهِمْ অর্থ হইল তাহাদের বিভ্রান্তির কাজে।

يَعْمَهُوْنَ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আবুল-আলিয়া, রবী, আবূ মালিক (র) প্রমুখ বলেন ঃ তাহারা অবিশ্বাস ও সংশয়ের আবর্তে ঘুরপাক খাইয়া পেরেশানীর যিন্দেগী কাটাইবে।

আ'মাশ বলেন يَعْمَهُوْنَ অর্থ 'তাহারা ক্রীড়া-কৌতুক করিবে।'

تمت بالخير

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফা-২০১৬-২০১৪-প্র/২৫৫(উ)-৬২৫০